INDEX

Dates			Page
The 19th March, 1974.			
1. Questions	...	...	1
2. Calling Attention	...	...	18
3. General Discussion on supplementary Demands for Grants for 1973-74.	...	...	26
4. Voting on Demands for supplementary grants for 1973-74.	...	...	50
5. Papers laid on the table	...	...	71
The 20th March, 1974.			
1. Questions	...	...	1
2. Announcement by the Speaker regarding business of the House for the 21st March, 1974.	...	...	18
3. Calling Attention	..	...	19
4. Laying of the Salaries & allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Rules 1974	...	...	20
.. Voting on Demands for supplementary grants for 1973-74	...	...	21
6. Government Business (Legislation). (Introduction of the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura) Bill No. 6 of 1974)	...	...	56
7. Papers laid on the table	...	...	60
The 21st March, 1974.			
1. Questions	...	...	1
2. Calling Attention	...	...	21
3. Government Resolutions (Ratification of the amendments to the Constitution of India (Thirty second amendment) Bill, 1974..	...	...	27

Dates			Page
4. Government Business (Legislation) [consideration & passing of the Tripura Educational Institutions (Taking over of management) Amendment Bill, 1974 (Tripura Bill No. 2 of 1974)	...	..	28
5. Government Business (Legislation) [consideration aud passing of the Tripura Motor Vehicles Tax (amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 3 of 1974]	..	...	29
6. Government Business (Legislation) [consideration and passing of the Tripura Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of witness and Production of documents) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 1 of 1974]	...	..	32
7. Papers laid on the table	...	...	33
The 22nd March, 1974.			
1. Questions	...	...	1
2. Calling Attention	...	...	18
3. Government Business (Legislation) [consideration and passing of the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Second amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1947)]	...	...	23
4. Papers laid on the table	...	..	66
The 25th March, 1974.			
1. Questions		..	1
2. Calling Attention		...	16
3. Consideration of the Report of the Tripura Public Service Commission	...	..	17
4. Government Business (Legislation) (consideration and passing of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (second Amendment) Bill. 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974)]	...	...	25
5. Papers laid on the table	...	...	63

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

March 19, 1974.

The House met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Tuesday the 19th March, 1974 at 12 30 P. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 46 Members.

Mr. Speaker : – To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.—Starred Question—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :— Starred Question No. 145

Shri Haricharan Choudhury :— Question No. 145

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য ১৯৭২-৭৩ইং সনে খোয়াই বিভাগে ১৯১০.০০ উনিশ শত দশ টাকার স্কীমে কিছু সংখ্যক জুমিয়াদের পুনর্বাসনের সাহায্য হিসাবে টাকা দেওয়া হইয়াছিল ?	হ্যাঁ।
২) যদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে কি পরিমাণ টাকা কত-জনকে দেওয়া হইয়াছিল ?	উপরোক্ত ১৯১০ টাকার স্কীমে মোট ৪৮,৩০০ (আটচল্লিশ হাজার তিনশত) টাকা মোট ১২৩টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এই যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকাগুলি কি কিস্তি করে দেওয়া হয়েছে না এককালীন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিস্তিতেই টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা : – মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই পর্যান্ত কত কিস্তি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ পর্যান্ত এক কিস্তিই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এই যে কিস্তিতে টাকাগুলি দেওয়া হয়েছে তাতে মাথা পিছু কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাথাপিছু ৬৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এই যে ১২৩টি পরিবার পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তারা কোন কোন এলাকার?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তকছায়া—৯ পরিবার, পশ্চিম রাজনগর ১৬ পরিবার, পূর্ব রাজনগর ৩৫ পরিবার, পূর্ব চাম্পাছড়া ১০ পরিবার, পশ্চিম চাম্পাছড়া ১ পরিবার, রতনপুর ৪২ পরিবার।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদের চলতি আর্থিক বছরে কোন দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই স্কীম অনুসারে যে সব শর্তাবলী আছে সেগুলি যদি করে থাকে নিশ্চয়ই তাদের পুনরায় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল স্পেসিফিক—আমি যদি এই সব করে থাকে আমি এই উত্তর চাচ্ছি না।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেখানে তাদের জায়গা পরিষ্কার করার স্কীম আছে সেই স্কীম অনুসারে তাদের যদি জংগল কাটা হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পুনরায় দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার উত্তর পেলাম না—আমি জানতে চেয়েছিলাম চলতি আর্থিক বছরে কোন কিস্তি দেওয়া হয়েছে কি না এবং দেওয়া হলে কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন এই যে ১২৩টা পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের যে জমির এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল সেই জমি তাদের হাতে আছে কি না?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের কাছে নিশ্চয়ই জমি আছে—টিলা জমি দেওয়া হয়েছিল, লোংগা জমি নাই বললেই হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই স্কীমের যে ১৯২০ টাকা সেই টাকা প্রত্যেকটি পরিবারকে দিতে গেলে কত বছরের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হবে?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যদি স্কীম অনুসারে কাজ করেন তাহলে আমরা বছরের পর বছর টাকা দিয়ে থাকি।

শ্রীঅখিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে বর্তমান কিস্তি ৬৫০ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন ওরা কি কি কাজে এই টাকাটা ব্যয় করেছে?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের বিভিন্ন স্কীম আছে জংগল কাটা, গরু কিনা, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন স্কীম আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি একটা পরিবারের পুনর্বাসন যাদের দেওয়া হয়েছে—যদি ৫ জন হয় তাহলে তাদের কৃষির জন্য দুটো বলদ কিনতে, ঘর বাড়ী তৈরী করতে, জংগল কেটে আবাদ করে ফসল করতে এই ৬৫০ টাকায় সম্ভব কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৬৫০ টাকায় হয় না সব সময়, এই কাজগুলি কিস্তী করে করা হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই স্কীমে হর্টিকালচার স্কীম আছে কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হর্টিকালচারের স্কীমও আছে যেখানে আদর্শ জমি নাই কৃষি করার জন্য সেখানে ১৯১০ টাকার স্কীমে হর্টিকালচারও করা হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এই যে ১২৩টি পরিবারকে ১৯১০ টাকার স্কীমে প্রতি কিস্তিতে ৬৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা কি হর্টিকালচারের জন্য না অন্য কোন স্কীমে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হর্টিকালচারের জন্য দেওয়া হয় নাই, এটা সাধারণ কৃষির জন্য ধান ইত্যাদি ফসল ফলানোর জন্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে তাদের হর্টিকালচার স্কীমে যদি টাকা দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর এই জুমিয়ারা সেখানে জমি চাষ করার মত কোন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে কি না ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যাপারে কোন খোঁজ নিয়েছেন কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা নিশ্চয়ই খোঁজ নেই। তারা আমাদের স্কীম অনুসারে কাজ করে কি না সেটি ইনকোয়ারী করে দেখেই তারপর তাদের টাকা দেওয়া হয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে ১২৩টি পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কি পরিমাণ জমি তারা আবাদ করেছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের আমরা ১৫ কাণি করে জমি দিয়েছি তারা এইগুলিতে বাগান ইত্যাদি করে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর হল না। আমার প্রশ্ন ছিল তারা কি পরিমাণ জমি আবাদ করেছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই। মাননীয় সদস্য যদি পরে জানতে চান তাহলে পরে জানাব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে টাকা দেওয়ার পর তিনি খোঁজ নেন। এখন তিনি বলছেন উনার কাছে কোন তথ্য নাই—তিনি অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন (ইন্টারাপশান)...

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—একজন বলুন (ইন্টারাপশান)

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলতে পারেন এই যে ৬৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে এটা কোন স্কীমে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি প্রথমে তাদের জংগল কাটার জন্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবুলু কুকী :—স্যার আমার উত্তরটা হল না, আমি স্কীমের নামটা জানতে চাইছি স্কীমের নামটা কি ?

শ্রীহরচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা এগ্রিকালচার স্কীম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে যেসব কণ্ডিশন ফুলফিল করলে পর দ্বিতীয় কিস্তি বা পরবর্তী সময়ের কিস্তি যেটা দেওয়া হয় এই স্কীমের কণ্ডিশনগুলি কি কি এবং ঐ জুমিয়াদের স্কীম ফুলফিল করতে কোন অসুবিধা যদি থাকে সেই অসুবিধা কি এবং সত্বর তদন্ত করে সেই স্কীমের কণ্ডিশনগুলি ফুলফিল করতে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—অনেক প্রশ্ন করেছেন আপনি একটা সাপ্লিমেণ্টারীর জায়গায় তিন চারটা করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীমশায় আপনি এই একটার উত্তর দিয়ে দিন।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে জংগল কাটার স্কীম আছে, গরু কিনা প্রত্যেকটা পরিবার সেখানে টাকা নিয়ে গরু কিনে, এই ব্যবস্থা এই স্কীমের মধ্যে আছে, এগ্রিকালচার স্কীম আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

প্রশ্ন

১) গত আর্থিক বছরে (১৯৭৩ ইং) বিলোনীয়া মহকুমাতে কতজন আদিবাসী ও তপশিলী শ্রেণীভুক্ত লোককে বাসগৃহ করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা ছিল ?

২) ঐ সকল শ্রেণীভুক্ত কতজনকে বাসগৃহ করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১,২) বাসগৃহ করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। তবে তপশিলী ও উপজাতির গৃহ সংস্কার ও পুনঃ নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। গত আর্থিক বৎসরে উক্ত পরিকল্পনায় বিলোনীয়া মহকুমাতে ১০ (দশ) টি তপশিলী পরিবার ও আট টি উপজাতি পরিবারকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব ছিল মহকুমা শাসকের প্রস্তাব অনুসারেই আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তপশিলী জাতি ১০টি পরিবার এবং আট টি উপজাতি পরিবারকে যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে এইটা কোন শ্রেণীর লোককে দেওয়া হয় ? তপশিলী জাতীর মধ্যে সবাই তপশিলা নয়। তপশিলী এবং উপজাতীর মধ্যে কোন শ্রেণীর লোক এইটা পায় ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তপশিলী ভূক্ত যেমন সিডিউলড কাষ্ট বা সিডিউলড কাষ্টের মধ্যে অনেক জাতি আছে তবে তারা সিডিউল কাষ্টের ভূক্ত, এইগুলি তপশিলী ভূক্তের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল তপশিলী এবং উপজাতি যেটা আছে এইটা যাদের জোতভূমি নাই এইরকম শ্রেণীর লোককে দেওয়া হয় না। কি যাদের জোত আছে, বাড়ীর জায়গাটা জোত এই শ্রেণীর লোককে দেওয়া হয় ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি সাধারণত: যাদের সামান্য জায়গা গৃহ নির্মাণের জন্য ২।৩ গণ্ডা জায়গা আছে, যাদের অবস্থা খুব খারাপ এদেরকে আমাদের যে মহকুমা শাসক এইগুলি তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এইগুলি আমাদের তপশিলী জাতীকে অনুদান দেওয়া হয়েছে গৃহ নির্মাণের জন্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, মন্ত্রীমশায় যে বললেন সেই মহকুমা শাসকেরা যেটা করছে স্যার, যারা ল্যাণ্ডলেস যাদের নিজের ঘর নাই এমন লোক যে সব পিটিশন করেছে হাউস লোন পাওয়ার জন্য এইরকম লোকের নাম তারা সুপারিশ করেন না। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা, উনি বলেছেন যে যাদের ঘর বাড়ী ভেংগে গিয়েছে তাদেরকেই শুধু দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা অল্প সংখ্যক জোতের মালিক নন এমন শ্রেণীর লোককে গৃহনির্মাণের জন্য টাকা দেওয়া হয় কি না, এবং এই ব্যবস্থা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যারা ২।৩ গণ্ডা বা যাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ এই অবস্থা দেখে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব তাদেরকে, এইভাবে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সাধারণত গরীব যারা ভাংগা ঘর আছে, তাদের সেই ঘর রিপেয়ারের জন্য এই আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭৩ ইং এই রকম কত লোককে এই অনুদান দেওয়া হয় বেলোনীয়াতে এবং কতটি আবেদন পত্র ছিল মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যাদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় তার পরিমাণ কত ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাসগৃহ নির্মাণের জন্য আমাদের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে যারা নাকি পুন: সংস্কারের জন্য ভাংগাচুড়া ঘর আবার তৈরী করবেন সেই ক্ষেত্রে আমরা আর্থিক অনুদান সাহায্য দিয়ে থাকি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—সেইটার পরিমাণ কত ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—তিনশো টাকা করে দেওয়া হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে আমাদের সরকার তপশিলী জাতির মধ্যে যাদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন গরীব এবং কতজন কাজ করে চলতে পারে এই রকম অবস্থায় দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এইটা যারা নাকি এই সাহায্য নিয়ে থাকে তারা সবাই গরীব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় কি বলতে পারেন যে ১৮ জনকে অনুদান দেওয়া হয়েছে যারা একেবারে গরীব তারা পায় নি। যারা না কি ১০/২০ কানি জমির মালিক তারাই এই সাহায্য পেয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের জমি আছে বা যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল আছে সেইটা অসত্য কথা, এই রকম লোকদেরকে দেওয়া হয় নি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এই যে গৃহ সংখ্যা আর সংস্কার উনি যা বললেন এই জন্য দপ্তরে কতটি দরখাস্ত এসেছিল, কতগুলি পিটিশন এসেছিল ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন এখানে আসে না ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গৃহ সংস্কারের জন্য পিটিশন করতে হয়, তার জন্য কতগুলি দরখাস্ত বিলোনীয়া থেকে এসেছিল এইটা আমি জানতে চাই তারা একটা ভিত্তিতে নিশ্চয়ই সাহায্য দিয়েছেন বিলোনীয়াতে। কাজেই কত দরখাস্ত এসেছিল মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গৃহ সমস্যা বলতে আমি যা বুঝি গৃহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা খুলে ফেলা তার জন্য কোন টাকা দেওয়া হয় না। আমরা গৃহ সংস্কার বা রিপেয়ারের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকি।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জেলাশাসক দপ্তর বিলোনিয়াতে এই গৃহ সংস্কার করার জন্য কতজন তপশিলী জাতি, গরীব মানুষ দরখাস্ত করেছিলেন সেই সংখ্যাটা জানতে চেয়েছিলাম এবং মাননীয় মন্ত্রীমশায়কে জিজ্ঞাসা করছি জানাবেন কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কতজন দরখাস্ত করেছে না করেছে এইটা আমার কাছে তথ্য এখন নেই। তবে মাননীয় সদস্য যদি চান আমি সেইটা এনে দিতে পারি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—(ককবরক ভাষায় প্রশ্ন করেছেন)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এতক্ষণ আপনি বাংলাতে সাপ্লিমেন্টারী করেছেন, কাজেই এই সাপলিমেন্টারী কোয়েশ্চানটাও বাংলাতে করুন। হি ইজ টু আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড বেঙ্গলি। তিনি বাংলা বুঝেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার বুঝতে অসুবিধা হয়।

মিঃ স্পীকার :—নো উনি বাংলা বুঝেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চানগুলি কি মাতৃভাষায় করা যেতে পারে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং ;—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ১৮ পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাদের নাম এবং তাদের ঠিকানা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমার সেই নাম এবং ঠিকানা নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি কি করতে এসেছেন, কি নিয়ে এসেছেন। কিছুই নিয়ে আসেন নি। একটা শিষ্টু নিয়ে আসেন নি। নাচতে আসেন এখানে, একটা মূর্খ।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার প্লিজ টেইক ইউর সিট। অনারেবল মেম্বার প্লিজ উইদড্র দি ওয়ার্ড 'মূর্খ'।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এর চেয়ে আরও জঘন্য ভাষা ইউজ করা উচিত।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member the word used in your speech is very objectionable. I would request you to withdraw this word.

Shri Chandra Sekhar Dutta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আপনার রুলিং উনাকে এটা উইদড্র করতে হবে।

Mr. Speaker :—I have requested the Hon'ble Member to withdraw the term meant for the Minister.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ধরণের আচরণ তিনি করেছেন, আমি বাধ্য হয়েছি এই ওয়ার্ড ব্যবহার করতে, তাই আমি সেটা করেছিলাম। ঠিক আছে, আমি সেটা উইদড্র করে নিলাম।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা ঠিক কি না যে যাদের ৩০০ টাকা করে পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে,তাদের মধ্যে মন্ত্রীর নিজের আত্মীয় আছে বলে তিনি নাম প্রকাশ করতে পারছেন না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—এটা সত্য নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৪ স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে অম্পিনগর প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের রোগীর সিট সংখ্যা বাড়ানোর সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	সীট সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে।
২) থাকিলে কতটি এবং না হলে ইহার কারণ ?	চারটি শয্যা বাড়ানো হবে।

মিঃ স্পীকার:—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭১ স্যার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭১ স্যার।

১ নং প্রশ্ন :— ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্যাম্পে বর্তমানে মোট কত উদ্বাস্তু আছে যাদের পুনর্বাসন হয় নাই তাদের ক্যাম্প ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর :— ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্যাম্পে মোট ২৮৪০ জন উদ্বাস্তু আছে যাহাদের পুনর্ব্বাসন হয় নাই তাহাদের ক্যাম্প ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১)	অরুনন্ধুতিনগর পি, এল, ক্যাম্প	১৪৬৪
২)	পাবিয়াছড়া ট্রেনজিট ক্যাম্প	৭৮০
৩)	আমতলী পি, এল হোম	৫৯৬
	মোট	২৮৪০

২নং প্রশ্ন :— এদের এ বছর শীতের কম্বল দেয়া হয়েছে কিনা। না দেয়া হলে তার কারণ।

উত্তর :— না।

সকল পরিবারকে প্রতি বৎসর শীতের কম্বল দেয়া হয় না। প্রতি পরিবারের প্রতি ৫ বৎসরে এক-বার পশমের কম্বল প্রাপ্য হয় ১৯৭৩ ইং—৭৪ইং সনে যেসব পরিবারের কম্বল প্রাপ্য তাহাদের জন্য কম্বল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩নং প্রশ্ন : এদের সস্তাদরে রেশন ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

উত্তর :— রেশন দোকান মারফত যে সমস্ত জিনিষ বিলি করা হয় তাহা ক্যাম্প বাসীগণও পায়।

৪নং প্রশ্ন : এদের পুনর্ব্বাসনের কি পরিকল্পনা আছে।

উত্তর :— ৮৮২ পরিবারের মধ্যে পুনর্ব্বাসন যোগ্য ৩৮০ পরিবারকে অকৃষি ভিত্তিক পেশায় ত্রিপুরায় পুনর্ব্বাসন দেওয়ার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হই-য়াছে। প্রত্যেক পরিবারকে গৃহ নির্ম্মানের জন্য ·২০ একর খাস জমি দেওয়া হইবে এবং নিম্নোক্ত হারে ঋণ দেওয়া হইবে

১)	ব্যবসা ঋণ	১৫৫০৲ টাকা
২)	ব্যবসা গৃহ নির্মাণ ঋণ	২০০৲ টাকা
৩)	বাসগৃহ নির্মাণ ঋণ	১২৫০৲ টাকা
	মোট	৩০০০৲ টাকা

পুনর্ব্বাসন ভূমি উন্নয়নের জন্য পরিবার পিছু অন-ধিক ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ২৮৪০টি উদ্বাস্তু পরিবার আছে, এরা কোন সন থেকে আছে, এই ক্যাম্পের মধ্যে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৪ সন হইতে ১৯৭১ সনের ২১শে মার্চ্চ'এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত উদ্বাস্তু আসিয়াছে তাদের মধ্যে যারা ক্যাম্পে আছে, তাদের হিসাব আমি বলেছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—২৮৪০টি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্ব্বাসন'এর পরিকল্পনা আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তাদের কোন কোন বিভাগে পুনর্ব্বাসন'এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ১৫০টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আগামী আর্থিক বৎসরে বাকী পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে। কুমারঘাট এবং কুমারঘাটের নিকটবর্তী জায়গায় অর্থাৎ কৈলাশহর সাবডিভিশানের মধ্যেই করা হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের স্কীম নেওয়া হয়েছে এইগুলি আদিবাসী উপজাতি কলোনীর মধ্যে ব্যবস্থা হচ্ছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এইরকম খবর নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পুনর্বাসনের জন্য স্কীম করেছেন তার জন্য কত টাকা ব্যয় করবেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—২০ একর খাস জমি দেওয়া হবে, ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়া হবে ১৫০০ টাকা, গৃহ নির্ম্মাণ ঋণ ২৫০ টাকা, পুনর্ব্বাসনের ভূমি উন্নয়নের জন্য ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৬৪ আর্থিক বৎসর হইতে ১৯৭১ সনের আর্থিক বৎসরের মোট ২৮৪০ জন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ক্যাম্পে অপেক্ষা করছে, তাদের ভিতর কত সংখ্যক উদ্বাস্তু ১৯৬৪-৬৫ বছর থেকে রয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি ১৯৬৪ হইতে ১৯৭১'র ২১শে মার্চের পূর্ব্বে যে সমস্ত উদ্বাস্তু এসেছে তাদের মধ্যে যারা ক্যাম্পে আছে, তাদের হিসাব যদি চান, তাহলে আমি পরে দিতে পারি, কারণ এটা কনসলিডেটেড ভাবে এখানে দেওয়া আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সন, এই সময়ের ভিতরে ২৮৪০টি পরিবার জমা হয়েছে। তাহলে প্রতি বছরই কিছু কিছু করে জমা হচ্ছে। আমি জানতে চাইছি শুধু ১৯৬৪-৬৫ আর্থিক বছরে কত জমা হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রত্যেক সনের হিসাব আমি যদি না জানি তাহলে নির্দিষ্ট কোন বছরের হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— [illegible] এবং যে তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা এবং জমি এই দিয়ে প্রত্যেকটি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্ব্বাসন [illegible] মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশ্বাস করেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ২০ বাদেও যদি শুধু ২০ দেওয়া হয় বা যদি ৩০,০০০ টাকাও দেওয়া হয় তাহলে সেই টাকা দিয়ে একটা পরিবার দাঁড়াতে পারে কিনা সেটা আলাদা কথা। কিন্তু আমাদের যে ব্যবস্থা হয়েছে সেই ব্যবস্থার কথাই আমি বলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী কি স্বীকার করবেন যে তাদের জন্য কোন অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন-এর দায়িত্ব সরকার থেকে নেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ত্রিপুরার প্রত্যেকটি পরিবারের অর্থ নৈতিক দায়িত্ব নেওয়া ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্ব। শুধু আলাদা করে এদের জন্য নয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদ্বাস্তু সমস্যা সর্ব ভারতীয় সমস্যা, সেই দিকে লক্ষ্য করে যাদের এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁরা অনুরোধ জানাবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে যারা নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে যেতে চান সরকারের সেই ব্যবস্থা আছে, তাদের বাইরে নেওয়া যেতে পারে এই লিষ্টের উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি পরিস্কার জানতে চাই যে ২,৮৬০ পরিবারকে (উদ্বাস্তু) ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকার অনুরোধ করেছেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এদের প্রত্যেককেই মানা ক্যাম্পে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলা দেশের শরণার্থীরা আসার পর মানা ক্যাম্পে পাঠানো স্থগিত ছিল। বাংলা দেশের শরণার্থীরা চলে যাওয়ার পর এই সমস্ত উদ্বাস্তুকে ত্রিপুরাতে পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—উত্তরটা পরিস্কার হয় নি স্যার। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি অনুসারেই তাদের ত্রিপুরাতে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা স্বীকার করবেন কিনা যে ২,৮৬০টি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছুই জানান নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যেই তাদের পুনর্বাসন হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার পার্লামেন্টে ঘোষণা হয়েছে এবং পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে আর একটিও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয় এবং বাড়তি হয়ে গেছে। সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমেই এখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হয়েছে সেটা কি করে হল ? কাজেই আমি জানতে চাইছি যে ত্রিপুরার বাইরে তাদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন কিনা ? যদি করে থাকেন তা হলে কবে করেছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্লামেন্টে কবে ঘোষণা হয়েছে সেই তারিখটা দিতে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি। তবে আমি বলেছি যে তাদের মানা ক্যাম্পে যাওয়ার কথা ছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সেই ঘোষণার তারিখ উপস্থিত করতে পারলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিপূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের বাইরে পুনর্বাসন দিতে রাজী আছেন কি? একজন মন্ত্রী কি জানেন না যে কেন্দ্রীয় সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ঘোষণা কি ১৯৭১ এর আগে না পরে সেটা জানালে ভাল হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সেটা ১৯৭১ এর আগে হতে পারে পরেও হতে পারে। কিন্তু এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত। এই রাজ্যের বাইরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই রাজ্যে একটাও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হতে পারে না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়ার কথা আমি শুধু জানতে চাই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য ত্রিপুরাতেই অনুমোদন দিয়েছেন কিনা? হাঁ, বা না আমি জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, রাজ্য সরকার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত আগেও হতে পারে পরেও হতে পারে। এই রাজ্যের বাইরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই রাজ্যে আর একজন উদ্বাস্তুকেও পুনর্বাসন দেওয়া চলে না। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই আমি জানতে চাইছি যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ধরনের কোন অনুরোধ করেছেন কিনা—হাঁ বা না উত্তর চাই?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, সেটা যদি মন দিয়ে অনুধাবন করা যায়, তাহলে উত্তর তিনি নিশ্চয় পেতে পারেন। সেখানে আমি বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদেরকে মানা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সনের পরে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা করেছেন যে তাদেরকে আর মানা ক্যাম্পে নেওয়া হবে না, ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি স্যার, লেটেষ্ট পজিশান চেয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের পর যে নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে দেখছি যে আমাদের এখানে এখনও ২,৮৪০টি পরিবার ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হয় নি। কাজেই তাদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন অনুরোধ করেছেন কিনা, যদি না করে থাকেন, তাহলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবেন কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— :—স্যার, লেটেষ্ট অনুরোধ যা করা হয়েছে, সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। আর এছাড়া যদি মনে করেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে অন্য জায়গাতে নিয়ে পুনর্বাসন দিতে হবে অথবা ত্রিপুরা রাজ্যকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীকালপদ ব্যানার্জী :—স্যার, মনে হচ্ছে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর কোন ধারণা নেই। কারণ এটা একটা সাংবিধানিক প্রশ্ন, এর উত্তর এই রকম হতে পারে না ?

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বীকার করবেন কি যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতি জুমিয়া এবং ভূমিহীন কৃষক যথেষ্ট পরিমাণে আছে, যাদের এখনও পুনর্বাসন দেওয়া

সম্ভব হয় নি এবং আজকে কংগ্রেসের গত ২৬ বছরের রাজত্বেও সেটা করা সম্ভব হয় নি, সেক্ষেত্রে অন্যান্য উদ্বাস্তুকে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উনি হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে আজকে যাকে নাকি আমরা ভারতবর্ষ বলি, আর যে সমস্ত লোক এখানে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন, তারা তাদের রক্তের বিনিময়ে এই ভারতবর্ষকে তাদের দেশ বলে দাবী করতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষ যখন নাকি স্বাধীন হয়েছিল, তখনই সরকার এই দায়িত্ব নিয়েছিল যে স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছে, তারা যখন নাকি বিপদে পড়ে এই দেশে আসবে, তাদের প্রত্যেকে সমভাব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশী হয়ে গেছে এবং ঢেবর কমিশন সুপারিশ করেছেন যে এখানে আর কোন উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয় এবং উদ্বাস্তুদের ভারতের অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার সুপারিশ করেছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার জন্যই আমাদের সরকার পরিবার পরিকল্পনার উপর বেশী জোর দিয়েছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮০।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৮০, স্যার

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরে কোন কবিরাজী চিকিৎসালয় স্থাপনের কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২) ইহা কি সত্য ধর্মনগরে কবিরাজী চিকিৎসালয় না থাকা সত্ত্বেও ধর্মনগরের জন্য একজন কবিরাজকে নিয়োগ করা হয়েছে ?

৩) ২নং প্রশ্ন এর উত্তর হঁ্যা হলে, কবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই কবিরাজ কোথায় কাজ করছেন ?

উত্তর

১) ধর্মনগরে একটি কবিরাজী চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছে।

২) একজন কবিরাজ নিয়োগ করা হয়েছে।

৩) ১৫।৯।৬৬ইং তারিখে। বর্তমানে ধর্মনগরে চাকুরী করিতেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে কবিরাজী চিকিৎসালয়টি স্থাপন করা হয়েছে, সেটা কবে করা হয়েছে, এই কবিরাজী চিকিৎসালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা কবে ছিল এবং কবিরাজকে কখন নিয়োগ করা হয়েছে জানাতে পারেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ধর্ম্মনগর কবিরাজী ডিসপেনসারী ১৩।২।৭৪ইং তারিখে হয়েছে এবং সেটা জনসেবায় নিযুক্ত আছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই পর্যান্ত ঐ চিকিৎসালয়ে কতজন রোগী চিকিৎসিত হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার. আমি আগেই বলেছি যে ১৩।২।৭৪ইং তারিখে এই ডিসপেনসারীটি ষ্টার্ট করা হয়েছে। সুতরাং এরপর কতজন রোগী ট্রিটমেন্ট হয়েছেন, সেই হিসাব এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই কবিরাজ মশাইকে কবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, কবিরাজকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ১৫।৯।৬৬ ইং তারিখে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৫।৯।৬৬ইং তারিখে কবিরাজকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, আর ১৩।২।৭৪ইং তারিখে ধর্ম্মনগরে কবিরাজী চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছে, তাহলে কবিরাজ মশাই এতদিন কোথায় ছিলেন, জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলাতে আমাদের যে কবিরাজী ডিসপেনসারী আছে, তিনি সেই ডিসপেনসারীতে এতদিন কাজ করেছেন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই কবিরাজ মশাইকে কবে ধর্ম্মনগরে পোষ্টিং করা হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—১৩।২।৭৪ইং তারিখে তিনি ধর্ম্মনগর আয়ুর্বেদীয় ডিসপেনসারীতে যোগদান করেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাই যে ধর্ম্মনগর কবিরাজী ডিসপেনসারী খোলা না হলে, তিনি এখানে সারপ্লাস কবিরাজ ছিলেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—তিনি সারপ্লাস ছিলেন না। তিনি আগরতলার ডিসপেনসারীতে কাজ করছিলেন এবং জনসেবা করছিলেন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কবিরাজ মশাইকে ধর্ম্মনগরে পোষ্টিং করা হয়েছে, তার পরিবর্তে এখানে অন্য কোন কবিরাজকে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই কবিরাজকে ১৫।৯।৬৬ইং তারিখে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না ; কারণ আমার প্রশ্নটা ছিল মাননীয় সদস্য কালীবাবু যে প্রশ্নটা করেছিলেন—তিনি সারপ্লাস ছিলেন কিনা ? যদি সারপ্লাস না থাকেন, তাহলে আগরতলা থেকে যাকে ধর্ম্মনগরে পোষ্টিং করা হয়েছে তার স্থলে আগরতলাতে অন্য কাউকে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— স্যার, তিনি এখানে এ্যাডিশান্যাল কবিরাজ হিসাবে কাজ করছিলেন এবং তিনি ম্যানুফেকচারিং-এর কাজও করতেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কবিরাজ যাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল আগে, তাকে ধর্মনগর কবিরাজী চিকিৎসালয়ের জন্য কবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—১০।০।১৯৬৮ তারিখে এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়টি স্থাপন করা হয়েছে।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ঘরে এই কবিরাজী চিকিৎসালয়টি স্থাপন করা হয়েছে, সেটা কি সরকারী ঘর না ভাড়া করা ঘর ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সরকারী ঘর।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্মনগরের মত ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য মহকুমা শহরে কবিরাজী চিকিৎসালয় স্থাপন করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—অন্যান্য সাবডিভিশনে এটা করবার পরিকল্পনা রয়েছে, তবে এটা ক্রমে ক্রমে করা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ধর্মনগরকে ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পরিকল্পনাটা ১৯৬৬ সালে হয়েছে। সুতরাং এটা বিভিন্ন ফেক্টরের উপর নির্ভর করে বিবেচনা করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই পরিকল্পনাটা ১৯৬৬ সালে হয়েছে, কিন্তু গত ১০ বছরের মধ্যে এটা রূপায়িত হল না কেন, জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্থান নির্বাচন করতে বা উপযুক্ত বিধি না পাওয়ার জন্য, এতদিন পর্য্যন্ত সেটা কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে আমাদের কি এটা বুঝতে হবে যে কবিরাজ মশাইকে বিনা কাজে নিয়োগ করে এতদিন টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে, যেহেতু আগে থেকে এরজন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আগরতলাতে কবিরাজী করেছেন এবং সেই সংগে ম্যানুফেকচারিং-এর কাজও করেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাই যদি হয়, তাহলে উনাকে যখন ধর্মনগরে পাঠানো হল, তখন এখানে তার পরিবর্ত্তে অন্য কোন কবিরাজ নিযুক্ত করা হল না কেন ? এর থেকে বুঝা যাচ্ছে ঐ ভদ্রলোক এখানে সারপ্লাস ছিলেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আমাদের আগরতলায় কবিরাজী ডিসপেনসারীতে কাজ করেছেন, অধিকন্তু তিনি ম্যানুফেকচারিং এর কাজ করেছেন।

শ্রীমতিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ভদ্র লোককে জনসেবার পুরস্কার হিসাবে ধর্মনগরে কবিরাজ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিসপেনসারী করলে পরে সেখানে কবিরাজ দিতে হয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ভদ্রলোককে সেখানে কবিরাজ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি কোন কলেজ থেকে পাশ করেছেন এবং তার বর্তমান বয়স কত দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার সম্পর্কে এত সব তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি কোথা থেকে পাশ করেছেন সেই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি তার বর্তমান বয়স কত?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার বয়স কত, তার ছেলে মেয়ে আছে কি না (ইন্টারাপশান)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উনি কোয়ালিফায়েড কি না সেই কথা বলবেন না? (ইন্টারাপশান) আপনি বললেই হবে? (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার : অনারেবল মেম্বার আপনি বসুন, আপনি প্রশ্ন করুন উনি কোয়ালিফায়েড কবিরাজ কি না (ইন্টারাপশান)।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার বয়স কত সেই তথ্য আমার কাছে নেই…

মিঃ স্পীকার :—না, না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, প্রশ্ন ছিল উনি কোয়ালিফায়েড কবিরাজ কি না তার উত্তর দিন (ইন্টারাপশান) আপনারা যদি সকলেই এক সংগে বলতে শুরু করেন (ইন্টারাপশান)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আপনি তো উনাকে বললেন, কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নাই (ইন্টারাপশান)।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন বলছেন যে তার বয়স কত আর একজন বলেছেন তিনি কোয়ালিফায়েড কি না, আমি কোন প্রশ্নের উত্তর দেব সেইটাই বুঝতে পারছি না (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—অল রাইট—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তিনি কোয়ালিফায়েড কবিরাজ কি না সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিন (ইন্টারাপশান)।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে তখনকার কাগজপত্র আমার কাছে নেই, তাই আমি বলতে পারছি না (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার্স, আপনারা সকলেই যদি এক সঙ্গে বলতে থাকেন তাহলে কারও কথা বুঝা যাচ্ছে না (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, ১০ বছর আগে যে কবিরাজকে নিযুক্ত করা হয়েছে—আজকে তিনি বলছেন যে কাগজ পত্র উনার কাছে নেই। ইন্টারভিউর কাগজপত্র নিয়ে এসেম্বলীতে আসবেন প্রশ্নের উত্তর দিতে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য উনি এই কথা বলেন নি (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—বলেছেন স্যার, ইন্টারভিউর কাগজপত্র নেই বলে বলতে পারছি না…

মিঃ স্পীকার :—উনি যোগ্যতা সম্পর্কে কাগজপত্র নেই বলেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই কথা আমাদের জানতেই হবে। উনি যোগ্য কি না উনি কোয়ালিফায়েড কি না—উনি বলুন হা অথবা না?

ইন্টারভিওর কাগজ পত্র নেই—১০ বছর আগে যে কবিরাজকে নিযুক্ত করা হইয়াছে ব্যক্তিগত ভাবে উনি বলতে পারেন যে আমি তখন মন্ত্রী ছিলাম না। আমি আজকে এর জবাব দিতে পারছি না (ইন্টারপেশান)

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,ইন্টারভিও নিয়ে যখন এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে—তিনি কোয়ালিফায়েড (ইনটারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা কি উত্তর হল (ইনটারাপশান) স্যার উনি এই কথা বলেন না কেন যে এখন আমার কাছে তথ্য নেই। তিনি এই কথা কি বলছেন? (ইনটারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ, একজন কথা বলুন। কালীবাবু একাই এক'শ (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি একাই এক'শ নই স্যার। আমি কি অন্যায় কথা বলছি স্যার, আপনি বলুন (ইনটারাপশান)।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একসপার্ট বোর্ড যখন ইন্টারভিও নিয়ে এপয়েনটমেন্ট দেন তখন কোয়ালিফিকেশন দেখেই তারা নেন কাজেই সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে যে কোয়ালিফায়েড।

শ্রীবাংবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই কবিরাজী চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্য কবিরাজ নিযুক্ত করার জন্য কোন রিক্রুটমেনট রুলস তৈরী করা হয়েছে কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এক্ষণই এই কথার উত্তর বলতে পারছি না।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানিয়েছেন যে উপযুক্ত জায়গা এবং ঘরের জন্য ধর্মনগরে সরকারী কবিরাজী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এখন যেখানে সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এইজায়গাটা কি উপযুক্ত এবং সেটি কিসের ঘর?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন যেখানে কবিরাজী ডিসপেনসারী খোলা হয়েছে সেটি ধর্মনগর আউট ডোর ডিসপেনসারী কম্পাউণ্ডের ভিতরে সেটি খোলা হয়েছে। (ইনটারাপশান)

শ্রীমধুসুদন দাস :—স্যার আমরা কিছুই শুনতে পাই না।

শ্রীঅনিল সরকার :—উত্তরটা বুঝা গেল না স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে যে কবিরাজী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে সেটি এলোপ্যাথিক ডিসপেনসারী কম্পাউণ্ডের মধ্যে হয়েছে। এবং এটা কাচ্চা ঘরেই করা হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ইদানিং যে চিকিৎসা কেন্দ্রটি হয়েছে তাকে একসটেণ্ড করে ঔষধ তৈরীর জন্য লেবরেটরী তৈরী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং যদি না থাকে তাহলে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন ডিসপেনসারী ষ্টার্ট হয়েছে তখন আগরতলা থেকে সেই কবিরাজ ওষধ নিয়েই সেখানে গিয়েছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি আমাদের মাননীয় সদস্য মিঃ শর্মার প্রশ্নটা ছিল সেখানে কোন লেবরেটারী আছে কি না—তা নয়—ম্যানুফেকচারিং সেকশান আছে কি না, তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কবিরাজ মশাই এখান থেকে ঔষধ নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে কোন ম্যানুফেকচারিং সেকশান আছে কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেখানে ম্যানুফেকচারিংয়ের কোন ব্যবস্থা এখন নাই। ভবিষ্যতে এটার জন্য চিন্তা করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজীতেন্দ্রলাল দাস

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—স্যার কবিরাজী হল আলাদা জিনিষ, এলোপ্যাথি হল আলাদা জিনিষ, আর, হোমিওপ্যাথিক আলাদা জিনিষ। তবে কবিরাজী জানেন...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে বসুন।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :- কোয়েশ্চান নাম্বর ৬২৬

মিঃ স্পীকার ঃ—৬২৬

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নম্বর ৬২৬

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?	বিবেচনাধীন আছে।
২) যদি থাকে তবে তা কবে পর্যান্ত কার্য্যকারী হতে পারে?	ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেলে।
৩) না থাকিলে তার কারণ কি?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এখানে যে মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে সেটা কিসের আশায় করা হয়েছে এবং যারা পাশ করেছেন তাদের জন্য সরকার থেকে কি ব্যবস্থা করা হবে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারত সরকারের যথেষ্ট সিট আছে এই জন্যই এটা করা হয়েছে। এবং তাদের যদি রিকুইজিট মার্কস হয় তাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কি ত্রিপুরা থেকে প্রি-মেডিকেল পাশ করা যে সমস্ত ছেলে বাইরে পাঠান হয়েছিল তাদের ঐ সমস্ত কলেজগুলি একসেপ্ট করেনি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বছর আমরা ১৯টি ছেলেকে বাইরে পাঠিয়েছি এবং তারা এডমিশান পেয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—আমার প্রশ্নের উত্তর হল না—আমার প্রশ্ন ছিল উদের যেখানে পাঠান হয়েছিল সেখানে তাদের একসেপ্ট করে নাই—আমি স্পেসিফিক এ্যানসার চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি আমরা ১৯ জনকে পাঠিয়েছি এবং তারা এডমিশান পেয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান—কজন প্রি-মেডিকেল পাশ করেছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—প্রি-মেডিকেল পাশ করেছে ৫২ জন—ফিফটি-টু।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ১৯ জনকে পাঠান হয়েছে, তাহলে

আর বাকী ৩৯ জনের অবস্থাটা কি—উদের কি করা হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যদি সিট পাই—একডিং টু মেরিট আমরা পাঠিয়ে দিই।

শ্রীতাপস দে :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি স্বীকার করবেন যে মেডিকেল কোসের সিটের সুবিধা না করে প্রি-মেডিকেল কোর্স টাট করাটা অবিবেচনা সুলভ কাজ হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক স্টেটেই জেনারেল কলেজে প্রি-মেডিকেল কোর্স পড়ান হয়।

শ্রীতাপস দে : —মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলবেন কি যে বাকী ৩৯ পাশ করা ছাত্র রয়েছে তাদের জন্য অনতিবিলম্বে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিটের জন্য চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার ;—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার··

Mr. Speaker :—The question hour is over. **The** Minjsters may lay on the table of the House the replies to the Un starred questions and also to the Starred questions which were not aswered orally. I have received Calling Attention Notic from Hon'ble member Sri Bajuban Riyan. Ajoy Biswas & Sri Purna Mohan Tripura. M. L. A., on the Subject—

গত ১৭ই মার্চ ১৯৭৪ ইং টি আর, এ. ১২০১ গাড়ীতে চাপা পড়ে উদয়পুর রাজনগর ইউনিশ মিঞা নামক ৫ বৎসরের একটি বালকের মৃত্যু সম্পর্কে।

Mr. Spaaker :— I have given cohsent to the motion of Sri Bajuban Riyan Ajoy Biswas & Sri Purna Mohan Tripura, M uL. A. Now, I would request the Hon'ble Ministersin-charge of the Department to make a statement. If If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী কাল উত্তর দেব।

Mr, Speaker :—The Hon'ble Chief Minister will make a statement on this Calling Attention notice to-morrow, the 20th March, 1974.

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা : —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ ছিল, যেটার কথা আমি বলেছিলাম, সেইটা আজকে আবার পাঠিয়েছিলাম স্যার, আমার কলিং অ্যাটেনশনটা ছিল যে ত্রিপুরার সরকারী ছাপাখানা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার ছাপার অক্ষর বাইরে পাচার সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ডিসঅ্যালাউ করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুশীল বাবু যে কলিং অ্যাটেনশন নোটিশটা এনেছেন সেইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্যার, কারণ ছাপাখানা থেকে সরকারের লক্ষ লক্ষ

টাকার ছাপার অক্ষর বাইরে পাচার হচ্ছে স্যার, এইটা যদি বলা হয় যে আমরা একটা বাজেট সেশনে পাব, এই ফাকে স্যার, অনেক কিছু হয়ে যাবে স্যার, সুতরাং আপনার মাধ্যমে স্যার, যদি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ না করা হয় স্যার। তাহলে আমার মনে হয় স্যার, একটা অপকর্মকে একটা সুবিধা দেওয়া হবে স্যার, আমি স্যার, এইটুকু আপীল করি যে এই কলিং অ্যাটেনশনকে অ্যাকসেপট করে স্যার, এই হাউসে এইটার উপর ডিসকাশনের সুযোগ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ডিসিশন উইল বি টেইকেন বাই দি স্পীকার। সো...

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—স্যার, কলিং অ্যাটেনশন সেইটা হচ্ছে মিনিষ্টার এই সম্বন্ধে একটা ষ্ট্যাটমেন্ট করবেন। তারপর ঘটনার তল্লাসী হবে, মানে ষ্ট্যাটমেন্ট করার জন্য উনাকে তল্লাসী করতে হবে তা না হলে তো কিছু হবে না, এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আপনার অধিকার সম্বন্ধে কোন কিছু বলছি না, আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার যে কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল সেইটা অস্পষ্ট ভেগ। কাজেই স্পষ্ট করে যদি আপনার কলিং অ্যাটেনশনের নোটিশ উপস্থিত করেন, তাহলে আমি আপনার কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ অ্যালাউ করা সম্পর্কে বিবেচনা করবো।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—স্যার, আমি একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ এনেছিলাম যে শান্তির বাজারে, বিলোনীয়া সাবডিভিশনে, স্যার, দুমাস পর্যান্ত যে বি. ও, সি এজেন্ট শান্তির বাজারে তারা পেট্রল সাপ্লাই করছে না। কাজেই কোন মটর ভিহিকেল, জীপ ইত্যাদি পেট্রোল অভাবে বন্ধ হয়ে আছে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, এইটা রিসেন্ট ব্যাপার নয়, অনেক দিন ধরে কন্টিনিউ করছে এবং এইটা গভর্ণমেন্টের ব্যাপার নয়, এইটা প্রাইভেট—

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে বাস, সাবরুম থেকে যে তিনটা বাস আসে, বাসের ছাদে ৩০/৪০ জন লোক বসে আসে, বাস ৩১টা বসবার সীট থাকলেও ৪০ জন বসে এই অবস্থাতে সাবরুম থেকে একটা বাস আগরতলা আসতে ১২ ঘন্টা সময় লাগে কেন না কোন গাড়ী নাই বলে লোক বাধ্য হয়ে আসে। সুতরাং এই বিষয় প্রাইভেট কোম্পানীর বিষয় নয়, মোটামুটি একটা গভর্ণমেন্টের, কোপন ছাড়া পেট্রল সাপ্লাই হয় না, প্রাইভেট কোম্পানীর বিষয় নয় এইটা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি এই বিষয়ে আপনাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই বিষয়ে আবেদন করুন, তিনি নিশ্চয়ই এই বিষয়ে একটা ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে আমি আশা করি।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—স্যার, আপনি যা বলছেন এইটা রাইট অব দি মেম্বার কি নষ্ট হচ্ছে না, মুখ্যমন্ত্রীর সংগে তো আমি ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করতে পারি। স্যার, হাউসে যদি মিনিষ্টার একটা ষ্ট্যাটমেন্ট করেন তাহলে এইটা অনেক ভাল হয়। মিনিষ্টারের সংগে আলাপ করলে তো সব শেষ হয় না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী হাউসের ভিতরে কি বিষয়ের উপরে ষ্ট্যাটমেন্ট করবেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কেন, কলিং অ্যাটেনশনের নোটিশ মোভ করবেন মি: দাস, কলিং অ্যাটেনশনের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উনি—

মি: স্পীকার :—বললাম তো যে কারণে এইটা ডিসঅ্যালাউ করেছি আমি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আপনি তো স্যার, ডিসঅ্যালাউ করেছেন, তাহলে তো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তো বলেছিলাম।

মি: স্পীকার :—সেইজন্য আমি আপনাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এবং অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি বললাম যে আপনারা এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আলাপ করুন। তিনি নিশ্চয়ই এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : –স্যার, কলিং অ্যাটেনশন আসবে না কেন ? কলিং অ্যাটেনশনটা হচ্ছে মেম্বারদের প্রিভিলেজ, রাইট।

মি: স্পীকার : –আমি খুব সংক্ষেপে বলছি ইট ইজ নট অ্যাডমিসিবাল একর্ডিং টু রোলস।

শ্রীযতু প্রসন্ন ভট্টাচার্য :—স্যার, এইটা টেকনিক্যালী রিজেক্ট করেছেন যেহেতু কলিং অ্যাটেনশনটা ছিল দীর্ঘদিন ধরে তেল পাওয়া যাচ্ছে না তার জন্য এইটা টেকনিকেলী এইটাকে রিজেক্ট করা হয়েছে। যদি এইটা রিসেন্ট ব্যাপার হতো তাহলে নিশ্চয়ই আপনি অ্যাক্সেপ্ট করতেন। আমার মনে হয় যেহেতু এখানে অভাব রয়েছে সেই হেতু এইখানে এইটাকে কনসিডার করা যায়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, দীর্ঘদিন ধরে, প্রায় দুই মাস ধরে না পাওয়া যায়, পাওয়া যাচ্ছে না এইটা কি মিন করছে না, অর্থাৎ গুরুত্বটা আরও বাড়ছে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বিষয়ে কোন ষ্ট্যাটমেন্ট তিনি করতে চান তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মিনিষ্টার কি করে ষ্টাটেমেন্ট করবেন ? উইদাউট অ্যানি—

মি: স্পীকার :—রিগার্ডিং স্কারসিটি অব পেট্রল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমরা তো মিনিষ্টারকে বলতে পারি না যে, আপনি ষ্ট্যাটমেন্ট করুন ?

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শান্তির বাজার সেখানে কোন টেক্সিতে ১০/১২ জনের কম নিয়ে আসে না, সেখানে বাসের উপর নীচে সমস্ত মানুষ ভর্তি হয়ে আসছেন। কাজেই একদিকে টি, আর, টি, সি নেই, অন্য দিকে পেট্রল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে আছে এইভাবে মানুষতো একজনের গায়ের উপর বসি করে দাঁড়িয়ে আসে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, যদি কলিং অ্যাটেনশন যথাযথ ভাবে ব্যবস্থা করেন তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের পক্ষে ভালো হোত এবং পাবলিকের ভাল হতো এবং যেহেতু পাবলিক কনসার্নড কাজেই আমি মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ করবো যে এই কলিং অ্যাটেনশনটা গ্রহণ করা হোক।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান করুন এই ব্যাপার নিয়ে। শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান করে এটা আলোচনায় নিতে পারেন।

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—There is one Calling Attention Notice to which the Minister concerned agreed to make a statement today, the 19th March, 1974.

I would request the Hon'ble Minister of the Food and Civil Supply Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Sarba-Sree Tapash Dey, Amarandra Sarma, Bajuban Riyan, Pakhi Tripura and Purna Mohan Tripura on :—

'রাজধানী সহ সমগ্র ত্রিপুরায় লবণের দর বৃদ্ধি ও সরবরাহের অপ্রতুলতা সম্পর্কে।'

Shri S M. Sen Gupta :—Mr. Speaker, Sir, Calling Attention Notice given by Shri Tapash Dey and others—

'রাজধানী সহ সমগ্র ত্রিপুরায় লবণের দর বৃদ্ধি ও সরবরাহের অপ্রতুলতা সম্পর্কে।'

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লবণের হঠাৎ মূল্য বৃদ্ধিতে আমি মাননীয় সদস্যগণের ন্যায় একই রকম উদ্বেগ বোধ করিতেছি।

এই সভার অবগতির জন্য আমি জানাইতেছি যে লবণ একটি খোলা বাজারে বিক্রয়ের জিনিষ এবং ইহার মূল্য বা বণ্টনের উপর আইনগত কোন বাধা নিষেধ নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে আনুমানিক ৮৫০ মেট্রিক টন লবণের প্রয়োজন হয়। সকলেই অবগত আছেন যে গত মাস অনেক যাবত রেল পরিবহন ব্যবস্থা মন্থর ভাবে চলিতেছে, ইহার উপর পেট্রল এবং ডিজেলের ঘাটতির দরুন রাজ্যের অভ্যন্তরে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হইয়াছে। উৎপন্ন এলাকাগুলি অর্থাৎ পশ্চিম ভারতের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা অথবা রাজস্থান হইতে লবণ পরিবহণ, ভারত সরকারের সল্ট কমিশনার সারা ভারতব্যাপী বণ্টনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। বিভিন্ন রাজ্যে লবণের চাহিদা অনুযায়ী পরিবহণের ব্যবস্থা করিয়া হয়। পূর্বাঞ্চলের জন্য লবণ বণ্টনের ব্যবস্থা কলিকাতাস্থ এ্যাসিষ্টেন্ট সল্ট কমিশনার করিয়া থাকেন। বর্তমান নির্দেশ অনুসারে ভারতের পশ্চিম সমুদ্র উপকূল হইতে লবণ সরাসরি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সরবরাহ করা হয় না। উহা প্রথমে জাহাজ যোগে কলিকাতা আনা হয় এবং সেখান হইতে রেলযোগে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পাঠানো হয়। সরাসরি রেল-যোগে লবণ আনিতে পারিলে উহার দর কম পড়ে। বিগত জানুয়ারী মাসে লবণের ঘাটতি আশংকা করিয়া আমরা সল্ট কমিশনার (জয়পুর) কে পশ্চিম সমুদ্র উপকূল হইতে একশত ওয়াগণ লবণ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু পশ্চিম সমুদ্র উপকূল হইতে সরাসরি রেল যোগে লবণ পরিবহণের অনুমতি পাওয়া যায় নাই। তখন কলিকাতা হইতে লবণ আনার চেষ্টা করা হয়। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর লবণ আমদানী করার কথা ছিল, তাহাদিগকে কলিকাতাতে লবণ খরিদ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই অনুসারে তাহাদের সমিতির মাধ্যমে ২৫ জন পাইকারী বিক্রেতাকে লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে এন, এফ, রেলওয়েতে কর্মচারীদের ধীরে কাজ করার আন্দোলন সুরু হইয়া যায়। ইহার ফলে যে ১৭টি লবণের ওয়াগণ বুক করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ঐগুলি রওয়ানা হইতে পারে নাই। কারণ জানা গিয়াছে যে এন, এফ, রেলওয়ে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের নিকট হইতে পরিবহণের জন্য ওয়াগণ গ্রহণ করার ব্যাপারে বাধানিষেধ আরোপ করিয়াছে।

লবণ সাধারণতঃ ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত সরবরাহ করা হয় না। কারণ পূর্বে ইহা অনায়াসেই খোলা বাজারে পাওয়া যাইত। সাময়িক ঘাটতির সময় বাজার দর কমাইয়া রাখার জন্য সরকার সামান্য পরিমাণ লবণ মজুত রাখেন। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে সরকারী মজুত হইতে ১১৫ মেট্রিক টন লবণ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে টেণ্ডার ভিত্তিতে বাজারে ছাড়া হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম লবণ আমদানী হওয়ায়, উক্ত মাল বাজারে ছাড়া সত্ত্বেও মূল্য স্থিতিশীল হয় নাই। ইহা সম্ভব যে সরকার মজুত হইতে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে যে লবণ ছাড়া হইয়াছে তাহাও ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়াছে এবং তাহারা বর্তমানে মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ নিয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে অধিক দাম নিয়েছে। ইহার ফলে সরকারী মজুত হইতে লবণ বাজারে ছাড়ার উদ্দেশ্য কিছুটা ব্যাহত হইয়াছে।

এই রাজ্যের বাহিরে এবং অভ্যন্তরের পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায়, যে পরিস্থিতি রাজ্য সরকারের আওতার বাহিরে—পাইকারী ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট পরিমাণ লবণ ক্রেতাদের সরবরাহের জন্য আমদানী করিতে পারেন নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার আগরতলা শহরের প্রতিটি পরিবারকে তাহাদের রেশন কার্ড মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি হইতে প্রতি সপ্তাহে অর্ধ কে জি, লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগরতলা সহরে এই লবণের বিক্রয় মূল্য হইবে প্রতি কে, জি, ৩৭ পয়সা। বর্তমান সময়ে অতি মুনাফা রোধ করার জন্যই ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সরকারী মজুত লবণ বাজারে না ছাড়িয়া এই ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। সদর মহকুমার গ্রামাঞ্চলের এবং অন্যান্য মহকুমার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে আমি বর্তমান বাধা-নিষেধ শিথিল করিয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কলিকাতা হইতে লবণ পরিবহনের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মহোদয়ের সংগে যোগাযোগ করি। আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে গতকল্য সন্ধ্যায় আমাদের কলিকাতাস্থিত কন্ট্রোলার অব সাপ্লাইজ জানাইয়াছেন যে ওয়াগন বুক করার ব্যাপারে বাধা-নিষেধ আংশিক ভাবে শিথিল করা হইয়াছে এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ৩০টি লবণের ওয়াগন কলিকাতা হইতে ধর্মনগরে বুক করিতে সম্মত হইয়াছেন। ব্যবসায়ীগণ এখন এ্যাসিস্টেন্ট সল্ট কমিশনারের মাধ্যমে ওয়াগন চাহিয়া লবণ আমদানী করিতে পারিবেন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ লবণ আমদানীতে বর্তমানে আর কোন বাধা দেখা যায় না।

আমাদের পার্শ্ববর্তী কাছাড় জেলা হইতেও লবণ আমদানীর চেষ্টা করা হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে কিছু পরিমাণ লবণ অনতিবিলম্বে কাছাড়ে খরিদ করা যাইবে এবং উহা শীঘ্রই এখানে পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণও জানাইয়াছেন যে তাহাদের ৮০০ বস্তা লবণ এখন ত্রিপুরার পথে আছে এবং শীঘ্রই এখানে পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কলিকাতা হইতে লবণ বুকিং-এর উপর বাধা নিষেধ দূর হওয়ায় লবণের সরকারী মজুত ভাণ্ডার এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যে পরিমাণ লবণ এখানে পৌঁছা সম্ভব তাহার সাহায্যে লবণের এই সাময়িক ঘাটতি দূর করিতে এবং মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করিতে সক্ষম হইব। আমি এই সভাকে আশ্বস্ত করিতেছি যে লবণ সরবরাহে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার হইতে গ্রহণ করা হইতেছে।

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আগরতলা শহরে রেশান শপ মারফত লবণ সাপ্লাই করার স্কীম নিয়েছেন এবং গ্রামাঞ্চলের জন্যও অতি সত্তর স্কীম নেওয়া হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্পেসিফিক্যালী বলবেন কি আগরতলা শহরে যেদিন থেকে দেওয়া হবে, একই দিনে, একই সময়ে লবণ রেশান কার্ডে গ্রামাঞ্চলে যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে আমি ষ্টেটমেন্টে বলেছি যে বিভিন্ন মফস্বলে এবং গ্রামে যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন ৭১ পয়সা কে, জি, আগরতলা শহরে রেশান শপের মাধ্যমে দেওয়ার কথা, আমি জানতে চাই প্রতি রেশান কার্ডে কত পরিমাণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ষ্টেটমেন্টে আছে যে অর্দ্ধ কে, জি, প্রতি সপ্তাহে কার্ড পিছু দেওয়ার কথা।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :—এই যে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন অর্দ্ধ কে, জি, করে আগরতলা শহরে দেওয়ার কথা, সেটা কি চালু হয়েছে না, চালু হবে ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—চালু হয়ে গেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এখন লবণের বাজার দর কত। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ষ্টেটমেন্টে আছে যে কোন কোন জায়গায় যারা বিক্রেতা, ছোট ছোট ডীলার আছে কোন কোন জায়গায় বেশী দাম নিতে পারে। বাজারে কত টাকা সেটা একেক জায়গায় একেক রকম ভাবে বিক্রয় হচ্ছে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি আমাদের এম,এল,এ, হোষ্টেলে আমরা লবণ এক টাকা করে কিনছি ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা অস্বীকার না করেও বলতে পারি যে সবজায়গায় এক টাকা করে নয়।

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন গত জানুয়ারীতে আশংকা করেছিলেন যে লবনের নাকি সংকট দেখা দিতে পারে। এই সংকটের কথা জেনেও, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সরকার ৮০০ ব্যাগ লবন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে না দিয়ে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন তখন ছিল না। আমাদের আশা ছিল যে এন, এফ, রেলওয়ে যেটা করেছে, গো স্লো চলতে থাকা, সেটা থাকবে না। সেজন্য আমরা লবনের বাজারটাকে ডিষ্টার্বড করতে চাই নি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে আমরা কিছুদিন আগেও যে শত শত বস্তা লবন সেনট্রাল রোডে এবং নেতাজী রোডে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম ত্রিপাল দিয়ে ঢাকা অবস্থায় সেটা এখন উধাও হয়েছে, সেই সম্পর্কে সরকার কি করছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে এন, এফ রেলওয়েতে নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্য আমরা লবন বুক করা সত্ত্বেও আসতে পারে নি। এখন বার বার টেলিগ্রাম করে নিষেধাজ্ঞা উঠানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে এই সংকট অচিরেই কিছুদিনের মধ্যেই দূর হবে।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী মুনাফা নিচ্ছে। আমি জানতে চাই কোন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এই ব্যাপারে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাইকারের কাছ থেকে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা যারা গ্রামে নিয়ে যায়, সেখানে নিয়ে তারা কি করে বিক্রি করে তার সবটা খবর আমাদের কাছে আসে না। যদি সেইরকম ধরনের খবর আসে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দেখব।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই সংকটের পেছনে খাদ্য বিভাগের কিছু সংখ্যক অফিসার এবং কর্মচারীর যোগ রয়েছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অসত্য বলেই আমি মনে করি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— লবন কে কে আনেন ত্রিপুরা রাজ্যে সেই ব্যবসায়ীদের নাম বলতে পারেন কি?

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— আমি যে স্পেসিফিক অব ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছিলাম সেটা হল কৃত্রিম অভাব সম্পর্কে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন নি যে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। যারা লবন বিক্রি না করে গোদামজাত করে রেখেছে তার কোন তল্লাস করা হয়েছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি। মজুতদারের কাছে যেটা রয়েছে উনি বলতে চেয়েছেন সেটা নাই। কারণ এখনো শর্টেজ আছে, নিষেধাজ্ঞার জন্য শর্টেজ রয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এন, এফ, রেলওয়েতে আন্দোলনের জন্য ওয়াগন অসুবিধা, এটা কেরোসিনের বেলায়ও বলেছেন। তাতে আমরা প্রত্যেকটা ব্যাপারে পেট্রোল থেকে শুরু করে লবন পর্যন্ত সংকট হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে লবন যেটা সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সেটা এক বছর আগেও কেন প্রপার স্টক করেন নি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে যে লবন ছিল সেটাই বাজারে ছাড়া হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— লবনের সংকট গ্রামাঞ্চলে দেড় টাকা দুই টাকা করে আছে, রাণীমাশয়া, অমরপুর ইত্যাদি জায়গায়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে টেমপোরারী রিলিফ হিসাবে কার্ড পিছু একশ' গ্রাম করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির জন্য রেশনের দোকান মারফত পারমানেন্টলি লবন সরবরাহ করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যেমন রেশনের দোকানের মারফতে করছি সেটা অভাবের সময়ের জন্য এই ব্যবস্থা। কারণ এটার উপর কোন কন্ট্রোল না থাকার জন্য আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— লবনটা এসেনসিয়াল কমডিটি অ্যাক্টের আওতায় পড়ে কিনা এবং সেই এসেনসিয়াল কমডিটিজ অ্যাক্টের আওতায় পড়লে যদি কেউ অতিরিক্ত মুনাফা করে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সরকার নিতে পারেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যে হেতু কন্ট্রোলের বাইরে ছিল কাজেই এই সম্পর্কে আমরা কোন কথা বলতে পারি না। সেজন্য আমাদের যা ষ্টকে ছিল সেই ষ্টক আমরা রেশনের দোকান মারফত দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে যদি এই অবস্থা না হয় তাহলে রেসনের দোকানের মারফত দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় যে প্রশ্নটা এখানে করেছেন, আমরা তার উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী তার উত্তর দেন নি। সেটা হচ্ছে এই লবনটা এ্যাসেনসিয়েল কমডিটিজ এ্যাক্টের আওতায় পড়ে কিনা, যদি পড়ে থাকে, তাহলে পর ঐ এ্যাক্টের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, এটাই আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি ব্যাপারটা ইজি হয়ে যায় এর মধ্যে, তাহলে সেটার প্রয়োজন হবে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজ এ্যাক্টের আওতায় যদি লবনটা পড়ে তাহলে গত কয় মাস ধরে কেন লবনের দাম বাড়ছে এবং তার জন্য সরকার এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে সেটাকে কন্ট্রোল করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাতে প্রত্যেকে ন্যায্যমূল্যে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘাটতিটা হঠাৎ দেখা দিয়েছে। কারণ আমাদের যে ওয়াগনগুলি আসার কথা, সেগুলি আসে নি। সেজন্যই এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর আগে পর্য্যন্ত ৪০/৫০ পয়সায় লবনের কে, জি, বিক্রী হয়েছে। এখন সোর্সে যদি দাম বেড়ে যায়, তাহলে সেটা সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি জানতে চাইছি, মুখ্যমন্ত্রী যেটা বললেন যে ২৫ জন পাইকারী ব্যবসায়িকে এই লবন ত্রিপুরাতে আনার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন, আমরা তাদের নাম জানতে চাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন পর্য্যন্ত যারা পাইকারী ব্যবসা করছেন, তাদের নাম আমি পরে বলব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে রেশন সপের মাধ্যমে বিলি বন্টন করা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে জম্পুইজলা, টাকারজলা এবং গোলাঘাটি বাজারে দেড় টাকা থেকে দুই টাকা পর্য্যন্ত লবনের কে, জি, বিক্রি হচ্ছে। আর টাউনে যেখানে এক টাকা কে, জি, বিক্রী হচ্ছে সেখানে মফস্বলে তো দুই টাকায় বিক্রী হবে। এখন যাদের রেশন কার্ড নাই, তারা কিভাবে সেই লবন পাবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রেশন কার্ড যদি না থাকে তাহলে রেশন কার্ড করে নেওয়ার ব্যবস্থা করে নিলেই হয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— স্যার, গত বছর রেশন কার্ড ভেরিফিকেশনের নাম করে হাজার হাজার রেশন কার্ড আটক করা হয়েছে এবং লোকদের সেই রেশন কার্ড এখনও ফেরত দেওয়া হয় নি। কাজেই এই লবনটা যদি এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজ এ্যাক্টের মধ্যে পড়ে তাহলে, সেই লবন নিতে হলেও এই রেশন কার্ডের দরকার হবে। কাজেই রেশন কার্ডে যাদের আটা চাউল নিতে হয় না, তাদেরকে এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজ নেওয়ার জন্য এই রেশন কার্ড দেওয়া হবে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমরা রেশন কার্ড মারফতে দিচ্ছি, কাজেই যদি কারো রেশন কার্ড না থাকে, তাহলে তারা রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ২৩·১৫ মেট্রিক টন লবন ব্যবসায়ীদের মারফতে বিক্রী করা হয়েছে। এখন কোন কোন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে এই ২৩·১৫ মেট্রিক টন লবন সরকারী ষ্টক থেকে দেওয়া হল, আমরা তাদের নাম জানতে চাই।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে কলিং এটেনশান নোটিশ যেটা এসেছে, সেটা হচ্ছে লবনের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে। লবন পাওয়া যাচ্ছে না, লবন ছাড়া হচ্ছে, এই রকম কোন কলিং এটেনশন আনে নি। দেখা যাচ্ছে বেশী দর দিলে লবন পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই যে কথাটা বলা হচ্ছে, ঘাটতি, আসলে তা নয়—কারণ বেশী দর দিলে সবই পাওয়া যাচ্ছে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যদি কোন ব্যবসায়ী কোন কোন এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজ লুকিয়ে বা হোর্ড করে রেখে আস্তে আস্তে তার দাম বাড়িয়ে মুনাফা করতে চাইছে, তাহলে এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে তাদের ঘর চার্জ করা যায় অথবা তাদের বিরুদ্ধে ষ্টেপ নেওয়া যায়। সেইরকম কোন ষ্টেপ সরকার নিচ্ছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যতটুকু ইনফরমেশন তাতে তখন যদি ঠিক মত আসত বা রেগুলার ওয়েতে আসত তাহলে এখানে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হত না। কাজেই আমি এটাকে কৃত্তিম অভাব বলছি না, আমি বলছি সোর্স থেকে আসছে না।

Mr. Speaker :— New discussion on Supplementary Demands for Grants for 1973-74. কালকে আমাদের এ্যাসেম্বলী খুব আর্লিয়ার শেষ হয়েছিল, অনেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নি। আমার মনে হয় আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা আর নাই, কেন না, কালকে আধা ঘন্টা আগেই এ্যাসেম্বলী শেষ হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— স্যার, কালকে যখন এ্যাসেম্বলী এ্যাডজার্ণ হয়েছিল তখন অনেক সদস্যই এ্যাসেম্বলীতে ছিলেন না।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা তো আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নি। আর যারা অনুপস্থিত ছিলেন, তারা ইন্টারেষ্টেড ছিলেন না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, অনেকে উপস্থিত ছিলেন না, যেহেতু আজকে আলোচনা করবার সুযোগ পাবেন বলে—যেমন আমি।

মিঃ স্পীকার :— আমার মনে হয়, আর হাউসের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা আপনি বোধ হয় কালকেই আপনার বক্তব্য শেষ করেছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— আমরা তো লিষ্ট দিয়েছি। কালকে যারা বলেছেন, আর বাকীরা আজকে বলবেন। তবে আমার মনে হয় কালকে সম্ভবতঃ তাদের দিক থেকে বলা হয় নি?

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের লিষ্ট এখন মাত্র পেলাম। কিন্তু আমাদের হাতে যে সময় আছে, তাতে সবার পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, কতক্ষণ সময় আছে, জানতে পারি কি?

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমাদের হাতে যে সময় আছে, তাতে আপনারা (অপজিশন পার্টি) পাবেন আধা ঘন্টা। কারণ আপনাদের বলার পর মিনিষ্টার কনসার্ণ তার রিপ্লাই দিবেন, তারপরে ভোট নেওয়া হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, আধা ঘন্টা সময় কি হবে, আমাকে একটু বেশী সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা, আপনি বলতে শুরু করেন না কেন?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, গতকাল যে সময়টা নস্ট হয়েছে, সেটা সরকার পক্ষের, আমাদের নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, সেখানে এক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউ, ডি, এ্যাসিষ্টেন্টদের নোশান্যাল ফিক্সেশানের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। তাই আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর দৃষ্টি করছি যে ইউ, ডি. এ্যাসিষ্টেন্টদের নোশান্যাল ফিক্সেশান অনেক আগেই হয়ে গেছে এবং তারা এরিয়ারসহ তাদের বকেয়া পেয়ে গেছে। কেন আবার এটাকে এখানে দেখানো হলো, আমি তা বুঝতে পারছি না। তবে একটা জিনিষ হতে পারে, হয়তো ভুল হয়েছে, এটা হয়তো এল, ডি, এ্যাসিষ্টেন্টদের জন্য টাকা ধরা হয়েছে, যদিও এখানে ভুলক্রমে ইউ, ডি, এ্যাসিষ্টেন্টদের জন্য দেখানো হয়েছে..

তবে এই নোশ্যানাল ফিক্সেশান সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। এই নোশ্যানেল ফিক্সেশানের জন্য কি ভাবে হল এবং বর্তমানে সরকার এটাকে নিয়ে তারা কর্মচারীদের বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা কি সুচতুর ভাবে করছেন সেটাই আমি তুলে ধরতে চাই। ১৯৫৯ ইং এবং ১৯৬১ ইং সালের পশ্চিম বঙ্গের বেতন ত্রিপুরাতে চালু করার কথা ছিল এবং দ্বিতীয় পে কমিশনের সিদ্ধান্ত মতে ১৯৫৯ ইং এবং ১৯৬১ ইং সনের বেতন ত্রিপুরাতে পশ্চিম বঙ্গের বেতন ত্রিপুরার কর্মচারীদের জন্য চালু করেছিলেন। কিন্তু প্রায়-৫ হাজার কর্মচারীর ক্ষেত্রে পুরোপুরি পশ্চিম বঙ্গের বেতন এখানে চালু করা হয়নি। সেখানে খেয়াল খুশীমত চালু করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালে যখন

কর্মচারীরা গণ ছুটি গ্রহণ করল তখন সরকার বলেছিলেন বা বাধ্য হয়েছিলেন যে ১০ বছর আগের অর্থাৎ ১৯৫৯ ইং এবং ১৯৬১ ইং সালের যে বেতন যা তাদের প্রাপ্য ছিল সেটা দেওয়া হয়নি সেটি না দিয়ে আমরা ভুল করেছি। আমরা ১৯৭০ সাল থেকে সেই ভুল সংশোধন করতে চাই। তাহলে সরকার মেনে নিলেন—১০ বছর ১১ বছর পর মেনে নিলেন। এবং সরকার মেনে নেওয়ার পরও ঐ ১৯৫৯ সাল এবং ১৯৬১ সালের যে কর্মচারীদের প্রাপ্য সেটি তারা দিলেন না। তারা ১৯৭০ সাল থেকে বেতন ধরে চালু করলেন অথচ ১০ বছর ১১ বছর আগে থেকে তাদের যে ন্যায্য প্রাপ্য সেকেণ্ড পে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং রাষ্ট্রপতির রুলস অনুযায়ী প্রাপ্য যে টাকাটা সেটি তারা দিলেন না। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানালেন যে এই সমস্ত কর্মচারী যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে এরিয়ার না দিলেও ১৯৭০ সালের আগে পর্যন্ত তাদের নোশ্যানেল ফিক্সেশান করতে হবে। অর্থাৎ ১৯৫৯ সাল এবং ১৯৬১ সালের যে ভুল হারের পর প্রতি বছর তাদের বেতন হারের ইনক্রিমেন্ট দিয়ে দিয়ে ১৯৭০ সালে এসে তাদের পে ফিক্সড করতে হবে এবং তার পর এরিয়ার দিতে হবে। এটা তারা পরে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত মতে ১৯৫৯ সাল এবং ১৯৬১ সালে যে এনোমেলী যাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল—যা তারা পায়নি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দেওয়া প্রয়োজন ছিল, নোশ্যনেল ফিক্সেশান দেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরকার কি করলেন? দুই একটি কেইস দিলেন—সেক্রেটারিয়েটের ইউ. ডি. এসিস্টেন্ট যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা দিলেন। কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হল না। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল মন্ত্রীদের খেয়াল দেব না—আইন থাকুক কানুন থাকুক—কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও আমি সবার ক্ষেত্রে দেব না, আমি আইন কানুন বুঝি না। এবং আরও সুন্দর ব্যাপার সেখানে যখন এল. ডি. এসিস্টেন্টদের নোশ্যনেল ফিক্সেশানের ব্যাপারে কি করা হয়েছে—অর্ডারও হয়েছে ২২শে নভেম্বর ১৯৭৩ ইং—স্পষ্ট তাদের ক্ষেত্রে অর্ডার হয়েছে। সেটি আমি পড়ে শুনাচ্ছি:—"In supersession of the decision, contained in part 3 of this Department Memo. No. F. 2(47)—Fin (Cell)/70 dated 16. 10. 1970, copy enclosed. The Governor has been pleased to order that the Clerks of Lower Division in the Civil Secretariat, Tripura who are entitled to pay scale No. 55—2—130/—and Rs. 125—200/— w. e. f. 17. 1959 & 1. 4. 1961 respectively shall be eligible of the revised pay scale of Pay Rs. 80—180/— & Rs. 150—250/— w. e. f. 1. 7. 1959 & 1. 4. 1961 respectively subject to the following condition"—Condition বলা হয়েছে নোশ্যানেল ফিকসেসান দেওয়া হবে। ২২শে নভেম্বর, ১৯৭৩ অর্ডার হয়েছে গভর্ণর প্রীজড্ হয়েছেন। কিন্তু অবস্থাটা কি কোল্ড স্টোরেজ। কোল্ড স্টোরেজ মানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর টেবিলে পড়ে আছে। তিনি ছাড়ছেন না—তার জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে ৩১শে মার্চের মধ্যে এই টাকা খরচ না হলে এই টাকাগুলি ফেরত যাবে। অর্ডার হয়েছে আর সেই ফাইল মুখ্যমন্ত্রী আটকে রেখেছেন। কোন আইন নেই কোন কানুন নেই এবং তার ফল ভোগ করতে হবে ঐ সমস্ত কর্মচারীদের। আজ তাদের বরাদ্দ টাকা ফেরত চলে যাবে তারা তাদের ন্যায্য টাকাটা পাবে না এই বাজেটে এই সব অবস্থা তারা এখনও চালাচ্ছে। ঠিক একই স্টেনোগ্রাফারদের ক্ষেত্রে অর্ডার হয়েছে,

১লা জানুয়ারী, ১৯৭৪ ইং। কিন্তু সেই সম্পর্কে এখনও সরকার কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। সেই সম্পর্কেও তারা পাবে কি পাবে না স্টেনোগ্রাফাররা জানেনা। এ ছাড়া যে সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ এনোমেলী দূর হয়েছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্র স্পষ্ট জানিয়েছেন ১৪ই মে, ১৯৭০ ইং ডি. ও. নম্বর ২/৫৭/৬৯/-সেটাতে স্পষ্ট বলেছে "We might clarify that those which proposal implied only notational fixation of pay for the period prior to 6th March, 1970 and it is not intended to pay arrear of the employees". স্পষ্ট এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে নোশ্যানেল ফিকসেশান অন্ততঃ ৪ হাজার কর্মচারীর এনোমেলী দূর করার ক্ষেত্রে এটা হয় নাই। কর্মচারীদের কি করা হচ্ছে—মুখ্যমন্ত্রীর খুশী এবং অন্যান্য মন্ত্রী যারা তাদের খুশী। আইন থাকুক কানুন থাকুক—দেব না, আমার খুশী এই রাজ্যে এই অবস্থা এখনও চালানো হচ্ছে। এবং সেজনাই সমস্ত এমপ্লয়ীর ক্ষেত্রে—যাদের এনোমেলী দূর হয়েছে তাদের নোশ্যানেল ফিকসেশান করা হউক এবং তাদের দেওয়া হউক। দ্বিতীয়তঃ আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কলিকাতায় বাড়ী কেনা হয়েছে এবং দিল্লীতে বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে। এ এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার। কলিকাতায় বাড়ী কেনা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এই মন্ত্রীসভাকে যে কলিকাতায় বাড়ী কেনার ক্ষেত্রে সেখানে যে এসেসমেণ্ট করার দরকার ছিল সেটি ঠিক ঠিক ভাবে হয়েছে কিনা। তার উত্তর দেবেন—যে হ্যাঁ, হয়েছে, কিন্তু হয়েছে কাকে কাকে নিয়ে। ওখানকার এক প্রাইভেট ফার্ম দিয়ে। যার কোন গুডওইল নেই—আমরা যে ফার্মের নাম জানিনা তাকে দিয়ে এসেসমেণ্ট করান হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বংগের পূর্ত দপ্তর আছে সেই পূর্ত দপ্তরকে দিয়ে এসেসমেণ্ট করানো যেত। কিন্তু সেটি হয়নি। সেই সব কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এসেসমেণ্টের মূল ভিত্তি হচ্ছে যে এই বাড়ীটা কবে হয়েছে সেই তারিখটা। এই মন্ত্রী সভায় যারা আছেন তারা কি বলতে পারেন যে এই কোম্পানী যে রিপোর্ট দিয়েছে—বাড়ীটার লঞ্জীবিটী কত? কত বছরের পুরানো বাড়ী, এই রিপোর্টটা কোথায়, যাকে বেসিস করে এসেসমেণ্ট করা হবে? কত বছরের পুরানো বাড়ী কোথাও নাই সেটি আমি চেলেঞ্জ করে বলতে পারি। ২ নম্বর ঐখানে জমি ৫ বছর যাবত কত করে বিক্রী হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে সেখানকার জমির দর নির্ণয় করা হয়। সেই ব্যবস্থা বা রেকর্ড সেই কোম্পানী সেখানে দেখান নাই। এবং সেই কোম্পানী ভাওতা এসেসমেণ্ট করে টেন পারসেণ্ট যে এসেসমেণ্ট করেছিলেন সেই এসেসমেণ্ট করে বলেছিলেন যে টেন পারসেণ্ট হয় বাড়বে নয় কমবে। এই ভাওতা এসেসমেণ্ট সেখানে দেওয়া হয়েছিল। এবং সেই এসেসমেমণ্টের ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে—আমরা দেখেছি যে টেন পারসেন্ট যদি বাড়িয়েও দেওয়া যায় তাহলে ১৮ লক্ষ টাকার বেশী হয় না। ১৮ লক্ষ টাকার বেশী হতে পারে না যদি ঐ কোম্পানীর রিপোর্ট ধরি। কিন্তু কত পেমেন্ট করা হয়েছে? পেমেন্ট করা হয়েছে ২১ লক্ষ টাকার উপর। তাহলে আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে একটা বেনামী কোম্পানীকে দিয়ে যেখানে এসেসমেণ্ট করা হয়েছিল পূর্ত্তদপ্তরের সেখানে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাকে এসেসমেণ্টের সুযোগ দেওয়া হলো না এবং সেই কোম্পানী যে এসেসমেণ্টের ভিত্তিতে কত লংজিবিটি এবং ওখানে কত দামে জমি বিক্রী হচ্ছে সেই সমস্ত দেখার প্রয়োজন মনে করলেন না কাজেই এর পেছনে

এই বাড়ী কেনার পেছনে কি ব্যাপার আছে? কত টাকার লেনদেন আছে এবং সবচেয়ে সেই একটা কাগজ এবং বেনামী যে কোম্পানী তাকে দিয়ে এসেস করার পরও তিন লক্ষ টাকা কেন বেশী দেওয়া হলো? এই জন্য কি দেওয়া হলো যে ওখানে যে ভদ্রমহিলা যার নাম তরুলতা শ্যাম তার সঙ্গে কোন গোপন চুক্তি হয়েছিল যে এই বার যে এসেসমেন্ট হচ্ছে এর থেকে আর তিন লক্ষ টাকা পাইয়ে দিলে, ভেতর থেকে আরও কিছু টাকা আপনাকে দিয়ে দেবো, এই ধরণের একটা গোপন এগ্রিমেন্ট ছিল? এবং কলিকাতার বাড়ী সম্পর্কে কি দেখছি এবং আরও আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে কলিকাতার বাড়ী কেনার পর ঠিক তার ১৫ দিনের মধ্যে পি. ডব্লিউ. ডি. থেকে কাইনেন্সের কাছে আরও আড়াই লক্ষ টাকা সেংশনের জন্যে চাওয়া হচ্ছে সেখানে। কি করা হচ্ছে? না বাড়ী রিপেয়ার করা হবে, আশ্চর্য্যের ব্যাপার ২১ লক্ষ টাকার বাড়ী কেনা হলো। কিনা হলো সমস্ত নীতি আইন কানুনকে বাদ দিয়ে। সেই বাড়ীর দাম কখনও ১২ লক্ষ বা ১০ লক্ষ টাকার বেশী হতে পারে না এবং তাকে আর ১৫ দিনের মধ্যে আড়াই লক্ষ টাকা প্রয়োজন হলো রিপেয়ারিং করার জন্য। তাহলে এইটা কি স্পষ্ট যে একটা পুরাণো ঝড়ঝড়া বাড়া এই ত্রিপুরা সরকারের কাছে তরুলতা শ্যাম সেখানে দিয়েছেন এবং এই সংগে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে এবং বাড়ী কিনতে তিন জন অফিসার গেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেব্যল মেম্বার ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার, আমি আর পাঁচ মিনিট সময় চাচ্ছি। এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে গেছেন, সেখানে তরুলতা শ্যামের কাছে এই বাড়ী কেনার ব্যাপারে। সুতরাং একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, একটা বাড়ী কেনার ব্যাপারে এই মন্ত্রীসভা কোথায় যেতে পারে এর থেকে স্পষ্ট হতে পারে। দিল্লীতে বাড়ী কেনা, দিল্লীর বাড়ী কেনা কি? সেইটা আরেক কেলেংকারী সেখানে আরেক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে, হাঁ, সব ভদ্রমহিলা, কলিকাতার ভদ্রমহিলা এবং দিল্লীতেও ভদ্রমহিলা এবং সেখানে দিল্লীতে যে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে সাড়ে ছয় হাজার টাকা দিয়ে। বাড়ী ভাড়া নিতে গেলে কি করতে হয়, বাড়ী ভাড়া নিতে গেলে এসেসমেন্ট করতে হয়, কি করা হয়েছে? মন্ত্রীসভা কি উত্তর দিতে পারবেন? সেখানে বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে কোটেশন কল করা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বাড়ী ভাড়া নিতে গেলে কোটেশন কল করতে হয়, কোটেশনের মাধ্যমে বাড়ী ভাড়া সেখানে নেওয়া হয়, এইটা আমাদের অন্ততঃ পক্ষে জানা ছিল না। ৫/৬টা কোটেশন নেওয়া হয়েছে, ৫/৬টা বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে নিয়ে সেখানে চাইয়ার দেখানো হয়েছে। ছয় হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে আরেক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বাড়ী ভাড়া সেখানে দেওয়া হয়েছে। অথচ ১৯৬৯ সালে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিয়ে ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এক গণ্ডা জমি ত্রিপুরা সরকার নিয়েছে বাড়ী করার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করছি, সেই জমি কি? সেই টাকার কি হলো এবং এই প্ল্যান কে বাদ দেওয়া হলো কেন? সেখানে ঐ ভদ্রমহিলার সংগে কি লেনদেনের ব্যবস্থা হয়েছে? সেইদিকে মন্ত্রীসভা বলবেন এবং এর সংগে যে জুটমিল, গোপন তথ্য বেড়িয়ে পরছে, জুটমিলের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে এবং অর্থমন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন যে জুটমিল সংক্রান্ত সমস্ত কিছু এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের

বিবেচনাধীন আছে। তাহলে আড়াই লক্ষ টাকা এই কোম্পানীকে কেন দেওয়া হলো ? এই কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে সেখানে সে-উপদেশ দিয়েছে কাগজে কলমে উপদেশ দিয়েছে কি করে করতে হয় জুটমিল সেইজন্য আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এখানে যেমন দেখছি আমরা এই ডম্বুর প্রজেক্টস এখানে একটা গেরাকল করা হয়েছে, এখানে তার মাধ্যমে টাকা লোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং আজকে যে সাপ্লিমেনটারী বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই সাপ্লিমেনেটারী বাজেটের যে টাকা বিভিন্ন হেডে ধরা হয়েছে, নিশ্চয়ই যদি তদন্ত করা যায় আমরা দেখবো যে বাস্তবের দিকে অনেক কিছুই বের হবে এবং আমি মনেকরি যে এই মন্ত্রীসভা যে বক্তব্য আমি এখানে রাখলাম তার সঠিক উত্তর আমি পাবো এবং এই ধরণের ঘটনা এইভাবে ত্রিপুরার মানুষের টাকা নিয়ে এইভাবে কি চলছে ? এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার। আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পাশ মানে বাজেটে আমরা যে টাকা চেয়েছিলাম সেই টাকায় হলো না তাই অতিরিক্ত বরাদ্দ চাই এবং আমরা লক্ষ্য করেছি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে মন্ত্রীদের- চীফ মিনিষ্টারের ষ্টাফ মন্ত্রীদের ভাতা ইত্যাদি—তাদের গাড়ী খরচ পেট্রল খরচ, অফিসারদের স্পেসিয়েল পে এবং হাইয়ার স্কেল এই সবের জন্য টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এবং কলিকাতা এবং দিল্লীর দুটো সারকিউট হাউস মেইনটেইন করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের মধ্যে, ফায়ার সার্ভিসের স্টেশনের জন্য নয় সেখানে কিছু জিনিষপত্র কেনার জন্য অথচ ডিমাণ্ডটাতে বলা হয়েছে যে মফঃস্বল শহরগুলিতে এবং বড় বড় বাজারগুলিতে আমরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন চাই। ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিতে শিল্প সম্প্রসারণের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে, ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব এবং ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে এই সব আমরা লক্ষ্য করছি। এবং এক জায়গায় চাওয়া হয়েছে ডিউ টু রেপিড প্রোগ্রেস পি, ডব্লিউ, ডির দ্রুত অগ্রসরের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু গত এক বছরে ত্রিপুরার জনগণের যে মূল দাবীগুলি যেগুলি তাদের জীবনের সংগে খুব গভীরভাবে যুক্ত. পি, ডব্লি, ডির দ্রুত অগ্রসরের জন্য টাকা চাই কিন্তু রাস্তাঘাটগুলি ক্রমশ: অচল হয়ে যাচ্ছে, সেইগুলি মেরামত হচ্ছে না—সেই জন্য আমরা কিছু দেখছি না অথচ একটা প্রধান কথা দ্রুত অগ্রসরের জন্য টাকা চাই। ত্রিপুরার মানুষের জন্য খাদ্যের ভর্তুকী দিয়ে দেবো, যে টাকায় রেশন দোকানে চাউল দেওয়ার জন্য- সেই জন্য সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে আমরা দেখতে পেলাম না। অথচ দেখলাম মন্ত্রীদের জন্য স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হচ্ছেন, তাদের স্পেশাল পে এবং হাইয়ার অ্যালাউন্স ইত্যাদির জন্য টাকা দেওয়া

হয়েছে। সবটা মিলিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে গরীব মানুষের জন্য, গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য রকম ব্যবস্থা বা প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ তারা চান নি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা চেয়েছেন সেই নিজেদের, বড় বড় অফিসারদের সেই ভাতা ইত্যাদি, মন্ত্রীদের বেতন ইত্যাদি এই সবের জন্য। একটা জায়গায় দেখলাম যে হরিজনদের জন্য, জয়ন্তী কলোনী জয়ন্তী গ্রাম হচ্ছে সেইগুলির জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। হরিজন কলোনীর জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৬ বছরে হরিজন কলোনীর নামে, এই মোহনপুর, থাপ্পর বাবা কলোনী একটা আছে হরিজনদের কল্যাণের জন্য একটা কলোনী করা হয়েছে। আজকে সেখানকার যারা হরিজন তারা আজকে দে আর ইন ষ্টারভেশান টু ডেথ। এখানে হরিজন সেবক সংঘ একটা হয়েছে। ওখানে একটা সাইনবোর্ড আছে মাত্র এবং এ ছাড়া বছরের পর বছর টাকা চুরি করা ছাড়া আর আর কিছু নেই। হরিজন ছাত্র ছাত্রীদের তপশিলী ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড ডিমাণ্ড, যে পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতা বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেই অনুসারে তাদের ষ্টাইপেণ্ড দরকার। সেই জন্য টাকার কোন বরাদ্দ নাই, সেই জন্য মন্ত্রীসভার কোন নজর নাই এবং জয়ন্তী কলোনীর জন্য বা জয়ন্তী গ্রামের জন্য, তারা হরিজন ওয়েলফেয়ার করছেন অথচ জয়ন্তী গ্রাম, এই হরিজন সেবক সংঘ ইত্যাদির বছরের পর বছর হরিজনদের নামে তপশিলীদের নামে যে টাকা বরাদ্দ আছে, তাদের কতকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদেরকে সরকার সুযোগ দিয়ে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা এখানে নষ্ট করা হচ্ছে এবং টাকা সেখানে গায়েব করা হচ্ছে এইগুলি আমরা দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি। সত্যিকারের যারা হরিজন যাদের কল্যাণ হওয়া দরকার এবং যারা সেখানে বস্তিতে বাস করে এবং রিয়েলি যারা এখানে আনট্রেণ্ড ওয়ার্কারদের মধ্যে নিযুক্ত তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তনের জন্য তাদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলার জন্য তাদের সামাজিক সুযোগ দেওয়ার জন্য যে বাজেট বরাদ্দ চাই, সেই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট চাই সেই দিকে তাদের কোন নজর নেই। ত্রিপুরার যে বিভিন্ন দপ্তরগুলি আছে যেমন কৃষি উন্নয়ন, সেই গ্রামের শিল্প উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখছি যে সেখানে শিল্প সম্প্রসারণের জন্য তারা টাকা চেয়েছেন কিন্তু গত এক বছরে শিল্প সম্প্রসারণের কি হয়েছে? কয়েকটা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ছাড়া তো এবং দেখছি সেখানে কয়েকটা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং এখন সেইগুলি তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই পাট কল, এখন শুনা যাচ্ছে যে রাজ্যপাল বলেছেন যে এখানে পাটকল হতে পারে না। কারন এখানে জল নাই। রোজ অন্ততঃ এক লক্ষ গেলন জলের দরকার। পাহাড়ের মধ্যে সেখানে পাটকল স্থাপন করার জন্য যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেইটা কাগজে কলমেই রয়েছে। কারণ ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে কাগজে কলমে স্থাপন করার মত আস্থা নেই এবং তার ভাইভেলিটি আছে কিনা এবং সেইটাকে কাগজে কলমে স্থাপন করা যায়, কিন্তু সেখানে বাস্তব অবস্থা আছে কিনা—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—The House is adjourned till 3 P. M. The member speaking will have the floor.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমি বলছিলাম যে শিল্পের জন্য সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে দেখলাম টাকা চাওয়া হয়েছে এবং রাজ্যে যারা বেকার, অন্ততঃ পক্ষে ৪১ হাজার বেকার, তার মধ্যে ১০ হাজারেরও বেশী শিক্ষিত বেকার। তাদেরকে এক সময় শুনান হয়েছিল যে এই রাজ্যে কাগজের কল হচ্ছে, পাটের কল হচ্ছে, খান্দেশ্বরী মিঠাই কারখানা হচ্ছে ইত্যাদি হচ্ছে। আজকে তাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাগজের কল হচ্ছে না। ত্রিপুরার জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কাগজের কল করার মত মানসিকতা কেন্দ্রের নেই এবং রাজ্য সরকার এই জন্য আমাদেরকে অনেক কথাই শুনিয়েছেন। যে এই হবে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না যে এটা এই সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে। হাফ এ মিলিয়ন অব সেলফ এ্যামপ্লয়মেন্ট অনেক কথা আমরা শুনে আসছি, হাফ এ মিলিয়ন মানে সারা ভারতবর্ষে পাঁচ লক্ষ বেকারকে কাজ দেওয়া হবে। যেখানে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ৯০ লক্ষ এবং এর মধ্যে শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট আছে, মেট্রিকুলেট বেকার আছে, যাদের সংখ্যা হচ্ছে ৫০ লক্ষের মত, তাদের কাছে হাফ এ মিলিয়ন পাঁচ লক্ষ লোকের চাকুরীর কথা, এটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ত্রিপুরায় চাকরীর ক্ষেত্রে কি অবস্থা চলছে, সেই সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা বলেছেন। সেলফ এ্যামপ্লয়মেন্টের জন্য বস্তা বস্তা দরখাস্ত ব্যাংকে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি অফিসে যাচ্ছে, তাদের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, সেই সমস্ত যুবকদের দিয়ে কংগ্রেস সংগঠনের কাজ করান হচ্ছে, তাদেরকে দিয়ে কাজ করান হচ্ছে কিন্তু সেলফ এ্যাপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আজকে তাদের হতাশা ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই আমরা যেটা পুরোপুরি লক্ষ্য করছি, সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টের ব্যাপারে এখানে যে ডিমাণ্ড করা হয়েছে, ত্রিপুরার বেকারদের, ত্রিপুরার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণের দিকে তাদের কোন লক্ষ্য নেই। গ্রান্টের মধ্যে যে চাওয়া হয়েছে, সেটা নেহাত ওদের নিজের প্রয়োজনে। ত্রিপুরার জনকল্যাণে আসতে পারে এমন কোন উল্লেখ এর মধ্যে নেই এটা যেন একটা ডিমের দাম দিয়ে ডবল মামলেট খাওয়ার মত, যে টাকা চেয়েছিলাম তাতে হলনা, আরো টাকা এই ফাঁকে দিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই জন্যই দেখছি কমলপুরের বি, ডি, ও'র জন্য জীপের ট্রেইলার কেনা হচ্ছে অথবা জীপ কেনা হচ্ছে। অথচ আমরা দেখছি পেট্রোলের অভাবে যে সমস্ত জীপ চালু আছে, সেইগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন দেখছি অফিসারদের জন্য নেগ নো গাড়ী কেনা হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় লক্ষ্য করছি যে পেট্রোলের খরচ বেড়ে যাওয়ার জন্য পেট্রোল খরচ কমানোর জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, অথচ পেট্রোলের দাম কমানোর বা নিজেদের বেলায় পেট্রোল খরচ কম করা, তার কোন উদ্যোগ নেই। অথচ এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টে টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে। এড কেশনে ছাত্রদের বহু পুরানো ডিমাণ্ড যে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক কর, এবং ক্রমাগত তারা আন্দোলন করে আসছে এবং সেখানকার পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাদের পাঠ্য পুস্তক, বই পত্র এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে, একটা ছাত্রের পক্ষে বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করার কোন সুবিধা নেই। এই অবস্থাতে একাদশ শ্রেণী পর্যান্ত অবৈতনিক করা এই যে তাদের ন্যায্য দাবী এটার দিকে সরকারের কোন নজর নেই। কাজেই দেখি মেডিক্যাল অথবা কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট, সবগুলির কাজেই আমরা যা লক্ষ্য করছি

যে আমাদের যা প্রয়োজন, জনগণের যা প্রয়োজন, সেই অনুসারে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টসে কিছু নাই। কাজেই আমি এই যে ডিমাণ্ড আনা হয়েছে, আমি এটার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত : —মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস ১৯৭৩-৭৪ যে চেয়েছেন, সেটা আমি সমর্থন করি। কথা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস কেন আসে সেটা বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা অনুধাবন করতে পারেন নি বলে আমার মনে হয়। এটার যেটা অর্থ কোথায় উনারা বুঝেন নি। সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্ট আসে, যেখানে ইনটারিম রিলিফ সরকারী কর্মচারী ভাইদের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করেছেন, সেটা যখন গত বছর আমাদের কাছে বাজেট এসেছিল সেই সময়ে যে এটা দিতে হবে, এই রকম কোন পরিস্থিতি ছিল না, কিন্তু পরবর্তী স্টেজে যখন দেখা গেল সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কেন, সারা ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতেই জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে গেছে। তাঁরা হয়তো ওয়াল্ড মেগাজিন পড়েন না, সেখানে বলা আছে যে সর্ব্বত্র জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে তথা ত্রিপুরা রাজ্যেও অনুরূপ ভাবে দাম বেড়েছে বলে ত্রিপুরা সরকার সরকারী কর্মচারীদের জন্য ইনটারিম রিলিফের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে আজকে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টসের দরকার হয়ে পড়েছে। যে কথা উনারা বার বার বলে যাচ্ছেন, যে ঐ অবৈতনিক শিক্ষার জন্য ডিমাণ্ড কেন নাই, অষ্টাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করার জন্য কেন ডিমাণ্ড নেই, বেকারদের জন্য কেন ডিমাণ্ড নেই : ওরা যদি মূল বাজেটটা যে আছে, সেটা দেখতেন, তাহলে দেখবেন সেখানে টাকা আছে। যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আসতে পারে না। যেখানে মূল বাজেটে অর্থ আছে, সেখানে অর্থের প্রয়োজন না থাকলে সাপলিমেনটারী ডিমাণ্ড আসতে পারে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ত্রিপুরার ষ্ট্রেটেজিক রোডের কথা বলা হয়েছে ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চল আগে পাকিস্থান ছিল, বর্ত্তমানে বাংলাদেশ, সেখানে বর্ডার অঞ্চলে যেসব রাস্তা আছে, আমাদের নিজস্ব ত্রিপুরার লোক সেখানে আছে, সেইসব রাস্তা উন্নয়নের জন্য সাপলিমেনটারী ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে।

মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস বলেছেন যে এসব রোডের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে, কিন্তু বিলোনীয়া টু অমরপুর রোডের পাশে মুহুরীপুর রাস্তার জন্য কোন টাকা চাওয়া হয় নি। জানি না তিনি খবর রাখেন কিনা। গত বছর বাজেটেও ছিল যেখানে যেসব দরকার আছে, এস, পি, টী, ব্রিজ, পানি পাইপ, এইসব গত বছর বাজেটে ধরা হয়েছে এবং সেই অনুপাতে টেণ্ডার হয়েছে। কন্ট্রাকটর কাজ করছেন। সোলিং মেটেলিং এর জন্য টেণ্ডার কয়েকদিন আগে কল করা হয়েছে। কাজেই যেখানে অলরেডি টেণ্ডার কল করা হয়েছে, টাকা মঞ্জুরী হয়েছে, আবার সেখানে নতুন করে সেখানে মঞ্জুরী দিতে হবে কেন আমি বুঝলাম না। কন্ট্রাকটার ভদ্রলোক সি, পি, এম, যারা মাসে মাসে টাকা পান উনি হচ্ছেন কন্ট্রাকটার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা মাননীয় চক্রবর্ত্তী বলে গেছেন হাফ এ মিলিয়ন জব, তিনি জোক করে এটাকে জোক বলেছেন। তিনি বলেছেন তাদের স্থায়ী করণের জন্য কোন সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড চাওয়া হয় নি। জানি না তিনি সাপলিমেন্টারী গ্র্যান্টের ভিতরে ঢুকেছেন কিনা। আমরা হাফ মিলিয়ন জবের যেসব ভলান্টিয়ার নেওয়া হয়েছে সেটা আপ টু মার্চ। এটাও চাওয়া হয়েছে মার্চ পর্য্যন্ত।

মার্চের পরে নতুন বাজেট এবং সেখানে বলে গেছেন কংগ্রেস ভলান্টিয়ারকে নিয়োগ করা হয়েছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেস কম্যুনিষ্টের কোন প্রশ্ন আসে না। শিক্ষিত বেকারের বেকারত্ব দূর করবার জন্য এই সরকার হাফ এ মিলিয়ন জবে বিভিন্ন জায়গায় লোক নিয়োগ করেছেন। কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গে বেকার ভাতার কথা বলেছেন। কিন্তু আবার বলেছেন কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের যাদের হাফ এ মিলিয়ন জবে নেওয়া হয়েছে তাদের কোন কাজ দেওয়া হয় নি। কিন্তু উনার এই কথা, যেখানে বেকারদের জন্য উনি চান বেকার ভাতা আবার হাফ এ মিলিয়ন জবে তাদের যে সমস্ত কাজ দেওয়া হয়েছে এবং অ্যালাউনস দেওয়া হয়েছে এটার সংগে কনট্রাডিক্ট করছে, এই কথাটা। হাফ এ মিলিয়ন জবে যেসব লোক নেওয়া হয়েছে তারা গ্রামে গঞ্জে আমরা দেখেছি যে গতবার খরার পরে কৃষির উন্নতির জন্য সীজন্যাল বাঁধ এবং কৃষকদের সংগে সহযোগীতা করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ করা হয়েছে। তার আশু ফল হিসাবে যা পাওয়া গেছে সেটা মাননীয় সদস্যরা ভালভাবে বুঝতে পারেন নি বোধ হয়। প্রচুর ফসল পাওয়া গেছে, ধান পাওয়া গেছে। যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বোধ হয় প্রকিউরমেন্ট করা হয়েছিল হাযেই ১৭ শত টন বিগত বৎসরগুলিতে, এই বৎসরে পাওয়া গেছে প্রায় ১৮ হাজার মেট্রিক টন ধান পাওয়া গেছে। এই যে বাম্পার ক্রপ ফসল হয়েছে সেটা হাফ এ মিলিয়ন জবের শিক্ষিত বেকারদের গ্রামে পাঠিয়েছেন বলে সেটা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে কোন কংগ্রেস কম্যুনিষ্টের প্রশ্ন আসে না, যারা শিক্ষিত বেকার গ্রামের লোকের উপকারের জন্য তাদের নেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু বলেছেন রাইমাশর্মার কথা। রাইমাশর্মায় প্রচুর গাছ পি, ডবলিউ, ডি, পোড়াচ্ছে। সেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আনা সম্ভব হচ্ছে না ইত্যাদি। রাইমাশর্মায় যে জায়গার গাছ সেই গাছ আনার জন্য আমরা যেটা কোটেশান পেয়েছি, পত্র পত্রিকায় যা পেয়েছি সেটা সম্পর্কে আমি বলছি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের টেণ্ডার চাওয়া হয়েছে। অতি অল্প মাশুলে যাতে ত্রিপুরার উন্নয়নে লাগাতে পারি তারজন্য টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে এবং আমি কিছুদিন আগে ডম্বুর প্রজেক্টে গিয়েছিলাম রাইমাশর্মায় দলপতি পাড়া, জগবন্ধু পাড়ায় এইসব জায়গায় গিয়েছি। সেখানে আমি দেখেছি কিছু কিছু গাছ আনার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং আরম্ভ হয়ে গেছে। মূল্যবান গাছ আছে ঠিক, সেটা অস্বীকার করার কথা নয়। সেই গাছগুলি আনার জন্য আবার সেখানে আমবাসা দিয়ে গণ্ডছড়া দিয়ে আনার একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবার আর এক দিকে ডুম্বুরের দিক দিয়ে যেখান দিয়ে বাঁধ হচ্ছে সেখান দিয়েও আনার ব্যবস্থা হয়েছে। গাছ আসছে। তবে আরও দ্রুত আনা দরকার। তবে তারা যেভাবে বলছেন যে গেল গেল রব, চিলে কান নিয়ে গেছে, হাত দিয়ে দেখেন নাই, অন্ততঃ হাত দিয়ে কানটা আছে কিনা দেখে বলা উচিত ছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি আবার মায়া কান্না কেঁদে গেছেন যে হাফ এ মিলিয়ন জবে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য সাপলিমেন্টারী বাজেটে টাকা ধরা হয় নি। মার্চের পরে তো নূতন বাজেট আসছে। সেই নূতন বাজেটে তো নূতনভাবে সেই টাকা ধরা হবে। উনি আগাগোড়াই ভুল করে গেছেন যে সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্ট কেন এল সেটা তারা বুঝতে পারেন নি, বুঝতে চেষ্টাও করেন নি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এগ্রিকালচারের জন্য কোন টাকা ধরা হয় নি এটা তারা বলছেন। এগ্রিকালচারের টাকা গতবারের বাজেটে ধরা আছে, সেই টাকা দিয়েই চলছে। কিন্তু এগ্রিকালচারের কথা বলতে গিয়ে আজকে অন্যান্য জিনিষের কথাও এসে যায়। সেটা হল ডিজেল এবং পেট্রোল। ডিজেল এবং পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ডিজেল এবং পেট্রোল খরচ হচ্ছে। তারজন্য যে অতিরিক্ত বরাদ্দ সেই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এটার প্রয়োজন আছে। তাই হাউসের কাছে সরকার এই অতিরিক্ত গ্রান্টটা চেয়েছেন। তাই আমার বিশ্বাস, এটা উপযুক্ত সময়েই চাওয়া হয়েছে। সরকার দ্রুতগতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার দরকার ছিল বলে সেটা করেছেন এবং সেজন্য ত্রিপুরার মানুষ অন্ততঃ কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন, কিছুটা নিস্তার পাচ্ছেন। না হলে পেট্রোলের সেই সময়ে দাম ছিল দেড় টাকা লিটার, এখন তা প্রায় আড়াই টাকা তিন টাকা হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—আমাকে কিন্তু টাইম দিবেন, স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি ডিসকাশন শুরু করেন, পরে তো টাইমের কথা আসবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সাপলিমেন্টারী গ্রান্ট যেটা চাওয়া হয়েছে, এই টাকাটা মঞ্জুরী চাওয়ার আগে মন্ত্রীদের এই কথাটা অন্ততঃ চিন্তা করা দরকার ছিল যে আমরা তো জনতার প্রতিনিধি, আমাদের সংগেও আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। সেদিক থেকে আমি মনে করি যে উনারা আগে খরচ করে তারপর এখানে যেটা হাজির করছেন, এতে যে দিক হয় গনতন্ত্রের পদ্ধতি পালন করা হয় না। বিশেষ করে আজকের পত্রিকাতে ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে এই দেশে আমারা হায়, যাদের দূরদৃষ্টি নাই, তারা নিজেদেরকে নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকেন, মানুষ হয়েও অন্য মানুষের চিন্তাটা তাদের মগজে আসে না। অথচ তারাই আবার জনতা, জনতা করে বড় বড় কথা বলে, চীৎকার করে...

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, একটা পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, আমাদের মন্ত্রীদের মধ্যে এখানে কেউ নেই, একজন আছেন, তিনি সবে ধন নীলমনি। কাজেই আমরা মনে করি এখানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকতে হবে না হলেও অর্থমন্ত্রীর উপস্থিত থাকতে হবে, যেহেতু তিনি এই হাউসের সামনে সাপলিমেন্টারী ডিমান্ডটা পেশ করেছেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—স্যার, নিয়ম আছে যে ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা হবে, সেই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীকে এখানে হাজির থাকতে হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—স্যার, আমরা কনসার্নিং ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টার এর এখানে হাজির থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—স্যার, এই রকম কোন কথা নাই, মন্ত্রী যথা সময়ে তাঁর রিপ্লাই

শ্রীসমর চৌধুরী : -স্যার, এই বিধান সভায় সাপলিমেন্টারী বাজেট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, অথচ মন্ত্রীরা কেউ উপস্থিত থাকবেন না এটা ঠিক নয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— স্যার, যদি ডিমাণ্ড ওয়াইজ ডিসকাশন হয়, তাহলে অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর এখানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—হ্যাঁ, ডিমাণ্ড ওয়াইজ ডিসকাশন হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—স্যার, অর্থ মন্ত্রীর নিজের এখানে উপস্থিত থাকা উচিত, যেহেতু উনি এইসব ডিমাণ্ডগুলি উপস্থিত করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—হ্যাঁ, থাকবেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—স্যার, কোন মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন কি থাকবেন না, সেটা তিনি নিজেই বুঝবেন। কারণ মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছে, অর্থাৎ লবীতে আছেন। মাননীয় স্পীকার যদি মনে করেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি আসবেন। আমরা আরও দেখছি যে সমস্ত সদস্য এখানে তাদের বক্তব্য রাখেন, তারা তাদের বক্তব্য শেষ করে চলে যান। কাজেই মন্ত্রীকে থাকতে হলে, ঐ সদস্যদেরও এখানে থাকতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, একজন মন্ত্রী যদি এই ধরণের উত্তর দেন, তাহলে আমরা আর তাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—যা হউক আমি বলছিলাম, এই যদি অবস্থা হয় ত্রিপুরার ব্যাপারে অন্ততঃ আমি এই কথা বলব যে ত্রিপুরা রাজ্যের ভাগ্য নির্দ্ধারণের জন্য উনাদের কাছে যে টাকাটা আছে, উনারা সেটাকে নিজেদের খেয়াল খুসী মত খরচ করে যাচ্ছেন। আর তার জন্য আমি তাদেরকে হুসিয়ার করে দিতে চাই...ত্রিপুরা কিসকা হ্যায়, আবি তক মালুম নেহি হ্যায়। কিছুকাল হোগে। এখন হয়তো তারা মনে করছে ত্রিপুরা রাজ্য তাদের। তবে তবে কার যে কি হবে, সেটা এখুনি বলা যাচ্ছে না আর তারই জন্য তারা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সমস্ত টাকাগুলি অপব্যয় করে চলেছেন। কেউ কাকে জিজ্ঞাসা করছেন না। যেমন অর্থ মন্ত্রী করছেন, তেমনি আবার মুখ্যমন্ত্রী হামেশা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করছেন। আমাদের পার্লামেণ্টে এখানকার দুই জন এম, পি, আছেন, উনাদের কাছে পর্যন্ত তারা কোন বক্তব্য রাখতে পারেন না, যেহেতু তারা আমাদের অপোজিশান পার্টির সদস্য। কিন্তু আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যখন নাকি শ্রীযুত জে, কে, চৌধুরী মশাই ছিলেন, তখনও তারা তাকে এক টুকরো ছেড়া কাগজ পর্যন্ত দেন নি। এটা কি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়? কাজেই আমি এই দিক দিয়ে বলব যে এই সরকার যে ভাবে চলছে প্রথমে দেখাচ্ছেন যে তারা অনেক কিছু করছেন কিন্তু পরে যখন তারা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট নিয়ে আসেন তখন দেখা যায় যে তারা কেউ বাড়ী কিনছেন, কেউ মেয়ে লোকের খপ্পরে পড়ছেন, অর্থাৎ পুরুষ ধরা কল যাদের আছে, তাদের খপ্পরে পড়ছেন, আর নূতন জীপের জন্য টাকা চেয়ে বসে আছেন। কারণ পুরাণ জীপ গাড়ীতে চড়ে মন্ত্রীরা আরাম পান না। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ কাঠের ঘোড়ায় সার্কাস দেখাচ্ছেন। বাস্তব চিত্রটা যদি আমরা দেখি, তাহলে কি দেখব, ইনকাম ট্যাক্স অন এগ্রিকালচার সম্পর্কে যদি আলোচনা করি তাহলে দেখব যে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রীর আমল থেকে সাড়ে সাত কানি জমির মালিককে যে খাজনার থেকে রেহাই দেওয়ার কথা ছিলো সেটা আজও করা হয় নি, বরংচ সেটা এখনও সমান ভাবে আদায় করা হচ্ছে।

আর সেটা আদায় করবার জন্য খরচও করা হচ্ছে অনেক টাকা—যেমন কর্মচারীদের খরচ বাবতে, অফিসারদের খরচ বাবতে এবং নানাবিধ ফার্ণিচার কেনার বাবতে। এভাবে তারা খরচের পর খরচ করে চলছেন। কিন্তু এগ্রিকালচারিষ্ট যারা তাদের কিছু উপকার হচ্ছে কিনা, সেটা আমরা দেখছি না। বিশেষ করে আমরা দেখি ব্লেক মার্কেটিয়ার্স যারা, বা তাদের সাঙ্গপাঙ্গ যারা তাদের বাড়ীতে দালান কোটা উঠছে। এটা কারো অস্বীকার করবার জো নেই। আর মোটর গাড়ী তো আমাদের গ্রামগুলির মধ্যে কেউ কিনতে পারে না, কারণ এই রকম পয়সাওয়ালা লোক নাই। আর রেজিষ্ট্রেশান ফিটা আমাদের প্রয়োজন। এবং এই ফিটা আদায় করতে গিয়ে অনেক টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে দিল্লী রেজিষ্ট্রেশান করতে গিয়ে কি ভাবে লোকদের হয়রানি হতে হয়, এটা আমরা পূর্ব্বেও বলেছি, আবার এখনও বলছি। তাছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রেজিষ্ট্রি ফি আছে, সেগুলি করতে হলেও অনেক খরচ পড়ে। এখানে যে খরচটা তারা দেখিয়েছেন, তাতে দেখছি যে প্রায় ১৩ হাজার টাকার মত খরচ দেখানো হয়েছে। তারপর ঐ সমস্ত কাবে সারা বইটার মধ্যে এই রকম পকেট মার করে খরচ দেখিয়েছে। পিক পকেটের ১ নম্বর, ২ নম্বর ৩ নম্বর অনেকগুলি নম্বর আছে। এর মধ্যে যদি সম্ভব না হয় পিক পকেট করতে তখন ঐ সমস্ত মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে আর্থিক সঙ্কটের সুযোগ বুঝে তারা মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে সেই গুণ্ডা বাহিনীতে পারণত করে এবং সরকার তখনই সেখানে অবতীর্ণ হন। এই হচ্ছে সরকারের ব্যবস্থা তার জন্যই আমি আবার বলছি কিসকা লোগা আঁভি তক মালুম নেহি হায়। তাই আর যখন লোনস এণ্ড এ্যাড্ভানসেস বাই ষ্টেট/ইউনিয়ন টেরিটরি গভর্ণমেন্টস—এই লোনের ব্যাপারে ফ্লাড লোন দিয়েছেন কর্মচারীরা পেয়েছিল সেজন্য আমরা অসন্তোষ্ট নই। কিন্তু যাদের বাড়ী ঘর জলে নিয়ে গেল তাদের সামান্যতম সাহায্য করেছেন উনারা ? কৈ, সেই খরচ তো এতে দেখছি না ? যাদের গরু নিয়ে গেল জলে, জমি বাড়ী ঘর জলে নিয়ে গেল সেই সমস্ত লোকের সাহায্যের কথা এখানে উল্লেখ নেই। কত টাকা লোন দেওয়া হয়েছিল। জলে বাড়ীর জায়গা যাদের নিয়ে গিয়েছে তাদের বাড়ীর জায়গা তো দূরের কথা লোন দেওয়া হয়েছে এই কথাটাও এখানে উল্লেখ নেই। কাজেই সেই জন্যই আমি বলছি এই সরকারের অপদার্থতার পরিচয় এতেই প্রমাণ হয়। এখানেই পকেট মারের পরিচয় হয়েছে। ঠিক ঠিক ভাবে শোষণ করছে কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালন করতে পারেন না। সেজন্যই দেশে দেশে আজ—রাজ্যে রাজ্যে, প্রদেশে প্রদেশে—সেজন্যই সব জায়গাতে মানুষ আজ তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়ে আছে এবং যাতে চিরতরে এই সরকারের অবসান ঘটাতে পারে সেজন্য মানুষ একতাবদ্ধ হচ্ছে। এবং তারই আবহাওয়া আজকে বিহারের জনতা দেখাচ্ছে। তাই আমি বলছি এই দুর্নীতি যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে আমি এই কথা বলতে পারি যে জনতা তাদের রেহাই দেবে কিনা বলতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই ব্যাপারে সরকারকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মনীন্দ্র দেববর্ম্মা। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রী মনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট সেখানে আমি বিভিন্ন খাতে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী অর্থ বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন এবং কোন খাতে কম কোন খাতে বেশী হয়েছে। যে হেডে বেশী হয়েছে এবং যে হেডে কম হয়েছে সেটি চেষ্টা করার জন্য অন্তত পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায়ে বিধান সভায় আলোচনা করে সেগুলি চেষ্টা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। বাজেটে যে সব খাতে বরাদ্দ করে নিয়েছিলেন এই সম্পর্কে আমি কৃষির কথা বলতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কৃষির খাতে বাজেটে বহু টাকা দেখছি এবং সেই সমস্ত টাকা জুমিয়া পুনর্বাসন এবং কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয়িত হবে। কিন্তু কয়েকটা বাজেট করে কয়েকটা বছর চলে গেল এবং প্রত্যেকটি বাজেটের ব্যাপারে আলোচনায় আমরা বিভিন্ন এলাকায় সেই সমস্ত কৃষকদের যে সব অসুবিধা আছে সেই সমস্ত ডিমান্ড আমরা এখানে উপস্থিত করেছি। যেমন পাহাড়ীয়া অঞ্চলে অনেকগুলি জায়গা আছে সেখানে বাঁধ দিয়ে বা পাম্প মেসিন দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এটা করা হয় নাই। এবং জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি—কতক্ষণ আগে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে তপছায়া নামে একটা জায়গা আছে যেখানে খোয়াইয়ে আদর্শ কলোনী নামে পরিচিত। এখানে কিস্তি করে প্রথম কিস্তি ৬০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটাতো গত বারের বিষয়। তারা এর আগে ১৯৬১-৬২ সালে বাগান স্কীমে ১,৯১০ টাকার স্কীমে ৪১টি পরিবারকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। তারপর '৭১ গেল '৭২ গেল তারপর '৭৩ গেল সেই প্রথম কিস্তির পর আজও তারা টাকা পায়নি। এই হল তাদের ভূমিদান এবং জুমিয়া পুনর্বাসনের নমুনা। তাহলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই সরকারকে কি বলতে পারি? এই সরকার জনসাধারনের গরীব অংশের ভূমিহীন গরিব অংশের কি করেছেন—যদি তাদের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এই দেখা যায় যে এই ৬০০ টাকা তাদের দেওয়া হয়েছে। এবং যদি তারা স্কীম অনুসারে তারা কাজ করে যান তাহলে আমরা দিয়ে যাব। এই কথা উনি বলেছেন কিন্তু ৬২ সনের বাগানের স্কীমে যে ১,৯১০ টাকা ৪১টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল বাকী টাকা তারা আজকেও পায়নি। এই কথা উনি এখানে উত্থাপন করেন নাই। কাজেই জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এই আমরা দেখছি এবং সরকার বাজেট অধিবেশনের সময় বাজেটের কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে অনেক কিছু দেখান। কিন্তু কৃষকের যে সব সমস্যা আছে কৃষক তার জমির মধ্যে তার ক্ষেতের মধ্যে যদি ফসল বাড়াতে হয় তাহলে তার কতকগুলি সমস্যা আছে যেমন জমিন সমান করার প্রয়োজন সেই প্রয়োজনে তাদেরকে টাকা দেওয়া দরকার এবং যখন খরা হয় তখন সেখানে পাম্প দিল, বা বাঁধ দিয়ে যদি তাদের জলের সুবিধা করে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো তারা ফসল বাড়াতে পারে। শুধু ফসল বাড়ানোর কথা বলে ফসল বাড়ে না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৫ বছরে কৃষির যে উন্নতি হয়েছে তার থেকে সাধারণ ভাবে উপলব্ধী করতে পারি এবং কৃষি উৎপাদিত জিনিষ পত্রের দাম যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে পরে আজকে ধান সরকারীগত ভাবে কি দরে ধান নেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে বাজারে ধান নেই, সমস্ত লেভি করে নেওয়া হয়েছে। এবং তার ফলে আজকে ১৩০ টাকা কোইন্টেল গ্রামে গ্রামাঞ্চলে এই রকম দর উঠে গেছে এবং পাটের দর এবং কোন কোন কৃষিজাত দ্রব্য আমরা যে সমস্ত উৎপাদন করি সেই বাজার দরের সংগে তুলনা করি তাহলে আজকে পাটের দর ৩০ টাকায় কিনা হচ্ছে এবং ধান

আজ ১৩০ টাকা কুইন্টেল দরে বিক্রী হচ্ছে। তাও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং এই সমস্ত কৃষকদেরকে বলা হচ্ছে যে ন্যায্য দোকানের মাধ্যমে তাদেরকে চাউল দেওয়া হবে কিন্তু এখন পর্যান্ত চাউল সেই সমস্ত এলাকায় যায়নি এবং যারা গরীব অংশের মানুষ আজকে ছন এবং বাঁশের উপর ভিত্তি করে তারা তাদের জীবন রক্ষা করতে হচ্ছে এবং সেই সমস্ত ছনের এবং বাঁশের মাশুল আজকে প্রত্যেক রাস্তাঘাটে ফরেষ্টের আক্রমণে তারা প্রত্যেক মোটা প্রতি ১০ থেকে এক টাকা দিতে হচ্ছে। তাহলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এই সরকার যত ভাল কথাই বুঝিয়ে বলুন না কেন আমরা আশা করতে পারি না যে এই সরকার আমাদের গরীব গরীব অংশের মানুষের কতটা সমস্যার সমাধান করবে। শুধু তাই নয়, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে সমস্ত স্কুলগুলিতে আপনারা লক্ষ্য করে থাকেন সেখানে শত শত ছাত্র আছে এবং যে সমস্ত সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে সেখানে আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই সেখানে ছাত্ররা চাটাইর উপরে তারা মাঠের মধ্যে লেখাপড়া করছে, সেই সমস্ত সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে কোন ফার্নিচার নেই ছাত্ররা মাটিতে বসে পড়াশুনা করতে বাধ্য এবং মাষ্টার আছেন কিন্তু সেই সিনিয়র বেসিক স্কুলে পটার বেশী ছুয়ার থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত স্কুল আছে অনেক স্কুলেই দেখা যায় ছাত্র নাই সেখানে ক্লাশ হচ্ছে না, এই রকম অবস্থা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয় আজকে এই সরকার ২৬ বছর একচেটিয়া রাজত্ব করার পরে, আমাদের যে সমস্ত কুটির শিল্প আমাদের কুটির শিল্প আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। যেখানে আমরা নিজেরা তাঁতের কাপড় বাহির করে আমরা নিজেরা ব্যবহার করতাম সেই সমস্ত সুযোগ থেকেও আজকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বঞ্চিত হওয়ার কারণ হলো আজকে তাঁতের যে রকমভাবে সূতো যে রকমভাবে পাওয়া উচিত এবং সুলভ দরে যাতে আমরা কম দরে পাই তার কোন ব্যবস্থা তারা করেন নি এবং আমাদের দেশের সূতো আমরা জানি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ টন আর কিন্তু যেগুলি আমরা যারা নিজেরা তৈরী করতে পারি তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে যে কংগ্রেস সরকার যে আমাদের গরীব অংশের মানুষকে এমনি মুখে তাদেরকে ভুলিয়ে রাখতে চায় কিন্তু কার্যত তারা কিছুই করতে পারছে না তার জন্য আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন না করে বিরোধিতা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড উপস্থিত করেছেন সেইটা আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে আমরা আমাদের সরকার ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন এবং সেই কাজ করতে গিয়ে সরকার এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে যখন চিন্তার বাইরে কাজ করতে হয়েছে এই কথা কেউ অস্বীকার করতে কেউ পারবেন না। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যেভাবে তাদের বক্তব্য রেখেছেন তাতে বুঝা যায় যে ত্রিপুরা সরকার কোন ক্ষেত্রে কোন কাজ করতে পারি নি। এইটা অসত্য কথা। ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় অতিরিক্ত খরচ করেছেন সেইটা সত্য কথা। আমরা জানি বিগত কয়েকদিন আগে কয়েক মাস আগে ত্রিপুরার উপর

দিয়ে ভীষণ খরা এবং খরার পর ফ্লাড একটা ভীষণ আকারে চলে গেছে। তার জন্য ত্রিপুরা সরকার হঠাৎ করে একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল এবং বাজেটের বরাদ্দকৃত টাকা কৃষি এবং বিভিন্ন ডেভলাপমেন্টের জন্য সরকারকে যে কাজ করতে হয়েছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত খরচ করতে সরকার বাধ্য ছিল সেই কথা কেউ অস্বীকার যদি করে তাতে বুঝবো সত্য কথা গোপন করছেন তারা। আমি মনে করবো সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করে সরকারের বিভিন্ন কার্যাকলাপের সমালোচনা করলে বুদ্ধিমানের কাজ। সেইজন্য আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদেরকে অনুরোধ করবো তারা যেন সত্যকে জন সাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। সুতরাং আমি বলছি সেখানে খরচ করা হয়েছে ঠিকই, তার কারণ ফ্লাড এসেছিল, খরা এসেছিল এবং এইকথা অস্বীকার করা যায় না যে ফ্লাড এবং খরার মোকাবিলা ত্রিপুরা সরকার সুষ্ঠুভাবে তার কাজ করতে পেরেছেন। কারণ বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যান্য জায়গায় সমাজ বিরোধীরা যারা আছে তারা বাধা দিয়েছে কাজ করতে। সেখানে সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী লোক বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হয়তো হঠাৎ একটা সমস্যার সম্মুখীন হলো যার জন্য ঠিক টাইম মতো সরকার সহায়তা করতে পারে নি। এখনও আমরা জনসাধারণকে, তারা নিজে বাড়ীঘর থাকাকালীন সুষ্ঠুভাবে যে যেভাবে বসবাস করতো হয়তো এই ফ্লাডে বাড়ীঘর নষ্ট হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেখানে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে তাদেরকে আমরা রক্ষা করে রাখতে পারিনি সেইটা ত্রিপুরা সরকারের দোষ ত্রুটি নয় বা ত্রিপুরার মানুষের দোষ ত্রুটি নয়, সেইটা একটা দুর্যোগ বলা চলে তার জন্য সরকারকে বিভ্রান্ত থাকতে হয়েছিল যার জন্য সাপলিমেন্টারী বাজেট করে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার সমস্যা এখনও কাটেনি। আমরা জানি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খামারে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিভিন্ন মাঠে বালি পড়ে ক্ষেতগুলির এমন অবস্থা হয়েছে সেই বালি যদি না সরানো হয় সেখানে কয়েক বৎসর কৃষক ফসল ফলাতে পারবে না। সেইজন্য আমরা এই হাউসে অনুরোধ রাখবো যে যাতে এই কৃষককুল তাদের সেই ধ্বংস স্তুপ থেকে রক্ষা পায়, পরবর্ত্তী ফসল সংগ্রহ করতে পারে সেই জন্য এই সাপলিমেন্টারী বাজেট প্রয়োজন হলো এবং আরও সাপলিমেন্টারী বাজেট করা হবে সেইজন্য আমি সরকারের নিকট অনুরোধ রাখবো। বিভিন্ন জায়গায় প্রটেকশন বাঁধ দিয়ে ফ্লাড থেকে জমি রক্ষা করার জন্য এইটা করা হয়েছিল সেই বাঁধ অনেক জায়গায় ভেংগে গেছে, রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে, অনেক বাড়ীঘর ভেংগে গেছে। এখনও অনেক বাড়ী আছে যেখানে ঘর করতে পারে নি, বাড়ীতে এখনও যেতে পারে নি। এই সমস্ত লোক যাতে বাড়ীঘর আবার করতে পারে সেই জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে সমস্ত মানুষ বিভিন্ন বাঁধ ভেংগে রাস্তাঘাট- তাদের বাস্তুভিটা হারিয়ে একটা অসহায় অবস্থায় আছে সেইগুলি সংস্কার করার জন্য প্রয়োজনা সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এগ্রিকালচারের বর্ত্তমান যে অবস্থা দেখেছি সেইটা একটা বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছে। আজকে দেখা যায় বিভিন্ন মাঠ রৌদ্রের তাপে দগ্ধ হতে চলেছে। যদিও সরকারী ভাবে সেখানে পাম্পিং সেট, টিউব ওয়েল, ওভার ফ্লো, কূপ, পুস্করণী, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে, আজ সব অকেজো হয়ে

পড়ার অবস্থা হয়েছে। সেটা কোন মানুষের ক্রীয়েশান নয়, সেটা ত্রিপুরা সরকারের ক্রীয়েশান নয়. ত্রিপুরা সরকার বৃষ্টিটা বন্ধ করে রাখেনি, সেখানে আরেকটা বিপদ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। আজকে পাম্পিং সেটের তেলের অভাব, আজকে ওভার ফেলা টিউব ওয়েলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাজেটে যে সরকারের নির্দিষ্ট অর্থ, তার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেও কৃষককে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সেই জায়গায় নূতন করে বিপদের সম্মুখীন হতে রয়েছে সরকারকে। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই হাউসের সামনে অনুরোধ রাখব যাতে অবিলম্বে যাতে এইসব ক্ষেত খামারে জলের ব্যবস্থা করা হয় এবং মানুষ যাতে দ্বিতীয় বারের মত বিপদের সম্মুখীন না হয় তার ব্যবস্থা যেন অচিরে করা হয়। সাপলিমেন্টারী ডিম্যাণ্ড কেন, প্রয়োজন হলে তারও অতিরিক্ত বাজেট করার প্রয়োজন হয়, তারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং সেটা করতে হবে মানুষ এর রক্ষার জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি যথেষ্ট করলেও এখনও বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের যে ডিম্যাণ্ড, মানুষের চাহিদা, তাতে আমরা বুঝি ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষির উন্নতি হলেও আরও উন্নতি আশা কৃষককুল করে এবং করার ইচ্ছা রাখে। বিভিন্ন জায়গায় ভি, এল, ডবল্যু অফিস করার জন্য তাগাদা আসছে, বিভিন্ন ক্ষেত খামারে সার প্রয়োগ করার জন্য, সারের তাগিদ আসছে এবং কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য তাগিদ আসছে। তাই আমি অনুরোধ রাখব প্রতিটি গাঁও সভায় কম পক্ষে এক বা দুইটি ভি. এল, ডবল্যু সেন্টার খুলে সেখানে কৃষককুলকে, তাদের অধিক ফসল ফলানোর আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যবস্থা যাতে করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়. কৃষি আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল. তাই কৃষককে রক্ষা করার জন্য যত রকম প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়ে, ত্রিপুরা সরকারকে সেটা করতে হবে এবং তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য আমি এই হাউসের সামনে অনুরোধ রাখব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাগ্রিকালচারকে বাদ দিয়ে যদি আমরা অন্যান্য বিষয়ে লক্ষ্য করি যেমন মেডিক্যাল, সেখানে দেখব ত্রিপুরার চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করে রয়েছে। আমি অনেক বাইরের মানুষের কাছ থেকে শুনেছি যে ত্রিপুরার জি, বি, হাসপাতালের মত দ্বিতীয় হাসপাতাল ভারতবর্ষের কোথাও নাই। হাসপাতালের বড় চেহারা দিয়ে নয়, তার ভিতরে বিভিন্ন ডাক্তার যারা আছেন, এই রকম এক্সপার্ট, সূক্ষ্মদর্শী ডাক্তার ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় নাই এবং এখানকার ডাক্তারগণ যেভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করে চিকিৎসা করেন, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণও তা স্বীকার করেন। সেদিন একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন যে এটা একটা মৃত্যুর জায়গা। মানুষের জীবনকে রক্ষা করার যেখানে প্রচেষ্টা চলছে, মানুষের জীবন অবিনশ্বর নয়, সেটা ধ্বংস হতে পারে, হওয়া স্বাভাবিক। চিকিৎসার যদি শত ব্যবস্থা থাকে, সেখানে মৃত্যু হতে পারে। সেখানে ডাক্তার বিধান রায়ের মত ডাক্তারও ভগবানের মৃত্যুর অভিশাপ থেকে রক্ষা পান নি। সেখানে মানুষ মরবে স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যু আসে, মৃত্যু হতে পারে। হাসপাতালে গিয়ে যদি কারও মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁরা যদি বলেন সেটা একটা মৃত্যুর বিভীষিকা তাহলে সত্যের অপলাপ করা হয়। একথা স্বীকার করতে হবে যে আমাদের হাসপাতালগুলি এবং বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি সুচিকিৎসা কেন্দ্র এবং সেখানে মানুষ সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা পেয়ে আসছে। তবে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, আমি মাননীয় মন্ত্রীর সংগে আলাপও

করেছি যে কোন হাসপাতালে—ডাক্তার নাই, কোন কোন ডাক্তার খানার কম্পাউণ্ডার নাই। উনি বলেছেন, ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডারের অভাবে সেটা দেওয়া হচ্ছে না যার ফলে মানুষ অসুবিধায় আছে। আমি বলব আবশ্যে প্রতিটি প্রাইমারী সেন্টারে এবং অন্যান্য ডাক্তার খানায় যেন ডাক্তার দেওয়া হয় যাতে মানুষ সুচিকিৎসা পেতে পারেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা যেখানে লোক জি, বি, হাসপাতালে আসতে পারেনা, সেখানে প্রাইমারী হেলথসেন্টারগুলি যে আছে, ডিস্পেনসারীগুলি আছে, প্রত্যেকটি জায়গায় যেন সুচিকিৎসক দিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অনুরোধ করব। ভ্রাম্যমান চিকিৎসাগার খুলে যাতে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে সেই জন্য হাউসকে আমি অনুরোধ করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যেহেতু মানুষের চাহিদা বেড়ে গেছে, সেই জন্য সরকার চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে ঠিক ঠিক ভাবে চিকিৎসা চলাবার ব্যবস্থা করেছেন। এবং মানুষের সুচিকিৎসা পাচ্ছে বলেই, চাহিদাও বেড়ে গেছে, কাজেই সেই চাহিদা পুরন করার চেষ্টা সরকার করেছেন, সেখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড যদি মানুষের উপকারের জন্য চাওয়া হয়, সেখানে বাধা দেওয়া যুক্তিসংগত হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু বিরোধী পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের সমালোচনা আসছে, বিভিন্ন রকমের হাসি ঠাট্টা আসছে, সেইজন্য আমি সেইদিকে না গিয়ে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ'এর প্রতি দৃষ্টি রেখে আমার বক্তব্য রাখব।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার এ্যানিমেল হাজবেণ্ডারী ডিপার্টমেন্ট যেখানে পশু চিকিৎসা হয় সেটা কৃষির সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত। কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গায়, মানুষের চিকিৎসার মত পশু চিকিৎসার প্রসার হয়নি সেটা সত্য কথা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—পয়েন্ট অব অর্ডার... (গণ্ডগোল)।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ সমক্ষেত্রে উশৃঙ্খলতার পর্যায়ে এসেছেন, এই সীট থেকে এর সীটে যেয়ে জবরদখল করবে, সেটা তাদের পক্ষে আশ্চর্যের কথা নয়। সেটা হতে পারে। মাননীয় সদস্য নিশিবাবু পয়েন্ট অব অর্ডার এনে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব যাতে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রী আরও এক্সপানশান করা হয় এবং আমি জানি যে অনেক জায়গায় ঔষধ নাই, অনেক জায়গায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, অনেক জায়গায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার কৃষক বারবার চেষ্টা করে আসছেন, কাজেই যতদিন পর্যন্ত না প্রতিটি জায়গায় চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা যায়, ততদিন পর্যন্ত ভ্রাম্যমান চিকিৎসাগার খুলে, যদিও বর্তমানে আছে, বিভিন্ন জায়গায় সেটাকে সুদূর প্রসার যাতে লাভ করে সেইজন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে এই হাউসে অনুরোধ রাখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

এক জায়গায় দেখলাম যে সাপলিমেন্টারী বাজেটে বলা হয়েছে র‍্যাপিড প্রগ্রেস অব পি. ডবল্যু, ডি. ওয়াকস। র‍্যাপিড প্রগ্রেসের জন্য কিছু টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু র‍্যাপিড প্রগ্রেস বলতে কি বলতে চেয়েছেন আমি সেটা বুঝিনা। পি, ডবল্যু, ডি'র কার্যক্রম যদি দেখি, বিশেষ করে আমার এলাকাতে, গ্রাম্য রাস্তাগুলির যে সংস্কারের কথা ছিল. সেটা একটাও হয়নি। যেখানে কালভার্ট হওয়ার কথা ছিল. সেটা হয়নি, যেখানে এস, পি, টি, ব্রীজ হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি। সুতরাং র‍্যাপিড প্রগ্রেস করতে গিয়ে সত্যি যেখানে সাপলিমেন্টারী বাজেট করতে হয়েছে, নিশ্চয়ই কোন না কোন জায়গায় সেটা হয়েছে। সুতরাং র‍্যাপিড প্রগ্রেস হয়ত হতে পারে কোন কোন জায়গায় কিন্তু আপাততঃ র‍্যাপিড প্রগ্রেস আমার চোখে পড়েনি। সুতরাং র‍্যাপিড প্রোগ্রেস করতে গিয়ে যে সাপলিমেন্টারী বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে নিশ্চয়ই কোন কোন জায়গায় হয়েছে। কিন্তু যেখানে র‍্যাপিড প্রোগ্রেস হয়নি সেখানে র‍্যাপিড প্রোগ্রেস করার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাটাখাল সম্পর্কে টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু কাটাখালের জন্য টাকা খরচ করা হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে সন্দেহ আছে। সেজন্য যাতে আরও ভালভাবে টাকা খরচ করা হয় সেই অনুরোধ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রী ভদ্রমণি দেববর্মা।

কক-বরক

শ্রীভদ্রমনি দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে সরকার, তিনি যে সব বাজেত ভাষন অর্থমন্ত্রী যে পেশ খালাইমানি ম আজকে অনি যে নুকমানি, বিভিন্ন ভাবে বছর তিনি প্রায় গোটা ২৬টা বছর খালাই ফাইকা। তিনি কিন্তু মন নুগ—তিনি একটা পকেট পঞ্জিকা, হাত পঞ্জিকা, একটা ডাইরী হিসাবে। বরগ তিনি বিভিন্ন খাতে, কৃষি খাতে, পূর্ত বিভাগ খাতে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি রাং তিনি শুধু কাগজে নুনুগ। কিন্তু বরগ তিনি যে সরকার পরিচালনা খালাই এতদিন পর্যন্ত খালাই ফাইকা। আজকে জনসাধারননি বাগুই যে শাসক গোষ্ঠীনি মন্ত্রীবগ চিন্তা খাইনানি দরকার ত্রিপুরা রাজ্য-অ তিনি যত মন্ত্রী ফান অথুন, কিন্তু আজকে মাইনি, কৃষি ক্ষেত্রে বরগনি কোন কিছুতেই খালাইমা কুরুই। এই যে সাধারণতঃ কৃষক প্রতিটি গ্রাম তিনি কৃষিনি ক্ষেত্রে আজকে ২৬টা বছর উন্নয়ন বুঝুক তিনি অথা—আপনি-ছড তিনি নুগ। কিন্তু এই সরকার তিনি জাঅই মান কৃষিনি ক্ষেত্রে নিজনি ছাক-ন, রকু-ন তিনি তুই খালাই অই, মাহুক-খে তিনি কৃষি কসি-অই আজকে খালাই ফাইকা। কিন্তু তিনি কৃষিনি ক্ষেত্রে বরুতুই-খে আজকে সরকার সাহায্য খাইকা? তিনি কৃষিনি ক্ষেত্রে বব জিনিষ তংগা? তিনি চুতুমাঅই মান। কিন্তু সরকার তিনি এই যে, গত খরা সময় অনেক তিনি প্রতিনি গ্রামনি কৃষকরগ অনেক বন হাজার হাজার তংগ, তাই বিভিন্ন ভাবে দুর্দসা কালাই তংগ, তিনি সেই ক্ষেত্রে আজকে খরানি পর তাকালাই সাধারণতঃ তাম খাইকা? তিনি ঘরে ঘরে গাঁও প্রধাননি মারফতে যে তিনি আজকে মাই কালেকসান খাইকা। কিন্তু আজকে যারা আজকে দুই কানিনি মালিক, বরগ তিনি নিজস্ব পাচ কানি বর্গা খালাই-অই বিনি নগ কিছু মাই মুকথা। ঐ প্রধাননি জোরিই, ঐ ইনসপেক্টরনি বয়াকতুই বা কোন কোন বি, ডি, ও-নি বয়াক-তুই খাই-অই নগ খাওগুই অ মাইন কালেকসন খাত তুবুই ফাইকা। তাই তিনি গ্রাম এলাকা-অ হাহাকার। কৃষকরগনি দুরবস্থানি সীমা কুরুই খা।

এই মন্ত্রী মণ্ডলনি মারফতে তিনি কৃষকনি নকনি মাই ফোরা ১১ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৭৩ পয়সা কেজি খে পাই তুবুই রেশন দোকাননি মারফতে ৮৩ পয়সা কেজি খে বিক্রী থাই-অ। মাঝখানে সরকারনি দালালরগ, মহাজনরগ হাজার হাজার টাকা লুট খালাই দালান পাকি, ট্যাক্সি খুলাই থাঙকা। আবনি বাগুই এই মন্ত্রী মণ্ডলা দায়ী। মন্ত্রী মণ্ডলা তিনি বরগনি নগ-ন থাঙগ। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে তাম অবস্থা চলি তঙ তিনি চিন্তা খালাইনা দরকার।

আজকে সীমনা এলাকাঅ, এই মন্ত্রী মণ্ডল তিনি দুই বছর প্রায় অঙথা, বিভিন্ন মন্ত্রী থাঙকা কৃষি মন্ত্রী থাঙকা, শিক্ষা মন্ত্রী থাঙকা, উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরনি মন্ত্রী থাঙকা। আজকে তিনি বরগ নাইনুথানা, ই মন্ত্রীরগ তিনি তাম সমস্যা খাইকা। বিভিন্ন জাগা আজকে জুমিয়া পুনর্বাসন তিনুই, কৃষিঝন সাহায্য থাইকা। কিন্তু কোন সাহায্য তিনি ই সীমনা এলাকানি বরকরগ মায়া। শিক্ষা মন্ত্রীনি আর বিভিন্ন ভাবে সিনিয়র বেসিক স্কুলনি ন খুই অনেক দরখাস্ত খালাই হয়রানি অংখা—আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি। সরকারী হিসাবে এই মন্ত্রীরগ কোন পরিকল্পনা খালাই ফায়া। বরগ নাকি দল সৃষ্টি খালানা বাগুই রাউজু রি-অই, জনতা-ন তিনি সরকারনি মতবাদী খে ঘোষণা খাইকানা। তিনি বিশ্বাস থাই-অ সীমনা এলাকানি জনতা। কিন্তু আজকে দিনের পর দিন সেই আশায় বাধিত হব। কিন্তু তিনি মনুষ্যনি ধৈর্যনি সীমা তঙগ। প্রত্যেকটি বরক আজকে তুইনি হাহাকার। এই তো তিনি ফাল্গুন-চৈত্র মাস আহুক খরা তিনি গ্রাম থাঙ নাই বাইদি। তিনি তেজামারা, তিনি বৈকুণ্ঠপুর আজকে তেইন রাস্তানি গানা ছিনি রিং ওয়েল, টিউব ওয়েল রি-অই ফনুক খা। কিন্তু গ্রামনি ভিতর কি অবস্থা একটা ছোট ছোট ছড়া তুই-অই আরনি একটা তুই ন্রঙগুই থাঙগ। বরগ তিনি এইভাবে জীবন ধারণ খালাই তংথা।

তাই মাইরুঙ—তিনি আজকে দুই টাকা, ১.৫০ টাকা সীমনা চলি থাঙকা। কন্ট্রোল ১৫০ খে—চলিখা—কিন্তু যে কন্ট্রোল রাতিনই মাইরুঙ ফুরুই। কাজেই সরকার তিনি তুইনি গ্রামনি স্বার্থ-ন চিন্তা থাইকাই আজকে বরকনি তিনি কিন্তু দিনের পর দিন বরকনি ধৈর্যানি কিন্তু বাহ-কই থাংগ। তিনি সেই জিনিষ-ন এই অবস্থাখে নাই না নাঙগান্‌।

গ্রাম এলাকাঅ ছোট ছোট ব্যবসায়ী বরগনি-ন এমন যে কষ্ট যে বরগ তিনি বিড়ি চালাঙ-গান্‌, কেরোসিন তালাঙগান্‌ বিভিন্ন রকম যে তালাঙ থাকে তিনি বি. এস, এফ, সিধাই থানা নারিগুই—বিনি তিনি কার্ড তঙগ—কিন্তু বনি কোন তিনি বিচার কুরুই। শুধু তারিখ তারিখ খিকালাই বরগন হয়রানি থাইঅ। সেই রকম অবস্থা খাইকা।

মাই কালেকশান থালাইকুরু-ব তিনি এমন একটা সরকার প্রতিষ্ঠান খালাইকা যে পঞ্চবতী যে একজন হরিবন্ধু দেবনাথ তঙমানি মাইনি একটা সীজ খালাইঅই বনি মাই তিনি তাইচুং সিদ্ধ ৬,১৬০ কেজি তিনি তুবুই ফাইকা এর পরে মাইরুঙ তিনি নাজিরশাল ৮৫৬ কেজি। বিনি মাই চানাই ২২ জনা। তারপর জমি প্রায় ২৮ কানি, এরপর তিনি টিলা ২৮ কানিনি মধ্যে ১৬ কানি কিন্তু। বন সরকার তিনি কোন নোটিশ দা খাইকা? যে বুরুই, চুরাইরগ-ন অত্যাচার অবিচার দমক ছমক রুঅই তিনি মাই স্ব-ইচ্ছায় তুবুই ফাইকা। সরকার এই আবতুইখে কয়েকটা তুবুই খালাইকা। কৃষকনি আবতুই অবস্থা চিন্তা খালাইনা দরকার তিনকাই এলাকা মাতব্বর তঙগ, এলাকানি অবস্থা-ব চিন্তা খাইনা দরকার। যিনি তৌজি, তহছিলদারনি আর বিনি জাগা জমিনি খাতাপত্র তঙগ।

' এইযে তিনি পরিবার পরিকল্পনা হিদুই তিনি যে বাজেত নুকমানি, পরিবার পরিকল্পনা তিনি হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ রাঙ তিনি তগুগ। সেখানে দালালি রগ তিনি তাম খাইকা। আগিনি দিন, গত বছর মুকর্া ববগ বাইবাই রমুই, বরক থুমনা বাগুই, সেটার বরক তুবুনা বাগুই ৪০।৫০ টাকা খে রিখা। সেখানে তিনি ১৮ টাকা রি অই পরিবার পরিকল্পনা খাইকা। কোন কোন মন্ত্রীরগ আজকে পরিবার পরিকল্পনা ঠিক ঠিক বুছুক অওখা যাচাই খাইদা নাইখা ?

আও আঁচুক হাঅই-ন আনি বক্তৃতা আ বাজেত ন বিরোধীতা খাই-অই শেষ খাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীভদ্রমণি দেববর্মাঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী যে এবারের বাজেট পেশ করেছেন, আজ আমার যে অভিজ্ঞতা, গোটা ২৬টা বছরই এইভাবে বাজেট পেশ হয়ে আসছে। কিন্তু এটাকে আমরা দেখি একটা পকেট পঞ্জিকা, হাত পঞ্জিকা কিংবা একটা ডাইরী হিসাবে। তারা আজ বিভিন্ন খাতে কৃষি খাতে, পূর্ত বিভাগ খাতে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা কাগজে পত্রে বরাদ্দ দেখায়, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত এভাবেই সরকার পরিচালনা করে এসেছে। আজ শাসক গোষ্ঠীর মন্ত্রীরা জনসাধারণের জন্য চিন্তা করার সময় এসেছে। আজ ত্রিপুরা রাজ্যে, তিনি যে কোন মন্ত্রীই হউন, কৃষি উন্নতির ক্ষেত্রে কেউ কোন চিন্তা করেননি। এই যে গ্রামের সাধারণ কৃষক, গ্রামের কৃষি কাজ গত ২৬টি বছরে কতটুকু উন্নতি লাভ করেছে—আপনারা গিয়ে দেখুন। কিন্তু এই সরকার জানেন গায়ে খেটে, গায়ের রক্ত জল করে কৃষকরা এতদিন কৃষিকাজ করে এসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কৃষির ক্ষেত্রে সরকার কিভাবে কৃষকদের সাহায্য করে আসছে। আজ কৃষি উন্নতির জন্য কি কি জিনিষ করা হয়েছে ? আমরা সব জানি। এই যে গত খরার সময়ে গ্রামের কৃষকরা হাজার হাজার টাকা ঋণ নিতে হয়েছে এবং আরো বিভিন্ন দুর্দশার মধ্যে পড়েছে, কিন্তু সেই অবস্থায়, খরার পর সরকার এই বছর কি করেছেন ? গাঁও প্রধানদের মারফতে আজ প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে ধান কালেকসান করা হয়েছে। কিন্তু আজ যারা ২ কানি জমির মালিক, তারা পাঁচ কানি অন্যের জমি বর্গা করে কিছু ধান ঘরে তুলেছে। ঐ প্রধানদের জোরে, ঐ ইনসপেক্টারদের মারফতে অথবা কোন কোন বি, ডি, ও-র মারফত ঘরে ঘরে গিয়ে এই ধান কালেকসান করে নিয়ে এসেছে। তাই আজ গ্রাম এলাকায় এত হাহাকার। কৃষকদের দুরবস্থার সীমা নেই। এই মন্ত্রী মণ্ডলীর আদেশেই কৃষকদের ঘর থেকে কোয়া ১১ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৭০ পয়সা কেজি দরে কিনে এনে সেটাকে ৮০ পয়সা কেজি দরে রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে বিক্রী করা হয়। আর মাঝখানে সরকারী দালাল ও মহাজনরা হাজার হাজার টাকা লুট করে দালান বাড়ী, ট্যাক্সী ইত্যাদি করেছে। এরজন্য এই মন্ত্রীমণ্ডলীই দায়ী। তাঁরা ঐ দালাল মহাজনদের বাড়ীতেই যান। কিন্তু আজ কৃষি ক্ষেত্রে কি অবস্থা চলছে সেটা তাঁদের চিন্তা করা প্রয়োজন। আজ সীমনা এলাকায়, আজ দুই বছর গত হলো, বিভিন্ন মন্ত্রী গিয়েছেন—কৃষি মন্ত্রী গিয়েছিলেন, শিক্ষা মন্ত্রী গিয়েছিলেন, উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়েছিলেন। তারা নিশ্চয়ই দেখে এসেছিলেন যে তারা কি সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। আজকাল বিভিন্ন জায়গায় জুমিয়া পুনর্বাসন এবং কৃষিঋণ ইত্যাদির নামে সরকার থেকে সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু সীমনা এলাকার কোন লোক এই সাহায্য পায়নি। শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন সময়ে অনেক

দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে একটা সিনিয়র বেসিক স্কুলের দাবীতে—কিন্তু আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি বলে জনগণকে হয়রাণি করা হচ্ছে। মন্ত্রীরা এইসব ভ্রমনে কোন সরকারী পরিকল্পনা নিয়ে আসেন না। তারা দল ভারী করার জন্য এই রাউণ্ড দিয়ে জনতার কাছে সরকারের মতবাদ ঘোষণা করেন। সীমনা এলাকার জনতা এটাই বিশ্বাস করে। কিন্তু আজ দিনের পর দিন আশায় বাঁধিছ ঘর।

কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। প্রত্যেকটি মানুষ আজ জলের জন্য হাহাকার। এইতো এখন ফাল্গুন চৈত্র মাসের এত খরা—গ্রামে গিয়ে দেখুন। আজ হেজামারা, বৈকুণ্ঠপুর ইত্যাদি শুধু মেইন রাস্তার ধারে কাছে রিংওয়েল, টিউবওয়েল দিয়ে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু গায়ের ভিতরে কি অবস্থা—ছোট ছোট হড়ার জল খেয়ে তারা বেঁচে আছে। এইভাবে তারা জীবন ধারণ করছে। আর চাল সীমনা এলাকায় এখন ২ টাকা, ১.৮০/১.৯০ টাকা চলছে। কনট্রোলে দেওয়া হচ্ছে ১.৫০ টাকা, কিন্তু সেই কনট্রোলের দোকানে রীতিমতো চাল থাকে না। কাজেই সরকার যদি জলের এবং অন্যান্য গ্রামের স্বার্থ চিন্তা করে থাকেন তবে সেই জিনিষগুলি বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে হবে, কারণ আজ মানুষের ধৈর্য্যের সীমা দিনের পর দিনে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

গ্রাম এলাকায় যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী তাদেরও এমন দুরবস্থা যে আজ তারা বিড়ি নিয়ে যায়, কেরোসিন নিয়ে যায় এবং আরো অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে যায়—কিন্তু বি, এস, এফ, সিধাই থানা ঐগুলি আটক করে রেখে দেয়, তাদের কার্ড আছে, কিন্তু তবু কোন বিচার হয় না। শুধু বিচারের তারিখের পর তারিখ দিয়ে তাদেরকে হয়রানি করা হয়। সেইরকম অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধান কালেকসন করার সময়ও সরকার এমন একটা নজির স্থাপন করেছেন যে পঞ্চবটীর হরিবন্ধু দেবনাথ নামে যে একজন কৃষক আছে তার কাছ থেকে ৬,১৬০ কেজি তাইচুং ধান সীজ করে আনা হয়েছে। এরপরে নাজিরশাল চাউল আনা হয়েছে ৮৫৬ কেজি। তার পরিবারের পোষ্য সংখ্যা ২২ জন। আর তার জমি প্রায় ২৮ কানি। কিন্তু এই ২৮ কানির মধ্যে ১৬ কানিই টিলা জমি। সরকার থেকে তাকে কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কি? মেয়ে ছেলেদের উপর অত্যাচার, অবিচার চালিয়ে, দমক সমক দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত ঐ ধান সীজ করে আনা হয়েছে। কৃষকদের এহেন অবস্থা। কিন্তু চিন্তা করা দরকার যে এলাকার মাতব্বর আছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এলাকার অবস্থা যাচাই করা দরকার। তহশীলদারের কাছে তার তৌজি, জমি জমার রেকর্ডপত্র আছে।

এই যে আজ পরিবার পরিকল্পনার নামে বাজেটে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়—আমরা দেখি। সেই জায়গায় দালালরা কি করছে? আগে, গত বছর দেখেছি—লোক যোগার করে সেন্টারে আনার জন্যে একজন মধ্যস্থতা তারা নিযুক্ত করেন এবং তাকে ৪০।৫০ টাকা করে দেওয়া হতো। সেখানে আজকে ১৮ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনার কাজ কতটুকু হয়েছে, ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, কোন মন্ত্রী সেটা যাচাই করে দেখেছেন কি? আমি এতটুকু বলেই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সভায় পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি আর সমর্থন করছি যে কারণে, সেটা আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে এখানে রাখতে চেষ্টা করছি। এখানে বিরোধী দলপতি বা বিরোধী দলের অন্যান্য সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন· সেই বক্তব্য আজকে যদি এই এসেম্বলীর পুরানো প্রসিডিংগুলি দেখা হয়, তাহলে দেখব যে তারা নূতন কিছু বলেন নাই। এমন কি তাদের বক্তব্যের মধ্যে কোন যুক্তিও নাই। কারণ তারা ফরেষ্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে জাতীয় বন নীতি যেটা আমরা গ্রহণ করেছি তাতে শতকরা ৬০ ভাগ বন এলাকা রাখার কথা কিন্তু সেই জায়গাতে আমাদের ফরেষ্ট রিজার্ভ হয়েছে মাত্র ৪৬ শতাংশ। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনেকে বলেছেন এবং মাননীয় বিরোধী দল নেতা নৃপেন বাবু বলেছেন যে ত্রিপুরাতে বন বিভাগে যারা কাজ করে তাদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কথা। কিন্তু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি টু এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন এবং এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আজকে যারা আমাদের ফরেষ্টের মধ্যে কাজ কর্ম করে, দৈনিক কম পক্ষে ৩ হাজার লোক কাজ করে এবং বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮/১০ মাস বনের মধ্যে কাজ করে থাকে। বন বিভাগের মধ্যে সাধারণতঃ নভেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত রাস্তা ঘাট এবং অন্যান্য কনষ্ট্রাকশনের কাজ কর্ম হয় এবং এই সব কাজ কর্মের মাধ্যমে ৩ হাজার লোক তাদের রুজিরোজগার-এর ব্যবস্থা করে থাকে। আর এই লোকগুলির মধ্যে অধিকাংশ হচ্ছে, অন্ততঃ ৮০ ভাগই হচ্ছে আমাদের আদিবাসী শ্রেণীর লোক। এই লোকগুলির মধ্যে যারা পুরুষ তারা রোজ পায় ৪ টাকা করে আর যারা মেয়ে তারা পায় ৩ টাকা করে। এতে আমরা আজকে কি দেখছি? আমরা দেখছি যে বন দপ্তর যখন ক্রমশঃ তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলছে, তখন ঐ একটি বিশেষ দল অর্থাৎ সি, পি, এম দল আমাদের অনেক কষ্ট করা রাবার বাগানগুলিকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য আদিবাসী ভাইদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে তারা আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার কাজগুলিকে ব্যাহত করে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু আজকে আদিবাসী ভাইরা যখন আমাদের বনের মধ্যে বন কর্মী হিসাবে কাজ করে রোজিরোজগার করার সুবিধা পাচ্ছে, তখন তারা আমার মনে হয় হালে পানি পাচ্ছে না। এখন আদিবাসী ভাইরা নিজেরাই আমাদের বন দপ্তরের কাজ কর্ম করে বেশ কিছু পয়সা রোজিরোজগার করছে। তাছাড়া টাঙ্গিয়া প্রথাতে তারা কিছু জুম ফসলও উৎপাদন করছে, কিন্তু তার জন্য তাদের সরকার কিছু দিতে হচ্ছে না। তারপরে আমাদের যে প্রত্যেক বছর জঙ্গল কাটতে হয় এবং সেই জঙ্গল কাটার জন্য আমাদের যে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করতে হয়, সেটাও তারা বেশ কিছু পরিমাণে জঙ্গল কেটে রোজগার করছে। উপরন্তু নিরানোর জন্য এবং রোপণের জন্য বেশ কিছু পয়সা তারা পায়। কাজেই তারা যে বলছে বন দপ্তর তাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, এই কথাটা আদৌ ঠিক নয়। তারপর মাননীয় সদস্যরা আরো বলেছিলেন যে বাংলা দেশের যুদ্ধের সময়ে যে সমস্ত শরণার্থী এসেছিল, তাদের কাছ থেকে রেভেনিউ আদায় করেছি, এটাও ঠিক নয়। কারণ ১৯৭০-৭১ সালে আমাদের আদায়কৃত রেভিনিউর পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ টাকা, ১৯৭২-৭৩ সালে আদায়কৃত রেভিনিউর পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ টাকা এবং এই

সময়ের মধ্যে কোন শরণার্থী ছিল না। আর এবার ১৯৭৩-৭৪ সালে এখন পর্য্যন্ত আদায়কৃত রেভিনিউর পরিমাণ হচ্ছে ৭৫ লক্ষ টাকা, অবশ্য মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আ রও কিছু আদায় হতে পারে। কাজেই তারা যে সব কথা বলছে, তা ঠিক নয়। আমরা আজকে যখন রাবার বাগান করবার চেষ্টা করছি, যা করলে পরে ভবিষ্যতে ত্রিপুরাতে রাবার শিল্প গড়ে উঠবে এবং ত্রিপুরায় জনসাধারণ চাকুরী বাকুরীর সুযোগ সুবিধা পাবে এবং তাতে করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে না, তাই তারা এখন থেকে সেটা যাতে না হতে পারে সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি বলব তাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হবে না। কারণ ত্রিপুরার মানুষ তাদের সেই বিভ্রান্তির পথে আর পা বাড়াতে চাইছে না। তারপরে আর একটা কথা তারা বলেছেন, সেটা হচ্ছে ডম্বুর প্রকল্প রূপায়নের জন্য যারা সেখান থেকে উৎখাত হচ্ছে, তাদের কথা। তারা এটাকে হাউসের সামনে পর্য্যন্ত উত্থাপন করার চেষ্টা করছেন এমনভাবে যাতে ত্রিপুরার মানুষ যাতে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। অন্ততঃ বিরোধী নেতা সেই ভাবেই এটাকে এখানে সংস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তারা যখন এই বক্তব্য এই হাউসের সামনে রাখছেন তখন আমার কাছে মনে হয়েছে, এটা বোধ হয় তাদের কাছে সেই সপ্ত আশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য। বিরোধী নেতা আরও বলেছেন যে সেখানে যে পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাবে, তার মূল্য হবে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মতো এবং বন দপ্তর নাকি সেগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তার অভিযোগ মোটেই ঠিক নয়। সেখানে পরিকল্পনার যে কাজ চলছে তাতে এখন পর্য্যন্ত রাস্তা করার প্রয়োজন হয় নি। কাজেই সেখানে একটা রাস্তা করে ঐ সব কাঠ যদি সেখান থেকে আনতে হয়, তাহলে আমাদের যে খরচ পড়বে এবং আমরা যে টাকা কাঠ বিক্রি করে পাব, তার চাইতে অনেক বেশী খরচ আমাদে করতে হবে। কাজেই আমরা সেখানকার কাঠের জন্য যে মাশুল পাব সেটাতে আমাদের অনেক লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপর কিছুক্ষণ আগে বিস্তাবাবু বলেছেন যে জীপ গাড়ী চলছে, কিন্তু তারাই আবার বলছেন যে রাস্তাঘাট কিছুই নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি তাহলে তিনি যে বললেন জীপ চলছে, সেটা কোথায় চলছে? কাজেই তাদের এইসব বক্তব্যের মধ্যে সঠিক কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। কারণ তারা শুধুমাত্র বিরোধীতা করবার জন্যই এসব কথা বলছেন, এখানে যুক্তির কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেন না। কাজেই আমি এই হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।...

Mr. Speaker :—Hon'ble Finance Minister to give reply on the debate.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধান সভায় সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস ফর ১৯৭৩-৭৪ যা পাশ করা হয়েছে তার উপর আজকে দুই দিনের যে ডিসকাশান হল তাতে বিরোধী পক্ষ এবং সরকার পক্ষ উভয় দলেরই মাননীয় সদস্যগণ উনাদের বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্যের মাধ্যমে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট সেটি যুক্তি যুক্ত এবং সেটির প্রয়োজন আছে। কারণ বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যকে সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ খণ্ডন করেছেন যে

এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট তাকে আজকে এই বিধান সভায় গ্রহণ করা উচিত। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব আজকে আমি যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছি হাউসের এই অধিবেশনে তারা যেন সেটি গ্রহণ করে সরকারী কার্যে সহযোগিতা করেন।

Mr. Speaker :—General Discussion on the Supplementary Demands for grants is over. Next business before the House is Voting on Demands for Supplementary grants for 1973-74. To day in the list of buisness there are 12 Demands to be disposed of by the House namely :—

Demand No. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax.

Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

Demand No. 7—Registration Fees.

Demand No, 2—Land Revenue.

Demand No. 9—General Administration,

Demand No. 13—Miscellaneous Departments.

Demand No. 24—Miscellaneous, Social and Development Organisation.

Demand No. 34—Miscellaneous.

Demand No. 45—Loans & Advances by the State/Union Territory Governments.

Demand No. 21—Industries

Demand No. 38—Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

Demand No. 32—Community Development Projects, National Extension Services and Local Developments Works.

Members have received the list of buisness along with the Appendix showing the Demands and the Cut Motions. All the Demands standing in the name of the Finance Minister are taken as moved. I shall also take all the Cut Motions as moved and there will be discussion on the Demands and the Cut Motions (Demandwise as shown in the Appendix). Thereafter when he deba'e is closed I shall dispose of them one after another by voice vote. I now call on Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to start discussion on the Demand No. 1 & 4 together as they are allied nature, of course, I shall dispose of the Demands separately.

Short discussion করুন on Demand No. 1 & 4.

শ্রীদেবব্রতকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে মেম্বারগণ যদি ডিসকাশন করে নেন তাহলে আমার পক্ষে ভাল হয়। (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আপনি ডিসকাশান করে নিন তারপর ভোটে দিয়ে দেব।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—তাহলে আমার কোন বক্তব্য নেই।

Mr. Speaker :—There is no Cut Motion on Demand No.1 & 4. Now I am putting the Demand for Grant No. 1 to vote. Now, question before the House that the Hon'ble Finance Minister moved his motion that a further sum not exceeding Rs. 1,400/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax.

(It was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand for Grant No 4 to vote. Now the question before the House that the Hon'ble Finance Minister moved his motion that a further sum not exceeding Rs. 12,000/-be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

It was put to voice vote and passed.

Now Hon'ble Finance Minister to discuss on Demand for Grant No. 7.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে কাট মোশান আছে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—না, কোন কাট মোশান নাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—তাহলে ভোটে দিয়ে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার সেভেনের উপর আমার কিছু বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার :—বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—রেজিষ্ট্রেশানের ফিজে যা ধরা হয়েছে—নকলের জন্য আমরা লক্ষ্য করছি প্রত্যেকটি অফিসে শত শত দরখাস্ত পড়ে আছে। এক বছর দেড় বছর লোকেরা নকল পায় না। নকলের জন্য ঘুরছে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন লোনের জন্য কৃষি ঋণের জন্য মানুষ দরখাস্ত করবে এক বছর দেড় বছর যাবত নকল পাচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, রেজিষ্ট্রেশান করার জন্য কোর্ট ফিজ দরকার কিন্তু সেইসব ষ্ট্যাম্প নেই, কোন অফিসেই নেই। তাদের অপেক্ষা করতে হবে কখন ষ্ট্যাম্প পাওয়া যাবে। একটা লোকের জমি কেনাবেচা করতে হলে, জমি হস্তান্তর করতে হলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। সারা বছর গেল কত বছর পার হয়ে গেল আমি বুঝতে পারলাম না কিসের সাপলিমেণ্টারী ডিমাণ্ড করা হয়েছে ? ডিমাণ্ড—সেই ষ্ট্যাম্প কোথায়, কোথায় রেজিষ্ট্রেশন, কোথায় ? আমি লক্ষ্য করেছি স্পেসিফিক যে নকলের জন্য কপি করার জন্য—এডিশন্যাল কপিইং চার্জেস অফ ডকোমেণ্টস—

এইগুলির জন্য ইনক্লুড করতে হয়েছে। তাই যদি করা হয় তাহলে এখনও শত শত এই রকম দরখাস্ত পড়ে আছে কেন আমরা বুঝতে পারি না। তাতে সরকারের চূড়ান্ত অপদার্থতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই আমি এই ডিমাণ্ডের প্রতিবাদ করছি এবং সংগে সংগে এর বিরোধীতা করছি।...

মিঃ স্পীকার :—নাউ অনারেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টার প্লীজ গিভ ইওর রিপ্লাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমরবাবু যা বললেন সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই বুঝায় না যে আমাদের যে খরচ হয়েছে সেইটা ন্যায্যভাবে খরচ হয় নি। আমাদের এই যে ডকুমেন্টের নকল নেওয়ার কথাগুলি বললেন সেই নকল নিতে যে হেতু না কি লোক এখন বেড়েছে এবং তাদের রেট যেভাবে বেড়েছে সেই বাড়ানো রেট অনুযায়ী সেই খরচটা করতে বাধ্য হয়েছে। এখানে উনি বলেছেন যে কাজের লোকের অপ্রতুলতা, যারা নাকি কপি করে সেই কপিষ্টদের আপগ্রেডেশনের কথা তিনি বলেছেন। কপিষ্টদের আপগ্রেডেশনের কথা মানে এই প্রমাণ করে না যে তাদের জন্য ফিস বাড়ালে তার জন্য এই খরচটা হতে পারে না। যা নাকি আমাদের খরচ হয়েছে সেইটা এখানে ধরা হয়েছে। আর লোকের কথা যেটা বলেছেন সেইটা সরকার দেখছেন যাতে নাকি অপ্রতুলতা দূর হয় সেই চেষ্টা করবেন।

Mr. Speaker ;—Now, I am putting the demand for grant No. 7 to vote. Now the question before the House is that a further some not exceeding Rs. 32,500/- be granted to defray the additional charges which will come in-course of payment during the period from 1st April 1973 to 31st March, 1974 in respect of demand no. 7—Registration fees

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Finance Minister to discuse on demand for grant No. 2.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে কোন কাটমোশন নেই। কেউ যদি বলতে চান তার উত্তরে আমি কিছু বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— অলরাইট।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার কিছু বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার :—বক্তব্য খুব সংক্ষেপে রাখুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডিমাণ্ডে যে টাকা খরচ করে এখানে মঞ্জুরী চাওয়া হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করেছি এতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি কি বাবদে সেটেলমেন্ট অব ল্যাণ্ডলেস... এদের জন্য গ্রামে গ্রামে চাপ সাংঘাতিকভাবে যোগ করেছে। কাজেই তাদের জন্য খরচ হয়েছে সেই খরচের টাকা চাওয়া হয়েছে। আমরা শুনছিলাম, রজতজয়ন্তী বর্ষে ১৫ই আগষ্টের মধ্যে তাদের সমস্ত কাজ কমপ্লিট করা হবে, প্রতিশ্রুতি। তারপর প্রতিশ্রুতি পর্ব পার হলে পড়ে খুব হৈচৈ হলো। আজকে এখানকার অবস্থা কি, আমি নির্দিষ্টভাবে একটা সাবডিভিশনের কথা বলি। সোনামুড়া সাবডিভিসনের কয়েক হাজার ল্যাণ্ডলেস পরিবার তাদের

কিছু কিছু জমি ঘুরে দেখা হলো। তারপর শুনছি, এখন দেখছি মাত্র ২০।২৫।৩০টা ছেড়ে দিয়ে বাকী সমস্যাটা আজকে বাড়ছে। ল্যাণ্ড্লেস রিহেবিলিটেশন নেই। কিন্তু দেখানো হল যে এইটকু নয় তোমাদের সবকিছু করতে যাচ্ছি, কেন আটক পড়ে থাকলো? একটা কাজের যদি তার ফল না থাকে সেই কাজটার জন্য, কিসের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে! লজ্জা করে না ওদের? মাননীয় স্পীকার স্যার, ল্যাণ্ড রেভেনিউর কথা যদি ধরি, ল্যাণ্ড রেভিনিউ গত খরা গেল, কি প্রচণ্ড খরা, শুধু খরা নয় গত এক বছরের মধ্যে খরার সাথে সাথে বন্যা হলো, সরকারী স্বীকৃতি শুধু নয়, এই মন্ত্রীসভার কাছ থেকে বক্তব্য শুনেছি এই বড় বড় নানারকম পামলেট দেখেছি, কত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে কিন্তু যদি লক্ষ্য করি ভূমি সংস্কার আইন আছে সেই আইনের ধারা আছে এখন পর্য্যন্ত, এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সামান্যতম ডিক্লারেশন নাই, এই ল্যাণ্ড রেভিনিউ মুকুব করা হবে। ওদের জন্য এরা নয়। ওরা হচ্ছে নির্দিষ্টভাবে কতিপয়ের জন্য। লক্ষ্য করে দেখুন কয়েকটা চা বাগান বছরের পর বছর তাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ বাকী পড়ে থাকছে, একটা পয়সা কালেকশন হয় নি, একটা নয়া পয়সা তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয় নি ল্যাণ্ড রেভিনিউ। স্যার, আমি এরিয়ার—এইটা সম্পর্কে উল্লেখ করছি তিন বছর এক দফায় দুই বছর আরেক দফায় এরিয়ার মকুব করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। আমাদের এই মন্ত্রীসভা প্রথম বিধান সভায় উপস্থিত হয়ে একবার মুকুব করলেন, আলোচনা হলো সেখানে নির্দিষ্টভাবে ৫ বছরের ভিতরে জনসাধারণ ফলো করছেন না যা দুই বছরে অ্যাডজাষ্ট হবে, পরে আগামী বকেয়ার সময়ে তাহলে যারা পেমেন্ট করে গেছে, খাজনা পেমেণ্ট করে গেছে সেই সমস্ত কৃষকের আজকে পর্য্যন্ত, এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাদের কোন অ্যাডজাষ্ট হয় নি। শত শত হাজার হাজার কৃষকের স্যার, সমস্ত জায়গায় যারা খাজনা দিয়েছিল সেই নির্দিষ্ট সময়ে যাদের সারা ত্রিপুরাতে বকেয়া খাজনা মুকুব হয়ে গেল কিন্তু তার পরবর্তী বছরে তাদের সেই অ্যাডজাষ্ট হওয়ার কথা, কোন অ্যাডজাষ্ট হয় নাই। উলটো তাদের উপর সংসদ নোটিশ জারী হচ্ছে, নীলাম নোটিশ জারি হচ্ছে, বকেয়া খাজনার জন্য গ্রামে গ্রামে দৌড়াচ্ছে সমস্ত তহশীলদাররা—এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব বেশী বক্তব্য বাড়াতে চাই না। গত এক বছরে এদের অনেক কীর্ত্তি দেখেছি। ডাকাতের দল ল্যাণ্ড রেভিনিউর নাম করে, আরও বেশী বরাদ্দ চাচ্ছে আর ডাকাতি করছে। গত এক বছরে তারা সমস্ত গরীব কৃষক এবং এদের সমস্ত খাজনা আদায়ের জন্য এখানে চালাচ্ছে নীলাম নোটিশ, সমস্ত মানুষকে লুঠে খাচ্ছে আর এই বড় বড় টি গার্ডেন, বড় বড় চা বাগানের মালিকগুলি, বড় বড় জোতদাররা মাননীয় স্পীকার স্যার, এই এসেম্বলিকে বিধান সভায় আছেন তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় জোতদার আছেন—কয়টা নোটিশ গিয়াছে তাদের উপর? তাদের উপর নোটিশ যায় না তাদের জমি নীলাম হয় না, বকেয়া খাজনার জন্য তাদের কোন হাংগামা-নেই, বকেয়া খাজনা বছরের পর বছর পড়ে থাকে আর এই সাধারণ মানুষ, সাধারণ কৃষক তাদেরকে লুঠে নেওয়া হচ্ছে, এই হচ্ছে এক বছরের হিস্ট্রী, গত বছরের ইতিহাস। কাজেই এই ডাকাত দলকে আমরা কিছুতেই এই বরাদ্দ মনজুরী দিতে পারি না। আমি এই দাবীর প্রতিবাদ জানাই স্যার, এই দাবীর প্রতি বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবাল ফাইনেন্স মিনিস্টার;

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য যা বললেন এই ডিমাণ্ড নং ২তে যে বাজেট ধরা হয়েছে দেখা যায় তার বেশীর ভাগ হলো ইনটেরিম রিলিফের জন্য। আর সোনামুড়ার কথা তিনি যা বলেছেন সোনামুড়ার আমিও যে একজন সেই কথা উনি ভুলে গেছেন। সোনামুড়াতে যত ল্যানডলেস আছে তাদের জায়গাগুলি জমি সার্ভের কাজ কমপ্লিট করা হয়েছে এবং যেগুলি নাকি খাস আছে এবং রিজার্ভ ফরেষ্ট নেই সেইগুলির জন্য সমস্ত প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর যে গুলি রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতরে রয়েছে সেইগুলি যতক্ষণ পর্যান্ত ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সংগে একটা রিয়েলাইজ না হয়, ততদিন পর্যান্ত দেওয়া হবে না; সুতরাং উনি যে দেখতে পেলেন যে সমস্ত আমিনরা সমস্ত কর্মচারীরা ঘুরে ঘুরে তারা ডাকাতি করছে। ডাকাতি নিশ্চয়ই করেছে, জনসাধারণের সংগে ডাকাতি করেছে, যে খাস জমি বড় বড় জোতদার তাদের দখলে ছিল সেইগুলি বের করে ল্যাণ্ডলেসদেরকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আর যেগুলি নাকি ফরেষ্টের আণ্ডারে ছিল জনসাধারণের বস্তির উপযুক্ত, সেইগুলি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ছিনিয়ে এনে জনসাধারণের সুবিধার জন্য বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ছুটাছুটি করেছে। ছুটাছুটি করেছে ঠিকই কিন্তু এর চেয়ে বেশী করেছে যেটা নাকি উনি দেখতে পান নি সেইটা হলো আমাদের যে সর্দার আমিন সেই সর্দার আমিনের পে এবং এরিয়ার অ্যালাউনসের জন্য খরচ হয়েছে। সুতরাং এই যে যা নাকি উনারা সব সময় বলে থাকেন যে তোমরা যেটা করবে আমরা সেইটা দেখতে পারবো না. ড্রেনের ভিতরে যা নাকি খারাপ আছে সেইগুলি চকে চকে বের করার চেষ্টা করেন কিন্তু উপর দিয়ে সাত হাত ড্রেনটা কি সুন্দর হলো সেইটা দেখতে পান না। এই ড্রেনের জলের সংগে যে ছোট ছোট ক্রিমি যায় সেইগুলির দিকে শুধু নজর থাকে। তাই আজকে আমি বলছি যে যে সমস্ত কারণে ডিমাণ্ড ২তে টাকাটা ধরা হয়েছে প্রত্যেকটা ন্যায্যভাবে ধরা হয়েছে। আজকে অ্যামপ্লয়িদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই দুর্দিনে যে ইনটেরিম রিলিফ দেওয়া হয়েছে তিনি বলুন তার কোন দরকার নেই। আজকে সর্দার আমিনদেরকে আমরা যা নাকি এরিয়ার পে অ্যাণ্ড অলাউনস দিয়েছি তিনি বলুন তার কোন দরকার ছিল না। আজকে যে সমস্ত জায়গাগুলি নাকি সার্ভে করে ল্যাণ্ড রেভেনিউর কাছে দেওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে তিনি বলুন তার কোন দরকার নেই। আর যদি উনি সেইগুলি না বলতে পারেন তাহলে আমি বলবো যে বিধানসভায় মাননীয় সদস্যরা বিচার করে সেইটাকে গ্রহণ করবেন কি না করবেন এক্ষুণি স্থির হয়ে যাবে।

Mr. Speaker :—I am now putting this demand to vote. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 13, 01,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of demand No. 2—Land Revenue.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr Speaker :—I would request the Hon'ble Member to discuss on the Demand No. 9. Of course, there is no Cut Motion on this Demand.

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, কি কি ব্যাপারে? আমি লক্ষ্য করছি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এর পারচেজ অব জীপ এণ্ড ভেহিক্যালস, একসপেণ্ডিচার অব পেট্রল, স্পেয়ার পার্ট'স, সাব—ফুয়েল লুব্রিকেন্টস—নানা—নানারকম ব্যাপার। সারাটা বই জুড়ে তাই। স্যার, শুধু তাই নয়, বড় বড় হাই অফিশ্যালস, প্রফেশনাল আই, এ, এস, অফিসার নিয়োগ, মেনেজমেন্ট চার্জ, সার্কিট হাউস কলিকাতা, মেনেজমেন্ট চার্জ, ত্রিপুরা ভবন দিল্লীতে সমস্ত টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তাঁরা খরচ করছেন। আমাদের কাছে মঞ্জুরী চাওয়া হচ্ছে। তারপর সবচেয়ে বড় করে রাখা হয়েছে আনফোরসীন একসপেনসেস বিশেষ করে সেক্রেটারিয়েটএর জন্য। আমাদের চীফ মিনিষ্টার সাহেব—তিনি বছরের ভিতর ৩০০ দিন দিল্লীতে এয়ার ড্যাস করেন, আর তাঁর পেছনে পেছনে সমস্ত সেক্রেটারিয়েটের ষ্টাফকে নিয়ে তিনি দৌড়ান। আমরা লক্ষ্য করেছি এখানকার যে প্ল্যান বরাদ্দের জন্য, পরিকল্পনার বরাদ্দের জন্য টাকা চেয়ে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, আলাপ আলোচনা করে প্রস্তাব রেখেছেন, তার অর্ধেকটাও তিনি আনতে পারেন নি, অথচ এ্যায়ার ড্যাশ করেন। রেলওয়ে বাতিল হয়ে গেল, সেখানে রেল মন্ত্রী বলছেন রেলওয়ে করবেন না। ইনডাসট্রি বাতিল হয়ে গেল, সব একে একে বাতিল হয়ে যায়, আর তার জন্য তিনি ত্রিপুরা ভবনে বাস করেন দিল্লীতে। ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরা ভবন জানেনা, তার মেনেজমেন্টের জন্য কয়েক হাজার টাকা, আবার কলিকাতা সার্কিট হাউস, তার মেনেজমেন্টএর জনা, ষ্টাফের জন্য কয়েক হাজার টাকা। কোথায় আজকে কৃষকের জন্য বরাদ্দ? জেনারেল এ্যাডমিনিসেট্রশানের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষকের জমিতে জলসেচের জন্য পাম্পিং সেটের জন্য বরাদ্দ করা হয় না স্যার।

এই জিনিষ এসেছে কিভাবে আনপ্রডাকটিভ এই বিষয়ে শোষে কিছু প্যারাসাইট তৈরী করে বসে বসে এই সমস্ত কারবার করেছেন—আর স্বপ্ন দেখছেন কিভাবে ডাকাতি করবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খুব বেশী বলতে চাই না। আই, এ, এস অফিসারদের স্পেশাল পে'র ব্যবস্থা করেছেন এবারে। আমরা উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন সদস্য উল্লেখ করেছেন যেটা নাকি পূর্বাঞ্চল পরিষদীয় রুলস, আইন তৈরী হয়েছে, তার ভিতর সাবধান করা হয়েছে, তাকে অগ্রাহ্য করে এখনও স্পেশাল পে বরাদ্দ করে যাচ্ছেন, আমরা কিছুতেই সেটা, মঞ্জুরিকে সমর্থন করতে পারছিনা। আমরা এটার বিরোধিতা করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য'এর বক্তব্য 'এর মধ্যে একটু ফ্রস্টারেশন 'এর ভাব আছে। কারণ চীফ মিনিষ্টার হলে যে চীফ মিনিষ্টারের কি যে দায়িত্ব সেটা বোধ হয় তিনি বুঝতে পারেননি। আজকে আমাদের ভারতবর্ষের যখন একটা অংশে ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষ রাজধানী যখন দিল্লী, তার সংগে উনার যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে অনেক বার যেতে হবে, এ্যায়ার ড্যাশ করতে হবে এবং তার সংগে সংগে উনার যে সেক্রেটারী আছে এবং অন্যান্য কর্মচারীরা আছেন, প্রয়োজনে তাদেরও নিতে হবে। তবে ভগবান রক্ষা করছেন যে আমাদের পিকিং বা মস্কোতে এ্যায়ার ড্যাস করতে হচ্ছে না। আজকে আনফোরসীন খরচের কথা যে বলেছেন। আজকে আমরা দেখতে পাই যে কাজ করতে গেলে কোন কোন সময়ে খরচ বেশী হয়ে যায়, কোন কোন সময়ে কম হয়, সেটাকে এ্যাভয়েড করতে পারছিনা তার জন্য আনফোরসীন খরচ ধরা হয়। সেটা

অপ্রয়োজনে খরচ হয়েছে, সেটা যেন তাঁরা না ভাবেন। তারপর স্পেশাল পে ফর অফিসারস, হায়ার স্কেল উইদ রিট্রসপেক্টিভ এফেক্ট সম্পর্কে তিনি যেকথা বলেছেন, আমরা যারা মিনিষ্টার এম, এল, এ আছি, আমরা এ্যালাউয়েন্স নিচ্ছি, ডি, এ, টি, এ নিচ্ছি,। আজকে যারা আই, এ, এস অফিসার আছেন, তাঁরা যদি আইন মাফিক স্পেশাল পে পান, উনারা কেন বাধা দেবেন? তারপর আজকে আমরা যারা নাকি সবসময়ে চীৎকার করে আসেন যে আমরা এম্পলয়ীদের কথা ভাবছিনা, আজকে ইউ, ডি, এ্যাসিসেটেন্টদের নেশানাল ফিক্সেশানের জন্য বেশতি টাকা খরচ হয়েছে সেটা আমাদের দিতে হবে। তাই আজকে যা নাকি উনারা বলছেন, সেটা ডিউ টু রাষ্ট্রেশান। কারণ তারা পিকিং, মস্কোতে এ্যাডজাষ্ট করতে পারছেন না। আজকে আমরা প্রয়োজনীয় কাজেই টাকাটা এখানে চেয়েছি, আশা করি বিধান সভার সদস্যরা এটার মঞ্জুরী দেবেন।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand No. 9 is over. Now I am putting the Demand to vote.

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 17,15·000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from Ist April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 9—General Administration.

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr, Speaker :—Now I would request the Hon'ble Finance Minister to discuss on Demand Nos. 13, 24, 34, 45 together.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমার কিছু বক্তব্য নেই। কেউ যদি বক্তব্য রাখেন, তার উপর আমি বক্তব্য রাখতে পারি।

Mr. Speaker :—There is one Cut Motion on Demand for Grand No. 24. Shri Abhiram Deb Barma.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪, এতে আমার কাট মোশান হচ্ছে—'ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নের জন্য উচ্ছেদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭৩-৭৪ সালের যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে বিধান সভায় যে বাজেট উপস্থিত করেছেন, এটা আমরা জানি যে দীর্ঘ ছয় মাসের বেশী কাল বিধান সভা না ডেকে এবং এটাকে চাপা দিয়ে রেখে, হঠাৎ করে, ছয় মাসের পর এই বিধান সভা ডেকে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ তিনি উপস্থিত করেছেন। আমরা জানি, যখনই সরকার তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে অতিরিক্ত টাকার দরকার হয়, বিধান সভা ডেকে সেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই মন্ত্রীসভা সেই ব্যবস্থার দিকে যান নি। আমরা জানি বিধান সভা যদি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়ার জন্য ডাকা হত, জানুয়ারী মাসে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতাম যে সরকার প্রশাসনিক পরিচালনা এবং ত্রিপুরার জনসাধারণ-এর প্রয়োজনে এইসব টাকা খরচ করতে চেষ্টা করেছেন, একথা আমরা স্বীকার করে নিতে পারতাম। কিন্তু আমরা জানি ওঁদের মধ্যে যে দলীয় কলহ, সেই কলহ বিধানসভার ভিতর দিয়ে যদি আরও প্রকাশ পেয়ে যায়, সেইজন্য ছয় মাস বিধান সভা না ডেকে আজকে ছয় মাস পরে বিধান সভা ডেকেছেন।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ স্পিক অন দি কাট মোশান।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আমি কাটমোশানের উপরই বলব। কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখার আগে আমি বলতে চাই যে এই সমস্ত কারণেই আজকে মানুষকে ফাঁকি দিয়ে, তাদের আড়ালে রেখে আজকে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ অর্থমন্ত্রী মহাশয় চেয়েছেন।

আমরা জানি এই যে ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা এটা আমরা অস্বীকার করি না, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যদি নিজস্ব পাওয়ার আমরা করতে না পারি তাহলে ত্রিপুরার কলকারখানার প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এই বিদ্যুৎ পাওয়া না গেলে ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে বিরাট একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। ত্রিপুরার পরিকল্পনার জন্যই বিদ্যুতের প্রয়োজন, ডুম্বুর পরিকল্পনার প্রয়োজন, এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার ফলে যে হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন না করে যদি শুধু ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার নামে যদি পরিকল্পনা করতে চাই তাহলে সেই পরিকল্পনা সার্থক হবে না। আমরা জানি ২১১ বর্গ মাইল জুড়ে রাইমা সরমার আয়তন এবং এই পরিকল্পনার জন্য ৪১ বর্গমাইল এবং ভবিষ্যতে আরও ২১ বর্গমাইল নেওয়া হবে এবং এই পরিমানে ২১১ বর্গমাইল এবং তার প্রয়োজনে যেখানে ৬২ বর্গমাইল এলাকা নেওয়া হবে সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা আমরা সরকারী হিসাব মত দেখেছি ৩,০৫৭ পরিবার। এই পরিবারগুলির জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা যতক্ষণ সরকার না করবে ততক্ষণ তাদের উচ্ছেদ করার অধিকার কোন সরকারের থাকতে পারে না এবং যদি উচ্ছেদ করে পরিকল্পনার নামে তাহলে সেই পরিকল্পনার সার্থকতা থাকতে পারে না। আমরা জানি যে রাইমা সরমা সেই লংথরাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয় এবং সরমা উৎপন্ন হয় আঠারমুড়া থেকে। রাইমা এবং সরমা এই দুই নদী একত্র হয়েছে তীর্থমুখ এলাকায়। এই রাইমা সরমা দুইটি নদী তার বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। গল্প শুনেছিলাম যে রাইমা সরমা নাকি দুই বোন। এই রাইমা সরমার বুকে আজ ১৫ হাজার মানুষ এবং রাইমা সরমার বাঁধের ফলে সমগ্র রাইমা সরমাকে ডুবিয়ে দিবে। মানুষের সাধের জমিজমা, তাদের ঘরবাড়ী, কত দুঃখ স্বপ্ন দিয়ে গড়া তাদের সংসার, সমস্ত রাইমা সরমার জলে ডুবে যাবে এটা আমরা জানি এবং রাইমা সরমার ১৫ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের চোখের জলে এই রাইমা সরমা অঞ্চলকে ডুবিয়ে দেবে। ত্রিপুরা সরকার কি এটা চায়? যে রাইমা সরমার জলধারায় ডুম্বুরের সৃষ্টি সেই রাইমা সরমার লোকের চোখের জলে কি তারা সেই পরিকল্পনা সার্থক করতে চায়? আজকে এই সমস্ত মানুষের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদি আমরা এই ১৫ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দিকে তাকাই তাহলে আমরা কি দেখব? বিবেক কেঁদে উঠে, চোখের জল বেরিয়ে যায়। জানি না ত্রিপুরা সরকার কত নিষ্ঠুর, কত নির্মম ব্যবহার তাদের উপর করছে। এই বিচার আজকে করার প্রয়োজন আছে। কারণ রাইমা সরমা এমন একটা এলাকা যে রাইমা সরমার মানুষের কান্না আজকে যদি মালবাসা ক্যাম্পে আমরা যাই শুনি তাদের কান্না, যদি যাই কুরমা ক্যাম্পে, শুনব তাদের কান্না, যদি যাই আমরা চেলাগাঙে শুনব তাদের কান্না, আমরা সেই শনিছড়া ক্যাম্পের মানুষের কান্না শুনেছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা জানি যে মানুষ চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে দিয়ে ত্রিপুরায় এসেছে। ত্রিপুরা সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাটুকু পর্য্যন্ত আজও করে নি। আমরা দেখছি ক্যাম্পে আজকে পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তারা রাখে নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চেলাগাঙে যে দুই নম্বর ক্যাম্পের বাসিন্দা তাদের সাড়ে তিন মাইল দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। কত বড় নির্মম। যাদের আজকে দেশের জন্য স্বার্থ ত্যাগ, সেই তাদের প্রতি এই ব্যবহার ত্রিপুরা সরকারের। তাদের স্বার্থ ত্যাগের উপযুক্ত মূল্য কি এই? তাদের পুনর্বাসনের

ব্যবস্থা কি সরকার করবে না ? শুনেছি ত্রিপুরার উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন। সংগে গিয়েছিলেন সেটেলমেন্ট অফিসার মৃণাল মজুমদার নামক এক ভদ্রলোক। তারা ঘেরাও করেছিলেন তাদের। তারা বলেছিল যে আমরা এই ক্যাম্পে এসেছি, আমাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা কর, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কর। আমরা এইভাবে বাঁচতে চাই না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তখন তাদের ধমক দিয়ে বলেছেন, তোমরা শুধু বুঝ দাবী। দাবী ছাড়া আর কিছু বুঝ না। যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর তাহলে যেটুকু পেয়েছ তাও তোমাদের দেওয়া হবে না। ঐ ভদ্রলোক মহাশয় নাকি বলেছেন তোমরা যদি শুধু দাবী করতে থাক তাহলে তোমাদের কিছুই দেওয়া হবে না, যেভাবে এসেছ সেইভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কত বড় নির্মম এই মন্ত্রীরা, কত বড় নির্মম এই অফিসাররা। যারা আজকে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে দিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের উপর এই রকম ব্যবহার যারা করতে পারে তারা পশুর সমান। পশুর মনোভাব নিয়ে ওরা এটা করে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা জানি এই পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছিলেন ৫০ লক্ষ টাকা। এই ৫০ লক্ষ টাকা ওদের পুনর্বাসনের জন্য খরচ করেছে কিনা ? আমরা যতদূর জানি এই ৫০ লক্ষ টাকা তারা খরচ করে নি। ৩৫ লক্ষ টাকা তারা ফেরত দিয়ে দিয়েছে। কেন ? কার স্বার্থে আজকে এই ৫০ লক্ষ টাকা যা কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছেন সেই ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে কেন তাদের পুনর্বাসন দিতে পারল না। আমরা শরণার্থীদের সময়ে দেখেছিলাম যারা ত্রিপুরাতে এসেছিল তারা ১ টাকা ১০ পয়সা করে পেয়েছে। আরও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছে। আর আমার ত্রিপুরা রাজ্যের ১৫ হাজার মানুষ যারা ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে নিজেদের ভিটে মাটি ছেড়ে এসেছে, নিজেদের স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে সেই হতভাগ্য মানুষের জন্য আজকে এক ফোঁটা জলের ব্যবস্থা করতে পারে না। লজ্জা থাকা উচিত। আজকে ওদের জন্য একটা কম্বল নাই, ওদের জন্য রেশনের চাউল নাই, ওদের জন্য শুধুমাত্র তিরস্কার, ধমকী। কোন অধিকারে ওরা করে ? আমরা কোন রাজত্বে বাস করি ?

এটা একটা সভ্য রাজত্ব না অসভ্য বা বর্বরের রাজত্ব বলব ? আজকে এটাকে কেমন করে দেখা উচিত ? এটা কোন বিরোধীতার প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে মানবিকতার প্রশ্ন, প্রশ্নটা হচ্ছে ত্রিপুরার উন্নতির প্রশ্ন, প্রশ্নটা হচ্ছে যারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করেছে, তাদের ভাগ্যের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটাকে আমাদের সব চাইতে বড় করে দেখতে হবে। কাজেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে অল্প পরিমাণ টাকার বরাদ্দ চেয়েছেন, এটাকে কি আমরা স্বীকার করতে পারি ? এই হতভাগ্য ১৫ হাজার মানুষের দিকে তাকিয়ে ? কাজেই এটা হচ্ছে আজকের একটা বাস্তব অবস্থা, তার। কাজেই এই ১৫ হাজার মানুষের দিকে আমাদের তাকানো উচিত, তাদের দিকে দরদ নিয়ে চাওয়া উচিত। আর সেজন্য এই সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাদের পুনর্বাসনের নাম করে। ঐ ক্যাম্পের আশে পাশের টিলা জমিতে নাকি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ টিলাতে পুনর্বাসন দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যেও আছে, শুধু আমাদেরই নয়, ঐ রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্য বন্ধুদেরও সেই অভিজ্ঞতা আছে। ওরা জানে, যদিও এই বিধান সভায় আসলে পর তাদের সুর পালটে যায়, তারা এখানে অন্যভাবে

কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু তারাই আবার যখন যাবে ঐ শিকারী বাড়ী কলোনীতে, ঐ ভাবাবন কলোনীতে বা গুরুপদ কলোনীতে; যদিও ঐ গুরুপদ কলোনী সম্পর্কে যথেষ্টভাবে ঢাক ঢোল পিটানো হয়, সেখানে গেলে মাননীয় সদস্য বন্ধুদের মন স্থির থাকে না। কারণ সেই দিনটা অত্যন্ত নির্মম, অত্যন্ত করুণ, সেখানকার মানুষগুলির পেটে ভাত নাই, পরনে বস্ত্র নাই, ওরা লজ্জা নিবারণ করতে পারে না। কাজেই এই যেন একটা অবস্থা কি আমরা দেখতে পারি? এটা তো আমরা দেখতে পারি না। কাজেই এই সমস্ত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে ত্রিপুরা সরকারের উচিত ছিল, আজকে এই যে ডম্বুর পরিকল্পনা, এটা একদিন হয়তো ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, আমরা সেই বিদ্যুতের আলোতে বাস করতে পারব এবং সর্ব সুখ উপভোগ করতে পারব, হাসি কান্নায় আমাদের মন ভরে উঠবে, ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে উঠবে; হাজার হাজার মানুষের বেকারত্ব ঘুচিয়ে দেবে এবং নানা রকমের কলকারখানার চাকা ঘুরবে। কাজেই এই সব চিন্তা করার আগে আমাদের প্রধানতঃ চিন্তা করা উচিত ছিল, তাদের জন্য। কিন্তু সেই চিন্তা তো করা হল না। আমরা জানি, সেখানকার শুধু উপজাতিই নয়, সেখানে যে অ-উপজাতি আছে তার পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৮২৫টি পরিবার। ১৯৭৪ ইং সনের ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত আমরা যেটা জানি, সেটা হচ্ছে মাত্র ৬০ জন এই পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। ওরা কি অপরাধ করেছে যে তাদের উপর দুটি শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একবার তারা পূর্ব পাকিস্থান থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে পড়ে, তাদের যুগ যুগের ভিটা মাটি ছেড়ে দিয়ে, তাদের জন্মভূমির মায়া মমতা ত্যাগ করে বাঁচার তাগিদে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আজকেও দ্বিতীয়বার সেই ছিন্নমূল হয়ে বা বাস্তু হারা করে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সরকার তাদের প্রতি একটা নির্মম ব্যবহার করে চলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সব ক্ষুধিত বঞ্চিত মানুষের প্রতি এই সরকারের যে নির্মম ব্যবহার, যে আচরণ, সেই আচরণকে সহ্য করতে পারে না কোন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, এটা তাদের নিজেদের আমোদ ফূর্তির জন্য অথবা গাড়ী হাকিয়ে সেগুলিকে দেখে আসার জন্য। স্যার, আমি নিজে একজন উপজাতি বলে এই কথা বলছি না, কারণ আজকে গরীব এবং দুর্বল মানুষের উপর এই সরকার এই ধরণের আচরণ করছে বলেই, আমি এটা বলছি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শুধু ঐ রাইমা শর্মার কথাই নয়, অন্যত্র যেসব পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে পুনর্বাসনের চেহারাটা আমরা কি দেখব? মাননীয় মন্ত্রী শ্রীহরিচরণ চৌধুরী মশায় গ্রামের মধ্যে কিছু দালালের সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন বেলাবাড়ীর অর্জুন দেববর্মা। তারই মাধ্যমে গত ১৮ই জানুয়ারীতে কি করা হয়েছিল, তা কি আপনারা জানেন? কারণ আমাকে বলতে হচ্ছে, যেহেতু মন্ত্রীরা গ্রামের মধ্যে গিয়ে যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা করেন, সেগুলি হয়তো অনেকে জানেন না, তারা সেই গ্রামের মানুষগুলির অভাবের সুযোগ নিয়ে কি ভাবে তাদেরকে শোষণ করে, কি ভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং নিজেদের লোকদের কি ভাবে কিছু অর্থপাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে সেটা এখানে না বলে পারা যায় না। গত ১৮ই

জানুয়ারীতে ৯১ জনকে তাদের পুনর্বাসনের প্রথম কিস্তির ঋণ দেওয়া হয়েছিল ৮৫০ টাকা করে, অথচ মাথা পিছু তাদের থেকে ১১০ টাকা করে কেটে রাখা হয়েছে কেন? তার কারণ হচ্ছে অফিসার বাবু থেকে শুরু করে অন্যান্য হোমরা চোমরা তাদের যারা আছে, তাদেরকে এই টাকা দিয়ে তুষ্ট করার জন্য। আমি যতটুকু জানি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে সেখানে যান এবং সেখানে গিয়ে অনেক রকমের আমোদ স্ফূর্তি করে আসেন। সম্ভবতঃ যারা এই ৮৫০ টাকা করে পেয়েছিল, এটা তাদের পুনর্বাসনের প্রথম কিস্তির টাকা। কিন্তু তার মধ্য থেকে ঐ দালাল মহাশয়টির মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে মাথাপিছু ১১০ টাকা করে কেটে রেখে দেওয়া হয়েছে। এতে মন্ত্রী মশাইয়ের লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। তাদের লজ্জা হওয়া উচিত কারণ তারা নিজেরা ত্রিপুরা রাজ্যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কথা বলে। কিন্তু আমরা তো ঐ ১৫ হাজার লোককে বাদ দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণের কথা বা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কথা চিন্তাও করতে পারি না। তাদেরকে আমাদের সকলের ভাগ্যের সংগে এক করে তবেই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি অথবা অবগতির কথা চিন্তা করতে হবে। তাই আমি বলতে চাই এই ১৫ হাজার মানুষের অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা যেন এই সরকার অতিসত্বর করে দেন; আর তা না হলে তারা কোন দিন তাদের কষ্টের কথা ভুলবে না। কারণ দেওয়ালের লেখনের কথা একদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন বাবুকে আমি বলেছিলাম। তখনকার বিধান সভায় কি একটা ব্যাপারে যখন হৈ চৈ শুরু হয় তখন তাকে বলেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এটা বোধ হয় আপনার রাজত্বের শেষ রজনী এবং এটা বোধ হয় আপনার শেষ রজনীর অভিনয়। তাই আজকে আপনারাও যদি এই ক্ষুধিত বঞ্চিত মানুষের দিকে তাকিয়ে না চান বা তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে উদার হস্তে এগিয়ে না আছেন বা তাদের উপর যদি এই রকম ভাবে শোষণ চালিয়ে যান, তাহলে পর এই মন্ত্রী সভাকেও সেই বিদায় রজনীর অপেক্ষায় থাকতে হবে। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪ এর উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য অভিরাম বাবু যে কাট মোশান এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি। উনি সেই কাট মোশান সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানে রাইমাশম্মার কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে আমার মনে হয় রাইমাতে ডম্বুর প্রকল্পের জন্য যে ব্যবস্থা সরকার করছেন এবং সেখান থেকে যে সমস্ত লোক তাদের বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তাদের জন্যও আমার সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন, সেটা বোধ করি মাননীয় সদস্য এর জানা নেই। আর তার জন্যই তিনি আজকে এই হাউসের সামনে এই সমস্ত বক্তব্য রাখছেন। আমি জানি সেখানে যারা আছে, তারা মাত্র ২।৩ মাস আগের থেকে ঐখান থেকে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের সরকার তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করছেন। তাতে তাদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারের ব্যর্থতার কথা বলে তার মধ্যে যে কি হতাশা আসল, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এবং ২।৩ মাসের মধ্যে সরকার তাদের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেটার ব্যর্থতা কিভাবে হল, সেটাও আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তবে একটা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন

বিরোধী দলের একজন সদস্য এবং সরকারের সব কিছুর বিরোধীতা করাই হল তাদের নীতি আর সেজন্য বিরোধীতা করতে হবে, তাই হয়তো তিনি এইসব কথার উল্লেখ এখানে করেছেন। আমি জানি ডম্বুর পরিকল্পনার জন্য যেসব লোককে সরে যেতে হচ্ছে উনারা কে ? উনারা হচ্ছেন, এবার যারা সরে গেছেন তারা হল দুই বছর আগে যারা এই সরে যাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল তারা, তারা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পরও সেখান থেকে সরে যায় নি কারণ তারা যাতে সরে না যায়, সেজন্য এই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদেরকে নানাভাবে উস্কানি দিয়েছিলেন। আর আজকে যখন তারা বুঝতে পারছে যে তাদের প্রকৃতই সরে যেতে হবে, তারা আর এখানে থাকতে পারবে না এই ডম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা উনারা বুঝতে পেরেছেন তখন স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছেন (ইন্টারাপশান)।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য হাউসে পরিবেশন করছেন তা ঠিক কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে (ইন্টারাপশান—ভয়েস—এটা কিসের পয়েন্ট অব অর্ডার) উনি বলেছেন যে উখানে যারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে তাদের সরকার তুলে দিচ্ছেন আর যারা ক্ষতিপূরণ পায়নি তাদের সরকার (ইন্টারাপশান)

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—আমি কিছুদিন আগে এবং আমাদের মাননীয় উপজাতি মন্ত্রী এবং আমার রুলিং পার্টির কয়েকজন এম, এল, এ, এক সঙ্গে উখানে গিয়েছিলাম। সেখানে তারা বহু জায়গায় চেঁচামেচি করেছেন (ইন্টারাপশান) মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপরও বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমি বললাম সোনাইছড়ি, মালবাসা, চেলাগাং, কুরমাছড়া, জগবন্ধুবাড়ী—সেখানে কলোনী করে ট্র্যানজিট ক্যাম্প করে আমাদের সরকার উনাদের ওখানে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। সেই খবর উনারা রাখেন না। আমরা জানি ওখানে জলের ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা, রেশন সপের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের সরকার করেছেন। আমরা নিজেরাই দেখেছি এবং সেখানে তাদের জল থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জায়গা আবাদ করার ব্যবস্থা হচ্ছে—ট্রাক্টার দিয়ে বুলডোজার দিয়ে সেখানে জায়গা আবাদ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে (ইন্টারাপশান) আর ঐ লোকগুলিকে প্রলোভন দিয়ে রাখতে পারলেন না তখন উনাদের আতংক দেখা দিল যে এখন আমাদের আর দলবাজী করা চলবে না (ইন্টারাপশান) সেটা জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন। সেজন্য (ইন্টারাপশান) সেজন্যই এই ২৪ নম্বর ডিমাণ্ডের উপর উনারা কাট মোশান এনেছেন (ইন্টারাপশান) সেজন্য আমি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা যে কাট মোশান এখানে এনেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্যের এই কাট মোশানের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমার মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্য যে মন্তব্য করেছেন বা হাউসকে যে ভাবে বুঝাতে চাইছেন—এখন উনি বোধ হয় তিনি অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করছেন। কারণ এত অসত্য তথ্য উনি পরিবেশন করেছেন কারণ উনি রাইমা শর্মার পথ কোন দিকে সেটাও উনি জানেন না। কাজেই উনি এই অসত্য খবর কি করে পরিবেশন (ইন্টারাপশান-ভয়েস— গিয়েছে গিয়েছে) আমি জানি, আমি ঐ ডম্বুর প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত

প্রতিনিধি এবং সেজন্যই সেই এলাকার সমস্ত অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেজন্য আমি বলছি যে তিনি যে ভাবে বুঝাতে চাইছেন সেটা একমাত্র মন্ত্রীদের মুখ রক্ষার জন্য এই সব কথা বলছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখন পুনর্বাসনের নামে এই সরকারের কি পরিমান পয়সা খরচ হয়েছে এই পয়সা ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩ ৭৪ সনের অতিরিক্ত খরচ এই খরচ একমাত্র পুনর্বাসনের উপর যে কি ভাবে খরচ এটা আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে পুনর্বাসনটা তারা এমন ভাবে করে তুলেছেন যে মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা হলেই মানুষকে উচ্ছেদ করতে হবে। তার মানে—ছোট বেলায় একটা গল্প আমার মনে পরে গেল। 'মজার দেশ'—যে রুই কাতলা নাকি ডাংগায় চড়ে আর এই মন্ত্রীরা বিধান সভায় যে সব প্রতিশ্রুতি দেবে এটা কোন দিনই করা হবে না এবং তার ঠিক উল্টোটাই করা হবে। তার পারস্কার প্রমাণ হচ্ছে ঐ রাইমা শর্মাতে। এবং রাইমা শর্মার মানুষকে উচ্ছেদ করার পর যে ভাবে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা দীর্ঘ এক বছর যাবত বলে আসছেন। এই পুনর্বাসন এখন কি হয়েছে এটা মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যদের এবং মন্ত্রীদের যদি এখনও ভাল ভাবে অভিজ্ঞতা না হয় তাহলে ঐ এলাকায় আসুন দেখে যান আমি এই আহ্বান আপনাদের কাছে রাখছি। কারণ মানুষের উপর যে মর্মান্তিক ঘটনার সৃষ্টি করা হয়েছে তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে রাইমা শর্মাতে। কারণ হচ্ছে এই বিধান সভার গত বাজেট অধিবেশনে আমি নিজে ওখানকার জনসাধারণের পুনর্বাসনের ৬ দফা দাবি সহ ঐ এলাকার আড়াই হাজার লোকের দস্তখত গ্রহণ করে একটি দরখাস্ত পেশ করেছিলাম এবং এই বিধান সভার পিটিশান কমিটির কাছে বিচার বিবেচনার জন্য পেশ করেছিলাম। আমি শুনেছিলাম যে সেই দরখাস্ত নাকি পিটিশান কমিটিতে গিয়েছিল এবং কমিটির চেয়ারম্যান নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পুনর্বাসন সম্পর্কে কি হবে না হবে। কিন্তু তার সুপারিশ বা রিপোর্ট এই বিধান সভায় দাখিল করার আগেই এই মন্ত্রী সভা বিশেষ করে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী—তিনি এখন এই হাউসে নেই আমি অত্যন্ত দুঃখিত উনি যদি হাউসে থাকতেন—উনি নিজে আমাকে বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—কিন্তু তিনি দিল্লীতে বহুবার গেলেন কিন্তু ওখানে যেতে পারেন নি। এবং এই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি-দের নিয়ে যে বিধান সভা এবং এই বিধান সভার যে কমিটি ক্ষমতা প্রাপ্ত সেই কমিটির রায় অগ্রাহ্য করে তাকে প্রকাশ করার সুযোগ না দিয়ে এই সংসদীয় গণতন্ত্রকে এই মন্ত্রী সভা অমান্য করেছেন, অবমাননা করেছেন এবং জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি আরও আঘাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এবং সারা ত্রিপুরার মানুষ তার প্রতিবাদে সেজন্য ২৫শে মার্চ রাইমা শর্মা বিরোধী দিবস পালন করেছিলেন। তার জবাবে এই ত্রিপুরার মানুষ এখনও ২৫শে জানুয়ারী তার জবাব সারা ত্রিপুরার মানুষ এই মন্ত্রী সভার কাছে দিয়েছিলেন। মন্ত্রী সভা যদি এখনও এই প্রতিবাদ না শুনে থাকেন আমি হুশিয়ার করে বলতে চাই যে ওখানকার মানুষের যদি সুষ্ঠ পুনর্বাসন যত দিন পর্য্যন্ত না হবে, যদি করতে না পারেন তাহলে রাইমা শর্মার উচ্ছেদকৃত মানুষ আপনাদেরকে বসিয়ে রাখবে না, সেই মানুষ উপযুক্ত জবাব ওরা দেবে এবং সেইটা দেবার জন্য তারা প্রস্তুত আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—আমি আর একটু বলতে চাই। কারণ পুনর্বাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার এইটা পরিস্কারভাবে না বলতে পারলে, আমি মনে করি একটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পরিস্কার না হলে এইটা জনগণের প্রতি অবমাননা করা হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই পুনর্বাসন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য এই জন্য কাট মোশন এনেছিলেন ব্যর্থতা, সম্পূর্ণ ব্যর্থতা, এই ব্যর্থতার জবাব জনগণ অবশ্যই দেবেন এবং মাননীয় সদস্য কাট মোশান মুভ করতে গিয়ে যে হুশিয়ারী বাণী এখানে দিয়েছিলেন, মূল্যবান হুশিয়ারী বাণী সেই বাণীকে যেন মন্ত্রীসভা ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করে, নিজেদেরকে দেশের কাজে যেন একটু আত্মনিয়োগ করেন যদি গদি রক্ষা করতে চান। কারণ আজকে আমি এই কথা বলতে পারি যে পুনর্বাসনের জন্য যে ক্যাম্পগুলি করা হচ্ছে সেই ক্যাম্পগুলিতে মানুষ থাকবে না। মাননীয় উপজাতি মন্ত্রী নিশ্চয়ই গিয়ে আসতে পারে, দেখতে পারে, হয়তো বেরাও হতে পারে। কুলংবাসায় কোন এক কুলিং সদস্য বলেছিলেন যে সি, পি, এম বিধান সভায় কিছু বলে নাই, এইজন্য আমরা কিছু জানি নাই। মাননীয় সদস্য মংচাবাই মগ বলেছিলেন এই কথা মাননীয় উপজাতী মন্ত্রীর সংগে গিয়ে। কিন্তু এই কথা উনি স্মরণ করেন নি বিধান সভায় আড়াই হাজার মানুষের পিটিশন ওখানকার লোকের জন্য সি, পি, এম, এই বিধান সভায় দাবী করেছিলেন। ইতিপূর্বে প্রতিটি বক্তৃতায় এই বিধান সভায় অপিনিয়ন, আমি রাইমা শর্ম্মার কথা, ডুম্বুর বাঁধের কথা, প্রতিটি, ডিমানডের উপর আমি কিছু না কিছু বলে থাকি এবং তারজন্য আমার মন প্রাণ দিয়ে লড়াই করে থাকি, কিন্তু এই মন্ত্রীসভা এখন পর্য্যন্ত শুনছে না যে ওখানকার জনগণের মুখে—সেইদিন যখন আমি ক্যাম্প থেকে ঘুরে আসি তখন একজন বললো আমাকে—বাবু আমরাতো এখানে আর থাকতে পারবো না, আমরা চলে যেতে বাধ্য হবো আবার। কারণ এখানে আমি খাইতে পায় না কি করে থাকবো। কার্ড দেওয়া হয় না, একটা পরিচয় পত্র দেওয়া হয় না। এইধরণের ক্যাম্পে অনেক লোক আছে। কোন ক্যাম্পে ৭ পরিবার, কোন ক্যাম্পে ৫ পরিবার, কোন ক্যাম্পে ২ পরিবার, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা পাকিস্তান থেকে এসেছো, আমি যা দেখছি এখানে পাকিস্তানের কোন ট্রাইবেল নেই। কাজেই পাকিস্তানের নাগরিক কিভাবে হতে পারে তারা, যদি পাকিস্তানের নাগরিক না হয়ে রাইমা শর্ম্মার মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তারা পাবে না কেন? কার্ড দেওয়া হচ্ছে না, ক্যাম্প দেওয়া হচ্ছে না, নিজেরা বাস করে গাছের তলায় অথচ তাদের ওখানকার বাড়ীঘর ভেংগে কেটে দেওয়া হয়েছে, এই হলো পুনর্বাসন। আবার উদয়পুরে কর্ত্তা কি কর্ত্তা জানি মাননীয় মৃণাল মজুমদার, কালেকটার অফিসার তিনি বলেছিলেন ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে তোমরা এখানে কেন, আমরা তো কিছু দেবো না, চলে যাও। যেহেতু তোমরা জুম করতে ভাল বাসো জুম কর গিয়ে যাও, কি চমৎকার কথা যাদেরকে কার্ড দেওয়া হয়েছে তারদেরকে এই কথা বলা হয়েছে, রেশন দেওয়া হয় নাই, তারা আবার পুনর্বাসন দেবে? পুনর্বাসনের জন্য কান্না চাৎকার করছে সেখানে, লজ্জা করে না, মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করা উচিত এই পুনর্বাসনের অপদার্থতার করছে। মানুষ ভুল আর করবে না। মানুষ আজকে বুঝে নিয়েছে একটা দুইটা করে ২৬/২৭ বছরে একটা গভর্ণমেন্টের শাসনে থেকে—

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন। প্লীজ টেক ইওর সিট।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা : আর দুই মিনিট স্যার, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আশা করি এই পুনর্বাসনের নামে এই প্রহসন এই ব্যর্থতা সম্পর্কে যে খরচগুলি হয়েছে এইটা অল্প কিছু, এইটা মন্ত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য খরচ হয়েছে বা এই সরকারের পেটোয়া কন্ট্রাকগুলি এজেন্টদেরকে সাহায্য দেওয়ার জন্য যে খরচ করা হয়েছিল সেই খরচ, এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে চাইতে পারেন না এবং এইজন্য এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি এবং বিরোধিতা করে আমি আমারব ক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নং ১৪ যেটা হাউসে এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মার যে কাট মোশন আমি তার বিরোধিতা করছি। এই কাট মোশন আনার সময় থেকে এখন পর্যন্ত তিনি একটা হতাশার রোগে ভুগছেন, যে হতাশায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত যেখানে একটা নৈরাশ্যের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সরকার সেই নৈরাশ্য থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য যে প্রচেষ্টা করেছেন তাতেই তাদের হতাশার রোগ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিছুদিন আগে জগবন্ধু পাড়া, চেলাগাং ক্যাম্প, কুরমাছড়া, মালবাসা ইত্যাদি জায়গায় গেছি। সেখানে ডম্বুর প্রজেক্টের জন্য আটটা পাড়া উচ্ছেদ করা হবে। কারণ সরকার স্থির করেছেন সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করার জন্য। ডম্বুর বাঁধ দেওয়ার ফলে এই বছরই যে উঠবে তাতেই এই ৮টা মৌজা জলে অ্যাফেক্ট করবে। বিরোধী দল থেকে দীর্ঘদিন যাবত তারা চেয়েছিলেন যে তারা ডুবে মরুক। তারা শুধু ধোকা দিয়ে গেছে, তারা উপজাতী ভাইদেরকে বলেছে যে কোনদিন তোমাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারবে না কিন্তু যখন সেই সরল আদিবাসী ভাইয়েরা দেখলো জল এসে যাচ্ছে, যখন তারা নিজে থেকে যেতে আরম্ভ করেছে, সেখানে যে দলপতি পাড়া তারা নিজে থেকে গেছে, জগবন্ধু পাড়া তারা নিজে থেকে গেছে, কেউ উচ্ছেদ করে নাই। তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, যাদের জোতভূমি ছিল তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তাদের ঘর বাড়ীর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে কয়েকজন লোক কিছুদিন আগে অন্য রাজ্য থেকে এসে, ওখানে ঢুকেছিল তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না, তাদের নিজস্ব কোন জমি নাই, আর কিছু লোক আছে যাদেরকে কিছুদিন আগে থেকে যেসব জমি দেওয়া হয়েছিল, ৫/৭ বৎসর পর্যন্ত তাদেরকে ১৫ কেজ দেওয়া হয়েছে, ১৫এ তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা এই সরকার করেছেন। আর এই যে ১৫ কেজ যারা ভূমিহীন ছিল, তাদেরকে নেওয়া হয়েছে, জগবন্ধু পারা, চেলাগাং কুরমা ছড়া, মালবাসা ইত্যাদি ক্যাম্পে। সেই ক্যাম্পে তারা গেছে আমরা প্রাইভেট যে ক্যাম্প করেছি, সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, টিওবওয়েল করা হয়েছে এবং এইসব লোকের জন্য টেষ্ট রিলিফের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা আজকে তারা ঐ লোকগুলির সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, তার সরকার আজ এই লোকগুলিকে রক্ষা করার জন্য—

মিঃ স্পীকার :—অনারেব্যল মেম্বার প্লীজ সাম আপ ইওর ডিসকাশন। টাইম আণ্ডার ডিসপোজেল ইজ ভেরি শর্ট, অনলি হাফ অ্যান আওয়ার।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যুৎ আমাদের দরকার আছে। কলকারখানা করতে হবে, একদিকে তারা চায় কলকারখানা হোক, বিদ্যুতের জন্য তারা চীৎকার করে। কিন্তু বিদ্যুৎ যদি না হয় তাহলে ত্রিপুরার কোন কলকারখানা হবে না, আর কলকারখানা যদি না হয় তাহলে বেকারদের কোন ব্যবস্থা হবে না, সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার আগামী দিনের দিকে লক্ষ্য করে, অর্থনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই ডম্বুর প্রকল্পকে সাকসেস্ফুল করে তুলতে হবে। মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড ২৪, তাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার শ্রীহরিচরণ চৌধুরী।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪এর উপর যে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা কাট মোশান এনেছেন, তার কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। অতএব আমি তার বিরোধীতা করি।

আজকে যে ডুম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্প আছে, ৬ লক্ষ মানুষকে বাঁচাবার জন্য যে পরিকল্পনা আমরা করেছি, সরকার করেছেন, সেই সব প্রকল্পে আজকে আমরা ২৪৩টি পরিবারকে যারা উচ্ছেদ হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। তিন বছর আগে, আমি গণ্ডবার গিয়ে তাদের অনুরোধ করেছি, কিন্তু বিরোধী দল নানারকম ভাবে তাদের বিভ্রান্ত করে। এই যে মাননীয় সদস্যবৃন্দ তাঁরাই বক্তৃতা করেছিলেন যে তোমরা উঠনা, সেইজন্য তারা উঠেনি। তাদেরকে এই ভাবে বিভ্রান্ত করে তাদের জীবনটাকে বিসর্জন দেবার জন্য বিরোধী দলের সদস্যরা চেষ্টা করেছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—পয়েন্ট অব অর্ডার। উনি অসত্য কথা বলে হাউসকে মিসগাইড করছেন।

মিঃ স্পীকার :—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয়না।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—তাঁরা যে অসত্য কথা বলে... (গণ্ডগোল)।

তারপর এখানে যে সকল আদিবাসী মানুষ তারা অজ্ঞান অবস্থায় মধ্যে আছে, তাদের প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করেছে... (গণ্ডগোল)।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনাকে এই বক্তব্য উইদ ড্র করতে বলুন। তিন বছর আগের কথাটা।

মিঃ স্পীকার :—আপনি অনুগ্রহ করে বসুন। আপনি একথা বলতে পারেন না। (গণ্ডগোল)।

প্লিজ টেইক ইউর সীট।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—আবার উনারা মন্তব্য করেছেন যে আমরা দেশ রক্ষা করার দায়িত্বে দেশকে বাঁচাবার তাগিদে সেখানে যে সি, আর, পি, ক্যাম্প বসিয়েছি, সেই ক্যাম্প নাকি ডাকাতি করেছে এইরকম একটা কথা হাউসের মধ্যে উনারা পরিবেশন করেছেন। এটা একটা অসত্য কথা। কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার। সি, আর, পি. ডাকাতি করেছে এমন একটা অসম্ভব কথা তাঁরা এই হাউসের সামনে বলতে পারলেন ? যেসব পরিবার সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে এসেছে, তাদের আসার জন্য আমরা যানবাহন দিয়েছি এবং ৫০ টাকা করে দিয়েছি। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ। অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ।

(গণ্ডগোল) (মন্ত্রী অসত্য কথা বলছেন। ... ভয়েস)

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—অসত্য কথা আমরা বলিনা, সবসময় সত্য কথা বলি।

(গণ্ডগোল)...

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েন্ট অব অর্ডার।

উনারা যখন বলেছেন, তখন মন্ত্রী ধৈর্য সহকারে শুনেছেন। উনারা যদি এখন উত্তর দেবার সময় গণ্ডগোল করেন, তাহলে মন্ত্রী উত্তর দেবেননা। তাঁরা যদি মনে করেন যে তাঁরা উত্তর চাননা, তাহলে মন্ত্রী উত্তর দেবেন না। আর যদি উত্তর চান, তাহলে মন্ত্রীর কথাটা ধৈর্য সহকারে তাঁদের শুনতে হবে। যদি কিছু তাঁদের বলার থাকে তাহলে পরবর্তী সময়ে তাঁরা তার উত্তর দেবেন। উনারা এইরকম করলে মন্ত্রী উত্তর দেবেন না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আমি অনুরোধ করব, আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন··· (গণ্ডগোল)।

শ্রীবুলু কুকী :—মন্ত্রী অসত্য কথা বলেছেন ··· (গণ্ডগোল) ২৫ টাকা পর্যান্ত দেননি।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী : তারা যাতে চলতে পারে, তাদের অসুখ বিসুখ হলে তাদের চিকিৎসার দরকার, সেজন্য সেখানে ডিসপেন্সারী দিয়েছি, রেশন শপের দোকান খুলে দিয়েছি, তারপর জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। জলের জন্য তাদের কোন অসুবিধা হতে দেই নাই। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যতদুর পর্যন্ত সুযোগ দেওয়ার তা আমরা দিয়েছি।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মন্ত্রী অসত্য কথা বলছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আপনি একটু বসুন। মাননীয় সদস্য, আপনারা হাউসের সৌষ্ঠব রক্ষা করবেন আশা করি। আপনারা যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন রুলিং পার্টির কেউ কোনরকম ইনটেরাপশন করেন নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মন্ত্রী যখন উত্তর দিচ্ছেন, আপনারা সকলে মিলে ইনটেরাপশান করছেন, এটা খুবই দুঃখের। (গণ্ডগোল)।

শ্রীসমর চৌধুরী :—উনি যে কথা বলতে চাইছেন, সাধারণভাবে যারা নাকি রাইমা শর্মার লোক, রাইমা শর্মা যাদের বাড়ী অথবা রাইমা শর্মায় নিজেরা গিয়ে দেখে এসেছেন, তারা সেকথা শুনে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন। তিনি যেহেতু এই ধরণের অসত্য ভাষণ দিয়ে, প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করছেন, সেজন্য এই উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। তার চেয়ে উত্তর না দেওয়াই ভাল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী যদি কোন অসত্য ভাষণ করে থাকেন, তার জবাব আপনারা পরে দেবেন। কিন্তু বক্তৃতার সময় তাঁকে ডিষ্টার্ব করা সেটা সংগত নয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—উনার অসত্য ভাষণ দ্বারা বিধান সভা কলঙ্কিত হউক, সেটা আমরা চাই না।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা বসুন। আপনারা যখন বলবেন, তার জবাব আপনারা দেবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি বলছেন মন্ত্রীরা যখন রিপ্লাই দেবেন, তখন যেন হাউসের সৌষ্ঠব রক্ষা করি। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আর অন্যান্য মন্ত্রীরা রিপ্লাই দেন। কিন্তু কোন কোন মন্ত্রী যখন রিপ্লাই দিতে যান, তখন আমরা কেউ কেউ রিএ্যাক্ট করি। আমরা রিএ্যাক্ট করি এই জন্য যে তাঁরা যেন রাইমা শর্মার ঘটনা জানেন, আমরাও জানি, অন্যান্য মন্ত্রীও যে ঘটনা জানেন, আমরাও জানি। কাজেই তাঁদের তথ্যের ভিতর দিয়ে এইরকম ঘটনা যাতে পরিবেশন না করা হয় যেটা অসত্য। এমন কতকগুলি জিনিষ আছে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের সেই অভিজ্ঞতা নেই এইজন্যই সেটা চরম অসত্য এবং তাঁদের এই অসত্য বক্তৃতাই হাউসের মধ্যে এই ধরণের অবস্থা সৃষ্টি করছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা বলছেন যে মন্ত্রী যে তথ্য পরিবেশন করেছেন এটা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্যরা যখন বলেছেন, আমরা কোন গণ্ডগোল করিনি। মন্ত্রী যখন কথা বলেন তখন তাঁরা শুনবেন। তনে, জেনারেল বাজেট আছে, তারপর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বাজেট আছে, তার উপর যখন তাঁরা ডিবেট

করবেন, দরকার হলে সেখানে তাঁরা মন্ত্রীর কথার প্রত্যোত্তর দেবেন। যদি তাঁকে উত্তর দিতে না দেন তাহলে উনারা কিসের উপর ডিবেট করবেন? মন্ত্রী অসত্য বলছেন: আপনারা সেটা প্রমাণ করুণ। তাঁর বক্তব্য যদি না শুনেন, তাহলে জানবেন কি করে? কাজেই তাঁকে বলতে দিন, কি বলছে শুনুন, তারপর ডিবেট করবেন—সেটা আমাদের পক্ষেও ভাল হবে, আপনাদের পক্ষেও ভাল হবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনাদের বিতর্কের উত্তর দিচ্ছেন। আপনারা অনুগ্রহ করে তার বক্তব্য শুনুন। আপনারা যখন সুযোগ পাবেন তখন আপনাদের বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—এবং তাদের আগাম সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের স্কীমে আছে যে ড্রজ ব দিয়ে তাদের ভূমি রিক্লেমেশান করা হবে। ভূমি আবাদ করার জন্য তাদের ট্রাকটর দেওয়া হবে। তাদের জন্য কমিউনিটি হল করা হবে। তাদের পানীয় জলের জন্য আরও ব্যাপকভাবে যাতে সুবিধা করতে পারে সেজন্য লেক কাটার জন্য রাখা হয়েছে। মাল্লা ঘাটের জন্য রাখা হয়েছে এবং প্রাথমিক স্কুল এবং ফি ডং সেন্টার দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা আছে। কুরমাছড়ার মধ্যে আমরা এখনি ফিডিং সেন্টারের ব্যবস্থা করেছি এবং তাদের যোগাযোগের ব্যবস্থাও আমরা করছি। তাদের কোন রকম অসুবিধা আছে বলে মনে হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা যেসব কথা এই হাউসের মধ্যে পরিবেশন করেছেন সেটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। আর এখানে যেটা বলেছেন যে বেল বাড়ীতে যে জুমিয়া পুনর্বাসন দিয়েছি উনি তাদের যে অশান্তি বাহিনী আছে তাদের নিয়ে সেখানে গিয়ে বলছেন আমাদের দরবারে টাকা দেওয়া হয়েছে, আমাদের টাকা দেওয়া হবে না কেন, এই কথা বলে তাদের আক্রমণ করছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের বক্তব্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাখলে পরে আমাদের দিক থেকে গোলমালটা আরম্ভ হয়। তিনি বলছেন অশান্তি বাহিনী। তিনি তাতে কি মীন করতে চেয়েছেন?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের বক্তব্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাখলে পরে গোলমাল হয় তিনি বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি বিরোধী দলের সদস্যরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রাখতে গেলেই বাঁধার সৃষ্টি করেন। কারো কারো কথায় শুনলাম মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যা বলছেন তা সত্য নয়, অসত্য। এই ধরণের উক্তি তারা করছেন। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে যদি কোন মন্ত্রী ভ্রমাত্মক উক্তি করেন তা সংশোধনের বিধান আছে। তাছাড়া প্রশ্নোত্তর কালে যদি কোন মন্ত্রী সেটাকে না দিতে পারেন তাও সংশোধনের বিধান আছে। আমাদের লোকসভায় আমি দেখেছি যে মন্ত্রী ভুল উত্তর দিয়েছিলেন। পরের দিন তিনি হাউসে সংশোধন করেছেন। সেটা অবশ্য প্রমাণ সাপেক্ষ। একজন মেম্বার বলছেন যে তিনি অসত্য বলছেন সেটাই প্রমাণ নয়। যদি তারা পরবর্তীকালে প্রমাণ দিতে পারেন সেটা সংশোধনের বিধান আছে। কিন্তু বার বার মন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখছেন তখন এই ভাবে বাধা দেওয়া সেটা সংসদীয় রীতি নয়। আমি অনুরোধ করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বিরোধী সদস্যরা যেন এসব অশুভ আচরণ করে হাউসের মর্যাদার ব্যাঘাত না করে।

যেখানে প্রতিবিধান রয়ে গেছে সেই পথে না গিয়ে এইসব করাটা ঠিক নয়। আপনাদের শুনতে অপ্রিয় মনে হতে পারে। কিন্তু তার বক্তব্যটা শুনে যান। স্কোপ রয়ে গেছে। হোল বাজেট সেশনই রয়ে গেছে। তখন আপনাদের বক্তব্য রাখতে পারেন। (ইন্টারাপশান)

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে মাননীয় সদস্য যখন বক্তব্য রেখেছেন, তখন আমরা তাঁকে ডিসটার্ব করিনি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী যখন এখানে ভুল তথ্য রেখেছেন তখনি আমরা তাঁর বিরোধীতা করছি।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে জুমিয়া যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছে তারা দলে দলে আমার কাছে এসেছে এবং তারা শান্তি রক্ষার জন্য দাবী জানিয়েছে কিনা আমি ঠিক জানিনা। তবে এই যে অশান্তি বাহিনী সেটা দিয়ে তারা চাঁদা কালেকশানের জন্য গিয়েছিল। তারা এইভাবে যে অসত্য এই হাউসে পরিবেশন করেছে, তারা যেসব কাটমোশন এনেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :– Now, discussion on the Demand Nos. 13, 24, 34 and 45 is over.

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমাদের বক্তব্য আছে স্যার।

মিঃ স্পীকার :—মিনিষ্টার উত্তর দিয়েছেন। দি ইজ এ ট্রাইবেল মিনিষ্টার।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, তা সত্বেও আমাদের বক্তব্য আছে এবং আমাদের বলতেই হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যকে বলছি, আপনাদের রাইট অব রিপলাই নাই। কাট মোশনে রাইট অব রিপলাই আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪ এর উপর বক্তব্য আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমার একটা অবজার্ভেশান আছে। একটা সাপলিমেন্টারী বাজেটের উপর আমরা দুই দিনের সময়ের প্রোগ্রাম করে নিয়েছি। তারা জেনারেল ডিসকাশন করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন। তারপর যদি প্রত্যেকটা আইটেমের উপর এখানে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, ৬ টার মধ্যে হাউস শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। উনাদের বক্তব্যের পর মাননীয় মন্ত্রীকে তার উত্তর দিতে দেওয়া হয়েছে। তারপর এই বাজেটের উপর বক্তব্য রাখা বিধান সম্মত নয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আপনি তো এই কথা বলে কনক্লোড করেন নি যে আর কোন বক্তব্য রাখা হবে না। আমরা আশা করেছিলাম যে এর উপর বক্তব্য রাখার সুযোগ আমরা পাব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি এই কথা বলি নি যে এর উপর আপনাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ নাই। এই কথা স্পষ্ট করে বলিনি। কিন্তু প্র্যাকটিস হচ্ছে এই যে যখন কোন ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হয় এবং কনসার্নিং মিনিষ্টার যখন রিপলাই দিয়ে দেন তার আর কোন আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীঅনিল সরকার :—আপনি তো চট করে কনসার্ণড মিনিষ্টারকে বলে দিলেন রিপলাই দিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা তো দাঁড়িয়েছিলাম দুই একজন যে আমাদের আরও বক্তব্য রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি আপনাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ নেই, এই কথা স্পষ্ট করে বলি নি। কথাটা ছিল, যখন কোন ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা শেষ হয়ে যায় এবং কনসার্নিং মিনিষ্টার তাঁর রিপ্লাই দিয়ে দেন, তারপর কোন আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, আপনি তো চট করে কনসার্নিং মিনিষ্টারকে রিপ্লাই দিতে বললেন, আমরা তো বলেছিলাম যে আমাদের আরও বক্তব্য রাখার আছে।

Mr. Speaker :—Discussion on Demands is over. Now, I am putting the Demand for Grant No. 13 to vote.

The question before the House is the motion moved by the Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,78,600/- be granted to defray the additional charges which will come in course payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 13—Misc. Department. was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now, there is one cut motion on demand for grant No. 24. I am first to put the cut motion to vote.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discussion—ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নের জন্য উচ্ছেদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে,

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—স্পীকার স্যার, আমরা এই প্রশ্নে ডিভিশান চাই ?

Mr. Speaker :—Hon'ble members, I have taken the d'cision of the House by voice vote only.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—স্যার, আমাদের পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে ডিভিশন চাওয়ার নিয়ম আছে এবং ডিভিশন নেওয়ার সময়ে Ayes এর পক্ষে কারা আর Noes এর পক্ষে কারা আছেন তাদের নাম প্রসিডিংসে লিপিবদ্ধ থাকে। অতএব আমরা এখানে সেই রকম একটা প্রপার ডিভিশন চাই।

(Again the motion of Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- was then put and a division (by raising hands) taken with the following result :—

AYES—13	NOSES—25
1. Shri Anil Sarkar	1. Shri Monoranjan Nath
2. Shri Bajuban Riyan	2, Shri Debendra Kishore Choudhury
3. Shri Abhiran Deb Barma	3. Shri Haricharan Choudhury
4. Shri Bhadra Mani Deb Barma	4. Shri Kshitish Ch. Das
5. Shri Maindra Deb Barma	5. Shri Sailesh Ch. Some
6. Shri Bulu Kuki	6. Smti Basana Chakraboty
7. Shri Samar Choudhury	7. Shri Tarit Mohan Dasgupta

8. Shri Bidya Ch. Deb Barma	8. Shri Sunil Ch. Dutta
9. Shri Niranjan Deb	9. Shri Benoy Bhushan Banerjee
10. Shri Kalidas Deb Barma	10. Shri Chandra Sekhar Dutta
11. Shri Gunapada Jamatia	11. Shri Hangshadwaj Dewan
12 Shri Pakhi Tripura	12. Shri Tapash Dey
13. Shri Amarendra Sarma	13. Shri Prafulla Kr. Das
	14, Shri Krishnadas Bhattacharjee
	15. Shri Benode Behari Das
	16. Shri Kalipada Banerjee
	17. Shri Subal Chandra Biswas
	18. Shri Gopinath Tripura
	19. Shri Bichitra Mokan Saha
	20. Shri Moulana Abdul Latif
	21. Shri Ajit Ranjan Ghosh
	22. Shri Sushil Kanjan Saha
	23. Shri Radha Raman Nath
	24. Shri Ananta Hari Jamatia
	25. Shri Mangchai Bai Mag

The Ayes being 13 and the Noes 25, the motion was lost.)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the main demand for grant No. 24 to vote.

The question before the House is the motion moved by the Finance Minister that a further sum not exceding Rs. 14,05,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April. 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 24—Misc. Social and Developmental Organisation, was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 4,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 35—Miscellaneous, was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now, the questian before the House is the motion moved by the Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 15,75,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 45—Loans and Advances by the State/Union Territory Government, was put to voice voto and pgssed.

The House stands adjourned till 12-30 P. M, of Weenessday, the 20th March. 1974.

ANNEXURE—"A"

STARRED QUESTION NO 142
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, খোয়াই বিভাগের রতনপুর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য রতনপুর বাসীরা সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন ?

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত রতনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য সরকার হইতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

উত্তর

২) হাঁ।

১) না

STARRED QUESTION NO. 144
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত আমপুরা বাজারে উক্ত এলাকা বাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ১৯৭৪ইং সনে কোন প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইবে কি ; এবং

২) উক্ত স্থানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের নিকট উক্ত এলাকা বাসীরা কোন দরখাস্ত করিয়াছিল কি ?

উত্তর

১) যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে অন্যান্য স্থানের দাবীর সঙ্গে এই স্থানের দাবীও পরীক্ষা করা যাইবে।

২) হাঁ।

STARRED QUESTION No. 179
By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত আর্থিক বছর (১৯৭৩ইং) বিলোনীয়া মহকুমাতে কতজন আদিবাসীকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে এবং

২) ঐ বছর ঐ মহকুমাতে কতজন আদিবাসীকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ?

উত্তর

১) বিলোনীয়া মহকুমাতে মোট ৬৮ (আটষট্টি) টি আদিবাসী পরিবারকে গত আর্থিক বছরে (১৯৭৩ইং) পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২) ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ মহকুমাতে মোট ৭০টি পরিবারের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল।

STARRED QUESTION No. 478

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state :—

QUESTION

Question No. 1—Total number of displaced persons and Camp-wise breakup of that number upto 15. 1. 74 who still wait for Rehabilitation.

Ans. 882 families consisting of 2840 displaced persons are residing in the following camps in Tripura waiting for Rehabilitation upto 15. 1. 74.

	No. of Family	Persons
1) Pabiyachara NMT Camp	215	780
2) Arundhutinagar PL ,,	444	1464
3 Amtali PL Home	223	596

Question No. 2—Whether it is a fact that a portion of the D Ps. of Pabiyachara Camp was sent to Bangladesh during 1972

Ans. 150 willing families were sent to Bangladesh from Pabiyachara Camp during the year 1972.

Question No. 3—If so, the reasons thereof.

Ans. According to the decision of the Govt only the persons who were willing to go back to their home, were sent to Bangladesh.

Question No. 4—What are the reasons for delay in rehabilitation of these D. Ps of 1964.

Ans. There was no arrangement for rehabilitation in Tripura for the refugees who entered Tripura from East Pakistan during the period from 1964 to before 25th March, 1971. Those refugees were being sent to Mana Camp for thier rehabilitation. In the year 1971 when the Bangladesh saranarthies entered in Tripura, the shifting of the East Pakistan refugees was stopped.

An arrangement has been made for the rehabilitation of the East Pakistan refugees in Tripura after return of Bangladesh saranarthies and accordingly 150 families are going to be rehabilitated within this financial year. 230 families will be rehabilitated in the next financial year.

STARRED QUESTION NO. 690

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Names of Primary Health Centres where pumping sets have been set-up for supply of drinking warter ?
2. Names of Primary Health Centres where they are not in operation ?
3. Step taken to operate them ,

ANSWER

1.
2. Materials under collection.
3.

ANNEXURE ,B'

UNSTARRED QUESTION NO. 50

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমায় মাইকুরুমা পাড়া কলোনীতে কত উপজাতি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে ?

২) তাহাদের উন্নয়নের ব্যাপারে এযাবত কি কি স্কীম গ্রহণ করা হইয়াছে এবং মোট কত টাকা ১৯৭৩ সেপ্টেম্বর পর্যান্ত খরচ করা হইয়াছে ?

৩) ইহা কি সত্য যে অদ্য পর্যান্ত ঐ কলোনীর সহিত যোগাযোগের সারা বৎসরের উপযোগী কোন রাস্তা নাই ?

৪) যদি সত্য হয় তবে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মাইকুরুমা পাড়া উপজাতি কলোনীতে মোট ৭৯ (উনাশী)টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২) উক্ত কলোনীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ১৯৭৩ সেপ্টেম্বর পর্যান্ত যে সকল স্কীম চালু করা হইয়াছিল তাহার বিবরণ ও মোট খরচের অংক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	স্কীমের নাম	মোট অর্থ ব্যয়ের অংক
ক)	জুমিয়া পুনর্ব্বাসন খাতে	৪৪,০০০ টাকা
খ)	জমি আবাদ ও কৃষি উপযোগী করার খাতে	১৩,৫০০ ,,
গ)	বীজ ধান ও অন্যান্য বীজ প্রদানের খাতে	১,০০০ ,,
ঘ)	রাস্তার কাজে	৮,৫০০ ,,
ঙ)	স্পেসিয়াল নিওট্রেশন প্রোগ্রাম	১২,৭৫০ ,,
	মোট—	৭৯,৭৫০ টাকা

৩)
৪) হ্যাঁ, মাইকুরুমা পাড়া কলোনীতে সারা বৎসরের চলাচলের উপযোগী রাস্তা নাই। উক্ত রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

UN STARRED QUESTION NO. 415

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জেল আইনে ও নিয়মাবলীতে একজন কয়েদী বা হাজতী থাকিবার জন্য ঘরের কতটুকু সংস্থান নির্দিষ্ট করা আছে ;

২) আগরতলা সেণ্ট্রাল জেলে কোন কোন ওয়ার্ডে কতজন কয়েদী এবং হাজতীর থাকার জন্য নির্দিষ্ট ঘর আছে ;

৩) গত ১৯৭৩ ১লা জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর সময়ে এই জেলে কতজন হাজতি ও কয়েদীকে রাখা হয়েছে (মাসিক হিসাব)

৪) সাব-জেল ও অন্যান্য জেলগুলিতে কতজন হাজতী ও কয়েদীর জন্য নির্দিষ্ট সংস্থান করা আছে, প্রত্যেকটির পৃথক হিসাব।

উত্তর

১) ৩৬ স্কোয়ার ফিট/৫৪০ কিউবিক ফিট।

২)

ওয়ার্ডের নাম		বন্দী থাকিবার সংস্থান
১নং	...	৪৮ জন
২নং	...	১০ ,,
৩নং	...	১১ ,,
৪নং	...	৩৭ ,,
৫নং	...	১১ ,,
৬নং	..	১০ ,,
৭নং	..	৬ ,,
৮নং	...	২০ ,,
৯নং	...	২৪ ,,
সেল	...	৩ ,,
আনন্দভবন	...	৫০ ,,
মহিলা ভবন	...	১৮ ,,

৩। জানুয়ারী ১৯৭৩ইং সন হইতে ডিসেম্বর ১৯৭৩ সন পর্যন্ত গড়পরতা দৈনিক কয়েদী ও হাজতীদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	মাস	হাজতী	কয়েদী	মোট
১৯৭৩ সন	জানুয়ারী	১৬৯·৫১	৭৭·৪২	২৪৬·৯৩
	ফেব্রুয়ারী	১৮৯·৭১	৭৫·২২	২৬৪·৯৩
	মার্চ	২০১·৬৪	৬৭·২২	২৬৮·৮৬

এপ্রিল	১৯৬·১৬	৭০·৬০	২৬৬·৭৬
মে	২১৬·৪৫	৭১·৩৮	২৭৮·৮৩
জুন	২১২·৫১	৬৯·৮০	২৮২·৩১
জুলাই	২০১·৯৩	৬৯·০০	২৭০·৯৩
আগষ্ট	২২৩·৪২	৬২·৮৪	২৮৬·২৬
সেপ্টেম্বর	২০৬·৯৩	৭০·৩০	২৭৭·২৩
অক্টোবর	২২৪·৩৮	৫৭·৮৭	২৮২·২৫
নভেম্বর	২২২·০১	৫৮·০৯	২৭৮·১০
ডিসেম্বর	২৩১·৬৭	৬১·০৯	২৯৪·৭৬

মহকুমা জেইলগুলি নিম্ন সংখ্যার হাজতী ও কয়েদীর সংস্থান আছে।

সাব-জেল	হাজতী	কয়েদী	মোট
ধর্মনগর	২৬	৪	৩০
বিলোনীয়া	২০	৪	২৪
খোয়াই	২০	৪	২৪
কৈলাশহর	২৪	১০	৩৪
উদয়পুর	২২	১০	৩২
অমরপুর	১০	২	১২
কমলপুর	১০	৮	১৮
সাবরুম	১০	২	১২
সোনামুড়া	৪০	১০	৫০

(নতুন জেলখানা তৈরীর কাজ প্রায়
শেষ অবস্থাতে আছে)

UNSTARRED QUESTION NO. 417

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Jail Department be pleased to state :—

QUESTION

1. If the West Bengal Jail Code has come into force and extends to the whole of Tripura :—
   a) the date of the introduction of this Code
   b) suspe ded rules or laws, if any.
2. If it was not introduced, then, what codes are followed ?

ANSWER

1. (a) West Bengal Jail Code has not been introduced in Tripura. The question, therefore, does not arise.

b) Does not arise.

2. The Bengal Jail Code.

UNSTARRED QUESTION NO. 420

By Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সরকার সোনামুড়া মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চলে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন অনুমান ১০ বর্গমাইল অঞ্চলের জনসাধারণের প্রাথমিক চিকিৎসার অভাব সম্পর্কে অবহিত আছেন কি ?

২) এই অঞ্চলের কয়েক সহস্র পরিবারের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মনাই পাথর ও তুই-বানদার তুইটি আঞ্চলিক বাজারে তুইটি সরকারী আউট ডোরের ডিসপেনসারী স্থাপন করার কথা বিবেচনা করছেন কি ?

উত্তর

১) উক্ত অঞ্চলের কাছে কাকড়াবন-এ ১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সোনামুড়াতেও ১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২) আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে অন্যান্য স্থানের দাবীর সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

UNSTARRED QUESTION NO. 421

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ডিসপেনসারী, প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবং হাসপাতালসমূহে ভেজাল খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হয়ে কতজন গত ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ দুই বৎসরে এডমিটেড হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক)।

২। কোন্ জাতীয় ভেজাল খাদ্য হইতে অসুস্থ হওয়ার রিপোর্ট এসেছে এবং কতজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে ; (মহকুমা ভিত্তিক) ;

উত্তর

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 433

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Jail Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জেলে হাজতী ও কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট খাদ্যের পরিমাণ তালিকা। (বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পৃথক তালিকার বিবরণ)।

উত্তর

খাদ্যের তালিকা।

খাদ্য সামগ্রীর নাম	হাজতী	সাধারণ কয়েদী	উচ্চ শ্রেণীর কয়েদী
	গ্রাঃমিঃ	গ্রাঃমিঃ	গ্রাঃমিঃ
১। চাউল	৩৭৫	২৯৫	৪৬৭
২। ডাইল	১১৫	১১৫	১১৭
৩। লবণ	২৫	২৫	২৯
৪। সঃ তৈল	২০	২০	২৯
৫। গুড়	১৫	১৫	১৪
৬। তরকারী	৪১০	৪১০	২৩৩
৭। তেঁতুল	৩	৩	৪
৮। মশলা	৭	৭	১০
৯। মাংস (সপ্তাহে ২ বার)	৭৫	৭৫	১১৭
অথবা			
মাছ	৬০	৬০	১১৭
অথবা			
ডিম	—	—	২টি
অথবা			
দুধ	—	—	৩৫০
১০। লাকড়ী	৯০০	৯০০	৯৩৩
১১। পিয়াজ	৭	৭	—
১২। আলু	—	—	১১৭
১৩। পাউরুটি	—	—	১১৭
১৪। দুধ	—	—	৫৮
১৫। মাখন	—	—	৩১

১৬। চা পাতা	—	—	১৪
১৭। চিনি	—	—	৫৮
১৮। দধি অথবা ফল	—	—	১১৭
১৯। আটা	২,৬৫	৩২০	—
২০। ঘি	—	—	৪২

UNSTARRED QUESTION NO. 434

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জেল লাইব্রেরীতে গত পাঁচ বছরে কত টাকার কি জাতীয় বই ক্রয় করা হয়েছে ?

২) বইয়ের পৃথক ক্লাসিফিকেশান অনুযায়ী মোট সংখ্যা ?

৩) গত দশ বছরে কোন্ কোন্ কোম্পানি হতে কার মাধ্যমে কি কি ব্যবস্থা ও সর্তে বই ক্রয় করা হয়েছে ?

৪) আগরতলা সেনট্রাল জেল বা তা ছাড়া অন্য কোন জেলে লাইব্রেরী আছে কিনা ? থাকিলে তার অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ ?

উত্তর

১) গত ৫ বৎসরে ১৮৯৬.৪৯ পয়সার বহি কেন্দ্রীয় কারাগারের গ্রন্থাগারে ক্রয় করা হইয়াছে পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ :—

উপন্যাস	১৪৭	পূর্ব্বের	২০৮
পৌরানিক	৬	প্রবন্ধ ও সাহিত্য	৩৭
ঐতিহাসিক	১১	নাটক	১
আত্মচরিত	১৪	শিশুদের গল্প	১১
রহস্যজনক গল্প	৯	স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প আইন	
ভ্রমণ কাহিনী	৭	ইত্যাদি	১৯
ধর্ম্ম কাহিনী	১৪	অন্যান্য	১২
	——		——
	২০৮		২৮৪

২) কেন্দ্রীয় কারাগার, আগরতলার গ্রন্থাগারে সর্ব্বমোট ২০৬০ পুস্তক আছে। পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ :—

		পূর্ব্বের	১৫৯৯
উপন্যাস	৬৩২	নাটক	১২
পৌরাণিক	১৫৩	শিশুদের গল্প	১৩৬

ঐতিহাসিক	৪৮	স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান,	
আত্মচরিত	৩৯	আইন ইত্যাদি	৭৫
রহস্যজনক গল্প	৪৮	অন্যান্য	২৫৮
ভ্রমণ কাহিনী	৫৯		
ধর্ম কাহিনী	২২৮		
প্রবন্ধ ও সাহিত্য	৩৯২		
	১৫৯৯		

৩) গত দশ বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যক্তি এবং কোম্পানী হইতে সর্বোচ্চ কমিশন দানকারী এবং প্রকাশকের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে বহি ক্রয় করা হইয়াছে।

১। গ্রন্থসদন, আগরতলা।

২। শ্রীজ্যোতি ভূষণ রায়, আগরতলা।

৩। মেসার্স দে বুক ষ্টোর্স, কলিকাতা।

৪। মেসার্স নিউ পুথিঘর, আগরতলা।

৫। মেসার্স ওরিয়েন্ট বুক সোসাইটি, আগরতলা।

৬। মেসার্স নালন্দা, আগরতলা।

৪) আগরতলা সেনট্রাল জেল ছাড়া আর অন্য কোন মহকুমা জেলে গ্রন্থাগার নাই। প্রয়োজনে সুযোগ সুবিধামত সরকারী গ্রন্থাগার হইতে বই আনিয়া বন্দীদের পড়িতে দেওয়া হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 625

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning epartment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। যে সমস্ত ছাত্র প্রি-মেডিকেল কোর্স শেষ করে এম, বি, বি, এস কোর্স এর বর্তমান session এ পড়ার জন্য ভর্তি হওয়ার আবেদন করেছেন তাদের সংখ্যা কত?

২। এই সমস্ত প্রি-মেডিকেল পাশ করা ছাত্রদের ত্রিপুরার বাইরে এম, বি, বি, এস কোর্সের চলতি সেসানে ভর্তি করার জন্য কোন্ কোন্ ছাত্রকে কোন্ কোন্ কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

উত্তর

১। ২১ জনহইতে আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে।

২। কলেজের নাম	ছাত্রের নাম
রিজিওনেল মেডিকেল কলেজ	শ্রীদুলাল চক্রবর্ত্তী
ঐ	,, অভিজীৎ চৌধুরী
ঐ	,, রবিশংকর রায়
ঐ	,, তোফিন কুমার বিশ্বাস
ঐ	,, সুধীর অধিকারী
ঐ	,, শংকর চক্রবর্তী
ঐ	শ্রীমতি সুনন্দা ধর
আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্রুগড়	শ্রীঅমিত তরফদার
মহাত্মা গান্ধী কলেজ অব মেডিকেল সাইন্স	,, অশোক কুমার সিনহা
মেডিকেল কলেজ, বোরলা	,, রতন ভট্টাচার্য্য
মেডিকেল কলেজ, ভাগলপুর	,, জ্যোৎস্নাময় দত্ত।

UNSTARRED QUESTION No. 632.

By Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে ছেলেমা ডিসপেনসারীকে (কমলপুর) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা আছে ?

২। থাকিলে পরিকল্পনাটি এখন পর্য্যন্ত কার্যকরী না করার কারণ কি ?

৩। কবে পর্য্যন্ত কার্যকরী করা যাইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

20th March, 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P.M. on Wednesday, the 20th March, 1974.

PRESENT

Shri M. L. Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, Dy. Speaker, 3 Dy. Ministers and 50 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speakar :— To-day, in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Samar Choudhury.

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৯।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা রোড ট্রেন্সপোর্ট করপোরেশন কর্মীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতন ও ভাতার হার কত ?	১) বেতন, সর্বোচ্চ ২৫০-৫৫০ টা: সর্বনিম্ন টা: ৬০-৭৫। কনটিনজেন্ট ৩য় শ্রেণী প্রতিদিন ৫ টাকা, ৪র্থ শ্রেণী প্রতিদিন মং৪ টাকা ভাতা :— ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদিগকে যেরূপ ভাতা দেওয়া হয়।
২) এই বেতন হার কি ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত হয়েছে ?	২) ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য বেতন হার কর্পোরেশন কর্ত্তৃক তাহার কর্মীগণের জন্য গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যারা কনটিনজেন্ট কনডাক্টার হিসাবে টি, আর, টি, সি,তে নিযুক্ত আছেন তাদের ডি, এ, মাত্র দৈনিক ৩ টাকা দেওয়া হয়। যে টাকায় তাদের একদিনের খোরাকির সামান্য কাছেও ঘেষতে পারে না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, এ, ৩ টাকা নয় নাইট হলট অ্যালাউন্স ৩ টাকা দেওয়া হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে যারা কনডাক-টার টী, আর, টি, সিতে বাসে যাতায়াত করেন, তাদের কাজ করেন সেই সমস্ত কনডাকটারদের দৈনিক ৩ টাকা ভাতা দেওয়া হয় ডি, এ, হিসাবে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা গাড়ীতে করে বাসের কনডাক-টারটা যান সুতরাং এর প্রশ্ন কি করে আসছে, ওটাতো ট্রাভেলিং অ্যালাউনসের প্রশ্ন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন এখানে ডি,এর কথা বলা হয়েছে নট টি,এ,।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের ভাতার কথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে সরকারী কর্মচারীদিগকে যেভাবে দেওয়া হয় সেইভাবেই তাদেরকে দেওয়া হয়। আর ওদের নাইট হলট অ্যালাউন্স ৩ টাকা করে দেওয়া হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপলিমেন্টারী প্লীজ, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যাদেরকে কনটিনজেনট হিসাবে ৫ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে রোজ, তারা কারা ?

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে যারা তৃতীয় শ্রেণী কনটিনজেনট হিসাবে কাজ করছেন তাদেরকে ৫ টাকা করে দেওয়া হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপলিমেন্টারী স্যার, তারা কি কাজ করেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা যে সমস্ত কাজ করেন তাই তারা করেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী বলতে কি কর্ম্মচারী যে রকম অফিসে কাজ করে তা নয়, টি, আর, টি, সিতে সেখানে ড্রাইভার আছে, কনডাকটার আছে, কেরাণী আছে, সেইরকম বিভিন্ন রকমের কাজ আছে, কাজেই বলছি যে ৫ টাকার কনটিনজেনট যারা ডেইলি কাজ করেন তারা কি কাজ করেন, তারা কি কেরাণী না ড্রাইভার, না কনডাকটার ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেরাণী বা কেরাণীর সমকক্ষ কাজ তারা করেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সরকারী অফিসের বেতনের যে স্কেল আছে যে ভাবে দেওয়া হয় এখানেও সবাইকে সেই ভাবে দেওয়া হচ্ছে। অ্যাসিসটেন্ট ফোরম্যান পি, ডবলিওতে পাচ্ছে ২০০—৪০০ শো স্কেল কিন্তু টি, আর, টি, সি. তে অ্যাসিসটেন্ট ফোরম্যানকে ২০০-৩০০ শো টাকার স্কেল দেওয়া হচ্ছে এইটা সত্যি কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডবলিউতে কতজনকে দেওয়া হচ্ছে আমি ঠিক এই কথা বলতে পারছি না তবে এখানে টি, আর, টি. সিতে যা দেওয়া হচ্ছে সেইটা হচ্ছে অ্যাসিসট্যান্ট ফোরম্যানকে ২০০-৩০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একটু আগে বলে-ছেন যে সরকার আমার প্রশ্নের উত্তরে খুব স্পেসিফিকেলী বলেছেন যে সরকার বিভিন্ন পদের জন্য যে পে ঠিক করেছেন সেই পেকেই ফলো করা হচ্ছে। টি, আর, টি, সিতে সেইটাকে অমান্য

করা হচ্ছে না। আমার প্রশ্ন হলো যে পি, ডবলিউর অ্যাসিসটেন্ট ফোরম্যানকে ২০০-৪০০ টাকার স্কেল দেয়া হচ্ছে তা যদি হয়ে থাকে তাহলে অ্যাসিসটেন্ট ফোরম্যানকে টি, আর, টি, সিতে তাদের জন্য ২০০-৩০০ টাকার স্কেল সেইটা কি ফলো করার লক্ষণ ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারীদের পে স্কেল সময় সময় রিভিউ করা হয় এবং এইটা নতুন বলে কর্পোরেশনটা, আমরা অন্যান্য রাজ্যে যে সমস্ত ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট রয়েছে তাদের সংগে যোগাযোগ করছি এবং তাদের সঙ্গে এইগুলি বুঝাপড়ার পর পে স্কেল আবার পে স্কেল নতুনভাবে নির্দ্ধারণ করা হবে। সাময়িকভাবে এইটা এখন করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ২৫০—৫৫০ স্কেল কতজন চাকুরিয়া সেখানে আছেন ?

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার দিস সোড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅনিল সরকার :—না স্যার, উনি বলেছেন যে সর্বোচ্চ বেতন এবং সর্ব্বনিম্ন বেতন। কাজেই তার সঙ্গে আসছে সর্বোচ্চ বেতন কতজন পাচ্ছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্ব্বোর্চ্চ বেতন দুইজন পাচ্ছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপলিমেন্টারী প্লীজ, সর্ব্বনিম্ন যে বেতন ৬০ থেকে ৭০ টাকা এইটা কতজন পাচ্ছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এইটা পাচ্ছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা এক সংগে যোগ করে আমি বলছি—৪২ জন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বলবেন যে টি, আর, টি, সিতে যে সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত আছেন তাদের অভারটাইম দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে অ্যাসিষ্টেন্ট ফোরম্যান, ফোরম্যান এরা ছাড়াও যারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রাত্র ১০টা ১১টা ১২টা অবধি টি, আর, টি, সিতে কাজ করতে হয়, এই সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি তারা বেশী সময় কাজ করেন তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে অভার টাইম থাকবে। যদি কাজ করেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তিনি এই সম্পর্কে অবগত কি না যে টি, আর, টি, সিতে এই সমস্ত অভার টাইম যারা ডিউটি দিচ্ছে একটা পয়সাও অভারটাইম দেওয়া হয় না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরা অভারটাইম পায় কি না পায় সেইটা আমি জানি না। আমি পূর্ব্বে বলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে অবগত কি না যে ওয়ান থার্ড পে-র বেশী হলে, বেসিক পে এর ওয়ান থার্ড এর বেশী হয়ে গেলে তাতে অভারটাইম দেওয়া হয় না এই নিয়ম থাকা সত্বেও যারা কাজ করছে তারা অনেক বেশী কাজ করছে এবং ওয়ান থার্ডের অনেক উপরে চলে যাচ্ছে তাদের অভার টাইম কিন্তু তারা সেই অনুযায়ী অ্যালাউন্স পাচ্ছে না এইটা সত্যি কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আইন আছে, সেই আইন অনুযায়ী তারা কাজ করছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার টি, আর, টি, সিতে বর্ত্তমান কর্মীর বর্ত্তমান যে সংখ্যা আছে এই সর্ব্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন যে বর্ত্তমান চালু আছে সেই হারে অতি অল্পসংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে বলে সমস্ত টি, আর, টি, সির কাজকর্মের খুব অসুবিধা হচেছ এবং প্রায় অচল অবস্থায় থাকছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বেতন হার চালু আছে এবং যে যে রকম কাজ করছে সে সেই রকম বেতন পাচেছ।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে দুইজন ২৫০-৫৫০ স্কেলে আছেন আর ৪২ জন ৬০-৭০ টাকা তারা পে পাচ্ছে, আর বাকী কাজ কন্টিনজেন্ট ষ্টাফ দিয়ে চালান হচ্ছে সেটা স্বীকার করবেন কি?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—আর বাকী সব কন্টিনজেন্ট ষ্টাফ দিয়ে নয়, রেগুলার ষ্টাফ অনেক আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—রেগুলার ষ্টাফ বলতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বুঝেন জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যারা কন্টিনজেন্ট ষ্টাফ নয়, যে যে পোষ্ট আছে ক্রীয়েটেড সেইসব পোষ্টের এ্যাগেইনষ্টে যাদের রিক্রুট করা হয়, তাদের রেগুলার ষ্টাফ বলা হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, টি, আর, টি, সিতে কতজন রেগুলার এবং কতজন কন্টিনজেন্ট ষ্টাফ আছে?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা পূর্ব্বেই বলেছি।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এছাড়াও রেগুলার পদ আছে। কিন্তু আপনি বলেছেন যে স্কেলের আওতায় যারা এসেছে এর সংখ্যা হচ্ছে ৪৪ জন। অন্যান্য পোষ্ট কি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি ৬০-৭৫ পর্যন্ত স্কেলে কতজন জানতে চেয়েছেন, আমি বলেছি ৪৪ জন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—টি, আর, টি, সি'র সমস্ত কর্মচারীদের বেতনের স্কেল নূতন করে তৈরী করার জন্য এবং বর্ত্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তারা যে অবস্থায় পড়েছে সেটা বিবেচনা করে তাদের পে স্কেল নূতন ভাবে বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সরকার মনে করেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট যে রয়েছে, তাদের কাছ থেকে সেইগুলি আনবার চেষ্টা করছি, সেটা এলে পরে আমরা চিন্তা করে দেখব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমানে যে অবস্থা এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে যে দ্রব্যমূল্যের যে পরিস্থিতি সেই সম্পর্কে বিবেচনা করে অবিলম্বে ত্রিপুরাতে কর্মচারীদের বেতনের হার বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সমস্ত কর্মচারীদের পে রিভিউ করার ব্যাপার। এখানে টি, আর, টি, সি, সম্পর্কে হঠাৎ করে বলা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল বিশ্বাস। শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৮।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) বর্তমান মন্ত্রীসভার আমলে টি, আর, টি, সি,তে ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার, হ্যাণ্ডিম্যান, বুকিং ক্লার্ক এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী হিসাবে প্রতি শ্রেণীতে মোট কতজনকে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হইয়াছে,

২) এবং উক্ত চাকুরী প্রাপ্তদের মধ্যে কোন মহকুমার কতজন চাকুরীতে নিযুক্ত আছে ;

৩) উক্ত পদগুলিতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে কোনরূপ সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুসরন করা হইয়াছে কিনা ;

৩) না করা হইয়া থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১) বর্তমান মন্ত্রীসভার আমল হইতে ৩১।১২।৭৩ ইং পর্যন্ত সর্বপ্রকার নিযুক্তির হিসাব।

ড্রাইভার—১৮ জন, কণ্ডাক্টার—৩২ জন, বুকিং ক্লার্ক—১৫ জন। হ্যাণ্ডিম্যান—৮৭ জন, ৪র্থ শ্রেণী—৫৫ জন, মোট—২০৭ জন।

২) চাকুরী প্রাপ্তদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব—

সদর—১৩৮ জন, কমলপুর—৭ জন, খোয়াই—১১ জন, কৈলাসহর—৪ জন, ধর্মনগর ৪৭ জন।

৩) ত্রিপুরা সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলসই টি, আর, টি, সি'র কর্মীদের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য অনুসৃত হয়।

৪) ৩ নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এটা আসে না।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—এখানে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা সরকার প্রচলিত সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুসারে এদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। কোন এ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হয়েছিল কি এদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যাপারে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কর্মসংস্থান বিভাগে লোক চাওয়া হয়েছিল এবং তার মধ্যে রেজিষ্ট্রী করা যে লোক আছে, তার মধ্যে থেকে ইন্টারভিউ নিয়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—আমার প্রশ্ন ছিল এ্যাডভারটাইজমেন্ট টি, আর, টি, সি, থেকে দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডভার্টাইজমেন্ট পৃথক করে হয়তো দেওয়া হয় না, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে লোক চাওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, দক্ষিণ ত্রিপুরাতে কি লোকের নাম চাওয়া হয়নি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু উত্তর বা দক্ষিণ বলে কোন লোক চাওয়া হয়নি, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যাদের নাম রেজিষ্ট্রী করা আছে, তাদের মধ্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—শুধু দক্ষিণ ত্রিপুরাই নয়, সোনামুড়াও বাদ গেছে। তাহলে কি বুঝতে হবে যে ইচ্ছা করে এই জায়গা থেকে নাম চাওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যাপারটা হয়েছিল আমি যতটুকু জানি, প্রথমে টি, আর, টি, সি, যখন চালু হয়, তখন সর্ব্বপ্রথম যাদের রিক্রুটমেন্ট ইত্যাদি করার প্রয়োজন ছিল, এদের এডহক বেসিসে কিছু লোক সেখানে নিয়োগ করা হয়। তাদের মধ্যে যাদের নাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম যাদের রেজিষ্টার্ড ছিল, পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্য থেকে সেইগুলি রেগুলারাইজ করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে কি বুঝতে হবে উদয়পুর, সোনামুড়া, বিলোনীয়া, অমরপুর একজনও হ্যাণ্ডিম্যান বা ড্রাইভার ছিলনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তা নয়। সেখানে নিশ্চয়ই কিছু লোক আছে, থাকবেনা সেইরকম কথা নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সরকারের টি, আর, টি, সি, বেকারদের ব্যাপারে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, এটাই কি আমরা বুঝবনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয়, উত্তরাঞ্চলে প্রথমে টি, আর, টি, সি, চালু হয়েছিল বলেই, ঐদিক থেকে লোক নেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণাঞ্চলে চালু যদি হত, তাহলে সেখান থেকে নেওয়া হত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ঐ অঞ্চলের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে লোক ডাকা হয়নি, এ কথাকি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চান ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে প্রথমে রিক্রুটমেন্টের পূর্ব্বে এডহক এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, এবং যাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম ছিল, তাদের হয়তো রেগুলারাইজ করে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী দুই রকম কথা বলছেন। একবার বলছেন যে উত্তরাঞ্চলে চালু হয়েছে বলে উত্তরাঞ্চল থেকে লোক নেওয়া হয়েছে। আবার বলছেন যে প্রথমে এডহক বেসিসে নেওয়া হয়েছিল, পরে রেগুলারাইজ করা হয়েছে। কথাটা হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে সমগ্র ত্রিপুরার সমান সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত। শুধু মাত্র সদর, খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত নয়, সেটা মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমি স্বীকার করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে ঐসব বেকারদের ক্ষেত্রে বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার করেছেন টি, আর, টি, সি, সেটা কি স্বীকার করেন না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বৈমাতৃসুলভ আচরণের ব্যাপার নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ঐ অঞ্চলের লোকদের ডাকা হয়নি, কিন্তু ডাকা উচিত ছিল. তাহলে কি বুঝব বৈমাতৃসুলভ না হলেও দুই রকম ট্রীটমেন্ট করা হয়েছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জিনিষটা বলেছি যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার আগে কাজ চালু করার জন্য কিছু লোককে এডহক এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, পরে যাদের নাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রেজিষ্ট্রি করা ছিল, তাদের রেগুলারাইজ করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ঐ অঞ্চলের লোকদের ডাকা হয় নি। কাজেই ঐ অঞ্চলের বেকারদের প্রতি টি, আর, টি, সি,র কর্তৃপক্ষ ঠিক ব্যবহার করেন নি, এইজন্য আমাদের এত ক্ষোভ।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি. আর, টি, সি'র একটা ইন্টারভিউ বোর্ড আছে। তবে তাদের সেই বোর্ড-এর মারফত নেওয়া হয়েছে কি না. সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে টি, আর. টি, সি চালু হবার আগে এডহক বেসিসে কিছু রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল. তার সংখ্যাটা বলবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংখ্যাটা আমার কাছে নেই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—টি, আর, টি, সি, চালু হওয়ার পূর্ব্বে আমি বলি নি। আমি বলেছি চালু হওয়ার পরেই, কিন্তু রেগুলার ওয়েতে তাদের রিক্রুটমেন্ট করার পূর্ব্বে।

শ্রীঅনিল সরকার :- চালু হওয়ার পরে যে এড হক ভিত্তিতে রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছে সেই সংখ্যাটা কত ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সেই সংখ্যাটা আমি বলতে পারব না।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার সার্ভিস অ্যাণ্ড রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুসারে ওদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। সার্ভিস রুলস অনুসারে অ্যাডভারটাইজমেন্ট আণ্ড ইন্টারভিও ইজ এন এসেনসিয়াল প্রসিডিউর। সেটা ভায়লেট করা হয়েছে। এইখানে যে লিষ্ট দিয়েছেন ধর্মনগর, খোয়াই এবং কৈলাসহরের, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে খোয়াই এর যে লিষ্ট তিনি দিয়েছেন ১১ জনের নাম তাদের অধিকাংশই আগরতলার লোক এবং অ্যাড্রেস দিয়েছে খোয়াইএর কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াই-এর অ্যাড্রেস থাকলেই আগরতলার লোক সেটা কি করে বুজব ?

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—আগরতলার লোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার জন্য ইনটেনশনালী খোয়াইর অ্যাড্রেসে নাম এনট্রি করানো হয়েছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যে প্রার্থী সে নাম দেবে, অ্যাড্রেস দেবে। এটা তো টি, আর টি সি, দেয় নি।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে তদন্ত করে দেবেন কিনা? ত্রিপুরার সব ছেলেরাই চাকরী পাক আমরা চাই কিন্তু কোন কোন অঞ্চলের ছেলে যদি না পায় তাহলে এটা মারাত্মক কথা। না হলে টি, আর টি, সি,-এর এত কথা আমাদের বলতে হত না। এই ব্যাপারে তদন্ত করা হবে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও প্রশ্নের উপর আমার উলটা প্রশ্ন করবার কোন স্কোপ নাই তথাপি মাননীয় সদস্য ১১ জনের কথাই বলেছেন কিনা সেটা আমার জানা দরকার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—অধিকাংশই। আমি জানতে চাই এই কারচুপি তদন্ত করে দেবেন কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি দেখব।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এখানে যে লিষ্ট দিয়েছেন তাতে আমরা দেখলাম আগরতলাতে ম্যাকসিমাম, সেকেণ্ড ধর্মনগর। তাহলে এটা কি আমরা ধরে নিতে পারি যে ধর্মনগরের একজন সদস্য ছিলেন বলে আগরতলার পরেই ধর্মনগরের স্থান হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সভা নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবুল্ কুকী অ্যাণ্ড শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীবুল্ কুকী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৯।

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৯৯।

প্রশ্ন

১) টি, আর, টি, সি, কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

২) উহা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭৩ সন পর্যন্ত মোট কত টাকা আয় এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব,

৩) যদি এই সংস্থা লোকসানে চলে থাকে, তবে তার কারণ।

উত্তর

১) ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশান ১৯৬৯ ইং স্থাপিত হয়।

২) অডিট সাপেক্ষ আনুমানিক ব্যয় ও আয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আর্থিক বৎসর	আয়ের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ
১৯৭১—৭২ ইং	টাকা ৪৪,১৪,২০৯·৭৭ পাঃ	টাকা ৪৩,৫৮,০০৩·১৮ পাঃ
১৯৭২—৭৩ ইং	,, ৩৬,১৬,৪৪৫.৯৮ ,,	,, ৩৯,৪০৭৯৯.৩৩ ,,
১৯৭৩—৭৪ ইং (১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত)	,, ২১,৪০,০৭৪,৯০ ,,	,, ১৯,৫৯,৯৬৮·৭৮ ,,

৩) লোকসানের কারণ সমূহ নিম্নরূপঃ —

১) পরিবহনযোগ্য মালের পরিমাণের অবনতি ।

২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জ্বালানী, পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ও সংস্থাগত ব্যয়ের বৃদ্ধি ;

৩) প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ে সীমিত সুযোগ ;

৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অযৌক্তিক রেল ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে পরিবহনযোগ্য মালের মাত্রার অবনতি ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে বিভিন্ন গাড়ীর পার্টস নষ্ট হওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে চুরি যাওয়ার ফলে টি, আর. টি, সি, এর লোকসানের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলছে ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের রিপোর্ট আমাদের কাছে নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—পার্ট'স নষ্ট হওয়ার পরে গাড়ী আটকে যায় রাস্তায়, সময়মত এখন আর চলে না পার্টসের জন্য, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কি ?

শ্রীশেলেস চন্দ্র সোম ;—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাড়ীর পার্ট'স নষ্ট হতে পারে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্ম :—কেবল নষ্ট নয়, বহু পার্টস চুরি হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কি ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন তাতে দেখা যায় যে এরকম ওয়ার অ্যাণ্ড টীয়ার টি, আর, টি, সি. এর একটা বিরাট পরিমাণ ক্ষতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই যে লোকসান হচ্ছে তাতে সমস্ত মূলধন ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা। সেটা নিয়ে একে সেলফ সাফিসিয়েন্ট করার জন্য এবং সামান্যতম মুনাফা করার জন্য বর্তমানে সরকার কোন পরিকল্পনা করেছেন কি এবং যদি না করে থাকেন তাহলে কেন করেন নি দয়া করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে হিসাবটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অডিট সাপেক্ষ। সুতরাং অডিট হয়ে এলে নিশ্চয়ই ডিপ্রিসিয়েশান কষ্ট যেটা হয়েছে সেটাও তার মধ্যে থাকবে এবং তখন অ্যাকচুয়াল পজিশানটা বুঝা যাবে এবং তার ভিত্তিতে তখন এটার ফিনানসিয়াল কনডিশান ইমপ্রুভ করা সম্পর্কে চিন্তা নি:সন্দেহেই করা হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি তো এখানে ১৯৭১—৭২ হিসাবটা দিয়েছেন, কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৩ সাল পর্য্যন্ত মোট কত টাকা আয় হয়েছে. এটা তো আমাদের জানার প্রয়োজন। কাজেই আপনি এই হিসাবটা আমাদেরকে দিবেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. যদিও ১৯৬৯সালে এই টি, আর, টি, সিটা গঠিত হয়েছে, তথাপি মাত্র ১৯৭১—৭২ সাল থেকেই এর কাজ আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে প্রাইভেট বাসের সংগে প্রতিযোগিতায় টি, আর, টি, সির লস হচ্ছে। এখন এই প্রতিযোগিতা তো থাকবেই কিন্তু এই

লস দিয়ে সরকার টি আর, টি, সি, বাস চালাবার কথা চিন্তা করছেন, না অন্য কোনও চিন্তা করছেন, জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টী, আর, টি, সির কথা বলতে গিয়ে তিনি হয়তো ট্রাকের কথা বলেছেন। কাজেই এই কম্পিটিশনে গিয়ে যাতে টিকে থাকতে পারে, সেজন্য সরকার চিন্তা করছেন এবং তার জন্য ব্যবসার নূতন নূতন সুযোগ খুজে নেওয়া হচ্ছে। যেমন রেলওয়ে আউট এজেন্সীর মাল পরিবহণের যে দায়িত্ব, এটাও তারা এন, এফ, রেলওয়ের কাছ থেকে পেয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত ;—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে অডিট সাপেক্ষে হিসাব দিয়েছেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই অডিট সাপেক্ষে তার আয় ব্যয়ের হিসাব নিরূপণ করে। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে অডিট সাপেক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বর্তমান পর্য্যায়ে মাননীয় মন্ত্রীরা এই ক্ষতি রোধ করা যায় কিনা, তার জন্য এই এ্যাসেম্বলীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করবেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে টি, আর, টি, সি হচ্ছে স্বংশাসিত সংস্থা এবং এটা সরকারের অধীনে সরকারী কাজ করছে। কাজেই এই জিনিষটা আমি তাদের গোচরীভূত করব, যাতে তারা এটা বিবেচনা করে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—স্যার, টি, আর, টি, সির মেজর ডিসিশনটা কে নেবে ? অথচ টি, আর, টি, সিকে এই ডিসিশনটা নিতে বলা হচ্ছে, যদিও সরকার তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি এই ডিসিশনটা মন্ত্রী সভাকে নিতে হবে।

শৈলেশ চন্দ্র সোম :—স্যার, আমরা টি, আর, টী, সিকে এটা গোচরীভূত করব, যাতে তারা এই বিষয়ে বিবেচনা করে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আপনি নিশ্চয় জানেন যে আগে যখন নাকি প্রাইভেট বাসগুলি এই সমস্ত রাস্তায় চালু ছিল, তখন দেখা গেছে মালিকেরা একটা বাস নামানোর পর পরবর্ত্তী বছর দুই-এর মধ্যে তারা আর একটা বাস নামাত, ঐ আগের বাসের আয় দিয়ে আর আপনার হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমাদের লস হচ্ছে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এটার মধ্যে দুর্নীতির চক্র ঢুকানোর ফলে এই ধরণের লসটা হচ্ছে, এটা স্বীকার করবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা আপনার মত।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এই সম্পর্কে উনার মতামত কি, সেটাই আমরা জানতে চাই ?

মিঃ স্পীকার :— কেন লস হচ্ছে, তিনি তো তার উত্তর দিয়েছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আমি বলেছি যে এর মধ্যে দুর্নীতি ঢুকার ফলে লস হচ্ছে, এটা তিনি স্বীকার করেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটাতো আপনার এক্সপ্রেশান, ইউর এক্সপ্রেশান অব অপিনিয়ন।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আমরা দেখে আসছি যে সবসময়ে এইরকম দুই একটা প্রশ্নের উত্তর উনারা দিয়ে থাকেন। তবে আজকে যদি না এ্যালাউ করেন, তাহলে এটা সতন্ত্র কথা। সে যা হউক আমি জানতে চাইছি যে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি যে সেখানে চোরা পথে স্পেয়ার পার্টস, পেট্রোল এবং অন্যান্য জিনিষপত্র বিক্রী হচ্ছে এবং সেজন্য লোকসান হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—স্যার, এই কথা সত্য নহে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করবেন কি যে প্রাইভেট বাস যখন চালু ছিল, তখন ক্ষতি হত না। আর এখন আমাদের টি, আর, টি, সির বাস যে সব লাইনে চালু আছে, সেখানে দুইটি ষ্টেপেজের মাঝামাঝি জায়গাতে যদি লোক আসতে চায়, তাদেরকে তোলা হয়না, যদিও সেই বাস খালি থাকে। কাজেই এটা লোকসান হওয়ার একটা কারণ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাড়ীর স্টপেজ যেখানে যেখানে আছে, সেখানে সেখানে থামবে। আর উনি বলেছেন মাঝখানে থামেনা বলে লোকসান হচ্ছে ...

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—স্যার, আমি জানতে চাইছি স্টপেজগুলি না বাড়ানোর ফলে এই লসটা হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এটা স্যার, আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কথা কি সত্য যে বাসগুলি বসে থাকছে, অথচ দক্ষিণ ত্রিপুরাতে প্লাই করছে না বলে এই টি, আর, টি, সির লোকসানটা হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—স্যার, এটা সত্য নহে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—বাস বসে নেই? আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছি যে বাস বসে আছে, অথচ দক্ষিণ ত্রিপুরাতে প্লাই করছে না, আর সেজন্য এই লোকসানটা হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিপূর্ব্বে এই হাউসে বলা হয়েছে ষ্টেণ্ড বাই হিসাবে মাত্র দুইটি বাসকে রাখা হয়েছে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে টি, আর, টি, সির বাস যেখানে যেখানে থামে সেখানে সেখানে যাত্রীদের জন্য পেস্রাবাগার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া উচিত।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পরিবহন ব্যবস্থার অবনতির জন্য এই লসটা হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতির মধ্যেও নূতন নূতন কতগুলি ট্রাক রাস্তায় চলছে, যেগুলি নাকি প্রাইভেট মালিকেরা নামিয়েছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে জবাবটা সেই সময়ের, ভবিষ্যতের জন্য নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সে সময়ের মধ্যেও প্রাইভেট মালিকেরা অনেকগুলি ট্রাক নামিয়েছেন এবং তারা যথেষ্ট পরিমাণে মাল পরিবহন করছেন, অথচ আমাদের টি, আর, টি, সির ট্রাকগুলিকে নামিয়ে লস দেওয়া হচ্ছে ? কারণ একজন ছাত্র-পরিষদ নেতা দীপঙ্কর দাশগুপ্তকে অফিসার হিসাবে নিয়োগ করার জন্য...

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার দীস সুড নট বি এ সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি বলেছেন যে এটা ১৯৭১ সাল থেকে আরম্ভ করেছে এবং এখন কাজ চলছে তবে যে হিসাবটা দিয়েছেন সেটা অডিট সাপেক্ষে। এখন অডিট কতবছর পর পর হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—অডিট সাধারণত: প্রতি বছরই হয়ে থাকে।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রতি বছরই যদি অডিট হয়ে থাকে তাহলে এতদিন পর্যান্ত এই প্রতিষ্ঠানটির অডিট না হওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এতদিন পর্যান্ত কাজকর্ম্মের অসুবিধার জন্য সেটা সম্ভব হয়নি।

শ্রীবুলু কুকী :—স্যার, আমরা জানি উনি বলেছেন প্রতি বছর অডিট হয়। কিন্তু দীর্ঘ তিন বছর যাবত অডিট হচ্ছে না এবং প্রতি বছরই লস হচ্ছে। প্রতি বছর যদি অডিট হত তাহলে প্রতি বছর লস হত না। লস হওয়ার জন্যই অডিট করান হয় নাই এবং যারা চুরি করে তাদের সুযোগ দেওয়ার জন্যই অডিট করান হয় নাই এটা সত্য কি না। মাননীয় মন্ত্রীমশাই এটা জানাবেন কি না ?

মি: স্পীকার :—প্লীজ টেক ইউর সিট।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য নহে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে অডিটর কে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—অডিটার কে সেটা আমার জানা নাই।

মি: স্পীকার '—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০২

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নম্বর ৬০২

প্রশ্ন

১) সদর বিভাগে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে, তবে তাহাদের কি পরিমাণ অর্থ ও জমি দেওয়া হইবে ?

৩) কতজন প্রাক্তন সৈনিক সরকারের নিকট পুনর্ব্বাসনের জন্য আবেদন করিয়াছেন ?

উত্তর

১) কেবল মাত্র প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য কোন পরিকল্পনা নাই। সত্তবছলে ১৯৬২ ইং সনের ত্রিপুরা (এলটমেন্ট অব ল্যাণ্ড) রুলস অনুসারে ত্রিপুরার ভূমিহীন প্রাক্তন সৈনিকগণকে এবং কর্ম্মরত সৈনিকগণকে পুনর্বাসনের জন্য ২ (দুই) স্ট্যাণ্ডার্ড একর পরিমিত খাসের জমি আবেদন ক্রমে দেওয়া হয়।

২) প্রশ্ন উঠে না

৩) সমগ্র ত্রিপুরায় ৭১১ জন প্রাক্তন সৈনিক তাহাদের নামে ভূমি বন্টনের জন্য সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সব প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের কোথায় কোথায় দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন স্থানেই দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে খোয়াই মহকুমার করংগী ছড়ায় দেওয়া হয়েছিল আর সদরের—দীনদয়াল নগর, পশ্চিম নোয়াবাদী, মধুবন, চড়িলাম, ও বিশ্রামগঞ্জ অঞ্চল, গোলাঘাটী সিমনা, দুর্গাচৌধুরী পাড়া, মধুপুর, রাণীর বাজার, বাধারঘাট।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, খোয়াইর করংগীছড়ায় যাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল এখন সেখানে কটি পরিবার বসবাস করছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্ট অনুযায়ী দেখছি যে তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি যে জিরানীয়াতে কতজন প্রাক্তন সৈনিককে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক জনকে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—সেই মহাপুরুষ ব্যাক্তিটি কে বলতে পারেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ব্যক্তির নাম আমার কাছে নাই।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খোয়াইর করংগী ছড়ায় যাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল আসলে তাদের কাউকে সেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়নি, উরা শুধু টাকাটা নিয়ে গেছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে ওরা ঐ জায়গায় নেই, ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। কিন্তু পুনর্ব্বাসনের টাকা নিয়েছে এই কথা সত্যি।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সেখানে গভর্ণমেন্ট খরচায় উদের থাকার জায়গা করা হয়েছিল, কিন্তু কোন লোক সেখানে যায়নি এবং উদের পাওনা টাকা নিয়ে উরা চলে গিয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ওদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল এবং টাকাও দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্যি গভর্ণমেন্টের নিয়ম অনুসারে পুনর্ব্বাসনের জায়গাতে বসবাস না করলে রিহেবিলিটেশানের পুরা টাকা পায় না তৎসত্বেও উরা টাকা পেয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছিল এখন চিন্তা করা হচ্ছে যে জায়গাতে না থাকলে টাকা যাতে না দেওয়া হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি জিরাণীয়া এলাকায় প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি খাস জায়গা থাকে তাহলেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে এই কথাই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই প্রাক্তন সৈনিক বলতে কাদের বুঝায় (ইন্টারাপশান—হাস্যধ্বনি) মহারাজার আমলের প্রাক্তন সৈনিক আছে স্বাধীনতার আমলের প্রাক্তন সৈনিক আছে, কোন সৈনিক বুঝায় (ইন্টারাপশান) এই রকম ঘটনা হচ্ছে—একজন ক্যাপ্টেন সার্টিফিকেট দিচ্ছে—এমন কি সবাইকে। মাননীয় মন্ত্রী এই খবর রাখেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডি, এস, এস, এণ্ড এ, বোর্ড আছে সেই বোর্ডই প্রাক্তন সৈনিকদের সার্টিফিকেট দেয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে বোর্ডের কথা বলছেন এই বোর্ডে কে কে আছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেলাশাসক, তার অধীনে তার সেক্রেটারী আছেন, একজন প্রাক্তন সৈনিক।

শ্রীঅমর চোধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই গোলাঘাটিতে কাকে কাকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই নাম দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে করংগী ছড়ায় যে জমিটা প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য রাখা হয়েছে এটা কি সত্য সেই জায়গা প্রাক্তন কোরেলিয়ান সৈনিকদের জন্য রাখা হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী হাউসকে মিসলিড করছেন এবং সম্পূর্ণ তথ্য উনি জানেন না। করংগী ছড়ায় ত্রিপুরার কোন প্রাক্তন সৈনিককে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় নাই। আমি প্রমাণ দিতে পারি। কোরেলিয়ান প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য—ত্রিপুরার কোন প্রাক্তন সৈনিককে সেখানে কোথায় পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেটি উনি দেখিয়ে দিতে পারবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটাই ছিল প্রাক্তন সৈনিকদের (ইন্টারাপশান)।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য কলোনী করে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য কিছু টাকা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল ত্রিপুরার কোন জায়গাতে প্রাক্তন সৈনিকদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি সেটি মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাক্তন সৈনিকদের প্রশ্নের জবাবে আমি প্রথমেই বলেছি যে খাস জায়গা ভূমিহীন প্রাক্তন সৈনিকদের মধ্যে দেওয়া হয় এবং সেজন্য তাদের আর্থিক সাহায্যও করা হয় এবং সম্ভব স্থলে করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন স্কীমটা কি ধরণের এবং এরা কি কি সুবিধা পাচ্ছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য ভূমিহীনরা যে সব সুবিধা পেয়ে থাকে তাদেরও সেই সব সুবিধা দেওয়া হয়। আলাদা কোন স্কীম নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি বিলোনীয়ার রাজনগর এলাকায় প্রাক্তন সৈনিকদের এলটমেন্ট দেওয়ার জন্য জমি সংরক্ষিত আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়াতে কিছু পুনর্বাসন হয়েছে কিন্তু রাজনগরে হবে কি না এটা আমার জানা নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি চড়িলাম এলাকায় প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে—কতজনকে দেওয়া হয়েছে কোথায় দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নাম বলবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকায়—সেখানে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় নয়—সেখানে ৫০ জনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ১১১ জন প্রাক্তন সৈনিককে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত সেই ১১১ জনের মধ্যে ঐ সব এলাকায় কতজন আছেন জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে অনেক জায়গায় আছেন শুধু করংগী ছড়ার মধ্যে নেই এবং অন্যান্য জায়গায় কিছু কিছু ডেজার্ট হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সঠিক সংখ্যাটা জানতে চেয়েছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সঠিক সংখ্যা এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী প্লিজ, ১১১ জন সৈনিককে কত একর খাস জমি বন্টন করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা পৃথক প্রশ্ন করলে দেওয়া যেতে পারে, এক প্রশ্নের মধ্যে এতগুলি দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—আপনি বলেছেন, দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর করে দিয়েছেন এই এতজনকে আসলে কতটুকু করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা বলা সম্ভব নয়, এইটা এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে তাদের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পর্য্যন্ত যা দেখা যায় যে করংগিছড়াতে যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ১১১ পরিবার তাদেরকে ২,১৯,০০০টা ঋণ এবং ৬৪২০ টাকা ক্ষয়ক্ষতি সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীঅনিল সরকার :—একটা করংগিছড়ার কথা বললেন আরও তো অনেকগুলি রয়ে গেছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—অনেকগুলির তথ্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন, প্রশ্ন হচ্ছে সদর বিভাগের প্রাক্তন সৈনিকের, এই করংগিছড়া কি স্যার, সদর বিভাগে না কোথায় ?

মিঃ স্পীকার :—করংগিছড়া তো খোয়াইতে, কাজেই ইট কামস আণ্ডার সদর।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—ওয়ান সাপলিমেন্টারী স্যার, প্রশ্নটা ছিল সদর বিভাগের, মাননীয় মন্ত্রী, ইনচার্জ মন্ত্রী তিনি খোয়াইর কথা বলেছেন, ভাল, আমরা বেশী পেলাম কিন্তু সদর জিরানীয়া ব্লকের বরাকালের নিকটে অইলুঙ্গার কিছু সংখ্যক প্রাক্তন সৈনিককে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদেরকে জমি বুঝিয়ে দেওয়ার পরে তারা কোথায় গেছে ? ত্রিপুরাতে নাই এই রকম কোন সংবাদ সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন সংবাদ সরকারের কাছে নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আশ্চর্য্যের কথা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিজে জানি সেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল, সেই জায়গায় এখন এমনিতে ডিপার্টমেন্ট থেকে দিচ্ছে না, যেটা পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন সৈনিকদেরকে তারজন্য কোন ভূমিহীনকে প্রোভাইড করছে না সেখানে ডিউ টু ব্রিফ রিজনস।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি কি সরকারকে জানিয়েছিলেন ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারকে জানানো হয়েছে যে এই জায়গাগুলি অইলুঙ্গার এই যে ভূমিহীনদের জন্য রাখা হয়েছে সেইটা প্রাক্তন সৈনিকদেরকে দেওয়া হয়েছে পুনর্ব্বাসনের জন্য, তার জন্য আমরা অন্য জায়গায় এলটমেন্ট করে দিতে পারবো না সরকার থেকে বলেছে হোয়াট ইজ ডিস্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট এবং এস, ডি, ও তারা তো সরকারের অংগ, তারা সরকারের কর্মকর্তা, তারা যদি বলে যে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সরকার আবার বলছে জানেন না। এইটা কত রকমের হয়েছে ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার কত প্রকার ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে জিরানীয়াতে এই বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে যদি খাস জমি পাওয়া যায় কতজনকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা হচ্ছে যে, যদি জমি পাওয়া যায় তাহলে, যদি জমি পাওয়া যায় এইটার উপর কিছু বলতে পারবো না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—যদি জমি পাওয়া যায় কতজনকে দেওয়া হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যদি জমি পাওয়া যায়, তার উপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জবাব দিতে পারবো না।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি "যদি করে" প্রশ্নটা করেছেন, প্লিজ টেক ইওর সীট

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে মহারাজার আমলে গ্রামরক্ষী বাহিনী যারা ছিল এই গ্রামরক্ষী বাহিনী কি প্রাক্তন সৈনিক পর্য্যায়ে পড়ে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামরক্ষী বাহিনী সৈনিকের পর্য্যায় ভুক্ত পড়ে, তবে সেই প্রশ্ন না হয়ে—

শ্রীবুলু কুকী :—পরে কি না ?

মি: স্পীকার :—গ্রামরক্ষী বাহিনী সৈনিকের পর্যায়ে পরে কি না, এইটা উনার প্রশ্ন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামরক্ষী বাহিনা সৈনিকের পর্যায়ে পড়ে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবু যে কথা বলেছিলেন যে জায়গা বুঝিয়ে দেওয়ার পরে সৈনিকরা সেখানে বসবাস করে নি, যখন একজন সদস্য বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে এইটা সত্য কি না সেইটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন সৈনিকদের দেওয়া হয় তখন জায়গা দেখিয়ে তাদেরকে দেওয়া হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, সদর বিভাগের জিরাণীয়া এলাকায় বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কতজন প্রাক্তন সৈনাকে পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—জিরাণীয়ায় বর্ত্তমান বৎসরে কতজনকে দেওয়া হবে সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে মধুবন এলাকায় প্রাক্তন সৈনিকদেরকে পুনর্বাসন দিতে গিয়ে উপেন্দ্র চৌধুরী এবং তার ভাইয়ের একটা বিরাট অংশ জোর করে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে এখন বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে যার ফলে এই পরিবারটা একটা অসহায় অবস্থায় পড়েছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম;—এমন কোন সংবাদ আমার কাছে নেই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—সাপলিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে আমি এই তথ্য রেখেছি উনি সেই বিষয়টা একটু তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওরা যদি সেই সম্পর্কে আবেদন করে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—সাপলিমেনটারী স্যার, কতজন প্রাক্তন সৈনিক করেছে, মাননীয় মন্ত্রীমশায় যে সংখ্যা দিয়েছেন সেইটা ত্রিপুরা ভিত্তিক দিয়েছেন যে ৭৭১ জন আবেদন করেছেন। এই আবেদনকারীদের মধ্যে কতজনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী,

মহোদয় এইটা স্বীকার করবেন কি যে অ্যাক্স-সার্ভিসম্যান আরও বেশী আবেদন থাকা সত্বেও এবং ডি, এস, এস, এণ্ড এ, বোর্ডের রিকমেণ্ডেশন থাকা সত্বেও অনেককেই পুর্নবাসন আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তো স্বাভাবিক প্রত্যেককে পুনর্বাসন আমরা দিতে পারি নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—এদেরকে কবে পর্যন্ত পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যথা সময়ে যখন সমস্ত কাজকর্ম্ম ঠিক হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—যথা সময়টা কি সেইটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বুঝিয়ে বলবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেই সমস্ত খাস জমি আছে কি না, থাকিলে কতখানি আছে এবং তার প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষ এইগুলি স্থির হওয়ার পরে এইটা সম্ভবপর হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৩ স্যার।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) কৈলাশহরের লালছড়া উপজাতি সবার্থ সাধক সমবায় সমিতি ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বছরের মধ্যে কত টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে ও কত টাকা সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে?	কৈলাশহরে লালছড়া উপজাতি সবার্থ সাধক সমবায় সমিতি নাই। তবে লাল ছড়া সবার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি আছে। ১৯৭২-৭৩ইং আর্থিক বছর থেকে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরের মধ্যে উক্ত সমিতি কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করে নাই ও সদস্যদের মধ্যে বিলি করে নাই।
২) কোন তারিখে সমিতির সবশেষ অডিট করা হইয়াছে?	১৯৭১-৭২ সমবায় বৎসরের অডিট ১০ই মার্চ ১৯৭৩ইং তারিখে শেষ করা হয়।

Mr Speaker :—Question hour is over. Minister may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred questions and also to the Starred questions which were not answered orally.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER.

Mr. Speaker :—Now, I put an announcement to the House.

I have received the suggestion of the Leader of the opposition regarding business of the House for 21st March, 1974. Only two hours, business kept for that day. This has also necessitated adjustment of the programme within the time schedule fixed by the Business Advisory Committee. Members will get revised co of the programme in due course.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received the following Calling Attention Notices on the sucjects of —

১) সম্প্রতিকালে সরকারী ছাপাখানা হইতে লাখ লাখ টাকার টাইপ পাচার সম্পর্কে-রেইস্‌ড বাই শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা, এম, এল, এ,

২) গত ১৮ই মার্চ ধর্ম্মনগরের বাগনা গ্রামের গ্রামবাসীদের উপর ও কমলপুর মহকুমার বার্লীগাঁও গ্রামের কতিপয় গ্রামবাসীর উপর বি, এস, এফ, র অত্যাচার সম্পর্কে,—রেইস্‌ড বাই শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা এণ্ড শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত, এম, এল, এ,

৩) সাবরুম মহকুমার বৈষ্ণবপুরের সরকারী পাম্প সেটটি নষ্ট থাকায় বোরো ধানের প্রভূত ক্ষতি ও সমগ্র ত্রিপুরায় ডিজেল ও মবিলের অভাবে বোরো ও আর্লি ভেরাইটীজ শস্যক্ষেত্রে পাম্প মেশিনের সাহায্যে জলসেচের অবস্থা ও তজ্জনিত প্রভূত ক্ষতি সম্পর্কে—রেসড বাই শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী এণ্ড শ্রীযতীন্দ্র-কুমার মজুমদার, এম, এল, এ,

৪) টি, এ, পি, কম্যাণ্ডেন্ট পদে মি: প্রিয়রঞ্জন এর নিয়োগ এবং সি, আর, পি, বি, এস, এ, ও বি, এম, পি, নিয়োগ ইন্সপেক্শানের প্রতিবাদে পুলিশের প্রতিক্রিয়া ও পোষ্টারি ; সম্পর্কে—রেইস্‌ড বাই শ্রীতাপস দে, এম, এল, এ,

Mr. Speaker :—I have given my consent to the Notices of the Hon'ble Members. I would request the Hon.ble Minister-in-charge to make statements. If the Hon'ble Minister is not in a position to make statements today he will kindly give me a date when the Calling Attention Notices will be shown on the order paper for statements.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহার যে কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ আছে, সেটার উত্তর আমি কালকে দেব। অপর দুটির উত্তর ২২শে তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :—এণ্ড এ্যাবাউট আদার মেম্বারস ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কলিং এ্যাটেনশান নোটিশের জবাব পরশু দিন—শুক্রবার দেব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয়, পার্টিকুলার একটা জায়গায়, যেখানে পাম্প সেটের ভরসায় ধান চাষ করা হয়েছিল, সেই গাছগুলি মরে যাচ্ছে, সেই সম্পর্কে কালকে জবাব দিতে পারেন না কেন ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ আপ টু দি অনারাবল মিনিষ্টার টু সে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি তো ডাইরেক্ট মিনিষ্টারকে বলতে পারিনা, তাই আপনার কাছে রাখছি আমার কথা। আশা করি মন্ত্রী মহোদয় কালকে এই সম্পর্কে ষ্টেটমেন্ট করবেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কলিং এ্যাটেনশান পাওয়া গেছে। সুতরাং সাবরুম থেকে তার ইনফর্মেশান জোগাড় করে আনেতে হবে এর জন্য হয়তো কালকে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবেনা. তাই আমি পরশুদিন দেব বলেছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, নিয়ম মত আমি কলিং এ্যাটেনশ্যান নোটিশ দিয়েছি। আমি একদিন দুইদিন আগেতো সেটা আনতে পারিনা। তিনি কালকে বিকালবেলা ষ্টেটমেন্ট করুন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মাননীয় মন্ত্রীকে আবার অনুরোধ করব।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে বিকালের দিকে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

Mr. Speakar :—There is one Calling Attention Notice to which the Minister concerned agreed to give a statement on to-day the 20th March, 1974.

I would call on the Minister-in-charge to make a statement on the Calling Attention Notice of Sharvasree Bajuban Riyan, Ajoy Biswas and Purnamohan Tripura on—

'গত ১৭ই মার্চ (১৯৭৪ ইং) টি, আর, এ, ১৩০১ নং গাড়ীতে চাপা পড়ে উদয়পুর বাগমায় ইনুস মিয়া নামক ৫ বছরের একটি বালকের ঘটনাস্থলে নিহত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ যেটা মাননীয় সদস্য শ্রীবাজুবন রিয়ান, শ্রীঅজয় বিশ্বাস এবং শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা এনেছিলেন যে— গত ১৭ই মার্চ ১৯৭৪ইং) ত্রিপুরা বিধানসভার ডেপুটি স্পীকারের ১৩০১ নং গাড়ীতে চাপা পড়ে উদয়পুর বাগমায় ইনুস মিয়া নামক ৫ বছরের একটি বালকের ঘটনাস্থলে নিহত হওয়া সম্পর্কে। সেটা হচ্ছে—

গত ১৭ই মার্চ ১৯৭৪ইং ডেপুটি স্পীকার মহোদয়ের ১৩০১ নং টি: আর. এ, গাড়ীর ড্রাইভার রাধারমণ দত্ত উক্ত গাড়ীতে ডেপুটি স্পীকার মহোদয়কে নিয়া উদয়পুর হইতে আগরতলা আসিতেছিল। পথে বাগমা চেক পোষ্টের কাছাকাছি গাড়ীটি ৭ বৎসর বয়স্ক ইনুস মিয়া নামক এক বালককে ধাক্কা দেয়। ঐ ড্রাইভার উক্ত আহত বালককে এ গাড়ীতে করিয়া উদয়পুর হাসপাতালে লইয়া যায়। আহত বালকটিকে হাসপাতালে দিয়া ড্রাইভার গাড়ী লইয়া উদয়পুর হইতে বাগমা ফিরিয়া আসে এবং ডেপুটি স্পীকার মহোদয়কে বাগমা হইতে আগরতলা নিয়ে আসে। ডেপুটি স্পীকার মহোদয় পথে বাগমায় ছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত: আহত বালকটি উদয়পুর হাসপাতালে পরে মারা যায়। উদয়পুর পুলিশ এফ, আই, আর, মুলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩০৪ এ ধারা অনুযায়ী ১৪ (৩)৭৪ নং মোকদ্দমা রেজিষ্ট্রি করেন। ১৭ তারিখই গাড়ীর ড্রাইভার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন এবং উক্ত গাড়ীটি পুলিশ কর্তৃক সীজ হয়। মোকদ্দমা তদন্তাধীন আছে এবং এই মোকদ্দমার সুষ্ঠু তদন্তের খাতিরেই অধিকতর তথ্য পরিবেশনের সুবিধা হইলনা।

LAYING OF RULES

Mr. Speaker :—Next Business of the House is laying of Rules, I would request the Hon'ble Minister-In-charge to lay on the table of the House the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Rules 1974.

Shri Sailesh Ch. Shom :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Rules, 1974, as required under sub-section 2 of rection 12 of the Salaries & allowances ef Members of Legisiative Assembly (Tripura) Act 1972-

Mr. Speaker :—Hon'ble Members are requested to collect their copies of the Rules from the Notice Office.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

(Voting on Demands for Supplementary Grants for the year 1973—74)

Mr Speaker :—Now the Business before the House is voting on Demands for supplement ary grants for 1973-74. To day in the List of Business are the following demands to be disposed of by the House namely :—

Demand No. 14—Education. Demand No. 15—Medical, Demand No. 18 Agriculture, Demand No. 19—Animal Husbandry, Demand No. 33—Forest, Dmand No. 23—Lobour & Employment, Demand No. 25—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (non-commercial), Demand No. 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation and Embankment. Drainage works (non-commercial), Demand No. 26—Electricity Schemes, Demand No. 40—Capital Outlay on El ectricity Schemes Demand No. 28—Capital Outlay on Public works (within the revenue Account), Demand No. 41—Capital Outlay on Public works, Demand No. 30 Pension and ouher Retirement benefits.

Moreover, there are 3 Demands being carried over from the list of Business for 19th March, 1974 will be taken up to day, first.

Demand No. 21—Industries. Demand No. 38—Capital Outlay on Indus trial & Economic Development, Demand No. 22—Community Development Projects, National Extension Service and Local Develoment works.

Menbers have received the list of Business along with the appendix showing the demands and the Cut Motions as moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions (Demand-wise as shown in the Appendix). Theres after when the debate is closed, I shall dispose of them one after another by voice vote. Now, I call on Sri D; K. Choudhury, Finance Minister to start discussion on Demand Nos. 21, 38, 22 together as they are of allied nature. Of course, I shall dispose of the demands and Cut Motions relating thoreto separately.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২ এর উপরে—"সদর বিশালগড় ব্লকের আওতায় গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ কর্মে গাফিলতি সম্পর্কে"। আজকে এই হাউসে গত ১৯৭৩-৭৪ সালের যে সাপ্লামেন্টারী বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে এটা অগণতান্ত্রিক। কেন অগণতান্ত্রিক বলছি আমি? কারণ এই হাউসে আলোচনা না করে এই টাকা খরচ করা হয়েছে। টাকা খরচ করার পরে এই হাউসে সাপ্লামেণ্টারী বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে। এই জন্য আমি এটাকে অগণতান্ত্রিক বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখছি যে এই বিশালগড় ব্লকে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার মধ্যে ৯০ পারসেন্ট কাজই ইনকম্পলিট এবং দেখেছি যে সব কাজ কর্ম করা হয়েছে সেগুলিতে কন্ট্রাকটর মাধ্যমে করানো হয়েছে তাতে ৫০ জনের অ্যাটেনডেন্স নিয়ে ১০০ জনের বিল করা হয়েছে এবং অনেক রকম গণ্ডগোল হয়েছে এবং এইসব অভিযোগ বি, ডি, ও, এবং এস, ডি, ও, এবং ডি, এম, অফিসে করা হয়েছে। বিশালগড়ের বি, ডি, ও, প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য যেদিন বিশালগড় ব্লকের কার্যভার নিলেন এরপর থেকেই বিশালগড় ব্লক এলাকাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাঘাত হয়েছে, ঠিক ঠিক মত কাজ করা হয় নি।

তিনি যে সব অশান্তির সৃষ্টি করছেন, যে সব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন, তাতে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজগুলির অনেক ব্যাঘাত হয়েছে এবং সেগুলি ঠিক ঠিক মত করা হয়নি। আমি নিজে অনেকবার উনার সংগে সাক্ষাত করেছি এবং উনাকে অনুরোধ করেছি যে এই সব কাজগুলি যেন অবিলম্বে শেষ করা হয়। শুধু উনার কাছেই নয়, আমি নিজে ডি, এম, সাহেবের কাছে এই সমস্ত বিষয়ে অভিযোগ করেছি এবং উনি শ্রীপ্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, বি, ডি, ওকে লিখেছেন যে ইমিডিয়েট্‌লী সেই সমস্ত কাজগুলি যেন শেষ করা হয়। কিন্তু উনি একটি কাজও আজ পর্য্যন্ত করেন নি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, যে অফিসার এখানে উপস্থিত নাই, তার নাম ধরে এখানে কোন বক্তব্য রাখা উচিত নয় বলে আমি মনে করি।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—স্যার, আমি ত বিশালগড় ব্লক সম্পর্কেই বলছি। সুতরাং আমি দেখছি যে এখানে ৮১,৩০০ টাকা উন্নয়নমূলক খাতে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রাখা হয়েছে এবং এই কাজগুলি কোথায় কি ভাবে হচ্ছে, আমরা যদি সেটার চুল চেড়া বিচার করি তাহলে দেখব যে যেসব দালাল রয়েছে, তাদের পকেটেই আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের টাকা চলে যাচ্ছে। আর যারা সত্যিকারের শ্রমিক, মজুরী করে খায়, তারা এর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এক দিক দিয়ে দেখছি যে বিশালগড় ব্লক এলাকায় যে ৪৩টি গাঁও সভা রয়েছে, সেগুলির মধ্যে উন্নয়ন মূলক কাজের ব্যাঘাত হয়েছে। এবং আদৌ কিছু হয়নি বললেও অনুচিত হবে বলে আমি মনে করি না। কারণ ১৯৭৩ সালে চড়িলামে যে ৩টি গাঁও সভাতে ক্র্যাশ প্রগ্রামের মাধ্যমে যে ৩টী রাস্তা হওয়ার কথা ছিল এবং এ, ডি, এম, নিজে বি, ডি, ওকে অর্ডার দিয়েছেন, সেই রাস্তাগুলি তৈরী করার জন্য, অথচ তিনি ঐ ৩টি গাঁও সভার মধ্যে একটি রাস্তাও করেন নি। সব চাইতে আশ্চর্য্যের কথা হল—দক্ষিণ হেরমা থেকে চন্দ্র মোহন চৌঃ পাড়া ভায়া রওমালা স্কুল যে রাস্তাটি

এই রাস্তার একবার নয় বেশ কয়েক বারই অর্ডার হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই রাস্তাটির কাজ হয় নি। আর একটা রাস্তা হচ্ছে সুভারমুড়া হাই স্কুল থেকে চিত্রামবাড়ী পর্য্যন্ত যাওয়ার কথা, এই রাস্তাটার মাত্র ৪ ফার্লং কাজ করা হয়েছে, আর বাকীটার কাজ হয় নি। আমি নিজে এই সম্পর্কে অনেক বার উনাকে বলেছি এবং ডি, এম, সাহেবকেও আমি এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছি। এরপরে আমি দেখেছি চেলিথলা পুরান বাড়ীর রাস্তাটিকে, এই রাস্তাটিরও মাত্র ২ ফার্লং-এর মত কাজ হয়েছে, আর বাকীটার কাজ হয় নি। ঐ এলাকার জনসাধারণ এই সম্পর্কে বি, ডি, ওকে অনেক অনুরোধ করেছেন যাতে রাস্তাটার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়। তারপর রামনগর স্কুল থেকে রঙমালা পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে, সেটাও ইনকমপ্লিট হয়ে আছে অথচ এই রাস্তার বিল ড্র করা হয়েছে। আর একটি রাস্তার জন্য ৫০০ টাকার স্যাংশান হয়েছিল সেটা রাঙ্গাপানিয়া থেকে গগন সর্দার পাড়া ভায়া চিত্রামবাড়ী, অবশ্য রাস্তাটার জন্য যে টাকা স্যাংশান ছিল, সেটা খরচ হয়েছে, কিন্তু রাস্তাটি হয় নি। এর পরে লালসিং মুড়া থেকে চেলিথলা গোদারা ঘাট, এই রাস্তাটাও ইনকম্পলিট, আমি নিজে সোস্যাল ওয়ার্কারের সংগে দেখা করেছি, কারণ উনার উপর এই রাস্তাটি করার ভার দেওয়া হয়েছিল, উনি আমাকে বলেছেন যে রাস্তাটা ইনকম্পলিট রয়েছে, এবং টাকা কিছু রয়েছে কিন্তু এই রাস্তাটির কাজ এখনও হয় নি। এই সম্পর্কেও আমি বি, ডি, ও, সাহেবকে নোট দিয়েছি, যাতে তাড়াতাড়ি রাস্তাটির কাজ শেষ করা হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত হয় নি। তারপরে আর একটা রাস্তা, সেটা হচ্ছে সরনজয় সর্দার পাড়া থেকে জম্পুইজলা বাজারে যাওয়ার রাস্তা, এটা প্রায় ১০০ গজের মত হবে এবং এই সম্পর্কে ডি, এম, সাহেব এবং বি, ডি, ও সাহেবকে বলেছেন, যাতে রাস্তাটির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়, কিন্তু এখনও হয় নি। তাছাড়া অন্যান্য যে সব অপ্রয়োজনীয় রাস্তা সেগুলির প্রায় অনেকগুলি হয়ে গিয়েছে, অথচ যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে অনেক বেশী পরিমাণ লোক যাতায়ত করে সেগুলির কাজ হচ্ছে না। আর একটা রাস্তা হচ্ছে জম্পুইজলা বাজার থেকে কিল্লাবাড়ী পর্য্যন্ত, এই রাস্তাটিকে কোদাল দিয়ে এদিক, সেদিক মাটি ড্রেসিং করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। কিন্তু আসলে রাস্তার কাজ কিছুই করা হয় নি। তারপরে আমি দেখছি সেখানে কিভাবে কাজ করা হচ্ছে না, ভলেন্টিয়ার্স যারা বা লিডার যারা তাদেরকে দিয়ে করানো হচ্ছে। এবং সেই সব লীডারেরা ৫০ জনের এটেণ্ডেন্স দেখিয়ে ১০০/১৫০ জনের বিল করে টাকাগুলি আত্মসাত করছে। এই সম্পর্কেও সেখানকার প্রধানেরা বা এলাকাবাসী এই বি, ডি,ও সাহেবকে জানিয়েছেন, কিন্তু তার কোন প্রতিকারই হয়নি। কাজেই এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে গ্রামের প্রধানেরা অথবা যেখানে ঐ এলাকার যিনি জন প্রতিনিধি তিনি যদি জানান যে এই কাজগুলি করতে হবে, তাহলে তাতেও দেখা যাচ্ছে যে সেখানে তাদের কথায় কর্ণপাত করা হয় না এবং নানাভাবে গাফিলতি করা হচ্ছে। এবং অধিকাংশ কাজই তিনি করছেন না। শুধু গোলাঘাটি নয়,শুধু বিশ্রামগঞ্জ নয় শুধু টাকারজলা নয় আমি বলতে চাই যে বিশালগড় ব্লক এলাকায় যে ৪৩টি গাঁও সভা আছে, ঐ ৪৩টি গাঁও সভার মধ্যে কোন উন্নয়নমূলক কাজই হচ্ছে না। ডি. এম, সাহেব যে একটা অর্ডার করেছিলেন মেয়েদের সূতা দেওয়ার জন্য ১৮।৪।৭৩ইং তারিখে, সেটা হচ্ছে No. 120/F. 7(36)(DM)/Acts/W/72-73। তিনি সেখানে বলেছিলেন যে সব উপজাতি মহিলা এবং মনিপুরী মহিলা সূতার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁরা যাতে সূতা কিনতে পারে, তাদেরকে টাকা দেওয়া হউক: তারপরে

আর একটা অর্ডার ডি, এম, সাহেব দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে No. F. 1753/DM(W)/CON/73 dated 5-9-73 এই যে অর্ডার ডি, এম, সাহেব করেছেন, সেগুলির একটিও এই বি, ডি ও, সাহেব কার্য্যকরী করেন নি। কাজেই এই বি, ডি, ওর সম্পর্কে শুধু আমারই অভিযোগ নয়, সেখানকার বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণ ও গাঁও সভা প্রধানদের অভিযোগ রয়েছে যে আমাদের এলাকাগুলিতে উন্নয়নমূলক কোন কাজই হচ্ছে না। ব্লক সম্পর্কে গতবারেও আমি অনেক কথা বলেছি, এবারও বলছি যে বিশালগড় ব্লকে জলের কোন সুবন্দোবস্ত নাই। আমি নিজে অনেক গুলি জায়গার লিষ্ট দিয়েছি যাতে ঐ সমস্ত জায়গাতে টিউবওয়েল এবং রিং ওয়েল ইত্যাদি দেওয়া হয়, অথচ এখন পর্য্যন্ত কোন কাজই হচ্ছে না। গতবারে আমি একটা অভিযোগ করে-ছিলাম এস, ডি, ও সাহেবের কাছে যে বাঁশতলী জে, বি, স্কুলের সামনে যে একটা টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছে, সেটা দেওয়ার সংগে সংগে ২।১ দিনের মধ্যে আবার বিকল হয়ে গিয়েছে এবং গত বছরের মধ্যে এটাকে আর ঠিক করা হয় নি। মাত্র কয়েক মাস আগে এটাকে মেনটেইনান্স করা হয়েছে কিন্তু সেই মেনটেইনান্স করার সংগে সংগে সেটা আবার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর রামনগর খামার বাড়ীতে যে কলটা দেওয়া হয়েছে সেটার অবস্থা যদি বলতে যাই তাহলে দেখব যে কণ্ট্রাক্টারকে দিয়ে এই কলটা বসানো হয়েছিল, সেই কলে জল আসে না, কারণ সেটা ভাঙ্গা। কাজেই আমরা দেখছি বিভিন্ন এলাকার মধ্যে কম পক্ষে শতকরা ৯০টি টীউব ওয়েল অথবা রিং ওয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কারণ জংগলের ভিতরে কল দিয়ে ইউটি-লাইজ করা হচ্ছে না। আমি নিজে বলেছি বি, ডি, ওকে। সেটাও তিনি তদন্ত করেন নি। সুতরাং জলের যে সংকট এখন বিশালগড় ব্লকে বিশেষ করে উপজাতি এলাকার কথা উল্লেখ করতে হয়। কারণ এই সব উপজাতির লোকেরা দেওয়ান-দরবার কম করতে জানে। কারণ তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকেন, ঠিক ঠিকভাবে অফিসে গিয়ে দরবার করতে পারেন না। অফিসে গিয়ে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে রাখতে পারে না। কারণ তাদের অসুবিধা আছে কারণ আমি উপজাতি আমার কথা বলতে গিয়ে বাংলা ভাষায় যেভাবে আছে তা আমি ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারি না এবং আমার যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে সাধারণ লোক একজন গ্রামের উপজাতির লোক তার অবস্থা কি হবে সেটি সহজেই বুঝা যায়। এই জন্যই তারা অনেক দিক থেকে বঞ্চিত আছে। আমি দেখেছি যে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যে ওভার ফ্লো দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা একটি ওভার ফ্লো পায় নাই এই কথা বললে অন্যায় হবে না। অন্যায় হবেনা এই কারণে ওভার ফ্লো সম্পর্কে গত বাজেট সেশানে অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক সমালোচনা হয়েছে কিন্তু এই ওভার ফ্লোথেকে উপজাতিরা বঞ্চিত হয়েছে। অন্তত পক্ষে মেজরিটি উপজাতি এলাকায়। তাদের দরকার আছে, তারা যদি ঠিক মত জল পায় ঠিক মত বীজ পায়, ঠিক মত কীট নাশক ঔষধ পায় তবে তারাও ফসল উৎপাদন করতে পারে। তারা কুঁড়ে নয়, তারাও বাঁচতে চায়। কিন্তু তারা এইসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা বলেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কোন দলের লোক। তুমি কি সি, পি, এম,র লোক না কংগ্রেসের লোক এই রকম। এর কারণ যারা সি, পি, এম, হবে তারা পাবে না আর যারা কংগ্রেস হবে তারা পাবে। স্যার, এটা কোন গণতন্ত্রে উল্লেখ আছে, এটা কোন সংবিধানে আছে যে সি, পি, এম, হলে পাবে না আর যদি কংগ্রেসের লোক হয় তাহলে সে পাবে? এইভাবে বিশালগড় ব্লক এলাকার মধ্যে কেয়স সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তাদেরকে নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সুতরাং আমরা দেখছি যে

কিভাবে এই উপজাতিদেরকে তাদের দাবী দাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কারণ এই সরকার চায় না যে উপজাতির লোকেরা বাঁচুক তারা অন্যান্য উন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের সমকক্ষ হউক এটা এই সরকার চায় না। তার জলন্ত প্রমাণ আমরা দেখেছি ঐ রাইমা সরমায়, দুর্গাচৌধুরী পাড়ায়। এবং এর আগে যে সব ঘটনা ঘটেছে সেই কবরুক, বক্সীনারায়ণপুর......

মিঃ ডিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার আর ক'টা আছে, ঐগুলি মুভ করুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—করছি স্যার, এক সংগেই করছি। তাই লক্ষ্য করার বিষয় বিশালগড় ব্লকে বি, ডি, ও, শ্রীপ্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য আসার পর থেকে সেখানে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে এই সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় অনেক কিছু উঠেছে। এবং এ-নিয়ে অনেক কিছু আমরাও উপর মহলে লেখা লেখি করেছি। সুতরাং এই কথা উল্লেখ করতে হয় যে ২২শে জুন ১৯৭৩ইং গণ-সত্যাগ্রহীদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল—যে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল সেই সময়ে সেই বি, ডি, ও গুণ্ডাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। এবং আমরা দেখেছি যে মাননীয় সদস্য সমীর বাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানকার ও, সি মিঃ সোম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি এই প্রশ্ন করতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সমীর বাবু সেখানে গিয়ে আমার মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিলেন এবং তার জন্য সেই উপজাতি এলাকাগুলির মধ্যে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেখানে গিয়ে মন্ত্রী মহল থেকে সুরু করে এই সব উপজাতিদের ভুল বুঝাতে চেষ্টা করছেন। কারণ আমরা দেখছি সেদিন আমার মা বোনদের উপর কি ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে, কি ভাবে আমার মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে। সেই ২২শে জুন, ১৯৭৩ইং সেখানে বি, ডি, ও এবং মাননীয় সদস্য সমীর বাবু উপস্থিত থাকা সত্বেও সেই জায়গাতে গুণ্ডা দিয়ে আমার মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করান হয়েছে। সুতরাং আমরা কি রকম গণতন্ত্রে বাস করছি? কংগ্রেস পার্টির মাননীয় সদস্যরা বলেছেন গণতন্ত্রের কথা। আমি বুঝতে পারছি না এটা কি ধরনের গণতন্ত্র। আমি মনে করি তারা গণতন্ত্রের অর্থ আজও বুঝেন না। উনারা সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু গণতন্ত্র রাখতে হলে—যারা খেতে পাচ্ছে না···

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— কাট মোশান সম্পর্কে বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— যারা কাজ পাচ্ছে না টেষ্ট রিলিফের কাজ যারা পাচ্ছে না, পেটের ক্ষিদের জ্বালায় তারা ব্লক অফিসে যেতে পারবে না—সংবিধানে কি এই কথা আছে? যে তোমরা তোমাদের দাবী দাওয়া নিয়ে কোন আন্দোলন করতে পারবে না। স্যার, এটা ফাণ্ডামেন্টাল রাইটের কথা। এটা মৌলিক অধিকারের কথা, আজকে তাদের মৌলিক অধিকার দেওয়া হচ্ছে না আর ওরা বলছেন গণতন্ত্র, গণতন্ত্র, গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্র কোথায়? আমি দেখতে পাচ্ছি না।...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— নেক্সট, আরও একটা আছে ঐটা বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—আর ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি বলছি। ইণ্ডাষ্ট্রির মধ্যে হস্ত তাঁত শিল্প...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আগে কাট মোশানের উপর বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— স্যার, আমার কাট মোশান একটাই।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আর একটা আছে চড়িলাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিভালয় গৃহ তৈরীর ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব সম্পর্কে...

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—এটাতো নাই স্যার,

মি: ডেঃ স্পীকার :—না, এটা আছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :- আমার কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নম্বর ২৮ এর উপর "চড়িলাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিভালয় গৃহ তৈরীর ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব সম্পর্কে"—কারণ এং এলাকার মধ্যে এই একটি মাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। যেখানে সমস্ত এলাকার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করতে আসে। এবং সেখানে অনেক দূরের এলাকার ছেলে মেয়েরা পড়তে আসে। যেখানে এই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ঘর তৈরী করার জন্য বাজেট অনেক দিন আগেই হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে গত এক বছরের বেশী হল কন্‌স্‌ট্রাকশান সুরু হয়েছে কিন্তু কাজ শেষ হতে ৩/৪ বছর লাগবে। সুতরাং আজকে সেই স্কুল ঘরটি যাতে অবিলম্বে তৈরী করে সেখানে আমাদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার সুবিধা করে দেওয়া হয় সেজন্য আমি এই হাউসের কাছে অনুরোধ করছি। তাছাড়া এই স্কুল ঘর যদি তৈরী না হয় তাহলে তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য আমাদের মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন—উনারা হাতী মারছেন, ঘোড়া মারছেন সুতরাং আমরা জানি (ইন্টারাপশান) যে উনারা জনসাধারণের বক্তব্য শুনতে চায় না। সুতরাং এই কথা স্মরণ রাখা দরকার (ইন্টারাপশান) সুতরাং আজকে আপনারা সরকারী মস্তান বাহিনী, সৃষ্টি করছেন। এবং গুণ্ডাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মন্ত্রী মহল থেকে আরম্ভ করে (ইন্টারাপশান)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মস্তান ডেফিনেশানটা কি স্যার, (হাস্যধ্বনি)

শ্রীঅখিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা পয়েন্ট অব অর্ডারের কি হল? স্যার, মিনিষ্টাররা উনাকে ডিস্টার্ব করছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—আমরা দেখছি ঐ সব জায়গাতে যে সব ছেলেরা পড়ছে আমরা দেখছি এই স্কুলের অভাব, বোর্ডিং—এর অভাব এবং যে সমস্ত আনুসংগিক জিনিষের প্রয়োজন আছে সেইগুলির অভাবে তাদের লেখাপড়া হচ্ছে না, তাদের জীবন অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের সরকার যে কথা বলছেন যে রকম বুলি আওড়াচ্ছেন সুতরাং এইগুলি আজ দেখছি ধাপ্পাবাজী। স্যার, জনসাধারণ এইটা আর মানবে না, তারা অনেক দেখেছে, ২৬ বছর ধরে আপনাদের অনেক বুলি উনারা শুনেছেন সুতরাং আর আপনারা মনে করবেন না আপনাদের বুলি দিয়ে আপনাদের কথা দিয়ে জনসাধারণকে আপনারা বুঝিয়ে রাখতে পারবেন তাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারবেন, আপনাদের এই সাহস নাই যে জনসাধারণের সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন করতে হচ্ছে জনসাধারণকে কেন আজ ২৬ বছর পরেও আমার ছেলেটার চাকুরী হলো না, একটা ছেলেকে পড়াতে গিয়ে আমাকে আমার সম্পত্তি বিক্রী করতে হয়েছে, মা'র গহনা বিক্রী করে ছেলেটাকে

পড়াতে হয়েছে সেই ছেলেটা পাশ করার পর যদি তাকে বেকারের জীবন কাটাতে হয় শুধু এই ছেলেটাই না, তার ঘর এবং সমস্ত পরিবার একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে, এই কথাটুকু আমার এই সরকার চিন্তা করছেন না মানে এই কংগ্রেস সরকার চিন্তা করছেন না। উনারা বলছেন এসো ছাত্র পরিষদ করো, যুব কংগ্রেস করো, তোমাকে চাকুরী দেব, এইতো করা হচ্ছে। গত ১৯৭৩ সালে আমি হিসাব দিয়েছি তার, যে ৩৭২০০ বেকার ছিল গত বৎসর। আর এখন কত বেকার হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে? বেকার হচ্ছে ৪৫ হাজারের মত। যেখানে গত বৎসর ৩৭২০০ বেকার ছিল আর এখন হয়েছে ৪৫ হাজার বেকার। মাননীয় মন্ত্রী মশায় কি আমাদেরকে বুঝাতে পারবেন কিভাবে বেকার কমলো? বেকার কমছে না। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুর্নীতির কাজে পিকনিক করতে গিয়ে, ফিস্ট করতে গিয়ে সেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে পারে আর ঐ দিল্লীতে দৌড়াতে পারেন। আর আমাদের যে দরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় যেখানে ছাত্রদের ভবিষ্যত গড়ে উঠবে সেই সব কাজগুলি আজকে হচ্ছে না। সুতরাং এই সরকার চিন্তা করছেন না। কাজেই আজকে আমি যে দুইটি কাট মোশন এই হাউসে উপস্থিত করানো হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করে এবং যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তাকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪১, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে তার অপ্রতুলতা সম্পর্কে আমি এই কাট মোশন উত্থাপন করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মের দিক থেকে আমাদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সমস্ত রাস্তাঘাট হওয়ার বা যে সমস্ত রাস্তা ঘাট পরিকল্পনার মধ্যে আছে বা যে সমস্ত রাস্তাঘাটের যে তার কনস্ট্রাকশন রিপেয়ারিং, মেইনটেনেনস ইত্যাদির প্রশ্ন। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মের সাংঘাতিক ভাবে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। সেই দিক থেকে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের মধ্যে আমি এই বিষয়টা আলোচনা করতে চেয়েছি। আমি বিলোনিয়া সাবডিভিশনের কয়েকটা রাস্তার উদাহরণ এইখানে রাখছি। বিলোনিয়া থেকে বগাফা রোডের একটা রাস্তা মনু বীরচন্দ্র বাজার থেকে সেইটাকে পুরাপুরি কনস্ট্রাকশন বহু বছর ঠিক ভাবে হচ্ছে না এবং রাস্তার উপরে যে সমস্ত কালভার্ট আছে, সেই সমস্ত কালভার্ট ভেংগেচুড়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত পড়ে আছে তার কোন রিপেয়ারিং হচ্ছে না এবং রাস্তাটা শেষ পর্য্যন্ত জায়গায় পৌছবার কথা মনুর দিকে কিন্তু সেই রাস্তাটা এখন পর্য্যন্ত ঠিক হয় নি। এবং দ্বিতীয়তঃ বিলোনিয়া সাবডিভিশনের বড়পাথারী বাজার থেকে কাকড়াবনের দিকে আর একটা রাস্তা আছে এই রাস্তাটা অত্যন্ত অভ্যন্তরের দিকে গেছে এবং ধান চাউল বিভিন্ন পাট ইত্যাদি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। একটা গ্রামাঞ্চলের মানুষকে এই রাস্তার উপর নির্ভর শীল কিন্তু এই রাস্তাটা দীর্ঘদিন যাবত অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। কালভার্ট-গুলি ভেংগে অনেক জায়গায় খাট হয়ে আছে। কনস্ট্রাকশন, রিকনস্ট্রাকশন, রিপেয়ারিং, মেইনটেনেন্স কিছু ঠিকভাবে চলছে না। কাজেই এই সমস্ত দেখা দরকার। তৃতীয় নম্বর

বিলোনিয়া সাবডিভিশনের আরেকটা রাস্তা যেটা বিলোনিয়া অম্যমুখ থেকে আরম্ভ করে মুহুরীপুর পর্য্যন্ত গেছে সেই রাস্তাটার কনস্ট্রাকশন শেষ হয় নি এবং যে সমস্ত জায়গায় কালভার্ট-গুলি ভেংগেচুড়ে পড়ে আছে সেইটা পুরাপুরি ঠিক হয় নি এবং সেই রাস্তাটা জিপেব্যাল করার কথা কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই রাস্তাটা জীপেব্যাল করা হয় নি। কাজেই রাস্তাঘাট সম্পর্কে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপামেন্টের যে সমস্ত বড় বড় রাস্তাঘাট সেইগুলি বাদ দিয়ে গ্রামাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য যে সমস্ত রাস্তাঘাট সেই সমস্ত রাস্তাঘাটের উপরে অত্যন্ত কম নজর দেওয়া হচ্ছে যে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই ষ্টেইটের বিভিন্ন সাবডিভিশনের মধ্যে আমি উদাহরণ হিসাবে একটি সাবডিভিশনের কথা বলছি। সাব্রুম সাবডিভিশনেরও এই রকম অবস্থা। বহু রাস্তা আছে। উদয়পুর এবং অন্যান্য সাবডিভিশনেও এই রকম অবস্থা, সেখানেও বহু রাস্তা আছে যা বলতে গেলে এই ব্রীফটা দীর্ঘ হয়ে যাবে। যাহাই হোউক এই সমস্ত রাস্তাঘাটের কনস্ট্রাকশন রিপেয়ারিং এবং মেইনটেনেন্স এই সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিভংগীর মধ্যে থেকে যায়। কারণ এই সমস্ত রাস্তাঘাট গুলির উপর গ্রামাঞ্চলের আভ্যন্তরীণের সাথে সাবডিভিশনেল টাউন এবং আগরতলা সদরের সাথে যোগাযোগের যে সূত্র সেই সূত্র সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং ধান, চাউল, পাট কৃষকের ফসল এই সমস্ত পরিবহনের ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়। কাজেই এই পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের এই বাজেট সেই দিক থেকে এই এই বাজেটের যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড, তা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং এই দিক থেকে আমি মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলি আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের বিষয়গুলি যেভাবে এখন অবহেলার দৃষ্টিতে চলছে সেইটার দিকে যাতে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেই বিষয়ের জন্য আমি বর্ত্তমান সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আমি কাট মোশন উত্থাপন করেছি এখানে, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে তার উত্তরে আমরা লক্ষ্য করছি ১৪ নং ডিমাণ্ড, ১৫, ১৮, ৩৩ এবং ২৩ এই ডিমাণ্ডগুলিতে শুধু মাত্র ইনটেরিম রিলিফের বাবদে যে টাকা খরচ করে ফেলা তার মনজুরী চাওয়া হয়েছে। এর থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে গত এক বৎসরে এই সরকার কি করলো। মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরাতে শুধু শুধু ত্রিপুরাতে কেন সারা ভারতবর্ষে আজকে ৭৫ ভাগ মানুষ নিম্নতম জীবনের যে মান তার নীচে। এইটা সরকারের স্বীকৃত। সরকার বাধ্য হয়েছে সেইটা স্বীকার করতে। টাকার দাম কমে গেছে। জিনিষ পত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে রকেটের মত। এই যে অবস্থা, আবার এই দিক থেকে চলছে দুর্নীতি কালোবাজারী, চোরাকারবারী এই পরিস্থির ভিতর ত্রিপুরার মানুষ যখন অসহায় তখন শিক্ষক কর্মচারীরা বার বার দাবী জানিয়ে আসছে একবার নয় গত কয়েক বৎসর যাবত তারা তাদের বক্তব্য রাখছে সরকারের কাছে, সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে যে তাদের বেতন বাড়ানো হোক, তাদের প্রয়োজন ভিত্তিক বেতন নির্দ্ধারিত হোক, বর্ত্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থার আনুপাতিক একটা সমতা রক্ষা করে তাদের বেতন নির্ধারিত করা হোক কিন্তু সরকার সেই দিকে কান দিচ্ছেন না। একটা পে কমিশনের নাম

করে তাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, পরিষ্কার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। এখন সমস্ত শিক্ষক কর্মচারী তারা যখন আন্দোলনের দিকে পা বাড়াচ্ছেন যখন সরকারকে বার বার হুঁশিয়ারী দিয়ে তাদের পক্ষে সরকারী বায় চাচ্ছেন। তারা যখন আন্দোলনের পথে তাদের সেই দাবীগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারকে বাধ্য করার জন্য চেষ্টা করছেন তখন সরকার ইনটেরিম রিলিফ কিছু ছিটেফোঁটে ছেড়ে দিয়ে শিক্ষক কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করার একটা ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমি বলতে চাই এই কয়টা ডিমাণ্ড সম্পর্কে ১৪, ১৫, ১৮, ৩৭এবং ২৩ এই যে ডিমাণ্ডগুলি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার এই যে ইনটারিম রিলিফের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত সরকার কার্যকরী করবেন বা কার্যকরী করেছেন, তার মঞ্জুরী এখানে চাচ্ছেন। কেন এখানে আরও বেশী টাকার বরাদ্দ করা হল না ? কেন নির্দিষ্ট ভাবে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের স্কেল বর্ত্তমান প্রয়োজন মাফিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না ? পে কমিশনের নামে ঝুলিয়ে রাখা হয় ? এর আগে কি পে কমিশন হয় নি ? পশ্চিম বংগের হার দাবী করেছিল তারা, কেন্দ্রের হার দাবী করেছিল তারা, না। তার ধারকাছে দিয়েও সরকার যায় নি। বঞ্চনার একটা রাজত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে এই সরকার নানা কৌশল গ্রহণ করে, তার নমুনা হচ্ছে সামান্য কিছু টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কর্মচারীদের মুখ কি করে বন্ধ রাখা যায়, তাই এই ইনটারিম রিলিফের নাম করে সামান্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এরপর ইণ্ডাষ্ট্রীজ সম্পর্কে বলতে চাই—ডিম্যাণ্ড নাম্বার—২১ ইণ্ডাষ্ট্রির সেখানে লেখা হয়েছে—"Due to requirement of more fund in connection with setting up of new Industiros in Tripura viz, Jute Mill etc." নির্দিষ্টভাবে ভাবে একটা ইণ্ডাষ্ট্রীর কথা বলা হয়েছে—জুট মিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, জুট মিলের সাইট সিলেকশান হয়েছে। সেই সাইট-এ জুট মিল করা হবে। সেই সাইটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে। তারজন্য শত শত টাকা খরচ হল। পেট্রলের অভাব, সেখানে কোন পেট্রলের অভাব নাই। সেখানে মন্ত্রীর গাড়ী ছুটছে, সঙ্গে সঙ্গে অফিসার এবং আমলাদের গাড়ী ছুটছে, হাজার হাজার টাকা খরচ করে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল, তারপর পরিষ্কার যে ঘটনা দেখা গেল, সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা নেই, এতএব সাইট চেঞ্জ করতে হবে। এইতো সত্য ? বর্ত্তমান রাজ্যপাল যখন প্রথমে ত্রিপুরায় এসেছিলেন, তখন বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি খুব পরিষ্কারভাবে মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কাছে বলে দিয়েছেন যে ওখানে জুট মিল হতে পারে না। দ্বিতীয়ত: জুট মিল নির্ভর করছে প্রাইভেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলিষ্টের উপর। সরকার এর দায়িত্ব নেবেনা। আমি বুঝতে পারলাম না, আমি জানিনা কিসের জন্য এই সাপলিমেনটারী ডিম্যাণ্ডে টাকা চাওয়া হয়েছে। এ্যাসেসমেন্ট ? সার্ভে ? সার্ভে করার জন্য কি ভিত্তিতে টাকা ধরা হয়েছে ? যদি সত্য সত্য ইণ্ডাষ্ট্রী করার সম্ভাবনা থাকে, সাধারণ ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার যে রিপোর্ট সেটা কি বলেছে। সেটা বলেছে যে বিদ্যুত থাকা দরকার। সারা ত্রিপুরাতে মাত্র ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রতিদিন তারা সংগ্রহ করতে পারছেন সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি

বাতি জ্বলেনা, দিনের বেলায় ফ্যান চলেনা। ছোট ছোট ইণ্ডাস্ট্রিগুলি, ছোট ছোট কারখানাগুলি বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখানকার ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট প্রেস তার টোটাল আউটপুট ছাড়তে পারেনা কারণ ইলেকট্রিসিটি নেই। সরকারী কাগজপত্র ছাঁপানোর ব্যবস্থা নেই। কারণ বিদ্যুৎ নেই, আর তাঁরা জুট মিল করবেন শুনাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, জুট মিলের বরাদ্দ চেয়ে সমস্ত ত্রিপুরার জনসাধারণকে, ত্রিপুরার বেকারের সামনে একটা বিভ্রান্তি রেখে দিতে চাচ্ছেন। তাঁরা চাচ্ছেন কোন রকমে ঐ বেকারদের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় কি না, তাঁদের গোপন বঞ্চনার রাজত্বের যে সমস্ত ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাকে আড়াল করা যায় কিনা তারই জন্য এই ব্যবস্থা। জুট মিলের জন্য কত গ্যালন জলের দরকার প্রতিদিন? সেই জলের ব্যবস্থা কি করা হয়েছে যখন জুট মিলের সাইট সিলেকশান করা হয়েছে? না, সেই ব্যবস্থা করা হয় নাই। অথচ তাঁরা শুনাচ্ছেন তারা জুট মিল করবেন এবং নতুন করে আবার সাইট খুঁজছেন. এটা কোন্ ধরণের মন্ত্রীত্ব যাঁরা সকালবেলা একরকম কথা বলেন, সন্ধ্যাবেলায় সেটা অস্বীকার করে বসেন? আমরা কি দেখি না বিধান সভার মধ্যে কিভাবে বেকারদের কাজের প্রশ্নে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, প্রেস রিলীজ দিয়েছেন। একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিভাবে সেই প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করে যাওয়া হচ্ছে, কি করে বেকারদের প্রশ্নকে নেগলেট করে যাওয়া হচ্ছে, আমরা কি দেখিনি? মাননীয় ডিপুটি স্পীকার. স্যার, কাগজের কল বাতিল হয়ে গেল। এখন সাপলিমেন্টারী ডিম্যাণ্ডে কাগজের কলের নাম উঠেনি। ওরা বলছেন ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সেনসাস'এর জন্য। ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল সেনসাস গত ২৬ বছর ধরে সেনসাস চলছিল। একই ভাবে সেনসাস চলছিল রেলওয়ে সম্পর্কে। রেলওয়ে নেই, কোন বিদ্যুৎ নেই, জল যেখানে আছে সেই জলকে নির্দিষ্টভাবে জলকে ব্যবহার করার ব্যবস্থার কোন রকম উদ্যোগ নেই। ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে কিছু বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কিসের জন্য? এই টাকা কোথায় যাবে? মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল সেনসাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটাই বলতে হল, একের পর এক সেনসাস আমরা দেখেছি, বহু সেনসাসের রিপোর্ট একের পর এক করে জমা হয়েছে, সমস্ত ফাইলের নীচে চাপা পড়ে আছে, ঐ সেনসাসের কোন মূল্য নেই। সেনসাসের নাম করে ত্রিপুরার বেকারদের আরও বিভ্রান্ত করে রেখেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২২—কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্ট। সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে মন্ত্রীদের শরীরের কি একেক জনের ডেভলাপমেন্ট হয়েছে, বাড়ী ঘরের ডেভলাপমেন্ট লক্ষ্য করছি। আমাদের কোন্ কোন মন্ত্রীর বাড়ীতে বে-আইনিভাবে ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, রাস্তা চলে যায় সরকারী টাকার ব্যক্তিগত স্বার্থে। এমন কি কোন কোন মন্ত্রীর বাড়ীতে এমন ডেভলাপমেন্ট হতে সুরু হয়েছে, সেই কোন্ ধরণের O. K. পরিকল্পনা জানিনা। সেই গাড়ী কিনে নিজে চড়েন না, বিবিকে দিয়ে চড়ান, আর নিজেরা ডিপার্টমেন্টের গাড়ী চড়ে চড়ে অফিস করেন। চার পাঁচ হাজার টাকার বিল করেন। এইরকম ঘটনাও আছে। এই হচ্ছে মন্ত্রীদের ফেমিলি প্ল্যানিং, কমিউনিটী ডেভেলাপমেন্টের নমুনা। নিজেদের স্বজন পোষণের প্ল্যানিং। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, ওরা ভেরিয়াস স্কীম অর্গেনাইজেশান করবেন। তাঁরা তার জন্য ১১ হাজার টাকা চেয়েছেন। সোনামুড়াতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত ভেরিয়াস স্কীমের টাকা দিয়ে ব্লকের মারফত কমিউনিটি ডেভলাপমেন্টের

নাম করে কিছু লোককে পোষা হচ্ছে তাঁদের পকেটে গুণ্ডামী করার জন্য। এক বছর, দুই বছর তিন বছর করে তাঁদের মন্ত্রীদের কালকে যদি কোন রকমে কমিউনিটির নাম করে তাদের রাখা যায় ঐ গোপন চাকুরীর ব্যবস্থা, দলীয় চাকুরীর ব্যবস্থা সরকারী টাকায়, তাহলে পরে মহা উপকার হয়। ভবিষ্যতে গুণ্ডামী, পাণ্ডামী করে ইলেকশানে জিততে পারেন কি না, এই হচ্ছে তাদের ব্যবস্থা। এই হচ্ছে ওদের কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট। কোন মন্ত্রীর নাকি রাণীরবাজারে বাড়ী। সেই রাণীর বাজারের আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলের মানুষ সাক্ষী দিচ্ছে কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট কি নমুনা দাঁড়িয়েছে। ক্ষ্যাল ওয়াটার সাপ্লায়ের নমুনাটা কি? সারা ত্রিপুরায় গত খরার সময়ে কি অদ্ভুত সার্কাস দেখালেন। তারপর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলছে একটা গ্রামেও জলের ব্যবস্থা নেই। ইতিমধ্যে খরার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, গ্রামে গ্রামে জল নেই, পানীয় জল-এর ব্যবস্থা নেই, তাঁরা এতদিন বলে আসছেন রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই দেবেন। আমাদের মাননীয় ডেপুটি মন্ত্রী—জলের মন্ত্রী গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন, কত জনসংযোগ করলেন, কত হাজার হাজার টাকা খরচ করলেন।

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned till 3 P. M. The Member speaking will have the floor,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই-এর ব্যাপারে নূতন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান খোলা হচ্ছে। নূতন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান খুললেই কি রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই হয়ে যায়? রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে আমরা অনেক বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু আসলে মূলে যদি গোলমাল থাকে, একটা সরকারের যদি কোন জনকল্যাণ-মূলক নীতি না থাকে তাহলে শুধু কোথায় চুরি করবে এই যদি নীতি থাকে তাহলে এই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান খুলে কিছু হবে না। এর পরে আরও বলা হয়েছে ষ্টেট প্ল্যানিং মেশিনারী। প্ল্যানের পর প্ল্যান করা হয়েছে। এক একটা পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানে পকেট ঘটছে লোকের। আর তারা কেবল শোনাচ্ছেন এই করছি ঐ করছি। স্টেট প্ল্যানিং মেশিনারী, তারা কি করবে? কি কাজটা তার? ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে গ্রাম—উন্নয়ন ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা, গ্রামগুলিকে উন্নত করার ব্যবস্থা, না নীতি নাই। এই নীতি কেবল জন-সাধারণকে প্রবঞ্চনা করার। জনসাধারণের টাকা দিয়ে স্বজন পোষণের, নিজেদের আর পারিবারিক স্বার্থ তৈরী করার। এই হচ্ছে এই সরকারের নীতি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি এইট—তাতে বলা হয়েছে ইনভেস্টমেন্টের জন্য। কিসের ইনভেস্টমেন্টে? গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আণ্ডার টেকিংস।

শেয়ার ক্যাপিটাল টু দি ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশান। গত কয়েক বছরের গল্প আমরা জানি। অনেক গল্পই আমরা জানি। দুর্নীতির একটা ডিপো। তাতে আরও কন্ট্রিবিউশান দেওয়া হচ্ছে, আরও কি করে ভিতরে কংগ্রেসের মস্তান ঢেকে পারে যাদের পাঁচ বছর পরে আবার ইলেকশানের নামে খাটানো যায়। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েনটি সিক্সে ইমপ্লিমেনটেশান অব দ্যা সেনট্রালী স্পনসর্ড স্কীম-এ ত্রিপুরায় পাওয়ার রিসার্চ সেন্টার বলা হয়েছে করা হবে। সারা ভারতের বিদ্যুতের অবস্থা আমরা জানি। সারা ভারতে বিদ্যুতের অভাবে সবগুলি কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এটা আজকে আর কথা নয়, এটা বাস্তব, মন্ত্রীরা স্বীকার করছেন। ত্রিপুরাতে সাধারণ ধরণের ১৩৩ কিলো ভোলটের বিদ্যুৎ ধর্মনগর পর্য্যন্ত দোর গোড়ায় এনে যারা নাকি ত্রিপুরার ভিতরে ঢোকাতে পারল না, ঘাটতি দিয়ে যাচ্ছেন প্রতি বছর, আসামে যারা নাকি নিয়মিত টাকা দিয়ে যাচ্ছেন পুরো ভলটের, আর সামান্যতম মাত্র ৩৩ কিলো ভোলট আমরা খরচ করতে পারি। এই যেখানে অবস্থা বছরের পর বছর গড়াচ্ছে, বিধানসভায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে চেকো-শ্লোভাকিয়া না কোথা থেকে ট্রান্সফরমার আনা হবে। আজকে পর্য্যন্ত সেই ট্রান্সফরমার ইনস্টলেশান করতে পারলো না। এত বড় অপদার্থ সরকার। সেই অপদার্থ সরকার আজকে শোনায় যে তারা রিসার্চ সেন্টার করবে। এই সমস্ত ব্যাপার গুনিয়ে টাকা খরচ করে। এই সরকার, এই মন্ত্রীরা আর তাদের স্বজনদের পরিপুষ্ট করার জন্যই এই সমস্ত আমাদের সামনে রাখা হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরটিতে সেনট্রাল প্ল্যান স্কীমে আবার ইনভেসটিগেশান ডিভিশান। এই তো সরকার। কেবল একটা রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে এই সরকার আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আস্তে আস্তে একটা রিলিফের রাজত্ব সৃষ্টি করছে এই সরকার। আর অপর দিকে কতগুলি সম্ভাবনার উল্লেখ করে করে আর কতগুলি রিসার্চ ইনভেস্টিগেশান ইত্যাদি রেখে রেখে তারা সমস্ত জড়িয়ে যাচ্ছেন। ডুম্বুর বিদ্যুৎ প্রকল্প। বছরের পর বছর এখানে ফিফটিন পার্সেন্ট কমিশন খরচের উপর এই রাজ্যবাসীকে টানতে হচ্ছে। তার সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে বিদ্যুতের স্বপ্ন দেখে বছরের পর বছর যাওয়ার পরেও আজকে শুনতে হচ্ছে যে এই বিদ্যুত প্রকল্প হবে কিনা ঠিক নেই। মাঝে মাঝে তার পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে শোনান যে এই হচ্ছে। কখনও বলেন ১৫ এ. কখনও বলেন ৮৫ এ, হবে। তাঁদের খুশীমত তারা বলে যান। কিন্তু আসল অবস্থাটা কি? কবে বিদ্যুত তৈরী হবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। আদৌ বিদ্যুৎ শেষ পর্য্যন্ত তৈরী হবে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এই তো অবস্থা। শুধু তারা ইনভেস্টিগেশান, রিসার্চ এইসব শুনিয়ে যাচ্ছেন। এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের মধ্যে খুব মূল্যবান একটা ডিমাণ্ড তারা রেখেছেন। ডিউ টু র‍্যাপিড প্রোগ্রেস অব ওয়ার্কস—পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের, রেভিনিউ অ্যাকাউনটসের। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট নাকি রেপিড প্রোগ্রেস অব—এখানে আমাদের একমাত্র আছে রাস্তা। সারা ভারতের সংগে ত্রিপুরা রাজ্যে হবে এর কোন নিশ্চয়তা নাই। এখনও ত্রিপুরা রাজ্যে যে খাদ্য, প্রতি বছর নিয়মিত রেশন দিতে হবে জনসাধারণকে, সেই রেশন আসার কোন নিশ্চয়তা নাই, কেরোসিন আসার কোন নিশ্চয়তা নাই, পেট্রোলের কোন

নিশ্চয়তা নেই। এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা? অথচ তাদের মুখে ত্রিপুরা রাজ্যের রেপিড প্রগ্রেসের বকুনি শুনছি। আর গ্রামগুলির মধ্যে পি, ডবলিউ, ডির যে সব রাস্তা আছে. সেগুলির চেহারা কি? সেগুলি ভেঙ্গেচুড়ে শেষ, নূতন করে কোন রাস্তা সেখানে তৈরী হচ্ছে না এবং নূতন রাস্তা তৈরী করার যে পরিকল্পনা ছিল, সেগুলিও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ তারা আমাদেরকে শুনাচ্ছে রেপিড প্রগ্রেসের কথা। আমি বলি, কোন গ্রামে কয়টা রাস্তা তৈরী হয়েছে, কয়টা নূতন বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে, আর এতগুলি গৃহহীন আছে, তাদের জন্য কয়টা গৃহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের জন্য কোন নূতন পল্লী তৈরী করা হয়েছে কি? না কিছুই করা হয়নি। অথচ তারা বলে যাচ্ছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের নানাদিক থেকে রেপিড প্রগ্রেস হচ্ছে। তারা হয়তো মনে করছেন যে তারা যা বলবেন, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষ তাই বিশ্বাস করবেন। কিন্তু জনসাধারণ আজকে চোখ খুলে সমস্ত কিছু দেখতে শিখেছে এবং তারা এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে আর তারই লক্ষণ আমরা দেখছি এক একটা জনসমাবেশে, এক একটা বিধান সভা ঘেরাওতে। হাজার হাজার মানুষ আজকে আইন অমান্য করে, সত্যাগ্রহ করে শুধু যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তা নয়, তারা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই সরকার যা বলে, তা ঠিক নয়। জনসাধারণ যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে তারা এই সরকারকে ছুড়ে দিয়ে, তাদের নিজেদের হাতে দায়িত্ব নিয়ে এই ত্রিপুরাকে গড়ে তুলবে।

আর ডিমাণ্ড নাম্বার ফোর্টিওয়ানে দেখছি ষ্ট্রেটেজিক রোড তৈরী হচ্ছে। আমি জানি না, কোথায় সেই ষ্ট্রেটেজিক রোড? আমি লক্ষ্য করেছি যে একটা রাস্তা কাটানো হচ্ছে, রি-গ্রেডিং করা হচ্ছে। আগরতলা থেকেবিশ্রামগঞ্জে যাওয়ার পথে কিছু রি-গ্রেডিং-এর কাজ করানো হচ্ছে এবং সেটা ষ্ট্রেটেজিক রোড কিনা, আমি জানি না। এটার কি প্রয়োজন ছিল, তা আমার বোধগম্য নয়। আমি জানি না অন্য কোথাও এই ধরনের ষ্ট্রেটেজিক রোড হচ্ছে কিনা? এবং আজ পর্যন্ত কোথাও কোন পত্র পত্রিকায় কিম্বা মন্ত্রীদের বক্তব্য-এর থেকে আমরা এই ষ্ট্রেটেজিক রোডের কথা শুনতে পাই নি। আর এটাই যদি ষ্ট্রেটেজিক রোড হয়ে থাকে, তাহলে যে রাস্তা ছিল, যে রাস্তা বিদ্যমান ছিল, যে রাস্তা দিয়ে সব সময়ে মানুষ চলা ফেরা করছে এবং গাড়ীগুলি চলছে এবং সেই সব গাড়ীর মালিককে কোন দিন বলতে শুনেনি যে এই রাস্তা দিয়ে তাদের গাড়ীগুলি চলাচল করতে অসুবিধা হয়। কিন্তু অথচ লক্ষ্য করছি, সেই রাস্তাটাকে নূতন করে গ্রেডিং করা হচ্ছে। অর্থাৎ একবার রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল, সেই রাস্তাটাকে আবার ভেঙ্গে দিয়ে রিগ্রেডিং করা হচ্ছে। এ যেন একটা তোগলকী কাণ্ড আমরা লক্ষ্য করছি। আর ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারে যেমন, দেখলাম পাটের কল, জুট ইণ্ডাষ্ট্রিজ ইত্যাদি, ঠিক ঐ একই রকম তোগলকী কাণ্ড তারা চালাচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে তারা যে বক্তব্য রাখেন, সেটা কি পটভূমিতে রাখেন? আমরা জানি ইণ্ডাষ্ট্রি মুখের কথা নয় বা ইণ্ডাষ্ট্রী বলার সংগে সংগে ইণ্ডাষ্ট্রী হয়ে যায় না। ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা আগে থেকে করা দরকার, যেমন ভিত্তি তৈরী করার দরকার, তার জন্য এই সরকার কি করেছেন? ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে আজকে যদি আমরা সারা ভারতবর্ষের

দিকে চাই, তাহলে দেখব যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি আছে, সেগুলি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সব ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল প্রডাক্টস কিনবার মত সাধারণ মানুষের ক্ষমতা নাই। কাজেই ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি করতে বললে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতার প্রশ্নটা আসে এবং সেই প্রডাক্টস বাইরে কোথায় বিক্রি হবে না হবে, সেটাও প্রশ্ন আসে। আজকে আমরা দেখছি যে আগরতলাতে একটা ফ্রুট কেনিং সেণ্টার আছে, অথচ এর প্রডাক্টসটা বাইরে বিক্রি করার কোন মার্কেট নেই। কাজু বাদাম, এটাকে প্রসেসিং করার পর বাইরে বিক্রি করার মত কোনও ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া ত্রিপুরাতে বিভিন্ন ধরণের কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি আছে, এগুলির ফিনিস্ট প্রডাক্টসও বাইরে বিক্রি করার মত জায়গা নাই। অর্থাৎ এই সরকার নিজ রাজ্যের মধ্যে অথবা বাইরে এই সব প্রডাক্টসগুলি বিক্রি করার কোনও ব্যবস্থাই করতে পারছেন না। তাই এই যেখানে অবস্থা, তারাই আবার আমাদেরকে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রির কথা শুনান। আমি এই বিধান সভায় তীর্থময়ী এলুমিনিয়াম প্রডাক্টস কর্তৃপক্ষের একটা নোটিশ পড়ে শুনাচ্ছি।

নোটিশ

তাং—১৫/৩/৭৪ ইং

বিগত ১৭/১২/৭৩ ইং তারিখের নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্য ১৫/৩/ ৭৪ ইং তারিখে এতদ্বারা তীর্থময়ী এলুমিনিয়াম প্রডাক্টসের শ্রমিকগণকে জানানো যাইতেছে যে, কাঁচামালের অভাব বশতঃ এবং অদূর ভবিষ্যতে কাঁচামালের সুরাহা হইবে এমন কোন আশা ভরসা করিতে না পারায় তীর্থময়ী এলুমিনিয়ামের মালিক পক্ষ অনুন্যপায় হইয়া উক্ত কারখানায় কাজকর্ম আগামী ১৪/৪/৭৪ ইং তারিখ হইতে বন্ধ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়া এই নোটিশ শ্রমিকগণের অবগতির জন্য প্রদান করা গেল।

উক্ত কারখানার শ্রমিকগণকে বড় দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, তাহারা যেন আগামী ১৪।৪।৭৪ইং তারিখ হইতে তাহাদের কাজে যোগদান না করেন, সেজন্য এই নোটিশ দ্বারা সকল শ্রমিকগণকে অবগত করান গেল।

স্বাঃ শ্রীকৃষ্ণ কুমার পাল

তাং ১৫।৩।৭৪ইং

নোটিশের প্রতিলিপি শ্রমিকগণের অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ডে দেওয়া গেল।

Copy forwarded to :—

1. The Chief Labour officer, Govt. of Tripura.
2. The Secretary, Labour Department, Govt. of Tripura.
3. The Secretary, Tripura Allumunium Sramik Union, Industrial Estate, Arundhutinagar, Agartala.
4. Editor, Dainik Sambad for publication of the notice.

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের ইণ্ডাষ্ট্রীর এই কি অদ্ভুত চেহারা? এখানে কাঁচা মালের যোগান দিতে পারেন না। একটা চালু কারখানা যেটা নিজের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে, সেটাকে পর্যন্ত তারা চালু রাখতে পারছেন না, আর তারা বলছেন, তারা নাকি এখানে পাটের কল করবেন, চিনির

কল করবেন। তারপরে চা ইণ্ডাষ্ট্রি, এটার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে রাঙলুঙ চা বাগান এবং অন্যান্য চা বাগান একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অথচ তারা এগুলিকেও চালু রাখতে পারছেন না। তাই বলছিলাম যে তারা এক একটা ইণ্ডাষ্ট্রীকে নিজের হাতে ধরে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, আর এই সরকার আমাদেরকে শুনাচ্ছে যে তারা জুট ইণ্ডাষ্ট্রি করবে, এই করবে, সেই করবে আর সেই জুট ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য তারা টাকা বরাদ্দের মঞ্জুরী চেয়েছেন। তাই বলব, এখানে কোন ইণ্ডাষ্ট্রিই হবে না, যা কিছু হবে তা কোটা ইণ্ডাষ্ট্রি হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর বরাদ্দের মঞ্জুরী চেয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে, তারা সেটাকে কোন দিনই কার্য্যকরী করবেন না, কারণ এটা করার মত ক্ষমতা তাদের নাই এবং তাদের একটা কিছু করার মত সাহসও নাই। অথচ সেগুলি শুধু আমাদেরকে শুনিয়ে যাবেন, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে শুধু আশা ভরসা দিয়ে যাবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন যে [illegible] সেগুলি কার্যকরী করা হবে। [illegible] তারা এই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী দিতে পারি না। আমরা আর তাদের প্রতিশ্রুতি শুনতে চাই না। আমরা চাই বাস্তবে সেটাকে কার্যকরী করা হউক। কিন্তু আমরা এও জানি যে এই সরকার সেটা করতে অক্ষম। তাই আমি এই সমস্ত ডিমাণ্ডগুলির জন্য যে অর্থ মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে, তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবাজু কুকী :-মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলি আলোচনা করার জন্য পেশ করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে, সেগুলির দিকে যদি আমরা ভালভাবে নজর দেই, তাহলে এটাই প্রতিয়মান হয় যে এগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আনা হয় নি। এগুলি কতিপয় দুর্নীতিবাজ এবং বড় বড় আমলাদের পালন করবার জন্য অথবা তাদেরকে পোষণ করবার জন্য আনা হয়েছে। এখানে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সংসদায় গণতন্ত্রে যে নিয়ম কানুন আছে, সেগুলিকে বিসর্জন দিয়ে, উপেক্ষা করে আগেই টাকা পয়সাগুলি খরচ করে তারপর আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। কারণ আমরা জানি যে যদি এই টাকাটা খরচ করার আগে, আমাদের সামনে আনা হত, তাহলে আমরা এই সরকারের নানাবিধ দুর্নীতির কথা এখানে আলোচনা করার সুযোগ পেতাম এবং মঞ্জুরী দেওয়ার ব্যাপারে আমরা বাধার সৃষ্টি করতে পারতাম। তাই আমাদেরকে পূর্বাহ্নে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সম্পর্কে কিছু না জানিয়ে, তাদের দলীয় জোরে সেটাকে পাশ করিয়ে নিতে পারবেন, এই রকম নিশ্চয়তা তাদের আছে বলে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলে তারা সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে এবং তার প্রমাণ করে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্য দিয়ে। তবে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সম্পর্কে—যেহেতু এটা এখানে উপস্থিত করেছেন তাই আমি ক'টি বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই। আমরা যদি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমস্ত ডিমাণ্ড ওয়াইজ দেখি তাহলে দেখা যায় যে ইন্টারিম রিলিফ খাতে কতগুলি নূতন নূতন জীপ খরিদ করার জন্য চাওয়া হয়েছে। যা দিয়ে বড় বড় অফিসার এবং মন্ত্রীরা তারা সুখে যাতায়ত করতে পারবেন। আর এক দিকে আমরা দেখতে পাই যে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মাধ্যমে এই ত্রিপুরার জনসাধারণ কিছুটা আর্থিক সাহায্য পেতে পারত। কারণ আমরা জানি যে ৩।৪ মাসের মধ্যে আমরা দেখি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে জিনিষের দর বাড়ছে দিনের পর দিন

তাতে অন্ততঃপক্ষে জনসাধারণ যাতে কম দামে জিনিষ পেতে পারে তার জন্য কোন ডিমাণ্ড তারা চান নি। আর কৃষকেরা পাট বিক্রি করছে কম পয়সায়। যেহেতু মহাজনেরা তাদের শোষণ করছে। এই কৃষকেরা যাতে অন্ততঃ কিছুটা বেশী দামে পাট বিক্রি করতে পারেন তার জন্য এই বাজেটে টাকা চায় নি। আমরা জানি উপজাতির মেয়েরা বিভিন্ন সময়ে তারা মিছিল, মিটিংয়ের মাধ্যমে তারা তাদের অভাব অভিযোগ জানিয়েছে যে আমাদের সূতা দাও। গভর্ণমেন্ট যেহেতু কাপড়ের দাম কমাতে পারছে না কাজেই অন্ততঃ আমাদের কম দামে সূতা দাও যাতে আমরা আমাদের প্রতিটি ঘরে আমাদের যে নিজেদের তাঁত আছে তাতে কাপড় বুনে আমরা আমাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারি। কারণ আমাদের পয়সা নেই, আমরা গরীব—কিন্তু গভর্ণমেণ্ট থেকে, এই রুলিং পার্টি থেকে তাদের সাবসিডি দিয়ে তাদের সূতা দেওয়া যেত কিন্তু সেটি তারা করেন নাই। আর এক দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মন্ত্রীরা হাওয়া খেতে যাবে তার জন্য পেট্রল ইত্যাদির বরাদ্দ আছে তাদের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য প্রত্যেকটি জায়গার মধ্যে ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে। তাই আমি বলছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ করে রাইমাশর্মার ঘটনা—কিন্তু আমরা জানি যে রাইমাশর্মার লোকদের কোন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। আমরা কাজ চাই, ওদের দুই টাকা রোজে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে কাজ করান হচ্ছে কিন্তু তাদের জন্য কোন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। তাদের যদি দুই টাকা করে কাজ করান হয় তাহলে ঐসব গরীব পরিবারগুলির অনাহারে না থেকে আর অন্য কোন উপায় থাকে না। আমরা যখন ঐ এলাকায় যাই তখন আমাদের কাছে বলেছে যে সরকার আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করলেন, আমার পরিবারে ৫ জন লোক আছে আমার কোলে শিশু আছে। আমাকে যদি দুই টাকা মজুরী দিয়ে কাজ করান হয় তাহলে আমি এই দুই টাকা দিয়ে আমি ৫ জন লোককে খাওয়াব কি করে? দুই টাকায় আমাদের কি ভাবে চলবে? যদি কোথাও হাওলাত পাই তাহলে চালাতে পারতাম—আমার সামনে কেঁদে ফেলল। কিন্তু তাদের জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে তারা কিছুই আনতে পারে নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তার জন্য আমি বলছি যে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে যা আনা হয়েছে এটা শুধু মানুষের চোখে ধুলা দেবার জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এতে জনসাধারণের স্বার্থ দেখতে পাচ্ছি না। জনসাধারণের জন্য জনসাধারণের উপকারে আসতে পারে তার জন্য এই টাকা চাওয়া হয় নাই। শুধু টাকা চাওয়া হয়েছে এবং খরচ করা হয়েছে শুধু তাদের নিজেদের স্বার্থ আর দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এবং বড় বড় অফিসার আর ধনীকদের পকেটে টাকা দেওয়ার জন্য। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের কাছে যে সাপ্লিমেন্টারী গ্রাণ্টস চাওয়া হয়েছে এই জিনিষটা সম্পর্কে আমি বলছি এবং আমার বক্তব্য রাখছি। এই সাপ্লিমেন্টারী গ্রাণ্টকে আমি সাপোর্ট করছি না। কারণ এই বাজেটটা হল অগণতান্ত্রিক এবং তা ভেজালে ভরা। জানিনা মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কি বলে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্রাণ্ট রেখেছেন। উনার ভেজাল যে কিসে নাই জানি না। অবশ্য উনার ভেজাল থাকতে পারে। তবে অর্থ মন্ত্রী হিসাবে যখন চেয়েছেন কাজেই সেই দিক থেকে উনার ভেজাল পরিষ্কার ভাবে দেখতে চাই। কারণ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে এখানকার মন্ত্রী সভাটা পাইয়ে পরিণত হল। প্রথম ভেজাল ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ এডুকেশান

সম্পর্কে এখানে যে টাকাগুলি চাওয়া হয়েছে এবং খরচ হয়েছে তার জন্য খরচের প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন যদি হত গণতান্ত্রিক উপায়ে এই ছয় মাসের মধ্যে এসেম্বলী সেশান ডেকে সেই সময় টাকা চাইতে পারত এবং আমরাও নিশ্চয়ই আমরা গ্র্যান্ট করতাম তখন। কিন্তু এই হাউসকে জিজ্ঞাসা না করে অগণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেরা এইভাবে ব্যাক্তিগত ভাবে তারা জনতার টাকা অপব্যয় করবে এবং এই অপব্যয় করার জন্য তারাই দায়ী থাকবেন। জনতা যদি কিছু করে তাহলে এরাই দায়ী থাকবেন। কাজেই এডুকেশান সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এডুকেশান মিনিষ্টার কি করছেন এডুকেশান মিনিষ্টার এক নম্বর ভেজাল লোক। তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন যে ধর্মনগরের গংগানগরে একটা স্কুল মাষ্টার মানিক ধর উনি মাষ্টারী করছেন। কিন্তু উনি কংগ্রেসের মিটিং, মিছিল ইত্যাদি করছেন। শুধু এডুকেশান মিনিষ্টার নন যার জন্য প্রত্যেকদিন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই আসামীর কাঠগড়ায় হাজির হওয়ার জন্য—এবং তিনি যদি হাজির না হন তাহলে তিনি অনুপস্থিত থাকেন। তারপর আবার মানিক ধর এমপ্লয়িজ ফেডারেশান করেন এবং তিনি টাউন হল কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারী, তিনি এইগুলির সংগে যুক্ত আছেন। তিনি এগুলি করেন। একজন স্কুল মাষ্টার এই সব করতে পারেন কি না? সেই সম্পর্কে সংবিধান কি বলে, গণতন্ত্রের কি বলছে, গণতন্ত্রে কি এই জিনিষটা বলেছে? হয়তো উনারা স্বীকার করবেন না কারণ গণতন্ত্র সম্পর্কে যাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই তারা কি বুঝবেন। কাজেই এই এডুকেশান মিনিষ্টার শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়—কলেজের ষ্ট্রাইক ভাংগার জন্য উনি চলে গিয়েছেন গাড়ী নিয়ে। ছাত্রদের পেলেন না সেখানে, পেলেন তিনজন কর্মচারীকে। তারা সেখানে জানিনা উনার পোষ্যপুত্র কি না। ননীগোপাল সাহাকে তার গাড়ী ব্যবহার করতে দিলেন। পুত্রের মত আর কাউকে যদি রেখে পালন করে তবে তাকে বলা হয় পোষ্যপুত্র। তারপর উনাদের সম্পর্কে আমরা শুনেছি উনাদের যে বড় চেলা বীর বল্লভ সাহা উনার কাছ থেকে আমরা এই সমস্ত তথ্য পেয়ে থাকি। এই যে লোকটা তার সারা জীবনটাই ভেজাল পূর্ণ। নিজের সার্টিফিকেট বি, এ, পাশ বলে ভেজাল করে এক মাসের মধ্যে চলে গেল রাণীর বাজার। ভেজাল লোক না? এই সমস্ত ভেজাল লোকের সহায়তায় একটা মিনিস্ট্রী চলতে পারে না। ভেজাল, লো ভেজালে পরিণত: তাদেরকে পদত্যাগ করা উচিত। এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চলে যাওয়া দরকার। এইখানে ভণ্ড সাধু সেজে আমরা কাউকে মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত রাখতে চাই না। এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা এইখানে চলছে তার জন্য এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটটা, এইটা সাপ্লিমেন্টারী না, এইটা ভেজালেন্টি, এইটা সাপ্লিমেন্টারী নয়। এইটা এখানে ভেজাল করে লুঠ করে পকেট মেরে সমস্ত কিছু লুঠ করে খরচ করে বসে আছে। এই হল তাদের কাণ্ড কারখানা। আর এডুকেশন সম্পর্কে এই ভেজালটা যদি না থাকতো, গত বাজেট সেশনে আমরা বলেছিলাম যেখানে হাই স্কুল নাই সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে যেমন খোয়াইতে আমপুরা, রতনপুর বা অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত স্কুল আছে সেই সমস্ত স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করার জন্য কিন্তু এই সমস্ত জায়গায় হাইস্কুল হয় নি। কাজেই কি খরচ হয়েছে? কোথায় খরচ হয়েছে? এরা কর্মচারীদের খরচ বাবদ, এই ফার্ণিচারের খরচ বাবদ এই সমস্ত উনারা এখানে দেখিয়েছেন। এই হলো তাদের এইখানে কতকগুলি খরচের হিসাব। লক্ষ লক্ষ টাকা

খরচ দেখিয়েছেন এখানে। প্রথমে আমি বলেছিলাম এক নম্বর হলেন সুখময় বাবু, যাঁর সময় যা খরচ হয়েছে সেই টাকার হিসাব এখানে দেওয়া হয়নি। এক নম্বর আসামী হলেন উনি। এবং আসামীর কাঠগড়ায় হাজির যাতে না হয় তার জন্য উনি ৬ মাসের মধ্যে উনারা বিধানসভা ডাকেন নাই। আমরা যদি বুঝতাম যে যেখানে প্রাইমারী স্কুল আছে, সেই স্কুলগুলিতে হেডমাষ্টার যেখানে নেই সেই সমস্ত জায়গায় হেডমাস্টার নিযুক্ত করেছেন, আবার পার্লামেন্টে এক মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে অসত্য রিপোর্ট দিয়ে সেখানে ঘোষণা করেছেন ২৮৩টা স্কুলে আমরা ট্রাইবেল ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছি। এই কথা পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছেন। কাজেই কত বড় অসত্য কথা এই মন্ত্রী সভা বলতে পারে, আমরা যদি দেখি তাহলে পর জনতা তাদের উপর কি রকম শাস্তি দেবে সেইটা যেন নিজেরা উপলব্ধি করে নিয়ে সেই দিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই এই মন্ত্রীসভাকে।

আর মেডিকেল সম্পর্কে তদ্রূপ অবস্থা। মেডিকেল গ্রামের মধ্যে কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার নেই। ইলেকশনের পর বহু দরখাস্ত আমপুরা থেকে, রতনপুর থেকে, বেহালাবাড়ী খোয়াইতে প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দরখাস্ত করার পর আজ পর্যন্ত তারা কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার বসানোর মত কোন টাকা এখানে খরচ হয়েছে আমি মনে করতে পারি না। এবং সেইটা এখানে উল্লেখ নাই। তারা শুধু দেখিয়েছেন কর্মচারীর বেতন বাবদ কিন্তু দেখছি যেখানে যেখানে ডাক্তার আছেন, আর যে সমস্ত গ্রামগুলিতে ডাক্তার নেই কম্পাউণ্ডার শুধু থাকেন কোন সময় থাকেন না, ঔষধ নেই বললেই চলে ঔষধের জন্য এত টাকা খরচ হয়েছে সেই হিসাব নাই এখানে। যেমন ধরুন কৈলাশহরের মাণিকপুর সেখানে ডাক্তার নেই, কম্পাউণ্ডারও মধ্যে মধ্যে থাকেন না। ধুমাছড়াতে সেই রকম অবস্থা। সেখানে দুইমাস যাবত ডাক্তার মানুষকে ঠিকমত ঔষধ দেয় নি। কাজেই সেই দিক থেকে একেবারে কোন দিকে যে কি করে তারা, সেখানে কোন চেষ্টা করেনা তারা। সেখানে ঔষধপত্র না দেওয়ার ফলে সেখানকার মানুষ বিক্ষুব্ধ। সেই ডাক্তারকে সেখান থেকে ট্রেন্সফার করে ভাল লোক দেওয়ার জন্য আমাদের বিরোধী দলের লীডার শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী সেইদিন বলেছিলেন যে তাকে সেখান থেকে ট্রেন্সফার করা হোক। কিন্তু অদ্যাবধি তাকে সেখান থেকে ট্রেন্সফার করা হয় নি। ছৈলেংটা ডাক্তারখানার অবস্থা তদরূপ। ঔষধপত্র পাওয়া যায় না। সেখানে ডাক্তার আছে অবশ্য কিন্তু ঔষধ নেই। করমছড়া, কাঠালছড়া, পেছড়া, লালছড়া, দুর্গাছড়া, সিন্ধুকুমার, গোবিন্দবাড়ী কোন ডাক্তারখানা নেই। সেখানকার জনতা সাধারণভাবে সরকারী চিকিৎসা পাওয়ার জন্য বহুবার দরখাস্ত করেছেন কিন্তু সরকার এই যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কানের ভিতরে গিয়ে পৌঁছে না। চোখেতেও উনি অন্ধ কি না জানি না। তা না হলে উনি দরখাস্তগুলি নিশ্চয়ই পড়ে থাকতেন। এই দিকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে উনাকে দুজোড়া চক্ষু দেওয়া দরকার বলে মনে করি। যাতে ঠিক ঠিকভাবে তার কাগজপত্রগুলি দেখে নেন। এবং কে কি আবেদন করেছে সেইগুলি যেন উনি দেখে নেন। কোথায় কোথায় প্রয়োজন সেই সমস্ত যেন উনি দেখে নেন। তদরূপ এইগুলি যেমন হয় নি তেমনি আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যে টাকা তিনি এইখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জমায়েত আছে সেই টাকাগুলি খরচ হয়েছে বলেই সেরেছে ওরা। কাজেই

সেইদিক থেকে আমরা মনে করি এই যে নেই বলা এইটা বলে কারণ তাদের মাথাও কিছু নেই। সেইজন্য এই নেই কথাটা তার সবচেয়ে বেশী বুঝে থাকেন। আর স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে গত খরার সময় থেকে আমি খোয়াই সাবডিভিশনে যেখানে যেখানে জলের অভাব আছে, খাওয়ার জলের অভাব আছে সেই সমস্ত জায়গাগুলির নাম বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দিয়েছি এবং বলেছিলাম যে রিগ মেশিনের সাহায্যে বা রিংওয়েল দেওয়া দরকার। কিন্তু কোন কোন জায়-গায় দেখলাম যে একটা নল বসিয়ে বাকী অর্দ্ধেকটা সেখানে নাই। সেই অবস্থায় খোয়াইতে পদ্মবিলের কাছে সেখানে অর্দ্ধেকটা নল সেই টিউবওয়েলের মধ্যে নেই। আর যদি রিগ মেশি-নের সাহায্যে মাননীয় জলমন্ত্রী মহোদয়া, যেখানে অপেনিং করার জন্য গিয়েছিলেন সেই জল আছে কি না সেইটা যদি তদন্ত করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে উনি সেইদিন অপেনিং করে সব জল শুকিয়ে এসেছেন তারজন্য সেই কলটাতে আর জল পাওয়া যায় না, কাজেই সেইদিক থেকে এই সমস্ত কাজ কোনটাই করা হয়নি। যদি বুঝতাম যে আমরা এই সমস্ত কাজ করার জন্য এই টাকা খরচ করেছি কাজেই আমাদের টাকার দরকার তাহলে বুঝতাম যে ঠিক ঠিকভাবে কাজ করেছেন কিন্তু কোন কাজ উনারা করেন নাই, এইখানে ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছেন যে তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ইত্যাদি। এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচারের ব্যাপারে কতটুকু করেছেন সেই সব যদি আমরা দেখি তাহলে পরে এই যে এগ্রিকালচারের জন্য যে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই সম্পর্কে আমরা বার বার এই হাউসের মধ্যে বলি এবং বাইরেও বলি, মন্ত্রীদের সংগে আলাপ আলোচনা করি, সাবডিভিশন্যাল অফিসারদের সংগে আলাপ আলোচনা করি কিন্তু আমাদের এই যে আলাপ আলোচনা করার পরও দেখি যে সেখানে কোন কিছুই হচ্ছেনা বা কিছুই করছেন না তারা। এমনকি সাধারণতঃ যেভাবে আমরা বাঁধ দেওয়ার জন্য বলি সেইভাবে বাঁধ না দেওয়ার ফলে যতগুলি টেম্পরারী বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি আবার যে সেই হয়ে গেছে, কোথায় যে সে-বাঁধগুলি চলে গেল—যারা বাঁধ দিয়েছেন তাঁরাই কি নিয়ে গেলেন না মন্ত্রী নিয়ে গেলেন সেটা বুঝার কোন উপায় নাই। পুনঃ সংস্কার করার মত কোন কিছু দেখিনা। কোথায় কিভাবে এই টাকা খরচ হয়ে যায় আমরা বুঝতে পারিনি। ধানের বীজ সম্পর্কে কি হয়েছে? বীজ দেননি, টাকা দিয়েছেন। বীজ পাবে কোথায়? খরার বছর, বীজ নাই। আর যে কিছু পরি-মাণ বীজ দেওয়া হয়েছিল, সেই বীজগুলি থেকে কোন গ্যাজা উঠেনি। কাজেই সেইদিক থেকে কৃষকরা যেভাবে পারে বীজ সংগ্রহ করে ফসল ফলায়। প্রতিটি এলাকায় জলের অভাব, সাংঘাতিকভাবে দেখা দিয়েছিল, সেই সমস্ত জায়গায় কত জমি অনাবাদি রয়েছে, সেই খবর মন্ত্রীরা কি রাখেন? মন্ত্রীরা বলেন ফসল এবার খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু কি পরিমাণ হয়েছে সেটা আমরা জানি। কারণ আমরা নিজেরা কৃষক, কৃষকদের সংগে আমরা থাকি। সেইদিকে উনারা কিছুই জানেন না। এই কৃষক সম্পর্কে, এই কৃষি সম্পর্কে উনারা কিছু জানেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে।

আর এ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রী কোথায়? শহরের মধ্যে। শহরে যে গাভী আছে, দুই এক জনের, সেখানে এ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রী দরকার। গ্রামের মধ্যে যে সমস্ত জায়গায় গরু দিয়ে ফসল ফলায়, সেই সমস্ত জায়গায় এ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রী করার মত কোনকিছু দেখছি না। কোন

টার সেখানে নাই। কাজেই সেইদিক থেকে কোথায় সেন্টার খুলেছে? কি বাবদ খরচ হয়েছে? নতুন সেনটার খুলতে আমরা দেখি নাই। কাজেই এটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া এই বইয়ের মধ্যে কিছুই নাই। যে টাকার অংক এখানে রাখা হয়েছে খরচ করেছেন বলে, এটা শুধু মাত্র হাউসকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য।

তারপর অন্নেন ফরেষ্টের ব্যাপারে। ফরেষ্টের কৃপায় কাঞ্চনপুর থেকে আরম্ভ করে ২০০ মত পরিবার ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে আসামে চলে গেল। এইরকম ভাবে তেলিয়ামুড়া থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, যারা পাহাড়টা থেকেই উচ্ছেদ হয়ে তারা চলে যাচ্ছে। এমন কি এই যে বিধান সভা থেকে কমিটি করে দেওয়া হয়েছে, সেই কমিটির সুপারিশ, এমন কি মন্ত্রী পর্যায়েও গিয়েছিল পদ্মবিলের খাগড়া-বাড়ীতে, ফরেষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্য, কমিটি বলেছে, সেখানে তারা গাছ গাছরা লাগিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই জমিগুলি ফরেষ্টের আওতা থেকে মুক্ত করা হয় নাই। কাজেই সেইদিক থেকে আমি বলব এই সরকার ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই বলে নাই। যদি এই টাকাগুলি খরচ করার ইচ্ছা থাকত ঐ ডিপার্টমেন্টের যে কর্মচারী আছে, তাঁদের কাছে এক টুকরা পর্চা, হিন্দীতে যাকে বলে পর্চা, ইংরেজীতে বলে শিল্প, এক টুকরা কাগজ অন্ততঃ যেতু ঐ অঞ্চল মুক্ত করার জন্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত কর্মচারীদের কাছে সেই রকম কিছু যায় নাই যার জন্য সরকার সেই জমিগুলি মুক্ত করার কথা বল্লেও, সেইসব অঞ্চল মুক্ত করা হয় নাই, সেখানে ফরেষ্টের গাছ গাছড়া লাগান হচ্ছে। যেসব অঞ্চল মুক্ত করা হয়েছে বলে মন্ত্রীরা বলছেন, সেইসব অঞ্চল এখনও ফরেষ্টের আওতায়ই রয়ে গেছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট শুধু ফরেষ্ট ফরেষ্ট করে বনভোজন খাচ্ছেন। বনের ভিতর বড় মজা শ্রীবৃন্দাবন বলে। 'আরে বন বন কাকড়াবন। বনের রাজা মধুবন। কি মধু বৃন্দাবন বাঁশ পাঁচারের ফলে। বন বন আরো বন, আহা বনের গোঁসাইগণ। বনের টাকা লুটে পুটে করেন বনভোজন।'

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বনভোজন খান না উনারা, ঐ শহরের মধ্যে বসে খেতে পারেন না? যেখানে কিছু বলতে পারছেন না, সেখানে খেতে যান না, মাথাটা গুড়িয়ে দেবে। যদি এখন থেকে হুশিয়ার না হন, তাহলে মস্তকচ্ছেদন করে ছাড়বে জনসাধারণ। লেবার এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে আরও চমৎকার কথা বলেছেন। বেকার সমস্যার সমাধান করছেন। আমরা বলেছিলাম না ঐ বনকরের মধ্যে হাজার হাজার লোক কাজ করে, তাদের টেম্পোরারী লেবার না করে পার্মানেন্ট লেবার হিসাবে গণ্য করতে পারবেন না? রেজিষ্ট্রীভুক্ত করতে পারবে না? ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট সম্পর্কে যাঁদের কাণ্ডজ্ঞান নাই, তাঁরা নাকি আবার বনমন্ত্রী। বনমন্ত্রী কি বলতে পারেন, তিনি কি জানেন ফরেষ্ট রিজার্ভ করতে কি করতে হয়? এই ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট রিজার্ভ করার মত জায়গা আছে কি না? জায়গা যদি থাকে তাহলে সেই জায়গায় কেন ফরেষ্ট করা হচ্ছে না? মানুষের মধ্যে কেন ফরেষ্ট সম্পর্কে চেতনা জাগান হয়না? যাঁদের নিজেদের চেতনা নাই, তাঁরা মানুষের মধ্যে কি করে চেতনা জাগাবেন। আমি উপলব্ধি করতে পারি না। উনারা কেবল ভিত্তি স্থাপন করে যান দিনের পর দিন কিন্তু একটা চটকল করতে গেলে কত লক্ষ টাকার প্রয়োজন সেটা কি তাঁরা বলতে পারবেন? ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বাজেটের মধ্যে কত টাকা ধরা হয়েছে? সম্পূর্ণ টাকা খরচ করেও কি এই চটকল হবে?

না ডম্বুর পরিকল্পনা হবে? কোনট্রাই হবে না, শুধু ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন। কাজেই এর দ্বারা বেকারদের সমস্যা সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না। বহুদিন আগে থেকে চিনির ফ্যাক্টরী চিমনির ফ্যাক্টরী, বহু ফ্যাক্টরীর কথা আমরা শুনে আসছি। সেই চিনি এবং চিমনির ফ্যাক্টরী-গুলি যে চিনি এবং চিমনি উৎপাদন হচ্ছে সেগুলি যাচ্ছে কোথায়? সেগুলি কি মন্ত্রীর বাড়ীতে যাচ্ছে? বৃন্দাবনে নন্দের আলয়ে যেভাবে কাঁচের ঘর, সেইরকম ঘর তাঁদের জন্য তৈরী হচ্ছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি বলছি যে চিমনির ফ্যাক্টরী এখানে হবে না, সেটা হবে মন্ত্রীদের বাড়ীতে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উন্নয়ণের জন্য, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, চিমনির ফ্যাক্টরী হবে না, চিনির ফ্যাক্টরী হবে না, চটকলও হবেনা। সামান্য একটা নদীতে যে সরকার একটা ব্রীজ দিতে পারেনা, সে আবার করবে চিমনির ফ্যাক্টরী? কোন সাহসে? কাজেই সেইদিকে দুর্নীতি ছাড়া, এখানে উন্নয়নের পরিকল্পনা বাবদ কোন কিছু করবেন উনারা, সেটা ভাবা বৃথা। আর দেখুন জলসেচ ত্রিপুরার মধ্যে এমনি হয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত মানুষ ডুবে মারা যেতে পারে এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর সংগে আবার ইলেকট্রিসিটি স্কীম। চমৎকার ইলেকট্রিসিটি স্কীম। ইলেকট্রিসিটি স্কীম করার জন্য, এটা কি কৃষকদের জলসেচ করার জন্য না মন্ত্রীদের বাড়ীতে জল এবং হাওয়ার জন্য? দেখেছেন তো অন্ধ এবং ভাকড়াতে কি করে তারা জলসেচের ব্যবস্থা করে। তখনতো চোখ বুজে রয়েছে আপনাদের। আমরা দেখছি যে সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করে পাঞ্জাবে তারা সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে ইলেকট্রিসিটি না এনেই তারা সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই সমস্ত ধাপ্পা বাজী চলবে না। (রেড লাইট) আমাকে আরও সময় দিতে হবে স্যার।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল ডুম্বুর প্রজেক্ট কবে হবে না হবে তার কোন সময় সীমা মুস্কিল বলা হয়েছে। কাজেই ডুম্বুর প্রজেক্ট হওয়ার ফলে যে সমস্ত এলাকা ডুবে গিয়ে মানুষের ক্ষতি হবে সেই সমস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেছেন যে তাদের জন্য তারা রাস্তা ঘাট ইত্যাদি বহু ঘর বাড়ী করে দিয়েছেন। কিন্তু সেটা কি করেছেন? কাপড় পড়াচ্ছেন রাজকুমারীকে, খালি খোরাচ্ছেন হাত। কিন্তু জনতার সমনে হাজির করতে পারেন না। তেমনি অদৃশ্যভাবে রেশন সপ দিয়েছেন। কোথায় রেশন সপ দিয়েছেন? কাজেই এই সমস্ত অসত্য কথা পরিবেশন করে তাঁরা মন্ত্রী পদের অযোগ্য বলে তাঁদের প্রমানিত করেছেন। তাঁরা এখান থেকে চলে যেতে পারেন এবং মন্ত্রীপদ থেকে উইথড্র করতে পারেন। তাঁরা রাস্তাঘাট করেছেন। যেখানে পুনর্ব্বাসন দেবেন সেখানে কেন বিকল্প ব্যবস্থা করা হল না? সেখানে জলের প্রয়োজন ছিল কিন্তু হয় নাই। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলতে পারি যে এই সমস্ত কাজ যদি করে থাকে তাহলে এই কথাটা আমি বলতে পারিনা। কিন্তু যদি করে থাকে নিজের পকেটেই সেই রাস্তা করেছে, নিজের পকেটেই সেই রেশন সপ করেছে। তারপর করে দিয়েছে নিজের জন্য। কাজেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে আমি কিছুই দেখিনি।

তারপর পি, ডবলিউ, ডি,-এর ওয়ার্ক যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখি? পি, ডবলিউ, ডি,-এর ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টে সমস্ত রোড আছে, খোয়াই সাবডিভিশনে সেন্ট্রাল রোড-

করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন খোয়াই থেকে রোড হয়ে মানিক ভাণ্ডার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু কখন হবে? এপ্রিল মাসে। এপ্রিল ফুল করেছে। আমি ১৯৭০ সালেই বলেছিলাম যে দেখুন আপনাদের যেন এপ্রিল ফুল না হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আণ্ডারে যে সমস্ত রাস্তাগুলি আছে সেই রাস্তাগুলি প্রায়ই সংস্কার করেন না। কাজেই কোথায় খরচ হয়েছে? একটা কর্মচারী তো দেখি নি। শুধু বইয়ের মধ্যে রেখেছেন। কর্মচারী বাবতে এত টাকা খরচ হয়েছে। যোগাযোগ নাই একটা রাস্তার সংগে। আমপাড়া একটা জায়গা, বর্ষাকাল হলে আর কোন শহরের সংগে তার যোগাযোগ থাকে না। সেখানে রাস্তা হওয়া তো দূরের কথা ব্রীজটা পর্যন্ত হয়নি। কেন হয় নি? খরচ কোথায় হয়েছে? খরচ তো হয় নি। কাজেই এই সমস্ত ধাপ্পা বাজী আমরা স্বীকার করতে পারি না। এখন ভেজালের যুগ পড়েছে।

"ভেজালের যুগ পড়েছে
ভেজাল তেলে ঘৃতে।
কথায় ভেজাল, মাথায় ভেজাল ?
ভেজাল চলে মন্ত্রীতে ॥
ভেজাল মাল, ভেজাল চাল
ভেজাল গণতন্ত্রে.
ইন্দিরা মনির প্রেমে ভেজাল
ভেজাল দেশের মন্ত্রে।
বলদ সরল গাভী পেলাম
ভেজাল গাভীর দুধে,
চামড়া বেচে দেনা শোধ
দেশ বন্ধক সুদে।
মন্ত্রীরা খান ছানা পোলাও
ডবল ডিমের অমলেট
গরীব মানুষ খাবি খান
শুধু সাপ্লি বাজেট ॥"

কাজেই সেই দিক থেকে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে বলেছি যে এটা হল একটা ধাপ্পাবাজী এবং ভাওতা বাজেট। সেজন্য বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগ্রিকালচার সম্পর্কে যে সাপলিমেন্টারী বাজেট এনেছেন. সেই বাজেটে ত্রিপুরার যে কৃষি, যে কৃষক অনগ্রসর ত্রিপুরার পিছনে পড়া কৃষক, সেই কৃষকের উন্নতির কথা উল্লেখ নাই। সেখানে আছে শুধু আমাদের বাড়ী, গাড়ী আর নারীর ব্যবস্থা। সেখানে যারা কৃষক, যারা সবচেয়ে পিছনে পড়া অ-উন্নত কৃষক তাদের কৃষিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা. তাদের উন্নত বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা এবং পাম্পিং সেটের মাধ্যমে তাদের

জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা কোন কথা উল্লেখ নাই। সেখানে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে মোহনপুর ব্লকে কয়েকটা পাম্পিং সেট আছে, সেগুলি আজও সেচ ব্যবস্থার অনপোযোগী, সেগুলি দিয়ে জমিতে জল সেচ করা চলেনা। তাছাড়া সেখানে এগ্রিকালচারের যে কৃষি অফিস আছে, তাতে দেখছি কয়েকটা স্প্রেয়ার মেসিন আছে, অথচ সেগুলি নষ্ট, সেগুলি দিয়ে কোথাও স্প্রেয়ার করা যায় না। আর তারা মুখে বড় বড় বুলি আওড়ান যে কৃষির দিক দিয়ে তারা কৃষকদের উন্নত করে তুলছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যারা কৃষক তাদের আজকে কি অবস্থা? কাজেই কৃষির দিক দিয়ে এই সমস্ত জিনিষগুলি যদি এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে উল্লেখ থাকত, তাহলে পর আমরা মনে করতে পারতাম, যে সরকার সত্যি কৃষকদের জন্য কিছু করছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে তারা কৃষকদের উন্নতির জন্য কিছুই করেন নি। আজকে ২৬ বৎসর পরেও তারা কৃষকদের উন্নতির জন্য এই রাজ্যের নদী নালাগুলিতে বাঁধ দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি বা তাদের জমিতে জল সেচের কোন ব্যবস্থা করতে পরেন নি। যেমন আমার এলাকায় মনতলী মৌজায় আমি দেখছি চাষীরা তাদের জমিতে বরো ধান করেছে, সেজন্য তারা এগ্রিকালচার ডাইরেক্টারের কাছে দরখাস্ত করেছে যাতে করে তাদের বরো ধানের জমিতে সময় মত জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তাদের বরো ধানগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু মাত্র পাম্পিং সেটের জন্য। কারণ সেখানে তাদের জমিতে জল সেচের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আর যদি তাদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে তারা অনেক বেশী ফসল উৎপন্ন করতে পারত। তারা শুধু আগরতলাতে দৌড়া দৌড়ি করে হয়রানি হয়েছেন মাত্র। তারপরে তারা পি, ডব্লিউ, ডির রাস্তা সম্পর্কে বলেছেন। এখানে আমরা কি দেখছি? এখানে দেখছি যে ফটিকছড়া থেকে হরিণখোলা হয়ে গোপালনগর পর্যন্ত যে একটা রাস্তা, তার কথা আমি গত বাজেট অধিবেশনেও উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই রাস্তাটার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। তারপরে সাতচিবা হয়ে হরিণখোলা কৃষ্ণনগর যে রাস্তা, সেই রাস্তাও তারা করেন নি। অর্থাত তারা এই সমস্ত রাস্তাগুলির কোন সংস্কারই আজ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। তারপরে ওয়াটার সাপলাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে মোহনপুরে একটা ওয়াটার সাপলাই-এর ব্যবস্থা তারা করেছেন। কিন্তু সেই ওয়াটার সাপলাই থেকে যে জল সাপলাই করা হয়, সেই জল ঘোলা, আবার কোন সময়ে পাওয়া যায়, আর কোন সময়ে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ওয়াটার সাপলাই করার পর ঠিকে প্রায় সময়ে সেটা বন্ধ থাকে, মনে হয় কোথাও কোন কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। আর ফরেষ্ট সম্বন্ধে আমরা দেখছি যে ফরেষ্টের মধ্যে কি চলছে? এই ফরেষ্ট সম্পর্কে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন। আমরা দেখছি যে ফরেষ্টের এরিয়াতে যারা আছে, তারা সাধারণ কৃষক, জুমিয়া, তারা সেখানে জুম চাষ করতে পারছে না এবং তাদের অনেককে জুম চাষ করার মিথ্যা মামলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের অকারণে কোর্টে আসতে হয়। আমি বলি যে যারা জুমিয়া তাদের একমাত্র জীবিকা হচ্ছে, জুম চাষ, তারা আজকে এ রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে পড়ে জুম চাষ করতে পারছে না এবং তাদের জুম চাষ এই সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়াও ফরেষ্টের অনেক কাহিনী আছে, যেমন আমাদের ফরেষ্ট মন্ত্রী আমবাসাতে একটা বৃন্দাবন

সাজিয়ে বসে আছেন যেখানে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে বদলী করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার স্ত্রীকে সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা যে কত বড় বেদনা-দায়ক ব্যাপার, সেটা আপনারা সবাই বুঝতে পারেন। কাজেই এই ভাবে ফরেষ্টের মধ্যে একটা বৃন্দাবন লীলা চালানো হচ্ছে, এটা আমাদের মাননীয় সদস্যও বলেছেন। তারপর আজকে ২৬ বছর পরও তারা গৃহহীনদের গৃহের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। অবশ্য তারা বলছেন যে গৃহহীন যারা যারা অউন্নত সম্প্রদায় অথবা ট্রাইবেল তাদের গৃহ নির্মানের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু গত ২৬ বছরের মধ্যেও এটা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাই আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এই কংগ্রেস রাজত্বটা হচ্ছে, একটা ভেজালের রাজত্ব আর এই সব কংগ্রেসীরাও ভেজাল। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে আজকে গুজরাটের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, শুধু তাই নয়, এই গুজরাটের পরেই আসছে, বিহার। এরপরে আসবে উত্তর প্রদেশ। এমনি ভাবে সারা ভারতবর্ষ একদিন জ্বলে উঠবে। এই কংগ্রেস যদি জনসাধারণের কর্তব্য করতে না পারেন, তাহলে এমন এক দিন আসবে যে ত্রিপুরার জনসাধারণও তাদেরকে ঐ ভাষ্ট বীনে ছুড়ে ফেলে দেবে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীদের আর বেশী দিন নাই। কারণ আজকে যেভাবে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে চলছে এবং সংকট যে-ভাবে দিনের পর দিন বেড়ে চলছে, তাতে এটাই মনে হয় যে কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে একটা ভেজালের কারখানা চলছে। কারণ আজকে ২৬ বছর গত হতে চলল তারা দেশের সাধারণ মানুষের কোন উন্নতি করতে পারে নাই, তারা শুধু মুখে বলেন যে আমরা এই দেশে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজবাদ কায়েম করব কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। আর ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে গেলে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগানগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাতে মোট ৫২টি চা বাগান আছে, এগুলি মধ্যে আমার এলাকাতেই কৃষ্ণপুর, সোনাচড়া এবং ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে আছে, অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি বলতে শুধুমাত্র চা ইণ্ডাষ্ট্রিকেই বোঝায়। তারপরে আমরা দেখছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজারের মত তাঁত আছে, তাদের মধ্যে বাঙ্গালী, মনিপুরী এবং ট্রাইবেল তাঁতী আছে, তাদের কাজ করার মত ব্যবস্থাও এই সরকার করতে পারেন নি। এই সরকার আমাদের একমাত্র কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী, এই তাঁত শিল্পকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কারণ আজকে যদি সরকার তাদেরকে সুতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন, তাদের তাঁত বুনার সরঞ্জাম দিতে পারতেন বা তাদের উন্নত প্রণালী কাপড় বুনার ব্যবস্থা করতে পারতেন, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তাঁতীরাও ভাল কাপড় বুনতে পারতেন। কাজেই এই অবস্থায় আমাদের যে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি আছে, সেগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফলে আমাদের বেকার সংখ্যা আরও বাড়ছে। আজকে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতে এমনিতেই ৪১ হাজার বেকার রয়েছে. যদিও সরকার বলছেন যে আমরা গ্রামীন বেকারদের ক্রাশ প্রগ্রামের মাধ্যমে কিছু কাজ দেব এবং সেই সংগে শিক্ষিত বেকারদেরও কাজ দেব। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই মন্ত্রী সভা হওয়ার পর গত ২ বছরের মধ্যেও তারা গ্রামীন বেকারদের কাজের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। তবে কিছু কিছু কাজ ক্রাশ প্রগ্রামের মাধ্যমে হলেও, সেটা মন্ত্রাদের স্বজন পোষণ নীতিতে, মন্ত্রীদের আত্মীয় স্বজনদের মাধ্যমে অথবা বড় বড় আমলাদের দুর্নীতির মাধ্যমে একদিনের কাজ পেলে অন্য ৫ দিনের কাজ

মানুষ পায় না। এই ক্রাশ প্রগ্রামটাও যেন একটা দুর্নীতির আড্ডাখানা হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটি ব্লক অফিস, এক একটা দুর্নীতির আড্ডাখানা এবং সেখানে একটা দুর্নীতির চক্র গড়ে উঠেছে, মন্ত্রী মহোদয়দের সহযোগীতায়। টেষ্ট রিলিফের কাজেও দেখছি এবং ক্র্যাশ প্রগ্রামের কাজেও দেখেছি। ২৬ বছরে আজকে ত্রিপুরায় বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। কিছু সংখ্যক বেকারকে তারা কাজ দিয়েছেন। কি ভাবে দিয়েছে? স্কীমে ১০০ টাকায় ১৫০ টাকায়—কাদের দিয়েছে, যারা মন্ত্রীদের আত্মীয় স্বজন, যারা মন্ত্রীদের লোক তাদের দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ গরীব যারা, যারা পাওয়ার উপযুক্ত তারা পায়নি। এই চলছে দুর্নীতির চরম চক্র। আর বন্যা নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে আমরা দেখছি যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এসেছে। কিন্তু ধম্মনগর মাঠে ত্রিশ ঘর গ্রামের জনসাধারণ এক বছর হয় দরখাস্ত করেছে। সেখানে তাদের বাড়ী ঘর সোনাই নদী ভেংগে নিয়েছে তার জন্য তারা দরখাস্তের পর দরখাস্ত করছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা সেখানে করা হয় নাই। কেন করা হয়নি? এক বছর পরেও তাদের বন্যা নিয়ন্ত্রন দরখাস্ত দিয়ে তাদের আজ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থা হয় নাই। আজ তাদের বাড়ী ঘর ভেংগে গেল তারা সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাই আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে রেপিড প্রগ্রেস অব ওয়ার্ক এই ব্যাপারে টাকা খরচ হয়েছে। স্যার, আমরা জানতাম যে গত বাজেটে টাকা ধরা হয়েছিল এবং সেগুলি এই বছরের মধ্যেই খরচ হয়ে যাবে। এই বাজেটে আবার রেপিড প্রগ্রেস-এর জন্য সেখানে টাকা ধরতে হচ্ছে। তাহলে আমরা ধরে নেব যে আগে যে প্রগ্রেস হয়েছে সেটি রেপিড প্রগ্রেস হয়নি। আমরা যদি বাইরে যাই তাহলে দেখব যে পি, ডাবলিও, ডি,র যে রেপিড প্রগ্রেস হয়েছে—সেখানে দেখব রাস্তা ঘাট—গ্রামীন ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত সদস্য এসেছেন কেবল বিরোধী পক্ষের সদস্যই নয় সরকার পক্ষেরও। তাদের বক্তব্য থেকে এটা বেরিয়ে এসেছে যে সেখানে রেপিডতো দূরের কথা আদৌ কোন প্রগ্রেস সেখানে হয়নি। কিন্তু এখানে রেপিড প্রগ্রেসের জন্য টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এবং গ্রামে এখনও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। গ্রামের অবস্থা গত ২৬ বছর থেকে কোন পরিবর্তন হয়নি। এবং পি, ডাবলিও, ডি, নয় অন্যান্য অংশেও যদি আমরা দেখি তারও কোন প্রগ্রেস হচ্ছে না। রেপিড দূরের কথা বরং আমরা বলতে পারি যে পিছন দিকে চলে যাচ্ছে। এবং পিছন দিকে রেপিড রিট্রিট করছে। পিছন দিকে আমরা দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছি। যদি আজকে এখানকার শ্রমিকদের অবস্থা দেখি—যেখানেও হাত দেওয়া যাক না কেন—উনারা বলছেন যে প্রচুর চাকরীর তারা ব্যবস্থা করবেন। কারখানা করবেন এবং লোককে তারা চাকরী দেবেন। আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীতো খোয়াইতে গিয়ে এক বক্তৃতায় বলেই ফেলেছেন যে এখানে এত কারখানা হবে যে যারা বেকার আছেন তাদের কোন চিন্তার কারণ নাই। আমরা এত কারখানা এখানে করব যে ৪২ হাজার যে

বেকার আছেন তাদের চাকরী দিয়েও এত লোকের দরকার হবে যে ঐ সমস্ত কারখানায় যে ত্রিপুরার বাইরে থেকে লোক আনতে হবে। সুতরাং বেকার ভাইরা তোমরা একটু অপেক্ষা কর। রেপিড প্রগ্রেস হচ্ছে। কথায় রেপিড প্রগ্রেস হচেছ। সেই কারখানা করতে গিয়ে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে উনি একটার পর একটা শিলান্যাস করে চলেছেন। ঐ ধর্মনগর থেকে আরম্ভ করে সাব্রুম অবধি একটার পর একটা শিলান্যাস করছেন। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্য মন্ত্রীকে বলতে চাই উনি এত শিলান্যাস করলেন যে আমরা কোন দিন হোঁচট খাব—বেশী শিলান্যাস করলে মানুষ চলতে পারবে না, হোঁচট খাবে। তাই এত শিলান্যাস না করে দুই চারটা শিলান্যাস করে কারখানা তারা করুন। আমরা দেখতে চাই যে এই হচ্ছে প্রগ্রেস। আজকে এলুমিনিয়াম কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উনারা বলছেন জুট মিল করবেন, ৪২ হাজার লোকের চাকরী দেবেন। বাইরে থেকে লোক আনতে হবে, এখানে সবাই চাকরী পাবে। আর আমরা দেখছি যে এলুমিনিয়াম কারখানা—যেখানে ১২৫ থেকে ১৭০ জন শ্রমিক কাজ করছে সেই কারখানা কেন বন্ধ করে দিচ্ছেন—ক্লোজার। স্যার, ক্লোজার কথাটা পশ্চিম বংগে শুনেছি। আর উনারা এখানে বক্তৃতা দিয়ে লাফিয়ে উঠে বলেন যে এই সব উখানে আন্দোলন করছে সেজন্য ক্লোজার হচ্ছে লক আউট হচ্ছে। স্যার, আমি মুখ্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এলুমিনিয়াম কারখানা যে বন্ধ হল ওখানে তো কোন (ইন্টারাপশান)

শ্রীনরেশ রায় :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার, আমার বক্তব্যে যদি ডিষ্টার্ব করেন মুশকিল হবে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনরেশ রায় :—স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার তুলছি (ইন্টারাপশান) মাননীয় স্পীকার স্যার, বার বার রিপিটেশান করে যে ভাবে বক্তব্য রাখছেন তাতে যে দীর্ঘ সময় (ইন্টারাপশান) আমরা যাতে সেই রকম সময় পাই, সেই সুযোগ আমাদের জন্যও রাখবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমাকে বলতে দিন—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এবং সেই এলুমিনিয়াম কারখানা কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কোন শ্রমিক আন্দোলন নেই। সেখানে শ্রমিকেরা কোন দাবী করেননি, কোন আন্দোলন করে নাই। সেখানে মালিক যে কারণ দেখাচ্ছে যে কাঁচা মাল তারা দিতে পারছে না। এতখানি অপদার্থ এই সরকার। আবার এখানে বলে জুট মিলের কথা। এখানে কারখানার কথা বলে। ছোট্ট, ১২৫/১৭০ জন শ্রমিক যেখানে আছে সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাঁচা মাল তারা সাপ্লাই দিতে পারে না আবার বড় বড় কথা বলে। যদি আজকে সেই 'টি' ইণ্ডাষ্ট্রি আমরা দেখি—আমরা দেখব যে ১৮ হাজার শ্রমিক ছিল ত্রিপুরায়। আজকে ৮ হাজার শ্রমিক নেমেছে। ১০ হাজার শ্রমিকে কমে গিয়েছে। সেই ইণ্ডাষ্ট্রী ত্রিপুরায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে তাদের কিছু করনীয় আছে বলে তারা মনে করেন না। এবং সমস্ত ছোট ছোট কারখানাগুলি—যেখানে তিন ডাবল চার ডাবল শ্রমিক দিতে পারে সেগুলিতে কিছু করা যাচেছ না এবং সেই সংগে সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থাটা কি? ঐ যে বাগানের যে শ্রমিক সে যদি রেজিস্টার্ড শ্রমিক না হয় তাহলে সে ছুটির কোন সুযোগ পাবে না। মালিকের সংগে ওদের দোস্তি আছে।

তাদের দোস্তী আছে—তাদের রেজিষ্টার্ড লেবার হিসাবে না দেখালেও শ্রম দপ্তরে যারা বসে আছে দিব্যি তারা মেনে নেয়। ঐ যারা বসে আছে দিব্যি তারা মেনে নেয়। এবং যে শ্রমিক আছে আট হাজার নয় হাজার তার অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ রেজিষ্টার্ড শ্রমিক নয়। তারা বছরের পর বছর কাজ করছে, তারা ছুটি পাচ্ছে না কোন। কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। কাজেই যেদিকে আমরা দেখি না কেন কোন দিকেই কোন রেপীড প্রগ্রেস নেই। সব দিকেই আমরা দেখছি মানুষ পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে। তবে কি মনে করব, কোন রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে না? রেপীড প্রগ্রেস লিখেছেন এটা কি শুধু শুধু লিখেছেন? টাকা খরচ হচ্ছে এবং রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে। কোনটা হচ্ছে? মন্ত্রীদের গাড়ী বাড়ী হচ্ছে। কেউ গাড়ী কিনছে কেউ জমি কিনছে। এক মন্ত্রী মশাইতো তার ছেলের নামে জমিই কিনে ফেললেন এই দেড় বছরের মধ্যে। রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে এবং সেখানে আমরা দেখছি যে মন্ত্রীদের ফার্নিচারের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে রেপীড-প্রগ্রেস হচ্ছে। রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে—ডিম উৎপাদনের ব্যাপারে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম···এত ডিম যায় কোথায়? দেখলাম যে উৎপাদন করছে, রেপীড প্রগ্রেস! আট হাজার থেকে নয় হাজার টাকা ক্রেডিটে ডিম খেয়েছে মন্ত্রী এবং আমলারা। বাকীতে ডিম খেয়েছে পয়সা দেয়নি। টাকা বাকী আছে এই ধরণের ঘটনা বিধান সভায় দেখেছি। রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে। আরও রেপীড প্রগ্রেস হয়েছে এই দেড় বছরে। মন্ত্রীরা যারা ছিলেন রোগা টিং টিংয়ে এখন বেশ নধর কান্তি হয়েছেন। রেপীড প্রগ্রেস তাদের দেহে হচ্ছে। নিশ্চয়ই, আর এক দিকে দেখি যে রেপীড প্রগ্রেস হয়েছে—দুর্নীতির। দুর্নীতির রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে—আজকে ত্রিপুরায় দেখা গিয়েছে তারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দুর্নীতির বাসাকে আরও বেশী করে বাঁচানোর যে চেষ্টা চলছে তার নেতৃত্বে আছেন মন্ত্রীরা। সারা ত্রিপুরায় দুর্নীতির রেপীড প্রগ্রেস তারা সেখানে চালু করছেন। রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে সেখানে—আমরা দেখছি ভেজালে, ভেজাল ধরার কোন চিন্তা ভাবনাই নাই। সমস্ত জিনিষে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে সেখানে রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে না। এবং আমরা সেই দিক থেকে যদি দেখি তাহলে কি দেখি—রেপীড প্রগ্রেসে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, অপদার্থতা সবদিক থেকে যে রেপীড প্রগ্রেস হচ্ছে তা একদম চরমে ইতিমধ্যে পৌঁছেছে। আর মানুষের ক্ষেত্রে যেটুকু প্রগ্রেস তার সবদিক থেকে বুঝা গিয়েছে। স্যার, এই রাজত্বটা কি?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সেই রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন সেই সেখানে রামচন্দ্র লংকাতে বিরাট রাবণকে হত্যা করে। এবং তিনি ফিরে আসার পর সভায় এসে খবর দিল যে প্রভু যে হনুমান যার জন্য আপনি এই সীতাকে উদ্ধার করতে পারলেন তিনি বিমর্ষ হয়ে বাগানে বসে আছেন, কথা বলছেন না, খাচ্ছেন না, এই অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকদিন ধরে। সেই রাম অবাক হয়ে গেলেন কি ব্যাপার? যে আমার সমস্ত কিছুতে সাহায্য করেছে সীতাকে উদ্ধার করার ব্যাপারে সেই বিমর্ষ। আচ্ছা চল দেখি। গেলেন সত্যি হনুমান সে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন হনুমান তুমি আমার এতবড় শক্তি তোমার জন্য যে শক্তিমান রাবণকে আমি পরাজিত করেছি, তুমি বিমর্ষ কেন? হনুমান বললেন যে প্রভু আপ-

নার জন্য আমি সমস্ত কিছু করেছি, আপনি সীতাকে উদ্ধার করেছেন, রাজত্ব ফিরে পেয়েছেন আমার কি হলো? আমার তো কিছু হলো না। রামচন্দ্র ভাবলেন সত্যিই তো আমি রাজত্ব পেয়েছি, ফিরে এসেছি, সীতাকে উদ্ধার করেছি কিন্তু হনুমানের তো কোন ব্যবস্থা করলাম না। তিনি এক বর দিয়েছিলেন সেইদিন যে তুমি ভারতবর্ষে গিয়ে কলিযুগে তুমি সেখানে রাজত্ব করবে, সেখানে মন্ত্রী হবে। এই বর তিনি দিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখছি সেই কলিযুগে হনুমানের রাজত্ব আজকে ভারতবর্ষে চলছে, সেই হনুমানের রাজত্ব হয়েছে বলেই সেই রামের বরে সেই হনুমানের রাজত্বের তলায় আমরা বসে আছি বলেই আমরা এই ধরণের রাজনীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাপলিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: ডে: স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপলিমেণ্টারী বাজেটে মোটামুটি ৩টা ডিম্যাণ্ড আছে। এই ডিমাণ্ডগুলিতে যে টাকা খরচের জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছে এইগুলির উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভাল। আমি দেখলাম পড়ে সাপলিমেণ্টারী বাজেট বইটা। এইটা মেইনলি ডিউ টু ইনটেরিয়াম রিলিফ এবং সেনট্রেলী স্পনসর্ড স্কীম যেগুলি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাপ্রোভ করেছেন সেইগুলির জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে কাজেই এইটা সমর্থন না করার কোন কারণ নেই, এটা সমর্থন যোগ্য। তবে একে সমর্থন করতে গিয়ে অপজিশন থেকে অনেক কথা বলা হয়েছে এইটা বরাবরই বলে থাকেন এবং এইটার সমালোচনার দরকার আছে। কারণ খরচটা কিসের জন্য হয়েছে সাঙ্কেশান যদি থাকে বাজেটের মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে সরকার পক্ষকে ওয়াকিবহাল করার জন্য এবং ঠিক ঠিকভাবে যাতে প্রশাসন চলে, যে উদ্দেশ্যে বাজেটের টাকা ধরা হয়েছে সেই কাজগুলি সুন্দরভাবে যাতে হয়, সুষ্ঠভাবে যাতে হয়, আন্তরিকতার সহিত যাতে হয় সেইদিক থেকে গঠনমূলক কোন প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ থেকে থাকলে সেইটাকে অমান্য করা বা সেইটাকে আমল না দেওয়ার কোন কারণ নেই। কাজেই আমি বিশ্বাস করি আমাদের মাননীয় সদস্য অজয়বাবু রেপিড প্রোগ্রেস অব ওয়ার্কস এই কথাটা দেখেই তিনি অনেকক্ষণ বক্তৃতা করলেন সেই কথাটার উপর। আমিও প্রথমে দেখে কিছুটা চিন্তা করেছিলাম যে রেপিড প্রোগ্রেস অব ওয়ার্কস ব্যাপারটা কি? দেখলাম যে এইটা ডিমাণ্ড ২৮ কেপিটেল আউট-লে অন পাবলিক ওয়ার্কস উইদিন রেভিনিউ অ্যাকাউণ্টস। এখানে যে টাকা সাপলিমেণ্টারীতে চাওয়া হয়েছে এক লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা এইটা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের দিক থেকে প্লেনের কাজ করার জন্য। কিন্তু রেপিড ওয়ার্কস হওয়ার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা আছে। কারণ যে খাতে টাকাগুলি খরচ করার কথা, আমাদের সিমেণ্ট নাই, কাজেই যদি আমরা চেষ্টা করি, সরকার থেকে চেষ্টা করা হয় তথাপি ইচ্ছা থাকিলেও এই কাজগুলি করা যাবে না তাড়াতাড়ি বিভিন্ন কারণে। তাহলে সাপলিমেণ্টারী বাজেটের টাকা যেখানে খরচ করা হয়েছে বা এই ৩১শে মার্চের মধ্যে খরচ হবে সেই টাকা না রাখিলে খরচ করার কোন উপায় নাই। সেই সম্পর্কে আজকে অজয়বাবু এত উদ্বিগ্ন কেন আমি বুঝতে পারলাম না।

এই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে যে তিনি হনুমান ইত্যাদির গল্প বললেন আমি জানিনা এইটা মার্কসের কোন পাতায় লেখা আছে। শাস্ত্রে কিন্তু এইটা নেই অন্ততঃ আমার জানা নেই যে হনুমানকে বর দিয়েছিলেন কলিযুগে মন্ত্রী, এম, এল, এ, হওয়ার জন্য। তিনি এইটা মার্কসের কোন পাতা থেকে উদ্ধার করেছেন এইটা আমি জানি না। হয় তো উনি নির্দ্দলেই বিশ্বাসী মার্কসকে এত বেশী বিশ্বাস করেন না। যাহাই হউক মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা ডিমাণ্ড সেইটা হচ্ছে অতি সুন্দর সেইটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ২৪ মিসলিনিয়াস—সোসিয়াল অ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট অর্গেনাইজেশন। সেখানে অনেক টাকা চাওয়া হয়েছে কিছু কিছু খরচ হয়ে গেছে ১৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা এইটাতে আছে ইনটারিম রিলিফ, এডিশনেল অ্যালাউন্স উইচ ইজ রিকুয়ার্ড টু মিট একসেস অ্যাক্সপেণ্ডিচার অন পেট্রল ইত্যাদি। আর আছে অডিশনেল অ্যালাউন্স উইচ ইজ রিকুয়ার্ড ফর দি রিহেবিলিটেশন অব হোমসটিভ ক্রম ডম্বুর হাড্র ইলেকট্রিক প্রজেক্ট ইত্যাদি। যাহাই হউক আমি প্রথমে উল্লেখ করছি এইটুকু যে এইখানে যে টাকাগুলি রয়েছে এইখানে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যে টাকাটা এ্যাপ্রোভড করেছেন ডম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের জন্য আমাদের যে স্কীম আছে সেইটা থেকে যে সমস্ত লোক জলমগ্ন হবে বাড়ীঘর ছেড়ে যেতে হবে সেইটার জন্যই রিহেবিলিটেশন দরকার। এখানে আর বেশী টাকা থাকা উচিত ছিল। আমরা এখানে শুনেছি সেখানকার অবস্থা কি, নিজেরা খবরও নিয়েছি যে সমস্ত লোক সেখান থেকে উচ্ছেদ হবে তাদের জন্য আমাদের সরকার আরও চিন্তা করা উচিত ছিল এবং আমাদের সরকারকে অনুরোধ করবো যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও লেখালেখি করে আরও কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে আসার জন্য। আমরা যদি এর মধ্যে খরচ করতে পারতাম তাহলে মানুষ এত অসন্তুষ্ট হতে পারতো না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী বলছি না আমি ডিমাণ্ডগুলির সমর্থন জানিয়ে আর তার সংগে সংগে এই অনুরোধ রাখছি যে ইরিগেশন খাতে যে টাকা খরচ হয়েছে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে দেখানো হয়েছে সেই টাকাগুলি কোন কোন অংশে অহেতুক খরচ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে ফ্লাডে যে সমস্ত বাঁধগুলি ভেংগে গেছে সেইগুলি রিপেয়ার বাবদ টাকা খরচ করার কথা ছিল সেই টাকা যে কোন কারণেই হোক, আমি বলতে চাই না যে সমস্ত দুর্নীতিতে ভরা বা সবাই দুর্নীতি করছে তা আমি বলছি না। কারণ সেখানে কেন কোন কর্মচারী তার সংগে কোন টাউটার তারা হয়তো কর্মচারীকে বিভ্রান্ত করে হোক বা যেভাবেই হোক সেইটা তাদের প্রয়োজনে বা লোভের বশবর্তী হয়ে হোক সেখানে গিয়ে বাঁধ সুরু করেছে এমন অবস্থায় অর্দ্ধেক সমাপ্ত অবস্থায় সেইটাকে ডাইভার্ট করে নিয়ে আবার আরেক জায়গায় ক্ষেতের লাইনে বাঁধটা করেছে। কাজেই এই দিক থেকে যখন টাকা খরচ করা হয় ব্লকের কর্তৃপক্ষ, এস, ডি, ও, ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট তাদের পক্ষ থেকে এবং অভারসিয়ার যারা আছেন তারা যদি খুব ভালভাবে কাজের দিকে নজর না দেন তাহলে এই টাকা ঠিক ঠিকভাবে খরচ হবে না বরং সমালোচনা স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কারণ যেটা সত্য সেইটাই বা বাস্তব এবং সব দিক থেকেই সমালোচনা আসা উচিত সেইটা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে সমালোচনা করবে না সেইটা কোন কথা নয়। যেখানে আমরা সরকারের দুর্বলতা দেখি, যেখানে কিছু গাফিলতি দেখা যায় সেখানেই সমালোচনা হবে এবং গঠনমূলক

সমালোচনা যদি হয় তাহলে সেইদিকে আমি আমাদের মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। এবং আশা করবো এই বিষয়ে সরকারের এবং মন্ত্রীদের লক্ষ্য থাকবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার:—শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করি এবং সেই ডিমাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে যে কাট মোশানগুলি এসেছে সেইগুলির বিরোধীতা করি। প্রথমে রামায়ণের কথা দিয়ে আমার বক্তব্য রাখতে চাই যেহেতু রামায়ণ দিয়ে শেষ করা হয়েছে। রাম রাবনের যুদ্ধে যখন রাবন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন বাঁচাবার যখন আর কোন উপায় নাই চতুর্দিক দিয়ে যখন আক্রান্ত তখন নিরুপায় হয়ে রাবন তার ভাতিজা ভস্মলোচনে পাঠালেন যুদ্ধে।

ভস্মলোচনের বেশটা ছিল, চোখের মধ্যে ঠুলি। ঠুলি খুলে যাকে দেখবে সে ই ভস্ম হয়ে যাবে। যেমন আমাদের নির্দলীয় সদস্যের সামনে ঠুলি। সেই প্ল্যান করে নির্দলীয় সদস্য-কেও যুদ্ধে পাঠান হয়েছে রাবন যেভাবে ভস্মলোচনকে পাঠিয়েছিলেন ঠুলি চোখে দিয়ে। ভস্মলোচন যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, তখন রাম তাকে চিনতে পারলেন যে এই ভস্মলোচন যুদ্ধে এসেছেন রাবণের প্ররোচনায়, সে যাকে দেখবে সেই ভস্ম হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে। রাম তার সমস্ত সৈন্যদের সামনে দর্পণ খুলে ধরলেন, তোমরা দেখ ভস্মলোচনের চেহারা। ভস্মলোচন দর্পণে যখন তাঁর চেহারা দেখলেন তিনি নিজেই ধ্বংস হয়ে গেলেন। কাজেই ত্রিপুরায় যারা ঠুলি আধা সৈনিক, যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে হুশিয়ার ভস্মলোচন ভাই)

উনি আরেকটা কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে মন্ত্রীরা স্বজন পোষণ নীতি অবলম্বন করেন। উনি হয়তো ভুলে গেছেন যে মন্ত্রীদের কাছে সবাই স্বজন। যারা দেশের মন্ত্রী হন তাঁর সেই সদিচ্ছা নিয়ে, সেই ভালবাসা নিয়ে, সেই প্রীতি নিয়েই হন যে আমার কাছে সবাই স্বজন, পর-জন কেউ নয়। সুতরাং স্বজন পোষণ করবেন, সেটাই তাঁদের ধর্ম। সেখানে অন্যায় কিছু হয়েছে বলে আমি মনে করিনা। স্বজন পোষণ করা যার ধর্ম, সেটা করবেন স্বাভাবিক সেখানে অন্যায় কোথায়? কিন্তু কোন ভস্মলোচনের কথায়, বা কোন কৃত্রিম সেই যে ঠুলি চোখে সৈনিকের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। আপনারা যদি সেই স্বজন পরায়ণ মন্ত্রীকে আপন করে নিতে চান, সেই দরজা আপনাদের জন্য খোলা আছে। স্বজন পরায়ন মন্ত্রী আপনাদেরও আপন বলে কুলে টেনে নেবেন। আর যদি পর ভাব দেখান, তাহলে পরই থেকে যাবেন। কাজেই আপনারা স্বজন বলে সেটা গ্রহণ করবেন, সেটার আমার অনুরোধ।

তিনি বলেছেন র‍্যাপিড প্রগ্রেস হয়েছে কোথায় তিনি জানেনা। র‍্যাপিড প্রগ্রেস কোথায় হয়েছে সেটা তিনি চোখের সামনে দেখছেন। ফ্লাডে মানুষের ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়েছে, ফ্লাডে রাস্তাঘাট নষ্ট হয়েছে. অনেক খালবিল ভরে গেছে, অনেক ক্ষেত খামার নষ্ট হয়েছে এবং পি, ডব্লিউ, ডি করা অনেক রাস্তা ধ্বংশ হয়েছে, এটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিলনা, পূর্ব্বে টাকা খরচ করার কোণরকম প্রমান ছিলনা। সুতরাং মানুষ,এর সামনের ফসল রক্ষা করার জন্য' মানুষের ক্ষেতের চোড়া কালি পরিস্কার করার জন্য, পি. ডব্লিও ডি বাধ্য হয়েছে আড়িমতের সেইসব কাজে হাত দিতে। কারণ অতি সত্বর যদি সেইসব কাজে হাত দেওয়া না হয়, তাহলে পরবর্তী অধ্যায়ে

আমাদের কৃষক ভাল ফসল উৎপাদন করার কাজে সাহায্য করতে পারবেনা, মানুষের চলাচল করবার জন্য সুন্দর এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থা করতে পারবনা সেইজন্যই সাপলিমেণ্টারী বাজেট করে র‍্যাপিড প্রগ্রেস করা হয়েছে, সেখানে হতাশা বা নিরাশা হবার কোন কারণ নেই। কেন আপনি জানেননা? সেইজন্যই বলি যে চোখে কোন ঠুলি রাখবেননা, ঠুলি খুলে দিন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যেভাবে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলেছেন, সত্যকে অসত্য বলে, গোপন রেখে কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে সত্যের গোপন করা কথা আমরা চাইছিনা, আমরা মনে করেছিলাম উনি অন্তত: নির্ভেজাল বোধ হয়, নির্ভেজাল হিসাবে কথা বলবেন। কিন্তু এখন দেখছি ভেজালে ভরা,বিষে পরিপূর্ণ কুম্ভ, দেখে যেন কি। সুতরাং আমরা হুশিয়ার আমরা সেই কুম্ভকে সামনে খুলতে দেবনা। সত্যকে আমরা সত্যই বলেই জানব। যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে এসেছে, এইগুলির প্রতিটির প্রয়োজন ছিল। যেরকম শিক্ষার ব্যাপারে, সেইরকম চিকিৎসার ব্যাপারে, সেইরকম এ্যাগ্রিকালচারের ব্যাপারে। সেইরকম জন বিভাগের ব্যাপারে, সেই রকম পশু চিকিৎসার ব্যাপার। আপনি কি জানেন না মহাশয়? যেখানে নাকি এন্টারিম রিলিফ দিতে গিয়ে—আপনিওত ভোগ করছেন, সুতরাং আপনাকে টাকা দিতে গিয়ে, আপনাকে নয়, কর্মচারীদের রক্ষা করতে গিয়ে ইন্টারিম রিলিফ দেওয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন পড়ছে, সেটা নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। সেটা অসত্য কথা নয়। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে যে কাট মোশান এসেছে, তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সাপলিমেণ্টারী বাজেট যে পেশ করা হয়েছে, তার আলোচনার আজকে শেষ দিন। আশা করি এই ডিমাণ্ড গুলি আজকে সভায় গৃহীত হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় বিভিন্ন সদস্য, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভংগীতে বাজেটের সমর্থনে বা বিরোধীতা করে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভা ত্রিপুরার রাজ্যের সব চাইতে পবিত্র সভা! এর যে প্রসিডিংস, তা প্রতিদিন লিপি-বদ্ধ হচ্ছে। একদিন এই রাজ্যের মানুষ এখানে বিধায়ক বৃন্দ তাঁদের যে মানসিকতা, এর মধ্যে দেখিয়াছেন, কিন্তু দু:খের সংগে লক্ষ্য করছি যে, বক্তব্য যেভাবে উত্থাপিত হয়েছে এই বক্তব্য ভাবীকালের মানুষ যারা, তাদের সামনে কোন সুন্দর একটা নজীর রাখতে পারবেননা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট সমালোচনার প্রথম দিনে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু সর্বপ্রথমে যে কথা;। হাভ এ মিলিয়ন জবের কথা যেখানে, সেখানে তিনি বলেছেন হাফ এ মিলিয়ন জোক।' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা মার্কসবাদী যারা, তাঁদের কাছে জোকই হবে। তার কারণ যারা রাজনীতির শিকার হিসেবে মানুষকে ব্যবহার করতে চায়, যারা মানুষের অভাব বোধ এবং দারিদ্রকে জাগ্রত রেখে, তার দ্বারা নিজেদের কার্য সিদ্ধ করতে চান, তাঁদের দৃষ্টিভংগী এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি উল্লেখ করেছেন চীনের কথা। চীনে যে বাধ দেওয়া হয়েছে, এই বাঁধ দিয়ে সারা পৃথিবীকে দুইবার ঘুরিয়ে আনা যায়, এই তথ্য যেন তিনি কোথায় দেখেছেন। তিনি কোথায় দেখেছেন সেকথা না বলতে পারলেও আমি বলছি তিনি দেখুন বাঁধ রচয়িতাদের কাহিনী সম্পর্কে আচার্য ব্রজকিশোর শাস্ত্রী—যিনি উত্তর প্রদেশের

চিনি কলের মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন এবং আমন্ত্রিত হয়ে নূতন চীনকে দেখবার জন্য গিয়েছিলেন, তাঁর কাহিনী। তিনি বলেছেন চীনে ইয়াং—সিকিয়াং বাঁধ পরিকল্পনা হয়েছে--মাটীর বাঁধে সেখানে সমস্ত লেবার খাটান হয়েছে মানুষকে। তাগড়া তাগড়া জোয়ান মানুষকে তাঁরা জোর করে নিয়ে গেছে। তাদের ছিন্ন বস্ত্র, উপযুক্ত খাবার পর্যন্ত তাদের নেই। সেই জোয়ানগুলি সাত দিনের বেশী টিকতে পারেনা মরে যাচ্ছে। তাদের শীতের বস্ত্র নেই, অসহায় মানুষগুলি সেদিন অসহায় ভাবে মরেছে। এই হচ্ছে তার করুণ কাহিনী। এ, কাহিনীকে তিনি দুইবার করে পৃথিবী ঘুরার গল্পের কথা বলছেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু কি তাই? খাদ্যের কথা তিনি বলেছেন। হোটেলের মধ্যে যেখানে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, চারদিন পূর্বে একজন কর্মচারী সেখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে, এ' চারদিনের মধ্যে এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা, রেশান কার্ড এসে পৌছানি, থরে থরে খাদ্য থাকা সত্বেও তার জন্য খাদ্য জুটেনি। এ লোকটা চারদিন উপোস থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেন তার কারণ কি লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে যথার্থ উত্তর বেরিয়ে এলনা। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে জানতেন পারলেন তার করুন কাহিনী। তাঁদের স্বর্গ রাজ্য সম্পর্কে যে ওরা কাহিনী শোনান, তার বাস্তব আরেকটা দিক রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অন্য দেশের কাহিনী এখানে বলবার জন্য বলিনি।

আমি বলেছি এই জন্য যে তাঁরা যে কাহিনী শোনান, শ্রমিকদের বেতন ওরা বলেন ৩০০০/৪০০০ টাকা, শুনতে ভাল শোনা যায়। কিন্তু সংগে সংগে এই কথাটা বলেন না যে এক জোড়া জুতা ৯০০ টাকা ২,০০০ টাকা। এই জায়গাটা চেপে যান। টমাস ম্যানে একটা কথা আছে যে 'হাফ ট্রুথ ইজ মোর ডেনজারস দ্যান লাই।' তাঁরা অর্দ্ধ সত্য বলেন। পুরো সত্যটা ওঁরা বলেন না, বলবার সাহস ওঁরা রাখেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলা হয়েছে এডুকেশনের একটা কাট মোশনের কথা। পার্লিমেন্টারী বাজেট সম্বন্ধে তাদের যদি জ্ঞান থাকত তাহলে যে সমালোচনা বাজেটের মধ্যে থাকবার কথা ছিল সেই সমালোচনা এখানে অবতারণা করতেন না। পার্লিমেন্টারী বাজেট সম্পর্কে যদি যথাযথ জ্ঞান থাকত তাহলে সেই কথাগুলি ওঁরা বলতেন। ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটা একরকমই। ওদের মগজ ধোলাই হয়ে আছে। সেজন্যই ওঁরা সেকথা বলছেন। তা না হলে তাঁরা সত্যকে স্বীকার করতেন, সত্যকে স্বীকার করে বলতেন। আমরা এই কথা বলতে চাই না যে আমরা যা কিছু করেছি সাংঘাতিক করেছি আমি এই কথা বলতে চাই না যে আমরা স্বর্গ রাজ্য তৈরী করেছি। আমি এই কথা বলতে চাই যে প্রশাসনিক কাজ চালানোর ক্ষেত্রে আর্থিক আশ্রয় দিতে কিছু কিছু কাজ রয়েছে যার জন্য যে কাজ করার অভিপ্রায় সেই কাজও আমরা করতে পারছি না। দেশে অভাব রয়েছে, দুঃখ রয়েছে, আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তার সংগে সংগ্রামও রয়েছে। তা আমরা দূর করতে চাই। যথাযথভাবে নিরসন করতে চাই। এই হচ্ছে আমাদের কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে কতগুলি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। তার মধ্যে নানা মন্তব্য রাখা হয়েছে। সেই মন্তব্য এর ডিটেলসের মধ্যে আমি যেতে চাই না। কারণ কদর্য্য এবং কুরুচিপূর্ণ কোন কথার মধ্যে আমি আমার বক্তব্যকে টেনে নিতে চাই না। মাননীয় সদস্য বিভা দেববর্মা বলে-

ছেন যে মন্ত্রীদের মাথায় কিছু নাই। কোন প্রসঙ্গে বলেছেন? বলেছেন সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে। এই কথার ইঙ্গিতটা বুঝি। অন্তত: মাননীয় সদস্যদের যে একটা বিশেষ রোগ আছে সেটা যে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের নাই সেটা আমি স্বীকার করি। তার জন্য কোন একটা বিশেষ হাসপাতালের তাদের প্রয়োজনের জন্যই তারা চিৎকার করে চলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডুকেশানের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যেখানে ইন্টারিম রিলিফের জন্য চাওয়া হয়েছে বলা হয়েছে চড়িলাম স্কুলের গ্রান্টটা দেওয়া হয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা যদি জেনারেল বাজেটের মধ্যে হত তাহলে খুশী হতাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চড়িলাম স্কুল যত দ্রুততার সংগে কাজ করানো হচ্ছে সাধারণত এত তাড়াতাড়ি কোন কাজ করা হয় না। প্রায় ৪ লক্ষ টাকা স্কুলকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল এবং দেওয়ার পর পি, ডবলিউ, ডি, টেণ্ডার ইত্যাদি কল করে কাজ সুরু করে। প্লিনথ পর্য্যন্ত তারা কাজ করেছে, কিন্তু কাজ বাকী আছে। সারা দেশ জুড়ে সিমেণ্ট ইত্যাদির যে অপ্রতুলতা রয়েছে তার জন্য এটা বিলম্বিত হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে ৫।৭।১০ বছর যাবত এটা বিলম্বিত হচ্ছে। এই কাজ মাত্র সুরু করা হয়েছে এবং সিমেণ্ট আসার সংগে সংগে তাকে কমপ্লিট করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং এই কাট মোশানের এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। এর কোন অর্থ হতে পারে না। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এরা এটা করেন এইজন্য যে তাদের মাথার মধ্যে একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। এই জন্য ঐ ধরণের কথা ঐ ধরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস, তিনি কাজের অগ্রগতির কথা বলেছেন যে ভয়ংকর প্রগ্রেস করছে। প্রগ্রেস করার অর্থ তিনি বলেছেন যে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। হতে পারে উনার দৃষ্টিভংগীতে। সোনার পিতলের কলস যে ভাবে বলা হয়, রূপার পাথর বাটি যেভাবে বলা হয় সেইভাবে নির্দ্দল সদস্যদের কাছে সেটা হতে পারে। সেটা মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যদি হয় আমার বলবার কিছু নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বাবু হনুমানের কথা বলেছেন। কিন্তু হনুমানের কাহিনীটা শেষ জায়গাতে ডিসটর্টেড করেছেন! প্রথম দিকটা ঠিকই ছিল। তিনি বলেছেন এই কথাটা যে হনুমানকে বলছেন যে পরজন্মে তুমি মন্ত্রী হবে। তিনি ভুল শুনেছেন। তিনি বলেছেন যে এই জন্মটা তো তোমার গেল। কিছু করতে পারলামনা। পরজন্মেও তো কিছু থাকা দরকার। দুই জন্মের দুইটা ফল থাকা দরকার। সেজন্য বলেছেন যে এই জন্মে তুমি নির্দ্দল সদস্য হবে আবার তুমি মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করবে। দুইটা ফলের ব্যবস্থা আমি তোমাকে দিলাম। এই বলেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Discussion is over. Now, I am putting the Demands for Grant No. 21 to vote.

The question that the demand moved by the Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 13,57,500/- be granted to defray the additinal charges which will come in cource of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 21—Industries, was put and passed by voice vote.

The question that the demand moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,00,000/- be granted to defray the additionat charges which will come in course of payment during t..e period from 1st April. 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 38—Capital Outlay on Industrial and economic development was then put and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Now there is one Cut Motion on the Demand for Grant No. 22. I shall put the cut motion to vote first.

The Question that the cut motion of Shri Niranjan Deb on the Demand No. 22 that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on সদর বিশালগড় ব্লকের আওতায় গ্রামীন উন্নয়নমূলক কাজকর্মে গাফিলতি সম্পর্কে was then put and lost by voice vote.

Then the question that the Demand moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 81,300/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 22—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works was put and passed by voice vote.

Also the question that the Demand moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,37,300/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 14—Edution was put and passed by voice vote.

Then the question that the Demand moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 2,66,500/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 15—Medical was put and passed by voice vote.

Again the question that the Demand moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 2,86.000/- be grantad to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No, No. 18—Agriculture was put and passed by voice vote.

Then the Demand moved by the Hon'ble Finance Minister to moved that a further sum not exceeding Rs. 3,00,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 19—Animal Husbandry was put and passed by voice vote.

Also the Demand moved by the Hon'ble Finance Minister to move that a further sum not exceeding Rs. 1,84,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 33—Forest was put and passed by voice vote,

Then the Demand moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 26,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from. 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 23—Labour and Employment was put and passed by voice vote.

The Demand moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 13.82.000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 25—Irrigation, Navigation, Enbankment and Drainage Works (Non-Commercial) was then put and passed by voice vote.

The question that the Demand moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 30,00.000/– be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the pericd from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation and Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) was then put and prssed by voice vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 53,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 26—Electricity Schemes, was put to vaice vote and Passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finanee Minister that "a further sum not exceeding Rs. 9,500/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 40 Capital Outlay on Electricity Schemes, was put to voice vote and passed.

Mr Speaker :—There is one cut motion on Demand for Grant No. 28. First, I am putting the cut motion to vote. The question before the House is the motion moved by Shri Niranjan Deb that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'চড়িলাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ তৈরীর ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব সম্পর্কে' was put to voice vote and Lost.

Mr. Speaker :—Next, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that "a further sum not exceeding Rs. 1,39,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect of Demand No. 28—Capital Outlay on Public Works (within the Revenue Account) was put to voice vote and Passed.

Mr. Speaker :—There is one cut motion on the Demand for Grant No. 41. As the member was absent himself from the House, his cut falls through. Now, I am putting the main motion to vote.

Mr Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that "a further sum not exceeding Rs. 17,10,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the Period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 March, 1974 in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Public Works, was put to voice and Passed.

Mr. Speaker :—Next Demand for Grant No. 30. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that "a further sum not exceeding Re. 50,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 in respect nf Demand No. 30—Pension and other Retirement benifits, was put to voice vote and Passed.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের উপর বৃষ্টি না পড়ে দুধ পড়বে, সেটা আমরা আশা করি না। কিন্তু আমরা দেখছি যে কিছুদিন আগেও এই হল ঘরটার সংস্কার করা হয়েছে এবং তারপরেও আমাদের উপর বৃষ্টির জল পড়বে, এটা আমরা আশা করতে পারি না।

মি: ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং আমি যথাযথভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

Mr. Speaker :—Next business before the House is the Introduction of the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974). I would request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Finance Minister, for leave to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974) be granted, was put to voice vote and Carried.

Mr Secretary :—A Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Tripura for the Services of the financial year 1973-74.

Mr. Speaker :—I now call on the Finance Minister to move his next motion to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Biil, 1974 (Tripura Bill No 6 of 1974).

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974) be introduced.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion and moved by the Hon'ble Finance Minister "That the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974) be introduced", was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :—Next business of the House is consideration and passing of the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974) I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move "that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974) be taken into consideration at once".

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister 'That the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974) be taken into consideration at once," was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :—C12 do stand part of the Bill.

(The question was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :—C13 do stand part of the Bill.

(The question was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :—The Schedule to stand part of the Bill.

(The question was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :—C11 do stand part of the Bill.

(The question was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :—The Title do stand part of the Bill.

(The question was put to voice vote and carried).

Mr. Speaker :—Now, I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his next motion for passing of the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974).

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr, Speaker Sir, I beg to move "That the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974) as settled in the Assembly be passed,"

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister "That the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1974) as settled in the Assembly be parsed," was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :—Next business before the House is introduction of the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974). I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill. 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Finance Minister, for leave to introduce the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974).

It was put to voice vote and granted.

Mr. Secretary :—A Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the consolidated fund of the State of Tripura for the services of a part of the financial year 1974—75.

Mr. Speaker :—I now call on the Hon'ble Finance Minister to move his next motion to introduce the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill no. 5 of 1974).

Shri Debendra Kishore Choudhury :—(Finance Minister) Mr. Speaker Sir, I beg to move that Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 1974) be introduced,

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister "That the Tripura Appropriation (Votes on Accounts) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974) be introduced.

(It was put to voice vote and introduced.)

CONSIDERATION & PASSING OF THE TRIPURA APPROPRIATION (VOTES ON ACCOUNT) BILL, 1974.

Mr. Speaker :—Next business before the House is consideration and passing of the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974) Naw I would call on the Finance Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir. I beg to move 'that the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker t—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister "that the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974) be taken into consideration at once.

It was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :—Cl2 do stand part of the Bill,

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—C13 do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The Schedule do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—C11 do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The title do stand part of the Bill,

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move his next motion for passing of the "the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974).

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 1974) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974) as settled in the Assembly be passed.

It was put to voice vote and passed

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 3-00 P. M. Thursday the 21st March, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

STARRED QUESTION NO. 173

by Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'nble Minister-in-charge of the Cooperative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর মহকুমায় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে এ যাবত কতটা সরকারী জলা (fishery)র লিজ নেওয়া হইয়াছে।

২) উক্ত জলা বা ফিসারীতে সমিতির কতটাকা লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে (১৯৭০ থেকে অদ্য পর্যান্ত হিসাব) ?

উত্তর

১) কৈলাশহর মহকুমায় কৈলাশহর বিভাগীয় জনকল্যান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: বিভিন্ন সময়ে এ যাবৎ মোট ৫টি সরকারী জলার লিজ নিয়াছিল।

২) টা. ৭৮৫, ৯০ লাভ।

STARRED QUESTION NO. 539

By Shri Laksmi Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩—৭৪ইং সালে আগরতলা হইতে বিলোনীয়া রোডে টি, আর, টি, সি বাস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) এবং বিলোনীয়া হইতে এ‍কিনপুর ও রাঙ্গামুড়া রোডে টি, আর টি, সি বাস চালু হইবে কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—মুখ্যমন্ত্রী

১) ৭—১০—৭২ইং আগরতলা উদয়পুর, আগরতলা—বিলোনীয়া (উদয়পুর হইয়া) ও আগরতলা সাব্রুম (উদয়পুর হইয়া রুটে টি, আর টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করা সম্পর্কে খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে। আইনানুসারে সমস্ত আচরন বিধি পালন পূর্ব্বক এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে হইবে বলিয়া ১৯৭৩—৭৪ইং আর্থিক বৎসরে আগরতলা বিলোনীয়া রোডে টি, আর, টি, সি বাস চালু করা সম্ভব নহে।

২) আগরতলা হইতে উদয়পুর বিলোনীয়া এবং সাব্রুম রোডে টি, আর, টি, সি এর সার্ভিস চালু হওয়ার পর অন্যান্য রোডে সার্ভিস চালু করা সম্পর্কে বিবেচনা করা যাইবে।

STARRED QUESTION NO. 563
By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে আসাম আগরতলা রোড়ে সমগ্র বড়মুড়া আঠারমুড়া লংথরাই এ একটি ও টি, আর, টি, সির বাস ষ্টপেজ না থাকায় জুমিয়াদের শুধুমাত্র ট্রাকে যাতায়াত করতে হয়,

২) যদি সত্য হয় তবে এই সমস্ত অঞ্চলে বাস ষ্টপেজ করার কি ব্যবস্থা করা হবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—মুখ্যমন্ত্রী

১) না।

২) প্রশ্ন উঠেনা

STARRED QUESTION NO. 574
By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে বাস জীপ ও ট্যাক্সির ভাড়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকার কি তাহাদের অথরিটি প্রয়োগ করেন

২) যদি করে থাকেন, কি ভাবে করেন,

৩) গত তিন মাসে সরকার কোথায় কোথায় ভাড়া বৃদ্ধি অনুমোদন করেছেন সে সব রাস্তার নাম।

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—মুখ্যমন্ত্রী

১) হাঁ,

২) ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটি মারফত বাস ও ট্যাক্সীতে ভাড়ার হার বিজ্ঞপিত করা হয়। নির্দ্ধারিত হারে যাত্রী পরিবহনের সর্ত বাস বা টেক্সির পারমিটে উল্লেখ থাকে।

৩) কোন স্থানের জন্যই করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 761
By Shri Naresh Ch Roy

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) Citizenship Certificate প্রার্থী (১৯৭২ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৭৪ ইং ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত) কতজনের দরখাস্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন জিলার D. M.এর অফিসগুলিতে আছে ?

২) উল্লেখিত তারিখ মধ্যে মোট কতটা দরখাস্ত D. M. এর অফিসগুলিতে পড়েছিল, তন্মধ্যে কতটি দেওয়া হইয়াছে এবং কতটা বাকী আছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৭৪ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরার জেলা শাসকগণের অফিসে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের জন্য কত দরখাস্ত জমা দেওয়া হইয়াছিল তাহার জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

জেলার নাম	সিটিজেনশিপ (বাই রেজিষ্ট্রেশন)	সিটিজেনশিপ (জন্মসূত্রে)
ক) পশ্চিম ত্রিপুরা	২,৬৯৮	৬,৯৬৩
খ) উত্তর ত্রিপুরা	৫৭৭	২,০২৭
গ) দক্ষিণ ত্রিপুরা	১,৪৭৫	৬৪২

২) উল্লিখিত তারিখের মধ্যে জেলা শাসক অফিস হইতে কতটা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কতটা বাকী আছে তাহার জেলা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

জেলার নাম	মঞ্জুরীকৃত সার্টিফিকেটের সংখ্যা		তদন্তাধীন দরখাস্তের সংখ্যা	
	বাই রেজিঃ	বাই বার্থ	বাই রেজিঃ	বাই বার্থ
ক) পশ্চিম ত্রিপুরা	২,৩৩৬	৬,৯৬৩	৩৬২	—
খ) উত্তর ত্রিপুরা	৩৯১	১,৫৪৪	১৮৬	৪৮৩
গ) দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬৩৯	৬০৯	৮৩৬	৩৩

STARRED QUESTION NO. 766

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ভারতের সংবিধানে ৩০৯ ধারা অনুসারে টি, আর, টি, সির কার্য্যকরী শ্রমিকদের চাকুরী সম্পর্কিত নিয়মাবলী কি তৈরী হয়েছে ?

২) যদি তৈরী হয়ে থাকে, মোট কতজন শ্রমিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে তা এ পর্য্যন্ত প্রয়োগ হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—মুখ্যমন্ত্রী

১) পাবলিক সার্ভিস, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অফিসের পদগুলির চাকুরী সম্পর্কিত নিয়মাবলী ভারতের সংবিধানের ৩০৯ নং ধারার আওতায় পড়ে। টি, আর, টি, সি একটি স্বশাসিত সংস্থা বলিয়া ইহার কার্য্যকরী শ্রমিকদের চাকুরী সম্পর্কিত নিয়মাবলী ভারতের সংবিধানের ৩০৯ নং ধারা অনুসারে গঠন করার প্রশ্ন উঠে না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Annexure—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 332.
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সরকার নির্ধারিত ট্যাক্সী ভাড়ার হার প্রতি কিলোমিটার প্রতি কত এবং এই হার কি ভিত্তিতে ঠিক করা হয়েছে,

২) সরকার কি অবগত আছেন যে ট্যাক্সির মালিকগণ সরকার নির্ধারিত ভাড়ার হার মানিয়া চলিতেছেন না,

৩) যদি অবগত থাকেন, তবে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী —মুখ্যমন্ত্রী

১) ত্রিপুরায় ট্যাক্সী ভাড়ার হার প্রতি কিলোমিটারের জন্য ৪৫ পয়সা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক ধার্য্য হইয়াছে।

২) এই ট্যাকসি ভাড়ার হার কোন ট্যাক্সি মালিক মানিয়া চলতেছেন না, এরূপ কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 688.
By Shri Amarendra Sharma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Political Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটের জন্য কত সংখ্যক আবেদনপত্র ১৯৭৪ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, তাহার অনুমোদন ভিত্তিক হিসাব।

২) এইসব আবেদন পত্রের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেটের জন্য সর্বমোট ১৪৩১টি আবেদনপত্র মঞ্জুরীর অপেক্ষায় তদন্তাধীন আছে। ইহাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

	(By Registration)	(By birth)
সদর	২৬১	—
সোনামুড়া	৬০	—
খোয়াই	৪১	—

কৈলাসহর	৪৩	৭৭
ধর্ম্মনগর	৮৪	১৭৩
কমলপুর	৫৯	২৩৩
উদয়পুর	১১০	১২
বিলোনীয়া	৬১৭	৪৬
সাবরুম	১১১	—
অমরপুর	৪৫	—
	১৪৩১	৫৪১

ইহা ছাড়া ঐ সময়ে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিবেচনাধীন দরখাস্তের সংখ্যা মোট ৫৪১টি।

২) বর্তমানে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী, নাগরিকত্ব সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র প্রথমে মহকুমা শাসকের নিকট অনুমোদিত ফরমে জমা দিতে হয়। দরখাস্ত পাওয়ার পর মহকুমা শাসক ঐগুলি পুলিশ সুপার (ডি, আই, বি) এর নিকট প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য পাঠাইয়া দেন। অতঃপর পুলিশ সুপারের নিকট হইতে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর মহকুমা শাসক মন্তব্য সহ উপযুক্ত ক্ষেত্রে দরখাস্তগুলি জেলাশাসক বা অতিরিক্ত জেলা শাসকের নিকট নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার জন্য পাঠাইয়া দেন। উক্ত ১৪৩১টি দরখাস্তের মধ্যে ৩৩৩টি পুলিশের তদন্তাধীন আছে, ২২০টি অসম্পূর্ণভাবে জমা দেওয়া হইয়াছে, ৬৭১ টি বিভিন্ন মহকুমা শাসকের অফিসে খুটিনাটি পরীক্ষা করা হইতেছে এবং ২০৭টি দরখাস্ত জেলাশাসকগণের অফিসে মঞ্জুরীর জন্য তৈরী আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 742.

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন কোন স্থানে এক্স-সার্ভিস মেনদের পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে এবং পুনর্বাসনগুলিতে সকলকেই জমি এলটমেন্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

২) এলট্ করিয়া দেওয়া সকল জমিতে তাহাদের পরচা ও নামজারী আছে কিনা ?

৩) না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) পুনর্বাসনের জন্য প্রাক্তন সৈনিকগণকে যে সমস্ত জায়গায় জমি দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম এবং পুনর্বাসন পাইয়াছে এইরূপ সৈনিকের সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল :—

সদর মহকুমা

দীনদয়াল নগর (নাগীছড়া)	—	৭৭ জন
পশ্চিম নোয়াবাদী	—	১৪৯ ,,

সদর মহকুমা

মধুবন	—	৬৩ ,,
গোলাঘাটি	—	৩৬ ,,
চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকা	—	৫০ ,,
দুর্গা চৌধুরী পাড়া—	—	২ ,,
জিরানীয়া	—	১ ,,
সিমনা	—	৯ ,,
রাণীর বাজার	—	১ ,,
মধুপুর	—	২ ,,
বাধারঘাট	—	১ ,,
		৩৮২ জন

খোয়াই মহকুমা

উত্তর রামচন্দ্রঘাট	—	২১ ,,
রাজ নগর	—	৩০ ,,
দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট	—	৩১ ,,
দক্ষিণ পদ্মবিল.	—	২৭ ,,
মহারাণীপুর	—	২০ ,,
কল্যাণপুর	—	৫ ,,
		১০৪ ,,

উদয়পুর মহকুমা	—	১ ,,

বিলোনীয়া মহকুমা

সরসিমা	—	৩৫ ,,
কৈলাশহর	—	২৮ ,,

কমলপুর মহকুমা

ডলুবাড়ী	—	৩ ,,
আমবাসা	—	১ ,,

সর্ব্বমোট—৪৮ জন

উপরোক্ত সংখ্যা ছাড়া আরও ১৪ জন প্রাক্তন সৈনিককে স্বাধীনতা জয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন পুনর্ব্বাসন "প্রকল্পের আওতায়" জমি দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

সদর	—	৫ জন
কৈলাশহর	—	৩ ,,
সোনামুড়া	—	১ ,,
ধর্মনগর	—	৫ ,,
		১৪ জন

২) ৩৫৩ জন প্রাক্তন সৈনিককে তাহাদের জমির জন্য পরচা দেওয়া হইয়াছে। খাসের জমি allot করা হইলে শুধু মাত্র পরচা দেওয়া হয়।

৩) জমি বিরোধ ও তৌজি স্থাপনের আনুষঙ্গিক কার্য্যাবলী সম্পূর্ণ না হওয়ায় পরচা ইস্যু করার কাজ বিলম্বিত হইতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, March, 21st, 1974.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Thursday, the 21st March, 1974 at 3 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker 3 Deputy Ministers, and 49 Members.

QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta :—Question No. 6 Sir.

Shri S. M. Sengupta :—Question No. 6 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৭২-৭৩ইং আর্থিক বছরে রাজনগর এবং বগাফা ব্লকের অধীনে কোন ডিপ টিউবওয়েল খনন করা হইয়াছে কি ?	হাঁ মহাশয়।
২) যদি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে কতটি এবং তাহা কোথায় কোথায় করা হইয়াছে ?	রাজনগর ব্লকের অধীনে ৬টি এবং বগাফা ব্লকের অধীনে ৪টি।
৩) করা হইয়া থাকিলে সব কয়টা চালু আছে কিনা ?	রাধানগর এবং মোতাই ছাড়া আর সব-কয়টিই চালু আছে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—রাধানগর এবং মোতাই যে ডীপ টিউবওয়েল করা হয়েছিল, সেইগুলি কখন খারাপ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মোতাই যেটা সেটা মাইনর রিপেয়ারের জন্য বলা হয়েছিল আর রাধানগর যেটা সেটা হল জলের যে লেবেল সেটা ঠিকমত পাওয়া যায়নি বলে অচল অবস্থায় আছে।

শ্রীআচাইচি মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বগাফা ব্লকে কলসী দামছড়ায় ডীপ টিউবওয়েল চালু আছে কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই দুইটি ছাড়া অর্থাৎ রাধানগর এবং মোতাই ছাড়া, আর বাকীগুলি চালু আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি রাধানগর এবং মোত ই যে দুইটি ডীপ টিওবওয়েল খারাপ, সেইগুলি সহসা ঠিক হবে কি না ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১ স্যার।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১ স্যার।

QUESTION	ANSWER
Whether the Government received letters from Shri Biren Dutta, M.P., President, Tripura Tea Workers' Union on 15.11.73 and 8 8.73 on some labour disputes in Golakpur T. E. ?	Yes. One letter dated 15.11.73 addressed to the Chief Minister with a copy to me was received on 16.11.73. The other letter dated. 8/8/73 was received on 8/8/73.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই চিঠির সারমর্ম কি ? Sir, before the Hon'ble Minister replies, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমার যতটুকু মনে পড়ে, এটার আরও অংশ ছিল, সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি জানিনা কি কারণে সেটা বাদ দেওয়া হল।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে যেভাবে প্রশ্নটা ছিল সেইভাবে উত্তর তৈরী করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমি প্রশ্ন করেছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ঐ চিঠি দুইটির সারমর্ম কি ছিল ?

Shri Kshitish Ch. Das :—Mr. Speaker, Sir, the letter of 8/8/73 reads as follows—

We have been surprised to notice that in the industrial disputes referred to the Conciliation Officer in connection with a lock-out declared by the Management of the Goloknagar Tea Estate, Kailashahar, and dismissal of 12 of its workers, in pursuance of the judgement and order of Gauhati High Court, declared on 16.2 73, the Government of Tripura has sent only one issue i. e. the issue of dismissal of 7 workers to the Labour Court.

The Judgement and order of the Gauhati High Court, referred to above, directs Government of Tripura "to take into consideration the report of the Conciliation Officer as enjoined on them under section 12(5) of the Act and decide afresh whether in exercise of its powers under section 12(5) and 10 of the Act, it should or should not make a reference of the several points of the industrial disputes which the Conciliation Officer had reported his failure to resolve.

Tripura Tea Workers Union still holds that the lock-out referred to in this case was illegal and the workers are legally entitled to get wages for the entire period of lock out.

Therefore, there is no valid reason to assume that this point of dispute has vanished as the lock-out does not continu at this moment.

Tripura Tea Workers will be glad to know from you on what consideration the Government of Tripura has refused to send this dispute arising out of illegal lock-out by the management to the Labour Court along with the dispute in relation to illegal dismissal of workers.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই চিঠির জবাব শ্রীবীরেন দত্ত, যিনি এম, পি, এবং প্রেসিডেন্ট, ত্রিপুরা টি, ওয়ার্কারস ইউনিয়ন, তাঁকে এই চিঠির জবাব জানান হয়েছে কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই চিঠির জবাবে জানান হয়েছে যে হাই-কোর্ট এই কেসটা কনসিলিয়েশান অফিসারের রিপোর্ট অনুযায়ী কনসিডার করবার কথা বলা হয়েছে এবং সেই কনসিডারেশানের জন্য আমরা কেসটা আবার রেফার করেছি কোর্টে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,...

মিঃ স্পীকার :—মনে হচ্ছে বিষয়টা সাব-জুডিস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—না, স্যার, এটা সাব-জুডিস নয়।

মিঃ স্পীকার :—কোর্টে রেফার করেছেন বলে বলছেন।

Shri Nripendra Chakraborty :—Sir, the matter which has not been sent to the Court that is under discussion. The case is that the High Court asked the Govt. to send certain issues which are not decided by the Conciliation Officer, this should be sent to the Court back. So instead of sending both the cases, Tripura Government sent only one issue or one case but the other case was not referred to the Labour Court.

Mr. Speaker :—Are there two cases ?

Shri Nripendra Chakraborty :—Yes, Sir, two issues are to be sent to the Labour Court. But the Tripura Government sent only one issue instead of two. One was regarding dismissal of workers another was regarding illegal lock-out. My question is whether Hon'ble Minister will inform the House what reply they gave to Mr. Biren Dutta, M. P., President of Tripura Tea Workers' Union, but in his reply he does not say that and will the hon'ble Minister inform the house on what date the reply was given ?

Shri Kshitish Chandra Das. :—On 27th November, 1973.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর দুই একটা সাপ্লিমেন্টারী করব। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যেখানে দুইটি বিষয় লেবার কোর্টে পাঠানোর কথা ছিল, সেখানে ইল্লিগ্যাল লক-আউটের বিষয়টি কেন পাঠানো হল না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—স্যার, দুইটি বিষয় ছিল না। ইল্লিগ্যাল লক আউট হয় নি। কাজেই এটা যখন কোর্ট কনসিলিয়েশন অফিসারের রিপোর্টকে পুনর্বিবেচনার জন্য বলেছে, এর মধ্যে দুইটি বিষয়ের কথা উল্লেখ নাই। কাজেই যারা নাকি শ্রমিক, ঐ টাইমে তাদেরকে ডেকে বলা হয়েছিল, তাদের ১২ জনের কথা উল্লেখ করে, এটা আমাদের মাননীয় এম, পি, শ্রীবীরেন দত্তের চিঠিতে আছে। তাই ঐ ১২ জনের কথাটা পুনঃ বিবেচনা করার জন্য আমরা আবার রেফার করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, এই ভদ্রলোক তো কিছুই পড়েন না। স্যার, কি ডাজ নট নো এ্যানিথিং অব দীস কেস। স্যার, এখানে তো ১২ জনের কোন প্রশ্ন নাই, বেকার শ্রমিকের কোন প্রশ্ন নাই। হোল কেসটা কনসিলিয়েশান অফিসার যখন দুইটি ইস্যুর উপর দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, তার একটা ইস্যু হচ্ছে ডিসমিজাল অব ওয়ার্কাস এবং সেখানে ৬ জন, ১২ জন নয়, সেকেণ্ডটা হচ্ছে ইল্লিগ্যাল লক-আউট যে কনসিলিয়েশান চলা অবস্থাতে ইন্টারভেন করেছে এবং হাই কোর্ট মনে করে যে এটা ইল্লিগ্যাল। কারণ কনসেলিয়েশান চলা অবস্থাতে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট ইন্টারভেন করতে পারেন না। কাজেই হাই কোর্টের ডিসিশান হচ্ছে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট মে কনসিডার this issue of the Labour Court or the Conciliation Officer, whatever it is. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো এই বিষয়ে কিছুই জানেন না, তিনি কি করে জবাব দিবেন, সাম বডি মাষ্ট হেল্প হিম, তা না হলে তিনি আবোল-তাবোল বলবেন, তিনি কিছুই জানেন না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জাজমেন্ট এইরকম ইল্লিগ্যাল লক-আউটের কথা বলা হয় নি। আমাদেরকে শুধু কনসিডার করবার জন্য বলা হয়েছে এবং সেটাকে কনসিডার করবার জন্য আবার কোর্টে রেফার করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এত হাউসকে মিসলীড করছেন, কোন জবাব তিনি বীরেন দত্ত এম, পিকে দেন নি, এটা কি সত্য ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—স্যার, এম, পি, বীরেন দত্তকে যে জবাব দেওয়া হয়েছে, সেটা আমি এখানে পড়ে শুনাচ্ছি।

To

Shri Biren Dutta, M P.,

Agartala. Tripura.

Sir,

Please refer to your letter number nil dated the 8th August, 1973 on the labour management dispute of the Golakpur Tea Estate. The State Government may further consider the Conciliation Officer's report in the light of the High Court Judgement on the subject and refer the dispute relating to the

dismissal of some workers of the aforesaid Tea Estate. The Industrial Tribunal for adjudication, it may be added that the Government has not thought expedite the matter to refer the issue of lock-out to the Tribunal as the lock-out has been withdrawn long ago.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Starred Question No. 693.

Shri Kshitish Chandra Das :—Starred Question No 693, Sir.

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া আভাঙ্গা মৌজার শাচীরাম পাড়া ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় কি ১৯৭৩ ৭৪এ ফরেষ্ট প্লেন্টেশান বাড়ানো হচ্ছে ?

২) ইহা কি সত্য যে গ্রামবাসী এভাবে প্লেনটেশান বাড়ানোর প্রতিবাদ করেছেন ? এবং ;

৩) যদি সত্য হয়, ঐ প্লেন্ টেশান বাড়ানোর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হবে কি ?

উত্তর

) ১৯৭৪ইং সনে শাচীরাম বাড়ীর সন্নিকটে কালাপানিয়া প্রস্তাবিত রিজার্ভ ফরেষ্টে ৫০ হেক্টর রাবার বাগান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যে স্থানে রাবার বাগান করা হইতেছে তাহা ঘন বসতিপূর্ণ নহে।

২) ১৯৭৪ সনের পরিকল্পিত বাগানের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি আসে নাই।

৩) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ নহে। কাজেই উনার কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে বসতি আছে এবং এই প্লেন্ টেশান করার জন্য সেখানে কতলোক ক্ষতিগ্রস্থ হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই রকম কোন খবর আমার কাছে নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সেখানে কোন লোকজন বসবাস করেন কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—প্লেন্ টেশানের জায়গাতে কোন লোকজন বসবাস করেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৩৫৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সোনামুড়া মহকুমার মানাচক এবং কালী-কৃষ্ণনগর বিশ্রামপুর মাঠে সেচের জন্য ভূমিস্থ জলের পরিমাণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলক পাইপ বসানোর বিষয় সরকার বিবেচনা করেন কিনা ?	১) হ্যাঁ।
২) যদি করেন তবে কখন উহা করা হইবে ?	২) এই কাজ সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড করিতেছেন। প্রশ্নে উত্থাপিত স্থান সমূহে জলের পরিমাণ নির্ণয়ের তথ্যানুসন্ধানের জন্য উক্ত সংস্থার ১৯৭৪-৭৬ সালের কার্য্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—নির্দ্দিষ্টভাবে ঐ মাঠগুলিতে গ্রাউণ্ড ওয়াটার রিসোর্সেস সার্ভে করার জন্য এক্সপ্লোরেটরী বোরিং কবে শুরু হবে ;

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আগেও বলেছি যে ১৯৭৫-৭৬ সালে ওদেরকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সেই মাঠগুলিতে একেবারেই কোন জলের ব্যবস্থা নাই, এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবগত আছেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতক্ষণ গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের রিপোর্ট আমরা না পেয়েছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী আচাইহ্নি মগ।

শ্রীআচাইহ্নি মগ :—প্রশ্নের নম্বর ৫১৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নাম্বার ৫১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ঋষ্যমুখ হইতে সমরেন্দ্রগঞ্জ রাস্তার (বিলোনীয়া) গ্যাং লেবার সরকারী কাজে অবহেলা করিতেছে বলিয়া বিভিন্ন গাঁও সভার সদস্য সরকারের কাছে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করার পর কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি ;	১) হ্যাঁ।
২) সত্য হইলে অভিযোগগুলি তদন্ত করা হইয়াছে কি ?	২) অভিযোগগুলি তদন্ত করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২৩।

প্রশ্ন

১) কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে জল সেচের জন্য গভীর নলকূপের কোন স্কীম আছে কিনা ? থাকিলে কোন্ কোন্ মহকুমায় কোন সন হইতে আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা ?

উত্তর

১) জল সেচের জন্য নিম্নলিখিত স্থানে গভীর নলকূপ খননের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

সদর মহকুমা

১) মোহনপুর (আসাম-আগরতলা রাস্তা ২) কামালঘাট, ৩) বিশালগড় ৪) আমতলী, ৫) কাতলামারা, ৬) বড় কাতলী, ৭) চম্পকনগর।

সোনামুড়া মহকুমা

১) বক্সনগর।

উদয়পুর

১) বাগমা।

খোয়াই মহকুমা

১) কল্যাণপুর

কমলপুর মহকুমা

১) ছৈছাইছড়া, ২) তিলথৈ। আগামী বৎসরগুলিতে পর্যায়ক্রমে আরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—যে সমস্ত জায়গায় গভীর নলকূপ খনন করার স্কীম নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সেই সমস্ত জায়গাগুলি কি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগে থেকে যে রিপোর্ট আছে গ্র্যাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—তাহলে কি আগে একবার সমস্ত ত্রিপুরা এক্সপ্লোরেটরী বোরিং করার সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সবটা একসংগে সার্ভে হয়নি। ক্রমে ক্রমে হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোথায় কোথায় সার্ভে করা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—পাটিকুলারলী কোন্ কোন্ জায়গায় করা হয়েছে এটা বলা যাবে না তবে নর্থেও হয়েছে, সদরেও হয়েছে, সাউথেও হয়েছে কিছু কিছু।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সমগ্র নর্থের ভিতর অল্প কয়েকটা জায়গায়ই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বাকী জায়গাগুলি সম্পর্কে, যেগুলি যদি সার্ভে করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত তারা বিবেচনা করছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—নর্থে যে সব জায়গায় গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড সার্ভে করে দেখেছেন জলের ব্যবস্থা আছে সেখানে নলকূপ খননের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে সব জায়গায় স্কীমগুলি নেওয়া হয়েছে সেখানে কয়টা গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি এই প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি।

শ্রীঅনিল সরকার :—এই নলকূপগুলির জলের দ্বারা কত পরিমাণ জমিতে জলসেচ হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমার কাছে এই সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এতগুলি নর্থে হল, সদরে হল, কিন্তু সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে একটাও মহকুমা নাই কি যেখানে একটাও হতে পারত। এটা কি সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের প্রতি অন্যায় করা হয় নাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলেছি গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড যখন রিপোর্ট এলে তখনি এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ত্রিপুরায় কবে সার্ভে আরম্ভ করা হয়েছে এবং কবে শেষ হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এক এক দিক থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। কখন সার্ভে শেষ হবে ঠিক নাই। সাউথে যে জায়গাগুলির কথা বলেছি সেই জায়গাতে জল পাওয়া গেছে। সেজন্যই সেখানে হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সাউথে আদৌ সার্ভে হবে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাউথ ডিষ্ট্রিক্টেও কিছু কিছু হয়েছে আমি বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে সার্ভে আরম্ভ হয়েছে কিনা? আদৌ সার্ভে হয়নি বলে অভিযোগ আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সবটা একসংগে করা যায় নি। যেখানে তারা যেতে পারছেন সেখানেই হচ্ছে। টোটেল ত্রিপুরায় সাউথ, নর্থ এবং সদরেও অনেক জায়গা রয়েছে এখনও। সবটা কমপ্লিট করা যায় নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে সাউথে আদৌ সার্ভে আরম্ভ হয়েছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নামগুলির মধ্যে সাউথের নামও আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এই সার্ভে কোন্ সময়ে করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ঠিক সন আমি বলতে পারব না। তবে সার্ভে ওয়ার্ক অলরেডি আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি নির্দিষ্টভাবে জানতে চেয়েছি কোন্ সনে হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন জায়গায়? কোন্ সনের সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে কতগুলি স্কীম নেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে বিভিন্ন জায়গায় তারা সার্ভে করে দেখছেন। কাজেই সমগ্র ত্রিপুরায় এখনও ম্যাপ ধরা হয় নি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি নির্দিষ্টভাবে জানতে চেয়েছি যে কোন্ বৎসরে এই সার্ভে, যে কোন জায়গায় করা হয়ে থাকুক, কোন্ বৎসরে শুরু হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সনটা আমার জানা নাই। তবে আমি এই কথা বলতে পারি সব জায়গায় কিছু কিছু করে আরম্ভ হয়েছে। তারপর ম্যাপ তৈরী হলে সব জায়গায় একসংগে আরম্ভ হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোন্ বৎসরের রিপোর্টের ভিত্তিতে এই স্কীমগুলি নেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে বিভিন্ন সনে বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটারের সার্ভে হচ্ছে সেটি কবে নাগাদ শেষ হবে ত্রিপুরাতে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করা তাদের পক্ষে তারা এটা করতে চেষ্টা করছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন সময় সীমা নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েছে কি না এই আণ্ডার গ্রাউণ্ড সার্ভে করার জন্য?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা সম্ভব নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে সাউথ ডিষ্ট্রীক্টে এই সার্ভে এখন আরম্ভও হয়নি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে প্রিলিমিনারী সার্ভে কোন কোন জায়গায় হচ্ছে এবং সাউথেও হচ্ছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন এটা কি জানাবেন যে বিশালগড়ের কোথায় কোথায় বসানো হয়েছে এবং তার সংখ্যা কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিশালগড়ে একটা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবুলু কুকী

শ্রীবুলু কুকী :—কোয়েশ্চান নম্বর ৫৩১

শ্রীমনসুর আলী :—কোয়েশ্চান নম্বর ৫৩১

প্রশ্ন

১) অমরপুর সাবডিভিশনে ওভার ফ্লো টেষ্টিং ইউনিট আছে কি?

২) যদি থাকে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে কতটি জায়গায় পরীক্ষা হয়েছে এবং কতটি জায়গায় ওভার ফ্লো পাওয়া গিয়েছে?

৩) যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেই জায়গায় পাইপ বসানো হয়েছে কি না? না হইলে ইহার কারণ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি তৈদু বাজার এলাকায় ২টা জায়গায় টেষ্টিং হয়েছে এবং সেখানে ওভার ফ্লো হয়েছে?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে অমরপুরের তৈদু এলাকাতে ওভার ফ্লো সাক্সেসফুল হচ্ছে এবং প্রাইভেটলী কেউ কেউ করছে? এবং সরকার থেকে এই ব্যাপারে কিছু করা হচ্ছে না কেন?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে অমরপুর ব্লক অফিসের সংগে যোগাযোগ করেছেন কি না?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুর ব্লক অফিসে এই তথ্য নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ওভার ফ্লোর জন্য জনসাধারণ টাকা জমা দিয়েছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও এই প্রশ্নটি এই প্রসংগে আসে না তবুও বলছি যে এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা সত্যি কি না যে সমস্ত কৃষকের কাছ থেকে ওভার ফ্লোর সমস্ত খরচা দাবী করা হচ্ছে এবং কৃষকেরা সমস্ত খরচা দিতে পারছে না বলেই অফিসারেরা বলছেন যে ওভার ফ্লো সাকসেফুল হচ্ছে না?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য নয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সার্ভে করতে যে টাকাটা খরচ হয় ঐ এলাকার কৃষকেরা সেটা না দেওয়ার জন্যই সার্ভে হচ্ছে না?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জন্য কোন সার্ভে ইউনিট নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নম্বর ৫৭৮

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;—কোয়েশ্চান নম্বর ৫৭৮

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের (পি, ডবলিউ, ডি,র) সংখ্যা বর্ত্তমানে কত? (৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৪ ইং পর্য্যন্ত)

উত্তর

১) ২,৮৭৩ জন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই প্রশ্নের অন্যান্য অংশ ছিল সেগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি না—যারা ওয়ার্কচার্জড এম্প্লয়ী আছেন তারা বিভিন্ন পোষ্টে এবং বিভিন্ন স্কেল অব পে'তে আছেন সেইসব পোষ্টগুলির নাম এবং স্কেল অব পে কি কি সেটি জানাবেন কি ?

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—Hon'ble Speaker Sir,

Sl. No.	Name of post	Scale of pay
1.	Work Assistant	Rs. 100-140/-
2.	Crusher Driver	Rs. -do-
3.	Mixture Mechine Operator (Driver)	-do-
4.	Crusher Mixture Machine Driver	-do-
5.	Mate	Rs. 65-85/-
6.	Mandyman/Caleaner/Mazdoor	Rs. 60-75/-
7.	Fitter Gr. III	Rs. 100-140/-
8.	Assistant Fitter	Rs. 80-105/-
9.	Mechanic	Rs. 140-210/-
10.	Assistant Mechanic	Rs. 100-140/-
11.	Plumber/Plumbing Mistry/Mistry	Rs. 80-105/-
12.	Pump Operator	Rs. 100-140/-
13.	Painter	-do-
14.	Pumpman	Rs. 35-50/-
15.	Sanitary Mistry	Rs. 125-200/-
16.	Assistant Tube Well Fitter	Rs. 80-105/-
17.	Switch Board Operator	Rs. 125-200/-
18.	Mason	Rs. 100-140/-
19.	Carpenter	-do-
20.	Khalashi	Rs. 65-85/-
21.	Gangman/Gangman-cum-Watchman	Rs. 60-75/-
22.	Boatman	Rs. 65-85/-
23.	Guard/Chowkidar/Gardenmali	Rs. 60-75/-
24.	Operator-cum-Chowkidar	-do-
25.	Gauge Reader	Rs. 80-105/-
26,	Gauge Khalashi	Rs. 65-85/-

Sl. No.	Name of post	Scale of pay.
1	2	3
27.	Mechanic-cum-Operator	Rs. 140-210/-
28.	Electrician	Rs. 100-140/-
29.	Turner	—do—
30.	Asst. Mechanic-cum-Electrician	—do—
31.	Welder	—do—
32.	Upholster	—do—
33.	Driver (B. M.)	—do—
34.	Pile Driving Unit Driver	—do—
35.	Blacksmith	—do—
36.	Blacksmith-cum-Welder	—do—
37.	Jugali	Rs. 60-75/-
38.	Meter Reader-cum-Bill Clerk	Rs. 125-200/-
39.	Lineman	Rs. 140-210/-
40.	Asst. Lineman	Rs, 110-170/-
41.	Driver-cum-Switch Board Operator	Rs. 125-200/-
42.	Electric Mistry	—do—
43.	Helper	Rs. 80-105/-
44.	Oilman	Rs. 65-85/-
45.	Power House Mistry	Rs. 200-300/-
46.	Hammerman	Rs. 65-85/-
47.	Tractor Driver/Drever Operator	Rs. 140-210/-
48.	Motor Tester	—do—
50.	Vehicle Driver Gr. I	Rs. 140-210/-
51.	Vehicle Driver Gr, II	Rs. 110-170/-
52.	Vehicle Driver Gr. III	Rs. 100-140/-
53.	Sweeper	Rs. 60-75/-
54.	Fitter (Elec.) Gr. II	Rs. 100-140/-
55.	Meter Repairer	—do—
56.	Asst. Lineman-cum-Fuseman	Rs. 110-170/-
57.	Compounder	Rs. 100-140/-
58.	Roller Driver	—do—
59.	Garder Operator	—do—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কাজগুলি এই ওয়ার্ক চার্জ শ্রমিক কর্মচারীরা করেছেন সেই কাজগুলি পার্মানেন্ট ন্যাচারের কাজ কি না? এইটা কি জব ওয়ার্ক দে আর ডুইং ইজ অব পার্মানেন্ট ন্যাচার?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পর্য্যন্ত ৮১১ জনকে পার্মানেন্ট করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—দিস ইজ নট মাই কোয়েশ্চান। আমি এইটা জিজ্ঞাসা করছি না যে তারা পার্মানেন্ট কি না। যে কাজগুলি তাদেরকে দিয়ে করানো হচ্ছে সেই কাজগুলি কি এই রকম যে কাজগুলি আমাদের দরকার অর্থাত পার্মানেন্ট ন্যাচারের ওয়ার্ক কি না? অব দ্যাট দে আর ডুইং ওয়েদার দি অব আর অব পার্মানেন্ট ন্যাচার? কয়জন পার্মানেন্ট আর কয়জন টেম্পোরারি-সেইটা আমি বলছি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেকটা পার্মানেন্ট ন্যাচারের এবং তারা গভার্নমেন্টের ভাতা টাকা যেভাবে পায় সেই ভাবেই পেয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি যে সমস্ত কাজ পার্মানেন্ট ন্যাচারের সেখানে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে পার্মানেন্ট করাটাই হচ্ছে আইন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, ক্রমে ক্রমে পার্মানেন্ট করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে মোট কতজন মাননীয় মন্ত্রীমশায় এখানে যে লিষ্ট দিলেন তার মধ্যে আনুমানিক পার্মানেন্ট কাজ করছেন এবং স্থায়ীভাবে নিযুক্ত আছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১১২ জনকে পার্মানেন্ট করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রীমশায় বলতে পারেন কি যে লেভার লেজিসলেশানগুলি এই সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেন্টের নিয়মকানুন অনুযায়ী যা আছে সেই ভাবেই করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি নিয়মকানুনের কথা বলছি না, লেবার লেজিস্‌লেশন করা হচ্ছে কি না? যেহেতু উরা কেউ মিস্ত্রী কেউ মাটির কাজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করে কাজেই তাদের ক্ষেত্রে লেবার লেজিস্‌লেশনগুলি প্রযোজ্য কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়' এইটা সবটা লেবার লেজিসলেশনের মধ্যে পরে না। এইটার কারণ হলো গভার্ণমেন্টের যে ভাতাটাকা আছে সেইটা তারা পায় বলে এইভাবে চলে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে হারের? মজুরীর হার এইখানে বলা হয়েছে এই গত বৎসর আগে নির্দ্ধারিত হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার ঠিক জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির অনুপাতে এদের ভাতা এবং মজুরীর হার রিভিশন হওয়ার প্রয়োজন এইটা মাননীয় মন্ত্রমশায় মনে করেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে পে কমিশন যা করেন এইটা গ্রাহ্য হবে আর এদের মধ্যে যেটা গভর্ণমেন্ট কর্মচারীরা পান সেইভাবে তারা পেয়ে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমার ওয়ান সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে যাদেরকে গ্যাং লেবার করা হয়, যদি ও গ্যাং কথাটা অশ্লীল এইটা গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করবো ইউজ না করার জন্য সেই লেবার দরকে ওয়ার্কস চাজ এর অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যায় কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে লিষ্টের মধ্যে যে ভাবে দেওয়া আছে গ্যাং ম্যানদেরকে এর মধ্যে বোধ হয় ইনকলুড নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—হি কুড নট আনসার, প্লীজ অ্যাকসকিউজ মি, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে অনেক গ্যাংম্যান আছেন যারা ৮/১০ বৎসর যাবত কাজ করছেন এবং তাদের কে এই ওয়ার্কস চার্জের হিসাবে গন্য করা উচিত গভার্ণমেন্টের এবং ক্রমশ: স্থায়ী করা উচিত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ওয়ার্কস চার্জ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন রিক্রুটমেন্ট রোলস আছে কি না এবং কোন সিনিয়রটি লিষ্ট আছে কি না যার ভিত্তিতে এদেরকে নেক্সট প্রমোশন দেওয়া যেতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণত: সিনিয়রিটি বেসিসে নেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—স্যার, রিক্রুটমেন্ট রোলস আছে কি না, আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই এবং সিনিয়রিটি লিষ্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে রিক্রুট যখন করা হয় তখন তার একটা রোলস অনুযায়ীই করা হয় আর এইটা এই প্রশ্নটা কি ছিল, সিনিয়রিটি লিষ্ট আর রিক্রুটমেন্ট রোলস এই সম্বন্ধে গ্যাংম্যানদের রিক্রুটমেন্ট রোলস হয়েছে কি না আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে যখন তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় যেমন প্রমোশন দেওয়ার সময়ে সেখানে সিনিয়রটি দেখা হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—সাপলিমেন্টারী স্যার, সিনিয়রটি লিষ্ট না থাকলে কিভাবে কনফরমেশন বা অন্যান্য কেসের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার উত্তরের মধ্যে সেইটা আছে।

মি: স্পীকার :—সুধন্ব দেববর্ম্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং •১৬।

প্রশ্ন	উত্তর
আগরতলা হইতে জুম্পুই জলা পর্যন্ত রাস্তায় সোলিং করার জন্যে এ বৎসর ত্রিপুরা সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি না ?	১), আগরতলা হইতে টাকার জলা পর্য্যন্ত অংশে সোলিং এর পরিকল্পনা ইতি পূর্ব্বেই মঞ্জরীকৃত হয়েছে এবং এই অনুযায়ী কাজ ও চলছে। এই রাস্তার টাকার জলা হইতে জম্পুইজলা পর্য্যন্ত বাকী অংশের সোলিং এর পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা হয় নাই। যথা ইহা গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীসুখময় দেববর্ম্মা :—সাপলিমেন্টারী স্যার, এই যে প্রস্তাবিত রাস্তাই কিছু ইট জমা করে রাখা হয়েছিল তা হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমশায় কিছু জানেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও বিশেষ ব্যাপারে জরুরী ব্যাপারে যদি ইট নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি সেইটা বলতে পারছি না।

শ্রীসুখময় দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে অনেক দূর পর্য্যন্ত ইট জন্য করা হয়েছিল রেশন কাজের জন্য সেইটা নেওয়া হয়েছে কি না সেইটা আমি জানতে চাই, সেইটা মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি যে আগরতলা হইতে টাকারজলা পর্য্যন্ত এইটা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সোলিং এর কাজ আরম্ভ করার কথা এবং সেই সোলিংএর কাজ কিছু কিছু হচ্ছে কাজেই যদি কোন বিশেষ কাজে ইটগুলি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বলতে পারি না

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে সোলিং কনট্রেক্ট টা এইটা কোন বছর দেওয়া হয়েছে এবং কাকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন বছর কাজ দেওয়া হয়েছে এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বলতে চান যে ত্রিপুরার ইটের এত অভাব হয়েছে যে এক জায়গায় সোলিংএর ইট অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এবং তার জন্য একটা ইন এ্যাকসেসেবাল এরিয়ার সেখানকার রাস্তার কাজ ব্যাহত হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইট পুড়াবার জন্য যে কয়লার প্রয়োজন হয় তা আমাদের হাতের মোটেই নেই তাই এই রকম হয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি যে বহু প্রাইভেট বাড়ী এমন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দোতালার উপরে দেখা যায়, ইট ভেঙ্গে চাপ মারা হচ্ছে তাহলে প্রাইভেট বাড়ীর জন্য ইট পাওয়া যায় কমেণ্ডিয়ার করেন না কেন? যে সমস্ত বাড়ীতে ইট আছে সেইগুলি সরকার নিয়ে নিচ্ছেন না কেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাড়ীর জন্য যারা গভর্ণমেণ্টেরকে লোন নিয়েছেন তাদেরকে এই লোন নেওয়ার ফলে ইণ্টারেষ্ট দিতে হবে সেইজন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন না যে আগরতলা থেকে জম্পুইজলা যে রাস্তা সেটা করার প্রয়োজনীয়তা আছে?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই রাস্তার সোলিংএর কাজ আরম্ভ হয়েছে

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি কতটুকু সোলিং করা হয়েছে?

শ্রীএস এম, সেনগুপ্ত :—১১ কিলো মিটারের শেষ হয়েছে, আর বাকীটা স্যাংশান হয়েছে, এর মধ্যে কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আগরতলা থেকে জম্পুইজলা কত কিলোমিটার?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই রাস্তার দূরত্ব কত আমি বলতে পারছিনা তবে আগরতলা টু জম্পুইজলা এইট টু টুয়েণ্টিফাইভ কিলোমিটার পর্যন্ত শেষ হয়েছে, এর মধ্যে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫ স্যার।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) বগাফা আমবাসা রোড দিয়া মটর গাড়ী চলাচল করার উপযুক্ত করার জন্য সোলিং ইত্যাদির কাজ কি শেষ হইয়াছে?

২) না হইলে থাকিলে কখন শেষ হইবে?

উত্তর

১) বগাফা আমবাসা রাস্তার বগাফা হতে অমরপুর অংশ ইতিমধ্যে গাড়ী চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। অমরপুর হইতে আমবাসা অংশের মাটির কাজও বর্ত্তমান কাজের মরসুমের মধ্যেই শেষ হইবে বলে আশা করা যায়। রাস্তার দুইটি অংশে সোলিং এর কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

২) এই মরশুমে মাটির কাজ শেষ হইবে এবং সোলিংএর কাজ যথা সময়ে শেষ হইবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯ স্যার।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) প্ল্যানটেশান লেবার এ্যাক্ট ২০ (বি) ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার চা শ্রমিকদের সবেতন সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা করছেন ?

২) যদি না করে থাকেন, তার কারণ কি ?

উত্তর

১) প্ল্যান্টেশান লেবার এ্যাক্ট ১৯৫১ এ এমন কোন ধারা নেই। তবে উক্ত আইনে ২০ (১)(বি) ধারা আছে। উক্ত ধারায় ছুটির দিনে কাজের মজুরীর নিয়ম ইত্যাদি নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু সবেতন সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা কোন ধারায় নাই। ত্রিপুরা প্ল্যানটেশন লেবার রুলস ১৯৫৪এ ৭০ (২) ধারায় ছুটীর দিনে কাজের অতিরিক্ত মজুরীর হার নির্দ্ধারিত আছে। এতদ্ব্যতীত প্ল্যানটেশন লেবার এ্যাক্টের ৩০ নং ধারায় বার্ষিক সবেতন ছুটির বিধান আছে। কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক প্রতি ২০ দিনের কাজে একদিন ছুটি প্রাপ্য হইবে।

২) নিষপ্রয়োজন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় জানাবেন কি ? ত্রিপুরা সরকার কোন সময়েতে এই চা শ্রমিকদের সবেতন ছুটি সম্পর্কে কোন গেজেট নোটিফিকেশান করেছেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—সবেতন ছুটি সম্পর্কে গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে জেনে এই তথ্য হাউসের সামনে পরিবেশন করবেন কি যে কোন বৎসরে গেজেট নোটিফিকেশান-এ বলা হয়েছে যে চা শ্রমিকরা সবেতন ছুটি পাবে ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে সবেতন ছুটি পায় না। গেজেট নোটিফিকেশান জানবার প্রয়োজন মনে করি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গেজেট নোটিফিকেশান আছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে সবেতনে ছুটি পাবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জেনে হাউসে উপস্থিত করবেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে তিনি গেজেট নোটিফিকেশান এর তারিখটা জানালে পরে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে চা শ্রমিকদের তরফ থেকে দীর্ঘদিন ঐ সবেতন ছুটির দাবী তারা করে আসছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা দাবী করতে পারে কিন্তু এইরকম আইন এখন পর্যন্ত হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোন আইনে সেটা বাধা আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাধার প্রশ্ন নাই, এইরকম আইন এখন পর্য্যন্ত হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোন কোন ইণ্ডাষ্ট্রীতে এইরকম সবেতন ছুটি নাই। একমাত্র চা বাগান ছাড়া অন্য কোন ইণ্ডাষ্ট্রিতে সবেতন ছুটি নাই?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি প্ল্যানটেশান লেবার এ্যাক্টের ২০ (বি) ধারার কথা বলেছেন। অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রির কথা এখানে প্রশ্ন করা হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—প্ল্যানটেশান লেবার এ্যাক্টের ২০ (১) (বি) ধারায় ডাইরেক্ট করেছে ষ্টেট গুলিকে করতে। কাজেই ষ্টেট গভর্ণমেন্ট করছেন কি করছেন না সেটা আমার দেখা দরকার। আমাদের হাউস ইন্টারেষ্টেড। ষ্টেট গভর্ণমেন্ট কেন এই সম্পর্কে রুলস তৈরী করছেন না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—এখন পর্যন্ত এমন কোন আইন আমরা করি নাই। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আছে বলে আমার জানা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি শ্রম দপ্তর থেকে পশ্চিম বঙ্গে টেলিগ্রাম করে জানতে চেয়েছিলাম সেখানে এইরকম সবেতন ছুটি আছে কি না? পশ্চিম বঙ্গে এমন কোন আইন নাই তাঁরা জানিয়েছেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৭।

শ্রীমনছুর আলী :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৭ স্যার,

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ও ১৯৭৩ ইং সনে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে বন্যার ফলে কি পরিমাণ জমিতে বালু জমিয়া যাওয়াতে ফসল ফলাইতে পারে নাই?

২) উক্ত জমিগুলি হইতে বালি সরাইয়া ফসল ফলানোর জন্য সরকার হইতে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি?

উত্তর

১) ১৯৭৩ ইং সনে প্রায় ৪৭ হেক্টার জমিতে বেশী বালি জমিয়া যাওয়ায় ফসল ফলানোর জন্য প্রায় অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

২) সংশ্লিষ্ট কৃষকদের কৃষি ঋণ মঞ্জুর করিয়া ও বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরী করিয়া বালি সরানোর জন্য ভুর্তকী দিয়া জমিগুলি বালি মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

Mr. Speaker :—Question hour is over. There are 18 Unstarred Questions for to-day. The Ministers concerned may lay on the table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally,

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি লিষ্ট অব বিজনেস সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি জানলাম প্রগ্রামে কালকের যে লিষ্ট অব বিজনেস, তাতে জেনারেল ডিস্কাশন অন বাজেট আছে, এখন ঐটাকে বাদ দিয়ে অন্য একটা জিনিষ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে আমি পার্লামেন্টারী প্রেকটিসে যা দেখছি, তাতে লীডার অব দি হাউস প্রত্যেক উইক এণ্ডিং এ নেকষ্ট উইকের গভঃ বিজনেস কি হবে. সেটা এ্যাড ভান্স জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানে যে রীতি চলছে, সেটা হচ্ছে যেমন খুসী চেঞ্জ করা হচ্ছে,

হাউসকে কন্‌ফিডেন্‌সে নেওয়া হচ্ছে না। এই কথা নয় যে হাউস, তার উপর ডিস্কাশন করবে। কিন্তু হাউসের অপিনিয়ন এ্যাক্‌সপ্রেস করার মত অধিকার তার রয়েছে। এখানে আমি একটু পড়ে দিতে চাই স্যার—In order to give advance information to members of the Government business to be transacted by the House during the following week, the Leader of the House at the end of the last sitting in each week, After the statement on business for the next week is made, the member may be permitted to ask clarificatory questions on the statement but there can be no debate on it. If any change is ncessitated in the programme of business already announced for a week, the Leader of the House makes a statement to that effect. স্যার, কালকের জেনারেল ডিস্কাশনের জন্য আমরা ধরুন প্রিপার্ড হয়েছি, আবার কালকেই হঠাৎ বলে দেওয়া হবে যে জেনারেল ডিস্কাশন হবে না আর একটা বিলের আলোচনা হবে। তাই আমি মনে করি না, অনারেবাল স্পীকারের উচিত এভাবে লীডার অব দি হাউসকে পার্মিট করা যে যেমন খুসী তিনি গভঃ বিজনেস ঢুকিয়ে দিতে পারেন, আমাদের এই হাউসকে কন্‌সাল্‌ট না করে। কাজেই এটা সম্পর্কে উই আর এগ্রিভ্‌ড, কেননা এরজন্য আমাদের প্রস্তুতির দরকার হয়, এ্যামেণ্ডমেন্ট দেওয়ার দরকার হয়, একটা বিল দিলে ৩দিন আগেই এ্যামেণ্ডমেন্ট দিতে হবে। এখানে যে বিলের কথা হচ্ছে, ধরুন ল্যাণ্ড রিফর্মস বিল, তার আলোচনা আমাদের যে বিজনেস এ্যাড্‌ভাইসরী কমিটি ঠিক করে দিয়েছেন, সেটা অনেক দেরীতে। আর আজকে যদি সেটাকে এনে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের আগের প্রগ্রামটাকে একেবারে আপ সেট করে দেওয়া হল। অথচ বিজনেস এ্যাড্‌ভাইসরী কমিটি জানলো না, এই হাউস জানলো না এবং আমরাও এখন পর্য্যন্ত কিছু জানলাম না। স্যার, এটা যদি করা হয়, তাহলে আমাদের প্রবল আপত্তি থাকবে। স্যার, এছাড়া আমরা ঐ দিন বলেছিলাম ..

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আর একটু বাকী আছে। আমি ঐদিন বলেছিলাম এবং আজকেও বলছি যে এরপরেও যদি আপনি এভাবে কাজ চালিয়ে যেতে চান, তাহলে দুঃখের সংগে আমাকে বলতে হয় আমাদের অপজিশন পার্টির কারো পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আমি সেদিনও বলেছিলাম যে আজকে একটা ইলেক্‌শানের দিন, এই কথা ঠিক যে আমাদের বিজনেস যেটুকু করার দরকার, সেটুকু আমরা করব—কোয়েশ্চান আওয়ারটা আমরা করব। এরপরেও যদি আপনি চালিয়ে যেতে চান, তাহলে নিশ্চয় আমি মনে করি যে এই হাউসের অনেক সদস্যই আমার সংগে একমত হবেন, সেদিনও একমত হয়েছিলেন যে হাউসের কাজ অর্থাৎ আজকের যে এজেণ্ডা সেটা অন্য কোনও দিন শীফ্ট করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি যে কথা বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে আজকের কাজের কথা, শুধু এক ঘণ্টা কাজ করার জন্য। কিন্তু আপনার সংগে সকল সদস্য এক মত হয়েছিলেন বলে আমার মনে হয় না। তারপরে আপনি যে কথা বল্লেন পার্লামেণ্টারী প্রেক্‌টিস অনুসারে এ্যাড্‌ভান্‌স ইনফরমেনশান দিতে হবে, এটা আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক /

কিন্তু সেদিন আমাদের বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি যে ভাবে প্রগ্রাম করেছেন, সেভাবে প্রগ্রাম করতেও আপনারা আপত্তি করেছিলেন এবং হাউস আমাকে ক্ষমতা দিয়েছিল যে প্রয়োজন অনুসারে আমি সেটাকে রিএ্যাডজাষ্ট করতে পারি এবং সেই অনুসারে আমি রিএ্যাডজাষ্ট করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, রি-এ্যাডজাষ্ট আপনি করবেন, কিন্তু সেই রি-এ্যাডজাষ্ট করবার ব্যাপারে শুধু আপনি একাই করবেন, অন্য কারো সংগে আলাপ করবেন না ?

মিঃ স্পীকার :— :—আমি লীডার অব দি হাউসের সংগে আলাপ করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, পার্লামেন্টারী প্রেকৃটিসে তো লীডার অব দি হাউস কি করবেন, সেটা নির্ধারিত করা করা আছে। স্যার, এটা তো আপনার কর্ত্তব্য না, হাউসে গভ: বিজনেস কি হবে, অনারেবল স্পীকার ইজ নট এ্যাক্সপেক্টেড টু নো, বাট দি লীডার অব দি হাউস ইজ এ্যাক্সপেক্টেড টু নো এবং তাঁকে এক সপ্তাহ আগে আমাদের এই হাউসকে জানাতে হবে। উনি হাউসকে জানালেন না, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিকে জানালেন না। আপনার কক্তব্য আপনার অফুরন্ত ক্ষমতা আছে নো বডি ইজ ডিস্পুট অন দ্যাট। কিন্তু আপনার সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যে আইন কানুন আছে, সেগুলি তো মানবেন ?

মিঃ স্পীকার :—আমি আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করছি. আইন অনুসারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—তাহলে লীডার অব দি হাউসকে কোথায় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে যেমন খুসী তিনি গভ: বিজনেস ঠিক করতে পারেন বই তো আপনার কাছেও আছে, ইউ কাওলী ফাইণ্ড ইট আউট, কোথায় লীডার আব দি হাউসকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কালকে যে বিজনেস হবে, আজকেও সেটা ঠিক করে এখন পর্য্যন্ত জানাবেন না। তারপর রাত্রিতে হঠাৎ একটা নোটিশ যাবে যে কালকে বিজনেস হবে এই রকম, আমাদের হাউস এই রকম ভাবে চলতে পারে না। লীডার অব দি হাউস যে আপনাকে দিচ্ছে, এটাই তো একটা অসুবিধার কথা। লীডার অব দি হাউস হাউসকে দিচ্ছেন না, অথচ আপনাকে দিচ্ছেন যে এই বিজনেসটা কালকের জন্য ঢুকিয়ে দেবেন। আমরা তো চাই যে লিডার অব দি হাউস এখানে তাঁর বক্তব্য রাখবেন এবং পার্লামেন্টারী প্রেকৃটিসেও সেই কথা বলা আছে যে লীডার অব দি হাউস এখানে বলবেন। আপনাকে গভর্ণমেন্ট কি বলে দিল, সেটা তো ঠিক হবে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আজকেই তো হাউসের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আজকেও তো লীডার অব দি হাউস আপনাকে সেই ইনফরমেশান দিতে পারেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই কথা তো নয়। বলা হয়েছে যে প্রত্যেক উইক এণ্ডে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—ইন কেস অব ইমার্জেন্সী তা হতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার সে দিন যে কথা হয়েছিল, সেটা হচ্ছে আপনি যদি প্রোগ্রাম রি-এ্যাডজাষ্ট করতে চান, তাহলে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির সংগে আলাপ করবেন।

মিঃ স্পীকার :—না, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির মিটিং ডেকে পরামর্শ করার জন্য বলা হয় নি। আমাকেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীঅনিল সরকার :—বিজনেসের টাইম যেটা ১১ টায় ছিল, সেটা সাড়ে বারোটায় নিয়ে গেলেন। একটুও আলোচনা করলেন না, আবার নাইনথ এপ্রিল যে প্রোগ্রাম ছিল সেটা কালকে নিয়ে এসেছেন, তার জন্যও একটু আলোচনা করলেন না। যা কিছু করছেন, সবই আপনি লীডার অব দি হাউসের অপিনিয়ন অনুসারে করছেন, এভাবে যদি সবকিছু করা হয় তাহলে আমাদের পক্ষে আর টলারেট করা সম্ভব নয়।

Mr. Speaker :—There are two Calling Attention Notices to which the Ministers concerned agreed to make statement to-day, the 21st March, 1974. First, I would call on the Finance Minister to make a statement on the calling Attention notice of Shri Sushil Ranjan Saha on—সম্প্রতিকালে সরকারী ছাপাখানা হইতে লাখ লাখ টাকার টাইপ পাচার সম্পর্কে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারী ছাপাখানা ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্টের ৬ নং ধারা অনুসারে একটি সংরক্ষিত এলাকা। এখানে সর্বত্র পুলিশ ২৪ ঘন্টা মোতায়েন থাকে। ইহা ছাড়া প্রেসের নিজস্ব নাইট গার্ডও আছে অফিস চলাকালীন সময়ে ছাপাখানার প্রবেশ পথে একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে মোতায়ন রাখা হয়, পাস ব্যতিরিকে কাহাকেও ঐ প্রেসের মধ্যে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। কাহাকেও ইহার ভিতরে যেতে হলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক পাস ইস্যু করা প্রবেশ পত্র নিয়ে যেতে হয় এবং যদি কোন প্রকার সন্দেহ হয় তাহলে উক্ত কর্মচারী যে কোন ব্যক্তিকে তল্লাসী করিতে পারেন। এভাবে প্রেস থেকে যাতে টাইপ বা অন্য কোনও জিনিষ গোপনে পাচার না হতে পারে, সেজন্য সম্ভাব্য সব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে কোন টাইপ পাচার হয়েছে বলে সরকারের জানা নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কিছুদিন পূর্বে কতগুলি নূতন টাইপের সংগে পুরানো টাইপ মিশিয়ে একটা টেণ্ডার কল করা হয়েছিল এবং তাতে ঐ টাইপ-গুলিকে পুরানো টাইপ বলে বলা হয়েছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাইপ বেচা কেনা এক কথা আর পাচার করা আর এক কথা। আমি বলেছি পাচার করা সম্পর্কে সরকার কিছু জানেন না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মাসের প্রথম দিকে উনি প্রেস ভিজিটে গিয়েছিলেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—উনার ভিজিট কালে এমন একটা কক্ষে তিনি গিয়েছিলেন কিনা যেখানে পুরাতন টাইপ রাখা হয়েছিল?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যেগুলি অকেজো টাইপ সেগুলি আলাদা করে রাখা হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভিজিটকালে কোন পুরাতন টাইপের সাথে নূতন টাইপ মিক্সিং অবস্থায় দেখেছিলেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ আউটসাইড দি কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার টাইপ পাচার হচ্ছে তখন আমার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যখন ভিজিট করেছিলেন তখন তিনি পুরান টাইপের সাথে নূতন টাইপ দেখেছিলেন কিনা ? ওরা মিক্সিং করে বিক্রী করে দেয়। তাই ক্ল্যারিফিকেশনের জন্য বলছি যে তিনি কোন পুরাতন টাইপের সাথে নূতন টাইপ মিক্সিং দেখেছেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এখানে বলা হয়েছে যে পাচার হয়েছে। কিন্তু পাচার হচ্ছে না প্রেস থেকে। উনি যদি জানতে চান পুরাতন টাইপের সাথে নূতন টাইপ মিশে আছে কিনা সেটা হল আর এক কথা। পাচারের সংগে তার কোন সম্পর্ক নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি বুঝে থাকেন চুরি হিসাবে পাচার, সেই পাচার নয় স্যার। কথা হচ্ছে পুরাতন টাইপের সংগে নূতন টাইপ মিশ্রিত করে ওরা বিক্রী করার জন্য টেণ্ডার কল করেছিল। আমরা জানি যে জনৈক গোপাল রায়ের সংগে প্রেস সুপারের একটা আনহোলি অ্যালায়েন্সের ফলে যে নূতন টাইপগুলি কলকাতা থেকে কিনে আনা হয় সেগুলির সংগে পুরাতন টাইপ মিশ্রিত করে বিক্রী করা হয়। এটাকেই পাচার বলে আমরা মনে করি। এটা প্রটেকটেড এরিয়া সেটা আমরা জানি। আমরা যখন যাই তখনও পুলিশের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে ঢুকতে হয়। সেটা এই রকম পাচার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাচারের চলিত অর্থ যা আছে সেই হিসাবে আমার উত্তর দিতে হবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন আমার জানা আছে স্যার, যে কোন কোন কর্মী তাকে এই সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলেছেন এবং তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ঘটনাটা যে পুরাতন টাইপের সংগে নূতন টাইপ মিশ্রিত ছিল।

মিঃ স্পীকার :—এটাকে পাচার বলে না।

শ্রীতাপস দে :—এটা সায়েনটিফিক ওয়েতে পাচার হচ্ছে। এটা নিউ টেকনিক। আজকে শুধু যে একটা থলিতে ভরে নিয়ে গেলেই চুরি হবে সেটা নয়। নূতন টাইপ যে দরে সরকার কিনছেন তার চেয়ে কম দরে উনার একটা পারসেনটেজের খাতিরে পাচার করছেন স্যার। আমরা এই সেনসে এটাকে পাচার বলছি স্যার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—উনার সেন্সেই আমি উত্তর দিচ্ছি তাহলে যে ঐখানে কিছু পুরনো টাইপ ছিল এবং তার সংগে কিছু নূতন টাইপ মিশে গিয়েছিল এবং সেগুলি দেখে আমি নিজে সেটার অকশন বন্ধ করে দিয়েছি এবং যাতে নাকি পুরাতন টাইপ থেকে নূতন টাইপ আলাদা করা যায় সেই বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেখানে নিজে দেখেছেন যে ঐখানে পুরাতন টাইপের সাথে নূতন টাইপ মিক্স করা ছিল সেখানে উনি সেই সম্পর্কে কি অ্যাকশান নিয়েছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার নিয়ম অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান নেওয়া যায় না কাউকে রেহাইও দেওয়া যায় না।

শ্রীসুনীল ধন সাহা :—যেখানে এই হাউসে ঐ প্রেসের অ্যাগেনেষ্টে কথা হচ্ছিল সেখানে সরকার থেকে আজ পর্যন্ত কেন অ্যাকশান নেওয়া হয়নি যার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি হচ্ছে। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারি না যে সেখানে একটা চুরির আড্ডা আছে এবং কিছু চোরকে রাখা হয়েছে টাইপ চুরি করবার জন্য ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকারী যে আইন আছে সেই আইনে সব কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে প্রটেকটেড এরিয়া। আমার জানা আছে ১৯৭১ সালে এই প্রেস থেকে, আগে যেখানে ছিল সেখান থেকে কিছু টাইপ পাচার করা হয়েছিল এবং তখন সেটা ধরা পড়ে। প্রটেকটেড এরিয়া হলেই যে চুরি হতে পারে না বা পাচার হতে পারে না এটা তাহলে ঠিক নয়। সুতরাং ১৯৭১ সনের ৬ নং ধারায় যে আইনে প্রটেকটেড এরিয়া হয়েছে এই আইনে ছাপাখানাকে রক্ষা করা যায় না। সুতরাং পাচার চলছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা প্রত্যক্ষ দেখেছেন। যদি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে সেটা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে। আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করি যাতে ইমিডিয়েটলী একটা অ্যাকশন নেওয়া হয়। এতে করে যারা কর্মী তাদের একটা সতর্কতা বাড়বে এবং আমরাও যারা আছি স্যার,—

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে বলেছেন যে ১৯৭১ সালে সরকারী ছাপাখানার টাইপ পাচার হয়েছিল সেটা প্রেসের ভিতর। প্রেস থেকে বাইরে যেতে পারে নি। সুতরাং আমরা যে সিকিউরিটি রেখেছি তাতে ভয় পাবার কিছু নাই। আর উনি যে বলছেন আইন থাকা সত্বেও অ্যাকশান নিতে পারা যায় কিনা সেটা সরকার পারে না। আইন যেখানে আছে আইন অনুযায়ী অ্যাকশান নিতে হবে। যদি দোষী সাব্যস্থ করা যায় তাহলে বিচার করতে হবে। আর দোষী সাব্যস্থ করতে না পারলে বিচার করা যায় না।

Mr. Speaker :—Next I would call on the Minister-in-charge of the Agriculture Department to make a statement on the Calling Attention of Shri Kalipada Banerjee and Shri Jatindra Kr. Majumder on—সাবরুম মহকুমায় বৈষ্ণবপুরের সরকারী পাম্প সেটটি নষ্ট থাকায় জলের অভাবে বোরো ধানের প্রভূত ক্ষতি সম্পর্কে এবং ডিজেল ও মবিল এর অভাবে বরো এবং আলি ভৈরাইটীজের ক্ষেত্রে পাম্প মেসিনের সাহায্যে জল সেচের অব্যবস্থা ও তৎজনিত ফসলের প্রভূত ক্ষতি সম্পর্কে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এটেনশন নোটিশ—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী, এম, এল, এ, :—সাব্রুম মহকুমায় সরকারী পাম্প সেট নষ্ট হওয়ায় জলের অভাবে বরো ধানের ক্ষতি সম্পর্কে।

১৯৭২-৭৩ সালে অভূতপূর্ব খরার মোকাবিলা করার জন্য সাব্রুম মহকুমায় বৈষ্ণবপুরে ১৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট একটি ডিজেল পাম্পসেট বসান হইয়াছিল। ঐ পাম্পসেটটি বৈষ্ণবপুরে থাকিয়া যায়। ১৯৭৩-৭৪ সনে বোরো মরশুমে প্রথম খবর পাওয়া যায় যে পাম্পসেটটির সাকসন পাইপের ত্রুটি দেখা দিয়াছে। সেই অনুযায়ী ১৯শে ফেব্রুয়ারী একটি নূতন সাকসন পাইপ পাঠান হয়। কিন্তু ইঞ্জিন পরীক্ষাক্রমে মেকানিক পাম্পসেটটির পিস্টন রিং, ইঞ্জেক্টার ও বাল্‌বের ত্রুটি লক্ষ্য করেন। তখন ফুট বাল্‌বেরও ত্রুটি ধরা পড়ে। সেই অনুযায়ী মেকানিক পাম্পের যে অংশগুলি পরিবর্তন বা মেরামতি দরকার সেগুলি ২১-২-৭৪ইং তারিখে আগরতলায় নিয়া আসেন। ইতিমধ্যে ২৬-২-৭৪ইং তারিখে পাম্পসেট কমিটির শ্রীচিত্ত দাস

একটি তারবার্তা মারফত পিস্টন রিং সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানান। স্থানীয় বাজারে পিষ্টন রিং না পাওয়ায় এবং বিভাগীয় ষ্টোরে মজুত না থাকায় অন্য একটি অকেজো পাম্পসেটের পিষ্টন রিং ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের প্রয়োজনীয় মেরামত ও ফুট বালব সংগ্রহক্রমে উক্ত পাম্প সেটটি মার্চ মাসের ১২ তারিখে পুনরায় চালু করা হয়। সাধারণতঃ পিষ্টন রিং এত শীঘ্র নষ্ট হয় না। এই পাম্প হইতে জল সরবরাহ পাওয়ার আশায় কৃষকগণ ২০ হইতে ২৫ একর জমিতে বীজ লাগান যায় এই রকম ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু জলের অভাবে জমি তৈয়ারী করিতে না পারায় ঐ বীজতলার কিছু অংশের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে পাম্পসেটটি চালু হওয়ায় কৃষকগণ জমি তৈরী ক্রমে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ঐ জমিতে পরবর্ত্তী সময়ে আমন ধানও লাগান যাইবে। সাধারণত ঐ এলাকার জমিতে বছরে দোফসল করা যায়।

(কলিং এটেনশান নোটিশ— শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার, এম, এল, এ)

ডিজেল ও মবিলের অভাবে বুরো এবং আর্লি ভেরাইটির ক্ষেত্রে পাম্পমেসিনের সাহায্যে জলসেচের অব্যবস্থা ও তজ্জনিত ফসলের প্রভূত ক্ষতি সম্পর্কে।

গত কিছুকাল যাবত অনিয়মিত সরবরাহের জন্য ডিজেল ও অন্যান্য জ্বালানী তেলের অভাব ত্রিপুরায় দেখা দিয়েছে। ইহাতে সেচের পাম্পমেসিন নিয়মিত চালানোর অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষি ক্ষেত্রের ব্যবহারের জন্য জনসংভরণ বিভাগ হইতে যোগান অনুযায়ী ডিজেল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার অওতায় কৃষি বিভাগের ট্রাক, বুলডজার, ট্রাকটার ইত্যাদি ও সদর মহকুমার কৃষকগণ কর্ত্তৃক পাম্প চালাইবার জন্য যোগানের পরিমানের উপর নির্ভর করিয়া দৈনিক ৫০০ থেকে ১,৫০০ লিটার পর্যন্ত ডিজেলের কোটা আগরতলায় কৃষি বিভাগকে দেওয়া হয়। প্রাপ্ত কোটা হইতে কম বেশী শতকরা ৭৫ ভাগ ডিজেল পাম্প মেসিন চালানোর জন্য বি, ডি ও,র সুপারিশক্রমে সদর মহকুমার কৃষকগণকে কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক পারমিট দেওয়া হয়। অন্যান্য মহকুমা ও ব্লক এলাকায় ও মহকুমা শাসক বা বি, ডি, ও, গণ যোগানের উপর নির্ভর করিয়া পাম্প মেসিন চালানোর জন্য কৃষকদিগকে যতটা সম্ভব ডিজেল যোগানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও অনিয়মিত ও অপরিমিত ডিজেল যোগানের জন্য সেচের পাম্পগুলিও কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী চালান সম্ভব হয় না। তবে শুধু ডিজেলের অভাবে কোন পাম্প একেবারেই চালান যাইতেছে না। এমন সংবাদ নাই। ডিজেলের পরিমিত ও নিয়মিত যোগানের উপর রাজ্য সরকারের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রন নাই। কাজেই সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত পাম্প মেসিনগুলি নিয়মিত চালানোর ব্যাপারে কিছু অসুবিধা থাকিয়া যাইবে। তবে ইতিমধ্যে বৃষ্টিপাতের ফলে ডিজেলের অভাবজনিত সেচের ঘাটতির কিছুটা সুরাহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার কলিং এটেনশান নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যা বললেন তার মানে তিনি বলছেন যে পাম্প সেট ঠিক আছে। ১২ তারিখ সেখানে নূতন করে বসিয়েছে এবং জল উঠছে। আমার মনে হয় উনি যে স্টেটমেন্ট করলেন সেটি সঠিক ভাবে করা হয়নি। তাই আমি অনুরোধ করব যে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আরও তথ্য সংগ্রহ করবেন কি?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাম্প মেসিনটি ১৯শে ফেব্রুয়ারী খারাপ হয়েছে। সেট আমরা জানি আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে তাতে দেখা যায় যে ১২ তারিখ মেসিন চালু ছিল—তাই আমি বলছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১২ তারিখ মেসিন চালু ছিল সেটি সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। ১২ তারিখ চালু ছিল সেটি সত্যি নয়।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে রিপোর্ট আছে তাতে দেখছি যে ১২ তারিখ মেসিন চালু ছিল। তবে এর মধ্যে কিছু হয়েছে কিনা জানি না তবে ১২ তারিখ চালু ছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার কাছে সংবাদ হচ্ছে যে ১২ তারিখ সেখানে মেসিন চালু ছিল না।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন যে ১২ তারিখ সেই মেসিন চালু ছিল না আর মাননীয় মন্ত্রী তথ্য দিয়ে বলছেন যে মেসিন চালু ছিল আমাদের দ্বিমত থাকা উচিত নয়। আমি মনে করি যে মাননীয় সদস্যের কথাই বোধ হয় সত্য (ইন্টারাপশান) নিশ্চয়ই উনি আবার তদন্ত করে দেখন। আবার তদন্ত করে দেখা উচিত।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১২ তারিখ যদি পাম্প মেসিন খারাপ থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব। এটা আমাদের কর্তব্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি যখন কলিং এটেনশান নোটিশ এনেছিলাম—এখন থেকে নয় সাব্রুম বৈষ্ণবপুর থেকে আর উনি খবর সংগ্রহ করেছেন ডিরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার অফিস থেকে...

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী খবর জেনুইন বলেই আমি এই কথা বলছি।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ডিজেলের অভাবে বিলোনিয়ার বনকর ঘাটে যে মেসিনটা ছিল সেটি চলছে কি না।

মিঃ স্পীকার :—দিস মুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—কেন স্যার, তিনি সারা ত্রিপুরার কথা বলছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গোলাঘাটি মাঠে (ভয়েস, আমারটা পেলাম না স্যার) পাম্প মেসিনটি কার্য্যকরী নয় সেজন্য জলসেচের অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গোলাঘাটির খবর আমার কাছে নেই। এটা ছিল সাব্রুমের বৈষ্ণবপুরের কথা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই পাম্প মেসিনটা দেওয়ার পর গভর্ণমেন্ট থেকে কৃষকদের বলা হয়েছে গত বছর ডিজেল মবিল আমরা দিয়েছি এই বছর আমরা দেব না। তোমরা যদি চাঁদা তুলে ডিজেল মবিলের টাকা দাও তাহলে এই পাম্প মেসিনটা এখানে রাখব নইলে এটা এখানে রাখব না। কৃষকেরা চাঁদা করে টাকা তুললেন—জল পাবে সেই ভরসায়। তারা বীজতলা তৈরী করেছে। এখন জলের অভাবে সেই বীজতলার ক্ষতি হয়েছে। কতটা ক্ষতি হয়েছে এবং তার পরিমান কত ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ক্ষতির পরিমান এখন আমার কাছে নেই। পাম্প মেসিন খারাপ হয়েছে। সাব্রুমের ৩টা মেসিনের মধ্যে একটি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু

এমন একটা জিনিষ—এই যন্ত্র খারাপ হয় না তা নয়। খারাপ আমরা—সরকার থেকে ইচ্ছা করে করে না। জিনিষ পত্র ঠিক ঠিক ভাবে পাওয়া যায় না সেজন্য সময় মত আমরা দিতে পারি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—৫টি মেসিনের প্রশ্ন নয়। আমরা এটা জানি যে ৫টি মেসিন আছে। আমার প্রশ্ন ছিল বৈষ্ণবপুরের কথা। পাম্প মেসিন যেটি ছিল সেটি নষ্ট ছিল। স্যার, আমি নিজে জানিয়েছি কৃষি দপ্তরে, কোন ব্যবস্থা করা হয় নি আর এখন উনি বলছেন যে ৫টা মেসিন আছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হল মেসিনারী জিনিষ খারাপ হয় তা আমরা ইচ্ছা করে করি না তার জন্যই আমরা চালু করেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি এই কথা বলি নাই যে সরকার ইচ্ছা করে পাম্প মেসিন খারাপ করেছেন এই কথা উনি বলছেন কেন? পাম্প মেসিন খারাপ হয়েছে গভর্ণমেন্ট-কে জানান হয়েছে গভর্ণমেন্ট কোন ব্যবস্থা নেননি এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেন্ট ব্যবস্থা নিয়েছে নেয় নাই এই কথা ঠিক নয়। গভর্ণমেন্ট ব্যবস্থা নেয় সেকশান পাইপ খারাপ হয়েছে সেকশান পাইপ পাওয়া যায়নি তখন আমরা আর একটি খারাপ মেসিনের যন্ত্র নিয়ে সেট ঠিক করেছি। খারাপ মেসিন গুলি চালু রাখার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, এর ফলে যে কৃষকদের হয়রানি হতে হল এটা কি সত্যি নয়। এটা সরকারের দায়িত্ব ছিল। উনি বলেছেন যে ১২ তারিখ থেকে চালু ছিল। কিন্তু আমার সংবাদ যে ১২ তারিখ থেকে চালু নাই। কৃষকদের হয়রানি করা হল কেন? এখনও মাঠে ধান শুকিয়ে যাচ্ছে বলে আমার কাছে সংবাদ আছে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথাটা যে এই সব মেসিনারী জিনিষ সব সময় পাওয়া যায় না তার জন্যই এই সব হয়। বাঁকুড়ার ক্ষতি হয়েছে সেটি আমিতো স্বীকারও করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, পাম্পসেট আমরা কিনেছি, গভর্ণমেন্ট খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য পাম্পসেট কিনছে। খরা পরিস্থিতি না থাকলে কি পাম্পসেট দরকার হয় না তাহলে এইগুলি বিক্রী করে দিতে পারতেন। তাতো হয় নি, পাম্পসেটের প্রয়োজন আছে খরার সময়ে টাকা পাওয়া গেছে গভর্ণমেন্ট পাম্পসেট কিনেছেন, এখনও তো দরকার আছে। এখন যদি এইটা না চালু থাকে সেইটা হচ্ছে এক জিনিষ কিন্তু পাম্পসেটটা সেখানে নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে সুপারিনটেনডেন্ট অফিসকে জানানো হয়েছে, ব্লককে জানানো হয়েছে, ডিরেক্টরকে জানানো হয়েছে তবু কেন ঠিক হলো না সময় মত সেইটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনেক চেষ্টা করেছি মাননীয় সদস্যকে বুঝাবার জন্য যে যন্ত্রটা যেটা ছিল সেইটা খারাপ হওয়ার পর সেইটাকে ঠিক করা হলো আবার নষ্ট হলো আবার ঠিক করা হলো। তারপরে দেখা গেল সেই মেসিনের ইঞ্জিনটা খারাপ হয়ে

গেছে। তারপর এই ইঞ্জিনটা আগরতলায় আনা হয়েছে এখানে ইঞ্জিন পাওয়া গেল না। তখন আরও ২/৩ টা খারাপ ইঞ্জিন ছিল। সেইগুলির মধ্যে একটা থেকে একটা ইঞ্জিন খুলে এনে এই মেসিনে লাগানো হল, এই ইঞ্জিনটা মেরামত করা হলো। এই যে এতগুলি কথা মাননীয় সদস্যকে বুঝাতে পারছি না, জানি না কি চায় ওরা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি তো জবাব পেলাম এখানে এই কণ্ডিশন ছিল কিনা যে কোম্পানী থেকে তাদের সেখানে মেকানিক আছে তাদেরকে যদি খবর দেওয়া হয় তাহলে তারা সেই কোম্পানীই ঠিক করে দেয় সেই কথা কি সত্যি নয় ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্যি কিন্তু এক বৎসর সেইটা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র মজুমদার যে কলিং অ্যাটেনশন সেইটার উপরে আমি প্রশ্ন করেছিলাম স্যার, আমি বলছিলাম স্যার, যে সারা ত্রিপুরায় ডিজেলের অভাবে পাম্প মেশিন দ্বারা জলসেচের অব্যবস্থা এবং তজ্জন্য ফসলের ক্ষতি সম্পর্কে যে কলিং অ্যাটেশন এসেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন চেয়েছিলাম স্যার, সেখানে আমি বলেছিলাম স্যার বিলোনীয়ার বলগল ঘাটে যে পাম্পসেটটা বসানো হয়েছে সেইটা সেখানে একটা বিরাট অংশে স্যার, বুঝো হচ্ছে। কিন্তু যখন পাম্পসেটটা চলছে না ডিজেলের অভাবে এই সম্পর্কে আমি মিনিষ্টারের ষ্টেটমেন্ট চেয়েছিলাম স্যার।

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টিকুলার বিলোনীয়ার বলগলঘাট সম্পর্কে আমার কাছে কোন খবর এখন নেই।

Mr. Dy. Speaker :—Next item in the list of business is Government Resolution. I call on Shri Monoranjan Nath, Law Minister to move his resolution—

That this House ratifies the amendments to constitution of India falling within the purview of the proviso to clause 2 of article 368 thereof proposed to be made by the constitution (thirty Second Amendment) bill 1973 as passed by the two Houses of Parliament.

Shri M. L. Nath :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House ratifies the amendments to Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause 2 of article 368 thereof proposed to be made by the Constitution thirty Second amendment bill 1973 as passed by the two Houses of Parliament.

Mr. Dy. Speaker :—Now, the question before the House is the Resolution moved by Shri Monoranjan Nath, Law Minister that this House ratifies the amendments to Constitution of India falling within the perview of the proviso to clause 2 of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (thirty second amendment) bill 1973 as passed by the two Houses of Parliament.

(Then the Resolution was put to voice vote and passed.)

Mr. Dy. Speaker :—Next business before the House is consideration and passing of the Tripura educational Institutions taking over of Management (Amendment) bill 1974 (Tripura bill no. 2 of 1974). I would call on Shri S. C. Some, Deputy Minister to move his motion for consideration of the bill.

Shri S. C. Shome :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura educational Institutions taking over of management (Amendment) bill 1974 (Tripura bill No. 2 of 1974) be taken into consideration at once.

Mr. Dy. Speaker :—This question before the House is the motion moved by Shri S. C Some Deputy Minister that the Tripura Educational Institutions taking over of management (Amendment) Bill 1974 (Tripura bill No 2 of 1974 be taken into consideration at once.

(Then the motion was put to voice vote and carried).

Mr. Dy. Speaker :—Here is amendment given notice of by Shri Anil Sarkar on Clause 5. I have decided to Shri Anil Sarker to move and discuss his amendment. The Minister—He is absent so his amendment fallen through.

Mr. Dy. Speaker :—Cl.2 do stand part of the Bill.

(Then it was put to voice vote and carried).

Mr. Dy. Speaker :—Clause 3 & Cl.4 do stand part of the Bill.

(Then it was put to voice vote and carried.)

Mr. Dy. Speaker :—Now, Cl.5 to stand part of the bill.

(Then it was put to voice vote and carried.)

Mr. Dy. Speaker :—Cl.6 do stand part of the Bill.

(Then it was put to voice vote and carried.)

Mr. Dy. Speaker :—Cl.1 do stand part of the bill.

(Then it was put to voice vote and carried).

Mr. Dy. Speaker :—The title do stand part of the bill.

(Then it was put to voice vote and carried.)

Mr. Dy. Speaker :—Now I would request Shri S. C. Some, Dy. Minister, to move his next motion for passing of the Tripura Educational Institutions taking over of management (Amendment) bill 1974 Tripura bill No. 2 of 1974.

Shri S. C. Some :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Educational Institutions taking over of management (Amendment) bill 1974 (Tripura bill No. 2 of 1974) as settled in the assembly be passed.

Mr. Dy. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Shri S. C Some Dy. Minister that the Tripura Educational Institutions taking over of management (Amendment) bill 1974 (Tripura Bill No. 2 of 1974) as settled in the House be passed.

(Then the motion was put to voice vote and the bill was passed.)

Mr. Dy. Speaker :—Now, the business before the House is consideration and passing of the Tripura Motor Vehicle Tax (Amendment) bill 1974 (Tripura bill No.3 of 1974). I would request the Minister In-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Motor Vehicles Tax (Amendment) Bill 1974 (Tripura Bill No. 3 of 1974) be taken into consideration at once.

Mr. Dy. Speaker:—The question before the House is the Motion moved by Shri D. K. Choudhury, Finance Minister, that the Tripura Motor Vehicles Tax (Amendment) bill 1974 (Tripura bill No. 3 of 1974) be taken into consideration at once,

(Then the motion was put to voice vote and carried.)

Mr. Dy. Speaker :—I shall now put the clause to vote.

Shri Kalipada Banerjee :—আমি এখানে জানতে চাই যে ষ্ট্যাটমেন্ট অব অবজেকশনস রিজনস যেখানে আছে on the sub-entry (II) of the entry 'B' Vehicles for carrying passengers plying for hire of the Schedule, the amount of Rs. 50/- has been proposed to be made Rs. 30/- এটাকে কমানো। এর পরে আছে গভর্ণমেন্ট ডিসিশন নিয়েছেন যে দি অ্যামেণ্ডমেন্ট ইন সেকশন। "The amendment in section 4 is necessary to make the meaning of the section more clear and the amendment in the Schedule is necessary to bring the rate of tax in conformity with Government's decision to reduce the rate of tax to half of the originally enhanced rate in some cases. The insertion of section 9A is necessary to make provisions for the refund of any tax paid in excess. "Statement of objects and reasons" এ একথা থেকে বলা হয়েছে। এই জিনিষটা বুঝতে বলা দরকার। এই আইন পাশ হবার আগে এটা আমরা বুঝতে চাই কারণ এই আইন পাশ হবার পর এটা হচ্ছে সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট। সেখানে বলা হয়েছে যে গভর্ণমেন্টের ডিসিশানের সংগে সমতা রক্ষা করার জন্য এটা করতে হবে—৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩০ টাকা করতে হবে। কেন সেটা করা হবে সেটা বুঝিয়ে বলার জন্য আমি বলছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ষ্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস এণ্ড রিজন্স দেওয়া আছে—

"In the present amending Bill three amendments of the Tripura Motor Vehicles Act, 1972 (Act 7 of 1972) have been proposed. In sub-section (3) of section 4 of the Act, it has been proposed to insert the words "for the year", after the words "tax payable". In sub-entry (II) of entry 'B' Vehicles for

carrying passengers plying for hire" of the schedule, the amount of Rs. 50 has been proposed to be made Rs. 30/-. There is also an amendment by the insertion of a new section 9A.

The amendment in section 4 is necessary to make the meaning of the section more clear and the amendment in the schedule is necessary to bring the rate of tax in conformity with Govt's. decision to reduce the rate of tax to half of the originally enhanced rate in some cases. The insertion of section 9A is necessary to make provisions for the refund of any tax paid in excess.

The Bill has been given retrospective effect from the 15th December, 1972 as the principal Act came into force on that date." স্যার আগে যেটা নাকি ৫০ টাকা করা হয়েছিল, সেটাকে কমিয়ে ৩০ টাকা করার জন্য যে গভর্ণমেন্ট ডিসিশান হয়েছে, সেটাকে আইন মাফিক করার জন্য এটা করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—গভর্ণমেন্ট ডিসিশান কোন আইনের বলে হয়েছে? আইন বলছে ৫০ টাকা আপনারা যে ডিসিশান নিয়েছেন ৩০ টাকা, সেটা কেন নিলেন এবং সবার জন্য নয় কেন। আমিতো ষ্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট এণ্ড রিজন্‌স পড়ে শুনালাম, সেখানে বলা হয়েছে রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট দিতে হবে ১৯৭২'এর ডিসেম্বর তারিখ থেকে, সেটা কেন? উনারা বলেছেন যে যারা ৫০ টাকা হারে দিয়েছে, তাদের থেকে ৩০ টাকা হারে রেখে, বাকিটা ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা গুরুতর কথা যে আমার রাজ্যের আয় নেই। আমার রেভেনিউ যেখানে এসেছিল, ৫০ টাকা করে, সেখানে কমানোর ডিসিশান গভর্ণমেন্ট নিলেন কেন? কোন রিপ্রেজেনটেশান ছিল, না কোন অভিযোগ ছিল না কেবিনেটের খেয়াল খুশী মত এটা হয়েছে। ৫০ টাকাই বা করলেন কেন, আবার ৩০ টাকাই বা কেন করলেন, সেটা আমাদের জানতে হবে। আবার সবার জন্য নয় কেন? এখানে বলা হয়েছে—"The amendment in section 4 is necessary to make the meaning of the section more clear and the amendment in the schedule is necessary to bring the rate of tax in conformity with Govt's decision to reduce the rate of tax to half of the originally enhanced rate in some cases. The insertion of section 9A is necessary to make provisions for the refund of any tax paid in excess." যারা ৫০ টাকা করে দিয়েছিল, যা আমাদের রাজকোষে এসেছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের আয় নেই, ত্রিপুরার যে আয় হয়েছিল, তার থেকে সেটা বাদ দেওয়া হল। আইন পাশ করা হয়েছিল ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭২'এ সেই তারিখ থেকে এটাকে রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কেন? সেটা আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন কোন এ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে হয়, সেই বিলের পেছনে কোন একটা উদ্দেশ্য থাকে যে এই কারণে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন। আমরা এখানে দেখতে পাই যে শুধু কেবিনেট তাই এই এ্যামেণ্ডমেন্ট এই হাউসের সামনে

এনেছেন। কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্যে এটা চাইছেন, সেটা আমরা জানতে চাই। ৫০ টাকার জায়গায় কেবিনেট ৩০ টাকা কেন কনসিডার করলেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এম, ভি, এ্যাক্ট ওয়েষ্ট বেঙ্গল অনুযায়ী করা হয়েছিল। প্রিন্সিপাল এ্যাক্টের ৩০ টাকার স্থলে ৫০ টাকা হওয়ায় বর্তমানে এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। এর আগেও অন্যান্য ক্ষেত্রে ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে ফলো করার ডিসিশান নেওয়া হয়েছিল, সেই ডিসিশান অনুযায়ী প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট পাশ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ভুল করে ৩০ টাকার স্থলে ৫০ টাকা লেখা হয়েছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আইন যখন তৈরী করা হল তখন দেখা হলনা কেন? ফাষ্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট যখন হল, তখন কেন দেখা হল না। দিস ইজ দি সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট। যদি প্রতি সেখানে সেখানে এই এ্যামেণ্ডমেন্ট হয়, তাহলে কেমন করে হবে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভুল হলে সেটা সংশোধন করতে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ভুল কোথায়? আমরা ট্যাক্স ধার্য করেছি ৫০ টাকা, সেখানে কিসের ভুল? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন ভুল হয়েছে, কিসের ভুল? আমাদের ট্যাক্সের দরকার, তাই জেনেশুনেই সেটা আমরা করেছিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভুল করে ৩০ টাকার জায়গায় ৫০ টাকা লেখা হয়েছে। আর এটা ফাস্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট অফ দি এ্যাক্ট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না, স্যার, দিস ইজ সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয় এক্সপ্লেনেশান দিয়েছেন।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের ভুল হয়েছিল। যখন আমরা আইন করেছি, তখন আমরা বিভিন্ন স্টেটের ব্যাপারে আমরা দেখেছি। কিন্তু যখন আমাদের গভর্নমেন্ট ডিসিশান নিলেন, আমরা বিধান সভায় সাব্যস্ত হল, তখন এটাই আমাদের আইন. সে আইন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। সেটা আসামই হোক বা ওয়েষ্ট বেঙ্গলই হোক, সেটার সঙ্গে যদি আমরা না মিলিয়ে করি তাহলে, আমরা যা বিধানসভায় সাব্যস্ত করব, সেটাই হবে আইন। অতএব সেখানে ভুলের কোন প্রশ্ন নাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, যখন আমরা রেভিনিউ আমরা পেয়ে গেছি' যদিও আমরা আইন এ্যামেণ্ডমেন্ট করি,—এ্যাক্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট আমরা করতে পারি, কিন্তু যখন থেকে এ্যামেণ্ডমেন্ট করব, তখন থেকে এফেকটিভ হবে। আগে যেটা নেওয়া হয়েছে, সেটা রিফাণ্ড দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠেনা। সেটা আমি মন্ত্রীকে পরিষ্কার করে বলার জন্য বলব।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত সেশানে এম, ভি, এ্যাক্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট হয়েছিল, আর বর্তমানে এম, ভি, ট্যাক্স এ্যাক্ট হয়েছে। এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। মাননীয় সদস্য কালীপদ বানার্জী যেকথাটা বলেছিলেন, তার উত্তরে আমি একথা বললাম। আর মাননীয় সদস্য ওয়াজিদ আলি মহাশয় যে বলেছেন যে আমরা বিধান সভায় যদি পাশ করিয়ে নেই, সেটাই আইন হয়ে যায়, সেটা ঠিক। জনসাধারণের সুবিধার জন্য যদি দেখা যায় যে ৩০ টাকার জায়গায় ৫০ টাকা হয়ে গেছে, সেটা আবার সংশোধন করতে মাননীয় সদস্যের সামনেই আনা হয়েছে। সরকার তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে তা করতে পারেননি।

Mr. Speaker :—Discussion is over. Now, I put the motion moved by the Minister in-charge to vote. The question before the House is the motion moved by the Minister in-charge that "The Tripura Motor Vehielcs Tax (Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 3 of 1974) be taken into consideration at once" was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :—I shall now put the clauses to vote.

CL3 do stand part of the Bill.

(The question was put to voice and carried)

CL3 & 4 do stand part of the Bill.

(The question was put to voice vote and carried)

CL1 do stand part of the Bill.

(The question was put to voice vote and carried)

The title do stand part of the Bill.

(The question was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :—Now, I request the Minister-in-charge to move his next motion for Passing of the Tripura Motor Vehicles Tax (Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 3 of 1974).

Shri Debedra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker. Sir, I beg to move that "The Tripura Motor Vehicles Tax (Amendment Bill, 1974 (Tripura Bill No. 3 of 1974) as settled in the Assembly be passed"

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved be the Minister-in-charge that "The Tripura Motor Vehicles Tax (Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No, 3 of 1974) as settled in the Assembly by passed, was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :—Next business before the House is consideration & pass ing of the Tripura Departmental Inquries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 1 of 1974). I would request the Minister-in-charge to move his motion for consideration of the BILL.

Shri Debendra Kishore Choudhury :--Mr. Speaker, Sir. I beg to move that "The Tripura Demartmental Inquries (Enforcement of Attendance of Witnesses & Production of Documents) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 1 of 1974) be taken into consideration at once"

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Minister-in-charge that "The Tripura Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses & Production of Documents) Bill, 1974 (Tripura Bill No, 1 of 1974) be taken into consideration at onee" was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :—I shall now put the Clauses to vote.

Cl2 do stand part of the BILL.

(The question was put to voice vote and carried)

Cl 3, 4, 5, 6, 7 do stand part of the BILL,

(The question was put to voice vote and carried)

Cl1 do stand part of the BILL,

(The question was put to voice vote and carried)

The TITLE do stand part of the BILL.

(The question was put to voice vote and carried)

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE'—'A"

Mr. Speaker :—Now, I request the Minister-in-charge to move his next motion for passing of the Tripura Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses & Production of Documents) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 1 of 1974).

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses & Production of Documents) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 1 of 1974) as settled in the Assembly be passed.

Mr Speaker ;—Now, the question before the House is the motion moved by the Minister-in-charge that "The Tripura Departmental Inquries (Enforcement of Attendance of Witnesses & Production of Documents) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 1 of 1974) as settled in the Assembly be passed," was put to voice vote and Passed.

The HOUSE stands adjourned till 12-30 P. M. of Friday, the 22nd March, 1974.

STARRED QUESTION No II
By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সাব্রুম শহরে জেলখানা ও ডাকবাংলোতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কোন ডীপ টিউব ওয়েল (গভীর নলকূপ) খনন করা হইয়াছে কি না ?

২) হইয়া থাকিলে উহা হইতে জল সরবরাহ করা হইতেছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ;

২) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 480
By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই সমরুছড়ায় একটি Pumping set বসিয়ে জল সেচের কাজ কোন বছর সুরু হয়েছে এবং বর্তমানে একাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে ;

২) ঐ কাজে এই পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হয়েছে এবং

৩) ঐ Pumping set কত পরিমাণ জমিতে জল দিয়েছে।

উত্তর

১) খোয়াই সমরুছড়ায় ১৯৬৪-৬৫ সালে একটি লিফ্ট ইরিগেশন প্রকল্প চালু করা হইয়াছিল এবং উহা ১৯৬৯ সনের যে জুন মাস পর্য্যন্ত চালু ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ছড়ার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বিস্তৃত তদন্তের পর উক্ত প্রকল্পের কিছু সংস্কার সাধিত হয়। একটি নতুন পাম্প গৃহ নির্ম্মাণ এবং একটি উচ্চ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প বসানো হয়। বর্ত্তমানে উক্ত প্রকল্পটি ৩০ একর জমিতে জলসেচে সক্ষম।

২ এবং ৩) প্রকল্পটিতে আজ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩৮০০০ টাকার মত। প্রথম দিকে উহা ১০ একর জমিতে জলসেচে সক্ষম ছিল। বর্ত্তমানে উহা ৩০ একর জমিতে জল দিতে সক্ষম।

STARRED QUESTION NO. 700

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত বাচাইবাড়ী হইতে বেহালাবাড়ী হইয়া যে রাস্তাটি আশারামবাড়ী গিয়াছে চলতি আর্থিক বছরে উক্ত রাস্তাটি পাকা করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১) এ আর্থিক বছরে নেই।

STARRED QUESTION NO. 242.

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে (১৯৭৪-৭৫) নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির কার্য্য আরম্ভ হবে কি?

ক) দেবীপুর, মুরাইবাড়ী, ডেপাছড়া রাস্তা

খ) কৈলাশহর এয়ার পোর্ট থেকে গোলদারপুর হয়ে পাথির বাদা রাস্তা

গ) ফটিকরায়, শ্রীপুর হয়ে বনবিলাশ রাস্তা

ঘ) ভাটিজলাই হতে উজান জলাই রাস্তা

ঙ) টিলাবাজার বাবুর বাজার হয়ে কিরাছড়া রাস্তার কনষ্ট্রাকশন

১) উত্তর প্রশ্নের ক্রমানুসারে নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) দেবগ্রাম ডেবরাচড়া রাস্তায় অস্থায়ী পুলের কাজ মঞ্জুর হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭৪-৭৫ সনে কাজটি আরম্ভ করা যাবে।

খ) এই রাস্তার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই

গ) হাঁ। ইহা পরীক্ষাধীন আছে

ঘ) এই রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব আপাততঃ নাই

ঙ) এই রাস্তায় ইট বসানোর কাজ মঞ্জুরী হয়েছে এবং ১৯৭৪-৭৫ সনে কাজ হবে আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 250

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিগত ৩০। ১২। ৭২তাং ফটিকরায় হাই স্কুল হইতে দক্ষিণ দিকের পাড়াতে extension of Electric connection এর জন্য একটা দরখাস্ত সরকারের নিকট দেওয়া হইয়াছিল কি ?

২) দেওয়া হইয়া থাকিলে সরকার এর জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রয়োজনীয় "এষ্টিমেট" তৈরী করে রাখা হয়েছে এবং আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই ইহা কার্য্যকরী করা হবে।

STARRED QUESTION NO. 251

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) বিগত ২৮।৬।৭৩ইং তে সারদাবাড়ীর অসম্পূর্ণ Sluice gate cum embankment এর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কোন আবেদন সরকারের নিকট এসেছে কিনা ; এবং

২) এসে থাকলে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

উত্তর

১) না, তবে-ময়দা বাড়ী সম্পর্কে উক্ত তারিখের একখানা আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

২) এই প্রশ্ন উঠে না। তবে ময়দা বাড়ী সম্পর্কে পুনরায় সার্ভে সুরু করা হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 536

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭৩-৭৪ সালের খরা জনিত অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য অম্পিনগর তুইছ ও ও নগরাই তহশীলাধীনে কতটি অস্থায়ী (সিজেনেল) বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল।

২) এই বাঁধগুলির দ্বারা ফসল উৎপাদনের সহায়তা হইয়াছিল কিনা? এবং কত হার বৃদ্ধি হইয়াছে?

৩) বর্তমান আর্থিক বৎসরে ঐ বাঁধগুলি স্থায়ী বাঁধ করার পরিকল্পনা আছে কি? না থাকলে ইহার কারণ?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে অম্পিনগর, তুইছ এবং নগরাই তহশীলে যথাক্রমে ১০টি ৩৯টি এবং ১৮টি।

২) ফসল উৎপাদনের সহায়তার জন্যই বাঁধগুলি দেওয়া হইয়াছিল। ফসল এখনও কাটা হয় নাই। কাজেই বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা যায় না।

৩) বর্তমানে অস্থায়ী বাঁধ থাকায় বর্তমান আর্থিক বৎসরেই বাঁধ করার পরিকল্পনা নাই।

STARRED QUESTION NO. 538

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ সালের আর্থিক সনে অমরপুর সাব-ডিভিশনে কতজন কিসারী লোনের জন্য আবেদন করিয়াছেন?

২) আবেদনকারীদের মধ্যে কতজনকে কিসারী লোন দেওয়া হইয়াছে। এবং প্রতি আবেদনকারীকে কত পরিমাণ লোন দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) ১২ই মার্চ্চ ১৯৭৪ইং পর্য্যন্ত ২ জন।

২) দুই জনকেই এক হাজার টাকা করিয়া কিসারী লোন দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 624

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ত্রিপুরায় জল সেচের জন্য কয়টি ১৫ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট সরকারী পাম্পের মেসিন চালু আছে?

২) ঐ সমস্ত মেসিন সেচের কাজে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তেল মবিল খরচ সরকার বহন করেন কিনা ?

৩) না করিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৫৫টি।

২) না।

৩) বর্তমান বৎসরে এই রকম সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব প্লেনিং কমিশন অনুমোদন করেন নাই।

STARRED QUESTIONS NO. 629

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার (দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা) রাজনগর ব্লকের অধীন ঈশান চন্দ্রনগর বরা মুথা ইত্যাদি গ্রামের বিস্তৃর্ণ এলাকার একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসল প্রতি বৎসর বানরের উৎপাতে নষ্ট হয়ে যায় ?

২) যদি সত্য হয় তবে বানরের উৎপাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না ?

৩) এবং এই সমস্ত এলাকার কৃষকদের পক্ষ থেকে সরকার রিপ্রেজেনটেশান পেয়েছেন কি না ?

উত্তর

১) রিজার্ভ ফরেষ্ট সংলগ্ন-বিধায় কিছু পরিমাণ বিশেষ করিয়া ধান ফসল-বানর দ্বারা ক্ষতি হইয়া থাকে।

২) পটকা, বোমা ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া বানর ও অন্যান্য পশু তাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

৩) ঈশানচন্দ্রনগর গ্রামের বাসিন্দাগণ হইতে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক বরাবরে ৩০।১০।৭৩ইং তারিখের একটি দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছে।

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 47

By Shri Samar Choudhury

Shri Pakhi Tripura—against his question No. 157

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও তাহাতে বর্তমানে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ;

২) P ayment

বোনাস পেতে পারেন সেই সমস্ত কারখানা ও শিল্পের নাম।

৩) এদের মধ্যে কোন কোন্ কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের ৮.৩৩ হারে বোনাস দিয়েছে তাদের নাম এবং

৪) যে সমস্ত কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এখনো উক্ত হারে বোনাস দেয় নাই তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর

১) শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
	২
১) চারশনগর চা বাগান	৪৪
২) মালাবতী চা বাগান	৯
৩) উপেন্দ্রনগর চা বাগান	১৮
৪) আদরিনী চা বাগান	৫৬
৫) হরেন্দ্রনগর চা বাগান	২০১
৬) দুর্গাবাড়ী চা বাগান	২৭
৭) বিনোদিনী চা বাগান	৬০
৮) লক্ষীলোংগা চা বাগান	১১৫
৯) মেঘলী পাড়া চা বাগান	২৭১
১০) তুফানিয়া লোংগা চা বাগান	৫৪
১১) ফটিকছড়া চা বাগান	২১৬
১২) গোপালনগর চা বাগান	৯১
১৩) কলকলিয়া (উত্তর) চা বাগান	১১
১৪) হরিদাসপুর চা বাগান	২৭
১৫) মোহনপুর চা বাগান	৫১
১৬) কালাছড়া চা বাগান	৭০
১৭) মনতলা চা বাগান	৩২০
১৮) মেঘলীবন্ধ চা বাগান	২৪০
১৯) কৃষ্ণপুর চা বাগান	৭৮
২০) সিমনাছড়া চা বাগান	৫৭
২১) ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান	৩৬
২২) খোয়াই চা বাগান	৯৪
২৩) কল্যানপুর চা বাগান	৯৫
২৪) লালাগড় চা বাগান	২৯
২৫) লুধুয়া চা বাগান	৪১

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
১	২
২৬) রামদুর্লভপুর চা বাগান	৩৬৯
২৭) মহাবীর চা বাগান	৩৬৪
২৮) গাবোদটিলা চা বাগান	৫৮
২৯) দারাংটিলা চা বাগান	৪৮
৩০) দেবহল চা বাগান	৩১
৩১) হীরাছড়া চা বাগান	১৫৮
৩২) সোনামুখী চা বাগান	১২৮
৩৩) নটিংছড়া চা বাগান	৪০
৩৪) জগন্নাথপুর চা বাগান	৩৩
৩৫) গোলকপুর চা বাগান	৪০৪
৩৬) কালাইছড়া চা বাগান	৪১
৩৭) সরোজিনী চা বাগান	২১
৩৮) কালীশাসন চা বাগান	৯২
৩৯) রাংরুং চা বাগান	১৫৭
৪০) শোভা চা বাগন	৯৬
৪১) মনুভ্যালী চা বাগান	৩৭৬
৪২) মুক্তিছড়া চা বাগান	১৫০
৪৩) চাফলাংছড়া চা বাগান	৩৭৩
৪৪) ধর্মনগর চা বাগান	২৪৫
৪৫) মহেশপুর চা বাগান	৩৬৩
৪৬) সরলা চা বাগান	১১৫
৪৭) পিয়ারাছড়া চা বাগান	৪
৪৮) রাণীবাড়ী চা বাগান	৯২
৪৯) মধুসূদন চা বাগান	১৭০
৫০) কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী, ধলেশ্বর	২৮
৫১) কালিঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী, কামারপুকুর পাড়	৩০
৫২) কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী, পটুনগর	৪৫
৫৩) বিমান বিড়ি ফ্যাক্টরী, গান্ধীগ্রাম	১০
৫৪) ফকির বিড়ি ফ্যাক্টরী, নরসিংগড়	১৪
৫৫) কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী, নরসিংগড়	৩
৫৬) সমীর বিড়ি ফ্যাক্টরী, বিশালগড়	১৭

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
১	২
৫৭) পঁচা বিড়ি ফ্যাক্টরী, সোনামুড়া/মেলাঘর	২০
৫৮) শক্তি বিড়ি ফ্যাক্টরী, সোনামুড়া	৬
৫৯) মাণিক বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর	৬
৬০) মা-কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর	৩৫
৬১) পদ্মা বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর	৭১
৬২) পাতার বিড়ি ফ্যাক্টরী, শিবনগর	১৪
৬৩) মাণিক বিড়ি ফ্যাক্টরী, ,,	৩
৬৪) প্রভাত বিড়ি ফ্যাক্টরী, উদয়পুর	১৮
৬৫) মাতৃ বিড়ি ফ্যাক্টরী, কাঁকড়াবন	১৮
৬৬) চিত্রা বিড়ি ফ্যাক্টরী, ,,	৩৫
৬৭) চন্দন বিড়ি ফ্যাক্টরী, ,,	৪
৬৮) নেতাজী বিড়ি ফ্যাক্টরী ,,	১০
৬৯) স্বপন বিড়ি ফ্যাক্টরী, গকুলনগর	৭
৭০) শিখা বিড়ি ফ্যাক্টরী, মহারাজগঞ্জ বাজার	১৫
৭১) আরতি বিড়ি ফ্যাক্টরী, খোয়াই	২০
৭২) শ্যামলাল বিড়ি ফ্যাক্টরী, ধর্মনগর	১৮
৭৩) বাংলা বিড়ি ফ্যাক্টরী, ধর্মনগর	৪
৭৪) প্রদীপ বিড়ি ফ্যাক্টরী, কৈলাসহর	৪
৭৫) বাবুল বিড়ি ফ্যাক্টরী, সোনামুড়া	৯
৭৬) ফিসারা বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর	১০
৭৭) গনেশ বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর	৫
৭৮) কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী, মেলাঘর	২০
৭৯) পচা বিড়ি ফ্যাক্টরী, বিশালগড়	২৫
৮০) মাখনচন্দ্র দেবনাথের বিড়ি ফ্যাক্টরী. বড়জলা	৮
৮১) মায়া বিড়ি ফ্যাক্টরী, সোনামুড়া	২
৮২) রাজলক্ষ্মী সিনেমা	১৪
৮৩) রেণুকা সিনেমা	৮
৮৪) মায়া সিনেমা	১৫
৮৫) রূপসী সিনেমা	৩০
৮৬) চিত্রকথা সিনেমা	১৪
৮৭) রূপছায়া সিনেমা	১০
৮৮) সূর্য্যঘর সিনেমা	১৭
৮৯) চিত্রঘর সিনেমা	১৬

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
১	২
৯০) রাধা সিনেমা	৯
৯১) গোমতী ভ্যালী স মিল	১১
৯২) ত্রিপুরেশ্বরী স মিল	১০
৯৩) সত্যানারায়ন স মিল	১০
৯৪) লক্ষ্মী নারায়ন স মিল	৭
৯৫) জয়গুরু স মিল	৭
৯৬) শ্রীদুর্গা স মিল	৫
৯৭) জয়কালী স মিল	৫
৯৮) কল্পতরু এণ্ড টীম্বার ওয়ার্কস	৯
৯৯) রাধাকৃষ্ণ স মিল	৮
১০০) ত্রিপুরেশ্বরী স মিল	১০
১০১) সত্য নারায়ণ স মিল	১
১০২) শ্রীদুর্গা স মিল	৬
১০৩) লক্ষ্মী স মিল	১৫
১০৪) জয়রাম স মিল	৯
১০৫) মাতৃ স মিল	৬
১০৬) শ্রীগুরু স মিল	৯
১০৭) বীরেন্দ্র স মিল	২১
১০৮) শ্রীরাম স মিল	৭
১০৯) ধর্মনগর স মিল	৭
১১০) শ্রীকৃষ্ণ স মিল	৮
১১১) লক্ষ্মী স মিল	১২
১১২) শ্রীগোপাল স মিল	৫
১১৩) কল্পনা স মিল	৭
১১৪) ভারতী অয়েল মিল	৬
১১৫) দত্ত রাইস এণ্ড অয়েল মিল	৫
১১৬) শ্রীদুর্গা রাইস এণ্ড অয়েল মিল	৭
১১৭) শ্রীগনেশ রাইস এণ্ড অয়েল মিল	৫
১১৮) ত্রিপুরেশ্বরী রাইস এণ্ড অয়েল মিল	১২
১১৯) শ্রীঅয়েল এণ্ড ফ্লাওয়ার মিল	৫
১২০) শ্রীরাম অয়েল মিল	৪
১২১) অয়েল এণ্ড ফ্লাওয়ার মিল	৩

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
১	২
১২২) ধর্মনগর কটন জিনিং আটা এণ্ড অয়েল মিল	৪
১২৩) শংকর অয়েল এণ্ড ফ্লাউয়ার মিল	১০
১২৪) গংগাপ্রসাদ অয়েল মিল	৩
১২৫) লক্ষ্মী অয়েল মিল	১০
১২৬) লক্ষ্মীনারায়ণ মিল	১
১২৭) জনকল্যাণ অয়েল এণ্ড হুইট মিল	৭
১২৮) চতুরিয়া বাদার্স কটন জিনিং	১০
১২৯) ত্রিপুরা প্রডিউস কোং	৫০
১৩০) আগরতলা ডেয়রী	৩২
১৩১) হিন্দুস্থান বিস্কুট কোং	৫০
১৩২) ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোঃ লিঃ	৫০
১৩৩) বাদল ফ্রুটস প্রডাক্টস	৩০
১৩৪) তীর্থমুখ পাউয়ার হাউস	৬৪
১৩৫) আগরতলা আইস এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ	১০
১৩৬) রাধারাণী ফ্যাক্টরী	২০
১৩৭) মডেল কার্পেন্ট্রি ইউনিট	১৫
১৩৮) মডেল ব্ল্যাকস্মিথ ইউনিট	১৮
১৩৯) ত্রিপুরা ম্যাচ ফ্যাক্টরী	১০০
১৪০) ত্রিপুরা স্পান পাইপ	৫০
১৪১) তীর্থময়ী এলুমিনিয়াম প্রডাক্টস	৪০
১৪২) ন্যাশনেল মেকানিকেল ওয়ার্কস	১০
১৪৩) অটো ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস	১০
১৪৪) পি, ডবলিউ, ডি, ওয়ার্ক সপ	৯০
১৪৫) ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলপমেন্ট সিণ্ডিকেট	৫০
১৪৬) আগরতলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই	১৯৭
১৪৭) কৈলাশহর ,, ,,	১০
১৪৮) উদয়পুর ,, ,,	৪৫
১৪৯) ধর্মনগর ,, ,,	১১
১৫০) খোয়াই ,, ,,	১৮
১৫১) বগাফা ,, ,,	১৪
১৫২) আমবাসা পাউয়ার হাউস	১০
১৫৩) আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাই	৭০
১৫৪) এভিয়েশন ফুয়েল ষ্টেশন	১২

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
১	২
১৫৫) ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট	১১১
১৫৬) বি, এম, ইঞ্জিনীয়ারিং	৫
১৫৭) ওয়ালফোর্ড ট্রেন্সফোর্ট লিঃ	৩৪
১৫৮) সাহা ব্রাদাস	১০৯
১৫৯) টী, আর, টি, সি	৩০৮
১৬০) ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট	৩৬

২নং —

১) হরিশনগর	চা	বাগান
২) মালাবতী	,,	,,
৩) নৃপেন্দ্রনগর	,,	,,
৪) আদারিনী	,,	,,
৫) হরেন্দ্রনগর	,,	,,
৬) দুর্গাবাড়ী	,,	,,
৭) বিনোদিনী	,,	,,
৮) লক্ষ্মীলোংগা	,,	,,
৯) মেখলীবন্ধ	,,	,,
১০) ডুকানিয়ালোংগা	চা	বাগান
১১) ফটিকছড়া	,,	,,
১২) গোপালনগর	,,	,,
১৩) কলকলিয়া (উত্তর)	,,	,,
১৪) হরিদাসপুর	,,	,,
১৫) মোহনপুর	,,	,,
১৬) কালাছড়া	,,	,,
১৭) মনতলা	,,	,,
১৮) মেঘলীপাড়া	,,	,,
১৯) কৃষ্ণপুর	চা	বাগান
২০) সিমনাছড়া	,,	,,
২১) ব্রহ্মকুণ্ড	,,	,,
২২) খোয়াই	,,	,,
২৩) কল্যানপুর	,,	,,
২৪) লীলাগড়	,,	,,
২৫) লুধুয়া	,,	,,
২৬) রামদুর্লভপুর	চা	বাগান
২৭) মহাবীর	,,	,,
২৮) গারোদটিলা	,,	,,
২৯) দারদংটীলা	,,	,,
৩০) দেবঙ্গল	,,	,,
৩১) হীরাছড়া	,,	,,
৩২) সোনামুখী	,,	,,
৩৩) নটিংছড়া	,,	,,

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
১	২
৩৪) জগন্নাথপুর চা বাগান	
৩৫) গোলকপুর ,, ,,	
৩৬) ছলাইছড়া ,, ,,	
৩৭) সরোজিনী ,, ,,	
৩৮) কালীশাসন ,, ,,	
৩৯) রাংরুং ,, ,,	
৪০) শোভা ,, ,,	
৪১) মনুভ্যালী ,, ,,	
৪২) মুক্তিছড়া ,, ,,	
৪৩) হাফলংছড়া ,, ,,	
৪৪) ধর্মনগর চা বাগান	
৪৫) মহেশপুর ,, ,,	
৪৬) সরলা ,, ,,	
৪৭) পিয়ারাছড়া চা বাগান	
৪৮) রাণীবাড়ী ,, ,,	
৪৯) মধুসূদন ,, ,,	
৫০) কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী, ধলেশ্বর	
৫১) কালীঘাট ,, ,, কামার পুকুর	
৫২) পঁচা ,, ,, সোনামুড়া	
৫৩) কালীঘাট ,, ,, পটুনগর	
৫৪) মা কালীঘাট ,, ,, মেলাঘর	
৫৫) পদ্মা বিড়ি ,, মেলাঘর	
৫৬) চিন্তা বিড়ি ,, উদয়পুর	
৫৭) আরতী বিড়ি ,, খোয়াই	
৫৮) কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী মেলাঘর	
৫৯) পঁচা ,, ,, বিশালগড়	
৬০) রাজলক্ষ্মী সিনেমা	
৬১) মায়া সিনেমা	
৬২) রূপসী সিনেমা	
৬৩) চিত্রকথা সিনেমা	
৬৪) রূপছায়া সিনেমা	
৬৫) সূর্য্যঘর সিনেমা	

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
১	২
৬৬) চিত্রঘর সিনেমা	
৬৭) গোমতী ভ্যালী স মিল	
৬৮) ত্রিপুরেশ্বরী স মিল	
৬৯) সত্যনারায়ণ স মিল	
৭০) ত্রিপুরেশ্বরী স মিল, উদয়পুর	
৭১) লক্ষ্মী স মিল	
৭২) বীরেন্দ্র স মিল	
৭৩) লক্ষ্মী স মিল, ধর্মনগর	
৭৪) ত্রিপুরেশ্বরী রাইস এণ্ড অয়েল মিল	
৭৫) শংকর অয়েল এণ্ড ফ্লাউয়ার মিল	
৭৬) লক্ষ্মী অয়েল মিল	
৭৭) ভুতুরিয়া ব্রাদাস এণ্ড কটন জিনিংস	
৭৮) ত্রিপুরা প্রডিউস কোং	
৭৮) আগরতলা ডায়েরী	
৭৯) হিন্দুস্থান বিস্কুট কোং	
৮১) বাদল ফুডস প্রডাক্টস	
৮২) আগরতলা আইস এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ	
৮৩) রাখারাণী ফ্যাক্টরী	
৮৪) ত্রিপুরা ম্যাচ ফ্যাক্টরী	
৮৫) ত্রিপুরা স্পান পাইপ কোং	
৮৬) তীর্থময়ী এল্যুমিনিয়াম প্রডাক্টস	
৮৭) ন্যাশন্যাল ম্যাকানিকেল ওয়ার্কস	
৮৮) অটো ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস	
৮৯) ইণ্ডা ট্রুয়েল ডেভেলপমেন্ট সিণ্ডিকেট	
৯০) এভিয়েশন ফুয়েল ষ্টেশান	
৯১) ওয়ালফোর্ড ট্রেন্সপোর্ট লিঃ	
৯২) সাহা ব্রাদাস	
৯৩) ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট	
৯৪) টি, আর, টী, সি,	
৩নং :—	
১) নরেন্দ্রনগর চা বাগান	
২) বিনোদিনী ,, ,,	
৩) তুফানিয়া ,, ,,	
৪) লক্ষীলোংগা ,, ,,	
৫) আদরিনী ,, ,,	
৬) মেখলীবন্ধ ,, ,,	
৭) মনতলা ,, ,,	
৮) মেখলীপাড়া চা বাগান	

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
১	২
৯) গোপালনগর চা বাগান	
১০) হরিদাসপুর ,, ,, (আংশিক)	
১১) মোহনপুর ,, ,,	
১২) কালাছড়া ,, ,,	
১৩) হরিশনগর ,, ,,	
১৪) মালাবতী ,, ,, (আংশিক)	
১৫) ফটিকছড়া ,, ,,	
১৬) দুর্গাবাড়ী ,, ,, (আংশিক)	
১৭) গোলকপুর চা বাগান	
১৮) শোভাপুর ,, ,,	
১৯) মনুভ্যালী ,, ,,	
২০) কালীশাসন ,, ,,	
২১) সরোজিনী ,, ,,	
২২) হীরাছড়া ,, ,, (আংশিক)	
২৩) মুক্তিছড়া ,, ,, (আংশিক)	
২৪) রাণীবাড়ী ,, ,,	
২৫) মধুসূদন ,, ,,	
২৬) মহেশপুর চা বাগান	
২৭) পিয়ারাছড়া ,, ,,	
২৮) সবলা ,, ,,	
২৯) চম্পলাংছড়া ,, ,,	
৩০) মহাবীর ,, ,,	
৩১) রামদুর্লভপুর ,, ,,	
৩২) গোয়াই ,, ,, (আংশিক)	
৩৩) কল্যাণপুর ,, ,, (আংশিক)	
৩৪) আগরতলা আইস এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ	
৩৫) ওয়ালফোর্ড ট্রেন্সপোর্ট	
৩৬) টি, আর, টি, সি	
৩৭) ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো: সোসাইটি লি.	
৩৮) রূপসী সিনেমা	
৩৯) চিত্রকথা সিনেমা	
৪০) রূপছায়া ,,	
৪১) সূর্য্যঘর ,,	
৪২) সাহা ব্রাদার্স	
৪৩) তীর্থময়ী এ্যালুমুনিয়াম প্রডাক্টস	
৪৪) বাদল ফুডস প্রডাক্টস	
৪৫) টি, আর, টি, সি,	

৪ নং—

সিমনাছড়া বাগান, ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান এবং জগন্নাথপুর চা বাগান এই ৩টি চা বাগান লিকুই-ডিশনে আছে।

বাংরুং, সোনামুখী, নাটংছড়া, হালাইছড়া, দেবফুল ও ধর্মনগর এই ৬টি চা বাগানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করা হইয়াছে। বাকী চা বাগান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। এ বারও ফাগুয়ার মধ্যে বকেয়া বোনাস দেওয়ার সম্ভাবনা থাকায় নোটীশ ফাগুয়ার পূর্বে দেওয়া হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 154

By **Shri Bidya Chandra Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। বন্য হাতীর দ্বারা কমলপুর বিভাগে এবং বিশেষ করে কুলাই অঞ্চলে কত লোকের জুম ফসল সহ অন্যান্য ফসল এবং ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়াছে? এবং গত এক বৎসরে ঐ অঞ্চলে কতজন লোক বন্য হাতীর দ্বারা নিহত হইয়াছে ;

২। ঐ হাতীকে মারার জন্য সরকার হইতে কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে উক্ত হাতীকে মারা হইয়াছে কিনা ;

৩। ক্ষতিগ্রস্তকারীদের কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি না ; এবং

৪। না হইয়া থাকিলে সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) ১৯৭৩ ইংরাজীর এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যান্ত কমলপুর বিভাগে মোট ৮২টি পরিবারের জুম, অন্যান্য ফসল ও ৫টি পরিবারের ঘরবাড়ী বন্য হাতী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ইহার মধ্যে কুলাই অঞ্চলে ১৯টি পরিবারের জুম ও আমন ফসল এবং ৫টি পরিবারের ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

১৯৭৩ ইংরেজীর এপ্রিল মাসে বলরাম নিবাসী অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটি বালক ও একটি বালিকা এবং জুলাই মাসে কালাটিলা নিবাসী একজন লোক বন্য হাতী দ্বারা নিহত হইয়াছে।

২) উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক ১৯৭৩ইংরাজীর ২৪ শে এপ্রিল তারিখে একটি আদেশ দ্বারা হাতীটি মর্ত্ত বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন এবং যে কেহ হাতীটি মারতে পারেন বলিয়া অনুমতি দিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত হাতীটিকে মারা যায় নাই।

৩) বলরাম নিবাসী নিহত দুইটি বালক বালিকার মাতা শ্রীমতী আংমাংগী মগকে ৩০০ টাকা কালাটিলা নিবাসী নিহত শোভারাম দেববর্ম্মার পরিবারকে ১০০ টাকা এবং বলরাম নিবাসী শ্রীহরেন্দ্র সাংগমা ও শ্রীবীরকুল সাংগমাকে প্রত্যেকে ২৫ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৪) যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই উপযুক্ততা অনুসারে তাহাদিগকে ফসল উৎপাদনের জন্য সম্ভবমত জুমধানের বীজ বিনামুল্যে দেওয়ার বিবেচনায় আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 171

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সাল হইতে ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ সন কৈলাসহর মহকুমার কতজন মৎস্য জীবীকে মাছের চাষ করার জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং উহাদের নাম ঠিকানা ও টাকার পরিমাণ ?

উত্তর

১) মৎস্যজীবি সম্প্রদায় ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে মৎস্য চাষের ঋণ দেওয়া হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 186

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self Government Department be pleased to state—

QUESTION

1. Total number of family residents at Agartala Maunipal area in 1973 March.
2. How many of them have their own dwelling houses.
3. The number of families reside in the rented houses.

ANSWER

Information for March, 1973 is not available as census is conducted after every ten years and no census was conducted after 1971. According to 1971 census the information is furnished.

1. 9856
2. 9638
3. 4218

UNSTARRED QUESTION NO. 194

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

QUESTIONS

1) How many ground water sources for artesian tubewells have been tested in the Sonamura South area.

2) Whether any scheme has been taken up during the year 1973-74 for irrigation in the agricultural lands of the area by ground water sources.

3) If so, the details thereof ?

ANSWERS

1) 10 Nos.

2) & 3) Two proposals received for sinking of artesian tubewells at Paharpur and one at Birampur during 1973-74 are under cansideration.

UNSTARRED QUESTION NO. 401

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২—৭৪ দুই বৎসরে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদে চাকুরীর জন্য কতজন এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জের তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে ইন্টারভিউ এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং কতজন এইরূপ বেকারকে কোন্‌ কোন্‌ পদে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

২) এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জের তালিকাভুক্ত না এমন কাহাকেও সরকার হতে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে কিনা ? হয়ে থাকলে কতজন ?

উত্তর

১) ১৯৭২—৭৪ দুই বৎসরে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদে চাকুরীর জন্য এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জের তালিকাভুক্ত মোট ২৫৪৭৫ জনকে ইন্টারভিউ এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে ২৫৬৫ জনকে নিম্নবর্ণিত পদে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার	৩৯
ক্লাসিক্যাল টিচার	৭
জুনিয়ার লেকচারার	২
সুপারিনটেন্‌ডেন্ট (ষ্টোর)	১
মিকানিকস্‌	৫
ষ্টেনোগ্রাফার	১৫
ড্রাইভার	১৫
একমপেনিষ্ট	২
এসিস্‌ট্যান্ট টিচার (সেকেণ্ডারী স্কুল)	১৩১
ডিমনষ্ট্রেটার	১
ড্রয়িং টিচার	২
সাব ইন্সপেক্টার (পুলিশ)	৫
লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক	৪৪২
কনষ্টেবল	৪৯১
কয়েই গার্ড, মালী, পিয়ন দপ্তরী ইত্যাদি	৩২৯
ভেটেনারী ফিল্ড এসিষ্ট্যান্ট	৩৯
ভেকসিনেটার	২০
ইঞ্জম্যান	১
ট্রেডল মেশিনম্যান	
কম্‌পোজিটার	১

সারভেয়ার	২
ব্লেকস্মিথ (কর্মকার)	১
ফিসারী এসিষ্ট্যান্ট	৫
সেনিটারী এসিষ্ট্যান্ট	১৮
হেল্থ এ্যাসিষ্ট্যান্ট	৭
সিনেমা অপারেটার	১
ইনভেষ্টিগেটার	৯
এসিষ্ট্যান্ট	১৯
ফোরম্যান	৪
ফিটার/ওয়েল্ডার	৪
ইন্সট্রাক্টার, রেডিও	১
,, ইলেক্ট্রিশিয়ান	১
,, মটর	৩
,, ড্রইং	১
ফায়ারম্যান	৩৬
ইন্সপেক্টার	৪
কম্পিউটার	৪২
লেভার ওয়েলফেয়ার ওয়ার্কার	১
ষ্টেটিসটিক্যাল ইন্সপেক্টার	১
বাইণ্ডার	৬
ডিষ্ট্রিবিউটার	২
ওভারশিয়ার	১২
সাব-ওভারশিয়ার/ওয়ার্ক এসিষ্ট্যান্ট	৪২
জেইল ওয়ার্ডার	১১
এক্সিবিশান অফিসার কাম আর্টিষ্ট	১
লাইব্রেরীয়ান	৩৪
সোশ্যাল ওয়ার্কার	১৬০
এসি: টিচার (প্রাইমারী)	৫৫৫
এনিম্যাল হাজবেন্ড্রী অফিসার	৩
ফরেষ্টার	৩১
	২৫৬৫

২) হ্যাঁ, ৫০০জন।

UNSTARRED QUESTION NO. 422.
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া শহরে গোমতী নদীর একটি এস, পি, টি, ব্রীজ নির্মাণের কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল কি ? এবং এ সম্পর্কে টেণ্ডার ইনভাইট করা হয়েছিল কি ?

২) এই ব্রজ নির্মাণে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কতদিনের মধ্যে ব্রীজটির নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইবে বলিয়া সরকার আশা করেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কাজটি এখন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে করা হইবে। সব প্রয়োজনীয় হাড্রোলিক তথ্য ট্রেন্সপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রথম ভাগে কাজ আরম্ভ করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 424.
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কতটি ডিজেল জেনারেটর স্থাপন করা হইয়াছে এবং তাহাদের অবস্থিতি (সর্কোচ্চ পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ভলটেজ ওয়াট সহ) ;

২। প্রতি Installation Centre হইতে Consumption Point পর্য্যন্ত মোট সরবরাহ (মোট গড়পড়তা) এবং

৩। প্রতি কে, ডাবলিউ এইচ ডিজেল জেনারেশনের গড়পড়তা খরচ ?

উত্তর

১। প্রতিটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ডিজেল জেনারেটারের তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল। (প্রতিটি ৪০০ হইতে ৪৪০ ভোলট শক্তি সম্পন্ন)

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের নাম	ডিজেল জেনারেটারের সংখ্যা	উৎপাদন করর্তা (কিঃ ওয়াট)	ডিরেটেট ক্ষমতা (কিঃ ওয়াট)
১।	আগরতলা	১৮	৩৯৬৭	২৩০১
২।	উদয়পুর	৬	৩৭৫	২৩০·

১	২	৩	৪	৫
৩।	বগাফা	৪	২৭২	২২০
৪।	আমবাসা	২	৮১	৫০
৫।	কৈলাশহর	৪	১৫০	১০৫
৬।	খোয়াই	২	৭৫	৫০
৭।	ধর্মনগর	৩	১৩১	৯০
	মোট—	৩৯	৫০৫১	৩০৭৫

২। ধর্মনগর, আমবাসা, কৈলাশহর এবং খোয়াই এর বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র Stand by হিসাবে রাখা হইয়াছে কারণ ওখানে আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। অন্যত্র দৈনিক বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আগরতলা	৮০০০ কিলোওয়াট	আওতায়
উদয়পুর	২০০০ ঐ	ঐ
বগাফা	১২০০ ঐ	ঐ

আগরতলাতে ও আসাম হইতে আনীত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় ও কিছু পরিমাণ উদয়পুর অঞ্চলেও পাঠান হয়।

৩। বিভিন্ন এলাকার গড়পড়তা খরচের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এলাকা	জেনারেসনের খরচ টাকা/কি: ওয়াট ঘণ্টা
আগরতলা	০·২২
উদয়পুর	০·৪৫
বগাফা	০·৯৪
আমবাসা	০·৬৯
কৈলাশহর	০·৪৪
খোয়াই	০·৬৯
ধর্মনগর	০·৫১

UNSTARRED QUESTION NO. 427

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ১৯৭৩—৭৪ সালে আউস এবং আমন প্রভৃতি খাদ্য শস্যের মহকুমা ভিত্তিক উৎপাদন,

২। এই সময়ে পাট, কার্পাস, সরিষা, আখ ইত্যাদির মহকুমা ভিত্তিক উৎপাদন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় ১৯৭৩-৭৪ সালে আউস এবং আমন প্রভৃতি খাদ্য শস্যের মহকুমা ভিত্তিক উৎপাদন নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	ধান: আমন	ধান: আউস	ধান: জুম	ধান: বোরো	ডাল	গম
	মে: টন	মে: টন	মে: টন		মে: টন	
ধর্মনগর	২০,১০০	১৩,১০০	২,০৯০	বোরো ধান কাটা হয় নাই, কাজেই উৎপাদন বলা সম্ভব নয়।	১৬০	গম কাটা এইমাত্র আরম্ভ হইয়াছে কাজেই উৎপাদন এখনই বলা সম্ভব নয়
কৈলাসহর	১৮,১০০	১৫,২২০	১,৯২০		১৩৬	
কমলপুর	১১,২৩০	৭,৫৮০	৪০০		৬০	
খোয়াই	২৫,৭৪০	২১,৩০০	১,৩৬০		১৮৪	
সদর	৩১,৯৫০	২৪,৯০০	৪৭৫		১২০	
সোনামুড়া	১৩,৪০০	৭,৫০০	৯০০		১১০	
উদয়পুর	১৩,৮০০	১২,০০০	১,১০০		১৫০	
অমরপুর	৮,৮৮০	৮,০২০	২,৫৭৫		১০০	
বিলোনীয়া	১৮,১৫০	১২,০৮০	৫৬০		১২০	
সাবরুম	৭,০৫০	৫,৪০০	৬২০		৬০	
মোট—	১,৬১,০০০	১,২৮,০০০	১২,০০০			

২। ত্রিপুরায় ১৯৭৩-৭৪ সালে পাট, কার্পাস, সরিষা, আম ইত্যাদির মহকুমা ভিত্তিক আনুমানিক উৎপাদন নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	পাট ১৮০ কে. জি. বেল হিসাবে	মেস্তা ১৮০ কে. জি. বেল হিসাবে	কার্পাস মে: টন	রাই ও সরিষা মে: টন	তিল মে: টন	আখ মে: টন
ধর্মনগর	২,২২৮	২,৮২৭	৩৫০	২৮০	১৭৫	১৫,৯০০
কৈলাশহর	৬,১৬৬	৬,২৪৭	৮২৮	১৯০	১২৫	১,২৫০
কমলপুর	৪,৯৪৬	৩,১১০	৩১৪	৯০	১২৫	১০,৮৫০
খোয়াই	৪,১১৩	৫,৬০৭	৩৪৯	১২৫	১২০	৬,২৫০
সদর	৮,৪২৭	১৭,১১০	৫৭	৬৫	৯০	৫,৩৫০
সোনামুড়া	২,৩০০	৬,৭৩৯	৭	১২৫	২০	৮,৪০০
উদয়পুর	৯,৮২৭	৬,২৫২	৩৪	২৩০	৭৫	২,০৫০
অমরপুর	৭,৬০৮	১,৮৮৭	৬৪৩	১১০	১৮০	৩,৭০০
বিলোনীয়া	২,১৭৯	৭,৪৫৪	৬৪	৫৫	৫৫	৮,০৫০
সাবরুম	১,৩৮৬	৩,১৭৭	৩৪	৪০	৩৫	১৩,২০০
মোট—	৪৯,২৪০	৬০,৪১০	২,৬৮০	১,৩০০	৯০০	৮৩,০০০

UNSTARRED QUESTION NO. 428

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ বর্তমান সময় পর্য্যন্ত প্লেন ও নন প্লেনে রাজ্য বাজেটের বরাদ্দ অনুযায়ী কৃষি জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন্ খাতে কত টাকা প্রত্যক্ষ ভাবে একচুয়েল বিনিয়োগ করা হয়েছে, এবং

২) উল্লিখিত বিনিয়োগের আওতাধীন কৃষি জমির মহকুমা ভিত্তিক পরিমাণ এবং জমির প্রকৃতিগত বিবরণ ?

(১) খাতের নাম	বিনিয়োগের পরিমাণ		(লক্ষ টাকায়)	
	১৯৭২-৭৩		১৯৭৩-৭৪(ডিসেম্বর ৭৩) পর্য্যন্ত	
	পরিকল্পনা	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	পরিকল্পনা বহির্ভূত
৩১—এগ্রিকালচার	১২৫.৯২৫	৫৪.৯৩০	৩৮.২২৯	৪২.৯৫৬
৩৭—কম্যুনিটি ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট ইত্যাদি	২.০৪২	৪.০৬৭	০.৪৮৫	০.৭২৯
৩৯—মিসেলেনিয়াস	২.৩৬৬	০.৩৩১	০.১৬৩	০.০১৯
কিউ-লোনস্ এণ্ড এডভান্সেস	৫.২৫৭	২.৮৯৪	০.৬৬০	০.১৫০
৯৫—ক্যাপিটেল আউটলে ইত্যাদি	১৬.৭৮০	০.০৪৫	২.৪৭০	০.০৩৬
৪৪—ইরিগেশন, নেভিগেশন ইত্যাদি	—	৩.৮১০	—	৩.২৫০

২) এইরূপ কোন সমীক্ষা করা হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 429

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) মেদাগর ব্লকে গত খরা পরিস্থিতে কৃষকদের সেচের জল সরবরাহ করার জন্য যেসমস্ত ১৫ অশ্বশক্তি, ৫ অশ্ব শক্তি এবং ৩ অশ্ব শক্তি পাম্পসেট দেওয়া হয়েছিল সেইগুলি

বর্তমানে চালু আছে কি ?

২) যদি চালু অবস্থায় থাকে তবে সেগুলি কোথায় এবং কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ?

উত্তর

১) বিভিন্ন অশ্ব শক্তির যেসব পাম্পসেট দেওয়া হইয়াছে এবং এখন চালু পাম্পসেটের সংখ্যা নিয়ে দেওয়া হইল :—

অশ্বশক্তি	মোট পাম্পসেট বিলির সংখ্যা	চালু পাম্পসেটের সংখ্যা
১৫	৬	৬
৫	২২	১২
৩	৯	৭

২) চালু পাম্পগুলি কোথায় আছে এবং কি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল :—

১৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন

সোনামুড়া গ্রামে দুইটি দুর্গাপুর, মহেশপুর, রানতলী এবং শ্রীমন্তপুরে একটি করিয়া জল সেচের কাজে নিয়োজিত আছে।

এই পাম্পসেটগুলি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল ও মবিলের খরচ এলাকার কৃষকগণ বহন করিয়া থাকেন। সরকার হইতে প্রতিটি পাম্পসেটের জন্য ১ জন ড্রাইভার এবং ১ জন চৌকিদার নিয়োগ করা হইয়া থাকে।

৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন

১২টি পাম্পসেট প্রতি ঘন্টায় চারি টাকা ভাড়া আদায়ে জল সেচের জন্য নিম্নলিখিত স্থানে ব্যবহারের জন্য আছে। ১) নিদয়া—১টি ২) কাঁঠালিয়ায়—২টি ৩) ধনপুর—১টি ৪) সোনামুড়া—২টি ৫) দুর্গাপুর—২টি ৬) বাংগা মাটিয়া—২টি ৭) তক্সা পাড়া—১টি ৮) নলছড়—১টি এবং মেলাঘর—১টি।

৩ অশ্বশক্তি সম্পন্ন

৭টি পাম্পসেট প্রতি ঘন্টায় ৩·৫০ (তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) করিয়া ভাড়া আদায়ে জল সেচের জন্য নিম্নলিখিত স্থানে ব্যবহারের জন্য আছে।

১) শোভাপুর—২টি ২) বক্সনগর—১টি ৩) সোনামুড়া—১টি ৪) খেদাবাড়ী ১টি এবং মেলাঘর ২টি।

UNSTARRED QUESTION NO. 430

By Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার মহকুমা ভিত্তিক এক ফসলী, দু ফসলী এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ?

১) ত্রিপুরায় এই প্রকার জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য সমীক্ষা করা হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 43

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় কোন্ মহকুমায় কত একর জমিতে গভীর নলকূপ, লিফ্ট ইরিগেশন, আর্টিজেন টিউব ওয়েল ইত্যাদি ব্যবস্থায় স্থায়ী জলসেচ রয়েছে?

২) এই স্থায়ী সেচ প্রাপ্ত জমিতে ১৯৭২–৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ দুই বৎসরে বাৎসরিক ধান শস্য একর প্রতি উৎপাদনের গড়, বিভাগ ভিত্তিক?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে গভীর নলকূপ লিফ্ট ইরিগেশন আর্টিজেন টিউব ওয়েল ইত্যাদি ব্যবস্থার স্থায়ী জলসেচ এলাকার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল—

মহকুমার নাম	মোট স্থায়ী জলসেচ এলাকায় পরিমাণ
ক) সদর	৭০৯৮·৫ একর (২৮৩৯·৪ হেক্টার)
খ) সোনামুড়া	৯২৩ একর (৬৯·২২ হেক্টার)
গ) উদয়পুর	২০৪৫ একর (৮৯৮ হেক্টার)
ঘ) বিলোনীয়া	৬৫২ একর (২৬০·৮ হেক্টার)
ঙ) সাবরুম	৪২০ একর (১৬৪ হেক্টার)
চ) অমরপুর	৩২০ একর (১২৮ হেক্টার)
ছ) খোয়াই	৫৪৬১ একর (২১৮৪·৪ হেক্টার)
জ) কমলপুর	৫৫৬ একর (২২২·৪ হেক্টার)
ঝ) কৈলাসহর	৯৩৫ একর (৩৭৪ হেক্টার)
ঞ) ধর্মনগর	৭১১ একর (২৮৪·৪ হেক্টার)
মোট—	১৯৩২১·৫ একর (৭৭২৮·৬ হেক্টার)

২) স্থায়ী সেচপ্রাপ্ত জমির আওতাভুক্ত ফসলের পৃথকভাবে উৎপাদনের গড় হিসাব রাখা হয় না।

UNSTARRED QUESTION NO. 444

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে কয়টি চা বাগিচা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সাময়িক ভাবে কাজ বন্ধ আছে তাদের নাম ?

২) বাগিচা বন্ধ থাকার ফলে কতজন রেজিষ্টার্ড ও আনরেজিষ্টার্ড শ্রমিক কর্মচারী বেকার হয়েছেন ?

৩) সরকার বাগান ও শ্রমিক কর্মচারীদের সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১) বর্তমানে ১টি চা বাগিচা (লীলাগড়) বন্ধ হয়ে গেছে এবং ১২টি চা বাগিচা সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। তন্মধ্যে ৩টি বাগিচা (সীমনাছড়া, ব্রহ্মকুণ্ড ও জগন্নাথপুর) বর্তমানে লিকুডিশানে আছে। বন্ধ চা বাগিচাগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল —

১) নৃপেন্দ্রনগর ২) সীমনাছড়া ৩) ব্রহ্মকুণ্ড ৪) খোয়াই ৫) গারদটীলা ৬) দারুটীলা ৭) লুধুয়া ৮) জগন্নাথপুর ৯) সরোজিনী ১০) রাংরুং ১১) হালাইছড়া ১২) মুক্তিছড়া।

২) বাগিচা বন্ধ থাকার ফলে ১১৫৮ জন রেজিষ্টার্ড এবং ৩৪৪ জন নন্-রেজিষ্টার্ড শ্রমিক বেকার হইয়াছেন।

৩) উপরোক্ত চা বাগিচার মালিক পক্ষকে পুনরায় চা বাগিচা খোলার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। তদুপরি উক্ত মালীক পক্ষকে বাগিচা না খোলার কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্ভবস্থলে সেই চা বাগিচার শ্রমিকদের সাহায্যার্থে সময় সময় টেষ্ট রিলিপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 554

By Shri Radharaman Debnath

Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে মোহনপুর ব্লকের কোন গাঁওসভাতে কয়টি 'ওভার ফ্লো' দেওয়া হইয়াছে ? তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

২) ঐ ওভার ফ্লো গুলির দ্বারা কি পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) গাঁও সভার নাম	১৯৭২-৮২ ইং সনে ওভার ফ্লো বসানোর সংখ্যা	১৯৭২-৭৩ ইং সনে ওভার ফ্লো বসানোর সংখ্যা	১৯৭৩-৭৪ ইং সনে ওভার ফ্লো বসানোর জন্য এ পর্য্যন্ত মঞ্জুরী দেওয়ার সংখ্যা
১) ইন্দ্রনগর	১০ টি	৩৩৪ টি	৩০ টি
২) বামুটিয়া	—	১৭৫ ,,	২০ ,,
৩) কলকলিয়া	—	১১৫ ,,	৫ ,,
৪) বড়জলা	--	৬৩ ,,	১২ ,,
৫ লক্ষীলুঙ্গা	—	৪৩ ,,	২০ ,,
৬) ফটিকছড়া	—	৩১ ,,	১০ ,,
৭) গান্ধীগ্রাম	—	২০ ,,	১০ ,,
৮) লংকামুড়া	—	—	৮ ,,
৯) নরসিংগড়	—	—	৫ ,,
	মোট—১০টি	৭৮০টি	১২০টি

১৯৭৩-৭৪ ইংরাজীতে যে মোট ১২০টী ওভার ফ্লো দেখানো হইয়াছে, তাহা বসানোর কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

২। ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২ ইং সনে বসানো ওভার ফো গুলির দ্বারা মোট আনুমানিক ৬০২ হেক্টার জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION No. 603

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে জিরাণীয়া ব্লকের কোন গাঁও পঞ্চায়েতকে কয়টি ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল দেওয়া হইয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

২) ঐ ওভার ফ্লো টিউব ওয়েলগুলির দ্বারা কি পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইয়াছে ?

উত্তর

১) জিরাণীয়া ব্লকে গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল দেওয়ার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

গাঁও পঞ্চায়েতের নাম	ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল দেওয়ার হিসাব		
	১৯৭১-৭১	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪ ৩১-১-৭৪ পর্য্যন্ত।
১) খয়েরপুর	৪০	৯৩	—
২) বুদ্ধনগর	৪৩	৬২	১১
৩) চাম্পামুড়া	২৬	৭৭	—
৪) পূর্ব্বনওয়াগাঁও	১৫	১০	৭
৫) লক্ষীপুর	৫২	৯৬	—
৬) মজলিসপুর	১০	৯৮	১৬
৭) রাধাকিশোরনগর	৩৫	৬৫	—
৮) বঙ্কিমনগর	৯	৪৭	১৫
৯) দীনবন্ধুনগর	—	১৮	—
১০) পশ্চিম বরজলা	—	১৮	৩
১১) পূর্ব বরজলা	—	৫	—
১২) রামচন্দ্রনগর	—	৩১	২৫
১৩) জিরাণীয়াখলা	—	২০	৮
১৪) রাধামোহনপুর	—	—	৭
	মোট—২৯০টি	৭০০টি	৯২টি

২) ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল গুলির দ্বারা জমিতে জল সেচের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বৎসর	জল সেচের পরিমাণ
১৯৭১-৭২	২৯০ একর (১১৬ হেক্টর)
১৯৭২-৭৩	৬২০ একর (২৪৮ হেক্টর)
১৯৭৩-৭৪ (৩১-১-৭৪ ইং পর্য্যন্ত)	৭২০ একর (২৮৮ হেক্টর)

UNSTARRED QUESTION NO. 672

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) মোহনপুর ব্লকে কতটি পাওয়ার টীলার আছে ?

২) ঐ পাওয়ার টিলার দ্বারা কৃষকদের কোন চাষের কাজ করা হয় কি না ? না হইলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৪টি

২) না অকেজো থাকার জন্য।

UNSTARRED QUESTION NO. 679

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) মোহনপুর ব্লকে নিম্নলিখিত গ্রামীন রাস্তাগুলির নির্মাণ বা সংস্কার কার্য্যের ক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত সময়ে কতদূর অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে ; এবং এ রাস্তাগুলির কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে ?

ক) ফটিকছড়া হইতে সাতডুবিয়া হইয়া কৃষ্ণনগর বি, ও, পি, পর্য্যন্ত।

খ) ফটিকছড়া হইতে হরিণাখলা হইয়া গোপালনর বাগান পর্য্যন্ত।

গ) বড়কাঠাল রাস্তা হইতে বেলমুড়া পর্য্যন্ত।

ঘ) ঠকর বাপ্পা নগর কলোনী হইতে বাঙাছড়া চান্দপুর কলোনী পর্য্যন্ত ?

উত্তর

১) এইগুলি সুদিনের উপযোগী রাস্তা। এদের স্বাভাবিক মেরামতের কাজ করা হইতেছে অর্থের সংকুলান হইলে পর্য্যায়ক্রমে এইগুলির উন্নতি বিধান করা হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIRURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, March 22nd, 1974.

The Assembly met in the Legislative Assembly Chambar, Agartala on Friday, the 22nd March, 1974 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 49 Members.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Buisness are the following Questions to be answered by the Ministers concerned—Starred Questions. Shri Achaichi Mog.

Shri Achaichi Mog :—Question No. 13.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১৩।

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭২-৭৩ ইং সনে বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ও বগাফা ব্লকে টেষ্ট রিলিফ কাজের মাধ্যমে কতটা পুকুর করা হইয়াছে ;

২) যে সকল পুকুর করা হইয়াছে তাহা কি সরকারের নিয়ন্ত্রনে আছে ?

উত্তর

১) বগাফা ব্লকে ১৭টি ও রাজনগর ব্লকে ৬৩টি পুকুর খনন করা হইয়াছে।

২) রাজনগর ব্লকের পুকুরগুলি পঞ্চায়েত ও বগাফা ব্লকের পুকুরগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে।

শ্রীআচাইছি মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সব পুকুর সরকারের অধীনে কিভাবে আছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে আছে যেগুলি সেগুলি রাজনগর ব্লক দেখাশোনা করে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এইজন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২-৭৩ সালে ২১টি ট্যাংক খনন করা হয়েছিল। মোট খরচ হয়েছিল ৮৭,২০০ টাকা। আর মোট ৬৩টি ট্যাংকের জন্য খরচ হয়েছে ১,৮৯,০০০ টাকা।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সরকারী পুকুরগুলি কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যেগুলি পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রনে আছে সেগুলি পঞ্চায়েত কমিটির মারফতে যেভাবে স্থির করেন সেইভাবে ব্যবহার করেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—এই সমস্ত পুকুর কি খাসের জায়গায় কাটা হয়েছে না জনসাধারণের নিজস্ব জায়গায় কাটা হয়েছে এবং তারপর তারা দখল নিয়েছে—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—৩৫টা আছে খাস ল্যাণ্ডে আর ২৮টা আছে প্রাইভেট ল্যাণ্ডে। প্রাইভেট ল্যাণ্ডের মালিকেরা নিদাবী দলিল করে দিয়েছে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—যে সমস্ত পুকুর খনন করা হয়েছে সেই সমস্ত পুকুর বর্তমানে ব্যবহার যোগ্য কিনা এবং জল আছে কি না এবং জল না থাকিলে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—বর্ষাকালে জল একটু বেশী থাকে। শীতকালে জল কম থাকে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—এখন জল পাওয়া যায় কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সবগুলি পুকুরের খবরটা এক্ষুনি আমি দিতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন প্রাইভেট ল্যাণ্ডের পুকুরগুলি নিদাবী লিখে দেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাইছি সেগুলি রেজিষ্টার্ড ডিড করে দিয়েছেন কিনা এবং যদি না হয়ে থাকে তাহলে রেজিষ্টার্ড ডিড যাতে হয় সেটা দেখবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সেগুলি রেজিষ্টার্ড নয়। তবে সরকার চেষ্টা করছে যাতে সেগুলি রেজিষ্টার্ড হয়ে যায়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় কত পরিমাণ চাষযোগ্য ভূমি ভূমিহীনদের জন্য প্রটেক্টেড ফরেষ্ট হইতে মুক্ত করার জন্য বিবেচনা করা হইতেছে ;

২) বিবেচনা করা না হইলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১) ১২,৬৯৫·৯৫ একর চাষযোগ্য ভূমি প্রটেক্টেড বন হইতে মুক্ত করার বিষয়ে একটা প্রস্তাব আছে।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—তেলিয়ামুড়া ব্লকের কোন্ মৌজায় কত একর জমি ছেড়ে দেওয়া হবে বা কত একর মধ্যে প্ল্যানটেশান করা হবে এইরকম কোন নির্দিষ্ট এলাকা আছে কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনজারভেটর অব ফরেষ্ট যে সমস্ত জমিগুলি রিলীজ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন সেগুলি হল তুইসিন্দ্রাই, দুর্গাপুর, কমলপুর ইত্যাদি।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—কতদিনের মধ্যে রিলীজড হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে, আমাদের একটা ডিষ্ট্রীক্ট লেভেল কমিটি আছে এবং ষ্টেট লেভেল কমিটি আছে। এই দুইটি কমিটি যখন সুপারিশ করে মুক্তাঞ্চল বলে ঘোষণা করবেন তখন কাজ আরম্ভ হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৮৭।

প্রশ্ন	উত্তর		
১) গত সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেণ্টএ মোট কতজন দখলদারকে আনঅথরাইজড অকুপেণ্টস বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :	১) সদর মহকুমা	—	২৭,৯৮২
	খোয়াই	—	১২,১০১
	সোনামুড়া	—	৬,৪৯৮
	কমলপুর	—	৪,৫২০
	কৈলাসহর	—	১৩,০৮৮
	ধর্ম্মনগর	—	২,৮৯০
	উদয়পুর	—	৯,৮৭৪
	বিলোনীয়া	—	১০,৩৪৯
	সাবরুম	—	৭,৩০৫
২) তাদের মধ্যে কতজন জমির বন্দোবস্ত পেয়েছেন ?	২) মোট ২৭,৬৩৫ জন।		

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—আনঅথরাইজড অকুপেণ্টসদের মধ্যে জোতদারের সংখ্যা কত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আলাদা করে সেই হিসাব এখানে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এইগুলি সেটেলমেণ্ট দেওয়ার পথে কি কি অসুবিধা আছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমিহীনদের জমি বন্দোবস্ত দিতে হলে যতক্ষণ পর্যান্ত না জমিগুলি ক্রি করে আনতে পারা যায়, যেমন কোন বড় জোতদারের কাছ থেকে অতিরিক্ত জমি অথবা প্রটেকটেড ফরেষ্ট থেকে অথবা রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে জমি ক্রি করে জমি বন্দোবস্ত দিতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু আমাদের দরকার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মিসলিড করছেন, বলছেন যে এই সমস্ত জমি রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে অথবা প্রটেকটেড ফরেষ্টের মধ্যে···

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আন-অথারাইজড অকোপেণ্ট যেখানে আছে সেগুলি হয় প্রটেকটেড ফরেষ্টের মধ্যে অথবা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে থাকে। জোতদারদের জোতের সংলগ্ন জমি তাদের দখলে রাখে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে আনঅথরাইজড আছে তাদের বেশীর ভাগই উদ্বাস্তু, যারা পুনর্বাসন পেয়েছিল বিভিন্ন স্কীমে এবং ভূমিহীন। এই ৭৫ হাজারের বেশীর ভাগই তারা কি না?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা পুনর্বাসন পেয়েছে তারাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রেগুলারাইজড হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আনঅথারাইজড অকোপেন্ট বলা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে আন-অথারাইজড অকোপেন্ট তারা ১৫ ধারা অনুসারে নোটিশ পেয়েছে কি না?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্য এখন আমি দিতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে আন অথরাইজড অকোপেন্ট-সের মধ্যে একটা বড় অংশ আছে যারা নিজেদের জোতের বাউণ্ডারীর মধ্যে খাস ল্যাণ্ড একসেস হিসাবে এনজয় করছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা আমি আগেই বলেছি যে অনেক জোতদার আছে তারা তাদের জোতের সংগে একসেস ল্যাণ্ড বেআইনীভাবে দখল করে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীর মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এইসব জমি বন্দোবস্ত না দেওয়ার ফলে গভর্ণমেন্টের প্রচুর টাকা রেভেনিউ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্যি কিন্তু সেগুলি যাদের দখলে আছে, কারা কারা কত জমি পেতে পারে কারা পাবে, না সেটি নির্দিষ্ট না করলে— সেইসব জমি ক্রি করে এনে অন্যদের তারপর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে। সেজন্যই সময়ের দরকার।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত : - মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই সমস্ত জমির বন্দোবস্ত এখন পর্যন্ত না হওয়ার জন্য তারা সরকারের কাছ থেকে ঋণ বা কোন সাহায্য পেতে পারছে না, এটা সত্যি কিনা? যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই সুবিধাগুলি দেওয়ার জন্য সরকার তাড়াতাড়ি এই পিটিশানগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবেন কি না তাদের পূর্ণ মালিকানা দেওয়ার জন্য এবং সরকার কত দিনের মধ্যে এই লোকগুলির জমি বন্দোবস্ত দিতে পারবেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাতে নাকি তারা নিজেদের জমির মালিক নিজেরাই হতে পারে এই ব্যাপারটা ত্বরান্বিত করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—শুধমাত্র প্রচেষ্টা স্যার, এই সেটেলমেন্ট হয়েছে ১৯৬০ সালে, আজ পর্য্যন্ত ৮৭ হাজার কেইস পেনডিং আছে—আজ ১২।১৪ বছর এই সমস্ত লোক পাচ্ছে না— তারা অধিক খাদ্য ফলাবে তার জন্য কৃষকেরা ঋণ নেবে, সার নেবে। কিন্তু এইগুলি যদি না হয়, যদি জমি বন্দোবস্ত না হয় তাহলে সরকারের কাছ থেকে তারা টাকা পাচ্ছেনা, কাজেই এই গুলি তড়াণ্বিত করার জন্য কি পরিকল্পনা সরকারের আছে সেই কথা জানিয়ে আমাদের আস্বস্ত করতে পারবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যতটুকু জানি সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা জমি বন্দোবস্ত পেতে পারে সেই ব্যবস্থাই করছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—কনক্রিট স্টেপ কি কি নেওয়া হচ্ছে সেইটাই ছিল আসল প্রশ্ন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সেটেলমেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কয় বছর হয়ে গিয়েছে, সেটেলমেন্ট অপারেশনের পর ফাইন্যাল পাবলিকেশন হয়েছে। সমস্ত ত্রিপুরার 'টি গার্ডেনের' ফাইন্যাল পাবলিকেশান হয়েছে, তারপরও কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে। আর কতদিন সরকার এইসব দুর্ভাগাদের জমি বন্দোবস্ত দিতে দেরী করবেন এইটুকুই জানতে চাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি প্রশ্নটা আবার করুন...

মিঃ স্পীকার :—প্রবেবল টাইম লিমিট চাইছেন উনি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রবেবল টাইম আজকে দিতে পারছি না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে গোচারণ ভূমি এবং অন্যান্য কাজের জন্য পঞ্চায়েতকে আনঅথরাইজড অকোপেন্ট বলে গণ্য করা হচ্ছে। এই যে ৬৫ হাজারের মত কেইস আছে এর মধ্যে কতগুলি পঞ্চায়েত জনসাধারণের স্বার্থের জন্য কাজ করছে, সরকার পঞ্চায়েত রাজ আইনের আওতায় গোচারণ ভূমি, নার্সারী, হর্টিকালচার ইত্যাদি কাজের জন্য তারা দখল করে আছে এবং এগুলি রেকর্ডেড বাই দি সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। ১০ বছর আগে যেগুলি দখল করে আছে এখনও বন্দোবস্ত না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার জন্য সেপারেট কোয়েশ্চান করলে উত্তর দিতে পারব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি যেসব জমি দীর্ঘ দিন যাবত আনঅথরাইজড অকোপেশানে থাকার ফলে যশমুড়া, বাইখোরা ঐসব এলাকায় যারা টাকাওলা লোক তারা ফোর্সিবলী সেই সমস্ত জমি থেকে তাদের এভিক্ট করছে এবং তারজন্য তারা কোন প্রটেকশান পায় না, বিকজ তারা আনঅথরাইজড অকোপেন্ট ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যখন খোয়াই গিয়েছিলাম শুনেছিলাম এইসব কেইস হচ্ছে। এইগুলি যাতে বন্ধ হয় সেজন্য সরকার প্রতিকারের চেষ্টা করছে, সেই আশ্বাস আমি দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার —শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী .—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২২

মিঃ স্পীকার:— ৩২২

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—কোয়েশ্চান নম্বর—৩২২

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা সরকার হইতে কোন রকম লাইসেন্স না লইয়া চড়া সুদে বহু লোক দাদন ও ঋণের টাকা খাটাইয়া মহাজনী ব্যবসা করিতেছে সে সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি না?	হ্যাঁ।
অবগত থাকিলে এই সুদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রনে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?	বে-আইনী সুদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রনে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে— (ক) বোম্বে মানি লেণ্ডার্স' আইনকে ত্রিপুরায় সম্প্রসারণ করা হইয়াছে. (খ) জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের সমস্ত অফিসারদের বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন তাহারা প্রায়শ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে (যেখানে মহাজনগণ বেআইনী লগ্নী ব্যবসায়রত) ভ্রমন করিয়া ঐ প্রকার ব্যবস্থা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। (গ) উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে কোপারেটিভ ব্যাংককে শাখা খুলিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। (ঘ) গ্রামাঞ্চলে ভারতের ন্যাশনালাইজড ব্যাংকগুলিকে ব্যাপক ভাবে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে বোম্বে মানি ল্যাণ্ডার্স এক্ট চালু করার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কতজন এই লাইসেন্স ছাড়া চড়া সুদে ব্যবসা করছে এবং তার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী —মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে লাইসেন্স নিয়েছে এই রকম ক'জন মহাজন আছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—২৬ জন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে বোম্বে মানি ল্যাণ্ডারস অ্যাক্ট অনুসারে এই সরকার এই সুদের হার কিভাবে বেঁধে দিয়েছেন বন্ধকী এবং বন্ধকী ছাড়া ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি একটু পরে দিচ্ছি স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী —সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে মানি ল্যাণ্ডারস অ্যাক্টে এই মহাজনদেরকে রিটার্ণ সাবমিট করার একটা বিধান আছে সেই রিটার্ণ তারা দেয় কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন অনুসারে যে বিধান সেইগুলি যদি তারা না করে তাহলে তাদের লাইসেন্স রিনিউ করা যায় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই মানি ল্যাণ্ডারস অ্যাক্টটা ইমপ্লিমেণ্টেড হচ্ছে কি না, তার জন্য সরকারের কত জন কর্মচারী আছে দেখবার জন্য ? রিটার্ণগুলি কার কাছে দেওয়া হয়, কিভাবে এইটা দেখে সুদের হার তারা বেশী দিচ্ছে না কম দিচ্ছে ? রেজিষ্টার্ড মহাজন যে ২৬ জন আছে সেইটা চেক আপ করার জন্য সরকারের কোন কোন ডিপার্টমেণ্ট বা কোন কোন অফিসার আছেন সেইটা জানাবেন কি যে কোন দপ্তর এইটা দেখেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে লেখা আছে আমি উত্তর দিয়েছি যে জেলা ও মহকুমা পর্য্যায়ে সমস্ত অফিসারকে বিভিন্ন সময়ে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ভ্রমণ করিয়া এই সমস্ত মহাজনদের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সমস্ত অফিসারদের মধ্যে কি ডি, এল, ডবলিউ বা ব্লক অফিসার বি, ডি, ও, অন্তর্ভুক্ত কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তর দিয়েছি যে সমস্ত অফিসারকে বিভিন্ন সময়ে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত অফিসাররা যদি উনাদের কোন সাবর্ডিনেট কর্মচারীকে যদি উনারা উপদেশ দেন তাহলে সেখানে তারা কাজ করতে পারে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে ব্যাংকগুলি মফঃস্বলে খোলা হয়েছে সেগুলি থেকে কত পরিমাণ টাকা কৃষক-দেরকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এইটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেপারেট কোয়েশ্চন করলে আমি বলতে পারবো।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই ২৬ জন যারা লাইসেন্স করেছেন তাদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের কতজন এবং শহরাঞ্চলে কতজন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ষ্ট্যাটের ২৬ জন আছে এই টুকু আমি বলতে পারি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে লাইসেন্স ছাড়া মহাজনী ব্যবসা অনেক লাভবান বলে অনেকেই লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করেন

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা আমাদেরও জানা আছে, কিন্তু সেইভাবে কেউ এসে যদি কমপ্লেন করে তখন তার অ্যাকশন নেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি যে বোম্বে মানি লেণ্ডারস অ্যাক্টে এই প্রভিশন আছে যদি লাইসেন্স কেউ না নেয় সে কোন প্রটেকশন গভর্ণমেন্ট থেকে পেতে পারে না। কোর্টে গিয়ে কোন রিলিফ সে পেতে পারে না এইটা জানেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকার এই রকম কোন প্রটেকশন কাউকে দেয়নি স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করবেন কি যে যে বোম্বে মানিলেণ্ডার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী যারা লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করেন তাদের অপরাধটা কাগনিজিব্যল অপরাধ ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কগনিজিব্যল কথাটা কি, এই ক্ষেত্রে প্রজোয্য কি না সেইটা আমি বলতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার যেহেতু এই বোম্বে মানিলেণ্ডাস অ্যাক্টটা কোন রকমেই আমাদের এখানকার দরিদ্র, নিঃস্ব, যারা নাকি টাকা ধার করে তাদেরকে প্রটেকশন দিতে পারবে না সেই জন্য একটা মাণি লেণ্ডাস' অ্যাক্ট এইখানে আমাদের স্টেট গভর্ণমেন্ট নেবেন তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে কি যাতে অ্যাফেকটিভ হয় ? যাতে প্রটেকশন দেওয়া যায় এইরকম একটা মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্টের প্রয়োজন আছে এইটা স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্ট যা এইখানে চালু আছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মহাজনরা যদি ঋণ দান করে তাদের সেইদিক থেকে বিচারের জন্য সরকার নানা রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যা নাকি একটু আগে বললাম। সুতরাং তাদের বিচারের জন্য যদি নতুন আইন করতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই সরকারের আইন করার প্রয়োজন হবে এবং সেইভাবে সরকার হয়তো ব্যবস্থা নিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানেন কি যে দেবর কমিশনের রিপোর্টে এই বোম্বে মাণিলেণ্ডার্স অ্যাক্টের 'সভিয়ার ক্রিটিসিজম আছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে মাণি লেণ্ডাস' অ্যাক্টকে রিভিউ করা দরকার এবং এইটাকে অ্যামেণ্ড করা দরকার ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেবর কমিশনে যদি সেই রিকমেণ্ডেশন থাকে এবং আমরা যদি দেখি যে জনসাধারণের উপকারের জন্য আমাদের নুতন আইন করার প্রয়োজন আছে তখন আমরা নিশ্চয়ই সেইটা দেখবো।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই খাবড গ্রাম থেকে অফিসার-দের মাধ্যমে কতজন মহাজনের নাম সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে ? মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে গ্রাম দেশে অফিসারদের মাধ্যমে মহাজনদের নাম লিষ্ট করা হচ্ছে, আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে জানতে চাই এই খাবড গ্রাম থেকে অফিসারদের মাধ্যমে কতজন মহাজনের নাম সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নোত্তর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের কতজন মহাজনের নাম রেকর্ডে এসেছে এইটা এইখানে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করবেন কি যে যেসব মহাজন লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করছেন এরা সরাসরি কংগ্রেসী করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই সরকার বিনা লাইসেন্সে তাদেরকে ব্যবসা করার সুযোগ দিচ্ছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা চড়া সুদে ব্যবসা করছেন এবং গরীব কৃষকদের রক্ত শুষে খাচ্ছেন তাদের পেছনে একমাত্র মানি লেণ্ডার্স হিসাবে সিল দেওয়া যায় তাদেরকে আমরা কম্যুনিষ্ট বলে গ্রাহ্য করি না এবং কংগ্রেস বলেও গ্রাহ্য করি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করবেন কি যে এই বোধে মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্টের যথাযথ প্রয়োগ না করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরণের যে মহাজনরা ব্যবসা চালাচ্ছে এইটাকে কন্ট্রোল না করার ফলে অধিকাংশ জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা নানা কারণে হয়ে থাকে আমি সেইটা স্বীকার করি। মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেয় এবং তারা সরকারকে সেইটা জানান না নিজেদের স্বার্থে, সেইজন্য সরকার অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকার করতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৫৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৫৩।

প্রশ্ন

১) গত বাংলাদেশ যুদ্ধে কমলপুরে কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এবং

২) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

৩) শারীরিকভাবে যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের বিশেষ কোন ব্যবস্থা আছে কি না ;

৪) যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে অথচ এখনো কোন সাহায্য পায় নাই এমন কোন লোক থাকিলে তাহারা বর্তমানে কোন সাহায্য পাইবে কি না ?

উত্তর

১) ৫৪৭০ জন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।

২) ৯,২১,৭৭৪.৯৮ টাকা মাত্র।

৩) ক্ষতিপূরণের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

৪) যেহেতু যেসব ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে তদন্তে জানা গিয়েছিল তাদের সকলকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে সেই হেতু বর্ত্তমানে সেই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫১।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫১ স্যার,

প্রশ্ন

১) টি, এল, আর এবং এল, আর, অ্যাক্ট-এর ৯৫ ধারা অনুসারে এ পর্য্যন্ত মোট কতটি ক্ষেত্রে জমির রেকর্ড সংশোধিত হয়েছে, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব?

২) এই সংখ্যা যদি কম হয়ে থাকে, তার কারণ?

উত্তর

১) ৯৫ ধারা অনুসারে এ পর্য্যন্ত মোট ১৩২টি ক্ষেত্রে জমির রেকর্ড সংশোধিত হয়েছে। তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া গেল ঃ—

সদর	—	৪১
খোয়াই	—	৫
সোনামুড়া	—	১৫
ধর্ম্মনগর	—	৩
কৈলাসহর	—	২
কমলপুর	—	১১
উদয়পুর	—	১৬
অমরপুর	—	৩৩
বিলোনীয়া	—	৬
মোট	—	১৩২

২) মোট ২৩৪টি ক্ষেত্রে সংশোধনের আদেশ হইয়াছে তন্মধ্যে ১৩২টি ক্ষেত্রে রেকর্ড সংশোধিত হইয়াছে। অতএব এই সংখ্যা কম নহে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ৯৫ ধারা অনুসারে বিভিন্ন মহকুমা ভিত্তিক জমির রেকর্ড সংশোধিত করবার জন্য কতজন লোক আবেদন করছেন, তার পুরো সংখ্যাটা জানাবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—স্যার, সদর মহকুমা থেকে পাওয়া গেছে — ২৩১টি

খোয়াই মহকুমা থেকে পাওয়া গেছে	—	১১৪টি
সোনামুড়া থেকে পাওয়া গেছে	—	৫০টি
ধর্ম্মনগর থেকে পাওয়া গেছে	—	৩৩টি
কৈলাশহর থেকে পাওয়া গেছে	—	৪৭টি
কমলপুর থেকে পাওয়া গেছে	—	১৪টি
উদয়পুর থেকে পাওয়া গেছে	—	৮১টি
অমরপুর থেকে পাওয়া গেছে	—	৪৬টি
বিলোনীয়া থেকে পাওয়া গেছে	—	৩২টী
এবং সাবরুম থেকে পাওয়া গেছে	—	৯টি

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটেলমেন্ট অপারেশন ফাইনাল হওয়ার পর এবং জমির রেকর্ড ফাইনালী পাবলিসড হবার পর এই ৯৫ ধারা প্রয়োগ সম্পূর্ণ বে-আইনী এটা সত্য কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—এই সম্পর্কে আমি এক্ষুনি কিছু বলতে পারছি না ।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে সংখ্যাটা দিলেন, এগুলি সব মিলালে পরে দেখা যাবে যে ৫০০ এর বেশী হয়ে গেছে, বাকীগুলির কি হল ?—সেগুলি কি রিজেক্টেড হয়েছে না পেন্ডিং আছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—এর মধ্যে ২৯১টি ডিসপোজড হয়ে গেছে ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭ ।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭ স্যার,

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া রাজনগর ব্লকাধীন ভৈরবনগর এলাকায় কি পরিমাণ জমি খাস পড়ে আছে ?

২) ঐ সকল খাস জমিতে সরকার আদিবাসী ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

উত্তর

১) ৮০০.১৮ একর জমি ।

২) ঐ খাস জমিতে আদিবাসী ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার এখনও কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই পরিমাণ ভূমি কারো বে-আইনি দখলে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,এটা এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আসে না ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই খাস ভূমি আদিবাসী বা ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—না দেওয়ার কোন কারণ নাই । এস, ডি, ও, দের কাছ থেকে এই রকম প্রপোজাল আসলে পরে সেটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে ।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই খাস ভূমিটা যদি রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে থাকে, তাহলে সরকার ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে বলতে পারে যে তুমি এই জায়গাটা ছেড়ে দাও এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দিলে পরে সেটা ভূমিহীন বা আদিবাসীদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে । কাজেই এর মধ্যে এস, ডি, ওদের কিছু করার আছে কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এস, ডি, ও, দের কাছ থেকে যদি প্রপোজাল আসে যে সেখানে কিছু খাস জমি আছে এবং সেটা বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে, তাহলে পর ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি যেটা আছে, সেটা বিচার বিবেচনা করে সরকারের কাছে সুপারিশ করলেই ঐ ভূমি ভূমিহীন অথবা আদিবাসীদের বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই এস, ডি, ও,দের কাছে আমরা কি ভাবে এ্যাপ্রোচ করলে পর এই ধরনের একটা প্রপোজাল আনতে পারি জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকার থেকে এস, ডি, ওদের বলা হয়েছে যে এই ধরণের যদি কোন খাস ভূমি পাওয়া যায় এবং সেখানে আদিবাসী বা ভুমিহীনদের জমি দেওয়া যায় কিনা, সেটা বিচার বিবেচনা করে জানাবার জন্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এস, ডি, ও মহাশয়দের কাছে কোন সালে এই প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ত্রিপুরা রাজ্যের জন্মের আগেই এই প্রস্তাব দেওয়া আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেহেতু এতদিন পর্য্যন্ত সেই রকম কোন প্রপোজাল সরকারের কাছে পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—স্যার, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা শুনতে বড় সুন্দর শোনা যায়। কিন্তু যিনি এই রকম কথা বলছেন, তিনি যদি এস, ডি, ওদের সংগে যোগাযোগ করেন, তাহলে কেন দেরী হচ্ছে, সেটাতো জেনে নিতে পারেন।

শ্রীতড়িত মোহনদাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেখানে ৩৫০ একর খাস জমি আছে এবং মাননীয় সদস্য বলছেন যে সেখানে বহু লোক ভূমিহীন হয়ে পড়ে আছে, কাজেই এই তথ্য এই হাউসে প্রস্তাবিত হওয়ার পর সরকার থেকে বা সরকারের ডিপার্টমেন্ট থেকে উদ্যোগ নিয়ে সেখানে ভূমিহীন বা আদিবাসীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোরচৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের হাতে যেটুকু জায়গা আসছে, সেটুকু তাদেরকে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৯।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭১ইং হইতে ১৯৭৩ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ১১,১৩২ ভূমিহীন পরিবার।

শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া :—ঐ সময়ের মধ্যে কতজন ভূমিহীন আবেদন করেছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্য এখানে নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এটার মহকুমা ভিত্তিক হিসাবটা দিতে পারেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— জিলা ভিত্তিক হিসাব হল পশ্চিম ত্রিপুরা ৩,১৫২ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা—৪,২৫৩, আর উত্তর ত্রিপুরাতে ৩,৪২৭।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে মোট কতজন ভূমিহীন আছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা মাননীয় সদস্য যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি উত্তর দিতে পারব। ত্রিপুরার সর্বমোট ৪৫,২১৪ জন ভূমিহীন পরিবারের লিষ্ট আমাদের কাছে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কি পদ্ধতিতে ভূমিহীণ সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যাদের ভূমি নাই তাদের ভূমিহীনের লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ভূমিহীনের সংখ্যা রাখার জন্য কি ব্যবস্থা আছে যে গ্রামে কতজন ভূমিহীন? আজকে যার ভূমি আছে কালকে সে ভূমিহীন হয়ে যেতে পারে। কাজেই এই সংখ্যা রাখার জন্য কোন দপ্তরের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া আছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা সাধারণতঃ সাব-ডিভিশন ওয়াইজ রাখা হয়। সেটা কখনও বাড়ে কখনও কমে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—গভর্ণমেন্টের কোন অরগেনাইজেশান আছে কিনা যারা গ্রামভিত্তিক সেই হিসাব রাখে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সেটা একটা রেকর্ড থাকে এবং স্থির করা হয়। ইন্‌স-পেকশান করা হয়, তহশীলদার অথবা রেভেনিউ ইনস্পেক্টার যারা তারা ঘুরে ঘুরে সেই হিসাব রাখে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—যে সংখ্যাটা দিয়েছেন সেটা কোন বছরের ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা ১৯৭১-৭০ সালের।

শ্রীবিমল ভূষণ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ভূমিহীনদের কতটুকু করে ভূমি দেওয়া হয় ?

মিঃ স্পীকার :—ইট শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—উনি যে বলেছেন ভূমিহীনের সংখ্যা, তার ভিতর কি জুমিয়াও আছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ভূমিহীন বলতে আমরা ঠিক জুমিয়াদের ইনক্লুড করি না। জুমিয়া ছাড়া।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭৩।

QUESTIONS	ANSWERS
1) Total number of people who would be affected by Dombur Hydel Project at Raima Sarma.	1) 2,845 families.

2) Total number of those who get compensation up till now in that area. — 2) 243 families.

3) Whether people who have not got compensation are among those who got evicted from that area in Dec. 1973 and in Jan. 1974. — 3) Yes.

4) If so, the reasons therefor ? — 4) The illegal occupants of the land are not eligible to get the compensation.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ২৪৩টি পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে ওটা ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অ্যাক্ট অনুসারে পেয়েছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যাদের নাকি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় সেটা ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অ্যাক্ট অনুসারে দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অ্যাক্টের সেকশান ২৩-তে এই ক্ষতিপূরণের কি কি প্রভিশান আছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সেই লিষ্ট আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এই সেকশানে শুধু জমি নয় ঘরবাড়ী, গাছপালা, ফসল এবং তার শিফটিং-এর খরচ, তার অকুপেশানে যদি ক্ষতি হয়, তার পূরণ ইত্যাদি দেওয়ার বিধান আছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—হ্যাঁ, সেই সমস্ত বিধানগুলি আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে এই যে ২৪৩টি পরিবার তাদের ঘরবাড়ীর ক্ষতিপূরণ, গাছপালার ক্ষতিপূরণ, ফসলের ক্ষতিপূরণ এবং শিফটিং ও তাদের [illegible] ক্রপের ক্ষতিপূরণ, এই সমস্ত আলাদা আলাদা হিসাব করে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান এর নিয়ম অনুসারে যেভাবে অ্যাসেস করে দেওয়ার কথা সেইভাবে অ্যাসেস করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই এলাকাতে যারা ৩০ বছরের বেশী আছে এবং মহারাজার আমলের দাখিলা দেখিয়েছে তারাও ক্ষতিপূরণ পায় নি এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩০ বছরের উপর যারা রয়েছে এবং দাখিলা দেখিয়েছে সরকারকে এই রকম লোক যাদের নাকি জোত হিসাবে দেখানো হয়েছে এইরকম লোক ক্ষতিপূরণ পায় নাই সেটা জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে কত বছর খাস জমিতে থাকলে সেটিতে স্বোত্ত সত্ত তাদের স্বীকৃত হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় খাস জমিতে ১২ বছর থাকলে (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অনুমান করে উত্তর দেওয়াটা ঠিক নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কারণ আপনারাতো মানুষকে ঠকিয়ে এসেছেন কাজেই ঠকাবার আইনটা ভালভাবে জানেন। আর আসল আইনটা জানেন না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতক্ষণ পর্যান্ত ..

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ঠকাবার আইনটা খুব জানা আছে

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকার বন্দোবস্ত না দেয় ততক্ষণ পর্যান্ত কোন সময়ই জমির মালিক হতে পারা যায় না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে ২,৮৪৫টি ছিল—এত পরিবার যে অঞ্চলে বাস করছে তাদের ভূমি বন্দোবস্ত না হওয়ার কারণটা কি। কি কারণে আজকে তারা ক্ষতিপূরণ পেল না ? সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের গাফিলতির জন্যই এই লোকগুলির ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হল কি না সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আলোকপাত করবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে কিছু পরিবার আছে যারা নাকি অন্য কোথাও থেকে—বেশী দিন হয়নি এখানে এসেছে। আগে অন্য কোথাও ছিল এখানে সিফট করে এসেছে আর কিছু আছে ট্রাইবেল যারা করেই থেকে বন্দোবস্ত পায় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি এই এলাকার মধ্যে কিছু রিফিউজি সেটেলড হয়েছিল কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু কিছু রিফিউজিকে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেটি আমার জানা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই কথা বলবেন কি যে ওখানকার আদিবাসী-দের থেকে রিফিউজিরা আগেকার লোক কি না ? অর্থাৎ যারা রিফিউজি তারা আগে এসেছে —যাদের আগে সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, না আদিবাসীরা আগে থেকে ছিল ? রিফিউজিরা ক্ষতিপূরণ পাবে সেটি কি করে হল মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আদিবাসী হলেই যে সেখানকার পুরানো অধিবাসী হবে তার কোন মানে নেই। কারণ ওরা শিফট করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায় তারপর আবার ফিরে আসে। স্থিরভাবে তারা বস-বাস কোথাও করে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই খবর নিয়ে দেখবেন কি, ১০ বছর আগেকার যে সেনসাস অপারেশান তাতে ঐ এলাকার জনসংখ্যা কত নির্দ্ধারিত হয়েছে ? এটাও তো একটা পদ্ধতি যে সেখানে কোন লোক ছিল কি না, না খালি পড়ে ছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটি আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে তাদের যে এভিক্ট করা হয়েছে তাদের ক'দিনের নোটিশ দিয়ে এভিক্ট করা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩ বছর আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এত অসত্য বলবেন না—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে ৭ দিনের নোটিশে তাদের এভিক্ট করা হয়েছে ? এবং সেই ৭ দিনের নোটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে পেশ করা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে থেকেই ওদের সরে যেতে বলা হয়েছে এবং কমপেনসেশানের টাকাও দেওয়া হয়েছে। তারপরেও যদি উনারা না যায় এবং আবার রিমাইণ্ডও করে দেওয়া হয়েছে, কাজেই সেটা সরকারের অপরাধ নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে সরকারের কাছে যারা ৩০ বছরেরও আগে থেকে এখানে আছে তার লিষ্ট দাখিল করা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা এখানকার পুরানো অধিবাসী আছে তারা একুইজিশানের টাকা পেয়েছে। আমার সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছে যে যারা ৩০ বছর আগেকার পুরানো অধিবাসী তাদের নূতন করে জীবন যাত্রা সুরু করার জন্য যা যা প্রয়োজন হতে পারে সবই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ল্যাণ্ড একুইজিশানের যে ক্ষতিপূরণের টাকাটা দেওয়া হয় সেটি ওদের এলাকায় দেওয়া হয়, না অন্য কোথাও থেকে দেওয়া হয় ? ল্যাণ্ড একুইজিশানের অফিসটা কোথায় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদয়পুরে সেই অফিস আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে উদয়পুর থেকে রাইমা শর্মা কত মাইল দূর এবং ট্রেন্সপোর্ট কি আছে এবং সেখান থেকে টাকা নেওয়ার জন্য আসতে তাদের কত টাকা খরচ হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের সংগে এই প্রশ্নের যোগাযোগ নেই (ইনটারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ—রাইমা থেকে উদয়পুরের দূরত্ব কত এটা তিনি করতে পারেন...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আচ্ছা ঠিক আছে—যেটি করতে পারি সেটিই করছি। মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি রাইমা থেকে উদয়পুর কমপেনসেসান অফিসে আসতে হলে তাদের একদিন থাকতে হয় এবং এটা যদি রাইমাতে থাকত তাহলে এই হয়রানি থেকে তারা অব্যাহতি পেতেন এবং তাদের অনেক টাকা বেঁচে যেত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা নিশ্চয়ই এই টাকা যদি তাদের বাড়ীতে নিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খুব ভাল হয়। সেটি আমি জানি। কিন্তু প্রত্যেকটি সাবডিভিশনেই দূরতম এলাকা আছে এবং সেইসব এলাকা থেকে অফিস থেকেই টাকা নিতে হয়। নুতন করে নিয়ম করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যারা বে-আইনীভাবে দখল করে আছে এবং যাদের উচ্ছেদ হয়েছে তারা এই দেশের নাগরিক কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বোধহয় রিলিভেন্ট নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—না, এটা তিনি করতে পারেন না।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যারা, বে-আইনী ভাবে দখল করে আছে, জোর করে তাদের ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়ার পর তাদের কমপেনসেশান না পাওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম জোর করে কারও ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে সেটি আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে যারা আন-অথরাইজড অকোপেন্ট তারাও রিমুভেল কষ্ট পাওয়ার আইনত যোগ্য কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনত তাদের যতখানি সাহায্য দেওয়া দরকার সেটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কি কি সাহায্য সেই সমস্ত লোকগুলিকে দেওয়া হয়েছে। (ইন্টারপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এই সাপ্লিমেন্টারীটা এলাও করা হউক। ১৫ হাজার লোকের জীবন নিয়ে খেলছেন উনারা। কাজেই আমি রিকুয়েষ্ট করছি...

মিঃ স্পীকার :—আমিও এলাও করছি।...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—একটা কোয়েশ্চানেরও সত্যি সত্যি আনসার দিতে পারছেন না. উনি...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—১৫ হাজার লোকের জীবন নিয়ে যেমন আমরা খেলছি তেমনি আমরা তাদের জীবন যাতে রক্ষা পায় সেটাও আমরাই করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ২৮ হাজার ভূমিহীন ছিল তারা এখান থেকে উঠে যাচ্ছে, তাদের যদি কমপেন্‌সেশান না দেওয়া হয় তাহলে সরকার কিভাবে সাহায্য এবং পুনর্বাসন করছেন এই সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি না? যদি তাদের বিকল্প জায়গা দেওয়ার প্রস্তাব সরকারের থাকে সেটি কোথায় এবং এই বিষয়ে সরকার কি চিন্তা করছেন সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নের মধ্যে এত ডিটেলস থাকলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। উনি যদি অন্যভাবে জানতে চান তাহলে ব্যবস্থা করতে পারি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যারা খাস জমিতে দখলকার হিসাবে গেজেট নোটিফায়েড হয়েছেন তাদের কবে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন? (কোন উত্তর নাই—একটু পরে) যারা আনঅথরাইজড বলে গেজেটে নোটিফায়েড হয়েছে তাদের অথরাইজড অকোপেন্ট বলে সরকার স্বীকার করে নেবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের অথরাইজড অকোপেনট বলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তাদের নূতন জমি দিয়ে নূতনভাবে যাতে বাঁচতে পারে এটা সরকারের দায়িত্ব এবং সেটি সরকার অবিলম্বে করবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাধারমণ নাথ

শ্রীরাধারমণ নাথ :—কোয়েশ্চান নম্বর ৫৪।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নম্বর ৫৪।

প্রশ্ন

১) উক্ত বিভাগীয় তদন্ত শেষ হয়ে থাকলে তাহার রিপোর্ট এর সারমর্ম?

২) যদি ঐ তদন্ত এখনও শেষ না হয়ে থাকে তবে কতদিনে শেষ হবে?

উত্তর

১) তদন্তের রিপোর্ট সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) এই বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র সম্ভব নেওয়া হইবে।

Mr. Speaker :—Question hour is over. Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unsterred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

CALLING ATTENTION NOTICE

There are 2 (two) Calling Attention Notices to which the Ministers concerned agreed to make statement to-day, the 22nd March, 1974.

First I would call on the Minister-in-charge of the Home Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Tapas Dey ..

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এইটার উত্তর দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি সমস্ত মেটেরিয়ালস এখনও কালেকশন করতে পারি নাই। আমি নেক্সট ডেতে দিব।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় যে বললেন নেকষ্ট ডেতে দিবেন, কবে ?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—অন মনডে নেক্‌ষ্ট।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে যারা যারা আছি, আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আপনাদের অসুবিধা দূর করার জন্য চেষ্টা করবো।

The Minister was agreed to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Sunil Chandra Dutta & Shri Amarendra Sarma on—

"কমলপুর মহকুমার বালিগাঁও-এর কতিপয় গ্রামবাসীকে ১৮ই মার্চ রাত্রিবেলা ৯৩ নং বি, এস, এফ, এর সি, কোম্পানীএর লোকদের গুরুতরভাবে প্রহার করা সম্পর্কে এবং গত ১৮ই মার্চ রাত্রিবেলা ধর্মনগরের রাঘনা গ্রামের গ্রামবাসীদের উপর বি, এস, এফ, এর অত্যাচার ও নারী নিগ্রহ সম্পর্কে।"

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমলপুর মহকুমায় বালিগাঁও এর কতিপয় গ্রামবাসীকে ১৮ই মার্চ রাত্রিবেলা ৯৩নং বি, এস, এফ এর সি, কোম্পানী-এর লোকদের গুরুতরভাবে প্রহার করা সম্পর্কে এবং গত ১৮ই মার্চ রাত্রিবেলা ধর্মনগরের রাঘনা গ্রামের গ্রামবাসীদের উপর বি,এস,এফএর অত্যাচার ও নারী নিগ্রহ সম্পর্কে। এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা যতটুকু খবর সংগ্রহ করেছি তাই বলছি।

বালিগাঁও

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১৮ই মার্চ ১৯৭৪ইং রাত ৮-৩০ মি: থেকে ৯টার মধ্যে কমল-বালিগাঁও রাস্তার উপর একটি রিকসা ভাড়া নিয়ে তিনজন বি,এস, এফ-এর লোক এবং কতিপয় লোকের মধ্যে বচসা হয়। বি, এস, এফ, এর লোকেরা দাবী করে যে তাহারা রিকসাটি ভারা করিয়াছে। অন্যদিকে জনতার মধ্যেও কয়েকজন লোক অনুরূপ দাবী করে। এর ফলে তাহা-দের মধ্যে অনেক প্রবল বাগবিতণ্ডা চলে। এই বাগ বিতণ্ডার পরে উভয় পক্ষের মধ্যেই হাতা-হাতিতে পর্য্যবসিত হয়। ফলে উভয় পক্ষেই কয়েকজন আহত হয়। ঘটনায় আহত শ্রীতুলসী নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কমলপুর থানায় বি, এস, এফ, এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। উক্ত অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩২৫ ধারায় কমলপুর থানায় নং ৭(৩)৭৪ মোকদ্দমা এতেলাভুক্ত করা হয়। কিছুক্ষণ পরেই বালিগাঁও বি, এস, এফ, পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসার এস, আই শ্রীকুসেন সিং কমলপুর থানায় বি, এস, এফ, এর পক্ষ হইতে অভিযোগ দায়ের করেন। এই পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৭।১৪৯।৩২৩ ধারা অনুসারে নং ৮(৩)৭৪ মোকদ্দমা উক্ত থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়। উভয় অভিযোগটি তদন্তাধীন তথা বিচারাধীন আছে। অতএব জনস্বার্থের খাতিরে অধিকতর তথ্য পরিবেশনের সুবিধা হইল না।

রাঘনা

গত ১৯।৩।৭৪ইং শ্রীনীলমণি সিংএর অভিযোগের মূলে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩৮৫।৩৬৮।৩২৩।৩৯২।৩৪ ধারা মূলে ৩(৩)৭৪নং মোকদ্দমা রেজিস্ট্রী হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ধর্মনগর থানার রাধনা গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী থাম্বুল সিং ও তাহারই দুই গ্রাম্য প্রতিবেশী শ্রীনীলমণি সিং ও শ্রীনন্দ কিশোর সিং-এর নিকট ১৬।৩।৭৪ইং তারিখে রেজেস্ট্রীকৃত দলীলমূলে দুই কানী ভূমি বিক্রয় করে। এই লেনদেন শ্রীবিন্দু সিং এবং তাহার ভাই (যাহারা এই ঘটনায় অভিযুক্ত) এর পছন্দ হয় নাই। শ্রীমতি পূর্ণিমা সিং সর্বশ্রী সমর জিত সিং, বীরেন্দ্র সিং, মদন মোহন সিং এবং সুধাংশু সিং-এর সহায়তায় উল্লিখিত বিন্দু সিং ও তাহার ভাই রাধনার বি, এস, এফ, পোষ্ট-এর এস, আই, শ্রীযোশেফ, একজন নায়েক এবং চার জন কনেষ্টবলের সাহচর্য্য লাভ করে। তাহারা সকলে মিলিয়া ১৮।৩।৭৪ইং তারিখে রাত্রি ১১।১২ টার সময় অভিযোগকারী শ্রীনীলমণি সিং, সর্বশ্রী নন্দকিশোর সিং, মদনমোহন সিং, রাজকুমার সিং এবং নন্দকুমার সিং-এর বাড়ীতে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিন্দু সিং এর (যাহার নামে অভিযোগ করা হইয়াছে) বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাহাদিগকে দাড় দিয়া বাঁধিয়া গুরুতরভাবে প্রহার করে। এই সংবাদ পাইয়া গ্রাম প্রধান সেখানে আসেন। যাহাদের নামে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে তাহারা শ্রীনীলমণি সিং (অভিযোগকারী) ও শ্রীনন্দকিশোর সিং-এর নিকট হইতে তাদের হেফাজতে থাকা অবস্থায় রেজিষ্ট্রীকৃত শ্রীমতি তাম্বুল সিং হইতে ক্রীত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এই মর্মে বলপূর্ব্বক প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। তৎপর অভি-যোগকারী নীলমণি সিং এবং অন্যান্যকে বি, এস, এফ এর লোকেরা ও অন্যান্যরা ছাড়িয়া দেয়। এস্থলে উল্লেখ করা করা যায় যে অভিযোগকারী তাহার লিখিত অভিযোগে বি, এস, এফ, কর্তৃক কোন নারী নিগ্রহ হইয়াছে এইরূপ কোন অভিযোগ করেন নাই। ১৯।৩।৭৪ইং মোকদ্দমায় নং ৩(৩)৭৪ইং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩৫২।৪৬৫।৩২৩।৩৪২।৩৪ মূলে লিপিবদ্ধ করা হয়। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে। অতএব জনস্বার্থের খাতিরে অধিকতর তথ্য পরিবেশনের সুবিধা হইল না।

শ্রীসুনীল দত্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে মামলা বিচারাধীন আছে, পুলিশ চার্জশীট দেওয়ার পূর্ব্বে মামলা বিচারাধীন হয় কি না ? ওয়েদার ইট ইজ সাবজুডিস অ্যাট দিস ষ্টেজ, এফ, আই, আর, দেওয়া মাত্র সেইটা বিচারাধীন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেখানে এইটা থানাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যখন সেইটার তদন্ত করা হবে এবং তারপর সেইটাকে চার্জ-শিট দেওয়া হবে। তদন্ত কমপ্লিট হলে তারপর সেগুলি করা হবে।

শ্রীসুনীল দত্ত ঃ—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তুলসী চক্রবর্তী প্রথমে থানায় কেস দেন তার পরবর্তীকালে বি, এস, এফের যে অফিসার ইনচার্জ তিনিও থানাতে অ্যান্ট্রি দিয়েছেন, আমার পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন হচ্ছে যে বি, এস, এফের লোকেরা আমাদের বর্ডার রক্ষা করার জন্য সেখানে গ্রামের লোককে পিটাবার অধিকার তাদেরকে কে দিল ? গ্রামবাসীকে পার্টিকুলারলি নট অ্যাট অল অন দি লাইন অব বর্ডার, বাঁলিগাও তো বর্ডার ভিলেজ না, গ্রামবাসীকে বর্ডারে হামলা করার অধিকার তাদেরকে কে দিল এবং এই হামলা কেন হলো ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনা সম্পর্কে আমি বলছি যে একটা রিক্সা ভাড়া নিয়ে দুই দলের মধ্যে ঘটনাটা হয়েছে কাজেই বি, এস. এফ ছাড়া অন্য কেউও হতে পারতো। সুতরাং সাধারণ নাগরিক হিসাবে তাদের নামেও কেস দেওয়া হয়েছে এবং উভয়েই উভয়ের নামে কেস দিয়েছে। এইটা বি, এস, এফের বর্ডার রক্ষা করার সংগে কোন যোগাযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীসুনীল দত্ত :—বি, এস, এফের কোন কর্মীকে সাসপেনশন করা হয়েছে কি না? এই ঘটনার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছে-এদের কাউকে সাসপেনশন করা হয়েছে কি না?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম সাসপেনশন করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানেন কি যে বর্ডার এলাকা ছাড়া ইনটেরিয়ারে বি, এস. এফ, সি, আর, পি, রাখার ফলে এই ধরণের বহু ঘটনা ঘটেছে এটা অবগত আছেন কি না?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মানুষ যখন মানুষের সংগে থাকে, ঘটনা কিছু ঘটবেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা অত্যন্ত আপত্তিকর, এইটা মানুষের ব্যাপার নয়, একটা আরমস স্কুয়ার, সরকারী ক্ষমতা নিয়ে আজ ধর্মনগরের টাউনের বুকে কোন মেয়ে, মাননীয় সদস্য ব্যানার্জী বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন কোন মেয়ে ওয়েলের কাছে আসতে পারে না, এই পি, ডবলিউ কোয়াটারের সামনে দিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না, এমন রাত্র যায় না যে ঘটনা না হয়, আর উনি বলছেন যে এইটা স্বাভাবিক কথা মানুষের কাছে মানুষ থাকলে এই রকম ঘটনা হয়। একটা আরমস স্কুয়ার সরকারী ক্ষমতা নিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করছে, মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, উনি বলছেন যে এইটা সাধারণ, এইটা অত্যন্ত আপত্তিকর কথা। আমি অত্যন্ত ষ্ট্রংগ অবজেক্ট টু দিস। সাধারণ লোক টেনে নিয়ে যায়, আজকে একজন লোকের হাতে আপনি আরমস দেন? একজন রেসপনছিব্যাল মিনিষ্টার হয়ে এইরকম একটা ইরেস-পনসিব্যাল ষ্ট্যাটমেন্ট করতে পারেন আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। মানুষের বাড়ী গিয়ে মেয়ে টেনে নিয়ে আনে, হি কুড নট টেক নোট অব ইট, হি সোড বি এলার্মড এবাউট ইট ফর সাচ ইনসিডেন্ট, এই রকম ঘটনা আজকে ত্রিপুরার সর্বত্র চলছে, ইন্-স্টীড অব টেকিং নোট অব ইট, হি ইজ অ্যান অ্যাকসট্রা অর্ডিনারী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নারী নিগ্রহ হয়েছে বলে, এই রকম কোন খবর আমাদের কাছে আসে নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যখন বলছেন, আমি সেটা শুনছি। উনি যখন অসত্যকে সত্য বলে একটা বাহবা নেওয়ার চেষ্টা করেন, আমরা সেটা এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে করতে পারি না। আমরা যেটা সত্য, তাকে প্রমাণ করছি এবং আইনমত সেটাকে সাবষ্টেনসিয়েট করার আমাদের যত রকম ব্যবস্থা আছে, সেটা আমরা করব। অন্যায় কেউ করে থাকে, আজকে তাদের হাতে অস্ত্র থাক আর না থাক আমাদের প্রত্যেকের

বিচার করবার ব্যবস্থা আছে। আজকে যদি কোন ভদ্রলোক যদি নারী নিগ্রহ করে, তার যে রকম বিচার হবে, আমার বি, এস, এফ, সি, আর, পি যদি নারী নিগ্রহ করে তাহলে তাদের ক্ষেত্রেও ঐ রকম বিচার হবে। সমস্ত ত্রিপুরাতে নারী নিগ্রহের ব্যাপারে উনাদের কাছে খবর এসে পৌঁছায় না। কারণ উনারা অসত্যকে সত্য বলে বাহবা পাওয়ার জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ইউ আর এনকারেজিং ইট। একটা জাগায়ও পানিসমেন্ট দেন নি, আপনার কংগ্রেসের লোক সেখানে গিয়ে দেখে এসেছে, কোয়াট পানিসমেন্ট হ্যাভ ইউ গিভেন? বরং তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, যে বলাৎকার করতে গিয়েছিল।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন নাগরিক যদি বলাৎকার করে আইনগতভাবে বেঁচে আসতে পারে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন অধিকার কারো নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাধনা গ্রামের ব্যাপারে বলেছেন যে কয়েকজনকে একটা বাড়ীতে বেঁধে সি, আর, পি-রা মারপিট করেছে। একজন লোক খবর দেওয়া মাত্র, সি, আর, পিরা কার আদেশে এভাবে গিয়ে, তাদের কমাডেন্টের আদেশ নিশ্চয় ছিল এবং সেই আদেশ অনুযায়ী তারা মারপিট করেছে। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলছেন বিচারাধীন আছে, এটা কি এখনও থানাতে বিচারাধীন না তাদের ডিপাটমেণ্টাল তদন্ত চলছে, জানাবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ষ্টেটমেণ্টে বলেছি যে ঘটনাটা তদন্তাধীন আছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে বলেছেন যে রেবা যিনি করেছেন, তিনি যদি বেঁচে আসতে পারেন, তাহলে কারোর কিছু করার নাই। এটা দেশের কোন আইনের দ্বারা বলে লোকটা বেঁচে আসতে পারে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি? এবং যদি এই রকম আইন না থাকে, তাহলে ষ্টেটমেণ্ট করার সময় তিনি যেন অন্তত তল্লাসী করেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেউ যদি কারো নামে অভিযোগ করে যে বলাৎকার করেছে, তাতেই তার শাস্তি হয়ে যাবে, তা কখনও হতে পারে না। সুতরাং আইনে কিংবা তদন্তে যদি প্রকাশ পায় এবং আইনগতভাবে যদি প্রমাণ হয় যে তিনি সেটা করেন নি, তাহলে তক্ষুনি তিনি মুক্তি পেয়ে আসেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে কয়জন সি, আর, পির বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা হয়েছে, এই কেসের জন্য?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্নটা কি কানেকটেড?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, সি, আর, পি, অত্যাচার করলো, তাই আমরা জানতে চাইছি, এর জন্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ষ্টেপ নিয়েছেন কিনা?

মিঃ স্পীকার :—সি, আর, পি, নয়, বি, এস, এফ বলুন?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ইয়েস স্যার, আই এ্যাম টু কারেক্ট ইট। কয়জন বি, এস, এফের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন, আইদার বিফোর দি পুলিশ অর বিফোর দি কোর্ট?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ করা হয়েছে, তখন ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে। তদন্তে যদি দেখা যায় তাদের মধ্যে কেউ বে-আইনীভাবে ইমপ্লিকেটেড, তাহলে নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে ষ্টেপ নেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাই যে একজনের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ আনা হয়েছে কিনা আইদার বিফোর দি পুলিশ আর বিফোর দি কোর্ট ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বালিগাঁওর ঘটনার যে ষ্টেটমেণ্ট দিলাম, তাতে দেখা যায় যে তুলসী ভট্টাচার্য মশায় যে রকম কমপ্লেইন করেছে এবং বি. এস, এফের ইনসপেক্টার যে অভিযোগ করেছেন তাদের দুই জনের কেসই তদন্তাধীন আছে। সুতরাং একইভাবে তারা দুই জনে ব্যবহার পাচ্ছেন অর্থাৎ একইভাবে ট্রিটেড হচ্ছেন। তাতে আমরা দুই রকম কিছু দেখছি না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ষ্টেটমেণ্টে বলেছেন যে তুলসী বাবু আগে নালিশ দায়ের করেছেন এবং পরবর্তীকালে টু সেভ দেয়ার ওন স্কীন যদি তারা মামলা দায়ের করেন, তাহলে দুইটি একটি ব্যাপার হল কিনা—একজন সশস্ত্র আর একজন নিরীহ গ্রামবাসী, এটা কি করে সম্ভবপর হয় যে তারা একই বিচার পাবে ? মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলবেন কি যে আমি আসামী হয়ে পরবর্তীকালে টু সেভ মাই স্কীন একটা মামলা দায়ের করলাম, তার অর্থ কি তুলসী বাবু দোষী যিনি প্রহার খেলেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন নায়েব ও ৪ জন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে এফ. আই. আর. হয়েছে এবং সেই এফ. আই. আর, মূলে তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেওয়া হবে।

Mr. Speaker :—Next business before the House is consideration and passing of "The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974). I would call on the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

শ্রীঅনিল সরকার :—স্পীকার স্যার, এই হাউসের বিজনেস সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে। আমরা লক্ষ্য করছি আজকে যেখানে জেনারেল ডিসকাশন শুরু হওয়ার কথা সেখানে ল্যাণ্ড রিফর্মস বিলের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিলকে আনা হয়েছে। এটা বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির সংগে কোন পরামর্শ করা হয় নি, বা এই হাউসের কোন মতামত নেওয়া হয় নি। তারপর ২নং আমি দেখছি যে ফিফথ এপ্রিলে আমাদের বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির মতে প্রাইভেট মেম্বার ডে ছিল। কিন্তু এখন নূতন করে পরিবর্তিত যে লিষ্ট অব বিজনেস হাউসে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ফিফথ এপ্রিলের প্রাইভেট মেম্বার্স ডে-টা কেটে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে প্রাইভেট মেম্বার্স বিজিনেসটা সংসদীয় পদ্ধতিতে সদস্যদের একটা অধিকার. এটা তাদের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন, তারা এই দিনে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, অথচ তাদের সেই অধিকারকে কেটে দেওয়া হয়েছে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির সংগে কোন পরামর্শ বা আলোচনা না করে। এটাতে আমার আপত্তি আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমাদের তো প্রত্যেকটি ফ্রাই-ডে হচ্ছে প্রাইভেট মেম্বার্স' ডে। একটা ফ্রাই ডে যদি কেটে দেওয়া হয়, তাহলে এক সপ্তাহে দুই দিন দিতে হবে অর্থাৎ প্রাইভেট মেম্বার্স' বিজনেস সপ্তাহে দুইদিন হতে পারে। আমি জানতে চাইছি যে কয়টা ফ্রাই ডে আছে আমাদের বর্তমান প্রগ্রামের মধ্যে এবং সেই ফ্রাই ডে গুলিতে যদি আমরা প্রাইভেট মেম্বার্স' বিজনেস না করি তাহলে সমান সংখ্যক প্রাইভেট মেম্বার্স ডে প্রগ্রামের মধ্যে রাখা হয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—৯, ১০ এবং ১১ এই ৩ দিনই প্রাইভেট মেম্বার্স-ডে রাখা হয়েছে। এটা বোধ হয় আপনাদের কাছে সার্কুলেটেড হয়ে গেছে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ১ সপ্তাহের ফ্রাই-ডে হয়ে গেছে, আর ৩টা ফ্রাই-ডে প্রগ্রামের মধ্যে রাখা হয়েছে। আর সেদিন মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই কথা উত্থাপন করেছিলেন যে স্লাইট এ্যাডজাষ্টমেন্ট যেটা করা হয়েছে, সেটা হাউসের অনুমোদন নিয়ে ২০ তারিখে করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, এটা সম্বন্ধে বলা কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম না। একটা ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের মতন—

মিঃ স্পীকার :—ল্যাণ্ড রিফর্মে ৪ ঘন্টার জায়গায় ৭ ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাত দিনও যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে বক্তৃতা দিতে পারব না। এটা আগে থেকে না তৈরী হয়ে যদি আসি তাহলে কি করে বক্তৃতা দেওয়া যাবে ? সেটা ৯ তারিখের জায়গায় এনে দিলেন ২২ তারিখে। একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট করতে আমার কয়দিন লাগে ? যদি বলেন যে অ্যামেণ্ডমেন্ট লাগবে না, আমরা যা খুশী তা পাশ করিয়ে নিয়ে যাব—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি যা বলছেন আমি তাতে এক্সেপশান নিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনি তো আমাদের একেবারে বাজে লোক বলে মনে করছেন।

মিঃ স্পীকার :—নো আই কনসিডার অল দি মেম্বারস অ্যাজ অনারেবল মেম্বার্স।

শ্রীঅনিল সরকার :—জেনারেল ডিসকাশন করে আমরা সময় পাব ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্টের উপর আলোচনা করার। তারপর আমরা ২১ তারিখে এসে শুনলাম যে এটা ২২ তারিখে চলে গেছে। এমন কোন ঘটনা এখানে কিছুতেই ঘটে নাই যে ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্টের উপর আলোচনা ২২ তারিখে নিয়ে আসতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—সময় তো দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কি করে দেওয়া হয়েছে ? আপনি তো আমাদের জেনারেল ডিসকাশন করতেও দিবেন না।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের উপর কোন রকম অন্যায় অবিচার আমি করি নি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, রাত্রি ৯টায় আমরা প্রোগ্রাম পেয়েছি। তারপর এটা কি করে সম্ভব হয় ?

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার্স আপনাদের অ্যাপ্রোভ্যাল নিয়েই এটা করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—না, আমি সেটা স্বীকার করি না। আমি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে আছি। আমি জানি না।

মি: স্পীকার :—আপনারা সবাই যদি একসংগে কথা বলেন, হাউ ক্যান আই স্পীক? অনারেবল মেম্বার অব দি অপোজিশান, আপনি তো সেদিন হাউসে অনুপস্থিত ছিলেন। আমি সেটা হাউসে পরিষ্কার বলেছি। (ইন্টারাপশান)

(Speaker Stands)

Mr. Speaker :—You please take your seat. You should not speak when the Speaker stands.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, it is very much objectionable.

Next Business before the House is consideration of 'The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974). I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion for consideration of the bill.

Shri D. K. Choudhury :—(Finance Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move "That the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974) be taken into consideration at once.

Shri Bajuban Riyan :—Hon'ble Speaker, Sir, এক্ষুনি অর্থমন্ত্রী যে মোশনটা মুভ করলেন এই মোশনের উপর আমি একটা সংশোধনী আনছি।

"I beg to give a notice of amendment to the motion of Finance Minister, The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second amendment) Bill, 1974 be circulated for eliciting public openion by January, 1975."

Mr. Speaker :—Now there is an amendment on the consideration of Motion moved by Shri Bajuban Riyan. Now, I am going to put the amendment to vote for decision of the House.

Now (interruption) পড়ছি আমি, এক মিনিট (ইন্টারাপশান)

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমার কোন মোশনটা (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—ডিসকাশান হবে এই বিলটা আমরা (ইন্টারাপশান) স্যার, এতবড় একটা বিল আমাদের হাউসে (ইন্টারাপশান)

মি: স্পীকার :—আই হ্যাভ এগ্রিড (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, আমার একটু কথা আছে (ইন্টারাপশান) এই বিলটা ইন্ট্রোডিউসড হল (ইন্টারাপশান)

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা সার্কুলেশানের জন্য পাবলিক ওপিনিয়ন সংগ্রহার্থে সার্কুলেশানের জন্য এটাকে এনেছেন। ঐ বৈজ এখনো আসেনি (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—কনসিডারেশান ষ্টেজে আলোচনা হবে, তারপর ভোটে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—না, ভোটে দিচ্ছি নাতো? এমেণ্ডমেন্টটা কি এনেছেন আগে শুনে নিন। এমেণ্ডমেন্ট হচ্ছে The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 be circulated for cliciting public opsnion by January. 1975. This is the amendment on the Motion.

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলেও এটাতে ডিস্কাস্ড হবে? এই যে কনসিডারেশন হল—আমার কথা হল মিনিষ্টার যে বিলটি আনলেন তিনি এটা এক্সপ্লেন করবেন হোয়াট আর দি সিগ্নিফিকেন্ট ফিচার। তারপর উনারা উনাদের বক্তব্য রাখবেন তখন কনসিডারেশন ষ্টেজে এটা পাবলিক ওপিনিয়নের জন্য সার্কুলেশানের জন্য যাবে কি যাবে না অথবা সেটি সেখানেই ভোটে ডিসাইডেড হবে।

মিঃ স্পীকার :—অলরেডি আই হ্যাভ এগ্রেড

Shri Nripendra Chakraborty :—Hon'ble Minister should explain the objects of the Bill and after that we will speak on the Motion.

Mr. Speaker :—এটাও at the time of consideration, করবেন। Minister will speak.

Now you may rise your discussion.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার মোশনটা মুভ করছি ত্রিপুরার জনতার সার্থকে লক্ষ্য করেই। আমরা জানি অনেক আগে ১৯৬০ সনের পর ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট চালু হল। সেটি চালু হওয়ার পর আমরা দেখেছি এই আইনটা ত্রিপুরার সমগ্র কৃষকের সার্থকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং রক্ষা করতে পারছে না। যদিও আমরা জানি যে এই সরকারের ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন না করা পর্য্যন্ত এই দরিদ্র কৃষকদের উপকার হবে না। এটা আমরা জানি। তবুও এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষির উন্নতি করলে পর জনতা রিলিফ পাবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিলটি হাউসে এসেছে। সেটি খুব ভাল কথা আমরা চাই এটা সংশোধন হউক। কিন্তু সংগে সংগে এটাও দাবি করছি যে এই কনসিডারেশান ষ্টেজে এই হাউসে থাকুক। এটা আমরা চাই আগামী জানুয়ারী ১৯৭৫ ইং পর্য্যন্ত এই বিলটা হাউসে লেয়িং অবস্থা থাকুক এবং এই হাউস ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের মতামত যাচাই করে এবং যারা লিখিতভাবে দিতে পারবে তারা লিখিত ভাবে দেবে। তারপর আইনে যে ব্যবস্থা আছে তা করার জন্য হাউসে আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—এনিবডি নেক্সট?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই বিলটা গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—এটা অর্ডিনেন্স হয়েছে বাই গেজেট (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—অনারেবল স্পীকারের দায়িত্ব এটা দেখা যে গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে কি না।

মিঃ স্পীকার :—আমাদের রুল অনুসারে গেজেট নোটিফিকেশানের জন্য আমরা (ইনটারাপশান)

Shri Nripendra Chakraborty :—Can any body inform the House whether the Bill has heen notified in the gazette ? একটা বিল গেজেটে নোটিফায়েড হবে না আর সংগে সংগে আমরা হাত তুলে বসে আছি। কি হচ্ছে একটু দেখা দরকার। আমি এই সপ্তাহের গেজেট দেখে এসেছি কিছুই নেই আর এখানে তাড়াতাড়ি পাশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা বিলকে! (একটু পরে) No body can help you Sir, no body can help you. কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারেনা।..

মিঃ স্পীকার :—নো, মিনিষ্টার উইল রিপ্লাই টুডে...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কাজেই আগে গেজেট নোটিফিকেশান হউক তারপর আমরা আলোচনা করব।

শ্রীঅনিল সরকার :—ওরা প্রস্তুত হয়ে আসেনি। শুধু হাত তুললেই হয় না। হাউসকে ডুবিয়ে দিতে চান উনারা। একেবারে সর্বহারা করে দিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি বলছি আজকে এই বিজনেস পোস্টপণ্ড করুন এবং ৯ তারিখে এটা ছিল ৯ তারিখেই নিয়ে যান। এবং হাউসে অন্য বিজনেস নিয়ে আসুন আমরা এগ্রি করব। জেনারেল ডিসকাশান অন দি বাজেট আগে হউক। দিস ইজ মাই প্রপোজ্যাল। এবং ৯ তারিখের মধ্যে অনারেবল মিনিষ্টার এটাকে গেজেটে পাবলিশ করিয়ে নেবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্ডিন্যান্স গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছে কাজেই বিলটা গেজেট নোটিফিকেশানের দরকার নাই।

Shri Nripendra Chakraborty :—Ordinance has nothing to do with the Bill. That is a separate thing—what have to do with the Ordinance—We have nothing to do with the Ordinance (interruption) that I know (interruption)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই বিলটা গেজেট নোটিফিকেশান হওয়া প্রয়োজন আছে মনে হয় না...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—হয় না ? কোন আইনে হয় না (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এটা হাউসে ইনট্রোডিউস হয়েছে। এখন এই মুহূর্তে মন্ত্রী আলোচনা না করতে চান আমরা আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে পারি। মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে মোশান মুভ করেছেন তার উপর...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—প্রশ্ন হচ্ছে গেজেট নোটিফিকেশান হওয়ার পর আলোচনা হবে..

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—বিলটা আনার জন্য এসেম্বলীতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। মোশান লিভ হলে গেজেট নোটিফিকেশানের প্রয়োজন হয় না।

মিঃ স্পীকার :—প্রয়োজন হয় না (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াংয়ের মোশানের উপর আপনারা আলোচনা করবেন ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং বলেছেন যে বিলটা এক বছর— প্রায় এক বছর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭৫ ইং সনের জানুয়ারী পর্যান্ত সার্কুলেশানে রাখা। ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রিফর্মস আইন যখন পাশ হয় সেই আইন পাশ করার পূর্বেও জনমত গ্রহণ করে যে আইন পাশ করা হয়েছে আমরা জানি পার্লামেন্ট থেকে যে আইন চালু হয়েছে—ইট ইজ ভেরী প্রোগ্রেসিভ এ্যাক্ট—ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে অন্য কোন রাজ্যে এইরকম প্রোগ্রেসিভ এ্যাক্ট নাই। প্রয়োজন বোধে এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে গেজেটে উঠা প্রয়োজন। কিন্তু সত্যি কথা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য তিনি জানেন যিনি এই এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন যে এই আইনটা ত্রিপুরাতে চালু করে ত্রিপুরার দরিদ্র কৃষক, আদিবাসী এদের সার্থকে রক্ষার জন্যই এই আইন করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে আইনের কটি ধারা সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সেজন্যই এই এমেণ্ডমেনট আনা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—আমি মনে করি হাউসে ইনট্রডিউস হয়েছে, এইটা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা কয়েকটা অ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছেন, আমি বলছি সেই অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি আলোচনা হোক। আলোচনা হওয়ার পরে হাউস এইটাকে যেভাবে গ্রহণ করে সেইভাবেই এইটাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে সংশোধনী এনেছেন মোশনের উপর আমি তা সমর্থন করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে এই সরকারের কাছ থেকে মূল ভূমি সংস্কার কিছুই হবে না। আমরা জানি যে জমিদারী প্রথা, সামন্ততন্ত্র ব্যবস্থার ধ্বংস করতে চায় না এই সরকার, এইটাকে উচ্ছেদ করতে চায় না। আমরা দেখছি যে ১৯৬০ ইংরাজীতে ল্যাণ্ড রিফরমস আইন সংশোধন হওয়ার এবং তারপর থেকে ১২ বৎসর পরে এই হাউসে, কিছুক্ষণ আগে যখন কোয়েশ্চান হাওয়ার চলছিল সেই কোয়েশ্চান হাওয়ারে আমরা দেখছি যে কি সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে এই সরকার। সমস্ত গরীব মেহনতি মানুষের কাছে থেকে সমস্ত জমি চলে গেল, যারা খাসের জায়গা দখল করে পুনর্ব্বাসনের চেষ্টা করছিল তাদের কাছ থেকে সমস্ত জমি ছুটে গেল যারা নাকি অকৃষক তাদের হাতে, মহাজনদের হাতে, বড় বড় জোতদার মহাজনরা সমস্ত জমি তাদের নিজেদের হাতের মুটোয় নিয়ে সমস্ত জমি তাদের কুক্ষিগত করে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। খাদ্য উৎপাদন আর কৃষি ব্যবস্থায় এই হচ্ছে আজকের অবস্থা। সেখানে আজ বিলে এই প্রশ্ন উঠে নাই যে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে এই বিলটা এই মাত্র নতুনভাবে আনা হয়েছে। এই বিল সারা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষিত মানুষের, অশিক্ষিত মানুষের প্রত্যেকের নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই বিলটাকে যাচাই করে দেখতে হবে এই বিলটা পড়ে দেখতে হবে যে এই বিলটাতে কি আছে, কতটুকু স্বার্থ রক্ষা করবে। ত্রিপুরার মানুষ চায় ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চায় সামন্ত তন্ত্রের উচ্ছেদ, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চায় এইখানে সম্পূর্ণ ভাবে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হোক, অকৃষকের হাত থেকে এই জমি কৃষকদের হাতে চলে যাক সেইটা যদি এই বিলে কি চায় না চায়, যাচাই না করতে পারে ত্রিপুরার মানুষ এবং এই সরকার এবং আমাদের এই বিধান সভা আমরা যদি তাদের অভিজ্ঞতাগুলি

যদি এখানে না পাই তাহলে পরে অন্তত: সুষ্ঠভাবে এই বিলকে, এই আইনকে, এই সংশোধনীকে সঠিকভাবে এখানে রচনা করতে পারবো না এবং তার প্রয়োগ হবে না। কাজেই আমি মনে করি, আমরা আশা করি যে এই হাউসে, এই মোশানের উপর মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে প্রস্তাব এসেছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি এবং দাবী করছি যে সময় দেওয়া হোক জনসাধারণের কাছে এইটা প্রচার করা হোক, প্রচার করে জনসাধারণের মতামত নেওয়া হোক এবং মতামত নিয়ে তারপর আমরা এই বিধান সভার এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বাজুবান রিয়াং যে সংশোধনী এনেছেন আমি ওটাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে এই ভূমি-সংস্কার আইন এইটা বিল আকারে এসেছে এইটা ত্রিপুরার জনজীবনের সংগে গভীরভাবে যুক্ত কারণ ত্রিপুরার শতকরা ৮০ জন কৃষক তারা কি করে ভূমি পাবে, জমিতে কি করে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, বিশেষ করে এক লক্ষ জুমিয়া পরিবার এবং আজকে হাউসের মধ্যে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন সেই ৪৫ হাজার ভূমিহীন তারা কি করে জমি পেতে পারে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এই কৃষি অর্থনীতির মধ্যে যারা শূলক শ্রেণী যারা সিলিং এর অতিরিক্ত জমি যারা নিজেদের নামে বেনামে হস্তগত করে রেখেছে তাদের কাছ থেকে জমি উচ্ছেদ করে কৃষক কি করে পেতে পারে তার জন্য একটা সুযোগ দিয়ে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি বাজেট সেশনের কিছু দিন আগে অর্ডিনেন্স করা হয়েছে যেখানে এই বিধান সভায় এই বিলের উপর যথেষ্ট আলোচনার সুযোগ ছিল সেটা জনস্বার্থের পক্ষে হিতকর। সেই সুযোগ না দিয়ে রাজ্যপালকে দিয়ে অর্ডিনেন্স করে সেইটাকে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পরে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় যে সংখ্যা কৃষক তার মধ্যে যারা খেত মজুর ভূমিহীন, জুমিয়া তারা দাবী করে আসছে দীর্ঘকাল যাবত এবং দীর্ঘকাল তারা আন্দোলন করে এসেছে সরকারের কাছে অনেক বক্তব্য রেখেছে কিন্তু দিনের পর দিন তারা জমি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অথচ পাশাপাশি দেখছি যে প্রতি বছর দেখছি যে বেনামিতে জমি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে এবং জমিদাররা জমি যার যার নামে আইন ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা জানি ১৯৬০ সনে প্রথম ভূমি সংস্কার আইন ত্রিপুরায় চালু হয়েছে। সেখানে আমরা দেখছি যে উপজাতিদের জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ। তারপরে দেখছি ত্রিপুরায় উপজাতিদের মধ্যে একটা বড় অংশ তাদের হাত থেকে জমি হস্তান্তরিত হয়েছে বেআইনিভাবে। ১৯৬০ সনে ভূমি সংস্কার আইন ত্রিপুরার মানুষের কোন উপকার করতে পারলো না। সেখানে আইনকে ফাঁকি দিয়ে যারা জুতদার জমিদার তারা ভূমির বড় মালিকানা জমির বড় অধিকার তারা রক্ষা করেছে এবং তাদের স্বার্থকে রক্ষা করেছে এই কংগ্রেস সরকার এবং আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই অবস্থায় আবার ভূমি সংস্কার আইন এসেছে এবং সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ১৯৬৯ সন থেকে যে জমি হস্তান্তরিত হইয়েছিল সেইটাকে ১৯৭১ সন থেকে এইটাকে কার্য্য-করী করা হবে। আমরা ১৯৬০ সনের ভূমি আইনের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম যে তিন বছর আগে যে সমস্ত জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে সেইগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হলো এবং আজকে লক্ষ্য করছি যে ১৯৬৯ সাল থেকে যে জমি হস্তান্তরিত হয়েছে উপজাতীদের কাছ

থেকে উপজাতীদের মধ্যে সেইগুলিকে ১৯৭১ সন থেকে সেই আইন কার্য্যকরী করা হবে। বাঘ আসছে বলে শেয়াল যেমন গর্তের মধ্যে চলে যায় শব্দ শুনে ঠিক সেইভাবে রাজ্যের মধ্যে যে শ্রেণী আছে কংগ্রেস সবসময় যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের চামড়াকে রক্ষা করার জন্য ১৯৬৯ সনের সেই যে হস্তান্তরিত যেটা নাকি নিষদ্ধ করার কথা বলা হয়েছিল ১৯৭১ সন থেকে সেই আইন কার্যাকরী করা হবে। মাত্র দুই বৎসর তাদেরকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই সম্পর্কে তোমাদেরকে যদি চোরাই কাজ কারবার কিছু থাকে সব কিছু তোমরা গোছিয়ে নাও। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলে ত্রিপুরার জনগণের মতামত নেওয়া হোক। সুযোগ দেওয়া হোক ত্রিপুরার কৃষককে ত্রিপুরার ক্ষেত মজুরকে ত্রিপুরার সাধারন মানুষ ত্রিপুরার বুদ্ধি জীবীরা অন্ততঃ পক্ষে ত্রিপুরার কৃষক জনতার সাথে যারা যুক্ত তাদের মতামত গ্রহণ করা হোক। এবং আমরা এসেম্বলির মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে জনমত গ্রহণের কোন সুযোগই এখানে থাকবে না। কাজেই বাজুবান রিয়াং যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেইটাকে সমর্থন করে বলছি যে ১৯৭৫ সনের জানুয়ারী পর্যান্ত এইটা প্যাণ্ডিং অবস্থার মধ্যে থাকুক এবং এর মধ্যে জনগনের মতামত নেওয়া হোক এবং ভূমি সংস্কার বিল তার যে ফাঁকগুলি যে ফাক-গুলি রাখা হয়েছে এক ধরনের সেই জুতদার জমিদার এবং কংগ্রেসের ট্রেজারী বেঞ্চের যে এজেন্টরা তাদেরকে সাহার্য্য করার জন্য তাদের সেই সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে প্রকৃতভাবে যারা কৃষক তারা যাতে জমি পেতে পারে তাদের স্বার্থে যাতে ভূমি সংস্কার বিল রূপায়িত হয় সেইজন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক, এবং মতামত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হোক।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই এখানে আমাদের রোলসে আছে, রোলসে বলছে As soon as the Bill is introduced unless it has already been published under Rule 93 shall be published in the Gazette রোলস ৯৩ বলছে Speaker may, on request being made to him, order the publication of the Bill (together with statement of objects and reasons accompaying it) in the Gazette, although no motion has been made for leave to Introduce the Bill. তার অর্থ হলো যে যদি মাননীয় স্পীকার রেকুয়েষ্টেড হন যে বিলটা ইনট্রডিউস হওয়ার আগে গেজেট হবে তাহলে ইন্ট্রোডিউস হওয়ায় আগেই এইটা গেজেট হতে পারে। ইনট্রডিউস হওয়ার আগে যদি গেজেট না হয় তাহলে পরে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার পরে গেজেট হওয়া টা বাধ্যতা মূলক। তারপর এখানে ইফ বাট ইত্যাদি কিছুই নেই।

আমার বক্তব্য হচ্ছে ইনট্রডিউস হওয়ার আগে মাননীয় স্পীকারের কাছে কেউ লিখেন নি যে এই বিলটা গেজেটেড হউক, মাননীয় স্পীকার কাউকে অনুমতি দেন নি, তাই এই বিলটা গেজেটেড হয় নি। কাজেই রুল ৯৩ এর প্রশ্ন টা উঠে না, তাহলে দেখছি রুল ৯৮, রুল ৯৮ এ আছে Rule 98—As soon as may be after a Bill has been introduced, the Bill unless it has already been published under rule 93 shall be published in the Gazette.

Mr. SPeaker :—Hon'ble mamber, please refer to Rules 115--As soon as may be after a Bill has been introduced. the Bill, unless it has already been published shall be published in the Gazette :

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কোন সেক্শন বলছেন, স্যার ?

মিঃ স্পীকার: :—আমরা যেটা নুতন রুলস ইনট্রডিউস করেছি, তার ১১৫। আর আপনি যেটা পড়ছেন, সেটা তো আমাদের পুরানো রুল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা কি এই বিলের জন্য নুতন করে করা হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—না, এটা কি এই বিলের অনেক আগেই করা হয়েছে। আপনি যেটা পড়ছেন, সেটা আমাদের পুরানো রুলস্।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—আমরা বুঝতে পারছি না, স্যার ?

মিঃ স্পীকার :—এ বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যেটা উল্লেখ করেছেন, আমি সেটার উত্তর দিয়েছি।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—স্যার, আপনি কি উত্তর দিয়েছেন, আমরা সেটা বুঝতে পারি নি ?

মিঃ স্পীকার :—আমাদের সেক্রেটারিয়েট থেকে লেখা হয়েছিল প্রেস সুপারিনটেনডেণ্ট-কে—

"In pursuance of Rule 115 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I am directed to send herewith a copy of the Tripura Land Revenue & Land Reform (Second Amendment) Bill. 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974) as introduced in the Assembly on the 15th March, 1974 for publication in the Extra-ordinary issue of the Tripura Gazette'

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আবার এখন বলা হচ্ছে যে লেখা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—আমি আগেই বলেছি যে লেখা হয়েছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনি এইমাত্র বললেন যে এটার দরকার হয় না।

মিঃ স্পীকার :—আমি বলি নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—না, কোন রুলে নাকি আছে যে এটার দরকার হয় না।

মিঃ স্পীকার :—তারপর যে নটিফিকেশন হয়েছে—The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974) together with the statement of object and reasons as introduced in the Assembly on the 15 the March, 1974 is published in the Tripura Gazette,

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা কবে হয়েছে স্যার ?

মিঃ স্পীকার :—ফিফ্টিন মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ফোর।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ফিফ্টিন্থ মার্চ সেভেনটি ফোরে নটিফিকেশন হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—আমরা পাঠিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ইউ আর নট ইন্টারেষ্টেড ইন ইট।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য. শুনন আমরা একর্ডিং টু রুল্স ফিফ্টিনথ মার্চ নটিফি-

কেশানের জন্য পাঠিয়েছি এবং সেই চিঠির কপিও আপনাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সেই রুল টা আমরা জানতে চাই স্যার?

Mr. Speaker :—Rule 115—"As soon as may be after a Bill has been introduced, the Bill, unless it has already been published' shall be published in the Gazette,

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে, এটা আলাদা হল কি করে, স্যার?

মিঃ স্পীকার :—আপনি যেটা পড়েছেন, সেটা ৯৮, আর এটা হচ্ছে ১১৫।

Shri Nripendra Chakraborty :—Where is the difference?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—স্যার, আমাদের ল মিনিষ্টার ত এখানেই রয়েছেন, তিনি যদি পব্লিকেশনটা কি সেই সম্পর্কে একটু আলোকপাত করেন, তাহলে আমরা জিনিষটা বুঝতে পারি?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, মাননীয় আইন মন্ত্রীর এখনি কিছু বলার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—স্যার আমি বলেছিলাম যে মাননীয় আইন মন্ত্রী এই হাউসেই রয়েছেন, কাজেই এই ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ইয়েস অনারেবাল মিনিষ্টার কান হেল্প ইউ, স্যার?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাকে সাহায্য করবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমরা করছি, আর উনি করতে পারেন না?

মিঃ স্পীকার :—আপনারা আমাকে সাহায্য করছেন, সেজন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা ফিফটিন্থ মার্চে নোটিফিকেশান করতে লিখেছি এবং সেই চিঠি আমরা মাননীয় সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে প্রভিশন আছে দ্যাট দি নটিফিকেশান স্যাল বি পাবলিষড ইন দি গেজেট, তাত হয়নি। আপনি এখানে কাকে চিঠি দিয়েছেন, দ্যাট ইজ এ ডিপার্টমেন্টাল থিঙগস। স্যার, আমি রিকুয়েষ্ট করছি যে আফটার রিসেস অনারেবাল স্পীকার এই ব্যাপারে আপনার একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আমাদেরকে দিবেন। যাতে করে আমরা এই সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ডিসিশনে আসতে পারি। কারণ, এখন তো রিসেসের বেশী কিছু বাকী নাই।

Mr. Speaker :—Thank you. I shall give my decision after recess

The House stands adjournted till 3 p. m. to day.

(After Recess when the House re-assembled)

Mr. Speaker :—My ruling on the points raised by the Hon'ble Member regarding publication of the Bill which was introduced in the House is as follows :—

As per rule 115 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly the Bill is to be sent as soon as may be after its introduction in the House for publication in the gazette. This I have already communicated to the House that has been complied with on the 15th of March, 1974. Rule 116 states that after the Bill is introduced or on subsequent occasion motion for consideration may be moved by the Minister-in-charge. Similarly, a Member can also move that the Bill be referred to a Select Committee or circulated for purpose of eliciting opinion thereon. Only bar to move this above motion is that the member should receive copies of the Bill 5 days before such motions are made. In this connection Members attention is drawn to proviso under Rule 116. Bills have been already circulated to members on 15th March, 1974. Therefore, I rule that there is no objection to the motion being moved and the opinion of the House taken thereon today. Here I would like to draw the attention of the Minister-in-charge of the Press to issue suitable instruction on the Press Superintendent to comply with request sent by the Assembly Secretariat for publication, printing etc. promptly. In case of failure I hope the Minister concerned will take suitable action against those who are responsible for non-compliance of such orders.

Mr. Speaker :—Now, I think discussion on the amendment is over. Discussion on the amendment moved by Shri Bajuban Riyan. Now I am going to put to amendment to vote.

(The amendment moved by Shri Bajuban Riyan that "the Tripura Land Revenue and Land Reforms (second amendment) Bill, 1974 be circulated for eliciting public opinion by January, 75" was put and lost—For—6 votes, against—27 votes by show of hands).

Shri Nripendra Chakraborty :— Sir, I have got another amendment motion.

Sir, I beg to move that the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 be referred to the Select Committee of the House.

Mr. Speaker :— Do you like to discuss on the Motion.

Shri Nripendra Chakraborty :—yes, মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১২ বছর পর আমাদের এই হাউসে এই প্রথম ত্রিপুরার ভূমি সংস্কার সম্পর্কে একটা বিল এল। আমরা জানি যে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং কৃষকের হাতে জমি দেওয়া, এটা বৃটিশের রাজত্ব থেকে ভারতবর্ষের কৃষকের একটা রণধ্বনি এবং ভারতবর্ষের কৃষক যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তাতে এই রণধ্বনি সবচেয়ে কার্য্যকরী হয়েছিল। আমার যতখানি মনে পড়ে করাচী কংগ্রেসে প্রথম সুস্পষ্টভাবে এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয় এবং তার পরেও আমরা দেখি বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হল এবং দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট, সম্ভবতঃ তখন লেবার গভর্ণমেন্ট ছিলেন, ফ্লাউড কমিশন নামে একটা কমিশন গঠন করলেন বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য। এবং সেই ফ্লাউড কমিশন তার রিপোর্টে বলেছিলেন যে তার একটা কারণ হচ্ছে এই জমিদারী প্রথা। অবশ্য তারা জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ 'উইদ কমপেনসেশান' এই কথা বলেছেন। কাজেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার আওয়াজ বা প্রতিশ্রুতি এটা কংগ্রেস রাজত্বে ২৬ বছর ধরেই চলছে। এবং পণ্ডিত নেহেরুর সময় থেকে প্রথমেই যখন জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হয় তখনই বলা হয়েছিল যে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ আমরা করে ফেলেছি। কিছু দিন পর যখন দেখা গেল যে জমিদারী প্রথাতো উচ্ছেদ হয়নি বরং কনসেন্ট্রেশান অব ল্যাণ্ড ইন ফিউয়ার হ্যাণ্ডস এটা বেড়েছে। তখন কংগ্রেস শাসক গোষ্ঠির পক্ষ থেকে আবার বলা হল যে একটা সিলিং লিমিটের দরকার। আগেকার আইনে একটা ত্রুটি ছিল, কি ত্রুটি, না সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। কাজেই নূতন আইন এই ভাবে করতে হবে যে সর্বোচ্চ একজন তার পরিবারের জন্য কত রাখতে পারবেন সেটি বেঁধে দিতে হবে। সেই আইনও পাশ হয়েছে অনেক দিন আগে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক এই ধরণের একটি আইন যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার জন্য চালু করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের জন্যও চালু করেছিলেন। তারপরও আমরা কি দেখি? আমাদের কথা বলছি না প্ল্যানিং কমিশনের ট্রাষ্ট ফোর্স তারা এই ভূমি সংস্কারের পূর্ব্বে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে তারা বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের যে আর্থিক সংকট সেই সংকটের অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে যে এই জমিদারী প্রথা এখনও উচ্ছেদ হয়নি। বাইট্যাণ্ডার ল্যাণ্ড লর্ড যাকে বলা হয়—যারা জমি চাষ করেন না অথচ জমির মালিক তাদের হাতে কনসেন্ট্রেটেড হচ্ছে অতিরিক্ত জমি। তার কারণ হিসাবে তারা বলেছেন যে এটা হতে পারে না—কারণ এখানকার শাসকগোষ্ঠী তা জানে না। কংগ্রেস সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের কমিটি তারা মন্তব্য করেছেন যে রাজনৈতিক কারণে এটা হচ্ছে না। কারণ যারা শাসক গোষ্ঠি—জমিদারদের হাত থেকে জমি চলে যাক এটা চান না। সেদিন লোকসভাতে একজন পার্লামেন্টে প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কতটুকু জমি আছে? আমার যতটুকু মনে পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করণ সিং ৩৫০ একর জমির মালিক। প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি এই যদি আইনের লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে আমি জানি না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকরণ সিং কোথায় জমি চাষ করছেন এবং তিনি প্রকৃত কৃষক—কংগ্রেস সরকারের ভূমি আইনের কোন ধারা অনুসারে তাকে প্রকৃত কৃষক বলা হচ্ছে। আমরা যদি কংগ্রেস দলের লোক সভার সদস্যদের বা বিভিন্ন

রাজ্যের বিধান সভার সদস্যদের চেহারা দেখি তাহলে দেখব অধিকাংশ সদস্যই প্রচুর জমির মালিক। এবং গত সেনশাস রিপোর্টে তারা বলেছেন দেশের শতকরা ৪ ভাগ লোকের হাতে ৪০ ভাগ জমি এগিয়ে চলছে। কনসেন্ট্রেশান অব ল্যাণ্ড কি কম? মাত্র ৪ ভাগ লোক শতকরা ৪০ ভাগ জমির মালিক। দুঃখের বিষয় আমরা নাকি চেষ্টা করছি। এই হাউসের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এই কনসেন্ট্রেশান অব ল্যাণ্ডের চেহারাটা কি? এটা বাড়ছে না কমছে? সেই তথ্য আমি এখানকার মন্ত্রীদের কাছ থেকে বের করতে পারিনি। কিন্তু সেনসাস রিপোর্ট তো হয়েছে—১৯৭১ সালে? দুঃখের বিষয় ডিটেলড সেনশাস রিপোর্ট আমি দিল্লীতে খোঁজ করেছি কলিকাতায় খোঁজ করেছি এখনও ত্রিপুরার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি। সিকৃষ্টি ওয়ানে হয়েছে। এবং একটা এবস্ট্রাক্ট সেনসাস রিপোর্ট যা দেখেছি গত ১০ বছরে শতকরা ২০ ভাগ ভূমিহীন বেড়েছে। ভূমিহীন বাড়ানোর অর্থ হচ্ছে সেই জমি অন্য কারও হাতে গিয়েছে। অর্থাৎ সেই লোকের হাতে গিয়েছে যার হাতে টাকা আছে। কাজেই ত্রিপুরায় কনসেন্ট্রেশান অব ল্যাণ্ড ইন ফিউয়ার হ্যাণ্ডস হচ্ছে না সেনসাস রিপোর্ট তা বলে না। শ্রীমতি গান্ধী ১৯৭১ সালের আগে থেকে বলে আসছেন তাইতো জমিদারী প্রথাতো উচ্ছেদ হয়নি। ভূমিহীনরাতো জমি পায়নি। কারণ কংগ্রেসের মধ্যে খুব খারাপ খারাপ লোক ছিল সেই লোকগুলি করতে দেয়নি। এখন আমরা কংগ্রেসকে ঢেলে সাজিয়েছি, সেই সমস্ত লোককে কংগ্রেস থেকে বেড় করে দিয়েছি—নব কংগ্রেস করেছি। নূতন ভূমি সংস্কার আইন আমরা করব। ঐ সিলিং লিমিট তখন বেশ ছিল ১০০ একর পর্য্যন্ত একটা পরিবার রাখতে পারত। বিহারের ভূমি আইন দেখুন আসামের ভূমি আইন দেখুন ১০০ একরের উপর সিলিং লিমিট ছিল—আমাদের ত্রিপুরায় ৫০ স্ট্যাণ্ডার্ড একর। কাজেই আমরা এমন একটা আইন করব যে সিলিং লিমিট কমিয়ে দেব। একজন লোক আরও কম জমি যাতে রাখতে পারে তার ব্যবস্থা করব। আর কি? না, আরও কিছু লুপ হোলস ছিল, ফাঁক ছিল, ইঁদুরের গর্ত ছিল। সেই গর্তগুলিকে আমরা ঢেকে দেব যাতে জমি ইঁদুরের গর্ত দিয়ে যেতে না পারে আইনকে ফাঁকি দিয়ে। অথচ ঐ সিলিং থেকে বাদ পরবে কারা কারা তার একটা লিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কাজেই এমন একটা আইন করবে ফুল প্রোপ যে আইনকে ফাঁকি দিয়ে কেউ জমি রাখতে পারবে না। আর কি করবেন? না যে পরিবারের কোন ডেফিনেশন ছিল না পরিবারের ডেফিনেশন দিবে। ল্যাণ্ড ওয়েটস, ড্রাই, ইরিগেটেড, অ্যাসুরড ইরিগেশন এই সমস্ত ব্যবস্থা করবে। যাতে জমির ক্লাসিফিকেশান করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার বললেন যে আমরা একটা গাইড লাইন করে দেবো যাতে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে নূতন ভূমি আইন করা যায় এবং সেই নূতন আইন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই কংগ্রেস সরকার প্রসব করছেন। সেই প্রসবের যন্ত্রণার মধ্যে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কি করতে যাচ্ছি এই ভূমি আইনের লক্ষ্যটা কি সেইটা আমাদের বুঝতে হবে। আমি সমস্ত হাউসের মাননীয় সদস্যদেরকে বলবো যে তারা প্রথমে পরিস্কার ভাবে ধারণা নেবেন যে এই বিলের মধ্যে কি আছে সেইটা দেখবেন পরে কিন্তু আমরা কি করতে যাচ্ছি সেইটা সম্পর্কে আগে আমাদের একটা ধারণা থাকা উচিত। আমরা কি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করতে যাচ্ছি

যদি এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যরা আমার সংগে একমত হন তাহলে প্রথমে বলতে হবে জমিদার কে? নিশ্চিত বুঝতে হবে, আমি জমিদারকে উচ্ছেদ করবো কিন্তু জমিদার কে বলবো না? আইনের কোন জায়গায় এই কথা আছে যে জমিদার কে? স্যার, জমিদার প্রথার উচ্ছেদ পৃথিবীতে অনেক জায়গায় হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, জমিদার প্রথা নেই, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে, কৃষক জমি পেয়েছে। সেই সব দেশের আইনতো পড়া যায়, নিষিদ্ধ বই না। যদি এই কথা হতো যে কংগ্রেস মন্ত্রীরা বা কংগ্রেস মেম্বাররা জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করতে চান তাহলে সেইসব দেশের বই তো নিষিদ্ধ নয়, তাতো কিনতে পাওয়া যায়। আমার মনে আছে কে, ডি. মালবিয়া তিনি কোরিয়াতে গিয়েছিলেন এবং কোরিয়া থেকে এসে তিনি সেখানকার ভূমি সংস্কারের প্রশংসা করেছিলেন এবং বই লিখেছিলেন, তিনি তো সি, পি, এমের লোক না, কংগ্রেসের লোক বই লিখেছে। হ্যাঁ, তিনি বই লিখেছেন। তাহলে দেখতে হবে যে জমিদার কে? কার জমি কাকে আমি দিতে চাই বা চাই না তারপর বুঝবো যে কাকে কাকে দিতে চাই কি করে দেবো তা অনেক পরে বুঝবো। আমি এই ভূমি আইন বিলের মধ্যে দেখলাম না যে জমিদার থেকে আমরা অন্যদেরকে আলাদা করছি। জমিদার থেকে অন্যদেরকে আলাদা করতে হবে। আমি জমিদার থেকে অন্যদেরকে আলাদা করবো কি করে? আমি কৃষক বলবো তাকে যে নিজে এবং নিজের পরিবার কৃষির প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। প্রধান কাজ বলতে আমি মনে করি তিনি হাল চাষ দেন, তিনি বপন করেন, ধান রোপন করেন, তিনি ধান কাটেন, ধান মারাই করেন বন্দোবস্ত করেন। হ্যাঁ, মুনি নেবেন, যত খুশী মুনি নেবেন, মুনি হাতে পারে তার পরিশ্রমের তার পরিবারের পরিশ্রমের কিন্তু নিজে চাষ করতে হবে। যদি নিজে চাষ না করেন তার জমি রাখার কোন অধিকার নেই। যদি নিজে চাষ করে ইট ইজ হিজ বারথ রাইট। এইটা হচ্ছে তার জন্মগত অধিকার জমি রাখা। মানবেন, মাননীয় সদস্যরা মানবেন এই কথা? যদি মানতেন তাহলে এই বিলের মধ্যে তার কোন প্রভিশন থাকতো তাহলে ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্টে ১৯৬০তে যে আইন করেছেন তার মধ্যে প্রভিশান থাকতো এবং আজকে দেখছি সেই ল্যাণ্ড রিফর্মস বিলের যে ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে, পারসোনেল কালটিভেশন স্যার, পারসোনেল কালটিভেশন মানে কি? নিজে চাষ করার অর্থ কি? তার নিজের পরিশ্রম দিয়ে চাষ করেন অথবা তার পরিবারের পরিশ্রম দিয়ে চাষ করেন অথবা বাই সার্ভেন্ট অব হার্ড লেবার অনলি। আমি আগরতলা শহরে বড় ব্যবসায়ী, আমি খামারবাড়ী করছি, আমি প্রকৃত কৃষক, পার্সোনেল কালটিভেশন। ওখানে বলা হয়েছে সুপার গাইড করে। তাহলে তিনি পার্সোনেল কালটিভেশন হবে, পার্সোনেল সুপারভিশন? জমিদারদেরকে রাখার ব্যবস্থা এই পেরেনটস ল্য যেটা সেখানে আছে আর যেখানে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে নূতন ল্য যেখানে আছে তাহলে এই আইনের কি দাম আছে? এই বিলের কি দাম আছে? এ কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন? যারা জমিদার তাদেরকে ডিফাইন করছে না, যারা কৃষক কাকে বলে ডিফাইন করছে না, কৃষক থেকে জমিদারকে আলাদা করছে না, তারা নাকি জমিদার প্রথার উচ্ছেদ করছে, কৃষকদেরকে জমি দেওয়ার জন্য আইন পাশ করছেন। স্যার, যারা কৃষক আমি আগে বলেছি যে যত মুনি ইচ্ছা করে রাখতে পারে এবং সাধারণতঃ ধনী কৃষকরা নিজের যা

ক াজ করেন তার চেয়ে বেশী মুনি রেখে নিজেদের আয়ের পরিশ্রমের আয় থেকে মুনির আয় তাদের বেশী এবং তাদেরকে আমরা ধনী কৃষক বলি না আমরা ধনি কৃষক বলি তাদেরকে যাদের নিজের পরিশ্রমের, নিজের ছেলেমেয়ের পরিশ্রমের এবং ডিপেণ্ডেন্ট যারা, নিজের পরিবারের তাদের পরিশ্রমের চেয়ে মুনির পরিশ্রমের আয় বেশী তা হচ্ছে না। আমরা স্যার, ধনী কৃষকদের হাতে থেকে জমি নিতে চাই। আমরা যখন জমিদার প্রথার উচ্ছেদ করতে চাই আমরা যখন জমিদাঁর প্রথার উচ্ছেদের জন্য আইন করতে চাই আমরা পরিষ্কারভাবে বলে দিই এই ত্রিপুরা রাজ্যের ধনী কৃষকদেরকে যে তোমাদের এককানি জমিতে আমরা হস্তক্ষেপ করবো না যদি তোমরা নিজেরা তোমাদের নিজের পরিশ্রম দিয়ে চাষ কর, যদি তোমাদের পরিবারের লোকেরা জমিতে খাটে এবং তারপর তোমরা যতখুশী মুনি লাগাতে চাও তোমরা লাগাও। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের তথ্য সরকারের কাছে কি আছে বা না আছে আমি জানি না। আমি যে একটা সিলিং করবো, আমি যে বেঁধে দিবো সিলিংটাতে এইটা করবো যাতে করে ধনী কৃষকের জমিতে হাত না পরে, যাতে শুধু জমিদারদের উপর হাত পরে। আমার পেটে কি তথ্য আছে আমি মাননীয় মন্ত্রীমশায়কে জিজ্ঞাসা করবো যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে তারা বলেন ২ হেক্টর ৪ হেক্টর, ১০ হেক্টর, এই যে হেক্টর হেক্টর করছেন এই হেক্টরটা কি হিসাবে কি করছেন এর ভিত্তিটা কি? মাথার মগজের থেকে না কৃষকের জমির হিসাব থেকে, কৃষকের লাংগলের হিসাব থেকে। কৃষক কতটুকু জমি সে চাষ করতে পারে, সেই হিসাব নিয়েছেন? কেউ বলতে পারেন? স্যার, বেসরকারীভাবে সমগ্র ত্রিপুরার খবর নেওয়া সেইটা খুব সীমাবদ্ধ এবং জমি কি রকম। আমি এখানে দেখেছিও যে এক কানি নাল অথবা লুঙ্গা তিনকানি টীলার সমান। তাহলে কি বুঝতে হবে ত্রিপুরার জমি দুই ভাগে ভাগ, কবে থেকে হলো দুইভাগে ভাগ? এইটা ভারতের কোথায়ও তো নেই। নাল দিয়ে, লুঙা দিয়ে, টীলা দিয়ে জমি ভাগ করা যায়? জমি ভাগ করতে হবে জল পাচ্ছে কি সংখ্যক জমি। তার ফসল তো জলের উপর নির্ভর করে, ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এই আইন আছে? সব রাজ্য জল পায় কি না পায় তার উপর নির্ভর করবে, হ্যাঁ, অ্যাস্যুরড ইরিগেশন, অ্যাস্যুরড ইরিগেশনের মানে হচ্ছে যেখানে আমাদের এখানে বলে জলসেচের জমি সারা বৎসর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যতটা সরকারী তথ্য দেখেছি ৪ পার্সেন্ট জমি হচ্ছে, সুতরাং ৪ ভাগ জমি হচ্ছে অ্যাস্যুরড ইরিগেশন। আমি মনে করি না যে অ্যাস্যুরড জমি দিয়ে জমি ভাগ করা যাবে না। পারা যায় কি করে? ওয়েটল্যাণ্ড মানে? যে জমি জল পায়। কি করে পায়? বৃষ্টির জলও হতে পারে, নীচের জলও হতে পারে আবার ইরিগেশনের জলও হতে পারে। যে জমি জল পায় সেইটাও একটা কেটাগরি, দিস হজ ওয়ান কেটাগরি। তাতে একটা ফসল হবে। বৃষ্টির জল হলেও একটা ফসল অ্যাস্যুরড। হ্যাঁ, একটা কেটাগরি হয়ে গেল। একটা ফসল অ্যাস্যুরড। সেকেণ্ড ড্রাই ল্যাণ্ডকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে। আমার ত্রিপুরাতে হাই টীলা আছে, আবার এমন টীলা আছে যেখানে এক ফসল হবে, আমি সেটেলমেণ্টকে এই সুযোগ দিই না যে টীলা বলে সেই জায়গাকে অন্তর্ভুক্ত করে বড় বড় জুতোদারকে দিয়ে দেবেন, বড় বড় অকৃষক জুতদারকে দিয়ে দেবেন যারা এক কাণিকে তিন কাণি হিসাব করে তার অর্থ কি? তার অর্থ হচ্ছে একশো কাণি টীলা হয়তো একজন রেখে দেবে। যদি এই হিসাব রাখা হয়, কাজেই আমরা বলবো যে হাই টীলা যেগুলি সেইগুলি তিন কাণি হতে পারে, এক কাণিতে

তিন কাণি হতে পারে। কিন্তু কোন কোন ড্রাই যেগুলি প্লাইন ল্যাণ্ড কিন্তু ড্রাই আমি সেখানে টীলা বলছি না। প্ল্যাইন ল্যাণ্ড কিন্তু ড্রাই সেইগুলিতে বৃষ্টির জলে একটা ফসল হতে পারে, এইটা নিশ্চিত না। কেন নিশ্চিত না? সেখানে আমাকে আর একটা কেটাগরি করতে হচ্ছে এবং এই কেটাগরি করার পর আমি যদি সিলিং করি তাহলে আমাকে কি করতে হবে, কৃষকের ঘরে যেতে হবে। আছে মাননীয় সদস্যদের মধ্যেও আছে, যেমন শ্রী সরকার কৃষকদের ঘরে অনেক সময়েতে যান, জিজ্ঞাসা করতে হবে যে কতটুকু জমি তুমি চাষ করতে পারবে, তোমাকে জমি দিতে চাই, যত জমি চাষ করতে চাও তত জমি দিতে চাই, বলত কতখানি চাষ করতে পারবে? আমাদের এভাবে তথ্য নেই। আমরা তথ্য নিয়ে দেখেছি যে ১০ একরের বেশী জমি কোন কৃষক নিজে চাষ করে না। এর বেশী যদি জমি হয়, তাহলে সে সুপারভাইসর হয়ে যাবে। তার ছেলেরা কলেজে পড়বে, জমির কাছে যেতে চাইবে না তার মেয়েরা ধান মারাই এর কাছে যেতে চাইবে না বা কৃষির কোন কাজই করতে চাইবে না। কারণ তার কিছু পুঁজি হয়ে যাচ্ছে সে পুঁজি খাটাবে, মহাজনি করবে, অন্য কাজ করবে, ব্যবসা করবে, করবে না? নাল জমি ২৫ কাণি ১০ একর। কাজেই আমি কোন নির্দিষ্ট জায়গাতে এখনই যেতে চাইছি না, কারণ আমাদের আরো তথ্য জানতে হবে। কেন যেতে চাইছি না? না ধনী কৃষকদের আমরা আতঙ্কিত করতে চাই না, আমরা আশ্বস্ত করতে চাইছি যে তোমাদের জমিতে হাত পড়বে না, এই বিল পাশ হলে পর। কাজেই আমাদের আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যে কতটুকু জমি তুমি চাষ করতে পারবে, যত জমি তুমি চাও, সেই জমি তুমি রাখতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ সিলিং তো আমরা করে দিলাম ১০ একর বা ৪ হেক্টর যা বলুন, কিন্তু সিলিং এর মধ্য থেকে যারা জমি রেখে দিবেন, জমির কাছে যাবেন না, যারা দোকানদারী করবেন, মহাজনী করবেন, তারা কেন জমি পাবে? তাদের তো অন্য আয় আছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ভূমিহীনদের তথ্য দেওয়া হয়েছে। কি রকম এই তথ্যের মধ্যে ফাঁক, একবার বললেন যে ৭৫ হাজার আন-অথরাইজড অকুপেন্ট তার মধ্যে অধিকাংশ ভূমিহীন। আবার বললেন ৪৫ হাজার ভূমিহীন। তাহলে আন-অথরাইজড অকোপেন্ট তারাও তো ভূমিহীন। আর যাদের দখলে একটুও জমি নাই, যারা কৃষি মজুর, তাদের সংখ্যা কত। দুইটি হিসাব করলে ১ লক্ষ হবে ভূমিহীন। আমার সরকার যদি এই কথা বলেন যে আমরা ভূমিহীনদের জমি দেব তাহলে ঐ ভদ্রলোকের যাদের সিলিং এর মধ্যে জমি, অথচ তারা জমির দিকে যান না, তাদেরকে বলতে হবে, মশাই আপনাদের জমি রাখার কোন অধিকার নাই আপনারা জমি গভর্ণমেন্টের হাতে দিয়ে দেন, গভর্ণমেন্ট আপনাদিগকে কিছু ক্ষতিপূরণ দিবে। হাঁ, বিনা পয়সায় নেবে না আপনাদের জমি, আপনি সেই টাকা ব্যাংকে রাখতে পারেন, আপনার ব্যবসাতে লাগাতে পারেন বা অন্য যে কোন কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু যে জমি চাষ করে তাদেরকে আমরা দেব। ইট ইজ ভেরী সিম্পল থিঙ এত বড় কেতাব লাগে না, তিন লাইনে লেখা যায়। স্যার, এই ভূমি আই তিন লাইনে লেখা যায় যে তোমরা যারা ১০ একর পর্য্যন্ত সিলিংএর মধ্যে আছে, অথচ তোমরা জমিতে যাওনা, মহাজনী কর, ব্যবসা কর, কন্ট্রাকটরী কর, তোমাদের জন্য এই জমি নয়, এই জমির জন্য তোমরা কিছু পূর্ণ ক্ষতিপূরণ নয়, কিছু ক্ষতিপূরণ পাবে। জমিটা দিয়ে দাও, আমরা ভূমিহীন গরীব কৃষকদের দিয়ে দেব। যারা চাষ করে তারা জমির মালিক হবে। কিন্তু এমন

লোক আছে, যাদের জমি চাষ করতে হয় না অথচ জমি ছেড়েও যায়না, আছে না ? মাননীয় সদস্য শ্রী সরকার বলতে পারবেন, ৩ কানি জমির মালিক যারা, তাদের জমিতে খোরাকী হয় না, তাদের ছোট ব্যবসা করতে হয়, আবার সেই ছোট ব্যবসাতেও তাদের খোরাকী হয় না, তাদের জমিটা রাখতে হয়, তাদের ব্যাপারে কি হবে ? একজন কেরাণী, এই যে আমাদের এখানে হাউসে আছেন, হয়তো ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়ী, তার ৩৷৪৷৫ কানি জমি আছে, তার কি হবে ? তার চাকুরীতে চলে না, আবার জমিতেও চলে না, জমি ছেড়ে চাকুরীতে এসেছে, কিন্তু জমিটা তার দরকার, হয় বর্গা করছেন, নৃতবা মুনি দিয়ে করছেন, নিজে চাষ করতে পারছেন না, আমরা তাদের ক্ষেত্রেতে বলছি যে যার ৫ একর বা তারও কম জমির মালিক তোমরা যদি নিজেরা জমি চাষ করতে চাও, তোমাদেরকে জমি দিয়ে দেব। তোমরা যদি বর্গাদার দিয়ে জমি চাষ করতে চাও, বর্গাদার দিয়ে তোমরা জমি চাষ করতে পার, তোমরা যদি মুনি দিয়ে চাষ করতে চাও, মুনি দিয়ে চাষ করতে পার, তোমরা যদি বর্গা করতে চাও, গভর্ণমেন্টকে জমি দিলে, গভর্ণমেন্ট বাজার দর দেবে, এক পয়সাও ঠকাবে না। কারণ আমরা চাই যে তারা জমিটা ছেড়ে দিক, জোর করে নয় পাসুয়েশান করে, বুঝিয়ে তারা যাতে মনে করে না, আমরা যখন জমি চাষ করি স্কুলের মাষ্টার করে, তারা যাতে জমি ছেড়ে দেয়, সেজন্য আমরা বলছি, সেক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট বাজার দর তোমাদেরকে দেবে। তবে একটা মাত্র সর্ত তাদেরকে মানতে হবে, সেই সর্তটা হচ্ছে যদি বর্গাদার দিয়ে চাষ করে, তাহলে বর্গাদারদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা বর্গাদারকে দিতে হবে। এই একটা মাত্র সর্ত আমরা দিতে চাই যে বর্গাদারদের জন্য যে সেগুলি আইন আছে ৪ ভাগের ৩ ভাগ ফসল বর্গাদার পাবে এবং বর্গাদারকে কথায় কথায় উচ্ছেদ করা যাবে না, সেই আইনটা তাদেরকে মানতে হবে এবং সে যদি নিজের চাষে জমি আনতে চায়, বর্গাদারের জমি, তাহবে নির্বাচিত কমিটির কাছে তাকে যেতে হবে। তারা ঠিক করে দেবে কতটুকু জমি বর্গাদারের হাতে থাকবে, আর কতটুকু না। আমরা ভূমিহীনের হিসেব করে দেখেছি মোটামুটি যে এক লক্ষ লোককে আমরা কম করে পাঁচ কানি করে জমি দিতে পারি। পাঁচ কানি জমি কিছুই না। কিন্তু যার নেই, সেই মানুষকে কম পক্ষে পাঁচ কানি জমি এই আইন করে দেওয়া হয়েছে। আর, এই ভূমি বিলের মধ্যে তার বিপরীত মুখী ধারা দেখা যাচ্ছে—সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী ধারা। আমি সমস্ত ধারার দিকে যাচ্ছি না। কয়েকটি ধারা সম্পর্কে আমি যদি উল্লেখ করি, একটি ধারা আমাদের আছে যে

"(3) The rules under sub-sections (1) and (2) for allotment of land shall provide for giving preference to the members of the co-operative farming societies formed by marginal farmers,"

আমাদের আগেকার ভূমি আইনেও এ্যালটমেন্ট রুলস'এ টপ প্রায়রিটি ছিল সিডুল কাস্ট এণ্ড সিডুল ট্রাইবসদের জন্য। এখানে টপ প্রায়রিটি হচ্ছে মার্জিনাল ফার্মারস। কোথাও দেখলামনা মার্জিনাল ফার্মার্সের ডেফিনিশান, অন্ততঃ এই বিলে নেই। আই এ্যাম সরী, জানিনা কোথাও আছে কি না, আমি সমস্ত আইনটা এখনও পড়তে পারিনি যে আমাদের প্রিন্‌সিপাল এ্যাক্টে আছে কি না মার্জিনাল ফার্মারের ডেফিনিশান। কি হবে ? যারা প্রকৃত

ল্যাণ্ডলেস, তপশিলী উপজাতি, তপশিলী জাতি, তারা না পেয়ে, যারা জমির মালিক, মার্জিনাল ফার্মার পরিচয় দিয়ে কো-অপারেটিভ করে নিতে পারবে, তাদের হচ্ছে প্রায়রিটি। স্যার, প্রিন্সিপাল এ্যাক্টে একথা আছে, আমি মাননীয় মন্ত্রী সাহেবকে যেটা দেখিয়েছিলাম যে ১৫ নম্বর ধারায় একটা আছে, আন-অথারাইজ্ড অকুপেন্টস্দের সম্পর্কে—যারা বে-আইনি বসে আছে, নোটিশ দাও, সরকারের জন্য যে জমি রেখে দাও, বাকী জমি তুমি বিলি করে দাও। আমরা আশা করেছিলাম যে এই বিলের মধ্যে থাকবে যে দীর্ঘদিন ধরে যারা খাস জমিতে গভর্ণমেন্ট জমিতে বসে আছে, দে উইল বিকাম রায়তস, তারা রায়তি সত্ব পাবে। যদি সেই জমি গভর্ণমেন্টের প্রয়োজন না থাকে। হয়ে যেত এক কলমের খোঁচায় যা তাঁরা ১২/১৩ বছরে পারলেন না। হয়নি কেন? হয়নি এইজন্যে, যারা অথর, এই বিলের প্রণয়নকারী, তাঁরা চায়নি এটা। তাঁরা যেহেতু জোতদারের লোক, মহাজনদের লোক, জমিদারদের লোক, তাঁরা চেয়েছেন ঐ জমি যাতে বর্গাদারদের হাতে থাকে অকৃষক টাকাওয়ালা লোক যাতে পায়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। গায়ের জোরে—মিলিটারী ক্যাম্প বসিয়ে, পুলিশের ক্যাম্প বসিয়ে, সেই সমস্ত জমি যশকোরা, বাঁইগোরার মত জায়গায় জমি দখল করে আছে। কাজেই বিপরীত মুখী ধারায় এই বিল তৈরী হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে দুইটি ধারা আছে। ফাইনাল পাবলিকেশানে যেসমস্ত রেকর্ডস আর রাইটস আমাদের প্রিন্সিপাল এ্যাকটে আছে—যে ফাইন্যাল পাবলিকেশান হয়ে গেলে এটা চুড়ান্ত হয়ে গেল; এ একটা মৌজা স্পিন্ট করে ফাইনাল পাবলিকেশান করা যায় না, এই হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল এ্যাক্টের কথা। ফলে কি হয়েছে? ফলে চা বাগানগুলিতে ফাইনাল পাবলিকেশান হয়নি। আমি শুনেছি চা বাগানের ১ বছর যাবত আমাদের রাজস্ব আদায় হয়নি, কারণ ফাইনাল পাবলিকেশান হয়নি, ট্রেবল অব রেভিন্যু রেটস এখন পর্যন্ত ফিক্সড হয়নি, কিছুই হয়নি। অন্যান্য যেসব মৌজার মধ্যে রয়েছে, সেই মৌজার ফাইনাল পাবলিকেশান বন্ধ হয়ে রয়েছে। একটা শটকাট কিছু বের করেছেন। একটা ধারা যদি বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের যত বে-আইনি কাজকর্ম সব একটা ধারার ভিতর দিয়ে আইন সংগত করে নেওয়া যাবে। স্যার, এটা অত্যন্ত বিপদজনক। আমি যখন সিলিং লিমিট করছি, এক জায়গায় ফাইনাল পাবলিকেশান চলছে, আমি জানতে পারছি আমার জমি কতটুকু আছে। আরেকটা জায়গায় ফাইনাল পাবলিকেশান হয়নি, আমি জানলাম না আমার জমির সিলিং লিমিট কত, আমি কি করে জানব আমার জমি সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেটা কারেক্ট, কি করে আমি চেক আপ করব? যতক্ষণ পর্যন্ত না ফাইনাল পাবলিকেশান হচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম না আমি কি করে সিলিং লিমিট কার্যকরী করব। আমার জমি এই মৌজায় হয়তো কিছু আছে, ঐ মৌজায় কিছু আছে। দি বিল অথরাইজেস দি সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট টু গো ইন দেয়ার ওন ওয়ে। কারণ মন্ত্রীদের ব্যাপার নয়। ১২ বছর ধরে তাঁরা অপকর্ম করেছেন এবং এখানেই তাঁরা সীমাবদ্ধ থাকেননি। এর পরবর্তী ধারায় আরও চমৎকার। ৭নং ধারাতে তাঁরা বলেছেন যে, যে সমস্ত ট্রান্সফার অব ল্যাণ্ড হয়েছে, স্যার ১৯৬০ সাল থেকে এই হাউসের সামনে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে কত ট্রান্সফার অব ল্যাণ্ড হয়েছে, আইন সংগত, বে-আইনি, বিভিন্ন রকমে, এর জমি তার কাছে দেওয়া হয়েছে, ওর জমি তার কাছে দেওয়া হয়েছে, সেটেলমেন্টকে ঘুষ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের কাগজ পত্র তৈরী করা হয়েছে।

এখানে এই বিলে বলা হচ্ছে কি? একটা ধারাতে বলা হয়েছে ১৫ দিনের নোটিশ দিয়ে, তোমরা যদি অবজেকশান না দাও, তাহলে সেইগুলি রেগুলারাইজ্‌ড হয়ে যাবে। আশ্চর্যের কথা। ১৫ দিনতো কেউ খবরই পাবেনা। যে মানুষের টাকা নেই, সেই মানুষ খবর পাবেনা যে তার জমি আরেকজনের হাতে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেটেলমেণ্ট অপারেশান আমরা চেয়েছি। আমরা একথা শুধু বলিনি। আমরা বলেছি সেটেলমেণ্ট রুলস'এ আছে রিভিশান অব রেকর্ডস, সেই রুলস এ্যাপ্লাই করলেন না, রিভিশান অব রেকর্ডস কোন জায়গায় শুরু করলেন না, স্যাম্পল রিভিশান অব রেকর্ডস নাকি শুধু হচ্ছে প্রত্যেকটি সাবডিভিশনের একটি মৌজায়। হাউ ফানি থিংস? আমাদের রাজ্যে সবকিছু হয়। একটা ভাত টিপ দিয়েই বলবেন সব ভাত রান্না হয়েছে কি না? কিরকম সব একসপার্ট বসে আছেন আমাদের সেটেলমেণ্ট দপ্তরে। আমরা সেই জিনিষ চাইনি। যে জমি বে-আইনি দখল করে আছে, গরীব মানুষের জমি জোর জবরদস্তি করে করে যারা কেড়ে নিয়েছে, সেই জমি এক কলমের খোঁচাই তোমরা রেগুলারাইজ করে দেবে, সেটা আমরা চাইনা। আমরা বলছি সেটেলমেণ্ট প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট আছে, সেটেলমেণ্ট অপারেশান-এর নিয়ম আছে, তুমি সেটেলমেণ্ট অপারেশান সুরু কর, সমস্ত জায়গায় এক সংগে না হয়, একটা একটা মৌজা করে সুরু কর। আমাদের সেটেলমেণ্ট অপারেশান ১৯৬০-৬১ সালে সুরু হয়েছিল। দীর্ঘ দিন হয়েছে এতদিন লাগার কথা ছিল না। এত দিনতো লাগবে না? আজকে দেখা যাচ্ছে যে রেভিনিও অফিসারদের হাতে—যারা সব দেবতা—আমাদের রেভিনিউ অফিসাররা সব দেবতুল্য লোক। কাজেই তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হল যে তোমরা কি করতে পারবে? না, তোমরা সমস্ত তথ্য শুনে শুনে ফিল্ড ইণ্ডেক্স, খসড়া ইত্যাদি পাবলিশ কর। তারপর স্যার, ৯ ধারাটা যদি দেখি, ৯ ধারাতে, ৩ উপধারাতে বলা হয়েছে যে "In respect of any lease made after the commencement of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Ordinance, 1974 a raiyat who is a person under disability, on the ceasation of the disability in the manner laid down in the Explanation to sub-section (3) of section 118, may, by giving the under raiyat three months' notice in writing before the expiry of any year, terminate the tenancy if the raiyat requires the land bonafide for personal cultivation by him". Disability has been defined কিন্তু কার ডিসএবিলিটি? জমিদারের? রায়ত মানে জমিদারও। রায়ত does not make any sense.? আমার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইনে রায়ত বলে কোন কথা নেই। আমি দেখব জমিদার সে যদি টেনেণ্ট হয়ে থাকে, তাকে কেন উচ্ছেদ করা হবে। এই ধারাই দুই ক্ষমতা কেন দেওয়া হবে যে ইচ্ছা সে করলেই উচ্ছেদ করতে পারবে। যে কৃষক, যে নিজে চাষ করে না—অথচ বলছে যে রিজামশান করার জন্য করবে। আমি দেখেছি যে জমিদাররা কি ভাবে রিজামশান করে। রিজামশান মানেই হচ্ছে পাস ন্যাল কালটিভেশান—মানে হচ্ছে খামার বাড়ী। খামার বাড়ী করার জন্য আমার বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হবে। দিস ইজ দি প্রভিশান। কাজেই জমিদার, সে খামার বাড়ী করার জন্য সমস্ত বর্গাদারদের উচ্ছেদ করবে। তার মানে ব্যাপক ভাবে বর্গাদারদের উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র তৈরী হচ্ছে। এটা আর বলি না

এটা স্বরাজ। বলবে যে আমিতো পার্সন্যাল কালটিভেশানে আনতে চাই জমিটা। ছেড়ে দাও। আর at the service of these 'jotedars & mahajanas'—these bureaucrats তারা সংগে সংগে বলবেন যে ঠিক আছে মশাই, আমার আইনেতো ধারা আছে এই ধারা প্রয়োগ করুন and the 'bargadars' would be evicated right and left.

স্যার এখানে ..

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি খুব হ্যারিডলী যাব। আমি খুব সময় নিয়েছি। আই এ্যাম সরি এগজামশান—একজামশান সম্পর্কে কিছু বলে আবার কিছু রেখে দেওয়া হয়েছে। প্ল্যানটেশানের এগজামশান, কেন ? হোয়াই ? যদি বড় প্ল্যানটেশান করতে হয় গভর্ণমেন্ট উইল ডু ইট। আমি জমিদারকে ১০ একরের বেশী প্ল্যানটেশান করতে দেব কেন ? যদি বড় প্ল্যানটেশান করতে চায়, গভর্ণমেন্ট করুক। চা বাগান করতে দেব কেন, চা বাগান গর্ণমেন্ট নিক। ১০ একর পর্য্যন্ত চা বাগান পার্মিসিয়ল। ১০ একরের উপর যদি হয় গভর্ণমেন্ট উইল টেক ইট আপ। আমরা দেখছি না যে চা বাগানের অবস্থা কি ? আমরা দেখছি না সেই সমস্ত লুপ হোলসের অর্থ কি ? শুধু অর্চারড তুলে দিলাম আর এটা তুলে দিলাম উটা তুলে দিলাম বলে কিছু আবার রেখে দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমি দেখছি এই বিলের মধ্যে কিছু ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদের এক্সেস ল্যাণ্ড নিয়ে নেওয়া হবে তাদের কিছু ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হবে। যারা জমিদার তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পক্ষে আমি নই। হ্যা, এই রকম জমিদার যদি কেউ থাকে যে ১০ একরের উপর জমি থেকেও তার খোরাকী চলে না তাহলে সে রিহেবিলিটেশান পেতে পারে। সে পুনর্বাসন পেতে পারে। আর ১০ একরের নিচে যারা তাদের—হ্যাঁ তাদের আমি ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী আছি। এবং যদি কেউ গভর্ণমেন্টের কাছে ৫ একরের মধ্যে তাদের মার্কেট রেটে তাদের জমি বাজার দরে ক্ষতিপূরণ পাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি যে ট্রাইবেলদের জমি সম্পর্কে আমি এই হাউসের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ইনষ্ট্রাকশান আমি এখানে পড়ে যেতে চাই। সেই ইনষ্ট্রাকশান-টা হচ্ছে—Government of India—No, 16/121/72-Judicial, তিনি Secretary to the Government of Tripura , Revenue Departmentর কাছে কেন্দ্রীয় সরকার লিখে-ছেন —ভূমি সংস্কারের যে বিলটাতে কি থাকা উচিত এবং কি থাকা উচিত নয়। আমি অন্য সময়ে অন্যান্য ধারাগুলি দেখাব। কিন্তু একটা ধারা সম্পর্কে—ট্রাইবেলদের সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রপোজড সেকশানে। এর আগেকার বিল যে সেকশান ছিল in the principle act this wide power to the Administration in relation to the reserve area for settle-ment for the members of scheduled tribes and constituted under the order of the former rullers of Tripura. It is a general experience in other tribal areas that the period of transaction generally exploited by the vested interest to the detrement of the tribals under the proposed section. A situation can easily be visualised by the old order may be renewed and the new order may take effect after some time creating a vacum for any length of tribes. কেন্দ্রীয়

মন্ত্রী এই কথা বলতে চাইছেন যে...ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডার যে টা মহারাজার সেইটা যদি তুলে দেওয়া হয় এবং যদি বিকল্প কোন ব্যবস্থা রাখা না হয় তাহলে তুলে দিয়ে এবং পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থায় মধ্যে যে সময় সেই সময়েতে ট্রাইবেলের জমি নন-ট্রাইবেলদের হাতে আরও বেশী করে চলে যাবে। এইটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাইরেকটিভস। কোন কোন রাজ্যে তারা দেখছেন যে এই অন্তর্বর্ত্তীকালে আর পাহাড়ীদের হাতে এক টুকরা জমিও থাকবে না। কাজেই তারা ডাইরেকটিভস দিয়ে ছিলেন, নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তোমরা তা করোনা না ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডারটাকে তুলে দিও না। তারপর আমরা কি দেখছি? তারপর আমরা দেখছি যে আমাদের সেনগুপ্ত মন্ত্রসভা গায়ের জুরে সেই ট্রাউবেল রিজার্ভ অর্ডারটাকে তুলে দিলেন। তারা এইখানে বলেছেন যে মহারাজার যে ট্রাইবেল রিজার্ভ সম্পূর্কিত আইনগুলি সেইগুলি এই বিলের মধ্যে অন্তভুক্ত করা হোক এবং এইগুলির মধ্যে যে সমস্ত আইন বে-আইনী হবে সেই আইনগুলিকে রাখা হোক। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি বিস্তৃত আলোচনা এখানে করছি না, আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে তার উপর বলবো। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে গভর্ণমেন্টের আইন যে অর্ডিনেনসের ভিত্তিতে হয়েছে সেই অর্ডিনেনসের মধ্যে একটা হ্যাণ্ড আউট ছাটিকে দিয়েছেন এবং সেই হ্যাণ্ড আউট টুডে হজ নিউজ অব ৪-৩-৭৪। সেই হ্যাণ্ড আউটে তারা বলেছেন, সেই হ্যাণ্ড আউটে তারা বলেছেন তারা নিজেরা জানেন যে কি অপরাধ তারা করেছেন। জানেন বলেই এক জায়গায় তারা বলেছেন In the light of this development ··· ··· further steps will be considered if necessary.

আমি স্যার, এইটা আণ্ডার লাইন করতে বলছি যে এই বিলের মধ্যে কোন জায়গায় আছে যে ফারদার ষ্টেপ উইল বি টেকেন? এই বিলের অ্যাক্স প্লেন করতে গিয়ে এই গভর্ণমেন্ট কোথায় বলেছেন যে ফারদার ষ্টেপ উইল অলস বি কনসিডার্ড। আমি তো কোথাও দেখছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেব্যল মেম্বার আপনি তো জেনারেল ডিসকাশনের মত করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, এখানে যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি জেনারেল ডিসকাশনের কথাই বলে গেছেন। নইলে আমি দাঁড়াতামই না। আমি দাঁড়াতে চাই নি। তিনি বলেছেন, মাননীয় সদস্য তড়িত মোহন দাসগুপ্ত যখন বললেন এইটা আলোচনা হোক না কিছু। কাজেই এখানে তো ক্লজ বাই ক্লজ হচ্ছে না, ক্লজ বাই ক্লজ হলে আমি বলবো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি মোশন এনেছেন সিলেক্ট কমিটিতে নেওয়ার জন্য সেই পয়েন্টে বলুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সেই পয়েন্টেই বলছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আই এবাইড বাই ইউর অর্ডার। আমি যেটা বলছি যে কয়টা, একটা বলা হয়েছে যে এটা ট্রাইবেলের জন্য মহারাজার রিজার্ভ ছিল আমরা সব ট্রাইবেলের জন্য ইটা খুলে দিলাম। তারা অ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে পারতেন কোন অসুবিধা ছিল না। আমরা

বলছি ট্রাইবেসের জন্য নয় সব ট্রাইবদের জন্য হবে। তার জন্য ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা তুলে দেবে? এইটা যুক্তি হলো না। দ্বিতীয় হচ্ছে যে ১৮০ টাকে এখানে ট্রেনদেও করেছে। ১৮৭ তে আছে ডি এমের পারমিশন নিয়ে জমি বিক্রী করতে হবে। আগে ছিল এখনও আছে। জমি হাতছাড়া হয়ে গেলে সেই জমি আবার তাকে ফিরিয়ে দেওয়া গভার্ণমেন্ট জানে না? মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে মানুষ জমি ৫ টাকা, ৬/১০/৫০ টাকা ছেড়ে দিয়ে জুম করতে যাচ্ছেন খোঁজে তাকে পাবে না। আনট্রেচড। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ২০ হাজার কি ২২ হাজার কি এর চেয়ে বেশী জুমিয়া পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে। আর এখন যদি জুমিয়ার তথ্য নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে আরও ২০ হাজার জুমিয়া পরিবার আছে দুই বছর পরে ২০ হাজার জুমিয়া পরিবার থাকবে। জমি কোথায় যাচ্ছে? জমিতো ফাঁকা হয়নি, জমি জমির জায়গায় থাকে কিন্তু সেই জমির মালিক জমিতে থাকে না। তাকে খোঁজে এনে তাকে সেই জমি রেস্টোর করা যায় না। দিস ইজ অ্যাবসার্ড। দিস ইজ নট পসিবল্। কেউ যদি বলে যে তার গেরেনটি আছে যে সেই জমি তার হাতে থাকবে হি ইজ লিভ ইন সুইচ পারাডাইস। হাজার হাজার কৃষক জুমিয়া পরিবার জমি ছেড়ে চলে গেছে। আসাম চলেগেছে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে। দারগা দিয়ে রেস্টোর করে দেবে দিস মোটো ইজ স্টুপিড। অ্যাবসোলিউটলি স্টুপিড। যাদের মগজে কিছু নেই, তারা ছাড়া যারা ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে না, যাদের ত্রিপুরার কৃষকের সংগে, জুমিয়ার সংগে যোগাযোগ নেই কোন সম্পর্ক নেই তারা ছাড়া এই কথা কেউ চিন্তা করতে পারে না। স্যার, ট্রাইবেল রিজার্ভ কি আছে, ভাস্ট ল্যাণ্ড হেজ বিন ট্র্যানসফার্ড টু নন ট্রাইবেলস। ভাল জমি যেটুকু সমস্ত নন-ট্রাইবেলদের হাতে চলে গেছে। তেলিয়ামুড়া থান সমগ্র এলাকাটা ট্রাইবেলের ছিল আজকে সেখানে ট্রাইবেল খোঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু টীলাটংকর যে জায়গাটুকু আছে, এই গভার্ণমেন্ট সেই জায়গাটুকুও তাদের জন্য রিজার্ভ করে দিতে পারে না। একদিন জার্মাণ জাতি লেবেন ট্রাস বলে চীৎকার করে উঠেছিল, হ্যাঁ, ভুল নেতৃত্ব ছিল কিন্তু জার্মাণ জাতি কে যারা নিঃস্ব করে দিয়েছিল ভার্সাই সিটিতে সেই জমির ক্ষুধা তাদেরকে কি রকম পাগল করেছিল আমরা দেখেছি। লেবেন ট্রাস, লেবেন ট্রাস করে সমগ্র দেশকে উত্তেজিত করে দিয়েছিল হিটলার। কারণ জমি ক্ষুধা সাংঘাতিক ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মানুষকে পাগল করে। আজকে পাহাড়ী জাতিকে নিঃস্ব করে তার যে শেষ সম্বলটুকু তাও নেই। মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভে কি আছে? অধিকাংশ জায়গা তো নন-ট্রাইবেলদের হাতে। এই তেলিয়ামুড়ার জায়গা, নবডি ওয়ানটেড যেগুলি রিজার্ভের মধ্যে থাকবে। যেটুকু ট্রাইবেলদের আছে সেইটুকু রিজার্ভ করে দিয়ে যা আমাদের কনষ্টিটিউশনে প্রভিশন আছে, আমাদের দেবর কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যেকে রিকমেনডেশন করেছে সেইটা এইটার মধ্যে আসতে পারবে না। এই আদিবাসীর নাম করেছেন, এই আদিবাসী বলে সমস্ত সংগঠন করছেন আর তাদেরকে এতটুকু মনে করেছেন যে তাদেরকে একটা রিজার্ভ এলাকা সংগঠন করে দেওয়া যায় না। স্যার, এই ধরণের যে বিল এইটার মধ্যে যদি এত ত্রুটি হুট্ করে এইখানে, যেহেতু ৩১টা হাত আছে, হাত তুলে পাশ করে নিয়ে গেলাম এইটাতো দুনিয়ার বাইরে। আমরা

জানতে চাই কোন রাজ্যে ল্যাণ্ড রিফরম বিল সিলেকট কমিটিতে না পাঠিয়ে পাশ হয় কিনা। মাননীয় মন্ত্রীমশায় যদি জানাতে পারেন এই হাউসকে তাহলে আমি খুশী হবো। আমি মেনে নেবো যে কোন রাজ্যে সিলেকট কমিটিতে না পাঠিয়ে পাশ করেছে ল্যাণ্ড রিফরম বিল, যদি এই রকম ঘটে থাকে আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবো, আপনি দেখান। যদি কোন রাজ্যে ল্যাণ্ড রিফরম বিলের মত একটা বিল ১২ বছর পরে যে বিল এসেছে সেই বিলটাকে ধ্বনী ভোটে, কর ভোটে, গায়ের জোরে, রোলিং দিয়ে, পাশ করে নিয়ে নেবেন আর নেইটা বাইরের লোক হিসাবে মেনে নেবো। আপনারা ৪১ জন হতে পারেন কিন্তু শতকরা দুইজনের আপনারা প্রতিনিধি। মহাজন এবং জমিদারদের প্রতিনিধি। কৃষকদের প্রতিনিধি যারা তারা এটা মানতে পারে না। তারা এখানে লড়াই করবে এবং যত জমিদার আছে তাদের জমি জোর করে দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করবে। আমরা গ্রামে গ্রামে সেই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করব। এই হচ্ছে একমাত্র পথ যে পথ আমাদের সামনে খোলা আছে যদি আপনারা গায়ের জোরে এইখানে আইন পাশ করতে চান। আমি এই কথা বলে আমার মোশনটা মুভ করছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে দলমত সংগ্রহের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার জন্য মাননীয় নৃপেন বাবু যে প্রস্তাবটি রেখেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য প্রথম থেকে দীর্ঘ এক ঘন্টার উপর অনেক কথা বক্তৃতা করেছেন। তার প্রথম দিকের বক্তৃতায় যেটা ফুটে উঠছে সেটা হচ্ছে এই যে যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। কাজেই এই কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে যখন কিছু একটা আসবে তার মধ্যে তিনি একটা উদ্দেশ্য দেখতে পান এবং সেটা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে জমিদারী প্রথার কি হল, কি নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি অনেক কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু সেগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখব যে যে কথাগুলি তিনি বলেছেন তার সংগে এর কোন যোগ নাই এবং এই বিলের ধারার মধ্যে সেগুলি রূপদান করার, অবশ্য বাস্তবে কাজ করতে গিয়ে গিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু দল হিসাবে তিনি জমিদার বলছেন। একবার জমিদার বলতে গিয়ে বড় বড় ধনী তাদের মীন করতে চাইছেন। কিন্তু জমিদার হিসাবে যেটা মধ্যমও ভোগী সেই জমিদারকে কংগ্রেস বহু আগেই উচ্ছেদ করেছে। তাহলে জমি পাওয়ার যে নীতি, ধাপে ধাপে জমি বন্টন করে সেটাকে কমিয়ে আনা হয়েছে। কাজেই ১৯৬০ সালে যেখানে সিলিঙের পরিমাণ ছিল ২৫ একর এবং সর্বোচ্চ যেখানে ছিল ৫২ একরের মত সেখান থেকে সেই সিলিঙটাকে নামিয়ে এনে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটাকে কমিয়ে তাকে করা হয়েছে ১০ একর এবং সর্বোচ্চ করা হয়েছে ১৮ একর। তাহলে কংগ্রেস সরকার যে নীতিটা নিচ্ছে সেটাকে বুঝাইবার জন্য দীর্ঘ বক্তৃতা প্রয়োজন হয়। যেহেতু একটা প্রগতিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে অনেক ব্যঙ্গ করে দেখতে হবে তার জন্য তিনি অনেক অনেক কথার অবতারণা করেছেন। কিন্তু এই বিলের অভ্যন্তরে যে প্রগতিমূলক ধারা নেওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। ভূমি ক্ষেত্রে সেটা বিপ্লবাত্মক। তিনি একবার বলতে চাইছেন যে জমি নিয়ে তাদের বাজার

দরে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। ভাল কথা বললেন। একবার বললেন যাদের জমি সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দিন, আর একবার বললেন যারা বড় লোক তাদের ক্ষতিপূরণ দিবে না। সরকার তো এই ধারায় কাজ করতে পারেন না। একটা গণতান্ত্রিক দেশে সহজ স্বাভাবিক নীতি নিয়ে দেশ চালাতে হয়। যারা কৃষক কাজ করছে।' জমির যাদের মালিকানা নাই, যারা ভাগীদার হিসাবে কাজ করছে, আজকে এই বিলে তাদের সেই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। সেখানে বর্গাদারদের একটা ডেফিনিশানের মধ্যে যারা ভাগচাষ বা অন্য ভাবে চাষ করতে তারা বিনা ক্ষতিপূরণেই, সরকার না নিয়েও জমির মালিকানায় অংশ প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেজন্যই বর্গাদার যে ডেফিনিশানটা বা যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত বড় এবং তার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে কেউ বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। তার যে ডেফিনিশানটা যে ভাবেই বলুক না কেন ভূমির বিনিময়েই বলুক যে ভাবেই বলুক না কেন কেউ যদি চুক্তির জাতির জমিটা নেই সেই বর্গাদার। তাহলে এই বিলের মধ্যে একটা মস্ত বড় স্বত্ব দেওয়া হল যে যারা বর্গা করছে তাদের পারপিচুয়াল রাইট হল এবং এই পারপিচুয়াল রাইটের ফলে তারা সরকারের কাছ থেকে ঐ যে একটা মহাজনগিরি বলা যায় বা ভাগাদারি বলা যায়, এই জমির উন্নতির জন্য সে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কাজেই সেই কথাটা মাননীয় সদস্য কিন্তু বলেন নি। কাজেই এই যে একটা নীতি যা নেওয়া হয়েছে যেটা কংগ্রেস পূর্বে ঘোষণা করেছিল এবং যার জন্য বিগত নির্বাচন হয়ে গেছে তার জন্য আর জনমতে যাওয়ার দরকার হয় না বা তার জন্য আর একবার এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই এই যে মূল নীতি যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটা পাশ করতে যত দেরী হবে সেই অধিকার তাদের কাছে পৌছাতে ততই দেরী হবে। কাজেই আজকে যদি সিলেক্ট কমিটিতেও দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উল্টো দিক থেকে তারা এটাকে বানচাল করার চেষ্টা করছেন। মাননীয় সদস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন জায়গায় বলেছেন যে খাঁটি কৃষক যারা, তিনি বলেছেন যে খাঁটি কৃষকের কাছে দেওয়া হোক। সেটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল এবং আজকে যে সমাজ ব্যবস্থা করেছেন সেটা সিলেক্ট কমিটিতে গিয়েও সুরাহা হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত যদি ধরাও যায় যে এক ধরণের ব্যবসায়ী যারা ব্যবসায় করছেন বা যারা শহরে থেকে জমির মালিকানা নিচ্ছেন তাদের যদি এতে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাহলে সেই অর্থ সরকারের নেই। তিনি বলেছেন যে সেই অর্থ সরকারের নেই। তিনি বলেছেন যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিয়ে নাও। কিন্তু আমি বলি এত পরিমাণ অর্থ সরকারের নাই। কাজেই এই জিনিটা টিকবে না, কিন্তু তার জায়গার মধ্যে যারা ভাগ সর্ত্ত করেছে, তাদের সেই অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমি জিজ্ঞাস করতে চাই কোনটা বিপলবাত্মক? কাজেই এর মধ্যে এটাকে টেনে নেওয়ার দরকার নাই। যদি সেটাকে নিতে হয় তাহলে বুঝা যাবে যে এই যে প্রগতিমূলক বিলটা আসছে, উকে বানচাল করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি দীর্ঘ সময় নিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে মুদ্দা কথা যেটা আছে আমি সেটার কথাই বলব, আমি খুব বেশী সময় নেব না। তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন এই যে বর্গাদার হল, উপযুক্ত কারণ যদি থাকে, তাহলে তাকে ৩ মাসের নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধারা যদি না থাকে, এই যে কৃষক আছে, বহু কৃষক আছে, এমন হতে পারে যে সে অকালে মারা গেল তখন হয়তো তার জমিটাকে বর্গাদারের কাছে দিতে হবে,

তারপর তার ছেলে যখন বড় হবে, তখন তার জমিটা করবে কে? একবার বর্গা দিলেই কি সে আর জমির মালিক হতে পারবে না? কাজেই আইনের ধারার মধ্যে কঠোরতা করতে গেলে, অনেকগুলি সম্ভাবনার দিক তার মধ্যে দেখতে হবে। কারণ কেউ মারা যেতে পারে, বিধবার সম্পত্তি হতে পারে, অথবা একজন কৃষক একটা পিওনের চাকুরী পেয়ে অন্যত্র কিছু দিনের জন্য চলে গেল এবং কিছুদিন পর যখন সে ফিরে আসবে, তাহলে সে কি কোন দিনের জন্যই কৃষক হতে পারবে না? কাজেই এই আইনের মধ্যে যে ধারা, তার ব্যাখ্যা তিনি যেটা দিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয় নি, সেটার জন্য তার উপযুক্ততা প্রমান করতে হবে এবং তারই জন্য আইনের মধ্যে বিধান রয়েছে। কাজেই সে দিক দিয়ে এই বিলটা অনেক প্রগতিমূলক এবং এর এর বিরুদ্ধে কিছু বলার নাই। তিনি এ্যাকজামপশান সম্পর্কে বলছেন যে এটা থামবে কেন? সবই তো সরকারের। আজকের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সমস্ত রকমের সম্ভাবনার কথা থাকতে হবে। এখানেও যে কো অপরেটিভের কথা উল্লেখ আছে, হয়তো সেটা আজকেই হচ্ছে না। কিন্তু এই আইনের ধারা মধ্যে যেটা আছে, তাতে ভবিষ্যতে কো অপরেটিভ হতে পারে এবং কো অপারেটিভ যদি হয়, তাহলে সেটা বিভিন্ন ধরনের কো অপারেটিভ হতে পারে। কেউ তার জমির সমস্তটাই কো অপারেটিভ এর মধ্যে দিয়ে কাজ করতে পারেন এবং যদি সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়, কেউ হয় এই রকম করতে পারেন, যেমন গ্রামবাসীদের সবই মিলে এক একটা কো অপারেটিভ করতে পারেন। আজকে সবটাই বা সরকার করবেন কেন? সরকার যা করছে, সবটাই জন সাধারনের জন্য করেছে। আমাদের দেশে বর্তমানে একটা কিক্সড ইকনমি চলছে' আমাদের এখানে সরকার কিছু কিছু কাজ করছেন, কৃষির ক্ষেত্রে প্রাইভেট বা করপোরেট কোম্পানি করে, তার উদ্যোগে সমস্ত কাজ করছেন। এবং সেখানে যদি কেউ মিস ম্যানেজমেন্ট করে, তাহলে সরকার সেটাকে কয়ে নিতে পারেন। কিন্তু জনসাধারনের নিজস্ব ধারা অনুযায়ী কাজ করার সমস্ত সুযোগ তার মধ্যে আছে। সেই রকম যদি কোন কোম্পানি বা কো অপারেটিভ গঠিত হয়, তাহলে তার জন্যও আইনের মধ্যে বিধান রাখতে হবে এবং ভবিষ্যতের দিক দিয়ে যদি ঐই ধরনের কিছু হয় অথবা গ্রামের ১০ জন কৃষক মিলে যদি একটা কোম্পানি করে চলে, তাহলে এই রকম বিধান রাখার প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য এই এ্যাক্জাম্পশানের ধারাগুলি রাখা হয়েছে। কারণ এই রকম কিছু রাখতে হচ্ছে এই জন্যও যে আমাদের এখন যে চা বাগানগুলি আছে, সেগুলি আমরা এখনও রাষ্ট্রায়ত্ব করি নি। সরকার এরজন্য দেখছেন কি নীতি নির্দ্ধারন করা যায়, এরজন্যও এই এ্যাক্জাম্পশানের ধারাটা রাখতে হচ্ছে। আর যে সমস্ত কোম্পানি আছে, যারা কাজ করছে বা দেশের কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবস্থা চালু হবে, যদিও সেই নীতি এখনও গৃহীত হয় নি বা এখনি নেওয়ার সিদ্ধান্ত জাতীয়ভাবে নেওয়া হয় নি, সেজন্যও এই রকম একটা দরজা তাদের জন্য খোলা রাখতে হবে। তারপরে তিনি কম্পেনসেশানের কথা বলতে গিয়ে শেষের দিকে একটু দরদ দেখিয়েছেন বললেন বাজার দর দেওয়া হচ্ছে না কেন? আবার বললেন বড় লোকদের হলে দেবে, গরীবদের হলে দেওয়া হবে না কেন? কিন্তুএই রকম ক্ষমতা যদি সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া হয়, তাহলে তো গরীব বড় লোক নির্দ্ধারিত করতেই অনেক সময় চলে যাবে। কাজেই তার এই কথার সঙ্গে বাস্তবের

কোন যোগাযোগ নাই। আমরা আইন করে দিচ্ছি যে আইন করে দেব, সেটা সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে যদি কারো সিলিং এর উপর জমি থাকে সেই জমি সরকার নিয়ে নিবেন। যাদের ১০ একরের উপর জমি থাকবে, সেটা যখন সরকার নিবে, তখন একই দামে তাদের থেকে নিবেন এবং সেজন্য আইনের মধ্যে একই বিধান রয়ে গেছে। যেজন্য তাদের বঞ্চিত করার কোন প্রশ্ন উঠে না। কাজেই এই দিক দিয়ে তার বক্তব্যের মধ্যে কোন যুক্তি নাই। কাজেই নীতিগতভাবে যে বিলটা এসেছে সেটা ঠিকই আছে। তবুও তিনি অধিকন্তু বলেছেন।

ল্যাণ্ড রিফর্মস বিল, যদি এটা পুরো বিল হত, সাধারণ নিয়ম আছে কোন পুরো বিল থাকলে, পার্লামেন্টে রেয়াজ আছে যে সেটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো যায়। কিন্তু যেখানে একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট আসছে, সেই এ্যমেণ্ডমেন্টর জন্য দিতে হবে, এমন কোন রেয়াজ নেই। এই ক্ষেত্রে যে জিনিষটা করা হচ্ছে উনারা হয়তো বলতে পারেন যেখানে ট্রাইবেল রিজার্ভের কথা বলা হয়েছে, তার বাইরে যে এরিয়াটা আছে, এটা প্রগতিশীল যে সেটাকে বাদ দেওয়ার মধ্যে কোন জিনিষ নাই। আর এটাকে যদি এভাবে পিছিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে অতিরিক্ত জমির মালিক যারা আছেন, এই বিলের মধ্যে আছে, ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সিলিং এর জমিটা কার্যাকরী হবে। কাজেই এই আইনটা করতে হলে পর তার মধ্যে যে আনুসঙ্গিক কাজ করতে হবে, সেগুলি পরেও করা যাবে। কিন্তু মূল যে উদ্দেশ্য, সিলিং অতিরিক্ত যাদের জমি আছে, সেই জমিটাকে বের করে এনে ভূমিহীনদের, বর্গাদারের বা অন্য কৃষকদের যেমন আদিবাসীরা, তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করা যাবে। কাজেই এটাকে যদি আরও পিছিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এর মধ্যে যে উদ্দেশ্যটা আছে, সেটাকে ব্যহত করা হবে। তাই এসব দিক দিয়ে চিন্তা করে, এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে না পাঠিয়ে হাউস যাতে এটাকে গ্রহণ করে, সেইজন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আর একটা বিষয়ে তিনি বলেছেন, রিজার্ভের বিষয়ে, সেখানে তর্কের অবকাশ থাকে। কারণ এটা যদি হয়, তাহলে তার অন্য একটা দিক আছে, সেটা যদি দেখি, তাহলে এই আইনের মধ্যে আছে যে ধারা, সেটা অনুযায়ী ঠিকভাবে কাজ করা যায়। যেমন আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর রোধ করা যায় এবং তার জন্য সামাজিক দিকটা গভীরভাবে দেখা উচিত সেটা হচ্ছে এই যে মূল আইনের ১৭১ ধারাতে নির্দ্ধারিত আছে যে আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদের কাছে বিক্রি করতে পারবে না, ডি. এমের পার্মিশান ছাড়া এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে রুলসের মধ্যে এটা করা উচিত যে ডি, এম পার্মিশানটা দিবেন এজন্য একটা কমিটি করে তার মারফতে দিবেন। কাজেই এই দিক দিয়েও ব্যাপারটা খোলা রাখা হল- সেই কমিটি যদি না দেন, তাহলে সরকার নিজের থেকে যেগুলি বে-আইনী হস্তান্তরিত হয়েছে, সেগুলি তাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন। এর আগেও যদি কিছু হয়ে থাকে, অন্ততঃ আমি আইনটাকে যা বুঝেছি, সেখানে ১৪৭ ধারা বলবত আছে, যেখানে যদি বে-আইনি জমি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে ডি. এমের পার্মিশান ছাড়া তাহলে যে কোনও লোক মকোদ্দমা করলে বা কোন লোক সেটা সরকারের দৃষ্টিতে এনে যাতে সেই জমিটা আবার আদিবাসীদের কাছে পৌছে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই আদিবাসীদের মূল যে

অধিকার আছে, সেটাকে নূতন করে এখানে কিছু খর্ব করা হয়নি। বরং তাদের অধিকার রক্ষিত হয়েছে এবং সেই অধিকার বজায় রাখতে হয়, তাহলে আদিবাসী সমাজের মধ্যে যারা আছেন, যাদের জমি বে-আইনি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে, তারা সেটা সরকারের মাধ্যমে বা কেস ডিসপুট করে মোকদ্দমা করে, জমিটা ফেরৎ পেতে পারে। আইনের ১৪৭ ধারাতেও এটা আছে। উপরন্তু আইনের ১৮৭ ধারাতে এইরকম আছে যে কেসটা ডিসপুট, রিজার্ভ নয় তাহলেও যে অঞ্চলে আদিবাসীরা থাকবেন বা আদিবাসীরা যে অঞ্চলটা দখল করে আছেন, সেটা ১৮৭ ধারা বলে রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত হলেও অ-আদিবাসীদের কাছে বিক্রী করতে পারছেন না, তবে ডি, এম, এর পার্মিশান নিয়ে বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু এরজন্যও একটা কমিটি রয়ে গেছে। কাজেই এই দিক দিয়ে রিজার্ভটা না থাকলেও ট্রাইবেলের জমি যাতে ট্রাইবেল-এর কাছে রাখা যায়, তার জন্য আলোচনায় যদি কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে আমি সরকারকে বলব যে ট্রাইবেলদের এটা একটা ন্যায্য দিক, তারা যে সমাজের মধ্যে আছেন, তারা অত্যন্ত দরিদ্র, তাদের অনেকেই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। কাজেই তাদের স্বার্থকে সরকারকে রাখতে হবে, তার জন্য নূতন কিছু বিধানের কথা যেটা প্রেস রিপোর্টে বলেছেন যে সেই রকম একটা আইন করে তাদের অধিকার যাতে রক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা অনেক সময়ে জমির মূল্য কি, সেটা বুঝতে পারেন না, কাজেই গরীব ট্রাইবেলরা যাতে বঞ্চিত না হয়, এটা দেখাও আমাদের কংগ্রেসের একটা পবিত্র দায়িত্ব এবং সেই কথা মনে রেখে তাদের অধিকারকে আরও ভালভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তার জন্য যা করা উচিত, সেটা সরকারের তরফ থেকে করা হবে এই আশা রেখে, এখানে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার যে প্রস্তাব এসেছে, তার বিরোধিতা করে এবং মূল প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সামান্য একটু বলব। বেশী কিছু বলব না। বিরোধী দল নেতা মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী যে মোশানটি এনেছেন যে বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে নেওয়ার জন্য, সেটা নানাদিক থেকে যুক্তি আছে, যুক্তি আছে কিন্তু আমরা ভেবে চিন্তে দেখেছি যে মূল এ্যাক্টটা দুই দুইবার সংশোধিত হয়েছে এবং সংশোধিত আকারে যেটা এসেছে, সেটা সিলেক্ট কমিটিতে দিলে অত্যন্ত দেরী হবে এবং আমরা আশা করি যে তিন চার মাস লেগে যাবে, তার আগে এই হাউসে আসতে পারবে না। এটার একটা ভাল দিক যেমন আছে যে এটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে চিন্তা ভাবনা করে হাউসে এনে আবার পাশ করা, এটা যেমন একটা দিক, তেমনি আরেকটা দিকও লক্ষণীয়, যে এই আইনটা ফোর্স'ড না হওয়া, এ্যাক্টটা কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত এটার সুযোগ অনেকে নিতে পারবে এবং সেই সুযোগে জনসাধারণের অকল্যাণ হবে এবং বড় বড় জোতদার যারা, সেই সুযোগ নিতে পারে। আরেকটা দিক হচ্ছে এই, তিনি তাঁর যুক্তি কয়েকটি রেখেছেন, তার মধ্যে একটা কথা বলেছেন যে এই এ্যামেণ্ডমেন্ট যেটা, বিলের ৩নং ধারায় সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে মার্জিনাল—প্রান্তিক ফার্মার যারা, তারাই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সেই জমি পাবে, সিডুল্ কাষ্ট এবং সিডুল্ ট্রাইব বঞ্চিত হবে। একথাটা উনাকে আরও ভেবে চিন্তে দেখতে বলছি এইজন্য যে এটাতে পরিষ্কার রয়েছে, শুধু মার্জিনাল ফার্মার—তারাই নয়, তার সংগে আরও আছে-

..."for allotment of land shall provide for giving preference to the members of the co-operative farming societies formed by marginal farmers, landless agricultural labourers, jumias and members of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes in alloting land." সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবসদের কথাও এখানে আছে এবং মার্জিনাল ফার্মার, সামান্য জমির মালিক যারা, তাদের মধ্যেও সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবস রয়েছে। এখান থেকে তারা বাদ যাবে না। বিশেষ করে প্রিন্সিপাল এ্যাক্টের ১৮৭ নং ধারা, সেখানে ডেফিনেশান দিয়ে বিস্তারিত আকারে রয়েছে এবং মার্জিনাল ফার্মার কারা কতটুকু জমির মালিক হলে পরে হবে সেটার ডেফিনেশানও মূল আইনে রয়েছে। কাজেই সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবস বঞ্চিত হবে আমি মনে করিনা। আরেকটা কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেটা চিন্তার বিষয়, সেটা হচ্ছে ক্লাশ ৪ কর্মচারীরা রয়েছে. তারা চাকুরী করছে আবার জমিও দেখতে পারছে না। যদি তিন চার কানি জমির মালিক থাকে, তাদের সেই জমি দিয়ে দিতে হবে, যদিও তারা জমিতে কাজ করছে না। সেটা চিন্তার কথা বটে। কিন্তু ক্লাশ ফোর যারা, যাদের কথা তিনি বলেছেন, সাধারণতঃ আমরা দেখি দুই তিন কানি জমির মালিক যারা, যারা এখানে কাজ করছে, তারা অবসর সময়েতে ক্ষেত খামারে কাজ করতে পারে এবং তার সেই জমি থেকে বঞ্চিত হবে না সেটা আমাদের বিশ্বাস আছে। এখন যদি কেউ চাকুরী করছে, ১৫।১৬ কানি বা এক দ্রোণ জমির মালিক, বা সিলিং লিমিট যা আছে, তার বেশী যদি তাদের জমি হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষ হয়ে তদ্বির করা উচিত হবে না, কিন্তু ছোট কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এটা প্রজোয্য হবে না। কাজেই তাদের কোন ক্ষতি হবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই সিলেক্ট কমিটিতে গেলে পরে দেরী হবে এটা নিশ্চিত। সিলেক্ট কমিটিতে না গিয়ে, আজকে এখানে সেটা আলাপ আলোচনা করে, কনষ্ট্রাকটিভ আলোচনা, গঠনমূলক প্রস্তাব যদি থাকে, সেটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। উনি যে সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার জন্য বিলটিতে মোশান এনেছেন, সেটাকে আমি তাই সমর্থন করতে পারলাম না।

Mr. Speaker :—Discussion is over. Now I am going to put to vote the Motion moved by Shri Nripendra Chakraborty.

The Question before the House is that "the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974) be referred to a Select Committee of the House."

(The Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :—Now, I am going to put to vote the Consideration of the Motion.

The Question before the House is the motion moved by Shri Debendra Kishore Choudhury, Finance Minister that 'the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974) be taken into consideration at once.'

(The Motion was carried by voice vote).

Mr. Speaker :—There is ah amendment given notice of by Shri Bajuban Riyan on Clause No. 35.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—স্যার, বিলের এই ষ্টেজে জেনারেল ডিসকাশান শেষ হয়ে যাক আগে। বিলটা হাউসের সামনে এসেছে। যারা যারা এই বিলের উপর জেনারেল ডিসকাশান করতে ইচ্ছুক, ইন্টারেসটেড, তাঁরা করতে পারেন। আপনি কি তাঁদের সেই সুযোগ দেবেন না ?

মিঃ স্পীকার :—জেনারেল ডিসকাশনতো একরকম হয়েই গেছে। আই হ্যাভ এ্যালাউড দেম।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—একটা মোশানের উপর একটা ডিসকাশান হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মোশানের উপরই জেনারেল ডিসকাশান হয়ে গেছে।

Mr. Speaker :—There is an amendment to be moved by the Hon'ble Member Shri Bajuban Riyan that in Clause 2 (iv) (v) delete rest of the sentence from "Three···" and add the following—

"Two hectares of tilla land or three hectares of high tilla land.

Explanation—Lunga or nal land means wet land which grows at least one crop and tilla land means dry plain land."

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের চীফ হুইপকে আমি জিজ্ঞাসা করছি উনারা যদি রাজী থাকেন তাহলে সবগুলি এমেণ্ডমেন্ট যদি এক সংগে মুভড হয়ে যায় তারপর এমেণ্ডমেন্টগুলি আলোচনা করে এবং জেনারেল ডিসকাশন করতে সবাই সুযোগ পাবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এগ্রি করছি।

Mr. Speaker —Hon'ble Members to move the amendments all at a time—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan —Hon'ble Speaker Sir, my amendment is that in Clause 2 (iv) (v) delete rest of the sentence from "three.. ......" and add the following.

"two hectares of tilla land or three hectares of high tilla land.

Explanation—Lunga or nal land means wet land which grows at least one crop and tilla land means dry plan land." 2nd Amendment—"That in clause 17 delete section 127 to 130 of the Principle Act."

3rd Amendment—that in clause 35 after "in writting" add the following—

"Provided further that where such a transfer under (b) and (c) takes place, a member of the scheduled tribe may claim restoration of the land in the manner prescribed.

Provided further that no such transfer under sub-clause (1)..."

Mr. Speaker :—Sub-Clause (6)

Shri Bajuban Riyan :—এটা ভুল আছে, এটা ওয়ান হবে। "shall be remitted by the collector if the person has in possession more than two hectares of land.

4. In "Explanation" after "Section 109" add the following sentence in this sub-clause the expression "transfer" shall include "transfer by lease by borga or corfa."

Mr. Speaker :—Next Shri Anil Sarkar.

Shri Anil Sarkar :—আমি মুভ করছি—In clause 22 & 25 replace "1971" by "1969".

In cluuse 35 sub-clause 3 (a) replace "1969" by "1962".

In clause 19 (b) after "as the case may be" delete rest of the sentence and add the following—

"and her or his adult or minor children and other dependants".

In clause 20 replace "1971" by "1969".

Mr. Speaker :—Shri Samar Choudhury.

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার এমেণ্ডমেণ্ট মুভ করছি (i) Delete clause 6 of the T. L. R. and L. R. (2nd amendment) Bill, 1974.

ii) In clause 7 after "namely" add the following—

"as soon as may be after the enforcement of the T. L. R. & L. R. (2nd Amendment) ordinance 1974, Bill a fresh survey and settlement of land revenue shall take place under provisions of the Principal Act ;

Provided that a person holding one hectare or less of land shall be exempted from payment of any land revenue"

Mr. Speaker :—Shri Amarendra Sharma.

Shri Amarandra Sarma :—Mr, Speaker Sir, I beg to move the following Amendments :—

i) In clause 28 replace the "table" by the following :—

a) For persons having excess land above 4 hectares—no compensation.

b) For persons having excess land between 2 hectares and 4 hectares—30 times the land revenue.

c) For persons having excess land below 2 hectares—market value of the land.

Provided that while alloting excess land to scheduled tribe, scheduled caste and landless agriculturists the compensation for the excess land shall be paid by the Government and the land shall be alloted to them free of charges.

ii) In clause 30 after "the Principal Act" delete rest of the Amendments (a) (b) (c) and add—

"All exemptions referred to in the Principal Act shall be excluded."

Mr. Speaker :—Shri Radharaman Debnath.

Shri Radharaman Debnath :—In clause 15 replace "any other deserving person" by "to a landless agriculturist."

Mr. Speaker ;—Shri Niranjan Deb.

Shri Niranjan Deb :—In clause 9 (3) at the end add the following—

"Provided that if the tenant is a landless agriculturist the tenancy shall not be terminated without leaving at least 50% of the land with the landless agriculturist tenants".

Mr. Speaker :—Shri Pakhi Tripura,

Shri Pakhi Tripura :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাংলায় মুভ করব।

মি. স্পীকার :—করুন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এমেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে ৩ নম্বর ক্লজে আফটার প্রেফারেন্সএর পরবর্তী বাক্যাংশ তুলে দিয়ে অন্য কিছু অংশ যোগ করতে হবে। অ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে, উপজাতি, তপশীল জাতি, ভূমিহীন, কৃষক শ্রমিক এবং মার্জিনাল ফার্মার ভূক্ত ব্যক্তিগণকে প্রোভাইডেড ১৯৬০ সালের ত্রিপুরা ভূমিসংস্কার, ভূমি রাজস্ব এবং ত্রিপুরার ভূমি আইনে ১৫নং ধারায় এইসব বিশেষ শ্রেণীর উপর প্রযোজ্য হয় তারা বর্তমান আইন প্রয়োগ আসার ৩ বা ততোধিক বৎসর ধরে সরকার ভূমি দিয়েছেন প্রোভাইডেড, ফারদার যে জমি এ্যালট করার সময় একটা কমিটি, যে কমিটি নির্বাচিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত সেইটার সহযোগিতা নিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস। অনারেবল মেম্বার ইজ অ্যাবসেন্ট। সো হিজ অ্যামেণ্ডমেণ্ট ফলস্ থো।

মিঃ স্পীকার :—আজকে শুধু অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলির উপর আলোচনা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আই হেভ নট ইয়েট মুভ মাই অ্যামেণ্ডমেণ্ট।

Mr. Speaker :—Y:s, you have not yet moved your amendments. Please move.

Shri Nripendra Chakraborty :—I beg to move the following amendments Sir, that in clause 21 after "the ceiling limit shall be deleted rest of the clause and add the following :—

(a) In the case of a person having upto five members in the family if he participates in all major operations of agriculture, the ceiling limit in his case shall be four standard hectares of land.

(b) For each additional members in his family he shall get another 1/10 of the ceiling, but in no case the total land holding shall exceed one and a half of the ceiling limit.

(c) Where there is a joint family each working male adult and his family shall be considered a separate family and given a separate land holding as per ceiling limit.

(d) In the case of person who does not participate in all major operations of agriculture, the Ceiling limit shall be upto two hectares, provided he does not resume land of his tenants foe self cultivation except in the prescribed manner.

Explanation :—

Participation of all major operations of agriculture means physical participation by the person, by his family members as well as by his wage labours in ploughing, sowing, weeding and threshing etc.

In clause 37 after "dated the 7th Ashin 1353 T. E" add the following :—

Provided that a new Tribal Reserve Area shall be constituted within the State of Tripura for the settlement of Schedule Tribes in the contiguous Tribal Belt of Tripura in the manner prescribed.

Amendment to Tripura L. R. and L. R. (Second Amendment) during 1974. In clause 19 delete sub-section (c).

Mr. Speaker :—Hon'bie member Shri Bajuban Riyan may start discussion on his amendments.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা আমি আগেই পড়েছি। আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা হচ্ছে এই বিলের সেকেণ্ডাতে আমি অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি এখানে। মূল প্রিনসিপ্যাল এ্যাক্টের যে কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হবে সেই শব্দের ডেফিনেশন করা হচ্ছে এই সেকেন্ডে এবং এখানে—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই হলের মধ্যে একজন পুলিশের লোক ঘোরাফেরা করছে স্যার, আপনার পাশেই, এটা পার্মিসিব্যল কি না? ওয়েদা'র হি ইজ অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েটস্ অ্যামপ্লয়ী অর ইজ এ পুলিশ পাসোনেল? ইজ হি অ্যান অ্যামপ্লয়ী অব দি অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারিয়েটস্।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, তিনি অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারিয়েটের কোন অ্যামপ্লয়ি নন, তিনি একজন সিকিউরিটির ষ্টাফ। তিনি অ্যাসেম্বলী হাউসের বাইরে আছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—তিনি অ্যাসেম্বলি হাউসের বাইরে তো নন, তিনি, দেখছি হাউসের ভিতরে ঘোরাফেরা করছেন।

Mr. Speaker :—He should not be permitted inside the House. He should not be permitted, I also agreed.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শব্দগুলির যে ডেফিনেশন এ বিলে রাখা হয়েছে তাকে আমি একটু পরিবর্ত্তন করতে চাই। এই বিলে হেক্টর, যে ডেফিনেশন সেই ডেফিনেশনে বলা হয়েছে যে টিলা ল্যাণ্ড এবং উচু টীলা ল্যাণ্ড সম্পর্কে ওখানে ক্লারিফাই করা হয় নি। এখানে দুই রকমের জমি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে একটা হচ্ছে সমতলভূমি আর একটা হচ্ছে উচু ভূমি, আমি এই জমির শ্রেণীটাকে ৩টা ভাগে ভাগ করতে চাই এবং সেই ৩টা ভাগে ভাগ করে ওখানে যে লুঙ্গা জমি যেটা আছে, সেইটাকে আমি ভিজা জমি বলতে চাই এবং উচু টিলা জমি যেগুলি

আছে যে টিলা জমিতে সরকারের সকল রকমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেখানে জলসেচ করা যাবে না সেইটাকে আমি উচু টিলা বলতে চাই। আর এই সমতল ভূমি উচু টিলাতে যদি ভাল বৃষ্টি হয় তাহলে একটা ফসল হতে পারে। আরেক রকমের টিলা হচ্ছে যেটা খুব উচু না, সরকার কষ্ট করলে, অমরা ছড়াতে বাঁধ দিলে বা যে কোন উপায়ে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ করার ব্যবস্থা আছে সেইটাকে আমি সমতল টিলাভূমি বলতে চাই এবং আমি আশা করবো যে জমির যে তিনটা শ্রেণী এই হাউস অ্যাক্সেপট করবে। আমি লক্ষ্য করেছি যে ষ্ট্যানডার্ড হেক্টর, একর বলতে যা বুঝায় সেইটা হচ্ছে কাণি হিসাবে। আমরা হিসাব করলে দুই হেক্টর মানে ৫ একর এবং ৫ একরস মানে ১২ কাণি। অবশ্য আমরা দেখেছি ৩ হেক্টর জমি যদি হয় তবে তিন বার ৩৬ কাণি হয়ে যায় এবং আমরা জানি ৩৬ কাণি কোন একজন কৃষকের পক্ষে চাষ করা সেইটা মোটেই সম্ভব নয়। সেইজন্য এই ষ্টানডার্ড একরের যে ডেফিনেশন যে এক্সপ্লেনেশন এবং সেই ডেফিনেশনে টিলাকে দুই রকম করে যেটা হবে সেইটা খুব উচু টিলা হোক সেইটা দুই একর হবে, দুই ষ্ট্যানডার্ড একর।

টু ষ্টাণ্ডার্ড একরে যেটা হবে সেখানে সরকার জল সেচ করতে পারেন। আমার আর একটা সংশোধনী হচ্ছে সেকশান সেভেণ্টিনে। সেকশান সেভেণ্টিনে যে প্রিন্সিপাল অ্যাক্ট সেই অ্যাক্টের ১২১ থেকে ১৩০ ধারা পর্যান্ত যেখানে বলা হয়েছে যারা কোফা প্রজা এবং ঐ কোফা প্রজাকে জমির পূর্ণ স্বত্ত দিতে গেলে যে আসল রায়ত সেই রায়তকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন। আমি শুধু এটা বলতে চাই, এই বিলে শুধু বলা আছে যে ঐ মুল রায়তকে কোফা প্রজার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমি এটা বলতে চাই যে ঐ টাকা কোফা প্রজার কাছ থেকে না নিয়ে সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিন। কারণ আমরা জানি যারা কোফা প্রজা তাদের জমির যে রোজগার সেই রোজগার থেকে জমির আসল মালিককে একটা খাজনা দিতে হয়। কাজেই তার পক্ষে ক্ষতিপুরণ দিয়ে জমি নিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। সেজন্য আমি এই সংশোধনী চাইছি। আমার আর একটা সংশোধনী হচ্ছে সেকশান থার্টি ফাইভে, মূল অ্যাক্টের ১২১ ধারাতে যেটা বলা হয়েছে। সেই সংশোধনীটা হচ্ছে উপজাতিরা যে জমি হস্তান্তরিত করবে সেই প্রশ্নে আমার সংশোধনীটা। এই বিলে বলা হয়েছে এবং এই বিলের যে এক্সপ্লেনেশান সেকশান থার্টি ফাইভে-এর সেখানে বলা হয়েছে উপজাতিরা জমি রেজিষ্টার্ড কবালার মাধ্যমে হস্তান্তর করতে পারবে। এটা সংশোধন করে আমি বলতে চাই যে উপজাতিরা রেজিষ্টার্ড কবালার মাধ্যমে শুধু বিক্রি নয়, বিক্রি ছাড়া যদি বর্গা নিতে চান বা বন্ধক দিতে চান সেটাও রেজিষ্টার্ড কবালার মাধ্যমে করতে পারবে। এনাদার মোশান মুভ না করলেও আমি আর একটা বক্তব্য রাখতে চাই যে কালেক্টারকে লিখিত পারমিশনের একচ্ছত্র সুযোগ না দিয়ে যাতে সেই পারমিশানটা নির্বাচিত কমিটির মারফতে হয় আমি সেজন্য অনুরোধ করব। কারণ বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, ১৯৬০-এ যে ভূমি সংস্কার আইনটা পাশ হল এবং সেই ভূমি সংস্কার আইনটা পাশ হওয়ার পর গত ১৪ বছরে আমি জানি অনেক উপজাতির জমি বে-আইনীভাবে অন্য হাতে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে এবং এই সরকার

এখন বলছে যে এই বিলটা প্রগতিশীল বিল এবং উপজাতিদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি বলতে চাই এই সরকার ১৯৬৯ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে যে জমি হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলি ফেরত দেবে। এটাকে শুধু আমি ভাঁওতাবাজী বলতে চাই না কেন না আমি জানি গত ১০ বছর পর্য্যন্ত এটা বে-আইনী এবং ১০ বছর পরে এই গভর্ণমেন্ট স্বীকার করল আগে যেগুলি হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলি বে-আইনী হয়েছে এবং ১৯৬৯ সনের আগে যেগুলি হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে এখন আইনানুগ এবং এই বিলটা আমাদের তরফ থেকে জনমত চাওয়ার জন্য এই হাউসের অনুমতি চাইছি। সরকার সেটা স্বীকার করল না। এরপরে এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে নিয়ে বিচার করে যাতে আমরা পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন করতে পারি এই সুযোগ আমাদের হাউস দিল না। হয়ত তরিঘড়ি করে আমাদের এই বিল পাশ হয়ে যাবে। এটা শুধু আমাদের প্রস্তাব নয়, এটা আমি মনে করি সরকারের পক্ষের অনেকের এই মত। কারণ আমরা সবাই তো আর আইনজ্ঞ নই, কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেজন্য এই হাউসের কাছে এটা অনুরোধ রাখতে চাই যে আমাদের মত না নিয়েও যেহেতু পাশ করে দেবে সেজন্য এই বিষয়টার উপর আমি অনুরোধ রাখতে চাই যে কালেকটারের হাতে বিগত দিনের মত আমরা যেমন একচ্ছত্র অধিকার দিয়েছি সেটা না করে যেন এটা একটা নির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে হয় এবং সেই কমিটির মাধ্যমে সেটা সুন্দর করে যাতে উপজাতির স্বার্থ রক্ষা হয় সেই সুযোগ দেওয়া হোক। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি এই বিলের ডিস্কাশনে একটু আসতে চাই। কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে উপজাতি আছে সেখানে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতীয় সংবিধানের ৫ম তপশীল এবং ৬ষ্ঠ তপশীলের অনুকরণে ট্রাইবেল রিজার্ভ গঠিত হয়েছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে ট্রাইবেল রিজার্ভ গঠিত হয়েছে সেখানে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কি কি আইন প্রণীত হয়েছে এবং কি কি রিপোর্ট আছে সেগুলি আমরা মোটামুটি পড়ে দেখতে পাই। যদিও আমাদের সারা ভারতে কংগ্রেস সরকারের উপর বিশ্বাস নাই, তবুও আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতে যেখানে উপজাতি ভূমিহীনদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন করা হয়েছে এবং উপজাতিদের মধ্যে যারা নিজেরা একটু সচেতন তারা নিজেদের জমি রাখার জন্য তারা মোটামুটি সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের এখানে মহারাজার আমলেও ট্রাইবেল রিজার্ভ ছিল। কিন্তু এই সরকার এক কলমের খোঁচায় সেই মহারাজার আমলের রিজার্ভ নষ্ট করে দিল। যুক্তি দেখালো কি? সেই মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভে মাত্র পাঁচটা জাতি সুযোগ পেত। এখন সকল উপজাতিই সেই সুযোগ পাচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের এই যুক্তির সঙ্গে আমি মোটেই একমত হতে পারি না, কারণ সেই মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ শুধু পাঁচটা জাতির জন্য রিজার্ভ থাকলেও আমরা বিধান সভাতে বার বার সুপারিশ করেছি সেই পাঁচটা জাতির জায়গায় আমরা সমস্ত উপজাতিকে ইনক্লুড করে নিই এবং তা বাস্তব সম্মত করে পুনর্গঠন করি যাতে তাদের স্বার্থ সেখানে থাকতে পারে। কিন্তু এই সরকার তা করে নি। কাজেই এই সরকারকে আমি যে অ্যামেণ্ডমেণ্ড রাখছি সেটা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে অ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করেছি ক্লজ ১৯(বি) ফেমিলির ডিফিনিশানটা কি হবে এই সম্পর্কে। এখানে লক্ষ্য করছি যে সিলিঙ লিমিটের জন্য যে ফেমিলি কাউন্ট করা হয়েছে সেখানে ধরা হয়েছে স্বামী, স্ত্রী এবং অবিবাহিত মাইনর সন্তানেরা। অর্থাৎ সেই ফেমিলির মধ্যে যারা বিবাহিত সন্তান, যারা মাইনর নয় তারা বাদ গেছে। এখানে আমার বক্তব্য হল যে ৫ জনের এক পরিবার, তার উপর যারা নির্ভরশীল তাদের কতটুকু জমি সিলিংয়ের মধ্যে পড়া উচিত সেটা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হোক। এখানটায় একটা সুযোগ আছে স্বামী স্ত্রী প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের বাদ দিয়ে বাকীদের নামে সিলিং বহির্ভূত যে জমি আছে বা ছিল, সেটা জমিদারদের, জোতদারদের হস্তান্তর করায় একটা সুযোগ এখানে দেওয়া হয়েছে। কারণ যেহেতু সেই পুত্রটি বিবাহিত, কাজেই আর একটা পরিবারের নাম দিয়ে জমিটা হস্তান্তর করতে পারেন। পাঞ্জাবে ভূমি সংস্কার বিল পাশ হওয়ার পর আমরা দেখেছি যে স্বামী স্ত্রী দুই জনের নামে সিলিং বহির্ভূত যে জমি বে-নামী করে কোর্টে তারা বিবাহ বিচ্ছেদ করে দুইটি পরিবার দেখিয়েছে, অথচ তাদের একই পরিবারে রান্না হয়, খাওয়া হয়, যেহেতু তারা বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে সেহেতু আইনতঃ তারা দুইটি পরিবার। তাই সিলিং এর বেশী জমি রাখার জন্য এই সুযোগটা নেওয়া হয়েছে। আমাদের বক্তব্য এই যে জমি চোর, যারা এক সময়ে জমিদার ছিল, জোতদার ছিল, তাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ মানে তাদের কাছে রাজস্ব আদায়ের সুযোগটা নিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু জমিদার হিসাবে, সে যে অর্থ, সম্পত্তি এবং শোষণের মালিক ছিল, তাদেরকে নতুন কায়দায় সেই সুযোগটা দিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ নতুন একটা ল্যাণ্ডেড জেন্ট্রি বা ভূস্বামী ভদ্রলোকের সমাজ এই জমির উপর নতুন করে গড়ে তোলা হল। এটা আমরা আজকে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই নয়, ১৯৬০ সনে ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে, সেখানে ৬০ কানির বেশী জমি রাখতে পারতেন। কিন্তু ১৯৭৪ সনে এসে আমরা একজন জমিদারকেও খুঁজে পাচ্ছি না যার জমি এ্যাক্সেস আছে এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয়, সারা ভারতবর্ষে আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে কংগ্রেসের মধ্যে এই ল্যাণ্ডেড জেন্ট্রি ঢুকে পড়েছে, ভূস্বামীরা কংগ্রেসের রাজনীতির একটা বিরাট অংশকে কন্ট্রোল করে রেখেছে, যার জন্য যাদের স্বার্থে সত্যিকারের ক্ষেত মজুরী, ভূমিহীন, ছোট কৃষকদের জন্য এই ভূমি সংস্কার আইন পাশ হচ্ছে না বা তাদের জন্য কার্য্যকরী হচ্ছে না। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে এই যে ভূমি সংস্কার আইন তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর একটা শ্লোগান তুলেছিল যে লাঙ্গল যার জমি তার, তার উপর তারা শ্লোগানকে নিয়ে গেল যে জমির উচ্চতম সীমা নির্দ্ধারণ করে দেবে বলে। সেজন্য আমরা দেখেছি যে ৫০এর দশকে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ভূমি সংস্কারের একটা হিড়িক। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেসের মধ্যে জমিদারেরা, ভারতবর্ষের বড় বড় কৃষকেরা, কংগ্রেসের রাজনীতির শরীক যারা তারা কি করলেন, তার একটা চমৎকার কাহিনী প্রকাশ হয়েছে, ১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন পাশ করার মাধ্যমে। তিনি—তিনি একজন জমিদার ছিলেন, তিনি কংগ্রেসের মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি একজন কেবিনেট মিনিষ্টার হয়ে টের পেয়েছিলেন যে জমির কি লিমিটেশন হবে এবং ১৯৫৫ সালে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়ে যাবে এবং সেখানে তিনি কি করলেন, তার দুই ভাই, তাদের এক হাজার একর

জমি ছিল। তখন দুই ভাইতে কি করলেন, না তাদের ৫ জন সন্তানের নামে তাদেরকে রায়ত করে জমি ভাগ করে দিলেন এবং সেই ৫ ভাইয়ের পুত্রবধূদের মধ্যেও সাব-রায়ত করে দেওয়া হল, উপ র য়ত করে দেওয়া হল বাড়ীর চাকরদের মধ্যেও। তাতে দেখা গেল যে অর্দ্ধেক জমির বেশী বণ্টন করা যাচ্ছে না। তারপর মেছো বিবির নাম দিয়ে বাকী ৫৩৪ একর জমি ঘোষণা করা হল। এরপরে ভূমি আইন যখন পাশ হল তখন দেখা গেল যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি সরকারের কাছে দাবী করলেন, তিনি তার দুই ভাই এবং ৫ ছেলে যে আমাদের তো এখন জমিদারী নাই, আমাদের উপ-রায়তেরা ট্যাক্স দিচ্ছে অতএব আমাদেরকে ক্ষতিপূরণ দাও, তারা ৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি পুরণ পেলেন। অথচ সেই জমিগুলি নিজেদের বাড়ীর চাকরদের মধ্যে, নিজেদের পুত্রবধূদের মধ্যে হয়ে গেল। কাজেই এই ভূমি সংস্কার, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে এটা হচ্ছে একটা প্রহসন। ১৯৬০ সালেই ত্রিপুরার ভূমি সংস্কার প্রথম এ্যামেণ্ডমেন্ট করা হল কিন্তু এক ছটাক জমি, আমি এখানে চেলেঞ্জ করতে চাই তাদের থেকে উদ্ধার করতে পেরেছেন কিনা। তারপর ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সার্ভে যেটা ১৯৭১ সালের ৩টা এপ্রিলে বের হয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে বিধান সভায় কংগ্রেসের যারা সদস্য আছেন, তাদের মধ্যে কত পার্সেন্ট জমিদার আছে? ৩টা বিধান সভায় তারা ষ্টাডি করে করে দেখছেন যে পাঞ্জাব বিধান সভায় ৬৪ জন সদস্য, এর মধ্যে ৪৫ জনের সিলিং লিমিটের বাইরে জমি আছে, হরিয়ানায় ৫২ জনের মধ্যে ৩০ জনের সিলিং লিমিটের বাইরে জমি আছে, মধ্যপ্রদেশে ২২০ জন সদস্য। এর মধ্যে ৯৬ জনের সিলিং লিমিটের বাইরে জমি আছে। তারপর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল রিভিয়ুতে ভারতবর্ষের ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ৩৫৬টি গ্রামের মধ্যে এই ধরনের একটা সার্ভে করা হয়েছে, তাতেও দেখা গেল যে কংগ্রেসের যারা র জ্ঞাতি করেন তাদের মধ্য থেকে শতকরা ৮২ জনের ১০ একরের উর্দ্ধে জমির মালিক এবং ৭৮ জন ১০ একরের বেশী জমির মালিক। আর তাদের হাতেই দেওয়া হয়েছে গরীব কৃষকদের, ভূমিহীনদের, ক্ষেতমজুরদের এবং প্রকৃত কৃষকদের জন্য ভূমি সংস্কার করার ভার। অর্থাৎ কুমীরের হাতে শিয়ালের বাচ্চাদের পণ্ডিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হল, তারা তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে, সেটা ঠিক পালন করেন নি। এবং ফেমিলীর মধ্যে এই সুযোগটা আছে যে জমি চুরি করতে হবে, জমি বেনামীতে হস্তান্তর করতে হবে, ফাকি দিতে হবে যার জন্য দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের আমলে জমি চোরদের ধরা হয়েছিল, যাদের জমি গর্ভবতী পুত্রবধূর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে নি, তার নামেও জমি বে-নামীতে হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে। বিহারে এই ভূমি সংস্কার আইন পাশ হওয়ার পর দেখা যায় যে সেখানে রামগড়ের মহারাজা ১২ হাজার একর জমির মালিক, বীরেন্দ্র নারায়ণ চাঁদ ১০ হাজার একর জমির মালিক, জগদীশ চৌধুরী ১০ হাজার একর জমির আরে বুদ্ধধর মহান্ত ৭ হাজার একর জমির মালিক, এইভাবে ৭০ জন জমির মালিক মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমি বে-নামী করে রেখেছে। অর্থাত আইন পাশ হয়েছে, ভূমি সংস্কার হয়েছে এবং ওয়াটার সেনচুরী শেষ হয়ে যাচ্ছে। করাচি কংগ্রেস যে শ্লোগান উঠেছিল নাঙ্গল যার জমি তার, সেটা কেন আজ পর্য্যন্ত বাস্তবায়িত হল না, যার জন্য এই ফেমিলী কথাটার মধ্যে একটা সুযোগ আছে যে জমি চোরদের কি করে আশ্রয় দেওয়া যায়, জোতদার জমিদারকে কি করে তাদের সুযোগ দেওয়া যায়। কাজেই জমিদারের কাছ থেকে নামমাত্র রাজস্ব আদায়ের

সুযোগটা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু নূতন করে জমির উপর তাদের অধিকার বজায় রাখবার জন্য আরও বেশী করে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আর তারই জন্য দেখা যায় ভারতবর্ষের শতকরা ৪৫ ভাগ জমি ৫ ভাগ তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদী কংগ্রেসীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে। সিলিং লিমিটের এখানটায় বলা হচ্ছে যে ১৯৭১ সালের ২৪শে জানুয়ারী থেকে কার কতটুকু জমি আছে, তা জানতে হবে এবং এ তারিখের পর জমি হস্তান্তরিত করা চলবে না। ১৯৬০ সনেও ভূমি সংস্কার আইনে বলা হয়েছিল যে ১৯৫৭ সন থেকে যাদের সিলিং লিমিটের বাইরে জমি আছে, তাদের জমির রিপোর্ট দিতে হবে এবং সেই জমি হস্তান্তরিত করা চলবে না। সেইদিন আমরা শুনেছিলাম যে ত্রিপুরাতে ২১৬ জনের বেশী জোতদার আছে যাদের সিলিং লিমিটের বাইরে জমি আছে। কিন্তু গত বাজেট সেশান থেকে আমরা শুনেছি যে এখানে একজন জোতদারকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ তাদের জমি নিজের নামে, চাকরদের নামে এবং পাকিস্তানে যে কন্যা বাস করে তার নামে বে-নামীতে হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে। কাজেই বার বার কৃষকদের জমি দেওয়ার নাম করে যখন তারা একশনের দিকে যায়, তখন জমিদার, জোতদার কংগ্রেসীদের তলপিবাহীদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে আনতে যায়, তখনই তারা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে এবং জনগণের কাছে নূতন করে ফাঁকি নেওয়ার জন্য বলা হয় যে আর কিছুদিন সবুর কর এবং এখানটায় দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭১ সনে, কেন এটা ৩ বছর আগে করা যায় নি। ১৯৬৯ সনে করা যায় না ? কারণ জমি যারা হস্তান্তর করেছে, তখন পর্য্যন্ত যাদের এক্সেস ল্যাণ্ড ছিল, তা ওদের তালিকায় আছে। ওঁরা গ্রামাঞ্চলে রাজনীতির খুঁটী, ওঁরা রাজনীতির শিকড়। যদি শিকড় ধরে টান দেওয়া হয়, তাহলে শিকড় ছিঁড়ে যাবে, পায়ের নীচের মাটি ফাঁক হয়ে যাবে। কাজেই এদের রক্ষা করার জন্য, আরও কত সুযোগ করে দেওয়া যায়, সেইগুলিকে মাটির নীচে টিকিয়ে রাখা যায় সেইজন্য সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর ট্রাইবেলদের যে জমি হস্তান্তর হয়েছে এটা ১৯৬৯ এর ১লা জানুয়ারী থেকে হস্তান্তর হয়েছে সেই জমিকে ইল্লিগেল করা হয়েছে। তার আগে যে জমি হস্তান্তর হয়েছে, সেইগুলিকে রেগুলারাইজড করে দেওয়া হল। ১৯৭০ সনে যে ভূমি সংস্কার আইনে বলা হয়েছিল যে ১৯৫৭ সন থেকে যে জমি হস্তান্তর হয়েছে সেগুলিকে ইল্লিগেল করা হউক। সেদিন দেখা গেল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুখে মুখে যাদের কাছে জমি হস্তান্তর হয়েছিল সেই মহাজন, মানী ল্যাণ্ডারস, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সেটেলমেন্ট অফিসার এ, কে, লোধকে বলেছিলেন যে এই জমি হস্তান্তর কিছু নয়। সার্কুলার দাও এবং তাতে দেখা গেল ১৯৬২ সন থেকে ১৯৬৪ সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনের সারির যারা নেতৃবৃন্দ, তাঁদেরকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে ত্রিপুরার গরীব জনগণের নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরে রেখে তাদের উপর টর্চার করা হল, যাতে জমি তাদের হাত থেকে হস্তান্তর হয়। এদের পলিটিক্যাল ভিত্তিটা যাতে আরও খোঁড়া করে দেওয়া যায়, ইকনমিক বেকারী আনা যায় কিনা, সেই সুযোগ তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ করে দিলেন এবং তার পিয়ারের লোকদের হাতে যাতে বেশী বেশী করে জমি হস্তান্তর হয়, এবং সেগুলি যাতে লিগেলাইজ করা যায়, তাদেরকে লাইসেন্স ছেড়ে দেওয়া হল, যাতে উপজাতির জমি নিয়ে আসে। অথচ ধেবর কমিশনের রিপোর্টে আছে,

এই জমি হস্তান্তর বে-আইনি। জমি হস্তান্তর করতে হলে, মেজিষ্ট্রেটের পারমিশান নিতে হবে। পারমিশান নেওয়া হল না, জমি হস্তান্তর হয়ে গেল। আজকে যে জমি হস্তান্তর হয়েছে, উপজাতিদের, শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী হয়েছে ঐ পিরিয়ডে। কাজেই সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। ইল্লিগেল যা হল, এটাকে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা লিগেলাইজড করে নিলেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, উপজাতিদের এ্যাওয়ার কেন? ঐ অঞ্চলে সেই হরিজনদের বিদ্রোহ। তেলেঙ্গনায় মহাজনদের শোষণ. ঐ মহাজনরা জিনিষপত্র নিয়ে, জমি নিয়ে হরিজনদের শোষণ করে। আজকে তারা আগুনের মত বিদ্রোহ করছে। তাদের দুইজনকে হত্যা করা হয়েছে। আমি জানি কে করেছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে তাদের মধ্যে যে বিদ্রোহ জেগে উঠেছে, তাদের নেতাকে যতই গ্রেপ্তার করা হউক না কেন, বড় উন্নত জাতিগুলি যে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, দুর্বল জাতিকে রক্ষা করার জন্য সংবিধানগত অধিকার, সেই অধিকার মুছে ফেলে দিয়ে তাদের মধ্যে একটা শোষণ এবং বঞ্চনার রাজত্ব জিয়িয়ে রেখে তাদের উপর ষ্টিম রোলার চালাচ্ছে, এর বিরুদ্ধে তারা আজকে বিদ্রোহ করতে চায়। তারা বলে এই ভারতবর্ষে আমাদের লাভ নেই, আমরা স্বাধীন হতে চাই। এই অবস্থা তৈরী করার জন্য কংগ্রেস সরকার দায়ী, তাঁদের জমি সংস্কার আইন দায়ী। ত্রিপুরার উপজাতী সম্পর্কে ত্রিপুরার শাসক শ্রেণী এবং তাদের যে দৃষ্টিকোণ, তার ফলে সমাজতন্ত্র শত পুষ্পে বিকশিত হবে, সমস্ত জাতি সত্তাগুলি বিকশিত হবে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের আট কোটি উপজাতি সম্প্রদায়, তারা কোথায় গেছে? তারা অনেকটা জীবন জীবিকা এবং অর্থ নৈতিক প্রশ্নে ক্রীতদাসের পর্যায়ে আছে, তাদের চিন্তা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের শিক্ষা, তাদের জমির অধিকার, আগামী দিনের ভারতবর্ষের বুর্জোয়া ধনীক শ্রেণীর জন্য তাদেরকে ক্রীতদাস তৈরী করার জন্য এই শাসক গোষ্ঠি চেষ্টা করছেন এবং সেটা আমরা দেখছি ভিয়েতনামে হয়েছে। ভিয়েতনামে শাসকদের আমলে যেখানে শতকরা একশ'জন শিক্ষিত ছিল, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের আমলে শতকরা ৯০ জন অশিক্ষিত হয়ে গেল। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, তাকেদারের আমলে নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত স্লেভ ক্যাম্প তৈরী করার জন্য তাঁরা এইগুলি করে রেখেছেন। কাজেই গোটা ভারতবর্ষের উপজাতি সম্প্রদায়কে, ভারতবর্ষের ধনতন্ত্রের স্বার্থে, বুর্জোয়া জমিদারের স্বার্থে একধরণের ভারবাহী মানুষ যারা কিছু পাবে না, সমস্ত উৎপাদনের বুঝা টেনে যাবে, অথচ শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থ নৈতিক অধিকার, এমন কি তাদের জন্মগত অধিকার, সেখান থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চম তপশিল চালু আছে, মনিপুর পর্যন্ত আছে, শুধু ত্রিপুরায় কেন হচ্ছে না? কেন ত্রিপুরার উপজাতিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে? ওদের সংস্কৃতি, ওদের ভাষা, ওদের জমি, এই বিলের মধ্যে এবার পরিস্কার যে রিজার্ভ তুলে দিয়ে এদের যে জমির অধিকারটুকু, সেটুকুও কেড়ে নেওয়া হল। শাসক গোষ্ঠি ওদের বিদ্রোহের চেহারা দেখেনি, এবং উপজাতিদের বিদ্রোহ ১৯৫২ সনে ওরা কিছু দেখেছেন, সেটা মনে আছে কিনা জানি না। এবং সেই বিদ্রোহ আসন্ন। আজকে ভারতবর্ষের সেই অঞ্চলে, ঐ দক্ষিণ বাংলার, সমস্ত পূর্ব্ব ভারত যে বিদ্রোহ'এর আগুন উপজাতিদের যে অসন্তোষ, উন্নত জাতিগুলির, ধনীক শ্রেণী, যাদের প্রতিনিধি হচ্ছে কংগ্রেস, তারা দুর্বল জাতিগুলির জাতীয় সত্তা প্রকাশ তারা চায় না, তাদেরকে দাবিয়ে রেখে নিঃশেষ করতে চায়। তাই তাদের বিরুদ্ধে আজকে মাথা তোলার জন্য তাদের এই প্রতিবাদ এই আন্দোলন। এই আন্দোলন আরও বেশী উত্তপ্ত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আজকে

যারা ভূমিসংস্কার আইনের মধ্যে তাদের স্বার্থ রক্ষা করছেন না, তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত ছোট, এবং ভোতা। কাজেই আমি বিশ্বাস করি সেই প্রতিবাদ-এর ঝড় যখন উঠবে তখন তাঁরা ঝড়া পাতার মত উড়ে যাবে। আসন্ন ধ্বংশের জন্য আপনারা প্রস্তুত হউন। আমি এই বক্তব্য রেখে এবং তাঁদের কাছে কবরের প্রস্তুতির জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী : -মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আমি আমার এমেণ্ডমেন্টগুলি এবং অন্যান্য সদস্যারা যে এমেণ্ডমেন্টগুলি এনেছেন সেগুলির সমর্থনে বলছি। আমার নিজের এমেণ্ডমেন্টটায় উল্লেখ করেছি— ক্লজ সিক্স এটাকে ডিলিট করার জন্য। ক্লজ—সিক্স। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, নূতন সার্ভে সেটেলমেন্ট অব ল্যাণ্ড দাবি করেছি। এছাড়া আরও দাবি করেছি ১ হেক্টার অথবা তার কম যাদের জমি পেমেন্ট অব ল্যাণ্ড রেভিনিওর ব্যাপারে একজাম্পট করতে হবে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি এই ল্যান্ড রেভিনিও সেকেন্ড এমেনডমেন্ট যে বিল সেই বিল হচ্ছে ভুয়া সাহেবদের বিল। ভুয়া সাহেবদের দারোগা সাহেবেরা পাহারা দিচ্ছেন এই হচ্ছে তার বিলের নমুনা। এই বিলে যে ধারাগুলি আছে,—একটা জায়গায় তারা নির্দিষ্টভাবে রেখেছেন তাতে তারা নির্দিষ্টভাবে একচুয়েল বর্গাদারদের রক্ষার জন্য? তারা বর্গাদারদের রক্ষার নাম করে সমস্ত, ত্রিপুরা রাজ্যের বেআইনী হস্তান্তরীত হয়েছে যত জমি গরীব চাষীদের হাত থেকে, বড় বড় মহাজনদের হাতে চলে গিয়েছে তাদের একজাম্পশানের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের সমস্ত জমিগুলিকে আইনসিদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনা বেআইনী জমি হস্তান্তর-এর নিজেরাই যে হিসাব দিয়েছিলেন শুধুমাত্র এক বছরে—১৯৭৮ইং জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিধান সভায় তারা হিসাব দিয়েছিলেন যে ২,৫২০টা বেআইনী হস্তান্তর হয়েছিল। কাদের জমি হস্তান্তর হয়েছে? এই বিধান সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের সময় লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীরা এবং রেভিনিও ডিপার্টমেন্ট-এর মন্ত্রী—কত জোতদার কত জমিদারের হাতে কত একসেস ল্যান্ড আছে তারা তার হিসাব জানেন না। গরীব চাষীদের হাত থেকে কত জমি চলে গেল তারা তা জানেন না এবং সেই সম্পর্কে কোন হিসাব নেওয়া হয় না। ১৯৭২ইং থেকে আজপর্যন্ত এই একই কথা শুনে আসছি তাদের কাছ থেকে। আর আজকে এই নূতন বিলে তারা সংশোধন এনেছেন। এই সংশোধনী বিল কোন তথ্যের ভিত্তিতে? তারা বলতে পারবেন যে তাদের হাতে কোন নির্দিষ্ট কোন তথ্য আছে যে এই এই তথ্যকে ভিত্তি করে এত জোতদারের হাতে গরীব চাষাদের সমস্ত জমি, একসেস ল্যাণ্ড হিসাবে জমা হয়ে আছে অথবা এত খাসের জমি তারা দখল করে আছে তাকে উদ্ধার করব আমরা। সেই তথ্যে তাদের কোন প্রয়োজন নেই সেটি তারা সংগ্রহ করেন না এবং সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও করেন না। উল্টো ঐ ভূস্বামীদের জন্য তারা সমস্ত নূতন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তাই এই বিলে নানা ধারা এনে উপস্থিত করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বর্গাদার সম্পর্কে—কারা বর্গাদার! এখানে একটু উল্লেখ করে বাহবা নিতে চেষ্টা করা হয়েছে। যেন এবার বর্গাদার সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা কি দেখি নাই ১৯৬০ ভূমি সংস্কার আইন? তাতে আণ্ডার রায়ত করে বর্গাদারের নেওয়ার ব্যবস্থা তারা করেছিলেন। আমরা এই বিধান সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় দেখেছি মন্ত্রীরা উত্তর দিয়েছেন যে ১৯৬০ সনের ত্রিপুরা ভূমি আইন আইন দুই—বি ধারা মতে বর্গাদার ভাগ চাষা হয়েছে এবং উক্ত আইনমতে রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুতকালীন যারা উক্ত ধারার আওতাভুক্ত তাদের আণ্ডার রায়ত হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু কজনের রেকর্ড করা হয়েছে? ক,টা বর্গাদার এই অধিকার পেয়েছে। উদের হিসাবে মাত্র কয়েক'শ। কয়েক হাজারের ভিতর মাত্র যে কয়েক,শ

হিসাব তারা দিয়েছিলেন। তারা কি বলতে পারবেন যে ক'টি বর্গাদার সেই ১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কার আইনের অধিকার তারা পেয়েছেন? ঐ যে একচতুর্থাংশ ভূস্বামীরা পাবেন যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কয়টি বর্গাদারকে সেই অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তারা। এই সরকার—ভূস্বামীদের দারোগারা আমার যে বর্গাদারদের শোষন করেছেন সমস্ত জমিদারী কায়দায়। ঐ সমস্ত ভূস্বামীরা সমস্ত সম্পত্তির সব নির্যাস তুলে নিচ্ছে আর বর্গাদাররা উদের ক্ষেত মজুরে পরিনত হচ্ছে। সেই ভূস্বামীদের বাড়ীতে বাড়ীতে মন্ত্রীরা গিয়ে পাঁঠার বা মুর্গীর হাড় চিবাচ্ছেন। তাদের কাছ থেকে কি আশা করব আমরা মাননীয় স্পীকার স্যার। তাই বর্গাদারদের আণ্ডার রায়ত রেকর্ড হল। আণ্ডার রায়ত রেকর্ডের পর সমস্ত বর্গাদারদের—শুধু তাই নয় আজ পর্যন্ত কত বর্গাদার উচ্ছেদ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রতিটি গ্রামে আজকে জমি কার হাতে? আমি নিজে উপস্থিত থেকে একটি মৌজার হিসাব নিয়েছি। মোট ৩১৫টি পরিবার বগাবাসা মৌজায়। আমাদের মাননীয় কোন কোন মন্ত্রীর তীর্থস্থান—মাঝে মাঝে যান সেখানে। সোনামুড়ায় হাকিম বাবুও সেখানে ব্যবস্থা করেন। সেখানে থেকেই তিনি পদশ্রী পেয়ে গেলেন: সেই বগাবাসা গ্রামের একটি হিসাব ৩১৫ পরিবারের ভিতর ২৪০টি পরিবার ভূমিহীন আর মাত্র ৫০টি পরিবারের ঘর আছে। এই অবস্থা। সেই ৩১৫ পরিবারের ভিতর মাত্র ১০টি পরিবারের হাতে জমি আছে। মাত্র ৪০টি পরিবারের হাতে চার কানির উর্দ্ধে জমি আছে, আর জমি নাই। বিরাট মৌজা—সমস্ত সম্পত্তি সমস্ত জমি ক'টি জোতদারের হাতে। তিন চার জন জমিদার আছেন যাদের হাতে ১০ কানি ১৫ কানি ৮০ কানি করে জমি। তাদেরই বাড়ীতে হাকিম বাবুরা যান, মন্ত্রীরা বেড়ান। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, একজন সেখানে জোতদার আছেন যার বাড়ীতে নিয়মিত অফিসার গিয়ে থাকেন। হাকিম বাবু নিজে থাকেন। একজন জোতদার আছেন তার হাতে কত জমি। তার সব জমি, তার নিজের নামে, তার স্ত্রীর নামে, তার পরিবারের বিভিন্ন লোকের নামে—গ্রাম শুদ্ধ সবাই জানে যে কার কার নামে কি ভাবে রাখা হয়েছে। ১২৫ কানি জমি তার নামে। কোথায় সিলিং লিমিট করা হয়েছিল? ১৯৬০ সালের আইনের সিলিং লিমিট করা হয়েছিল। এখনও রয়েছে কংগ্রেস একনিষ্ঠ কর্মী। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে তারা চিরদিন থাকবেন। তার সম্পত্তির পরিমান কত? সিলিংয়ের উপরে—সোনামুড়া এস, ডি, ও, অফিসে রেজষ্ট্রি হয়েছে সব মাত্র ৪ বছর হয়েছে দলিল। ১৭৫ কানি সম্পত্তি কি করে রেজষ্ট্রি করা হল। সিলিংয়ের ভিতর ছিল (ইন্টারাপশান-হাসাহাসি) সেই দারোগারাই শুনাচ্ছে যে প্রগতিশীল বিল এসেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেই বর্গাদারের কোন নিরপত্তার ব্যবস্থা নাই। বর্গাদারদের যে রাইট, তাদের যে ন্যায্য ফসলের অংশ পাওনা আণ্ডার রায়ত হিসাবে বলা হয়েছে তাও তারা আজ পাচ্ছে না। ক'টা বর্গাদার এক বছরের বেশী, একটি জমিতে এক সিজেনের বেশী চাষ করতে পারে না। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি লাল বাতি (ইন্টারাপশান) আমার যথেষ্ট আলোচনা করার আছে (ইন্টারাপশান)।

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই বর্গাদারদের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, কি ব্যবস্থা আছে এই বিলে নিরাপত্তার এই বর্গাদারদের? তাদেরকে প্রতি সিজনে, প্রতি মরশুমে উচ্ছেদ করা হচ্ছে জমি থেকে। এই সিজনে জায়গা বর্গাচাষ করতে দেওয়া হয় তার পরের সিজনে তার কোন অধিকার থাকেনা সেই জমিতে। সে ছুটতে ছুটতে আরেক জনের কাছে হন্নে হয়ে ঘুরতে হয়। এক টুকরা জমি চেয়ে কোন রকমে আমি এক মাসের খোরাক করতে পারি কি না। বর্গাদারদের হালের গরুগুলিকে পর্যন্ত রাখার ব্যবস্থা তারা করতে জানে না, হালের গরুগুলি সব বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়, এমন কি কোন মন্ত্রী পর্য্যন্ত সেই পাচারের সংগে যুক্ত থাকেন, এই হল অবস্থা। আগের অনেক ইতিহাস আছে সেই গ্রামে গ্রামে ইতিহাস তৈরী হচ্ছে। গরু চোর ধরা পড়লে সেই গরু চোরকে বর্গাদার যদি থানায় যদি তারা এজাহার দেন যে এই

রকম আমার গরু চোরি গেছে, যদি গরু চুরি ধরা পরে গরু চোরকে যদি তারা ধরে নিয়ে যায়, কোন গরু চোরকে, আমার জানা আছে, কোন গরু চোরকে ধরে বেধে নিয়ে গিয়েছিল থানায়, হাঁ্যা, একজন মন্ত্রী এখান থেকে বলেছিলেন অবিলম্বে ছেড়ে দাও তাকে। দারগাবাবু সংগে সংগে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। এইতো ইতিহাস। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ল্যাণ্ডলেস রিহেবিলিটেশন, ভূমিহীনের পুনর্বাসন, কি গ্যারাণ্টি কি ব্যবস্থা স্যার, কতক্ষণ আগে সরকার থেকে, যখন কোয়েশ্চন আওয়ার ছিল, তখন শুনেছি কি ধরণের ব্যবস্থা, কত কথা তাদের কাছ থেকে শুনেছি, জলসেচ জমিতে কৃষি ইত্যাদি তার অর্থ কি এক পক্ষ, দুই পক্ষ, তিন পক্ষ করতে করতে সব পক্ষ শেষ, সারা ভারতবর্ষে পক্ষত্ব প্রাপ্তি। তবে ওদের পক্ষত্ব প্রাপ্তি হবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ল্যাণ্ডলেসদেরকে ওরা পুনর্বাসন দেবেন, ওদের বড় বড় অফিসার, একটার পর একটা গত ২।৩ বছরে এই বিধান সভায় অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বড় বড় অফিসাররা ল্যাণ্ডলেস বলতে পারেন, ল্যাণ্ডলেস কারা? বলেননি ল্যাণ্ডলেস কারা, ল্যাণ্ডলেসের ডেফিনেশনটা কি? কি ডেফিনেশন? গত আগের ভূমি সংস্কার আইনের ব্যবস্থায় এমন সুন্দরভাবে ডেফিনেশান দেওয়া হয়েছে যে বড় বড় ভূঁইয়ারা সব ল্যাণ্ডলেস, ভূইয়া সাহেব ল্যাণ্ডলেস, ভুইয়া সাহেবেরা ল্যাণ্ডলেস, ভূইয়া সাহেবের বড় বাবু ল্যাণ্ডলেস, ছোট বাবু ল্যাণ্ডলেস, মেজবাবু ল্যাণ্ডলেস, মন্ত্রী বাবুরা ল্যাণ্ডলেস, রাজকন্যা ল্যাণ্ডলেস, এই রকম অনেক তথ্য এই বিধান সভায় পরিবেশিত হয়েছে। এমন কি ভিজিলেনস অফিসার পর্যন্ত ল্যাণ্ডলেস হয়ে যান তথ্য আছে, কাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে? কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে? বলতে পারেন মিনিষ্টাররা? একজন মিনিষ্টার তার পুত্রকে ল্যাণ্ডলেস বানিয়ে হাকিমকে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, এমন কি এই মিনিষ্টার এইখানে এই বিধান সভায় চীৎকার করতে শুনেছি যে প্রমাণ করতে পারলে তিনি নাকি রিজাইন করবেন। তা না হলে যিনি বলেছেন তাকে রিজাইন করতে হবে। প্রমাণ হয়েছে, ডকুমেন্ট হাজির করা হয়েছে প্রকাশ্যে, সমস্ত ত্রিপুরার মানুষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু পদত্যাগ করেন নি, লজ্জা সরম নেই, বেহায়া। এরা আবার মন্ত্রীত্ব করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রগতিশীল বিল নাকি এনেছেন, এই তো অবস্থা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কোন ল্যান্ড নেই, সমস্ত ট্রেনসফার্ড তারা খোঁজে বের করবেন এখানে, এই গ্রামগুলি নাকি আবার নূতন করে রেকর্ড করবেন, এই সমস্ত প্রভিশন অনেক কিছু রেখেছেন, এর অর্থটা কি? এই যে সমস্ত ল্যান্ড ট্রেনসফার হয়ে গেল, হাজার হাজার একর ল্যানড ট্রেনসফার হয়েছে, তারা নিজেরা আজকে স্বীকার করছেন। কয়টা ল্যান্ডলেসের খবর তারা রাখেন। এস, ডি, ও, অফিসে দুই একটা দলিল হয়েছে। হাজার হাজার একর ল্যান্ড ট্রেন্সফার হয়ে গেছে, গ্রামাঞ্চলে একটা একটা করে গ্রাম, শুধু ট্রাইবেল নয়, নন-ট্রাইবেল সমস্ত সাধারণ মানুষ যাদের নাকি এক দুই কানি জমি ছিল গত খরায় সমস্ত শেষ হয়ে গেছে, গত খরায় সমস্ত ট্রেন্সফার হয়ে গেছে, কয় টাকায়? এক কানি জমির দাম ৫০।৬০।৩০।৪০, এক মুঠো ভাত, একটু জল পর্যন্ত কিনে খেতে হয়েছে এই সমস্ত কৃষকদের, সমস্ত ট্রেন্সফার হয়ে গেছে জমি, আজকে তারা অ্যাকচুয়েল পজিশন খুঁজে বের করবেন। কি অ্যাকচুয়েল পজিশন খুঁজে বের করবেন? খুব ছট্‌ফট করছেন তাড়াতাড়ি করে আইনটাকে পাশ করে নিতে হবে, যা এক বছর, ছয় মাস, জনসাধারণের বিচার বিবেচনার জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তারা তা করছেন না। কারণ জনসাধারণ যদি সমস্ত বুঝে নেয় তাহলে তাদের

অসুবিধা হবে। কাজেই তাড়াহুড়ো করছেন, কিসের জন্য এই তাড়া হোড়ো? এইজন্য যে ল্যান্ড ট্রেন্সফার হয়েছে মাত্র ৩০।২০ টাকা জমির কানি হিসাবে। এই সমস্ত ল্যান্ড চলে গেছে এই বড় বড় মহাজনদের হাতে, এই বড় বড় ভূস্বামীদের হাতে, মন্ত্রীদের পেটোয়া পোষা কতকগুলি লোকের কাছে, সেই সমস্ত জায়গাগুলিকে রিলিজ করে দেওয়া। এইতো হচ্ছে ওদের ব্যবস্থা। ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমার আরও যথেষ্ট কথা আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনার সময় নেই, শেষ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমাদের জোর করে বসাতে পারেন কিন্তু আমার যথেষ্ট আলোচনা আছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এই বিল জনসাধারণের বিবেচনার জন্য দেওয়া হয় নি, সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনার জন্য রাখা হয়নি, এইটা সরাসরি আনা হয়েছে এই বিধান সভায়। বিধান সভার প্রত্যেকটি সদস্যের এই বিলের উপর যথেষ্ট আলোচনার এবং বিশ্লেষণের প্রশ্ন রয়ে গেছে। ওদের কয়েকজন ভূস্বামীর না থাকতে পারে অথবা ভূস্বামীদের যারা দালালী করে তাদের না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের নিশ্চয়ই আছে। জনসাধারণের কাছে দেওয়ার কথা বলেছিলাম, সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার কথা বলেছিলাম, দেওয়া হয় নি, এই বিধান সভায় যথেষ্ট সময় দিতে হবে। আমরা বলতে চাই, সমস্ত জনসাধারণের নির্বাচিত কমিটি গঠন করে ঐ ট্রেন্সফার অব ল্যাণ্ড খোঁজে বের করা হোক। জিজ্ঞাসা করা হোক গ্রামে গ্রামে, সমস্ত গ্রামবাসীকে মিটিংএ ডাকা হোক স্যার, সেখানে তো ঠিক বেরুবে কোথায় কারে কারে জমি ট্রেন্সফার করে দেওয়া হয়েছে, কোন বিধবার চোখের জল ঝড়ে গেছে, কার ছেলে মারা গেল, কার স্বামী মারা গেল, সমস্ত গেল তার জমিটাও হারিয়েছে, সে কি অবস্থায় আছে একটা একটা করে ইতিহাস বেরুবে। তাহলে এই ভূস্বামীদের জন্য নয়, ভূস্বামীদের যাদের হাতে জমি ট্রেন্সফার হয়েছে ল্যাণ্ড, সেই ল্যাণ্ডকে রক্ষা করার জন্য এই ভূস্বামীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা বিল আনা হচ্ছে তাড়া হোড়া করে। অতর্কিতে অর্ডিন্সে করা হয়েছে গত ফেব্রুয়ারীতে, বিধান সভা আসবে, বিধান সভা চলছে, বিধানসভা আসবে তাই নির্দিষ্ট হয়েগেছে যে বিধান সভা বসবার পূর্বে তাড়াহোড়া করে একটা অর্ডিনেন্স আনা হলো তারপরে এই বিল আনা হয়েছে এই বিধান সভায়, এই হাউসে। কোন ল্যাণ্ড ট্রেন্সফারকে তারা খোঁজে বের করবেন? আমি বুঝতাম যদি পঞ্চা-য়েতগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হতো, পঞ্চায়েতগুলিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো, পঞ্চায়েত আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সেই পঞ্চায়েতগুলিকে যদি অধিকার দেওয়া হতো তোমাদের গ্রামে কার কার জমি ট্রেন্সফার হয়ে গেছে খোঁজে বের করে দাও। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারের আর এক কাণ্ড। ল্যাণ্ড রিফর্ম বিল, সেই ল্যাণ্ড রিফর্ম বিলে কোন জমি আবাদ-যোগ্য সেই আবাদ-যোগ্য জমি সমস্ত কৃষকদের হাতে থাকবে কি থাকবে না, কৃষকরা চাষ করবে না, শালের বাগান করার জন্য বন জঙ্গল করার জন্য, ওরা ওখানে রাবার, ওখানে হরিণ পালবেন, শুয়র পালবেন, গরু পালবেন, এই ধরণের একটা অবস্থা। এইটার কোন নিয়ম বিধি নেই। অল ত্রিপুরা ল্যাণ্ড সম্পর্কে একটা ডকুমেণ্ট একটা বিল, সেখানে কোথায় কোথায় আবাদ জমি, কত পরিমাণ জমি আবাদ যোগ্য, কোথায় ফরেষ্ট করতে পারবে কি না পারবে কোন ঠিক ঠিকানা নেই অথচ আমরা কি দেখছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ ভাবে এই ল্যাণ্ডলেসরা কোন কোন ল্যাণ্ডের জন্য—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীসমর চৌধুরী :—ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই ল্যাণ্ডলেসদের কোন রকম খোঁজ খবর নেন নি। স্যার, কালটিভেবল ল্যাণ্ড, আনকালটিভেবল ল্যাড, আমি যেটা বলেছিলাম, ফরেষ্ট। আমি ফরেষ্টের কোন বিষয় উল্লেখ করতে এইভাবে আসি নাই। কিন্তু ল্যাণ্ড রেভেনিউ বা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আবাদযোগ্য জমির মধ্যে রিহেবিলিটেশানের যে ব্যবস্থা সরকার করবেন, সরকারের খাসের জায়গায়, যেখানে তারা প্রোপোজড ফরেষ্ট করে রেখেছেন বলতে পারেন তারা কোথাও আইন সঙ্গতভাবে ফরেষ্ট করে রাখা হয়েছে? যার যেমন খুশী সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হয় ফরেষ্ট অথবা কতগুলি মরুভূমির মত জায়গায়, কতগুলি ব্যারেল ল্যান্ড খাস করে রাখা হয়েছে। এর ভিতরে কোন ব্যবস্থা নাই। ঐ জমি আবাদ যোগ্য করে সমস্ত ল্যানডলেসদের গৃহহীনদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাই রাখা হয় নি। খাস জমির কথা, ওদের হাতে যেটা আছে, ১৯৭০ সালের ২৭ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে। স্যার, আমি পড়ে দিচ্ছি —"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে অবিলম্বে খাস জমি দখলকারী ভূমিহীন কৃষকদের তাদের স্ব স্ব দখলীয় জমিতে সত্ত্ব দিতে হবে এবং ভূমিহীন কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন কালে অ্যালটমেন্ট রুলস অনুসারে তপছিলভুক্ত উপজাতি তপশীলভুক্ত জাতির ভূমিহীনদের এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা দুর্বলতম তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে"। ১৯৭০ সালে এই বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব। কি করেছেন তারা? ১৯৬০-৬২তে আইন হল, রুলস হল ১৯৭০ সালের একটা প্রস্তাব। সেই প্রস্তাব বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। তারপর? তার পরেও আরও পার হয়ে গেল চার বছর। দিনের পর দিন ভূমিহীন বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে বাড়ছে। কি প্রভিশন? কি সেফগার্ড ভূমিহীনদের?

মিঃ ডেঃ স্পীকর :—অনারেবল মেম্বার, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমাকে জোর করে বসানো হচ্ছে। আমাকে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আর দুচার জন মন্ত্রী কিভাবে কারচুপি করেছেন তাও তো বলা হল না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—স্যার, আমার সময় থেকে তাঁকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে দিন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—না, আপনি বলুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বিলটা এখানে এসেছে অ্যামেণ্ডমেন্ট ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্ম, সেই বিলটা আরও সচেতনভাবে দেখে রচনা করার প্রয়োজন ছিল। কারণ যেভাবে ধারাগুলি সংযোজিত হয়েছে সেই ধারাগুলির একটা সুষ্ঠু বিবেচনার জন্য যে সময়টা দেওয়া প্রয়োজন এবং যেভাবে এই বিলটা কনসিডার করার প্রয়োজন ছিল সেইভাবে এখানে আসছে না। কারণ আমি দেখছি যে প্রথম একটা অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছিল যার বিরুদ্ধে ত্রিপুরার মানুষ গর্জে উঠেছে। আজকেও আমরা দেখেছি কিছুক্ষণ আগে স্বতস্ফুর্তভাবে মিছিল এসেছিল উপজাতি যুব সমিতির। তারা দাবী করেছে এই সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার পদত্যাগ করা উচিত। তারা যে বিল এনেছে এটা ত্রিপুরার মানুষের মনঃপূত নয়। তাঁরা যে একজনও বেশী নয় এটা বিধান সভায় প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি যে রি-অ্যাক্শনারী ডিরেক্শান এই ধারার মধ্যে আছে এবং রি-অ্যাকশনারী

ডিরেকশান আছে বলেই বিভিন্ন অ্যামেনডমেন্টের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেজন্য বিরোধী দল জনসাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা করেছেন। সরকার যদি জনসাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন তাহলে বিলটা অন্যভাবে রচিত হত এবং অন্য লাইনে এই বিলটা আসত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিল সম্পর্কে নিশ্চিত আলোচনায় কিছুতেই যাব না। যে অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি আমরা রেখেছি তার উপর আমি আলোচনা করব। তবে আমার প্রথম এবং প্রধান কথা বিল রচনার সময়ে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার জন্য বিশেষ করে কৃষকের এবং ভূমিহীন কৃষকের যে স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন ছিল সেই স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। উপেক্ষিত হয়েছে উপজাতিদের স্বার্থ। যারা বিলটা এনেছেন তাঁরা এটা প্রমাণ করে দিতে চান যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার কৃষকের স্বার্থে তাঁরা কোন কিছুই রচনা করতে রাজী নন।

Mr. Speaker :—The House stands adjoruned till 12-30 P.M. on Monday, the 25th March, 1974.

PAPERS LAID ON THE TALBF

Annexure—"A'

STARRED QUESTION NO, 59 ?

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenne Department be pleased to state --

প্রশ্ন

১। Survey & Settlementএ বর্তমানে finally Published village গুলিতে record of rightsএর রিভিশনের জন্য মোট কত দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে ?

২। রেকর্ড সংশোধনের কাজ বিলম্বিত হবার কারণ কি ?

উত্তর

১। ৩৪০টি দরখাস্ত।

২। রেকর্ড সংশোধনের আদেশ হইলে সংশোধনে বিলম্ব হয় না।

STARRED QUESTION NO. 562

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৬৪-৬৬ থেকে ১৯৭৩ পর্য্যন্ত যে সকল জুমিয়া সরকার থেকে দাদন নিয়েছিলেন তাদের টাকা আদায়ের জন্য কি নোটিশ দেওয়া হয়েছে ?

২। যদি হয়ে থাকে তার সংখ্যা।

উত্তর

১। হাঁ।

২। ৩,১৮২টী নোটিশ।

STARRED QUESTION NO.565

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the C. D. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সালেমা সি, ডি, ব্লকের চালাগালির ঠিকেদার শ্রীচিত্ত দেবকে ১৯৭৩-৭৪ সালে বিনা টেণ্ডারে নিগুসিশান-এ কাজ বন্টন করা হইয়াছে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে কাজের বিবরণ ও টাকার পরিমাণ ; এবং

৩। বিনা টেণ্ডারে কাজ বন্টনের কারণ ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 103

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এর অক্টোবর পর্যান্ত মোট কতজন কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করেছেন—তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) মোট কত জনকে এখনো কৃষিঋণ দেওয়া হয়নি।

৩) এই সকল আবেদন পত্র কবে বিবেচিত হবে।

উত্তর

১। মহকুমার নাম — দরখাস্তকারীর সংখ্যা

মহকুমার নাম	দরখাস্তকারীর সংখ্যা
সদর	১,৪৭০৭
সোনামুড়া	[illegible],৭৩৪
খোয়াই	২৩,৫৪৯
উদয়পুর	২,৩৬৪
অমরপুর	১,৫৪৩
বিলোনীয়া	৭,০৮৯
সাব্রুম	২,১৩৮
কৈলাসহর	৮,৫৩৫
ধর্মনগর	৪,২৩৩
কমলপুর	২,১০০
	৬৯,৯৯২

২) ৩৬,৬৭৭ জন।

৩) ঋণ পাওয়ার যোগ্য হইলে বাকী দরখাস্তগুলি আগামী আর্থিক বৎসরে ঋণ দেওয়ার জন্য বিবেচিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 105

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ১৯৭৩ পর্য্যন্ত মোট বকেয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ কত তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) ঐ বকেয়া রাজস্ব সম্যক মুকুব করার কোন দাবী সরকার পেয়েছেন কি?

৩) খরা বন্যা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সম্যক ভূমি রাজস্ব মুকুব করা হবে কি না?

উত্তর

১) ১৯৭৩ পর্যান্ত বকেয়া রাজস্বর মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

সদর	৩৫,২৭,২০৫.৮১
সোনামুড়া	৪,৪৭,৪১৭.০০
খোয়াই	৬,৫৩,৫৫৪.৬৭
অমরপুর	৩,৫৪,৪০১.৯২
বিলোনীয়া	৫,১২,০৭৯.৫৬
সাব্রুম	৯৯,০২৫.৪৪
উদয়পুর	৯.৮৮,৬৯৫.৪৫
কৈলাসহর	৫,৯৯,০১৯.১৫
কমলপুর	২,৯৭,০০০,২৯
ধর্মনগর	৯,১৬,৭৯৯,৬০

২। না।

৩। এরূপ কোন প্রস্তাব বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন নাই।

STARRED QUESTION NO. 218

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া কৃষ্ণনগর মতাই, বাইখোরা, লক্ষ্মীছড়া ইত্যাদি তহশীল আফিসগৃহ নির্মাণের জন্য কোন আবেদন সরকারের নিকট আসিয়াছে কি?

১) না।

STARRED QUESTION NO. 224

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমায় কোন ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই ; এবং

২) সত্য হইলে কারণ কি ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 253

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the C. D. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ফটিকরায়, কৈলাসহর, কাঞ্চনবাড়ী, কাঞ্চনপুর, মনু এই বাজারগুলিতে ওয়াটার সাপ্লাই-এর কোন স্কীম আছে কি না ?

উত্তর

১) উল্লেখিত বাজারগুলির জন্য নির্দিষ্ট কোন স্কীম নাই। তবে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালে যে সব গ্রামে বা গ্রাম্য বাজারে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই তথায় পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 498

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার ফটিকরায়ে যে কাগজ কল সংস্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন, তাহা কার্যকরী হতে কতদিন লাগবে ? এবং

২) উক্ত কাগজ কল সংক্রান্ত কাজে ত্রিপুরা সরকারের এ যাবত কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১) পঞ্চম পরিকল্পনা কালে কার্য্যকরী হওয়ার প্রস্তাব আছে।

২) জানুয়ারী ১৯৭৪ ইং পর্য্যন্ত আনুমানিক মং ২,৩৩,০০০ (দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা।

STARRED QUESTION NO. 500

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicily Department be leased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর মহকুমাতে কতটি সাব ইনফরমেশান সেন্টার আছে।

২। প্রতিটি সেন্টারএ প্রয়োজন মত সাজ-সরঞ্জাম আছে কি?

উত্তর

১) ৭টি সাব ইনফরমেশান সেন্টার আছে।

২) সাব ইনফরমেশান সেন্টারে কেবল মাত্র পত্রিকা ছাড়া যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম সাব ইনফরমেশান সেন্টারের কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

STARRED QUESTION NO. 265

By Shri Jaduprasanna Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কি পরিমান সরকারী খাসভূমি বে-আইনী দখলকার হিসাবে জোতদারদের নামে রেকর্ডভুক্ত আছে?

২) উপরোক্ত বে-আইনী দখলীকৃত খাসভূমি সরকারের দখলে আনিয়া ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে?

৩) যদি এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হইয়া থাকে তবে তার কারণ কি?

উত্তর

১) ২৩২১৪.১৪

২) যে সব জোতদার তাহাদের বে-আইনীভাবে দখলীকৃত ভূমি এলটমেণ্ট পাওয়ার যোগ্য নহেন, তাহাদের নামে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে। এরূপ বে-আইনী দখলীকৃত ভূমি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে এলট করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 510

By Shri Radharaman Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭২-৭৩ইং সনের এবং ১৯৭৩-৭৪ইং সনের কলিকাতা এবং দিল্লী সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য শিল্প বিভাগ হইতে যে সমস্ত বাঁশ ও বেতের জিনিষ খরিদ করিয়া পাঠানো হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত খারাপ ও ঘুনে ধরা ছিল ;

২) যদি তাহা সত্য হয় তবে এরূপ নিম্নমানের জিনিষ পাঠানোর ফলে সরকারের যে দুর্নাম ও আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী কে?

৩) এসব প্রেরিত জিনিষের প্রেরকের (অফিসার) প্রতি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে?

ANSWER

১) প্রেরিত বাঁশ ও বেতের জিনিষের কিছু সংখ্যক খারাপ ও ঘুনে ধরা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দিল্লীর সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, কিছু সংখ্যক জিনিষ যাইবার পথেও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিষয়টি বর্ত্তমানে তদন্তাধীন আছে।

২) তদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

৩) এখনই প্রশ্ন উঠে না। প্রতিবেদন পাওয়ার পর এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 522
By Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১) মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর বাড়ীর উন্নয়নমূলক কাজের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? থাকিলে কি কি?

ANSWER

১) মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর বাড়ীর উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা নাই।

STARRED QUESTION NO 586
By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে পাক গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত কমলপুরের কতজন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী সরকারী সাহায্য পেয়েছেন?

২) ঐ সাহায্যের পরিমাণ কত (টাকার অঙ্কে)?

৩) ইহা কি সত্য যে বহুদিন পরে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত অনেক কর্ম্মচারী এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত আছেন?

৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" হলে এর কারণ।

উত্তর

১) ২১৩ জন তৃতীয় শ্রেণী।
১১২ জন চতুর্থ শ্রেণী।

২) ১,৪৯,৬০০ টাকা

৩) না, ইহা সত্য নহে।

৪) প্রশ্নের ৩ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 617

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ঈশান চন্দ্রনগর বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকার চাম্পামুড়া গ্রামে পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত উদ্বাস্তুদের Allot-ই কৃত ভূমি তাহাদের নামে নামজারী করে দেওয়া হইয়াছে কি এবং তাহারা সকলেই নিজ নিজ নামে পরচা পাইয়াছে কি ?

২) না পাইয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

৩) ঐ মর্ম্মে সেখানকার উদ্বাস্তুগণ সরকারের নিকট কোন আবেদন করিয়াছে কি ?

উত্তর

১) ঈশান চন্দ্রনগর বিধান সভা নির্বাচন কেন্দ্রের অধীনে চাম্পামুড়া নামে কোন রেভেনিউ মৌজা নাই। তবে উক্ত কেন্দ্রের অধীনে দক্ষিণ চাম্পামুড়া নামে রেভেনিউ মৌজা আছে। সেখানে রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেনট ৩৩৫টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দিয়াছিল। তার মধ্যে ৯টি পরিবারের ব্যক্তিগত নামে জমি রেকর্ড করা হইয়াছে। বাকী ৩২৬টি পরিবারের এলটীকৃত ভূমি রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের নামে রেকর্ড করা হইয়াছে এবং এই পরিবারগুলির নাম খতিয়ানের ২৩নং কলামে দখলদার হিসাবে দেখানো হইয়াছে।

২) যেসব এলটি সেটেলমেন্ট চলাকালীন সেটেলমেন্ট কর্ম্মচারীর কাছে তাহাদের দাবীর স্বপক্ষে কোন কাগজ দেখাইতে পারে নাই, তাহাদের জমি তাহাদের ব্যক্তিগত নামে রেকর্ড না করিয়া জমি রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের নামে রেকর্ড করা হইয়াছে।

৩) এই রকম কোন দরখাস্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলির নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 596

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুর মহকুমায় কতটি Training-Cum-Production Centre আছে ?

২) প্রতি Centreএ কত লোক কাজ করেন ?

৩) এবং দৈনিক কি হারে শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হয় ?

উত্তর

১) এখন কোন Centre চালু নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 622

Shri Naresh Chandra Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) নরসিংগড় (সদর সাবডিভিসনের) পুনর্বাসন প্রাপ্ত উদ্বাস্তু মহিলাদের (২৫০ কলোনীর) নামে Allot-ই কৃত ভূমি তাহাদের নামে নামজারী করে পরচাদি দেওয়া হইয়াছে কি।

২) যদি না দেওয়া হইয়া থাকে তবে ইহার কারণ কি ?

৩) ইহা কি সত্য যে ২৪।৩।৭২ ইং এবং ১৭।৯।৭৩ইং তারিখে ঐ মহিলাগণ এই মর্মে যথাক্রমে D. M. এবং C. M. মহোদয়গনের নিকট আবেদন করিয়াছিল ?

উত্তর

১) না

২) সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশনের সময় সেটেলমেন্ট ষ্টাফের নিকট কলোনী বাসীরা তাহাদের নামে ভূমি এলটমেন্টের সপক্ষে কোন কাগজ না দেখাইতে পারায় ভূমি তাহাদের ব্যক্তি বিশেষের নামে রেকর্ড করা সম্ভব হয় নাই। সমস্ত জমি রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের নামে রেকর্ড করা হইয়াছে।

৩) ডি, এম, অথবা সি, এম, এরূপ কোন আবেদন পাইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

STARRED QUESTION NO. 628

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩-৭৪ ইং ; আর্থিক বৎসরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমায় বগাফা ব্লকের আওতার মধ্যে ক্র্যাশ স্কীমে মোট কতটি রাস্তা করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল।

২। ঐ সমস্ত রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে কিনা ?

৩। না হয়ে থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৩—৭৪ ইং আর্থিক বৎসরে বিলোনীয়া মহকুমার বগাফা ব্লকে ক্র্যাশ স্কীম ফর রুর্যাল এমপ্লয়মেন্টের অধীন ৯ (নয়)টী রাস্তা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

২। ঐ সমস্ত রাস্তার মধ্যে ৩টির কাজ শেষ হইয়াছে। ২টির কাজ সমাপ্তির পথে। বাকী ৪টি রাস্তার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

৩। রাস্তার জন্য সাইট পাওয়া নিয়ে কিছুটা অসুবিধা থাকায় রাস্তার কাজ এখনও সম্পূর্ণ করা যায় নাই।

Annexure—B

UNSTARRED QUESTION NO. 32

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমায় ধনপুর ইন্দুরিয়াতে কয়েকজন ভূমিহীনকে পুনর্বাসনের কাজে কিছু পরিমান জমি allot করা হয়েছে এবং প্রথম কিস্তিতে টাকা দেওয়ার পর পুনর্বাসনের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি?

উত্তর

১। জমি এলট করার বিষয় সত্য কিন্তু পুনর্বাসনের কাজ বন্ধ রাখার বিষয় সত্য নহে, কারণ ঐ বাবত দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ২৭।১২।৭৩ ইং তারিখে দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 36

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ অনুসারে মূল হোল্ডিং এবং অতিরিক্ত কিন্তু পরিবারের হোল্ডিংয়ের অনধিক ভূমির আইনত স্বত্ব দখলকার রায়তের মোট সংখ্যা। (১৯৬০, ১লা আগষ্ট তারিখে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহাদের মধ্যে স্বয়ং চাষী রায়তের সংখ্যা কত।

৩। ১৯৬৩—৭৩ ইং সময়ে ইহাদের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে অথবা কমিয়াছে?

উত্তর

১। মহকুমার নাম—	মুল হোলডিং এর অতিরিক্ত কিন্তু পরিবারের হোলডিং-এর অনধিক ভূমির দখলকার রায়তের সংখ্যা—
ধর্মনগর	৬১৬৬
কমলপুর	২৪৬৯
উদয়পুর	৪৩৮২
বিলোনীয়া	১২৩৪২
অমরপুর	৫৬২৫
সাবরুম	১১১৫

সদর, খোয়াই, সোনামুড়া ও কৈলাসহর মহকুমা সমুহের তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

২। মহকুমার নাম	স্বয়ং চাষীরায়তের সংখ্যা
ধর্মনগর	৫৬৮৬
কমলপুর	২৪৩৭
উদয়পুর	৪০১০
বিলোনীয়া	১১০৮৩
অমরপুর	৫২০৭
সাবরুম	১১১৫

সদর, খোয়াই, সোনামুড়া ও কৈলাশহর মহকুমা সমূহের তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

৩। মহকুমার নাম	১৯৬৩-৭৩ সময়ে চাষী রায়তের সংখ্যা বৃদ্ধি	হ্রাস
ধর্মনগর	৬৮০৬	
কমলপুর	৩৯২	
উদয়পুর	২৩৫৬	
বিলোনীয়া	৬০৪৭	
অমরপুর	৮৮৫	
সাবরুম	১৩৮৪	

সদর, খোয়াই, সোনামুড়া ও কৈলাশহর, মহকুমা সমুহের তথ্যাদি সংগ্রাহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 54

By **Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTIONS

1. Whether the Bengal income tax 1944 was extended to Tripura.
2. How many taxable holdings were selected in 1972—73 (Tea gardens and others, separate by names and addresses)?
3. The total amount of tax claimed and collected upto 1973 September. (year-wise)

ANSWERS

1. The Bengal Agricultural Income-tax 1944 was entended to Tripura since 1951.
2. The names and addresses of the holdings who were selected in 1972—73 are as follows :—

Tea gardens	Others,
1. Gokulpur Tea Co. Ltd ; 52/3A,Harish Mukherjee Road Calcutta—26 (Garden Kailashahar)	1. ShriGokulpada Jamatia, Silaghati, Udaipur, South Tripura.

2. Vikrampur Tea & Industry Ltd., 117 A, S. P. Mukherjee Road, Calcutta—26 (Garden Dharmanagar)	2. Shri Aditya Kumar Tewari, Kamalpur, North Tripura.
3, Sova Tea Estate, Kailashahar (Garden Kailashar)	3. Bilash Chandra Ghoshl Dharmanagar
4. Mahabir Tea Estate, P—36, India Exchange Place, Calcutta—1 (Garden Kamalpur)	4. Shri Dukha Chandra Reang, Manu, Belonia, South Tripura.
	5. Shri Tarani Mohan Majumder, Kamalpur, North Tripura.
	6. Shri Padma Mohan Reang, Bagafa, Belonia, South Tripura.
	7. Shri Mafizuddin Ahmed, Malbass, Amarpur South Tripura.
	8. Syedjjama Kaji, Khilpara Udaipur, South Tripura.
	9. Shri Kripamaya Chakma, Khagchari, Sabroom, South Tripura.
	10. Shri Noaj Ali, Chandrapur, Udaipur, South Tripura.
	11. Shri Sashi Mohan Deb Sarkar, Singhicherra, Khowai, West Tripura.
	12. Shri Suresh Chandra Deb Sarkar, Singhicherra, Khowai, West Tripura.

3. Total amount of tax claimed and collected during the 1972-73 and 1973-74 (upto September. 1973) is shown below :—

Year	Tax claimed	Tax collected
1972-73	71.984	68.654
1973-74 (upto September, 1973	93.952	44,584

UNSTARRED QUESTION NO. 55

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Whether the remission of land revenue was granted for two years namely 1967-68 and 1968-69 and it was decided that those who had paid for the aforesaid revenue years, their amount would be adjusted against the future dues,

2) if so, the total amount of revenue received against those 2 (two) years and the amount adjusted till now ?

ANSWERS

1) Yes.

2)

Name of District.	Amount collected during 1967-68 & 68-69.	Amount adjusted so far,
South Tripura	Rs. 5,61,126.66	Rs. 2,62,514.18
North Tripura	Rs. 4,50,800.70	Under collection.
West Tripura	Rs. 3,09,978.45	Rs. 19,607.80

UNSTARRED QUESTION NO. 212

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মোট বাস্তভিটি ভূমির পরিমান এবং বাস্তু ভিটি ভূমির মালিকের মোট সংখ্যা (১৯৭৩ মার্চ মাসের—মহকুমা ভিত্তিতে পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১) এরূপ কোন পৃথক তথ্য রাখা হয় না।

UNSTARRED QUESTION NO. 330

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরায় কোন সংরক্ষিত এলাকা আছে কি ?

খ) যদি থাকে, তবে ইহার মোট পরিমাণ, এবং

গ) ঐ এলাকার রেভিনিউ মৌজার নাম ;

উত্তর

ক) ত্রিপুরার প্রাক্তন শাসকের ১৩৪১ত্রিং ২০শে ভাদ্র তারিখের ৪৯নং মেমো এবং ১৩৫৩ ১লা আশ্বিন তারিখে ৬২৫নং আদেশে ত্রিপুরায় একটি ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া গঠিত হইয়াছিল, তাহা ১৯৭৪ইং সনের ২৭শে ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। উক্ত মেমো এবং আদেশ ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এণ্ড লেণ্ড রিফর্মস (সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৪ইং দ্বারা ১৯৭৪ইং সনের ২৮শে ফেবরুয়ারী হইতে বাতিল করা হইয়াছে।

খ) রিজার্ভ এরিয়ার মোট আয়তন ছিল ১৭৬০ বর্গ মাইল।

গ) সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

UNSTARRED QUESTION NO. 330.

LIST OF THE NAMES OF REVENUE MOUZAS.

Sl. No.	*Name of Rebenue Mouzas*
1.	Dinabandhunagar (Part).
2.	Kathirambari (Part).
3.	Ashighar (Part).
4.	Khengrai (Part).
5.	Harbhong (Part).
6.	Mekhlipara (Part).
7.	Purba Noagaon (Part).
8.	Radhamohanpur (Part).
9.	Radhapur (Part).
10.	Ratnapur (Part).
11.	Janmejoynagar (Part).
12.	Dolbari (Part).
13.	Barmabari (Part).
14.	Killabari.
15.	Sankumabari.
16.	Purba Takarjala.
17.	Paschim Takarjala.
18.	Jampuijala.
19.	Kalaibari.
20.	Kandraichhara.
21.	Shyamnagar (Part).
22.	Ujan Ghaniamura (Part).
23.	Santinagar.
24.	Uttar Promodenagar.
25.	Dakshin Promodenagar.
26.	Tuichingrambari.
27.	Karaibari (Part).
28.	Maharanipur.
29.	Uttar Ghilatali.
30.	Durgapur.
31	Lakshminarayanpur.

32. Dwirikapur.
33. Madhya Kalyanpur (Part).
34. Paschim Kalyanpur (Part).
35. Kunjaban (Part).
36. Uttar Pulinpur.
37. Dakshin Pulinpur.
38. Moharchhara (Part).
39. Kamalnagar.
40. Purba Kalyanpur.
41. Ghilatali
42. Krishnapur (Part).
43. Lakshmipur (Part).
44. Ramkrishnapur.
45. Dakshin Maharani.
46. Sriramkhara.
47. Atharamua R. F.
48. Nunachhara R. F. (Part).
49. Kulai R. F. Extension.
50. Karmapara.
51. Ulemchhara.
52. Batabari.
53. Ganganagar.
54. Karnamunipara.
55. Baluchhara.
56. Lalchhara.
57. Khowaipar.
58. Gangaprasadpara.
59. Radharambari.
60. Pustaraipara.
61. Sardinkapara.
62. Totaiya.
63. Khamupara.
64. Chakmapara.
65. Dungamapara.
66. Satbhaiyapara.
67. Siddhyapara.
68. Uttar Longtarai.
69. Dakshin Longtarai.
70. Paschim Chhamanu.
71. Makarchhara.
72. Purba Chamanu.
73. Manikpur.
74. Debchhara.
75. Central Catchment R. F.
76. Paschim Karamchhara (Part).
77. Purba Karamchhara (Part).
78. Deo Reserve Forest (Part).
79. Purba Maschli (Part).
80. Lalchhara (Part).
81. Ghagrachhara.
82. Durgachhara.
83. Sonapur.

84. Jaichandrapara.
85. Sadhujanpara.
86. Chhailenta (Part).
87. Manu Chhailengta R. F.
88. Sakbari (Part).
89. Taikumbachhara (Part).
90. Utta Taichhama.
91. Bagmara.
92. Baramura Debtamura R. F.
93. Bafabil.
94. Silachhari.
95. Suknachhari.
96. Ghorakapa.
97. Deshrampara.
98. Bishnupur.
99. Uttar Bijoypur.
100. Uttar Manu Bankul.
101. Chilitamanu Bankul.
102. Dakshin Taichhama.
103. Uttar Kalapania.
104. Suidukpathar.
105. Coachand (Part).
106. Magurchhara.
107. Gourifa.
108. Kauthalchhari.
109. Dakshin Manu Bankul.
110. Rupaichhari.
111. Sonaichhari.
112. Chhatakchhari.
113. Harina (Part).
114. Purba Jalefa (Part).
115. Paschim Ludhua (Part).
116. Purba Ludhua (Part).
117. Dakshin Bijoypur.
118. Aliamara (Part).
119. Baishnabpur.
120. Dakshin Sabroom.
121. Purba Sabroom.
122. Magrum.
123. Rajdharpur.
124. Bagachatal.
125. Kaptali.
126. Baramura & Debtamura R. F. (Part)
127. Palkuchhara (Part).
128. Baishyamanipara (Part).
129. Uttar Chhangang.
130. Chenchua.
131. Ekjanchhara.
132. Malchi (Part).

133. Ompinagar (Part).
134. Gamaichhara (Part).
135. Haripur (Part).
136. Purba Taichhlong (Part).
137. Paschim Taichhlong (Part)
138. Jambukchhara (Part).
139. Dakshin Chhangang.
140. Gonachhara.
141. Kamlaipara.
142. Debbari.
143. Bampur.
144. Paschim Sarbong.
145. Purba Sarbong.
146. Ghingia.
147. Birganj.
148. Rangamati.
149. Ompinagar (Part).
150. Rajkong.
151. Rangkong.
152. Dalak.
153. Paschim Malbasa.
154. Amarpur.
155. Purba Malbasa.
156. Paharpur.
157. Purba Daluma.
158. Paschim Daluma.
159. Kurmachhara.
160. Tairbhuma.
161. Laogang.
162. Dakshin Chellagong.
163. Paschim Ekchhari.
164. Dakshin Ekchhari.
165. Uttar Ekchhari.
166. Uttar Chellagong.
167. Nutanbazar.
168. Paschim Kalajhari R. F.
169. Rambhadra.
170. Lebachhara.
171. Purba Manikya Dewan.
172. Paschim Manikya Dewan.
173. Paschim Karbok.
174. Dakshin Karbok.
175. Purba Karbok.
175. Ichharai.
177. Patichhari.
178. Purba Kalajhari R. F.
179. Jagabandhupara.
180. Barabari.
181. Ultachhara.

182. Chetrajhari.
183. Lakshmipur.
184. Paschim Gandachhara.
185. Purba Gandachhara.
186. Jinaraipara.
187. Bhagirathpara.
188. Sipa Sing.
189. Malyansing.
190. Dalapatipara.
191. Sarma.
192. Bhulongbasa.
193. Dhalajhari.
194. Ramnagar.
195. Ranipukur.
196. Thakurchhara.
197. Uttraipara.
198. Birchandranagar.
199. Paschim Kalyansing.
200. Purba Kalyansingh.
201. Sardong.
202. Jairampur.
203. Ratannagar.
204. Tuichhama.
205. Kamala Asram.
206. Kamalakhal.
207. Khedarkot.
208. Jarimura.
209. Mukchhari.
210. Chakpur.
211. Paschim Fotachhara.
210. Paschim Raima.
213. Purba Raima.
214. Boalkhali.
215. Sukraichhara.
216. Jarulchhara.
217 Purba Patachhara.
218. Phulkumari (Part).
219. Hirapur.
220. Uttar Maharani.
221. Gandhari.
222. Dakshin Maharani (Part).
223. Chandrapur R. F. (Part).
224. Purba Magpushkarini (Part).
225. Garjichhara (Part).
226. Garji Reserve Forest (Part).
227. Baisabari.
228. Chhapiapara.
229. Taiharchum.
230. Dakshin Barmura & Debtamura R, F.
231. Uttar Debipur.
232. Purba Manu.
233. Purba Kathalia (Part).

234.	Bagafa (Part).
235.	Paschim Manu (Part).
236.	Santirbazar (Part).
237.	Paschim Kathalia (Part). ...
238.	Kalalaugong (Part).
239.	Raibari (Part).
240.	Uttar Barpatiray.
241.	Baramura Debtamura R. F.
242.	Dakshim Barpatiray.
243.	Kalashi (Part).
244.	Muhuripur R. F.
245.	Paschim Charakbai (Part).
246.	Purba Muhuripur.
247.	Birendranagar (Part).
248.	Purba Pillak (Part).
249.	Tairumachhara (Part).

UNSTARRED QUESTION NO. 448

By Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be leased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে এলু্যমিনিয়াম কারখানা কয়টি আছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা ?

২) গত পাঁচ বছরের এলু্যমিনিয়াম জাত উৎপাদনের বৎসর ভিত্তিক উৎপাদন।

৩) কোন্ সময়ে এই কারখানাসমূহ চালু করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় দ্রইটি এলু্যমিনিয়াম কারখানা আছে, উহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল—

(ক) তীর্থময়ী এলু্যমিনিয়াম কারখানা, ইণ্ডাস্ট্রীয়েল এষ্টেট. অরুন্ধতিনগর, এবং

(খ) ন্যাশন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্টারপ্রাইজ, ইণ্ডাস্ট্রীয়েল এষ্টেট, কুমারঘাট।

২)

বৎসর	উৎপাদনের পরিমাণ
১৯৬৮—৬৯	৬৭·৬ মে: টন।
১৯৬৯—৭০	৫৪·৬ ,, ,,
১৯৭০—৭১	৫৯·৫ ,, ,,
১৯৭১—৭২	৭৮·৫ ,, ,,
১৯৭২—৭৩	৮৮·৩ ,, ,,

৩) মেসার্স তীর্থময়ী এলু্যমিনিয়াম কারখানায় ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে এবং মেসার্স ন্যাশন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্টার প্রাইজএ ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে চালু করা হইয়াছে। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে মেসার্স ন্যাশন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্টার প্রাইজ-এ কোন উৎপাদন নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 460

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ইং থেকে বিভিন্ন আদালত ও ফৌজদারী কোর্টসমূহে ষ্টাম্প ভেণ্ডারদের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার এবং অন্যান্য যাবতীয় নকলের জন্য ফোলিও এবং সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য সেমি কাগজ একেবারেই পাওয়া যাচ্ছেনা এ সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কি ?

২) ফোলিও এবং সেমি কাগজের পরিবর্তে সাধারণ বাজার থেকে ফুলস্কেপ কাগজ ষ্টাম্প ভেণ্ডারেরা সেমির ও ফোলিওর নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করছে এই সম্পর্কে সরকার অবহিত কিনা ?

৩) অবহিত থাকিলে সরকারের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ষ্ট্যাম্প ভেন্ডারদের সাধারণ কাগজ দিয়ে অধিক মূল্য সংগ্রহ করে মুনাফা প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) এরূপ কোন রিপোর্ট নাই।

৩) ফোলিও কাগজ সরকারের ষ্টকে আছে, সেমি কাগজ নাসিক হইতে সরবরাহ পাওয়া যাইতেছেনা। ২নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ষ্টাম্প ভেন্ডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION No. 658.

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

1. If any Money Lenders Act is in force in Tripura.
2. If so, when that Act came into force in Tripura ,
3. If there is any schedule for the rate of interest under this Act,
4. Details of such rates ?

ANSWER

1. Yes ;
2, From 23rd March of the year 1959.

3. There is no Schedule ; the rates of interest has been fixed under section 25(1) of the Act mentioned in reply to item no. 1 of the question.

4. The maximum rates of the interest for unsecured loan and secured loan 12 per cent and 9 per cent respectively.

UNSTARRED QUESTION No. 664

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১) Technician Eatrepreneur Scheme-এ আজ অবধি কাহাকে কাহাকে শিল্প স্থাপনের জন্য কত পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা এবং ঋণদানের তারিখ।

উত্তর

১) এ শিল্প স্থাপনের জন্য যাহাদের ঋণদান করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা, ঋণের পরিমাণ এবং ঋণদানের তারিখ নিম্নে দেওয়া গেল :—

নাম ও ঠিকানা	ঋণের পরিমাণ	ঋণদানের তারিখ
১) শ্রীবিদ্যুত কান্তি পুরকায়স্থ, থানা রোড, ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।	মং ৮,০০০.০০ টাকা	১০।৭।৭৩ইং
২) শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস পোঃ আঃ তেলিয়ামুরা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।	মং ৫,০০০.০০ ,,	৫।৭।৭৩ইং
৩) শ্রীসুভাষ চন্দ্র গোস্বামী, প্রযত্নে-ইলেকট্রো, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।	মং ১০,০০০.০০ ,,	৭।৯।৭৩ইং
৪) শ্রীকিসান লাল শর্মা, বনকর রোড, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।	মং ১৫,০০০.০০ ,,	১৬।১০।৭৩ইং

UNSTARRED QUESTION NO. 115

By—Shri Abhiram DebBarma
Shri Samar Choudhury
Shri Amarendra Sarma

Will the Hon,ble Minister-in-charge of the Public Relations and Tourism Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ সন হইতে ১৯৭৩-৭৪ সনের ৩১শে অকটোবর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন পত্রিকা

কত টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন পেয়েছে, এবং তাহা কোন শ্রেণীর ?

২) ত্রিপুরার বাহিরের কোন পত্রিকা এই সময়ের মধ্যে কত টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন পেয়েছেন ?

৩) বিজ্ঞাপন বাবদে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা প্রচার দপ্তরের এই সময়কার মোট খরচের শতকরা কত অংশ হবে ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

৩) ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 223.

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমায় যে সকল গৃহহীন পরিবারের দখলে বাস্তুভিটা নাই, ঐরকম কতজন গৃহহীন পরিবারকে বর্তমান আর্থিক বছরে বাস্তুভিটা হিসাবে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) ৭৬২ পরিবারকে।

UNSTARRED QUESTION NO. 240

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) কুমারঘাট, ফটিকরায় এবং বীরেন্দ্রনগর তহশীল এলাকাতে কত একর খাস জমি বে-আইনী দখলদারদের হাতে আছে এবং কার কার কাছে কতটুকু আছে, তাদের নাম ঠিকানা এবং জায়গার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ক) ২৯৩১.৮৪ একর।

খ) সভায় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO. 240. STATEMENT SHOWING THE NAMES AND ADDRESSES OF THE UN-AUTHORISED OCCUPIERS AND THE QUANTITY OF LAND UNDER THEIR POSSESSION UNDER BIRENDRANAGAR TEHSIL AREA.

1.	Birendra Kr. Debnath & others, S/o, Kalimohan Debnath, Bilashpur.	0'48 acre.
2.	Prasanna Kumar Paul, S/o. Gouri Sankar Paul, Bilashpur.	1'63 acres.
3.	Nagendra Kr. Banik, S/o, Bharat Banik, Birchandranagar.	2'00 acres.
4.	Debendra Kr. Bhowmik & others, S/o, Shashi Bhowmik, Bilashpur.	1.13 acre.
5.	Narendra Ch. Debnath, S/o, Chandramani	
6.	Kashi Mohan Debnath, S/o, Kanai Ch. Debnath, Bilashpur.	0'14 acre.
	Debnath, Bilashpur.	1'33 acres.
7.	Kali Mohan Debnahh, S/o, Harish Ch. Debnath, Bilashpur.	2.28 acre.
8.	Jai Chandra Debnath & others, S/o, Dwarika Debnath, Bilashpur.	0'34 acre.
9.	Babu Singh, S/o, Mani Singh, Bilashpur.	1'69 acres.
10.	Har Kumar Debnath, S/o, Nabin Ch. Debnath, Bilashpur.	2'35 acres.
11.	Ram Chandra Debnath, S/o, Nabin Ch. Debnath, Bilashpur.	0.18 acre.
12.	Jibanbala Debi, W/o, Upendra Kr. Debnath, Bilashpur.	0'15 acre.
13.	Dhani Singh, S/o, Nadia Singh, Bilashpur.	2.59 acres.
14.	Purna Singh, S/o, Nadia Singh, Bilashpur.	3.00 acres.
15.	Dhani Singh & others, S/o, Nadia Singh, Bilashpur	0.37 acre.
16.	Babulok Singh, S/o, Chhalia Singh, Bilashpur.	1.78 acres.
17.	Tarang Khambi Singh, W/o, Babulok Singh, Bilashpur.	3.04 acres.
18.	Chanmani Singh & others, S/o, Thanku Singh, Bilashpur.	4.45 acres.
19.	Dhan Singh, S/o, Chhalia Singh, Bilashpur.	2.58 acres.
20.	Upendra Ch. Debnath S/o, Chandra Mohan Debnath, Bilashpur.	0.52 acre.
21.	Radhamadhab Debnath, S/o, Panchkari Debnath, Bilashpur.	1.10 acres.
22.	Hari Mohan Debnath, S/o, Jamini Debnath, Bilashpur.	1.25 acres.
23.	Krishna Gopal Debnath, S/o, Gourmohan Debnath, Bilashpur.	0'21 acre.
24.	Dwijendra Kr. Deb & others, S/o, Mahendra Ch. Deb, Bilashpur.	5.65 acres.
25.	Kshetra Mohan Das, Hari Mohan Das, S/o, Kali Kumar Das, Bilashpur.	1.05 acres.
26.	Ananta Kumar Majumder, S/o, Shashi Majumder, Bilashpur.	3.97 acres.

27. Naba Ch. Debnath, S/o, Harish Ch. Debnath, Bilashpur. 0.83 acre.
28. Bihari Singh & others, S/o, Purna Chand Singh, Bilashpur. 0.98 acre.
29. Karuna Kumar Saha, S/o, Braja Krishna Saha, Bilashpur. 0.99 acre.
30. Chitta Ranjan Bhowmik & others, S/o, Kishore Bhowmik, Bilashpur. 2.00 acres.
31. Debendra Mohan Malakar, S/o, Sarbananda Malakar, Bilashpur. 0.78 acre.
32. Jamini Ram Malakar, S/o, Raman Das Baishnab, Bilashpur.
33. Dinabandhu Debnath, S/o, Chandra Kr. Debnath, Bilashpur. 0.44 acre.
34. Sitesh Ch. Bhattacherjee, S/o, Pulin Ch. Bhattacherjee, Bilashpur. 1'90 acres.
35. Narendra Kumar Saha, S/o, Lakshmi Charan Saha, Bilashpur. 1.32 acres.
36. Dakshina Ranjan Saha, S/o, Abani Mohan Saha, Bilashpur. 0.42 acre.
37. Rambabu Singh, S/o, Dhana Singh, Bilashpur. 0.67 acre.
38. Chandra Mohan Singh, S/o, Dhana Singh, Bilashpur. 0.49 acre.
39. Brajendranath Kar, S/o, Baikunthanath Kar, Bilashpur. 1.37 acres.
40. Manindra Kumar Banik, S/o, Purna Ch. Banik, Bilashpur. 1.07 acres.
41. Gopendra Dutta & others, S/o, Gagan Dutta. 0.53 acre.
42. Kala Chand Debnath, S/o, Ramdhan Debnath, Bilashpur. 0.85 acre.
43. Bhagabandas Baishnab, S/o, Sonatan Brajabashi, Bilashpur. 1.91 acres.
44. Haripada Majumder, S/o, Kamini Kr. Majumder, Birchandranagar. 2.40 acres.
45. Aswini Ram Malakar, Jamini Ram Malakar, S/o, Ram Ch. Malakar, Bilashpur. 0.91 acre.
46. Kishor Ram Malakar, S/o, Krishna Ram Malakar, Bilashpur. 0.51 acre.
47. Balaram Debnath, S/o, Ramdurlav Debnath, Bilashpur. 1.62 acres.
48. Gobinda Debnath, S/o, Jai Gobinda Debnath, Bilashpur. 0.23 acre.
49. Brajalal Debnath & others, S/o, Chandra Kr. Debnath, Bilashpur. 0.70 acre.
50. Madan Chand Singh, S/o, Jagneswar Singh, Bilashpur. 9.30 acres.
51. Sudhir Ranjan Dutta & others, S/o, Surendra Nath Dutta, Bilashpur. 21.41 acres.
52. Kashi Nath, S/o, Kanai Nath, Bilashpur. 0'34 acre.
53. Binauda Ram Malakar, S/o, Krishna Ram Malakar, Bilashpur. 7.12 acres.
54. Birendra Chandra Debnath, S/o, Kalimohan Debnath, Bilashpur. 2.08 acres.

55.	Upendra Ch. Kar. S/o. Girish Ch. Kar, Bilashpur.	0.79 acre.
56.	Sachindra Ch. Deb. S/o. Sarat Ch. Deb, Bilashpur.	0.32 acre.
57.	Chandra Kr. Das, S/o. Balaram Das. Bilashpur.	1.37 acres.
58.	Kshirod Ch. Das. S/o. Raj Ch. Das, Bilashpur.	1.96 acres.
59.	Barada Kr. Das. S/o. Partanarayan Das, Bilashpur.	1.27 acres.
60.	Dwijendra Kr. Das, S/o. Jagabandhu Das, Bilashpur	1.26 acres.
61.	Sukumar Das, S/o Anil Ch Das, Bilashpur.	0.82 acre.
62.	Ashubala Das. W/o. Rajani Kr Das, Bilashpur	1.85 acres.
63.	Sarat Ch. Bhowmik, S/o Haridas Bhowmik, Bilashpur.	2'36 acres
64.	Jai Gobinda Nath, S/o. Krishna Charan Nath. Bilashpur.	0'33 acre.
65.	Jaimani Devi. W/o. Chandra Kr. Debnath, Bilashpur.	0'09 acre.
66	Satish Ch. Malakar & other. S/o. Rajendra Kr. Debnath, Bilashpur	1.16 acres.
67.	Girishram Malakar S/o Gopesh Ram Malakar. Bilashpur.	0'90 acre.
68.	Sudhir Ranjan Dutta. S/o. Surendra Ch Dutta. Bilashpur.	0'12 acre.
69.	Kumud Ranjan Dutta, S/o. Kunjalal Dutta, Bilashpur	0'11 acre
70.	Gopesh Ch. Dutta, S/o. Girindra Ch Dutta, Bilashpur.	0'13 acre.
71.	Surjya Ram Namasudra, S/o. Prakash Ram Namasudra, Bilashpur.	2'94 acres.
72.	Binauda Ram Malakar, S/o. Krishnaram Malakar, Bilashpur	1'87 acres
73.	Surjya Kumar Dutta S/o. Chandra Sekhar Dutta, Bilashpur	1'92 acres.
74	Surendra Ch. Dhar, S/o. Bharat Ch Dhar. Bilashpur	0'14 acre
75.	Radhamadhab Debnath, Sashi Mohan Debnath, S/o. Krishna Mohan Debnath, Bilashpur.	0'85 acre.
76.	Mouba Singh. S/o Kalachand Singh, Bilashpur.	0'17 acre.
77.	Shashadhar Dutta, Sailendra Ch Dutta, S/o. Sachindramohan Dutta. Bilashpur.	0'07 acre.
78.	Janeswar Chakraborty, Bhuban Mohan Chakraborty S/o. Jasada Chakraborty. Bilashpur.	0'21 acre.
79.	Malik Khatrani, W/o Sebauba Singh. Bilashpur	0'94 acre.
80.	Radhamadhab Debnath, S/o. Krishnamohan Debnath, Bilashpur.	0'17 acre.
81.	Kamalini Khatrani, W/o. Raja Singh, Bilashpur.	0'22 acre.
82.	Gagan Ch. Debnath, S/o Gour Charan Debnath, Bilashpur.	0'21 acre.

83.	Raj Kumar Das, S/o Krishna Ch. Das, Bilashpur.	1'25 acres.
84.	Khagendra Kr. Debnath, S/o Narendra Kr. Debnath, Bilashpur.	0'12 acre.
85.	Ratan Das Baishnab, S/o. Premananda Brajabashi, Bilashpur.	0'61 acre.
86.	Dwijendra Kr. Das, S/o. Jagabandhu Das, Bilashpur.	0'53 acre.
87.	Chandraram Malakar, S/o. Paduram Malakar, Bilashpur.	1'38 acres.
88.	Aswini Malakar, S/o. Bhagabandas Baishnab, Bilashpur.	1'18 acres.
89.	Umesh Ram Malakar, S/o Bharat Ram Malakar, Bilashpur.	0'27 acre.
90.	Tamba Singh & others, S/o. Babu Singh, Bilashpur.	1'14 acres.
91.	Gopesh Ram Malakar, S/o. Mahesh Ram Malakar, Bilashpur.	2'91 acres.
92.	Sachindra Mohan Dutta, S/o. Gagan Ch. Dutta, Bilashpur.	1'67 acres.
93.	Jogendra Ram Malakar, S/o. Paduram Malakar, Bilashpur.	1'28 acres.
94.	Sukhamani Malakar & others, W/o. Golak Ram Malakar, Bilashpur.	1'84 acres.
95.	Bihari Ram Malakar, Nadia Ram Malakar, S/o. Krishnaram Malakar, Bilashpur.	0'63 acre.
96.	Jogendra Ch. Deb, S/o. Ratan Ram Das, Bilashpur	3'33 acres.
97.	Rajendra Ram Malakar, S/o Ratan Ram Malakar, Bilashpur.	2'70 acres.
98.	Khema Singh, S/o. Mana Singh, Bilashpur.	1'00 acre.
99.	Suramani Singh, S/o. Braja Singh, Bilashpur.	0'29 acre.
100.	Chandra Kr. Das, S/o Balaram Das, Bilashpur.	1'21 acres.
101.	Rakshit Ch. Majumder, S/o. Pyari Mohan Majumder, Bilashpur.	3'35 acres.
102.	Kshetra Mohan Das & others, S/o. Kali Kr. Das, Bilashpur.	2'56 acres.
103.	Harekrishna Debnath, S/o. Rajmohan Debnath, Bilashpur.	0'33 acre.
104.	Premdamai Debi, W/o. Hara Kr. Debnath, Bilashpur.	0'28 acre.
105.	Rewati Kr. Dutta & others, S/o. Chandra Kr. Dutta, Bilashpur.	3'37 acres.
106	Babu Singh, S/o. Chinta Singh Bilashpur.	1'57 acres.
107	Nimai Ram Malakar, Mohan Ram Malakar, S/o. Bishnu Ram Malakar, Bilashpur.	0'13 acre.
108.	Aswani Kr. Malakar, S/o. Ananta Malakar, Bilashpur.	0'19 acre.
109.	Kamini Singh, S/o. Baksal Singh, Bilashpur.	0'43 acre.
110.	Akhil Singh, S/o. Baksal Singh, Bilashpur.	0'52 acre.
111	Kripesh Ch. Deb & others, S/o Lokanath Deb, Bilashpur.	3'54 acres.

112	Ranjit Sutradhar, S/o. Rajani Sutradhar, Bilashpur.	1·54 acres.
113.	Kalachand Debnath, S/o. Ramdhan Debnath, Bilashpur.	2·19 acres.
114.	Jagabandhu Debnath. S/o. Gakul Debnath, Bilashpur.	0.17 acre.
115.	Kala Chand Singh & others. S/o. Sajo Singh. Bilashpur.	0·24 acre.
116.	Ramesh Deb, S/o. Krishna Charan Deb, Bilashpur.	0·58 acre.
117.	Ganesh Debnath, S/o. Kashucharan Debnath, Bilashpur.	0·35 acre.
118.	Suresh Debnath, Ramesh Debnath, S/o. Prakash Ch. Debnath, Bilashpur.	1·18 acres.
119.	Nirod Ram Malakar, S/o. Durgan Ram Malakar, Bilashpur.	1·15 acres.
120.	Binanda Ram Malakar, S/o. Krishna Ram Malakar, Bilashpur.	2·57 acres.
121.	Bihari Ram Malakar, S/o. Bhairab Ram Malakar, Bilashpur.	0·72 acre.
122.	Dengu Charan Debnath, S/o. Hanju Debnath, Bilashpur.	0·67 acre.
123.	Chandra Sekhar Chakraborty, S/o. Gobinda Chakraborty, Bilashpur.	0·50 acre.
124.	Karuna Kr. Saha, S/o. Bhaja Krishna Saha. Bilashpur.	0·09 acre.
125.	Shashi Mohan Dey, S/o. Chhaya Ram Dey, Bilashpur.	1·18 acres.
126.	Dinabandhu Debnath, S/o. Chandra Kr. Debnath. Bilashpur.	0·03 acre.
127.	Kashi Mohan Debnath, S/o. Harish Ch. Debnath, Bilashpur.	0·74 acre.
128.	Gourhari Singh, Bhubaneswar Singh, S/o. Manik Singh, Bilashpur.	0·89 acre.
129.	Narendra Saha, S/o. Lakshmi Charan Saha, Bilashpur.	0·83 acre.
130.	Tara Khambhi Singh, W/o. Babusena Singh, Bilashpur.	0·11 acre.
131.	Dhana Singh, S/o. Chhalia Singh, Bilashpur.	0·25 acre.
132.	Indra Kr. Debnath, S/o. Gobinda Debnath, Bilashpur.	2·42 acres.
133.	Indrajit Singh, S/o. Narayan Singh, Bilashpur.	0·60 acre.
134.	Pyari Mallik & others, S/o. Narayan Mallik, Bilashpur.	0·98 acre.
135.	Jai Gobinda Debnath, S/o. Krishna Charan Debnath, Bilashpur.	0·16 acre.
136.	Chandra Mohan Singh, S/o. Dhana Singh, Bilashpur.	0·22 cre.
137.	Chitta Ranjan Bhowmik S/o. Chandra Kishore Bhowmik. Bilashpur.	0·36 acre.
138.	Balahari Singh, S/o. Khangnan Singh, Bilashpur.	0·21 acre.

139. Tejabala Paul, W/o. Umesh Rudrapaul, Bilashpur 0·54 acre.
140. Babuchand Singh, S/o. Bhagya Singh, Bilashpur. 0·21 acre.
141. Aswini Kr Debnath, S/o. Adhar Ch. Debnath, Bilashpur. 0·83 acre.
142. Alamba Singh & others, S/o. Dhana Singh, Bilashpur. 3·21 acres.
143. Rebati Dutta, S/o Chandra Kr. Dutta, Bilashpur. 0·40 acre.
144. Jatindra Mohan Chakraborty, S/o. Rajada Mohan Chakraborty, Bilashpur. 0·52 acre.
145. Gagan Ch. Dutta S/o. Durga Charan Dutta, Bilashpur. 20·28 acres
146. Nalini Kanta Dutta, S/o Nagendra Ch. Dutta, Bilashpur. 1·63 acres.
147. Satish Ch. Malakar, S/o. Surjya Ram Malakar, Bilashpur. 0·15 acre.
148. Premada Charan Dey, S/o. Chandra Kishore Dey, Bilashpur. 0·22 acre.
149. Basanti Bala Das, W/o Mahendra Das, Chantail. 1·53 acres.
150. Shema Sundari Das, W/o. Jamini Kr. Das, Chantail 1·01 acres.
151. Sahadeb Bhar & others, S/o. Jayai Bhar, Chantail. 1·61 acres.
152. Ram Kishan Bhar, S/o Ramdas Bhar, Chantail. 1·23 acres.
153. Ramnarayan Nunia ,S/o. Gangamay Nunid Chantail. 1·73 acres
154. Mani Lal Bhar, S/o. Suyag Bhar, Chantail 0·91 acre
155. Mathur Chandra Paul, S/o. Suranram Paul, Chantail 1·47 acres.
156. Sunita Debroy and others, W/o Digendra Debroy, Chantail. 11.07 acres.
157. Ranjit Deb & others, S/o. Nadia Charan Deb, Chantail 6·59 acres.
158 Lokesh Chandra Deb, S/o. Kailash Ch. Deb, Chantail 1·58 acres.
159 Binod Ch. Das, S/o. Nimairam Das, Chantail. 2·21 acres.
160. Abir Bahadur & others, S/o. Hayta Bahadur, Chantail. 2·98 acres.
161. Krishna Charan Chasha, S/o. Haricharan Chasha, Chantail. 0·13 acre.
162. Kandarpa Acherjee & others, S/o. Kamakshya Acherjee, Chantail. 12·73 acres.
163. Rajani Kanta Acherjee, S/o. Ram Lochan Acherjee, Chantail. 0·11 acre.
164. Lakshmi Narayan Karmakar & others, S/o Radhuya Karmakar, Chantail. 1·49 acres.
165. Rajendra Kr. Deb, S/o. Ratanram Deb, Chantail. 0·28 acre.
166 Jyotirmay Goswami, S/o. Bipin Behari Bhattacherjee, Chantail. 2·36 acres.

167.	Sarbananda Paul, S/o. Krishna Ch. Paul, Chantail.	1'78 acres.
168.	Har Mohan Shil & others. S/o. Tara Mohan Shil, Chantail.	1'14 acres.
169.	Gouranga Ch. Dey. S/o. Girindra Ch. Dey. Chantail.	1'60 acres.
170.	Krishna Kr. Shil & others, S/o, Kamini Kanta Shil, Chantail.	2'65 acres.
171.	Narendra Ch Shil. S/o. Debendra Kr. Shil. Chantail.	0'09 acre.
172.	Surendra Malakar. S/o. Prakashram Malakar. Chantail.	0'29 acre.
173.	Mangru Ruhidas, S/o. Gopiram Ruhidas, Chantail.	2'70 acres.
174.	Digendra Kr. Shil & others. S/o. Madan Shil, Chantail.	5'20 acres.
175.	Joy Kumar Singha & others. S/o. Gagan Singha. Chantail.	2'07 acres.
176.	Indra Kishor Dutta, S/o. Mam Ram Dutta. Chantail.	0'34 acre.
177.	Nirod Ranjan Dutta, S/o. Indra Kishore Dutta. Chantail.	2'56 acres.
178	Kshirod Ranjan Dutta & others. S/o. Indra Kishore Dutta, Chantaii.	1'25 acres.
179.	Baikuntta Ch. Ghosh. S/o. Alokram Ghosh, Chantail.	0'88 acre.
180.	Guruba Bhumiya & others. S/o Sukra Bhumiya. Chantail.	2.49 acres.
181.	Bipin Chandra Deb & others. S/o. Darparam Deb. Chantail.	1'60 acres.
182.	Ram Sunda Nunia & others. S/o. Pekuram Nunia. Chantail.	8'14 acres
183	Darpa Narayan Deb & others. S/o. Dasharat Deb. Chantail.	3'13 acres.
184.	Mahanta Kr Deb S/o. Mohan Ch. Deb. Chantail.	0'14 acre.
185.	Amulya Charan Deb, S/o. Bihariram Deb. Chantail.	0'41. acre.
186.	Ramnath Nunia & others. S/o. Shemlal Nunia. Chantail	0'29 acre.
187.	Jatindraram Malakar. S/o. Shashiram Malakar. Chantail.	6'46 acres.
188.	Paresh Ch. Ghosh, S/o. Baikunta Ch. Ghosh. Chantail.	0'29 acre.
189.	Kumud Ghosh Chantail	2'10 acres.
190.	Kamini Paul. S/o. Parauram Paul. Chantail.	6'65 acres.
171.	Nalini Paul & others. S/o. Nabaram Paul. Chantail.	5'54 acres.
192.	Gopesh Ch. Deb. S/o. Gagan Ch. Deb. Chantail.	4'21 acres.
193.	Raman Behari Gop. S/o. Rup Chand Gop. Chantail.	0'56 acre.

194.	Gopesh Ch. Deb & others, S/o. Gagan Ch. Deb, Chantail.	3'80 acres.
195.	Rashik Ch. Ghosh, S/o. Brindaban Ghosh, Chantail.	0'24 acre.
196.	Hriday Ch. Das, S/o. Nimairam Das, Chantail.	0'05 acre.
197.	Bihari Mohan Deb & others S/o. Dagan Deb, Chantail.	1'13 acres.
198.	Ramesh Bauri, S/o. Surendra Bauri, Chantail.	0'62 acre.
199.	Judhistir Gowala, S/o. Adhikari Gowala, Chantail.	7'41 acres.
200.	Anil Ch Ghosh & others, S/o. Raman Ch. Ghosh, Chantail.	1'34 acres.
201.	Mangal Bhumij, S/o. Shukra Bhumij, Chantail.	0'13 acre.
202.	Jamininath Bhattacherjee, S/o. Ganesh Bhattacherjee, Chantail.	1'94 acres.
203.	Peari Mohan Mitra, S/o. Ray Prasad Mitra, Chantail.	0'34 acre.
204.	Subal Chasha, S/o. Pitambar Chasha, Chantail.	1'19 acres.
205.	Satish Ch. Rajak, S/o. Chotu Rajak, Chantail.	1'37 acres.
206.	Ramnath Mahanti, S/o. Gopinath Mahanti, Chantail.	3'81 acres.
207.	Uddhabram Paik, S/o. Nandaram Paik, Chantail.	1'46 acres.
208.	Surendraram Gowala & others, S/o. Dmaram Gowala, Chantail.	2'11 acres.
209.	Benod Behari Biswas, S/o. Baidyanath Biswas, Chantail.	1'37 acres.
210.	Pekuram Nunia & others, S/o. Nandan Nunia, Chantail.	2'17 acres.
211.	Rajani Mohan Sen, S/o Rajib Ch. Sen, Chantail.	0'51 acre.
212.	Charu Bala Ghosh & others, W/o. Rajendra Ghosh, Chantail.	0'30 acre.
213.	Nagendra Mohan Kar & others, S/o. Chandranath Kar, Chantail.	0'49 acre.
214.	Gopendra Ch. Dutta, S/o. Krishna Prasad Dutta, Chantail.	0'36 acre.
215.	Ganesh Chandra Dutta, S/o. Nishi Kanta Dutta, Chantail.	0'11 acre.
216.	Ramnarayan Nunia & others, S/o. Jaga Mohan Nunia., Chantail.	0'66 acre.
217.	Shiba Singh & others, S/o. Nitai Chand Singha, Jarultali.	0'12 acre.
218.	Kalabati Khatrani & others, W/o. Nadia Singha, Chantail.	0'16 acre.
219.	Tamal Singha & others, S/o. Nadia Singha, Chantail.	0'11 acre

220.	Jogesh, Ch. Malakar, S/o Tepuram Malakar, Chantail.	0·53 acre.
221.	Gnenadamai Das, W/o. Narendra Ch. Das, Chantail.	0·92 acre.
222.	Brajendra Ch. Shil, S/o. Prakash Ch. Shil. Chantail.	1·28 acres.
223.	Bipinram Malakar, S/o. Kishaniram Malakar. Chantail.	1·83 acres.
224.	Nachira Bibi & others, W/o. Achad Ali, Chantail.	0·75 acre.
225.	Narendra Dutta, S/o. Banin Dutta. Chantail.	1·10 acres.
226.	Shailaja Malakar, W/o Narendra Malakar. Chantail.	0·18 acre.
227.	Kamini Mohan Sen, S/o. Jibanram Sen. Chantail.	1·69 acres.
228.	Manindra Ch. Malakar, S/o. Madhabram Malakar. Chantail.	0·88 acre.
229.	Mathur Ch. Sen, S/o. Nabinram Sen, Chantail.	0·59 acre.
230.	Makhyada Kumar Das, S/o. Madanram Das. Chantail.	0·25 acre.
231.	Gopesh Ch. Das & others, S/o Raj Chandra Das, Chantail.	0·09 acre.
232.	Suresh Chandra Das, S/o. Raj Chandra Das. Chantail.	3·35 acre.
233.	Ramesh Ch. Das & others, S/o Raj Chandra Das, Chantail.	0·18 acre.
234.	Dinesh Ch. Das & others, S/o. Raj Chandra Das, Chantail.	0·56 acre.
235.	Nabin Kumar Paul, S/o. Nabaram Paul. Chantail.	0·24 acre.
236.	Sarada Charan Dey, S/o. Sharat Dey. Chantail.	0·38 acre.
237.	Babu Singha, S/o Champa Singha. Chantail.	0·07 acre.
238.	Mathur Ch. Dey, S/o. Sharan Ch. Dey. Chantail.	0·11 acre.
239.	Prasanna Kumar Sen & others, S/o. Narayanram Sen, Chantail.	1·90 acres.
240.	Shitesh Ch. Dey & others, S/o. Sudhir Ch. Dey, Chantail.	0·89 acre.
241.	Sukumari Dey, W/o. Sudhir Ch. Dey, Chantail.	0·09 acre.

242.	Nikunja Mitra, S/o. Kali Prasad Mitra. Chantail.	0·15 acre.
243.	Promode Bala Das, W/o. Raj Ch. Das. Chaintal.	0·23 acre.
244.	Mohammod Kachimulla, S/o. Mulkatulla. Chantail.	0·75 acre.
245.	Achimulla, S/o, Pitanulla, Chantail.	0·19 acre.
246.	Darpanarayan Das, S/o. Durlabnarayan Das. Chantail.	1·22 acres.
247.	Mathur Ch. Dutta, S/o. Ram Krishna Dutta. Chantail..	0·99 acre.
248.	Promod Acherjee & others, S/o Pahalad Acherjee. Chantail.	1·39 acres.
249.	Prahallad Ch. Ghosh, S/o. Peri Mohan Ghosh. Chantail.	0·95 acre.
250.	Shashi Mohan Das & others, S/o Arjunram Das. Chantail.	1·00 acre.
251.	Barindra Deb, S/o. Darpanarayan Deb. Chantail.	0·37 acre
252.	Abdul Jabbar, S/o. Chantail	0·89 acre.
253	Rasamoy Mitra & others, S/o. Ramani Mitra. Chantail.	1·20 acres.
254.	Kamini Mohan Paul, S/o Saraniram Paul. Chantail.	0.82 acre.
255.	Muren Singha and others, S/o. Babu Singha. Chantail.	0·15 acre.
256.	Dhanairam Malakar & others, S/o Krishnaram Malakar. Chantail.	1·40 acres.
257.	Brajendra Das, S/o. Gouricharan Das. Chantail.	0·08 acre
258.	Magar Ali, S/o. Amjadulla, Chantail.	0·17 acre.
259.	Debendra Malakar, S/o. Chantail.	0·15 acre.
260.	Ananda Sabar, S/o Gopi Sabar, Chantail.	1·70 acres.
261.	Ram Krishna Bhar, S/o. Ramdas Bhar. Chantail.	0·93 acre.
262.	Mangru Bhar, S/o. Suvag Bhar. Chantail.	0·13 acre.
263.	Har Chandra Sen & others, S/o. Uchabram Sen. Chantail.	0·11 acre.
264	Kalabati Singha, W/o Nadia Singh. Chantail.	0·26 acre.
265.	Banamali Ghosh & others, S/o Baikunta Ghosh. Chantail.	0·06 acre.
266.	Tarani Mohan Chakraborty, S/o. Kalijoy Chakraborty. Chantail.	1·76 acres.
267.	Prasanna Kr. Sen and others, S/o. Narayanram Sen. Chantail.	0·32 acre.

268. Har Chandra Sen & others. S/o. Uchabram Sen, Chantail. 1'88 acres.
269. Sachindra Kumar Das & others. S/o. Kattikram Das. Chantail. 1'10 acres.
270. Rajendra Ch. Deb. S/o. Ratanram Deb, Chantail. 1'37 acres.
271. Narendra Malakar. S/o. Nishinta Malakar. Chantail. 1'39 acres.
272. Mohini Mohan Deb, S/o. Sakaram Deb. Chantail. 0'06 acre.
273. Ganga Bisnu Bhar. S/o. Jagannath Bhar. Chantail. 0'52 acre.
274. Banayarilal Goswami. S/o. Brindaban Goswami. Chantail. 1'22 acres.
275. Nirendra Ch. Shil. S/o. Debendra Ch. Shil. Chantail. 0'75 acre.
276. Shiba Singha. S/o. Nitai Chand Singh. Chantail. 0.50 acre.
277. Promode Ch. Ghosh & others. S/o. Prasadram Ghosh. Chantail. 0'76 aire.
278. Jogendraram Malakar, S/o. Prasadram Malakar. Chantail. 1'76 acres.
279. Thakur Chand Ghosh & others. S/o. Prahllad Ch. Ghosh. Chantail. 0'62 acre.
280. Praval Chandra Deb. S/o. Gobardhan Deb. Chantail 0'21 acre.
281. Satyendra Dey & others. S/o. Bharat Ch. Dey. Chantail. 0'69 acre.
282. Udapram Paik. S/o. Nandaram Paik. Chantail 0'12 acre.
283. Ranjit Acherjee & others. S/o. Rasamay Acherjee. Chantail. 0'10 acre.
284. Birbal Bhar. S/o. Bahadur Bhar. Chantail. 2'13 acres.
285. Sahadeb Bauri. S/o. Udaybauri. Chantail. 1'54 acres.
286. Bhagirathi Bhar. S/o. Chantail. 0'05 acre.
287. Khada Bhar. S/o. Bahadur Bhar. Chantail. 0'31 acre.
288. Dinabandhu Dey & others. S/o. Gagan Ch. Dey. Birchandranagar. 0'22 acre.
289. Debendra Rudrapaul. S/o. Surjyaram Rudrapaul, Birchandranagar. 0'61 acre.
290. Thakurdhan Rudrapaul. S/o. Joyram Rudrapaul. Birchandranagar. 0'33 acre.
291. Gopiram Rudrapaul. S/o. Dinanath Rudrapaul. Birchandranagar. 1'73 acres.
292. Haricharan Deb. S/o. Jugalram Deb. Birchandranagar. • 0'64 acre.
293. Rajani Rudrapaul and others. S/o. Sarupram Rudrapaul. Birchandranagar. 0'80 acre.

294.	Badan Singha, S/o. Bara Singha, Birchandranagar.	1·19 acres.
295.	Surendra Kr. Sen, S/o. Sarupram Sen, Birchandranagar.	1·31 acres.
296.	Harekrishna Rudrapaul, S/o. Lakshyanram Rudrapaul, Birchandranagar.	0·72 acre.
297.	Sudhanya Rudrapaul S/o. Surendra Rudrapaul, Birchandranagar.	0·86 acre.
298.	Gaganram Rudrapaul, S/o. Golakram Rudrapaul, Birchandranagar.	0·81 acre.
299.	Joydhan Singha & others, S/o Bira Singh, Birchandranagar.	0·92 acre.
300.	Dipram Malakar, S/o. Rajiram Malakar, Birchandranagar.	0·08 acre.
301.	Sadhan Chand Singha, S/o. Jagneswar Singh, Birchandranagar.	0·33 acre.
302.	Shem Sundar Debnath, S/o. Nehal Chand Debnath, Lalpur.	4·68 acres
303.	Madhu Singh, S/o. Thambalebou Singh, Birchandranagar	0·19 acre
304.	Krishnyamani Baisnabi, W/o Sonatan Baishnab, Birchandranagar.	0·37 acre
305.	Guna Singh, S/o Tanu Singh, Birchandranagar	0·78 acre.
306.	Nandalal Singh, S/o. Sonatan Singh, Birchandranagar.	1·19 acres.
307.	Anil Chandra Datta, S/o. Baikunta Datta, Birchandranagar.	0·56 acre
308.	Ganaram Malakar, S/o. Paranram Malakar, Birchandranagar.	0·14 acre
309.	Nalini Kanta Dey, S/o. Narendra Ch. Dey, Birchandranagar.	0·19 acre.
310.	Mahendra Malakar, S/o Mani Malakar, Birchandranagar.	0·16 acre.
311	Dipal Malakar, S/o. Babu Charan Malakar, Birchandranagar.	0·01 acre.
312.	Laichang Khamba Singha, S/o. Medhan Singha, Birchandranagar.	1·60 acres
313.	Kailashram Rudrapaul, S/o. Nilaram Rudrapaul, Birchandranagar.	0·76 acres.
314.	Gaganram Rudrapaul, S/o. Birendraram Rudrapaul, Birchandranagar.	0·67 acre.
315.	Sachindra Ch. Paul, S/o. Bashiram Rudrapaul, Birchandrapur.	3·23 acres.
316.	Rajani Rudrapaul, S/o. Ratan-ram Rudrapaul, Birchandranagar.	4·80 acres.
317.	Rajani Rudrapaul, Birchandrapur.	2·02 acres.
318.	Sarikba Singha, S/o Babu Singha, Birchandranagar.	0·08 acre.
319.	Badan Singha, S/o. Nandababu Singh, Birchandranagar.	2·59 acres.

320.	Lal Mohan Singha. S/o. Petu Singha. Birchandranagar.	0·25 acre.
321.	Bidyadhan Singh & others. S/o. Tamba Singh. Birchandranagar.	0·58 acre
322.	Changuing Khamba Singh. S/o. Mukta Singha. Birchandranagar.	1·11 acres.
323.	Sena Singha. S/o. Mukta Singha. Birchandranagar.	2·17 acres.
324.	Lalu Singha. S/o. Lokeswar Singh. Birchandranagar.	1·29 acres.
325.	Lehaba Singh. S/o. Kamal Singh, Birchandranagar.	0·12 acre
326.	Sena Singh. S/o. Nabananda Singh. Birchandranagar.	0·17 acre.
327.	Sona Singh, S/o. Nabananda Singh. Birchandranagar.	0·50 acre.
328.	Nila Sena Singh. S/o. Mukta Singh. Birchandranagar.	0·11 acre.
329.	Indra Singha. S/o. Sarikba Singh. Birchandranagar.	1·56 acres.
330.	Tamal Singha. S/o. Tanu Singha. Birchandranagar.	0·13 acre.
331.	Rambabu Singha. S/o. Kanai Singha. Birchandranagar	0·39 acre.
332	Atali Khatrani. W/o. Manikchand Singh Birchandranagar.	0·41 acre.
333	Kamala Singh. S/o. Babu Singh. Birchandranagar.	1·75 acres.
334.	Balaram Singh & others. S/o. Lehaba Singh. Birchandranagar.	0·33 acre.
335	Santa Singh. S/o. Gopal Singh. Birchandranagar.	1·26 acres.
336.	Purandar Singh. S/o. Deba Singha. Birchandranagar.	0·55 acre.
337.	Sona Singha & others. S/o. Nabananda Singh. Birchandranagar.	0·33 acre.
338.	Balaram Singh. S/o. Kanai Singh. Birchandranagar.	1·33 acres.
339.	Kalachand Singh. S/o. Babulok Singh. Birchandranagar.	1·33 acres.
340.	Fula Singha & others. S/o. Gop Singha. Birchandranagar.	6·38 acres.
341.	Suriram Sabdakar. S/o. Charairam Subdakar, Birchandranagar.	0·33 acre.
342.	Girindraray Subdakar. S/o. Charai Sabdakar. Birchandranagar.	0·65 acre.
343.	Bipin Sabdakar. S/o. Charai Sabdakar. Birchandranagar.	0·47 acre.
344.	Periram Sabdakar. S/o. Bashiram Sabdakar. Birchandranagar.	0·23 acre.

345. Nagendraram Sabdakar, S/o. Anandaram Sabdakar, Birchandranagar. 0·15 acre.
346. Kamini Kumar Sabdakar, S/o. Saburam Sabdakar, Birchandranagar. 1·48 acres.
347. Taraniram Sabdakar, S/o. Saburam Sabdakar, Birchandranagar. 0·82 acre.
348. Mukunda Das Baisnab, S/o. Ramananda Baisnab, Birchandranagar 0·97 acre.
349. Gaura Singha, S/o. Riai Singh, Birchandranagar. 0·20 acre.
350. Lula Singha, S/o. Goura Singha, Birchandranagar. 0·18 acre.
351. Kuleswar Singha, S/o. Goura Singh, Birchandranagar. 0·60 acre.
352. Tamradhaj Singh, S/o. Khirababu Singh, Birchandranagar. 0·15 acre.
353. Anima Sarma, S/o. Lalbabu Sarma, Birchandranagar. 0·15 acre.
354. Anima Sarma & others, S/o. Lalbabu Sarma, Birchandranagar. 1·73 acres.
355. Mukta Singha, S/o. Rama Singha, Birchandranagar 1·00 acre.
356. Harinarayan Debnath, S/o. Joygobinda Debnath, Birchandranagar 2·29 acres.
357. Kali Mohan Debnath, S/o. Harichandra Debnath, Birchandranagar. 1·38 acres.
358 Lula Babu Singh. 0·94 acre.
359. Kameswar Singh, S/o. Nara Singh, Birchandranagar 0·57 acre.
360. Brajendra Kumar Deb, S/o. Bashinath Deb, Birchandranagar 0·50 acre.
361. Jogendra Ch Rudrapaul, S/o. Brajaram Rudrapaul Birchandranagar. 1·61 acres.
362. Lokram Rudrapaul & others, S/o. Golakram Rudrapaul, Birchandranagar. 0·66 acre
363 Krishna Chandra Dey, S/o. Banka Chandra Dey, Birchandranagar. 0·41 acre.
364. Guna Singha, S/o Tanu Singh, Birchandranagar. 0·49 acre.
365. Kalachand Singha, S/o Babulok Singh, Birchandranagar. 0·21 acre.
366. Suriram Sabdakar, S/o. Chalairam Sabdakar, Birchandranagar. 0·31 acre.
367. Bimal Ch Deb, S/o. Thakumani Deb, Birchandranagar. 2·60 acres.
368. Mukunda Das Baisnab, S/o. Ramananda Brajabashi, Birchandranagar. 0·73 acres.
369. Taraniram Sabdakar, S/o. Haranram Sabdakar, Birchandranagar. 1·05 acres.
370. Indra Kr. Debnath, S/o. Gobinda Debnath, Birchandranagar. 0·14 acre.

371. Shashi Mohan Paul, S/o. Budhu Mohan Paul, Birchandranagar. 0·03 acre.
372. Prahlad Ch. Das, S/o. Kula Chandra Das, Birchandranagar. 0·14 acre.
373. Umesh Ch. Debnath, S/o. Prakash Ch. Debnath, Birchandranagar. 0·47 acre.
374. Rabindra Rudrapaul, S/o. Bashiram Rudrapaul, Birchandranagar. 0·18 acre.
375. Nayanram Malakar, S/o. Nabinram Malakar, Birchandranagar. 1·07 acres.
376. Gunaram Malakar, S/o. Paranram Malakar, Birchandranagar. 0·26 acre.
377. Jogesh Ch. Paul, S/o. Bharat Ch. Paul, Birchandranagar. 0·25 acre.
378. Babu Singh, S/o. Mukta Singh, Birchandranagar. 0·28 acre.
379. Guna Singha, S/o. Tanu Singh, Birchandranagar. 0·19 acre.
380. Dulalram Malakar, S/o. Subalram Malakar, Birchandranagar. 0·26 acre.
381. Nanda Kumar Debnath, S/o. Gurudayal Debnath, Birchandranagar. 0·10 acre.
382. Girindra Malakar, S/o. Dagan Malakar, Birchandranagar. 0·03 acre.
383. Chittaranjan Sen, S/o. Har Jiban Sen, Birchandranagar 0·32 acre.
384. Sibendu Sekhar Roy, S/o. Dijendranath Roy, Birchandranagar. 0·08 acre.
385. Kamala Singha, S/o. Giridhari Singh, Birchandranagar. 0·25 acre.
386. Tarani Malakar, S/o. Pukai Malakar, Birchandranagar. 0·04 acre.
387. Sarat Dey, S/o. Gourroy Dey, Birchandranagar. 0·38 acre.
388. Purandar Singh, S/o. Deba Singh, Birchandranagar. 0·61 acre.
389. Kalachand Singh, S/o. Babulok Singh, Birchandranagar. 1·30 acres.
390. Angosena Khatrani, S/o. Guna Singha, Birchandranagar. 0·11 acre.
391. Khagendra Kr. Debnath, S/o. Narendra Kr. Debnath, Bilashpur. 0·27 acre.
392. Kamala Babu Singh, S/o. Babuchand Singh, Birchandranagar. 1·80 acres.
393. Lehaba Singh, S/o. Kamal Singh, Birchandranagar. 0·13 acre.
394. Thengun Chauba Singh & others, S/o. Purnya Singh, Birchandranagar. 3·28 acres.
395. Dinabandu Dey, S/o. Gagan Ch. Dey, Birchandranagar. 0·10 acre.
396. Akram Deb, S/o. Gobindram Deb, Birchandranagar. 0·06 acre.

397.	Surendra Kr. Dutta, S/o. Krishnaprasad Dutta. Birchandranagar.	0·32 acre.
398.	Nalini Rudrapal, S/o. Raman Rudrapal. Birchandranagar.	0·24 acre.
399.	Dasarat Singh, S/o. Nadia Singh, Birchandranagar.	0·19 acre.
400.	Kunjababu Singh, S/o. Madanmohan Singh. Padali, Dharmanagar.	0·29 acre.
401.	Fula Singh & others, S/o. Dharma Singh, Birchandranagar.	0·12 acre.
402	Murarimohan Rudrapaul, S/o. Narayan Rudrapal, Birchandranagar.	1·98 acre.
403.	Rabindra Rudrapal. S/o. Bashiram Rudrapal. Birchandranagar.	0·31 acre.
404.	Shefalika Khatrani, S/o. Gourachand Singh. Birchandranagar.	0·20 acre.
405	Kameshwar Singh. S/o. Nara Singh Birchandranagar.	0·10 acre.
406.	Ramesh Ch. Deb, S/o Krishna Deb. Birchandranagar.	0·25 acre.
407.	Nitai Singh & others S/o. Raj Singh of Birchandranagar.	2·30 acres.
408	Khaiba Singh & others S/o. Joy Singh Birchandranagar	0·76 acre.
409.	Huna Singh. S/o. Dhana Singh. Birchandranagar.	0·07 acre.
410.	Huna Singh & others S/o. Dhana Singh. Birchandranagar.	0·26 acre.
411.	Debendra Kr. Rudrapal & others S/o. Surjyaram Rudrapal. Birchandranagar.	0·08 acre.
412.	Bisakha Malakar & others W/o. Brinda Malakar. Birchandranagar.	0·35 acre.
413.	Girindra Rudrapal, S/o. Prasanna Rudrapal. Birchandranagar.	0·29 acre.
414.	Chitta Ranjan Sen, S/o. Harjiban Sen. Birchandranagar	0·19 acre.
415.	Binodini Rudrapal. C/o. Nandaram Rudrapal. Birchandranagar.	0·45 acre.
416.	Abalabala Rudrapal & others W/o. Narendra Rudrapal. Birchandranagar.	0·38 acre.
417.	Paresh Ch. Deb & others S/o. Girish Ch. Deb, Birchandranagar.	0·18 acre.
418	Rasaraj Rudrapal. S/o. Rajani Rudrapal. Birchandranagar.	1·69 acres.
419.	Indrajit Rudrapal, S/o. Rajendra Rudrapal. Birchandranagar.	1·58 acre.
420.	Braja Singh. S/o. Haribabu Singh. Birchandranagar.	0·56 acre.
421.	Gourmani Singh & others S/o. Lehaba Singh. Birchandranagar.	0·82 acre.
422.	Makhani Katrani W/o. Gopal Singh. Birchandranagar.	0·06 acres.

423.	Jatindra Mohan Chakraborty, S/o. Dugdha Chakraborty, Birchandranagar.	0·09 acre.
424.	Gaganram Rudrapal, S/o. Gulakram Rudrapal, Birchandranagar.	0·67 acre.
425.	Barindra Rudrapal, S/o. Bashiram Rudrapal, Birchandranagar.	0·30 acre.
426.	Mahendra Rudrapal, S/o. Chandiram Rudrapal, Birchandranagar.	0·22 acre.
427.	Changning Khamba Singh, S/o. Mukta Singh, Birchandranagar.	0·21 acre.
428.	Kunja Singh, S/o. Nasu Singh, Birchandranagar	0·06 acre.
429.	Brajaram Rudrapal, S/o. Mukunda Rudrapal, Birchandranagar.	0·30 acre.
430	Pathami Debi, W/o. Kithi Sarma, Birchandranagar.	0·21 acre.
431.	Chandra Sekhar Chakraborty, S/o. Gobinda Chakraborty, Birchandranagar.	0·05 acre.
432.	Lalbaba Singh, S/o. Gakul Singh, Birchandranagar.	0·11 acre.
433	Brajendra Kr. Rudrapal, S/o. Mukundaram Rudrapal, Birchandranagar	0·17 acre.
434	Gakul Singh, S/o Atul Singh, Birchandranagar.	1·86 acres.
435.	Madhu Singh, S/o. Jhambal chow Singh, Birchandranagar	0·53 acre.
436.	Ramkumar Pal, S/o. Girish Ch. Pal, Birchandranagar.	0·28 acre.
437.	Madan Ch. Singh, S/o. Jagneswar Singh, Birchandranagar	0·10 acre.
438.	Sashi Mohan Pal, S/o. Kunjamohan Singh, Birchandranagar.	0·10 acre.
439.	Kadiaram Malakar & others, S/o. Dinairam Malakar, Birchandranagar.	0·75 acre.
440	Jamini Kr. Debnath, S/o. Bisweswar Debnath, Birchandranagar.	0·05 acre.
441.	Jarmababu Singh, S/o. Shyamsundar Singh, Birchandranagar.	0·14 acre.
442.	Brajendra Kr. Deb, S/o. Bashnath Deb, Birchandranagar.	0·08 acre.
443.	Purnia Singh, S/o. Nadia Singh, Birchandranagar.	0·10 acre.
444.	Basanta Singh, S/o. Nabananda Singh, Birchandranagar.	0·11 acre.
445.	Kaibangh Khamba Singh, S/o. Meraba Singh, Birchandranagar.	1·85 acres.
446.	Surendra Kr. Bhowmik, S/o. Sakhi Kr., Bhowmik, Birchandranagar.	0·06 acre.
447.	Dhananjoy Bhattacherjee, S/o. Mathura Bhattacharjee, Birchandranagar.	0·04 acre.
448.	Aima Sarma & others, S/o. Lalbabu Sarma, Birchandranagar.	5·08 acre.

449. Maya Debi, W/o. Tejamani Singh, Birchandranagar. 0·12 acre.
450. Zethai Khetrani, W/o. Mahendra Singh, Birchandranagar. 0·29 acre.
451. Dhananjoy Singh, S/o. Raj Singha, Birchandranagar. 0·27 acre.
452. Lalbabu Singh, S/o. Gakul Singha, Birchandranagar. 1·22 acres.
453. Bidyadhan Singha & others, S/o. Amba Singha, Birchandranagar. 0·14 acre.
454. Bhakta Singha and others, S/o. Mahanta Singha of Birchandranagar. 0·15 acre.
455. Nitai Singha S/o. Ramu Singha Birchandranagar. 0·36 acre.
456. Kshirod Ch. Deb S/o. Raj Ch. Das, Birchandranagar. 0·12 acre.
457. Jadunath Das, S/o. Hari Krishna Das, Birchandranagar 0·14 acre.
458. Paresh Lal Deb, S/o. Girish Ch Deb, Birchandranagar. 0·02 acre.
459. Gaur Singha S/o. Bara Singha, Birchandranagar. 0·06 acre.
460. Subhash Datta and others, S/o. Haricharan Datta, Birchandranagar. 0·15 acre.
461. Shital Singha and others, S/o. Fulbabu Singha, Birchandranagar. 0·16 acre.
462. Lakhi Singha, S/o. Singha Singha, Birchandranagar. 0·90 acre.
463. Ananda Singha, S/o. Sarup Singha, Birchandranagar. 0·30 acre.
464. Sena Singha and others, S/o. Danantaba Singha, Birchandranagar. 1·84 acres.
465. Sudhir Ranjan Acherjee, S/o. Sudoychan Acherjee, Birchandranagar. 0·62 acre.
466. Manba Singha, S/o. Khamba Singha, Birchandranagar. 0·20 acre.
467. Upendra Kr. Sutradhar, S/o. Bharat Ch. Sutradhar, Birchandranagar. 0·41 acre.
468. Nagendraram Sabdakar & others, S/o. Anandaram Sabdakar, Birchandranagar. 0·11 acre.
469. Lalbabu Singh, S/o. Gakul Singha, Birchandranagar. 0·94 acre.
470. Brajanath Deb Barma, S/o. Bhriguram Deb Barma of Galakpur. 1·82 acre.
471. Parashmani Deb Barma and others, S/o. Gorai Deb Barma, Gokulpur. 5·68 acres.
472. Shemsingh Deb Barma, S/o. Dhaneswar Deb Barma, Gokulpur. 4·49 acres.
473. Bhrigumani Deb Barma, S/o Mohan Singh Beb Barma, Gokulpur. 0·69 acre.

474.	Jestaram Deb Barma, S/o, Gopiram Deb Barma of Pachamnagar.	0'13 acre.
475.	Hiday Chandra Deb Barma and others, S/o, Rameswar Deb Barma, Pachamnagar.	0'13 acre.
476.	Gurudayal Deb Barma, S/o, Joymani Deb Barma of Golakpur.	0'30 acre.
477.	Rabiram Deb Barma. S/o. Garairam Deb Barma, Golakpur.	2'56 acres.
478.	Shemsundar Deb Barma S/o. Sanatan Deb Barma, of Golakpur.	1'56 acres.
479.	Kashinath Deb Barma, S/o, Shrish Chandra !Deb Barma of Golakpur.	0'48 acre.
480.	Bhadra Singh Deb Barma. S/o. Mahendra Deb Barma, Golakpur.	0'61 acre.
481.	Shanta Deb Barma, S/o, Bisha Lakhan Deb Barma, Golakpur.	1'00 acres.
482.	Guruprasad Deb Barma, S/o, Joymani Deb Barma, Golakpur.	1'03 acres.
483.	Parashmani Deb Barma. S/o. Guharam Deb Barma, Golakpur.	0'38 acre.
484.	Mahendra Deb Barma, S/o. Gaya Singh Deb Barma. Golakpur.	0'53 acre.
485.	Uttamdas Baisnab, S/o, Basanta Deb Barma of Golakpur.	0'11 acre.
486.	Suama Ujir and others, S/o. Bhunga Darlang of Golakpur.	3'92 acres.
487.	Bikharoy Deb Barma and others, S/o, Durlab Singh Deb Barma of Fultali.	11'26 acres.
488.	Rajkumar Deb Barma and others, S/o, Bina Chandra Deb Barma of Fultali.	0'78 acre.
489.	Shantaram Malakar. S/o. Jyotiram Malakar of Fultali.	2'26 acres.
490.	Harilal Gor, S/o. Charan Gor of Fultali.	0'24 acre.
491.	Param Gor, S/o. Punan Gor of Fultali.	0'12 acre.
492.	Mahadeb Urang, S/o, Ramesh Urang of Fultali.	0'93 acre.
493.	Rajmohan Deb Barma. S/o, Bishu Chandra Deb Barma of Fultali.	1'21 acres.
494.	Maniram Mukherjee. S/o, Gopal Mukherjee of Fultali.	0'74 acre.
495.	Tamal Singh, S/o, Golak Singh of Fultali.	1'97 acres.
496.	Kameswar Singh, S/o, Gokul Singh of Fultali.	3'27 acres.
497.	Surai Singh, S/o. Gokul Singh of Fultali.	0'27 acre.
498.	Chauba Singh, S/o, Gokul Singh of Fultali.	1'25 acres.
499.	Ramani Singh, S/o, Lalit Singh of Fultali.	0'53 acre.
500.	Sashimohan Singha, S/o, Rajkishore Singha of Fultali.	0'93 acre.
501.	Sona Singh, S/o, Giridhar Singh of Fultali.	0'89 acre.
502.	Radhakanta Singha, S/o, Chakumba Singh of Fultali.	0'56 acre.
503.	Abani Singha, S/o, Rajdhar Singha of Fultali.	0'15 acre.

504. Rajbabu Singh, S/o, Budhu Singh of Fultali. 0'12 acre.
505. Kusumbabu Singh, S/o, Jiban Singh of Fultali. 0'99 acre.
506. Rajgopal Singh, S/o, Basanta Singh of Fultali. 2'01 acres.
507. Chandramohan Singh, S/o, Bhubaneswar Singh of Fultali. 1'93 acres.
508. Kushum Singh, S/o, Kumta Singh, of Fultali. 1'21 acres.
509. Banimohan Singh, S/o, Sashimohan Singh of Fultali. 0'17 acre.
510. Partha Singh, S/o, Kushumbabu Singh of Fultali. 0'11 acre.
511. Mukha Debi, W/o, Dinanath Malakar of Fultali. 0'45 acre.
512. Benode Malakar and others, S/o, Saban Malakar of Fultali. 1'69 acres.
513. Sudhir Chandra Malakar, S/o, Bharat Ch. Malakar, Fultali. 0'91 acre.
514. Takurdhar Singh and others, S/o, Tambak Singh of Fultali. 1'39 acres.
515. Sabbalram Malakar, S/o, Latairam Malakar of Fultali. 3'49 acres.
516. Gopairam Malakar, S/o, Gariram Malakar of Fultali. 0'16 acre.
517. Dharani Malakar, S/o, Gopal Malakar of Fultali. 1'73 acres.
518. Sadoyram Malakar, S/o, Indraram Malakar of Fultali. 0'86 acre.
519. Bahadur Deb Barma, S/o, Chandradhar Deb Barma of Fultali. 0'31 acre.
520. Bahadur Deb Barma and others, S/o, Chandradhar Deb Barma of Fultali. 1'98 acres.
521. Dhaniram Deb Barma, S/o, Lakhandhani Deb Barma of Fultali. 1'12 acres.
522. Hirash Chandra Das, S/o, Tarachad Das of Fultali. 1'71 acres.
523. Manoranjan Das, S/o, Mathur Ch. Das of Fultali. 0'65 acre.
524. Sadoy Malakar, S/o, Indraram Malakar of Fultali. 0'25 acre.
525. Balaram Deb, S/o, Basanta Kumar Deb of Fultali. 2'03 acres.
526. Adhar Ram Malakar and others, S/o, Indraram Malakar of Fultali. 1'01 acres.
527. Benodini Malakar and others, W/o, Ramchandra Malakar of Fultali. 0'14 acre.
528. Dulalram Malakar and others, S/o, Jalairam Malakar of Fultali. 1'98 acres.
529. Abhoyram Malakar, S/o, Sonairam Malakar of Fultali. 0'25 acre.
530. Man Singh, S/o, Hari Singh of Fultali. 1'13 acres.
531. Pakhiram Deb Barma, S/o, Jagyamohan Deb Barma of Fultali. 0'13 acre.
532. Dhaneswar Singh, S/o, Tamal Singh of Fultali. 0'36 acre.

533. Maina Brambani, S/o, Kuleswar Sarma of Fultali. 0·63 acre.
534. Kushum Singh, S/o, Babu Singh of Fultali. 0·15 acre.
535. Gourmohan Sarma, S/o, Bakulchad Sarma of Fultali. 0·91 acre.
536. Dinesh Singha and others, S/o, Gobinda Singha of Fultali. 1·31 acres.
537. Hunaiso Singha, S/o, Maipak Singha of Fultali. 0·13 acre.
538. Bangshimohan Singha, S/o, Maipak Singha of Fultali. 0·50 acre.
539. Bangshimohan Singha and others, S/o, Maipak Singha of Fultali. 0·00 acre.
540. Nabadwip Singha and others, S/o, Rajbabu Singha of Fultali. 0·65 acre.
541. Sona Singha, S/o, Bhadra Singha of Fultali. 0·94 acre.
542. Kushum Singha, S/o, Babu Singha of Fultali. 0·23 acre.
543. Man Singha, S/o, Mukta Singha of Fultali. 0·22 acre.
544. Lal Singh, S/o, Singkhai Singh of Fultali. 0·33 acre.
545. Gokul Singh, S/o, Chingkhai Singh of Fultali. 0·18 acre.
546. Gour Singh, S/o, Sukhdeb Singh of Fultali. 0·15 acre.
547. Hunai Jetha Singh, S/o, Maipak Singh of Fultali. 0·37 acre.
548. Rajbabu Singh, S/o, Ama Singh of Fultali. 2·53 acres.
549. Kebal Singh, S/o, Purna Singh of Fultali. 0·65 acre.
550. Putul Singh, S/o, Danga Singh of Fultali. 0·49 acre.
551. Naresh Malakar, S/o, 0·78 acre.
552. Gopal Singh, S/o, Mouba Singh of Fultali. 1·50 acres.
553. Fula Singh and others, S/o, Purna Singh of Fultali. 1·23 acres.
554. Gandu Singh, S/o, Tanu Singh of Fultali. 0·29 acre.
555. Chandan Singh & others, S/o, Ataram Singh of Fultali. 059 acre.
556. Sadhu Singh and others, S/o, Amutal Singh, Fultali. 0·51 acre.
557. Fula Singh, S/o, Purna Singh of Fultali. 0·10 acre.
558. Krisangamohan Singh and others, S/o, Purna Singh of Fultali. 0·19 acre.
559. Sarikba Singh and others, S/o, Babusena Singh of Fultali. 3·22 acres.
560. Gourmohan Sarma, S/o, Gokul Chand Sarma of Fultali. 0·92 acre.
561. Manmohan Singha, S/o, Dadang Singh of Fultali. 0·36 acre.
562. Naresh Malakar, S/o, Fultali. 0·24 acre.
563. Partha Singh, S/o, Jiban Singh of Fultali. 0·73 acre.
564. Harendra Chandra Malakar, S/o, Ananda Malakar of Fultali. 0·41 acre.
565. Shemacharan Malakar, S/o, Sukha Malakar of Fultali. 1·35 acres.
566. Krishnamani Singh, S/o, Senmani Singh of Fultali. 1·93 acres.

567.	Huna Chan Singh, S/o, Fultali.	1·20 acres.
568.	Dhanamani Singh and others, S/o, Khagendra Singh of Fultali.	0·31 acre.
569.	Indra Singh, S/o, Lalitmohan Singh of Fultali.	0·10 acre.
570.	Dhani Singh, S/o, Dhansan Singh of Fultali.	0·48 acre.
571.	Debendra Ram Malakar, S/o, Sukhai Malakar of Fultali.	0·34 acre.
572.	Eabuchand Singh, S/o, Mucha Singh of Birchandranagar.	0·62 acre.
573.	Kushu Singh, S/o, Kundu Singh of Birchandra-nagar.	0·39 acre.
574.	Huruchu Singh, S/o, Mansingh of Birchandranagar.	0·43 acre.
575.	Babusena Singh, S/o, Jagya Singh of Birchandranagar.	0·42 acre.
576.	Babusena Singh, S/o, Jagat Singh of Fultali.	0·42 acre.
577.	Sarikha Singh, S/o, Jagat Singh of Birchandranagar.	0·43 acre.
578.	Karnamani Malakar, S/o, Sukhai Malakar of Fultali.	0·48 acre.
579.	Abhoycharan Malakar, S/o, Sukhai Malakar of Fultali.	1·70 acres
580.	Upendra Malakar, S/o, Fultali.	3·05 acre.
581.	Rajmohan Deb Barma, S/o, Bishu Chandra Deb Barma of Fultali.	0·81 acre.
582.	Nileswar Singh, S/o, Babuchand Singh of	
583.	Guna Singh, S/o, Taru Singh of Fultali.	0·12 acre.
584.	Nandababu Singh, S/o, Ratan Singh of Fultali.	0·16 acre.
585.	Fala Singh and others, S/o, Abharam Singh of Fultali.	0·77 acre.
586.	Jagabandu Das and others, S/o, Rajanikumar Das of Fultali.	1·52 acres.
587.	Hunai Singh, S/o, Nadia Singh of Fultali.	0·14 acre.
588.	Harai Malakar S/o, Paran Malakar of Fultali.	5·13 acres.
589.	Raja Singh, S/o, Amutal Singh of Fultali.	0·11 acre.
590.	Perimohan Singh, S/o, Mohan Singh of Fultali.	0·11 acre.
591.	Chandrasekhar Singh, S/o, Senaruk Singh of Fultali.	0·04 acre.
592.	Sukhamani Singh, S/o, Gorachand Singh of Fultali.	0·37 acre.
593.	Jaggaswar Sarma, S/o, Braalal Sarma of Fultali.	2·34 acres.
594.	Manu Singh and others, S/o, Deba Singh of Fultali.	1·92 acres.
595.	Harend Malakar, S/o, Anandaram Malakar of Fultali.	0·47 acre.

596.	Jamini Malakar, S/o, Talsingh Malakar of Fultali.	0'44 acre.
597.	Sadhak Malakar, S/o. Indraram Malakar of Fultali.	0'16 acre.
598.	Adayat Malakar, S/o, Kulachandra Malakar of Fultali.	1'11 acres.
599.	Jogendra Chandra Malakar, S/o. Rajaram Malakar of Fultali.	0'17 acre.
600.	Churamani Malakar, S/o, Lalitram Malakar of Fultali.	0'41 acre.
601.	Debendra Malakar, S/o, Sukhai Malakar of Futali.	0'30 acre.
602.	Maumala Debi and others, W/o, Krishnaram Deb Barma of Fultali.	1'86 acres.
603.	Gokul Singh, S/o, Chingsai Singh of Fultali.	0'23 acre.
604.	Gopikanta Singh, S/o, Ayabang Singh of Fultali.	0'49 acre.
605.	Brajalal Chattopadhaya, S/o. Gokul Chand Chattopadhaya of Fultali.	0'13 acre.
606.	Rajbabu Singha and others, S/o. Debendra Singh of Fultali.	0'21 acre.
607.	Thaban Singh and others, S/o, Amutul Singh of Fultali.	0'75 acre.
608.	Rajbabu Singh, S/o, Budhyu Singh of Fultali.	0'16 acre.
609.	Baisakh Roy Deb Barma, S/o, Pukiroy Deb Barma of Fultali.	1'66 acres.
610.	Ramanram Malakar, S/o, Bharatram Malakar of Fultali.	0'60 acre.
611.	Gobardhan Singh, S/o, Mauba Singh of Fultali.	0'12 acre.
612.	Baikuntha Deb Barma, S/o, Hari Singh Deb Barma. Dhanbilash	0'66 acre.
613.	Indramani Deb Barma, S/o, Sirmani Deb Barma. Dhanbilash.	1'14 acres.
614.	Ganak Ram Deb Barma; S/o, Banka Ch. Deb Barma, Dhanbilash.	0'21 acre.
615.	Laxmi Mohan Deb Barma, S/o, Rameswar Deb Barma, Dhanbilash.	0'30 acre.
616.	Suryaram Deb Barma, S/o, Akham Rai Deb Barma. Dhanbilash.	0'07 acre.
617.	Duryodhan Deb Barma, S/o, Humber Deb Barma, Dhanbilash.	0'13 acre.
618.	Swarnamani Deb Barma, S/o, Mangal Singh, Dhanbilash.	0'16 acre
619.	Bishnuram Deb Barma, S/o. Nandamani Deb Barma, Dhanbilash.	0'28 acre.
620.	Indra Kr. Deb Barma, S/o, Gopiram Deb Barma, Dhanbilash.	0'22 acre.
621.	Dhaniram Deb Barma, S/o, Raman Singh, Dhanbilash.	0'08 acre.
622.	Chandranath Deb Barma, S/o, Nandamani Deb Barma, Dhanbilash.	1'34 acres.

623.	Bidyadhan Deb Barma, S/o, Gopiram Deb Barma, Dhanbilash.	0·12 acre.
624.	Narendra Deb Barma, S/o, Srichandra Deb Barma, Dhanbilash.	0·47 acre.
625.	Shurai Deb Barma, S/o, Haragobinda Deb Barma, Dhanbilash.	0·52 acre.
626.	Swarna Deb Barma, S/o, Jibanram Deb Barma, Dhanbilash.	1·24 acres.
627.	Bhagya Ch. Deb Barma, S/o, Jibanram Deb Barma, Dhanbilash.	1·75 acres.
628.	Pran Singh Deb Barma, S/o, Ganga Deb Barma, Dhanbilash.	1·50 acres.
629.	Bhaktamani Deb Barma, S/o, Kanai Deb Barma, Dhanbilash.	0·22 acre.
630.	Raidhan Deb Barma, S/o, Birchandra Deb Barma, Dhanbilash.	0·51 acre.
631.	Savananda Deb Barma, Chandra Kr. Deb Barma, S/o, Kulachandra Deb Barma, Dhanbilash.	0·44 acre.
632.	Nandaprasad Deb Barma, S/o, Jibanram Deb Barma, Dhanbilash.	0·39 acre.
633.	Gokulram Deb Barma, S/o, Jibanram Deb Barma, Dhanbilash.	0·29 acre.
634.	Jatindra Deb Barma, S/o, Jiban Ram Deb Barma, Dhanbilash.	0·57 acre.
635.	Sovananda Deb Barma, Chandra Kr. Deb Barma, S/o, Kula Ch. Deb Barma, Dhanbilash.	0·59 acre.
636.	Surendra Deb Barma, S/o, Jastha Deb Barma, Dhanbilash.	0·29 acre.
637.	Birendra Deb Barma, S/o, Swarna Deb Barma, Dhanbilash.	0·17 acre.
638.	Rashmani Deb Barma, S/o, Bhadra Deb Barma, Dhanbilash.	0·13 acre.
639.	Raidhan Deb Barma, S/o, Birchandra Deb Barma, Dhanbilash.	1·09 acres.
640.	Dharma Prasad Deb Barma, S/o, Wakhirai Deb Barma, Dhanbilash.	2·79 acres.
641.	Haradhan Deb Barma, S/o, Wakhirai Deb Barma, Dhanbilash.	0·34 acre.
642.	Guruprasad Deb Barma, S/o, Wakhirai Deb Barma, Dhanbilash.	0·13 acre.
643.	Debendra Deb Barma & others, S/o, Jai Krishna Deb Barma, Dhanbilash.	0·97 acre.
644.	Singhlow Barmij Suchi Barmij S/o, Malaw Barmij, Dhanbilash.	1·85 acres.
645.	Kaishaki Barmij, S/o. Daimra Barmij, Dhanbilash.	0·30 acre.
646.	Mounja Barmij, Dhanbilash.	0·79 acre.
647.	Indramani Deb Barma & others, S/o, Sivamani Deb Barma, Dhanbilash.	1·99 acres.
648.	Nangnow Singh, S/o. Sekhar Singh, Dhanbilash.	2·79 acres.
649	Gouribari Singh, S/o, Nangnow Singh, Dhanbilash.	4·54 acres.

650.	Ibungtal Singh, S/o, Sekhar Singh, Dhanbilash.	0·58 acre.
651.	Kunjadhan Singh & others, S/o, Khonalal Singh, Dhanbilash.	2·39 acres.
652.	Jai Singh, S/o, Damu Singh, Dhanbilash.	2·58 acres.
653.	Nona Singh, S/o, Sekhar Singh, Dhanbilash.	2·74 acres.
654.	Khowdal Singh, S/o, Auba Singh, Dhanbilash.	1·43 acres.
655.	Baidhan Singh, S/o, Athang Singh, Dhanbilash.	0·27 acre.
656.	Kama Singh, S/o, Ibuingtan Singh, Dhanbilash.	0·88 acre.
657.	Maipak Singh, S/o, Zbungtan Singh, Dhanbilash.	0·38 acre.
658.	Krishnadhan Singh, S/o, Jogendra Singh, Dhanbilash.	0·19 acre.
659.	Subal Singh, S/o, Ningbow Singh, Dhanbilash.	0·36 acre.
660.	Taru Debi, W/o, Gopal Singh, Dhanbilash.	0·15 acre.
661.	Debendra Singh, S/o, Bahendra Singh, Dhanbilash.	0·21 acre.
662.	Dhana Singh, S/o, Ningbou Singh, Dhanbilash.	0·40 acre.
663.	Gobinda Deb Barma, S/o, Dharma Prasad Deb Barma, Dhanbilash.	2·16 acres.
664.	Rajaram Deb Barma & others, S/o, Gangacharan Deb Barma, Dhanbilash.	2·83 acres.
665.	Madhu Singh, S/o, Laika Singh, Dhanbilash.	0·33 acre.
666.	Dinamangal Sharma & others, S/o, Krishnamohan Sharma, Dhanbilash.	1·50 acres.
667.	Bikram Deb Barma, S/o, Prasanna Kr. Deb Deb Barma, Dhanbilash.	0·63 acre.
668.	Babu Sai Singh, S/o, Bihari Singh, Dhanbilash.	0·74 acre.
669.	Dhani Ch. Deb Barma, S/o, Gour Singh Deb Barma, Dhanbilash.	2·75 acres.
670.	Lalmohan Singh, S/o, Dhanai Singh, Dhanbilash.	0·77 acre.
671.	Nagendra Malakar, S/o, Fuluram Malakar, Dhanbilash.	1·01 acres.
672.	Jaladhar Singh, S/o, Sajow Singh, Dhanbilash.	1·00 acre.
673.	Nayan Babu Singh & others, S/o, Mangal Seva Singh, Dhanbilash.	1·26 acres.
674.	Chauba Singh, S/o, Chandrakanta Singh, Dhanbilash.	0·24 acre.
675.	Ratanmani Singh, S/o, Madan Singh, Dhanbilash.	0·36 acre.

676.	Babachand Singh, S/o, Kakachand Singh, Dhanbilash.	0·24 acre.
677.	Heidhan Debi S/o, Kunjababu Singh, Dhanbilash.	0·22 acre.
678.	Rajbabu Singh, S/o, Pousadya Singh, Dhanbilash.	0·51 acre.
679.	Babatan Singh, S/o, Dharma Singh, Dhanbilash.	0·25 acre.
680.	Chandramani Singh, S/o, Senatan Singh, Dhanbilash.	0·29 acre.
681.	Amchhet Khatrani, W/o, Ananda Singh, Dhanbilash.	0·87 acre.
682.	Nitai Singh, S/o, Juma Singh, Dhanbilash.	0·37 acre.
683.	Debkishor Singh, S/o, Amutal Singh, Dhanbilash.	0·86 acre.
684.	Dhirendra Das, S/o, Kakhini Das, Dhanbilash.	0·26 acre.
685.	Dhanat Singh, S/o, Khaidai Singh, Dhanbilash.	1·13 acres.
686.	Periram Malakar, S/o, Gopiram Malakar, Dhanbilash.	0·60 acre.
687.	Nayanram Sabdakar, S/o, Alakram Sabdakar, Dhanbilash.	0·24 acre.
688.	Umesh Ch. Sabdakar, S/o, Nabaram Sabdakar,	0·37 acre.
689.	Sema Bermij, S/o, Mainkhia Bermij, Dhanbilash.	0·92 acre.
690.	Rameshram Sabdakar & others, S/o, Lachanram Sabdakar, Dhanbilash.	0·46 acre.
691.	Kaisaki Bermij, S/o, Daicha Bermij, Dhanbilash.	0·53 acre.
692.	Samafri Bermij, S/o, Daungia Bermij, Dhanbilash.	0·55 acre.
693.	Nama Bermij, W/o, Shaibay Bermij, Dhanbilash.	0·23 acre.
694.	Shambhu Deb Barma, S/o, Naba Ch. Deb Barma, Dhanbilash.	0·62 acre.
695.	Kushum Deb Barma, S/o, Shridayal Deb Barma, Dhanbilash.	0·42 acre.
696.	Shridayal Deb Barma, S/o, Abhimunya Deb Barma, Dhanbilash.	0·41 acre.
697.	Khelendra Singh, S/o, Bara Singh, Dhanbilash.	0·74 acre.
698.	Babatan Singh, S/o, Dharma Singh, Dhanbilash.	0·93 acre.

699. Chanbabu Singh, S/o. Senarik Singha, Dhanbilash. 1·11 acres.
700. Bagend Rava, S/o. Jogendra Rava, Dhanbilash. 0·43 acre.
701. Upendra Rabha, S/o. Kharti Charan Rabha. Dhanbilash. 0·55 acre.
702. Prasanya Asam, S/o. Dhanuram Asam. Dhanbilash. 1·80 acres.
703. Harischandra Asam, S/o. Naba Singh Asam, Dhanbilash. 1·58 acres.
704. Madhuram Asam, S/o. Gouringram Asam. Dhanbilash. 1·22 acres.
705. Nitai Singha, S/o. Umjall Singha, Dhanbilash. 0·44 acre.
706. Ramai Singha Deb Barma, S/o. Prakash Ch. Deb Barma, Dhanbilash. 10·25 acres.
707. Kitti Singha, S/o. Mukta Singha. Dhanbilash. 0·39 acre.
708. Nagendraram Malakar, S/o. Gopiram Malakar, Dhanbilash. 1·31 acres.
709. Radha Singha Deb Barma, S/o. Mahendra Deb Barma, Dhanbilash. 1·14 acres.
710 Manmohan Deb Barma, S/o. Krisnya Singha Deb Barma, Dhanbilash. 0·12 acre.
711. Ram Singh Deb Barma, S/o. Shema Ch. Deb Barma, Dhanbilash. 4·20 acres.
712. Shombhuram Deb Barma, S/o. Shemacharan Deb Barma, Dhanbilash. 0·53 acre.
713. Raj Kumar Deb Barma, S/o. Rupshing Deb Barma, Dhanbilash. 0·72 acre.
714. Falgunray Deb Barma, S/o. Nishamani Deb Barma, Dhanbilash. 0·55 acre.
715. Surendra Deb Barma, S/o, Harikrishnya Deb Barma, Dhanbilash. 3·37 acres.
716. Nandaram Deb Barma, S/o. Joynanda Deb Barma, Dhanbilash. 0·72 acre.
717. Sanakram Deb Barma, S/o. Chintamani Deb Barma, Dhanbilash. 0·67 acre.
718. Ashamoni Deb Barma, S/o. Nishamani Deb Barma of Dhanbilash. 0·67 acre.
719. Rama Singh Deb Barma, S/o. Bilashmani Deb Barma, Dhanbilash. 0·10 acre.
720. Tamal Singha & others, S/o. Nadia Singh, Dhanbilash. 1·23 acres.
721. Ningthem Singha, S/o. Chitra Singha, Dhanbilash. 0·47 acre.
722. Bhagya Singha, S/o. Shakti Singha, Dhanbilash. 0·65 acre.
723. Bhuban Singha, S/o. Dhanababu Singh, Dhanbilash. 1·15 acres.
724. Bira Singha, S/o. Kalachand Singha, Dhanbilash. 0·84 acre.

725.	Bejoy Deb Barma, S/o, Angeswar Deb Barma, Dhanbilash.	0'43 acre.
726.	Tambak Singha, S/o, Deitham Singha, Dhanbilash.	0'47 acre.
727.	Nimai Singha, S/o, Shakti Singha, Dhanbilash.	0'93 acre.
728.	Kalachand Singha, S/o, Shakti Singha, Dhanbilash.	3'26 acres
729.	Paresh Das, S/o, Perimohan Das, Dhanbilash.	0'64 acre.
730.	Harichandra Asam, S/o, Nara Singh Asam, Dhanbilash.	0'71 acre.
731.	Nishinath Deb Barma, S/o, Purushmani Deb Barma,	1'61 acres.
732.	Perimohan Datta, S/o, Alokram Datta, Dhanbilash.	1'20 acres.
733.	Barendra Suklabaidya & others, S/o, Sudhir Suklabaidya, Dhanbilash.	2'73 acres.
734.	Narendra Suklabaidya, S/o, Nabin Suklabaidya, Dhanbilash.	3'45 acres.
735.	Shailesh Ch. Deb, S/o, Girish Ch. Deb, Birchandranagar.	0'37 acre.
736.	Dhana Singha & others, S/o, Nndrajit Singha, Dhanbilash.	3'19 acres.
737.	Kamal Khatrani, S/o, Mukta Singha, Dhanbilash.	0'58 acre.
738.	Kalachad Singha & others, S/o, Shakti Singha, Dhanbilash.	2'69 acres.
739.	Jogadish Ch. Chakraborty and others, S/o, Mahendra Ch. Chakraborty, Dhanbilash.	5'38 acres.
740.	Paban Asam, S/o, Gobin Asam, Dhanbilash.	0'28 acre.
741.	Brajamani Rabha, S/o, Samayram Rabha, Dhanbilash.	0'33 acre.
742.	Prashanya Rabha, S/o, Dhanuram Rabha, Dhanbilash.	1'27 acres.
743.	Pusparani Shabdakar, W/o, Raman Shabdakar, Dhanbilash.	0'93 acre.
744.	Suresh Shabdakar, S/o, Kukhai Shabdakar, Dhanbilash.	0'91 acre.
745.	Sena Singha, S/o, Babu Singha, Dhanbilash.	7'38 acres.
746.	Suresh Shabdakar, S/o, Ramanram Shabdakar, Dhanbilash.	0'04 acre.
747.	Brajendra Shabdakar & others, S/o, Raman Shabdakar, Dhanbilash.	1'26 acres.
748.	Basuram Shabdakar, S/o, Sarupram Shabdakar, Dhanbilash.	2'49 acres.
749.	Kaluram Shabdakar, S/o, Narayanram Shabdakar, Dhanbilash.	1'42 acres.
750.	Makhan Singha, S/o, Mahanta Singha, Dhanbilash.	0'42 acre.

751.	Lakhikanta Singh & others. S/o, Sena Singha, Dhanbilash.	2·49 acres.
752.	Indrajit Singha & others. S/o, Golap Singha, Dhanbilash.	3·33 acres.
753.	Surendra Ch. Das, S/o, Ramjiban Das. Dhanbilash.	2·00 acres.
754.	Rupairam Malakar, S/o, Chandraram Malakar, Dhanbilash.	0·30 acre.
755.	Narendra Malakar. S/o. Shashiram Malakar. Dhanbilash.	0·37 acre.
756.	Gakulram Deb Barma, S/o. Jibanram Deb Barma. Dhanbilash.	1·14 acres.
757.	Subindra Deb Barma. S/o, Gagga Ch. Deb Barma. Dhanbilash.	2·12 acres.
758.	Pran Singh Deb Barma, S/o. Ganji Deb Barma. Dhanbilash.	3·70 acres.
759.	Subal Singh. S/o. Singh Sou Singha. Dhanbilash.	0·28 acre.
760.	Kaminimohan Deb Barma. S/o. Basudeb Deb Barma, Dhanbilash.	5·71 acres.
761.	Chinglensena Rajkumar. S/o. Senachauba Rajkumar. Dhanbilash.	1·51 acres.
762.	Shemsundar Banerjee. S/o. Krisna Banerjee. Dhanbilash.	0·17 acre.
763.	Narendra Deb Barma. S/o. Nandaram Deb Barma, Dhanbilash.	1·90 acres.
764.	Rupai Malakar, S/o. Chandraram Malakar. Dhanbilash.	0·69 acre.
765.	Ashamani Deb Barma. S/o. Bishamani Deb Barma, Dhanbilash.	1·85 acres.
766.	Bhagya Ch. Deb Barma. S/o. Jibanram Deb Barma. Dhanbilash.	3·71 acres.
767.	Sarnya Deb Barma. S/o. Jibanram Deb Barma. Dhanbilash.	2·50 acres.
768.	Brajamoni Rava. S/o. Samaram Rava, Dhanbilash.	1·87 acres.
769.	Chandranath Deb Barma. S/o. Nandamani Deb Barma, Dhanbilash.	0·02 acre.
770.	Surjaram Deb Barma. S/o. Asamram Deb Barma. Dhanbilash.	1·12 acres.
771.	Mahendra Ch. Deb Barma. S/o. Shantamani Deb Barma, Dhanbilash. ...	1·52 acres.
772.	Monaray Deb Barma. S/o. Joy Krishnya Deb Barma. Dhanbilash.	0·43 acre.
773.	Gopi Singha & others. S/o. Giribabu Singha, Dhanbilash.	2·05 acres.
774.	Maipak Singha. S/o. Ibungtan Singha. Dhanbilash.	2·52 acres.
775.	Khelendra Singh & others, S/o. Dara Singha. Dhanbilash.	1·07 acres.
776.	Khira Sharma & others, S/o. Kunjababu Sharma. Dhanbilash,	1·13 acres.

777.	Joyanti Khatrani, S/o, Chandrababu Singha, Dhanbilash.	1·47 acres.
778.	Sanakram Deb Barma, S/o, Chintamoni Deb Barma, Dhanbilash.	3·08 acres.
779.	Surendra Kr. Deb Barma, S/o, Jogendra Ch. Deb Barma, Dhanbilash.	0·22 acre.
780.	Punasi Singha, S/o, Lokhoi Singh, Dhanbilash.	2·79 acres.
781	Joy Singha, S/o, Damu Singha, Dhanbilash.	1·34 acres.
782.	Khudal Singha, S/o, Chauba Singha, Dhanbilash.	1·29 acres.
783.	Khirababu Singh, S/o, Ataljan Singha, Dhanbilash.	0·65 acre.
784.	Rambabu Deb Barma & others, S/o, Mania Deb Barma, Dhanbilash.	3·63 acres.
785.	Gaurhari Singha, S/o, Nanbu Singha, Dhanbilash.	0·87 acre.
786.	Bhikharoy Deb Barma & others, S/o, Lakhidhan, Deb Barma, Dhanbilash.	0·76 acre.
787.	Indramoni Deb Barma, S/o, Shiramoni Deb Barma, Dhanbilash.	2·82 acres.
788.	Nugray Deb Barma & others, S/o, Lakhidhan Deb Barma,, Dhanbilash.	4·67 acres.
789.	Nayanbabu Singha & others, S/o, Semgam Singha, Dhanbilash.	1·06 acres.
790.	Chanbabu Singha, S/o, Manabia Singha, Dhanbilash.	2·33 acres.
791.	Khambasau Singha & others, S/o, Babudhan Singha, Dhanbilash.	0·15 acre.
792.	Sukhamoy Suklabaidya, S/o, Nabinram Suklabaidya, Dhanbilash.	0·21 acre.
793.	Sunairam Malakar, S/o, Joyram Malakar, Dhanbilash.	0·22 acre.
794.	Sarnyamani Deb Barma, S/o, Mangal Singha, Deb Barma, Dhanbilash.	1·06 acres.
795.	Peri Mohan Asham, S/o, Talaram Asham, Dhanbilash.	1·81 acres.
796.	Chauba Singha, S/o, Khamba Singha, Dhanbilash.	1·68 acres.
797.	Manindra Ch. Debnath, S/o, Nabadip Debnath, Dhanbilash.	1·06 acres.
798.	Tamanb Singha, S/o, Neidhan Singha, Dhanbilash.	0·49 acre.
799.	Brajalal Deb Barma, S/o, Sashiroy Deb Barma, Dhanbilash.	0·60 acre.
800.	Gojendra Kr. Suklabaidya, S/o, Ganeshram Suklabaidya, Dhanbilash.	1·37 acres.
801.	Sumendra Deb Barma & others, S/o, Gangacharan Deb Barma, Dhanbilash.	1·36 acres.
802	Rajaram Deb Barma and others, S/o, Gangacharan Deb Barma, Dhanbilash.	0·70 acre.

803.	Indrajit Singha, S/o, Daya Singha, Dhanbilash.	1·08 acres.
804.	Gakulram Tripura & others, S/o, Jibanram Tripura, Dhanbilash.	2·85 acres.
805.	Bidyabashi Deb Barma, S/o, Gopiram Deb Barma, Dhanbilash.	0·87 acre.
806.	Jestharay Deb Barma, S/o, Gopiram Deb Barma, Dhanbilash.	1·23 acres.
807.	Brajanath Deb Barma, S/o, Bhiguram Deb Barma, Dhanbilash.	0·80 acre.
808	Sarnyamoni Deb Barma, S/o, Mangal Singh Deb Barma, Dhanbilash.	1·05 acres.
809.	Bashiram Deb Barma and others, S/o, Sarnyamoni Deb Barma, Dhanbilash.	5·90 acres.
810.	Shailendra Ch. Deb & others, S/o, Sarat Ch. Deb, Dhanbilash.	2·15 acres.
811.	Sudin Ch. Deb S/o, Kula Ch. Deb, Dhanbilash.	0·39 acre.
812.	Ramapada Biswas, S/o, Harendranarayan Biswas, Dhanbilash.	0·88 acre.
813.	Paresh Ch. Deb Barma, S/o, Prakash Ch. Deb Barma, Dhanbilash.	1·66 acres.
814.	Narendra Deb Barma, S/o, Nandaram Deb Barma, Dhanbilash.	2·91 acres.
815.	Debaram Deb Barma, S/o, Shambhu Singh Deb Barma, Dhanbilash.	1·37 acres.
816.	Gopesh Ch. Das, S/o, Madhan Chandra Das, Dhanbilash.	0·75 acre.
817.	Nagendraram Malakar, S/o, Gopiram Malakar, Dhanbilash.	1·07 acres.
818.	Sonaram Malakar, S/o, Alakram Malakar, Dhanbilash.	0·54 acre
819.	Nayanram Malakar, S/o, Alokram Malakar, Dhanbilash.	0·40 acre.
820.	Santra Dahuri, S/o, Akul, Jarultali.	1·57 acres.
821.	Lakhindar Goswami, S/o, Kalicharan Goswami, Jarultali.	1·02 acres.
822.	Hiranya Chatri, S/o, Raidhan Chatri, Jarultali.	2·57 acres.
823.	Gourhari Singha, S/o, Babu Singha, Jarultali.	2·55 acres.
824.	Ramij Ullah, S/o, Achim Ullah, Jarultali.	0·08 acre.
825.	Adhar Ch. Namasudra, S/o, Rakhal Namasudra, Jarultali.	0·42 acre.
826.	Nibaran Namasudra, S/o, Sarat Ch. Namasudra, Jarultali.	0·38 acre.
827.	Mathura Kanta Mishra, S/o, Saradakanta Mishra, Golakpur, T. E.	20·03 acres.
828.	Krishnya Ch. Malakar, S/o, Kailash Ch. Malakar, Jarultali.	0·15 acre.

829.	Ramesh Roy, S/o, Nadia Chand Roy, Jarultali.	0'17 acre.
830.	Jitendra Bhattacherjee, S/o, Behari Bhattacherjee, Golakpur.	5'07 acres.
831.	Surendra Mohan Roy, S/o, Golak Ch. Roy, Jarultali.	2'00 acres.
832.	Madan Singha & others, S/o, Babu Singh, Jarultali.	2'33 acres.
833.	Brajasena Singha, S/o, Kamal Singha, Jarultali.	0'85 acre.
834.	Rambabu Singha, S/o, Sara Singha, Jarultali.	0'45 acre.
835.	Madan Singha, S/o, Babu Singha, Jarultali.	0'09 acre.
836.	Sunamoy Sil & others S/o, Guruprasad Sil, Jarultali.	1 68 acres.
837.	Surendra Mohan Roy, S/o, Golak Roy, Jarultali.	0'53 acre.
838.	Shumsundar Roy, S/o, Brajendra Ch. Roy, Jarultali.	1'60 acres.
839.	Anil Ch. Roy, S/o, Aswini Roy, Jarultali.	0'79 acre.
840.	Usa Ranjan Ghosh, S/o, Kamala Prasanya Ghosh, Kailashahar.	6.16 acres.
841.	Balaram Namasudra, S/o, Sarat Ch. Namasudra, Jarultali.	0'17 acre.
842.	Rabindra Kr. Roy, S/o, Raj Ch. Roy, Jarultali.	0'32 acre.
843.	Ramesh Ch. Das, S/o, Ishwar Ch. Das, Golakpur.	8'16 acres.
844.	Ishan Ch. Das, S/o, Ishwar Ch. Das, Jarultali.	0'22 acre.
845.	Kalyani Das, W/o, Kamalcharan Das, Jarultali.	0'18 acre.
846.	Nityananda Baisnab, S/o, Haridhan Baisnab, Jarultali.	0'15 acre.
847.	Nityananda Suklabaidya, S/o, Nabinram Suklabaidya, Jarultali.	0'65 acre.
848.	Jitendra Kr. Paul, S/o, Kala Ch. Paul, Jarultali.	1'03 acres.
849.	Indra Kr. Chakraborty, S/o, Ishan Ch. Chakraborty, Jarultali.	1'03 acres.
850.	Kasung Singh, S/o, Bungthal Singha, Jarultali.	0'65 acre.
851.	Dhana Singha, S/o, Dhanalal Singha, Jarultali.	0'84 acre.
852.	Kalachan Singha & others, S/o, Chalia Singha, Jarultali.	2'13 acres.
853.	Idrij Ullah, S/o, Achim Ullah, Jarultali.	0'15 acre.
854.	Daro Singha, S/o, Raima Singha, Jarultali.	4'59 acres.
855.	Sunai Singha, S/o, Gakul Singha, Jarultali.	0'80 acre.

856. Brajendra Rudrapaul, S/o. Bangshi Rudrapaul, Birchandranagar. 0·90 acre.
857. Madhumangal Singha, S/o, Kunjababu Singha, Jarultali. 0·76 acre.
858. Madrij Ali, S/o, Daraj Ali, Jarultali. 0·28 acre.
859. Tanu Singha & others, Jarultali. 3·77 acres.
860. Lakhibala Debi, S/o, Banamáli Debnath, Jarultali. 1·38 acres.
861. Kattik Singha, S/o, Talen Singha, Jarultali. 1·78 acres.
862. Radhacharan Singha, S/o, Chaua Singha, Jarultali. 7·98 acres.
863. Sukhamoy Sil, S/o, Rajani Kanta Sil, Jarultali. 0·22 acre.
864. Raidhan Singha, S/o, Babu Singha, Jarultali. 6·87 acres.
865. Upendra Malakar, S/o, Prabir Malakar, Birchandranagar. 2·93 acres.
866. Chandra Mohan Singha & others, S/o, Chauba Singha, Jarultali. 1·29 acres.
867. Baikunta Sharma, S/o, Naba Kr. Sharma, Jarultali. 1·18 acres.
868. Golap Singha, S/o, Kunja Behari Singh, Jarultali. 5·57 acres.
869. Maurdhaj Singha & others, S/o, Mohan Singha, Jarultali. 1·28 acres.
870. Tambak Singha & others, S/o, Pitambar Singha, Jarultali. 3·05 acres.
871. Sonamani Singha, S/o, Pitambar Singha, Jarultali. 6·62 acres.
872. Kamala Singha, S/o, Premananda Singha, Jarultali. 1·80 acres.
873. Golapbabu Singha, S/o, Kunjalal Singha, Jarultali. 6·10 acres.
874. Gopal Mishra & others, S/o, Bala Ch. Mishra, Jarultali. 0·98 acre.
875. Sabitri Goula, W/o, Girindra Goula, Jarultali. 0·82 acre.
876. Pramod Ch. Roy & others, S/o, Prakash Ch. Roy, Jarultali. 6·58 acres.
877. Kamala Kanta Mukherjee & others S/o, Anil Mukherjee, Golakpur. 20·34 acres.
878. Babulok Singha & others, S/o, Sunanga Singha, Jarultali 2·79 acres.
879. Jagyesena Rajkumar, S/o, Tambaksena Singha, Jarultali. 0·97 acre.
880. Manindra Ch. Rudrapaul, S/o, Mathur Ch. Rudrapaul, Jarultali. 0·28 acre.
881. Haricharan Deb, S/o, Jugalram Deb, Birchandranagar. 0·94 acre.

882. Sachindra Rudrapaul, S/o, Rasikram Rudrapaul, Birchandranagar. ·0·86 acre.

883. Sudhangshu Rudrapaul, S/o, Manindra Rudrapaul, Birchandranagar. 0·54 acre.

884. Rajani Rudrapaul, S/o, Ratan Rudrapaul, Birchandranagar. 2·40 acres.

885. Harendra Rudrapaul, S/o, Narendra Rudrapaul, Birchandranagar. 1·30 acres.

886. Gopinath Rudrapaul, S/o, Dinanath Rudrapaul, Birchandranagar. 1·22 acres.

887. Gagan Rudrapaul, S/o, Golak Rudrapaul, Birchandranagar. 6·62 acres.

888. Taibi Khatrani, W/o, Kunja Babu Singha, Jarultali. 0·16 acre.

889. Krishna Mohan Singha and others, S/o, Lakhi Singha, Jarultali. 1·03 acres.

890. Ram Kishore Singha, S/o, Basab Singh, Jarultali. 0·44 acre.

891. Kamala Singha & others, S/o, Raghab Singha, Jarultali. 1·13 acres.

892. Them Singha, Jarultali. 0·18 acre.

891. Kamala Singha & others, S/o, Raghab Singha.

892. Them Singha, Jarultali. 0·18 acre

893. Dabi Khatrani & others, W/o, Thakur Singha, Jarultali. 0·11 acre.

894. Shajan Sharma, S/o, Khadal Sharma, Jarultali. 0·97 acre.

895. Radha Kanta Singha & others, S/o, Dhana Singha, Jarultali. 5·14 acres.

896. Chatuni Khatrani & others, W/o, Lalit Singha, Jarultali. 1·78 acres.

897. Rambabu Singha, S/o, Nandababu Singha, Jarultali. 0·27 acre.

898. Kunja Lal Singh, S/o, Giridhan Singha, Jarultali. 5·36 acres.

899. Sudhanya Rudrapaul, S/o, Jatindra Rudrapaul, Birchandranagar. 0·76 acre.

900. Brajendra Rudrapaul, S/o, Banshi Rudrapaul, Birchandranagar. 0·53 acre.

901. Ramesh Rudrapaul, S/o, Jibanram Rudrapaul, Birchandranagar. 2·38 acres.

902. Atamba Singha, S/o, Birababu Singha, Birchandranagar. 3·06 acres.

903. Nandalal Rudrapaul, S/o, Nabinram Rudrapaul, Jarultali. 0·62 acre.

904. Ramananda Singha, S/o, Golap Singha, Jarultali. 0·82 acre.

905. Niladhaj Singha, S/o, Gobinda Singha, Jarultali. 0·98 acre.

906. Madan Singha, S/o, Amu Singha, Jarultali. 1·15 acres.

907. Raj Ch. Malakar, S/o. Daganram Malakar, Jarultali. 0·46 acre.
908. Nalini Kr. Paul, S/o, Naba Kr. Paul, Jarultali. 0·46 acre.
909. Sarada Charan Rudrapaul, S/o. Rajuram Rudrapaul, Jarultali. 0·16 acre.
910. Binda Khatrani & others. W/o. Mohan Singha. Jarultali. 1·17 acres.
911. Maichabi Khatrani, W/o. Nandababu Singh. Jarultali. 1·30 acres.
912. Gandaraj Singha. S/o. Bipin Singha. Jarultali. 0·34 acre.
913. Babusena Singh. S/o. Sena Manik Singha. Jarultali. 0·34 acre.
914. Ananta Singha & others. S/o. Hajari Singha. Jarultali. 0·25 acre.
915. Mangal Singha. S/o. Ram Singha. Jarultali. 0·11 acre.
916. Tarani Kanta Singha & others. S/o. Bidyapati Singha, Jarultali. 0·43 acre.
917. Radha Singha & others, S/o. Kulababu Singha. Jarultali. 0·67 acre.
918. Braja Singha, S/o. Babudhan Singh, Jarultali. 2·14 acres.
919. Radhamani Singha, S/o. Dhanababu Singha. Jarultali. 0·75 acre.
920. Pratibhabala Das, S/o. Ramesh Ch. Das. Jarultali. 0·77 acre.
921. Fala Singha, S/o. Rakhal Bhai Singha. Jarultali. 1·31 acres.
922. Mohinilal Malakar. S/o. Dipram Malakar. Birchandranagar. 0·35 acre.
923. Nandaraj Singha. S/o. Nilababu Singha. Jarultali. 0·30 acre.
924. Gunaram Malakar, S/o. Paranram Malakar. Birchandranagar. 0·20 acre.
925. Dhaniram Malakar, S/o. Bashiram Malakar, Birchandranagar. 1·40 acres.
926. Rambabu Singha & others, S/o. Gourdhan Singha, Jarultali. 2·19 acres.
927. Rambabu Singha. S/o. Gour Singha. Jarultali. 0·19 acre.
928. Nadiachand Singha & others. S/o. Sinda Singha. Jarultali. 3·92 acres.
929. Nadiachand Singha, S/o. Sinda Singha, Jarultali. 1·19 acres.
930. Brishbhanu Khatrani. W/o. Samatal Singha. Jarultali. 0·07 acre.
931. Lehanu Singha & others. W/o, Jotimohan Singha. Jarultali. 1·56 acres.
932. Tamal Singha. S/o, Nilmoni Singha. Jarultali. 2·10 acres.

933.	Radha Mohan Singha, S/o, Thakur Singha, Jarultali.	1·80 acres.
934.	Niladhaj Singha, S/o, Mohan Singha, Jarultali.	0·37 acre.
935.	Mourdhaj Singha, S/o, Mohan Singha, Jarultali.	0·45 acre.
936.	Krishnya Singha & others, S/o, Dhanya Singha, Jarultali.	1·07 acres.
937.	Lehaba Singha, S/o, Galfa Singha, Jarultali.	0·73 acre.
938.	Sonamani Singha, S/o, Ibang Singha, Jarultali.	0·96 acre.
939.	Khambatal Singha, S/o, Jamatan Singha, Jarultali.	0·47 acre.
940.	Kamini Singha, S/o, Babai Singha, Jarultali.	0·58 acre.
941.	Khirababu Singha, S/o, Danga Singha, Jarultali.	1·03 acres.
942.	Ramananda Singh, S/o, Gopal Singha, Jarultali.	1·22 acres.
943.	Kalachand Singha & others, S/o, Chaiba Singha, Jarultali.	0·16 acre.
944.	Murariram Rudrapaul, S/o, Narayan Rudrapaul, Birchandranagar.	0·09 acre.
945.	Gobindanilyab Mukherjee, S/o, Gopal Mukherjee, Jarultali.	2·07 acres.
946.	Manilal Mukherjee, S/o, Gopal Mukherjee, Jarultali.	1·40 acres.
947.	Sonamani Singha & others, S/o, Pitambar Singha, Jarultali.	3·61 acres.
948.	Banibala Singha, W/o, Dhanababu Singha, Jarultali.	1·21 acres.
949.	Kattik Singha, S/o, Manik Singha, Jarultali.	0·63 acre.
950.	Partha Singha, S/o, Jiban Singha, Jarultali.	0·36 acre.
951.	Braja Singha, S/o, Mantri Singha, Jarultali.	1·29 acres.
952.	Rajendra Rudrapaul, S/o, Rupram Rudrapaul, Birchandranagar.	0·06 acre.
953.	Gambira Singha & others, S/o, Chakmba Singha, Jarultali.	0·94 acre.
954.	Pranesh Rudrapaul, S/o, Prasanya Rudrapaul, Birchandranagar.	0·84 acre.
955.	Aichanba Singha & others, S/o, Dhanago Singha, Jarultali.	0·40 acre.
956.	Thakur Singha, S/o, Changuing Singh, Jarultali.	0·23 acre.
957.	Rajgopal Singha, S/o, Bamat Singha, Jarultali.	1·66 acres.
958.	Chandramohan Singha, S/o, Babu Singha, Fultali.	1·28 acres.

959. Gopimohan Singha, S/o, Kattik Singha, Jarultali. 0'16 acre.
960. Atamba Singha, S/o, Birababu Singha, Birchandranagar. 2'48 acres.
961. Sashi Kachari, W/o, Sonaram Kachari, Jarultali. 1'58 acres.
962. Ramu Sabar, S/o, O. Kala Sabar, Jarultali. 0'67 acre.
963. Muiching Barmij, S/o, Saman Barmij, Jagannathpur. 0'13 acre.
964. Fachuke Barmij, S/o, Bhami Barmij, Jagannathpur. 0'72 acre.
965. Chelafru Barmij, S/o, Thuainfru Barmij, Jagannathpur. 2'78 acres.
966. Chafruh Barmij, S/o, Naifru Barmji, Jagannathpur. 0'22 acre.
967. Mathukey Barmij, S/o. Senoti Barmij, Jagannathpur. 1'45 acres.
968. Maunjoy Barmij. S/o. Sovay Barmij, Jagannathpur. 0'93 acre.
969. Benuram Malakar, S/o, Prasadram Malakar, Jagannathpur. 1'85 acres.
970. Makairam Sabadkar, S/o, Madanram Sabadkar, Jagannathpur. 0'42 acre.
971. Barindra Kr. Das, S/o, Murarichand Das, Jagannathpur. 2'79 acres.
972. Gopiram Malakar, S/o. Nabinram Malakar, Jagannathpur. 4'69 acres.
973. Indraram Baidyakar & others, S/o, Surendraram Baidyakar, Jagannathpur. 1'25 acres.
974. Sarnyamani Malakar & others, W/o. Aswini Malakar, Jagannathpur. 0'61 acre.
975. Dhirendra Kr. Das, S/o, Nayanram Das, Jagannathpur. 0'96 acre.
976. Sarajubala Das & others, W/o, Gajendra Kr. Das, Jagannathpur. 0'35 acre.
977. Surendraram Malakar, S/o. Gobindaram Malakar,, Jagannathpur. 5'52 acres.
978. Raman Ch. Das, S/o, Makairam Das, Jagannathpur. 2'38 acre.
979. Kumudram Malakar, S/o, Prakashram Malakar. Jagannathpur. 0'26 acre.
980. Jogendra Ch. Malakar, S/o, Makai Malakar, Jagannathpur. 0'33 acre.
981. Gagan Ch. Sabdakar, S/o. Paranram Sabdakar, Jagannathpur. 2'39 acres.
982. Debendra Ch. Malakar, S/o, Mullukram Malakar, Jagannathpur. 1'15 acres.
983. Saratram Malakar, S/o, Jomanram Malakar, Jagannathpur. 0'49 acre.
984. Madanram Malakar, S/o, Mangalram Malakar, Jagannathpur. 7'09 acres.

985.	Dinairam Malakar & others. S/o. Bashiram Malakar, Jagannathpur.	0'17 acre.
986.	Sarnyamani Malakar, W/o, Aswini Malakar, Jagannathpur.	1'18 acres.
987.	Rajanikanta Malakar, S/o, Golakram Malakar, Jagannathpur.	2'92 acres.
988.	Nanda Kr. Malakar, S/o, Sashimohan Malakar, Jagannathpur.	0'30 acre.
989.	Sukumar Sabdakar, S/o, Majairam Sabdakar, Jagannathpur.	0'93 acre.
990.	Adaiyta Charan Das, S/o, Adyinath Das, Jagannathpur.	0'33 acre.
991.	Bangshi Ruhidas, S/o, Dukhyaram Das, Jagannathpur.	0'15 acre.
992.	Basanta Ch. Malakar, S/o, Gagan Ch. Malakar, Jagannathpur.	2'00 acres.
993.	Nitai Sabdakar, S/o, Rama Sabdakar, Jagannathpur.	1'30 acres.
994.	Naresh Sabdakar, S/o, Ananda Sabdakar, Jagannathpur.	0'14 acre.
995.	Debendra Malakar & others, S/o, Rajendra Malakar, Jagannathpur.	0'06 acre.
996.	Nagendraram Malakar, S/o, Rajendra Malakar, Jagannathpur.	0'41 acre.
997.	Surendra Malakar, S/o, Sonaram Malakar, Jagannathpur.	1'58 acres.
998.	Peri Malakar, S/o, Mukul Malakar, Jagannathpur.	1'06 acres.
999.	Maurram Malakar, S/o, Murari Malakar, Jagannathpur.	0'45 acre.
1000.	Prasanna Kr. Das, S/o, Prakash Ch. Das, Jagannathpur.	0'66 acre.
1001.	Gopendra Malakar & others, S/o, Jogesh Malakar, Jagannathpur.	2'53 acres.
1002.	Pramod Ch. Das & others, S/o, Perimohan Das, Jagannathpur.	0'20 acre.
1003.	Sachindra Kr. Das, S/o, Sonatan Das, Jagannathpur.	2'49 acres.
1004.	Srikanta Roy & others, S/o, Ramesh Ch. Roy, Jagannathpur.	0'74 acre.
1005.	Mohendraram Baydakar, S/o, Manikram Baidyakar, Jagannathpur.	0'10 acre.

Sl. No.	Name, father's name and address of the unauthorised occupier	Area of land under occupation
1.	Subalsing Deb Barma, S/o, Durgasing Ganganagar.	4'29 acres.
2.	Ramgabin Chowdhury, S/o, Methnath Ganganagar.	1'03 acres.
3.	Sukhi Ch. Deb Barma, S/o, Iswardayal Ganganagar.	0'36 acre.
4.	Nagendra Kr. Deb Nath, S/o, Subhankar, Ganganagar.	1'02 acres.

5.	Ramanath Deb Barma, S/o, Purna Ch. Deb Barma, Ganganagar.	3·39 acres.
6.	Gangamani Deb Barma, S/o, Sarat Ch. Deb Barma, Ganganagar.	0·45 acre.
7.	Jayanta Deb Barma, S/o, Joykrishna, Deb Barma, Ganganagar.	0·25 acre.
8.	Mangaljit Deb Barma, S/o, Chandranath Deb Barma, Ganganagar.	2·04 acres.
9.	Bishnu ram Deb Barma, S/o, Gayaram, Deb Barma, Ganganagar.	3·79 acres.
10.	Birsing Deb Barma, S/o, Gayaram, Deb Barma, Gangaram.	0·29 acre.
11.	Arjun Deb Barma, S/o, Nishan, Deb Barma, Ganganagar.	5·67 acres.
12.	Sachindra Deb Barma, S/o, Sarat Ch. Deb Barma, Ganganagar.	0·70 acre.
13.	Kunjanath, S/o, Prasad, Ganganagar.	4·08 acres.
14.	Sachindra Deb Barma, S/o, Ramchandra Deb Barma, Ganganagar.	2·84 acres.
15.	Sundar Ch. Debnath, S/o, Pusparam, Debnath, Ganganagar.	1·36 acres.
16.	Banka Behari Debnath, S/o, Prasad Debnath, Ganganagar.	9·16 acres.
17.	Kinkar Ch. Debnath, S/o, Prasad Debnath, Ganganagar.	2·76 acres.
18.	Girish Ch. Deb Barma, S/o, Dinamani Deb Barma, Ganganagar.	4·78 acres.
19.	Bidyasundar Deb Barma, S/o, Durgasing, Deb Barma, Ganganagar.	0·27 acre
20.	Sashi Bhusan Bhattacharjee, S/o, Sabhananda Bhattacharjee, Ganganagar.	0·47 acre.
21	Birchandra Deb Barma, S/o, Joy Ch. Deb Barma, Ganganagar.	4·03 acres.
22.	Bishnuram Deb Barma, S/o, Joy Ch. Deb Barma, Ganganagar.	2·41 acres.
23.	Madhab Ch. Deb Barma, S/o, Dayalsing Deb Barma, Ganganagar.	2·58 acres.
24.	Behari Sabdakar, S/o, Pathik, Sabdakar, Ganganagar.	0·34 acre.
25.	Rajani Kanta Nath, S/o, Gulak Nath, Ganganagar.	6·81 acres.
26.	Lalit Malakar, S/o, Lochan, Malakar, Ganganagar.	0·53 acre.
27.	Satish Ch. Deb, S/o, Kartik Ch. Deb, Ganganagar.	0·31 acre.
28.	Suresh Ch. Deb, S/o, Krishna Ch. Deb, Ganganagar.	0·32 acre.
29.	Sadaymani Dey, S/o, Jagannath Dey, Ganganagar.	2·52 acres.
30.	Jogesh Ch. Debnath, S/o, Krishna Kr. Debnath, Ganganagar.	0·67 acre.

31.	Madanmohan Debnath, S/o. Krishna Kr. Debnath, Ganganagar.	1·37 acres.
32.	Sashimohan Sen, S/o. Sarup Ch. Sen, Ganganagar.	1·24 acres.
33.	Sonamani Debnath, S/o, Krishna, Debnath, Ganganagar.	4·95 acres.
34.	Nagendra Malakar, S/o, Girish Ch. Malakar, Ganganagar.	1·11 acres.
35.	Narendra Malakar, S/o. Naruram, Malakar, Ganganagar.	0·45 acre
36.	Mahendra Malakar. S/o. Kanta Malakar, Ganganagar.	0·87 acre.
37.	Pyari Malakar. S/o. Sarup Malakar, Ganganagar.	1·69acres:
38.	Rajendra Kr. Dey, S/o. Rajani, Kr. Dey, Ganganagar.	0·43 acre.
39.	Rajani Kanta Debnath, S/o. Krishna Ch. Debnath. Ganganagar.	0·14 acre.
40.	Girijamohan Deb, S/o, Gakul Deb. Ganganagar.	0·82 acre.
41.	Laxmikanta Deb, S/o, Gakul Deb, Ganganagar.	0·94 acre.
42.	Girish Ch. Deb, S/o. Gakul Ch. Deb. Ganganagar.	0·82 acre.
43.	Radhamohan Deb Barma. S/o. Gangamani Deb Barma, Ganganagar.	3·00 acres.
44.	Binand Deb Barma, S/o. Gangamani, Ganganagar.	1·05 acres.
45.	Jatindra Mohan Debnath. S/o. Brajendra. Mohan Debnath, Ganganagar.	1·12 acres.
46.	Nirode Ranjan Debnath, S/o. Hridayranjan, Debnath, Ganganagar.	4·50 acres.
47.	Pusparam Debnath, S/o. Prasad Debnath, Ganganagar.	5·14 acres.
48.	Sonamani Debnath, S/o, Krishna Ch. Debnath, Ganganagar.	0·19 acre.
49.	Shibcharan Debnath, S/o. Pradania. Debnath, Ganganagar.	2·00 acres.
50.	Nityananda Debnath, S/o. Dinamani. Debnath, Ganganagar.	2·99 acres.
51.	Premananda Debnath, S/o, Sadananda Debnath, Ganganagar.	2·22 acres.
52.	Ananda Debnath, S/o, Mahendra Debnath, Ganganagar.	3·52 acres.
53.	Madhab Ch. Deb Barma, S/o, Dayal, Ch. Deb Barma, Gánganagar.	7·13 acres.
54.	Sudhir Malakar. S/o. Aloksarat Malakar, Ganganagar.	0·42 acre.
55.	Girindra Malakar, S/o. Alok Malakar, Ganganagar.	0·77 acre.
56.	Rasaraj Malakar, S/o, Jogendra, Malakar, Ganganagar.	0·33 acre.

57.	Narendra Kr. Malakar, S/o, Nabin Kr. Malakar, Ganganagar.	0'32 acre.
58.	Manomohan Malakar, S/o, Pyaricharan, Malakar, Ganganagar.	0'23 acre.
59.	Gopendra Nath, S/o, Pyaricharan Nath, Ganganagar.	8'48 acres.
60.	Chikania Deb Barma, S/o, Befat, Deb Barma, Ganganagar.	3'23 acres.
61.	Ramgabin Deb Barma, S/o, Arjun Deb Barma, Ganganagar.	1'37 acres.
62.	Birmani Deb Barma, S/o, Jiban Deb Barma, Ganganagar.	4'20 acres.
63.	Gunamani Deb Barma, S/o, Jibansingh, Deb Barma, Ganganagar.	1'89 acres.
64.	Nakasing Deb Barma, S/o, Ganganagar.	2'95 acres.
65.	Sachin Deb Barma, S/o, Basanta Deb Barma, Ganganagar.	2'18 acres.
66.	Chandramani Deb Barma, S/o, Ganganagar.	0'31 acre.
67.	Arjun Deb Barma, S/o, Nishan Ch. Deb Barma, Ganganagar.	0'33 acre.
68.	Bidhubhusan Debnath, S/o, Puspa Debnath, Ganganagar.	0'32 acre.
69.	Krishnasing Deb Barma, S/o, Bibisan, Radhanagar.	4'15 acres.
70.	Kshitmani Deb Barma, S/o, Akshoymani, Deb Barma, Radhanagar.	2'77 acres.
71.	Prasanna Deb Barma, S/o, Bibisan, Deb Barma, Ganganagar.	0'87 acre.
72.	Manindra Kr. Deb Barma, S/o, Durjodhan Deb Barma, Ganganagar.	0'53 acre.
73.	Rajendra Deb Barma, S/o, Durjodhan Deb Barma, Ganganagar.	0'88 acre.
74.	Durjodhan Deb Barma, S/o, Nandakishore Deb Barma, Ganganagar.	0'37 acre.
75.	Udaysing Deb Barma, S/o, Haribhakta Deb Barma, Ganganagar.	0'90 acre.
76.	Joynanda Deb Barma, S/o, Sarat, Deb Barma, Ganganagar.	0'64 acre.
77.	Gopesh Sarma, S/o, Gurugobinda Sarma, Ganganagar.	3'11 acres.
78.	Sripati Sarma, S/o, Rudreswar Sarma, Ganganagar.	0'16 acre.
79.	Ramkrishna Deb Barma, S/o, Sarat, Deb Barma, Ganganagar.	0'32 acre.
80.	Narendra Deb Barma, S/o, Nanda Deb Barma, Ganganagar.	0'62 acre.
81.	Dhirendra Deb Barma, S/o, Sarat, Deb Barma, Ganganagar.	0'33 acre.
82.	Surendra Deb Barma, S/o, Sarat Deb Barma, Ganganagar.	0'42 acre.

83.	Chandrakishore Deb Barma, S/o, Bilatia Deb Barma of Radhanagar.	0·21 acre.
84.	Bhriguram Deb Barma, S/o, Kanak Deb Barma of Radhanagar.	0·23 acre.
85.	Kalasing Deb Barma, S/o, Madhu Chandra Deb Barma of Radhanagar.	0·26 acre.
86.	Ashwin Ch. Deb Barma, S/o, Uday Ch. Deb Barma of Radhanagar.	3·81 acres.
87.	Nirantra Deb Barma, S/o, Rupdhan Deb Barma of Radhanagar.	0·53 acre.
88.	Jannumani Deb Barma, S/o, Takiroy Deb Barma of Radhanagar.	2·52 acres.
89.	Baronmani Deb Barma, S/o, Rupdhan Deb Barma of Radhanagar.	0·45 acre.
90.	Panchananda Deb Barma, S/o, Gourmohan Deb Barma of Radhanagar.	0·39 acre.
91.	Chandrakishore Deb Barma, S/o, Gourmohan Deb Barma, Radhanagar.	0·34 acre.
92.	Krishnaroy Deb Barma, S/o, Shibjoy Deb Barma, Radhanagar.	0·23 acre.
93.	Budhumani Deb Barma, S/o, Jansing Deb Barma, Radhanagar.	0·78 acre.
94.	Jagindra Deb Barma, S/o, Shibroy Deb Barma, Radhanagar.	0·49 acre.
95.	Kunjababu Singh, S/o, Chalia Singh, Radhanagar.	2·11 acres.
96.	Michiani Deb Barma, S/o, Dhalia Deb Barma, Radhanagar.	0·12 acre.
97.	Kashyaman Deb Barma, S/o, Gour Singh, Deb Barma, Radhanagar.	0·92 acre.
98.	Dhala Singh Deb Barma, S/o, Ananda Roy, Deb Barma, Radhanagar.	1·15 acres.
99.	Byasmani Deb Barma, S/o, Mansingh Deb Barma, Radhanagar.	0·91 acre.
100.	Ramprasad Deb Barma, S/o, Sambhu Roy Deb Barma, Radhanagar.	0·25 acre.
101.	Prasanta Goswami, S/o, Gurugobinda Goswami, Radhanagar.	0·25 acre.
102.	Pradumna Deb Barma, S/o, Akaisingh Deb Barma, Radhanagar.	2·86 acres.
103.	Golapsingh Deb Barma, S/o, Dangkhala Deb Barma, Radhanagar.	1·91 acres.
104.	Meghabarna Deb Barma, S/o, Madhu Singh Deb Barma, Radhanagar.	0·41 acre.
105.	Sadhuram Deb Barma, S/o, Muniram Deb Barma, Radhanagar.	2·04 acres.
106.	Narendra Deb Barma, S/o, Iswarchandra Deb Barma, Radhanagar.	0·15 acre.
107.	Nilmadhab Singh, S/o, Khaiba Singh Radhanagar.	1·99 acres.
108.	Jalia Deb Barma, S/o, Jatindra Deb Barma, Radhanagar.	0 12 acre.

109.	Iswarram Deb Barma, S/o, Ketengrou Deb Barma, Radhanagar.	0.10 acre.
110.	Kalikumar Deb Barma, S/o, Guruprasad Deb Barma, Radhanagar.	0.23 acre.
111.	Akhil Chandra Deb Barma, S/o, Adharchandra Deb Barma, Radhanagar.	1.73 acres.
112.	Nilmani Debnath, S/o, Rajanikanta Debnath, Radhanagar.	0.35 acre.
113.	Sukumar Paul, S/o, Behari Paul, Radhanagar.	0.72 acre.
114.	Prahllad Debnath, S/o, Indramani Debnath, Radhanagar.	1.98 acres.
115.	Gunamani Deb Barma, S/o, Rambabu Deb Barma, Radhanagar.	0.57 acre.
116.	Dinabandu Deb Barma,.S/o, Lalchand Deb Barma, Radhanagar.	0.62 acre.
117.	Badurchand Deb Barma, S/o, Chandrasingh Deb Barma, Radhanagar.	5.56 acres.
118.	Thabal Singh, S/o, Surjya Singh, Radhanagar.	4.13 acres.
119.	Sukumar Paul, S/o, Behari Paul, Radhanagar.	1.83 acres.
120.	Benode Chandra Nath, S/o, Rakhal Chandra Nath, Radhanagar.	0.59 acre.
121.	Jamini Debnath, S/o, Prakash, Debnath, Radhanagar.	13.52 acres.
122.	Amrit Deb Barma, S/o, Nakani Deb Barma, Radhanagar.	1.08 acres.
123.	Bhaktasingh Deb Barma, S/o, Ananda Deb Barma, Radhanagar.	0.29 acre.
124.	Diproy Deb Barma, S/o, Khilangroy Deb Barma, Radhanagar.	1.22 acres.
125.	Gunasindu Deb Barma, S/o, Sarada, Deb Barma, Radhanagar.	1.38 acres.
126.	Sarada Deb Barma, S/o, Joymani Deb Barma, Radhanagar.	9.47 acres.
127.	Pitambar Deb Barma, S/o, Gocharan Deb Barma, Radhanagar.	1.35 acres.
128.	Samarendra Chakraborty, S/o, Sonachand Chakraborty, Radhanagar.	1.03 acres.
129.	Ajed Ali, S/o, Samser Ali, Radhanagar.	2.15 acres.
130.	Irban Ali, S/o, Ajasatulla,. Radhanagar.	0.97 acre.
131.	Suraj Ali, S/o, Jamil Ali, Radhanagar.	2.66 acres.
132.	Saiyad Majudulla, S/o, Najiruddin, Radhanagar.	1.09 acres.
133.	Churachand Singh, S/o, Majhibande Singh, Radhanagar.	0.35 acre.
134.	Tamal Singh, S/o, Tamradhwaj Singh, Radhanagar.	0.62 acre.

135.	Pulin Chandra Paul, S/o, Radhanagar.	0·77 acre.
136.	Umesh Ch. Paul, S/o, Mahendra Ch. Paul, Radhanagar.	0·90 acre.
137.	Suresh Chandra Paul, S/o, Mahendra Ch. Paul, Radhanagar.	2·52 acres.
138.	Jogendra Deb Barma, S/o, Khagendra Deb Barma, Radhanagar.	4·37 acres.
139.	Rambabu Deb Barma, S/o, Ram Deb Barma, Radhanagar.	2·54 acres.
140.	Majamil Mian, S/o, Chainunna Mian, Radhanagar.	1·86 acres.
141.	Sarju Mian, S/o.	0·22 acre.
142.	Abuju Mian, S/o, Radhanagar.	0·45 acre.
143.	Majidulla, S/o, Saydulla, Radhanagar.	2·97 acres.
144.	Habibulla, S/o, Kudratulla, Radhanagar.	3·10acres.
145.	Rationulla, S/o, Ajmat, Radhanagar.	0·43 acre.
146.	Dhanchausingh, S/o, Bhagya Singh, Radhanagar.	0·84 acre.
147.	Priyabala Paul, W/o, Hemkumar Paul, Radhanagar.	0·30 acre.
148.	Uabulla, S/o, Hasmatulla, Radhanagar.	2·53 acres.
149.	Armanulla, S/o, Ajmat, Radhanagar.	0·89 acre.
150.	Usmanali, S/o, Mangkanai, Radhanagar.	2·11 acres.
151.	Hadritmian, S/o, Surajali, Radhanagar.	0·38 acre.
152.	Abdulali, S/o.	0·68 acre.
153.	Premananda Das Baisnab, S/o, Gouranga Goswami, Radhanagar.	1·05 acres.
154.	Pramesh Ch. Paul, S/o, Kaminimohan Paul, Radhanagar.	1·92 acres.
155.	Harendra Kumar Debnath, S/o, Ramnath Debnath, Radhanagar.	2·26 acres.
156.	Brajadhan Singh, S/o, Ambal Singh, Radhanagar.	4·65 acres.
157.	Dhanbabu Singh, S/o, Harhari Singh, Radhanagar.	2·31 acres.
158.	Babaichau Singh, S/o, Dhan Singh, Radhanagar.	0·24 acre.
159.	Gourmani Deb, S/o, Babadhan Deb, Radhanagar.	0·35 acre.
160.	Dharendra Kumar Paul, S/o, Sachindra Kr. Paul, Radhanagar.	0·39 acre.
161.	Rajanimohan Paul, S/o, Bakulram Paul, Radhanagar.	0·93 acre.

162. Gopendra Ch. Paul, S/o, Harchandra Paul, Radhanagar. 0·48 acre.
163. Takurdhan Singh, S/o, Sanatan Singh, Radhanagar. 0·18 acre.
164. Lalmohan Singh, S/o, Girumani Singh, Radhanagar. 0·86 acre.
165. Madurbabu Singh, S/o, Gibak Singh, Radhanagar. 0·56 acre.
166. Choudhuri Singh, S/o, Gibak Singh, Radhanagar. 1·68 acres.
167. Chandramohan Debnath, S/o, Dhananjoy, Debnath, Radhanagar. 3·03 acres.
168. Sital Ch. Paul, S/o, Gurupada Paul, Radhanagar. 1·90 acres.
169. Shibchandra Paul, S/o, Bharat Chandra Paul, Radhanagar. 0·33 acre.
170. Dinabandu Paul, S/o, Harchandra Paul, Radhanagar. 1·58 acres.
171. Harendra Kumar Paul, S/o, Ramnath Paul. Radhanagar. 0·18 acre.
172. Srish Chandra Paul, S/o, Bharatchandra Paul, Radhanagar. 0·61 acre.
173. Bangaram Sabdakar, S/o, Jagatchandra Sabdakar, Radhanagar. 0·76 acre.
174. Beloram Sabdakar, S/o, Bancharam Sabdakar, Radhanagar. 0·88 acre.
175. Girindra Dhar, S/o, Payrimohan Dhar, Radhanagar. 0·59 acre.
176. Chandramadhab Bhattacharjee, S/o, Chandrakanta Bhattacharjee, Radhanagar. 0·64 acre.
177. Brajamohan Singha, S/o, Lakhikanta Singha, Radhanagar. 0·79 acre.
178. Kalaram Sabdakar, S/o, Binai Sabdakar, Radhanagar. 2·27 acres.
179. Saradaram Sabdakar, S/o, Chalairam Sabdakar, Radhanagar. 0·23 acre.
180. Debendra Kr. Chakraborty, S/o, Ramakanta Chakraborty. Radhanagar. 0·67 acre.
181. Jogendra Ch. Das, S/o, Shibcharan Chakraborty, Radhanagar. 0·41 acre.
182. Manid raDas, S/o, Mahim Das, Radhanagar. 0·43 acre.
183. Bamanram Sabdakar, S/o, Lochan Sabdakar, Radhanagar. 0·67 acre.

184. Jamini Kr. Paul, S/o, Brajanath Paul,
185. Payarimohan Sabdakar, S/o, Kripamoy Sabdakar, Radhanagar. 0·06 acre.
186. Kailash Ch. Sabdakar, S/o, Talairam Sabdakar, Radhanagar. 0·55 acre.
187. Panchanan Deb Barma, S/o, Gourmohan Deb Barma, Radhanagar. 0·50 acre.

188.	Gopimohan Debnath, S/o, Jagamohan Debnath, Radhanagar.	1·71 acres.
189.	Sonarai Deb Barma, S/o, Baisamani Deb Barma, Radhanagar.	0·79 acre.
190.	Dhanirai Deb Barma, S/o, Durjoyram Deb Barma, Radhanagar.	0·08 acre.
191.	Arsadulla, S/o, Umarali, Radhanagar.	0·38 acre.
192.	Chinta Barman, S/o, Nanauj, Radhanagar.	0·97 acre.
193.	Rashamoy Dey, S/o, Ramsaran Dey, Radhanagar.	1·85 acres.
194.	Khagendra Deb Barma, S/o, Birkrishna Deb Barma, Radhanagar.	0·51 acre.
195.	Suresh Paul, S/o, Kaminimohan Paul, Radhanagar.	0·11 acre.
196.	Sukhlal Das, S/o, Sachindra Das, Radhanagar.	1·40 acres.
197.	Rupa Mian, S/o, Sadir Mian, Radhanagar.	0·80 acre.
198.	Abdul Ali, S/o, Mangsanai Ali, Radhanagar.	0·42 acre.
199.	Chamela Khatun D/o, Majmil Khatun, Radhanagar.	0·65 acre.
200.	Sefali Bhattacharjee, W/o, Sailendra Bhattacharjee, Radhanagar.	0·25 acre.
201.	Puna Singh, S/o, Radhanagar.	0·85 acre.
202.	Hemalata Khetrani W/o, Bachai Singh, Radhanagar.	0·19 acre.
203.	Narendra Chandra Deb Barma, S/o, Iswarchandra Deb Barma, Radhanagar.	0·36 acre.
204.	Prasanna Deb Barma, S/o, Bibhisan Deb Barma, Radhanagar.	3·17 acres.
205.	Sukramani Deb Barma, S/o, Prassana Deb Barma, Radhanagar.	0·37 acre.
206.	Ananda Deb Barma, S/o, Sanatan Deb Barma, Radhanagar.	0·31 acre.
207.	Gourmani Deb Barma, S/o, Kartick Singh, Radhanagar.	0·08 acre.
208.	Pradania Deb Barma, S/o, Benoy Chandra Deb Barma, Radhanagar.	0·25 acre.
209.	Samser Mang, S/o, Akbar Mang, Radhanagar.	1·30 acres.
210.	Hanandali Singh, S/o, Swaswa Singh, Radhanagar.	0·48 acre.
211.	Hemanta Kumar Banik, S/o, Basanta Kumar Banik, Radhanagar.	1·05 acres.
212.	Bipin Chandra Paul, S/o, Nayanram Paul, Radhanagar.	1·96 acres.
213.	Gopimohan Debnath and others, S/o, Golakchandra Debnath, Radhanagar.	0·59 acre.

214.	Kamini Ram Sabdakar, S/o. Sonram Sabdakar, Radhanagar.	0·14 acre.
215.	Narayan Mukherjee, S/o, Babuchanda Mukherjee, Radhanagar.	0·90 acre.
216.	Gopendra Chandra Paul, S/o, Bamacharan Paul, Radhanagar.	0·44 acre.
217.	Harendra Kumar Nath, S/o. Ramnath Nath. Radhanagar.	0·22 acre.
218.	Dinabandu Paul, S/o, Harendra Paul, Radhanagar.	0·42 acre.
219.	Adarchandra Debnath, S/o, Rajanikanta Debnath, Radhanagar.	1·05 acres.
220.	Mahendra Kumar Paul, S/o, Sankariram Paul. Radhanagar.	0·06 acre.
221.	Jogendra Deb Barma, S/o, Ramkrishna Deb Barma, Radhanagar.	3·83 acre.
222.	Brajadhan Singh, S/o, Thamba Singh. Radhanagar.	0·59 acre.
223.	Samarendra Chakraborty, S/o, Sonchand Chakraborty, Radhanagar.	1·37 acres.
224.	Inthajali, and others, S/o, Majidulla. Radhanagar.	0·28 acre.
225.	Irdis Mian and others, S/o. Surajali Mian. Radhanagar.	0·59 acre.
226.	Thaigu Singh, S/o. Mellai Singh. Radhanagar.	4·31 acres.
227.	Brajanath Deb Barma, S/o. Bharatchandra Deb Barma, Radhanagar.	2·58 acres.
228.	Bharat Chandra Deb Barma, S/o, Dasaram Deb Barma, Radhanagar.	0·67 acre.
229.	Prakash Singh Deb Barma, S/o. Raisingh Deb Barma, Radhanagar.	0·33 acre.
230.	Nisharam Deb Barma, S/o. Kesharam Deb Barma.	2·92 acres.
231.	Dhanchau Singh, S/o. Bhagya Singh, Radhanagar.	0·73 acre.
232.	Sonai Singh, S/o, Thamba Singh, Radhanagar.	0·34 acre.
233.	Priyabala Paul, D/o, Behari Paul. Radhanagar.	0·41 acre.
234.	Surendra Paul, S/o, Katai Paul, Radhanagar.	0·19 acre.
235.	Kunjaraj Singh, S/o, Babu Singh, Radhanagar.	0·44 acre.
236.	Jitendra Ch. Paul. S/o, Brajanath Paul, Radhanagar.	0·32 acre.
237.	Subodh Sil, S/o, Sahadeb Sil, Radhanagar.	0·22 acre.
238.	Jaminiram Sabdakar, S/o, Gunaram Sabdakar, Radhanagar,	0·96 acre.
239.	Tarini Sabdakar, S/o, Bhaganram Sabdakar, Radhanagar.	0·56 acre.

240.	Katai Sabdakar, S/o, Madanram Sabdakar, Radhanagar.	0·66 acre.
241.	Baman Sabdakar, S/o, Lochanram Sabdakar, Radhanagar.	0·43 acre.
242.	Motairam Sabdakar, S/o, Rabairam Sabdakar, Radhanagar.	0·47 acre.
243.	Narendraram Sabdakar, S/o, Krishnaram Sabdakar, Radhanagar.	0·17 acre.
244.	Jogendra Sabdakar, S/o, Saratram Sabdakar, Radhanagar.	0·60 acre.
245.	Gopesh Das, S/o, Baikanta Das, Radhanagar.	0·18 acre.
246.	Baikuntaram Sabdakar, S/o, Labram Sabdakar, Radhanagar.	1·76 acres.
247.	Tahak Singh, S/o, Dumbur Singh, Radhanagar.	1·43 acres.
248.	Benimadhab Singh, S/o, Baiso Singh, Radhanagar.	1·97 acres.
249.	Upendra Kr. Paul, S/o, Jogendra Kr. Paul, Radhanagar.	0·54 acre.
250.	Sasadar Singh, S/o, Gopendra Singh, Radhanagar.	1·36 acres.
251.	Dhirendra Kr. Dutta, S/o, Muhinimohan Dutta, Radhanagar.	0·26 acre.
252.	Annada Paul, S/o, Radhanagar.	0·46 acre.
253.	Bipin Nath, S/o, Narayan Nath, Radhanagar.	0·73 acre.
254.	Danga Singh, S/o, Atash Singh.	0·97 acre.
255.	Harigopal, S/o, Kunjanath, Radhanagar.	1·14 acres.
256.	Sukumar Paul, S/o, Behari Paul, Radhanagar.	0·85 acre.
257.	Nandalal Singh, S/o, Talsingh, Radhanagar.	0·45 acre.
258.	Akhil Chandra Nath, S/o, Adhar Chandra Nath, Radhanagar.	1·14 acres.
259.	Bijan Kumar Deb Barma, S/o, Kritamani Deb Barma, Radhanagar.	0·98 acre.
260.	Surjyaram Deb Barma, S/o, Dhanai Deb Barma, Radhanagar.	1·90 acres.
261.	Ramanath Deb Barma, S/o, Dhanai Deb Barma, Radhanagar.	1·90 acres.
262.	Gangadhar Deb Barma, S/o, Surendra Deb Barma, Radhanagar.	1·61 acres.
263.	Surjya Singh, S/o, Mandari Singh, Radhanagar.	1·90 acres.
264.	Pranesh Chandra Das, S/o, Baradacharan Das, Radhanagar.	0·40 acre.
265.	Laichuram Singh, S/o, Manmai Singh, Radhanagar.	3·43 acres.

266.	Narayan Mukherjee, S/o, Babu Mukherjee, Radhanagar.	0'24 acre.
267.	Sadhan Barua, S/o, Prasanna Chandra Barua, Radhanagar.	0'44 acre.
268.	Khandal Singh. S/o, Kshirode Singh, Radhanagar.	1'80 acre.
269.	Bipin Chandra Nath, S/o, Loknath Nath, Radhanagar.	0'94 acre.
270.	Harimohan Singh, S/o. Kunjakanta Singh, Radhanagar.	0'43 acre.
771.	Brajamohan Singh. S/o. Lakhikanta Singh. Radhanagar.	0'09 acre.
272.	Baisakharai Deb Barma, S/o. Ram of Rajkandi.	2'48 acres.
273.	Kantamani Deb Barma, S/o. Purna Singh, Rajkandi.	2'48 acres.
274.	Kantamrani Deb Barma. S/o. Kamicha, Rajkandi.	2'26 acres.
75.	Daityamani Deb Barma, S/o, Nishan Deb Barma of Rajkandi.	2'25 acres.
276.	Surindra Deb Barma, S/o. Pilabhia, Rajkandi.	2'77 acres.
277.	Joynarayan Deb Barma. S/o. Dhananjoy Deb Barma of Rajkandi.	2'37 acres.
278.	Tarasingh Deb Barma, S/o. Nilmani Deb Barma of Rajkandi.	0'39 acre.
279.	Mangrai Deb Barma, S/o. Noandakishore Deb Barma of Rajkandi.	0'22 acre.
280.	Sipai Deb Barma. S/o. Nishiram Deb Barma of Rajkandi.	0'20 acre.
281.	Nilmani Deb Barma. S/o. Madan Deb Barma of Rajkandi.	0'16 acre.
282.	Jaladhar Deb Barma, S/o. Nishiram Deb Barma of Rajkandi.	0'13 acre.
283.	Srinath Deb Barma. S/o, Mansingh Deb Barma of Rajkandi.	0'95 acre.
284.	Dukhia Deb Barma, S/o, Purna Singh of Rajkandi.	0'22 acre.
285.	Sujoy Deb Barma, S/o. Mangal Singh. Deb Barma of Rajkandi.	0'34 acre.
286.	Tarasingh Deb Barma, S/o. Madhucharan Deb Barma of Rajkandi.	2'77 acres.
287.	Lalitmohan Deb Barma, S/o. Chandramadan Deb Barma of Rajkandi.	0'26 acre.
288.	Jaminimohan Debnath. S/o, Debendra Chandra Debnath, Rajkandi.	0'37 acre.
289.	Nagendra Debnath, S/o. Subhankar Debnath of Rajkandi.	1'76 acres.
290.	Sarala Debi, W/o, Debendrachandra Debnath of Rajkandi.	0'56 acre.
291.	Kumudini Debi, W/o, Kamalamohan Debnath of Rajkandi.	1'49 acres.

292.	Mathurchandra Debnath, S/o, Sankar Debnath of Rajkandi.	1·52 acres.
293.	Jaminimohan Debnath, S/o, Brindaban Debnath of Rajkandi.	3·39 acres.
294.	Mangkarai Deb Barma, S/o, Sonahari Deb Barma of Rajkandi.	1·18 acres.
295.	Surendra Malakar, S/o, Maniram Malakar of Rajkandi.	0·70 acre.
296.	Nirode Debnath, S/o, Rajanikanta Debnath of Rajkandi.	2·73 acres.
297.	Kulachandra Nath, S/o, Kajal Nath of Rajkandi.	4·41 acres.
298.	Nityananda Debnath, S/o, Dinamani Debnath of Rajkandi.	0·45 acre.
299.	Subhankar Debnath, S/o, Dinamoni Debnath of Rajkandi.	2·37 acres.
300.	Dhirendra Chandra Debnath, S/o, Debendra Chandra Debnath, Rajkandi.	3·48 acres.
301.	Girish Ch. Debnath, S/o, Subal Ch. Debnath of Rajkandi.	1·03 acres.
302.	Paresh Ch. Debnath, S/o, Kinkar Ch. Debnath of Rajkandi.	5·94 acres.
303.	Tariniroy Malakar, S/o, Maniram of Rajkandi.	5·59 acres.
304.	Rajkumar Deb Barma, S/o, Dulalram Deb Barma of Rajkandi.	0·71 acre.
305.	Khemendra Malakar, S/o, Kaminiram Malakar of Rajkandi.	1·58 acres.
306.	Joykishore Deb Barma, S/o, Saratchandra Deb Barma of Rajkandi.	4·14 acres.
307.	Gyan Deb Barma, S/o, Jaggyamani Deb Barma of Rajkandi.	1·41 acres.
308.	Dukha Ch. Deb Barma, S/o, Birchandra Deb Barma of Rajkandi.	1·84 acres.
309.	Mahendraram Malakar, S/o, Udairam Malakar, Rajkandi.	1·35 acres.
310.	Suriram Malakar, S/o, Mathuram Malakar, Rajkandi.	2·47 acre.
311.	Lokram Malakar and others, S/o, Galairam of Rajkandi.	0·85 acre.
312.	Ramanram Malakar, S/o, Charanram Malakar, Rajkandi.	1·72 acres.
313.	Sithairam Malakar, S/o, Hunaram Malakar of Rajkandi.	0·67 acre.
314.	Jogendra Debnath, S/o, Kunjamohan Debnath of Rajkandi.	1·11 acres.
315.	Durjadhan Debnath, S/o, Prasadchandra Debnath of Rajkandi.	1·09 acres.
316.	Mahendraram Malakar, S/o, Gouriram Malakar of Rajkandi.	0·66 acre.
317.	Lokram Malakar, S/o, Ganairam Malakar of Rajkandi.	3·03 acres.

318.	Suresh Ch. Namasudra, S/o, Nabinchandra Namasudra of Rajkandi.	1·23 acres.
319.	Nandalal Debnath, S/o. Chandramohan Debnath of Rajkandi.	1·01 acres.
320.	Gorachand Debnath, S/o. Gobinda Debnath of Rajkandi.	1·15 acres.
321.	Madhuram Deb Barma, S/o. Nandakumar Deb Barma of Rajkandi.	0·55 acre.
322.	Sachindra Deb Barma, S/o. Baikuntha Deb Barma of Rajkandi.	0·52 acre.
323.	Akshoy Deb Barma, S/o. Ramsingh Deb Barma of Rajkandi.	8·41 acres.
324.	Hasakraoy Deb Barma, S/o, Rambahadur Deb Barma of Rajkandi.	2·26 acres.
325.	Niran Deb Barma, S/o, Chandramangal Deb Barma of Rajkandi.	1·57 acres.
326.	Chandmangal Deb Barma, S/o, Mohan Deb Barma of Rajkandi.	3·06 acres.
327.	Rajmani Deb Barma, S/o. Iswardayal Deb Barma. Rajkandi.	1·31 acres.
328.	Sukhichandra Deb Barma, S/o. Iswardayal Deb Barma of Rajkandi.	0·53 acre.
329.	Srishchandra Deb Barma, S/o. Bishuchandra Deb Barma of Rajkandi.	1·53 acres.
330.	Gangamani Deb Barma, S/o. Mohan Deb Barma of Rajkandi.	1·58 acres.
331.	Abhimanyu Deb Barma, S/o. Raisingh Deb Barma of Rajkandi.	0·13 acre.
332.	Chandramani Deb Barma, S/o, Raidhan Deb Barma of Rajkandi.	0·32 acre.
333.	Raisingh Deb Barma, S/o. Hritichandra Deb Barma of Rajkandi.	0·28 acre.
334.	Maraichandra Deb Barma, S/o. Suaram Deb Barma of Rajkandi.	0·16 acre.
335.	Kantamani Deb Barma, S/o, Mankarai Deb Barma of Rajkandi.	0·15 acre.
336.	Suresh Chandra Deb Barma, S/o. Chandranath Deb Barma, Rajkandi.	0·15 acre.
337.	Krishnachandra Deb Barma, S/o. Bishumani Deb Barma, Rajkandi.	0·25 acre.
338.	Sonaisingh Deb Barma, S/o. Madhabchandra Deb Barma, Rajkandi.	1·33 acres.
339.	Bilashmani Deb Barma, S/o. Ramdewan Deb Barma, Rajkandi.	6·72 acres.
340.	Joydewan Deb Barma, S/o. Mangalchandra Deb Barma, Rajkandi.	0·25 acre.
341.	Mahikanta Deb Barma, S/o, Biswambar Deb Barma, Rajkandi.	0·24 acre.
42.	Rabindra Chandra Deb Barma, S/o. Srishchandra Deb Barma, Rajkandi.	0·37 acre.
343.	Abhicharan Deb Barma, S/o. Naran Singh Deb Barma, Rajkandi.	0·88 acre.

344.	Lokram Malakar, S/o, Rajkandi.	0'88 acre.
345.	Dhirendrachandra Debnath & others, S/o, Debendra Chandra Debnath, Rajkandi.	0'61 acre
346.	Sukramani Deb Barma, S/o, Ramdewan Deb Barma, Rajkandi.	1'66 acres.
347.	Premananda Das, S/o, Radhacharan Das of Rajkandi.	1'17 acres.
348.	Jaminimohan Debnath, S/o, Debendra Chandra Debnath, Rajkandi.	0'67 acre.
349.	Saralabala Debi, W/o, Debendra Ch. Debnath of Rajkandi.	1'72 acres.
350.	Ramhari Deb Barma, S/o, Dwipchand Deb Barma, Rajkandi.	2'22 acres.
351.	Surendramohan Debnath, S/o. Nandikishore Debnath of Rajkandi.	1'55 acres.
352.	Baradakanta Adhikari, S/o, Brajabasi, Suresh Ch. Dey, S/o, Kailash Manaprava Sen, S/o, Mathur Sen, Gokulnagar.	4'87 acres.
353.	Bihari Sabdakar, S/o, Sarat Sabdakar of Gokulnagar.	4'18 acres.
354.	Surai Malakar, S/o, Sujanram Malakar of Gokulnagar.	2'82 acres.
355.	Pabitra Malakar, S/o, Prakashram Malakar of Gakulnagar.	0'42 acre.
356.	Atul Malakar, S/o, Abhoy Malakar of Gakulnagar.	0'88 acre.
357.	Sachindra Malakar, S/o, Bashichandra Malakar of Gakulnagar.	0'95 acre.
358.	Mahendra Malakar, S/o, Kantaram Malakar of Gakulnagar.	0'79 acre.
359.	Jamini Malakar, S/o, Kashai, Sachindra Malakar, S/o, Kashiram, Benode Malakar, S/o, Narayan Malakar of Gakulnagar.	1'86 acres.
360.	Sachindra Malakar, S/o, Gunaram Malakar of Gakulnagar.	1'38 acres.
361.	Ram Malakar, S/o, Jiban Malakar of Gakulnagar.	0'55 acre.
362.	Taliram Malakar, S/o, Indramohan Malakar of Gakulnagar.	1'27 acres.
363.	Upendra Malakar, S/o, Brajaram Malakar of Gakulnagar.	0'65 acre.
364.	Fatik Chandra Deb, S/o, Sarada Chandra Deb of Gakulnagar.	2'702 acres.
365.	Kutiram Malakar, S/o, Gopal Malakar of Gakulnagar.	1'59 acres.
366.	Nagendra Malakar, S/o, Girish Malakar of Gakulnagar.	0'26 acre.
367.	Nabiram Malakar, Dwijendra Malakar, Sasadhar Malakar, S/o, Naruram Malakar of Gakulnagar.	1'01 acres.

368.	Nandakuma Sarma, S/o, Dinanath of Gakulnagar.	0'64 acre.
369.	Barindra Malakar, S/o, Sarat Malakar of Gakulnagar.	0'64 acre.
370.	Ratan Malakar, S/o, Narayan Malakar of Gakulnagar.	9'80 acres.
371.	Manuprava Sen, W/o, Mathur Sen, Suresh Ch. Dey, Barindra Ch. Dey, Jatindra Ch. Dey, S/o, Kailash Ch. Dey of Gakulnagar.	3'49 acres.
372.	Umesh Ch. Tuli, S/o, Brajaram Tuli, Kshetrabala, W/o, Brajaram Tuli of Gakulnagar.	3'59 acres.
373.	Umesh Sabdakar, S/o. Nandaram Sabdakar of Gakulnagar.	0'76 acre.
374.	Binanda Malakar, S/o, Narayan Malakar of Gakulnagar.	0'17 acre.
375.	Suprava Dutta, W/o, Kshitish Dutta of Gakulnagar.	1'70 acres.
376.	Sumati Dey, W/o, Sashi Dey of Gakulnagar.	0'25 acre.
377.	Nakul Ch. Das, S/o. Gagan Ch. Das of Gakulnagar.	0'57 acre.
378.	Ramani Sabdakar, S/o, Raidhan Sabdakar of Gakulnagar.	0'47 acre.
379.	Suresh Sabdakar. S/o, Promode Sabdakar of Gakulnagar.	0'45 acre.
380.	Bihari Sabdakar, S/o, Katan Sabdakar of Gakulnagar.	0'53 acre.
381.	Tarani Sabdakar. S/o. Ram Sabdakar of Gakulnagar.	0'39 acre.
382.	Prasanna Sabdakar. S/o, Prakash Sabdakar of Gakulnagar.	0'16 acre.
383.	Narendra Das, S/o. Nirode Das of Gakulnagar.	1'21 acres.
387.	Satyendra Das. S/o, Sarat Das of Gakulnagar.	0'14 acre.
385.	Basanta Chakraborty, S/o, Basudev Chakraborty of Gakulnagar.	1'89 acres.
386.	Nirode Ch. Das, S/o, Gobardhan Ch. Das of Gakulnagar.	0'65 acre.
387.	Ratan Das Baisnab, S/o, Kirti Das Baisnab of Gakulnagar.	1'16 acres.
388.	Sachindra Malakar, S/o, Gunaram Malakar of Gakulnagar.	1'01 acres.
389.	Ramesh Chandra Das, S/o, Ramgobinda Das of Gakulnagar.	2'72 acres.
390.	Bhagirath Malakar, S/o, Jiban Malakar of Gakulnagar.	2'78 acres.
391.	Jaggamani Baisnabi, W/o, Gobinda Baisnab of Gakulnagar.	2'66 acres.
392.	Kaminikanta Das, S/o, Kishore Das of Gakulnagar.	2'71 acres.

393. Girish Malakar, S/o, Namrup Malakar of Gakulnagar. 2·93 acres.
394. Umesh Chandra Malakar, S/o, Kirtiram Malakar of Gakulnagar. 3·79 acres.
395. Manoranjan Das, S/o, Joychand Das of Gakulnagar. 0·77 acre.
396. Taraniram Malakar, S/o, Sarbaram Malakar of Gakulnagar. 1·60 acres.
397. Payarimohan Malakar, S/o, Sarup Malakar of Gakulnagar. 0·42 acre.
398. Kanukumar Deb, S/o, Sujan Deb of Gakulnagar. 0·36 acre.
399. Harimohan Roy, S/o, Krishnachandra Roy of Gakulnagar. 1·55 acres.
400. Ranubala Das, W/o, Surendra Das of Gakulnagar. 0·69 acre.
401. Jogendra Das, S/o, Ishanchandra Das of Gakulnagar. 0·34 acre.
402. Baxiram Das, S/o, Paduram Das of Gakulnagar. 1·60 acres.
403. Dhirendra Kumar Das, S/o, Rudramani Das of Gakulnagar. 0·92 acre.
404. Surendra Sabdakar, S/o, Rajibram Sabdakar of Gakulnagar. 0·24 acre.
405. Basanta Kumar Sabdakar, S/o, Banshi Kumar Sabdakar of Gakulnagar. 0·99 acre.
406. Biru Sabdakar, S/o, Bagaban Sabdakar of Gakulnagar. 1·11 acres.
407. Brajaram Sabdakar, S/o, Bishnuram Sabdakar of Gakulnagar. 0·67 acre.
408. Rajani Sabdakar, S/o, Arjun Sabdakar of Gakulnagar. 0·43 acre.
409. Rajendra Sabdakar, S/o, Dasarath Sabdakar of Gakulnagar. 0·28 acre.
410. Matiram Sabdakar, S/o, Murari Sabdakar of Gakulnagar. 0·65 acre.
411. Baikunta Sabdakar, S/o, Bhabananda Sabdakar of Gakulnagar. 0·99 acre.
412. Kamini Suklabaidya, S/o, Bhimroy Suklabaidya of Gakulnagar. 1·26 acres.
413. Surendra Namasudra, S/o, Haran Namasudra of Gakulnagar. 3·19 acres.
414. Satish Chandra Malakar, S/o, Ananda Malakar of Gakulnagar. 1·62 acres.
415. Nirada Sundari Goswami, W/o, Jogesh Goswami of Gakulnagar. 1·32 acres.
416. Chandra Kumar Sabdakar, S/o, Kishore Payaree Sabdakar, S/o, Chandrakumar Sabdakar of Gakulnagar. 1·25 acres.
417. Dinesh Chandra Sarma, S/o, Bishai Sarma of Gakulnagar. 0·60 acre.

418.	Dhakshina Ranjan Das. S/o. Debendra Ranjan Das of Gakulnagar.	0·29 acre.
419.	Ananda Sabdakar, S/o, Kailash Sabdakar of Gakulnagar.	2·03 acres.
420.	Bharat Sabdakar, S/o, Katai Sabdakar of Gakulnagar.	1·63 acres.
421.	Jogesh Chandra Kapalik, S/o, Jatramohan Kapalik of Gakulnagar.	0·36 acre.
422.	Nishikanta Kapalik, Gaganchandra Kapalik, Girish Ch. Kapalik, S/o, Harashram Kapalik of Gakulnagar. Jogesh Ch. Kapalik, S/o. Jatramohan Kapalik	5·00 acres.
423.	Jamini, Kamini, Tarani Malakar, S/o, Kishore Malakar of Gakulnagar.	2·61 acres.
424.	Barindra Das, S/o, Baikuntha Das of Gokulnagar.	0·90 acre.
425.	Umesh, Ramesh, Prabhed Malakar, S/o. Raman Malakar of Gakulnagar.	4·36 acres.
426.	Rabesh Chandra Deb, S/o, Rebati Chandra Deb of Gakulnagar.	0·79 acre.
427.	Bharatram Duli, S/o. Iran Duli of Gakulnagar.	0·72 acre.
428.	Suresh Malakar, S/o. Sarat Malakar of Gakulnagar.	1·24 acres.
429.	Piyari Malakar, S/o. Sarup Malakar of Gakulnagar.	1·37 acres.
430.	Rajani Malakar, S/o, Nabin Malakar of Gakulnagar.	0·55 acre.
431.	Kamini Kumar Majumder, S/o, Nanda Kumar Majumder of Fatikroy.	0·23 acre.
432.	Ningthau Singh, S/o. Saura Singh of Fatikroy.	0·47 acre.
433.	Prafulla Kumar Roy, S/o. Kamini Kumar Roy of Fatikroy.	0·12 acre.
434.	Arifulla, S/o. Khatin Mahammad of Fatikroy.	0·33 acre.
435.	Umesh Ch. Deb, S/o, Sarat Ch. Deb of Fatikroy.	0·62 acre.
436.	Narabanda Kani, S/o, Surjyakanta Kani of Fatikroy.	1·05 acres.
437.	Nirasang Kani, S/o, Surjyakanta Kani of Fatikroy.	0·38 acre.
438.	Narendra Chandra Kani, S/o, Surjyakanta Kani of Fatikroy.	1·37 acres.
439.	Surendra Kumar Namasudra, S/o. Haridhanran Namasudra, Fatikroy.	1·58 acres.
440.	Sashimohan Sarkar, S/o, Kulachandra Sarkar of Fatikroy.	1·29 acres.
441.	Surendra Ch. Dey, S/o, Biharilal Dey of Fatikroy.	0·36 acre.
442.	Krishnamohan Dey, S/o. Mathur Dey of Fatikroy.	0·51 acre.

443.	Ramaninmohan Das, S/o, Manik Chandra Das of Fatikroy.	0·19 acre.
444.	Mahananda Deb, S/o, Harchandra Deb of Fatikroy.	0·47 acre.
445.	Mahendra Dey, S/o, Haricharan Dey of Fatikroy.	3·14 acres.
446.	Manmohan Dey, S/o, Mathuramohan Dey of Fatikroy.	3·54 acres.
447.	Sukhamayee Roy, S/o, Bidhu Roy of Fatikroy.	0·37 acre.
448.	Hardhan Dey, S/o, Gangaram Dey of Fatikroy.	0·78 acre.
449.	Paresh Ch. Dey, S/o, Purushram Dey of Fatikroy.	1·58 acres.
450.	Brajendra Dhar, S/o, Bharat Chandra Dhar of Fatikroy.	0·66 acre.
451.	Upendra Kumar Dutta, S/o, Sashiram Dutta of Fatikroy.	0·52 acre.
452.	Tarani Dutta, S/o, Joygobinda Dutta of Fatikroy.	0·51 acre.
453.	Swadeshranjan Banik, S/o, Haricharan Banik of Fatikroy.	0·11 acre.
454.	Birendra Bhattacharjee, S/o, Rupeswar Bhattacharjee of Fatikroy.	0·09 acre.
455.	Kshetramohan Dhar, S/o, Rajkishore Dhar of Fatikroy.	0·11 acre.
456.	Pulin Ch. Dey, S/o, Uparan Dey of Fatikroy.	0·06 acre.
457.	Nripendra Kumar Dey, S/o, Radhacharan Dey of Fatikroy.	0·13 acre.
458.	Rajmohan Sarkar, S/o, Kamini Sarkar of Fatikroy.	1·60 acres.
459.	Umesh Chandra Deb, S/o, Barat Chandra Deb of Fatikroy.	1·32 acres
460.	Harendra Dhar, S/o, Rabindra Dhar of Fatikroy.	2·29 acres.
461.	Prabhat Majumder, S/o, Chandicharan Majumder of Fatikroy.	0·34 acre.
462.	Krishnagopal Goswami, S/o, Krishnamohan Goswami of Fatikroy.	1·91 acres.
463.	Promode Chandra Das, S/o, Nirode Chandra Das of Fatikroy.	0·31 acre.
464.	Basanta Dutta, S/o, Sarat Dutta of Fatikroy.	0·26 acre.
465.	Benubhusan Palit, S/o, Behari Palit of Fatikroy.	0·80 acre.
466.	Naresh Ch. Dey, S/o, Mathurchandra Dey of Fatikroy.	0·23 acre.
467.	Debendra Chakraborty, S/o, Ramakanta Chakraborty of Fatikroy.	0·39 acre.
468.	Sunil Chandra Dey, S/o, Satish Chandra Dey of Fatikroy.	0·32 acre.

469. Suresh Bhattacharjee, S/o, Ramsundar, Bhattacharjee of Fatikroy. 0'27 acre
470. Rashiklal Das, S/o, Amarchand Das of Fatikroy. 1'68 acres.
471. Akali Rudrapal, S/o, Akshoy Rudrapal of Fatikroy. 0'30 acre.
472. Nakulchandra Dutta, S/o, Udaychandra Dutta of Fatikroy. 1'02 acres.
473. Birmani Sadhu, S/o, Jiban Singh of Fatikroy. 1'61 acres.
474. Premananda Das Baisnab, S/o, Chandranath Das Baisnab af Fatikroy. 0'10 acre.
475. Darpanarayan Das, S/o, Sarbananda Das of Fatikroy. 1'67 acres.
476. Jawharlal Dutta, S/o, Satish Chandra Dutta of Fatikroy. 3'82 acres.
477. Putul Malakar, S/o, Suresh Malakar of Fatikroy. 1'10 acres.
478. Narsingh Malakar, S/o, Nabin Malakar of Fatikroy. 4'31 acres.
479. Upendra Malakar, S/o, Nabin Malakar of Fatikroy. 1'30 acres.
480. Sachindra Malakar, S/o, Indra Malakar of Fatikroy. 0'81 acre.
481. Digendra Nath Some, S/o, Dwarika Nath Some of Fatikroy. 0'12 acre.
482. Chaitanya Malakar, S/o, Charan Malakar of Fatikroy. 0'61 acre.
483. Girish Malakar, S/o, Joyram Malakar of Fatikroy. 1'76 acres.
484. Jatindra Malakar, S/o, Janakram Malakar of Fatikroy. 0'82 acre.
485. Kaminikanta Malakar, S/o, Prakash Malakar of Fatikroy. 5'55 acres.
486. Harimohan Roy, S/o, Giridhan Roy of Fatikroy. 1'00 acres.
487. Gopendralal Roy, S/o, Gobinda Roy of Fatikroy. 1'64 acres.
488. Benode Behari Dey, S/o, Ramsundar Dey of Fatikroy. 1'14 acres.
489. Sunil Chandra Dey, S/o, Anukul Chandra Dey of Fatikroy. 0'37 acre.
490. Birendra Kumar Dey, S/o, Mathuranath Dey of Fatikroy. 1'05 acres.
491. Harimohan Banik, S/o, Akhil Banik of Fatikroy. 0'45 acre.
492. Surendra Chandra Dey, S/o, Behari Chandra Dey of Fatikroy. 0'66 acre.
493. Ramesh Chandra Dey, S/o, Ramesh Chandra Dey of Fatikroy. 1'79 acre.
494. Ramanimohan Das, S/o, Maniklal Das of Fatikroy. 1'79 acres.

495.	Gouranga Chandra Majumder, S/o. Taranikanta Majumder of Fatikroy.	2·08 acres.
496.	Girish Sabdakar, S/o. Kishore Sabdakar of Fatikroy.	1·27 acres.
497.	Manoranjan Choudhury, S/o. Kalikumar Choudhury of Fatikroy.	0·69 acre.
498.	Angchau Barmij, S/o, Khaikai Barmij of Fatikroy.	2·10 acres.
499.	Paichau Barmij, S/o, Kashipau of Fatikroy.	2·32 acres.
500.	Surendra Chandra Sabdakar, S/o, Ratan Sabdakar of Fatikroy.	0·82 acre.
501.	Kshetramohan Dutta, S/o, Ramkrishna Dutta of Fatikroy.	0·54 acre.
502.	Sukhlal Deb Barman, S/o, Tarinicharan Deb Barma of Fatikroy.	1·92 acres.
503.	Sachindramohan Malakar, S/o, Kashiram Malakar of Fatikroy.	2·99 acres.
504.	Birendra Kumar Deb, S/o, Mathurnath Deb of Fatikroy.	1·55 acres.
505.	Nripendra Chandra Das, S/o, Kulachandra Das of Fatikroy.	4·15 acres.
506.	Tarini Kumar Das, S/o, Bharat Chandra Das of Fatikroy.	6·94 acres.
507.	Kausalla Das, W/o, Madhusudan Das of Fatikroy.	1·37 acres.
508.	Kshitindramohan Roy Choudhury, S/o. Kulachandra Roy Choudhury of Fatikroy.	3·90 acres.
509.	Raibangini Debroy, W/o. Kailash Debroy of Fatikroy.	6·13 acres.
510.	Kulachandra Das, S/o. Kailash Chandra Das of Fatikroy.	0·67 acre.
511.	Satyendra Bhattacharjee, S/o. Sarat Chandra Bhattacharjee of Fatikroy.	1·54 acres.
512.	Sudhir Chandra Dey, S/o, Surjyamani Dey of Fatikroy.	0·14 acre.
513.	Aswini Dey, S/o. Durgaram Dey of Fatikroy.	1·13 acres.
514.	Rashik Chandra Dey, S/o. Bharat Chandra DDey of Fatikroy.	0·59 acre.
515.	Rangabala Dey, W/o, Sarada dey of Fatikroy.	0·32 acre.
515.	Ketak Ranjan Dey, S/o, Behari Ranjan Dey of Fatikroy.	0·20 acre.
517.	Behari Debnath, S/o, Prakash Debnath of Fatikroy.	0·98 acre.
518.	Aswini Debnath, S/o, Abhoy Debnath of Fatikroy.	0·11 acre.
519.	Aditya Debnath, S/o, Adhar Debnath of Fatikroy.	0·37 acre.
520.	Nripendra Kumar Dey and others, S/o. Narayan Kumar Dey of Fatikroy.	1·31 acres.

521.	Shobacharan Debnath. S/o, Fatikroy.	0'28 acre.
522.	Girish Chandra Deb, S/o, Prakash Chandra Deb of Fatikroy.	0'28 acre.
523.	Ketakiranjan Dey, S/o, Bihari Ranjan Dey of Fatikroy.	0'47 acre.
524.	Paresh Chandra Dey and others. S/o, Sardhan Dey of Fatikroy.	0'76 acre.
525.	Nripendra Chandra Dey and others. S/o. Nabaram Chandra Dey of Fatikroy.	0'13 acre.
526.	Sudhir Ranjan Dey, S/o, Mathur Ranjan Dey of Fatikroy.	2'75 acres.
527.	Aswini Roy, S/o, Ratanmani Roy of Fatikroy.	0'43 acre.
528.	Upendra Sil. S/o, Mahim Sil of Fatikroy.	0'36 acre.
529.	Sukumari Banik. W/o. Lalit Banik of Fatikroy.	0'37 acre.
530.	Upendra Kumar Banik, S/o, Lalit Kumar Banik of Fatikroy	0'53 acre.
531.	Jagabandhu Banik. S/o. Sashi Banik of Fatikroy.	0'56 acre.
532.	Rakhalbasi Banik, S/o. Jogesh Banik of Fatikroy.	0'88 acre.
532.	Manmohini Roy, S/o. Mukunda Roy of Fatikroy.	0'60 acre.
534.	Umesh Banik, S/o, Gobinda Banik of Fatikroy.	0'79 acre.
535.	Suresh Banik. S/o. Abhoy Banik of Fatikroy.	0'17 acre.
536.	Saday Chandra Das, S/o, Krishna Chandra Das of Fatikroy.	1'90 acres.
537.	Suramabala Roy. D/o. Debendra Roy of Fatikroy.	
538.	Najabulla. S/o, Fajil of Fatikroy.	0'46 acres.
539.	Debendra Chakraborty. S/o, Ramkanta Chakraborty of Fatikroy.	0'25 acre.
540.	Ratikanta Sarma, S/o, Bangabehari Sarma of Fatikroy.	1'12 acres.
541.	Kaliprasanna Majumder. S/o. Chandicharan Majumder of Fatikroy.	0'77 acre.
542.	Subhaschandra Dey, S/o, Fatikroy.	0'32 acre.
543.	Naresh Chandra Nath, S/o. Golak Chandra Nath of Fatikroy.	1'19 acres.
544.	Suresh Chandra Ghose, S/o. Kshirode Chandra Ghose of Fatikroy.	0'17 acre.
545.	Kamini Kumar Sabdakar, S/o, Bahuram Sabdakar of Fatikroy..	0'40 acre.

546. Jogesh Sabdakar, S/o, Bajai Sabdakar of Fatikroy. 0'30 acre.
547. Kandairam Sabdakar, S/o, Kantai Sabdakar of Fatikroy. 0'55 acre.
548. Jabedabibi, W/o, Fajil of Fatikroy. 0'53 acre.
549. Sashi Malakar, S/o, Sakhai Malakar of Fatikroy. 0'35 acre.
550. Lal Mahammad, S/o, Khalil Mahammad of Fatikroy. 1'79 acres
551. Hashibulla, S/o, Sakat of Fatikroy. 0'26 acre.
552. Rohinikumar Deb, S/o, Balachandra, Fatikroy. 1'45 acres
553. Samsu Mian, S/o, Janu Mian of Fatikroy. 0'15 acre.
554. Kubedali, S/o, Yakub of Fatikroy. 1'18acres
555. Upendra Roy, S/o, Bankishore Roy of Fatikroy. 1'74 acres
556. Hridyaram Das, S/o, Behari Das of Fatikroy. 0'20 acre.
557. Gouriprasad Roy, S/o, Jagannath Roy of Fatikroy. 2'77 acres
558. Gunamani Dey, S/o, Madhusudan Dey of Fatikroy. 0'96 acre.
559. Takurmani Das, S/o, Haridhan Das of Fatikroy. 0'41 acre.
560. Ibrahim Mian, S/o, Aachin Mian of Fatikroy. 0'35 acre.
561. Krishnamohan Namasudra, S/o, Fatikroy. 0'51 acre.
562. Suchitra Baisnabi, W/o, Payarimohan Baisnab of Fatikroy. 0'14 acre.
563. Lakhan Gope, S/o, Chandra Kumar Gope of Fatikroy. 2'15 acres
564. Sarishabala Dey, W/o, Santir Dey of Fatikroy. 0'25 acre.
565. Saratram Dutta, S/o, Ramchandra Dutta of Fatikroy. 1'74 acres
566. Sudhir Ch. Dutta, S/o, Sashimohan Dutta of Fatikroy. 1'89 acres
567. Thaneswar Majumder, S/o, Chandicharan Majumder of Fatikroy. 0'43 acre.
568. Bireswar Das, S/o, Ksheramohan Das of Fatikroy. 1'14 acres
569. Rabindra Das, S/o, Kshetramohan Das of Fatikroy. 3'11 acres
570. Manindra Malakar, S/o, Dwipram Malakar of Fatikroy. 0'63 acre.
571. Ketakiranjan Roy, S/o, Kunja Roy of Fatikroy. 0'18 acre.

572.	Jagai Sabdakar, S/o, Prakash Sabdakar of Fatikroy.	0'15 acre.
573.	Benode Behari Dey, S/o, Ramaundar Dey of Fatikroy.	0'43 acre.
574:	Sushil Ranjan Dey & others, S/o, Behari Ranjan Dey of Fatikroy.	1'81 acres.
575.	Saradacharan Dey, S/o, Behari Ranjan Dey of Fatikroy.	0'54 acre.
576.	Sushital Ranjan Dey, S/o, Behari Ranjan Dey of Fatikroy.	0'52 acre.
577.	Rashik Chandra Dey and others, S/o. Bharat Chandra Dey of Fatikroy.	5'78 acres.
578.	Subhasini Deb, W/o, Birendra Deb of Fatikroy.	0'16 acre.
579.	Krishna Kumar Majumder, S/o, Chandicharan Majumder of Fatikroy.	0'60 acre.
580.	Tikendrajit Majumder, S/o, Chandicharan Majumder of Fatikroy.	0'30 acre.
581.	Iswarchandra Dey, S/o, Surananda Dey of Fatikroy.	0'06 acre.
582.	Satyendra Bhattacharjee, S/o, Sarat Bhattacharjee of Fatikroy.	3'83 acres.
583.	Advaita Debnath, S/o, Adhar Debnath of Fatikroy.	0'27 acre.
584.	Aswini Debnath, S/o, Abhoy Debnath of Fatikroy.	0'78 acre.
585.	Behari Debnath and others, S/o, Prakash Debnath of Fatikroy.	0'29 acre.
586.	Sadhanchandra Debnath, S/o, Ramkanta Debnath of Fatikroy.	0'72 acre.
587.	Paresh Chandra Dey, S/o, Sardhan Chandra Dey of Fatikroy.	1'35 acres.
588.	Aswini Kumar Dey, S/o, Durga Charan Dey of Fatikroy.	2'15 acres.
589.	Sudhir Ranjan Dey, S/o, Mathur Dey of Fatikroy.	1'20 acres.
590.	Jogendra Kumar Das, S/o, Joygobinda Das of Fatikroy	1'59 acre.
591.	Nripendra Kumar Dey, S/o. Nabaram Dey of Fatikroy.	0'26 acre.
592.	Sudhirmohan Dey, S/o, Surjyamani Dey of Fatikroy.	0'20 acre.
593.	Mahendra Kumar Dey, S/o, Haricharan Dey of Fatikroy.	0'54 acre.
594.	Radhamohan Deb Roy, S/o, Lalmohan Deb Roy of Fatikroy.	0'40 acre.
595.	Alianjas, S/o, Abdul Rahman of Fatikroy.	0'88 acre.
596.	Prakharlal Jain, S/o, Sankarlal Jain of Fatikroy.	0'42 acre.
597.	Abdul Chamed Kayal, S/o, Ajoyuddin Chamed Kayal of Fatikroy.	0'57 acre.

598.	Sudhir Chandra Dutta, S/o, Sashimohan Dutta of Fatikroy.	0·59 acre.
599.	Satish Chandra Deb, S/o, Ramesh Chandra Deb of Fatikroy.	0·27 acre.
600.	Suresh Chandra Dey. S/o, Ramsaran Dey of Fatikroy.	0·20 acre.
601.	Abdul Nur, S/o. Nainuddin Nur of Fatikroy.	0·75 acre.
602.	Harendra Sabdakar. S/o. Lab Sabdakar of Fatikroy.	2·49 acres.
603.	Hirendra Dhar, S/o. Brajendra Dhar of Fatikroy.	0·10 acre.
604.	Suchitra Baisnabi. W/o. Adyaita Das of Fatikroy.	0·14 acre.
605.	Bhopesh Ranjan Deb. S/o. Gurucharan Deb of Fatikroy.	0·51 acre.
606.	Sadhir Sabdakar. S/o. Jagai Sabdakar of Fatikroy.	2·89 acres.

STATEMENT SHOWING THE NAMES AND ADDRESSES OF THE UNAUTHORISED OCCUPIER AND THE QUANTITY OF LAND UNDER THE THEIR POSSESSION UNDER FATIKROY TEHSIL KATCHERY.

Sl. No.	Name and address	Area in acres
1.	Sundar Ram Paul. S/o Sudam Paul. Krishnagar.	1.19
2.	Labanga Bala Deb. W/o Jogesh Deb. Krishnagar.	.13
3.	Chauba Singh. S/o Gairak. Krishnagar.	.17
4.	Leashu Chauba Singh. S/o Garu Singh. Krishnagar.	.14
5.	Lalit Singh. Garik. Krishnagar.	1.56
6.	Amu Singh, Girak. Krishnagar.	2.68
7.	Krishna Kumar Singh. S/o Tarang. Krishnagar.	1.08
8.	Chandra Singh. S/o Basanta Singh. Krishnagar.	1.26
9.	Sana Singh. S/o Moba Singh. Krishnagar.	.11
10.	Dhanu Singh. S/o Mouba Singh, Krishnagar.	.30
11.	Thakur Dhan Singh, Sonatan Singh, Krishnagar.	.29
12.	Tambra Singh, S/o Chauba, Krishnagar.	.46

13.	Sukumar Paul, S/o Surendra, Krishnagar.	.40
14.	Kunja Babu Singh, S/o Giri Baran, Krishnagar.	.80
15.	Intaj Ali, S/o Samulla, Krishnagar.	.38
16.	Sujan Ram Malakar , S/o Bishu Ram, Krishnagar.	.18
17.	Sona Ram Malakar, Chura Ram, Krishnagar.	.23
18.	Dusta Ram Malakar, S/o Baju Ram, Krishnagar.	.17
19.	Benode Behari Datta, Bahanta Kumar, Krishnagar.	.72
20.	Rashmay Dutta, Krishnagar.	.07
21.	Darika Datta, S/o Radha Charan, Krishnagar.	.35
22.	Pariya Mohan Deb, S/o Prashad, Krishnagar.	.79
23.	Rajendra Kumar Deb, S/o Prashad, Krishnagar.	7.30
24.	Narendra Kumar Deb, S/o Prashad, Krishnagar.	.04
25.	Umesh Paul, S/o Mahendra Paul, Krishnagar.	.79
26.	Nagendra Paul, S/o Rajendra Paul, Krishnagar.	1.18
27.	Thaiyba Singh, S/o Sena Manik, Krishnagar.	1.30
28.	Chinta Barmij, S/o Nanai, Krishnagar.	.16
29.	Saipa Barmij, S/o Chalak, Krishnagar.	.45
30.	Binua Barmij, S/o Binjua, Krishnagar.	.91
31.	Bata Krishna Banik, S/o Basanta Banik, Krishnagar.	1.02
32.	Khatur Nesha, W/o Eakiohin, Krishnagar.	.98
33.	Mamuj Ulla, S/o Afln, Krishnagar.	.68
34.	Chitta Ranjan Datta, S/o Debendra, Krishnagar.	4.05
35.	Prava Mani Deb, W/o Pradyan Kumar, Krishnagar.	2.51
36.	Mahendra Nath Song, S/o Gabai Nath, Krishnagar.	.19
37.	Bepin Chandra Dhar, S/o Sarat Chandra Dhar, Krishnagar.	.23

38	Rajani Kanta Singh. S/o Ram Kanta, Krishnagar.	.36
39	Man Ulla. Krishnagar.	.84
40	Ashrab Ulla, Krishnagar.	.55
41	Basanta Singh, S/o Man, Krishnagar.	.91
42	Kulba Sharma, S/o Jatu, Krishnagar.	.46
43	Khamba Singh, S/o Tandal, Krishnagar.	.20
44	Jamani Kumar Paul, S/o Hari Charan Paul, Krishnagar.	.99
45	Kamani Bhattacherjee, S/o Kalish, Krishnagar.	1.16
46	Gopi Mohan Singh, S/o Lakshi Kanta, Krishnagar.	1.04
47	Kul Jan Bibi, W/o Maharam, Krishnagar.	.27
48	Rakesh Bhattacherjee, Krishnagar.	.62
49	Abjal Mang, S/o Isha Mang, Krishnagar.	2.48
50	Safar Ulla, S/o Abair Mang, Krishnagar.	1.22
51	Girendra Kumar Deb, S/o Jatindra, Krishnagar.	.56
52	Girash Ram Deb, S/o Bharat Chandra, Krishnagar.	3.00
53	Akhya Kumar Paul, S/o Anul, Krishnagar.	1.95
54	Sudhir Chandra Paul, S/o Girish, Krishnagar.	3.32
55	Suresh Chandra Dey, S/o Ram Charan, Krishnagar.	.52
56	Rashmoy Dey, S/o Ram Saran, Krishnagar.	1.68
57	Pravashini Dey, W/o Suresh, Krishnagar.	.60
58	Behari Lal Dhar, S/o Madan Ram, Krishnagar.	3.80
59	Prayari Charan Deb, S/o Rajendra Kumar Deb, Krishnagar.	3.17
60	Safar Ulla, S/o Abaid Mang, Krishnagar.	.90
61	Ramesh Chandra Dey, S/o Gour Charan, Krishnagar.	3.09
62	Matar Ulla, S/o Majum, Krishnagar.	1.40
63,	Madan Singh, S/o Joy Singh, Krishnagar.	3.30

64.	Mahendra Kumar Datta, S/o Chandra Ram, Krishnagar.	.31
65.	Jadu Nath Paul, S/o Braja Kishore Paul, Krishnagar.	.64
66.	Rusani Bala Datta, S/o Prashna Datta, Krishnagar.	3.22
67.	Girendra Kumar Deb, S/o Sarat Chandra Deb, Krishnagar.	.57
68.	Narendra Kumar Deb, S/o Prashad Deb, Krishnagar.	.31
69.	Jatindra Kumar Deb, S/o Sarat Chandra Deb, Krishnagar.	1.40
70.	Bipin Chandra Dhar, S/o Sarat Chandra Dhar, Krishnagar.	1.09
71.	Sudhir Ranjan Paul, S/o Girish Chandra Paul, Krishnagar.	.55
72.	Jogendra Paul, S/o Lochan Paul, Krishnagar.	.51
73.	Birendra Singh, S/o Tamal Sing, Krishnagar.	.08
74.	Benode Behari Datta, S/o Basanta Datta, Krishnagar.	.18
75.	Pravat Chandra Paul, S/o Prashan Paul, Krishnagar	.13
76.	Prayari Mohan Deb, S/o Prashad, Krishnagar.	2.22
77.	Lok Nath Paul, S/o Prashad, Krishnagar.	2.03
78.	Abar Ulla, S/o Mabar Ulla, Krishnagar.	1.62
79.	Girish Ram Deb, S/o Bharat Ram, Krishnagar.	1.25
80.	Akhay Kumar Paul, S/o Iswar Paul, Krishnagar.	1.97
81.	Mahendra Chandra Paul, S/o Keshab Ram, Krishnagar.	1.22
82.	Susanti Bala Paul, W/o Pramesh, Krishnagar.	.13
83.	Akhay Kumar Paul, S/o Atul, Krishnagar.	.54
84.	Bashu Kharatishe, S/o Bar Gol, Krishnagar.	.35
85.	Achain Ulla, S/o Kachim, Krishnagar.	.82
86.	Gul Jan Bibi, W/o Jouab Ulla, Krishnagar.	.27
87.	Khirod Behari Kar, S/o Masah Kar, Krishnagar.	.45
88.	Nikanju Banik, S/o Aswani Banik, Krishnagar.	1.81
89.	Surja Ram Deb, S/o Durja Ram, Krishnagar.	.84

90.	Sona Ram Malakar, S/o Chura Ram, Krishnagar.	4.25
91.	Mahaim Chandra Paul, S/o Birendra Paul, Krishnagar.	1.98
92.	Gour Mani Singh, S/o Babu Singh, Krishnagar.	.35
93.	Satish Chandra Das, S/o Pandit, Krishnagar.	.27
94.	Sonatan Singh, S/o Tandan, Krishnagar.	.34
95.	Fani Singh, S/o Hari Das, Krishnagar.	.15
96.	Krishnadhan Singh, S/o Thakur Singh, Krishnagar.	.18
97.	Fanu Chauba Singh, S/o Garik Singh, Krishnagar.	.32
98.	Mara Chauba Singh, S/o Babu Chou, Krishnagar.	.48
99.	Banka Behari Paul, S/o Binda Ram, Krishnagar.	.19
100.	Aswani Paul, S/o Kumar Chandra, Krishnagar.	.10
101.	Salindra Chandra Paul, S/o Behari Paul, Krishnagar.	.12
102.	Harandra Kumar Paul, S/o Bharat Chandra Krishnagar.	.24
103.	Jogendra Chandra Goswami, S/o Tarak Chandra, Krishnagar.	1.85
104.	Jamini Mohan Malakar, S/o Saday Ram, Krishnagar.	1.75
105.	Girendra Paul, S/o Jogendra, Krishnagar.	1.18
106.	Chandra Badan Singh, S/o Dhan Singh, Krishnagar.	1.03
107.	Nripendra Chandra Paul, S/o Gobinda Paul, Krishnagar.	.53
108.	Akhay Kumar Paul, S/o Narayan, Krishnagar.	.34
109.	Birendra Chandra Paul, S/o Sachindra Mohan, Krishnagar.	1.13
110.	Mahananda Deb, S/o Hara Chandra Deb, Krishnagar.	.74
111.	Fagishar Bibi, W/o Durkum, Krishnagar.	.10

112.	Gopendra Kumar Paul, S/o Hāra Prasad, Krishnagar.	.30
113.	Krishna Kumar Singh, S/o Tara Singh, Krishnagar.	.98
114.	Biresh Chandra Paul, S/o Bipin, Krishnagar.	.45
115.	Kali Charan Paul, S/o Sandan Paul, Krishnagar.	.55
116.	Tanu Babu Singh, S/o Garik, Krishnagar.	.06
117.	Lal Babu Singh, S/o. Garik Singh, Krishnagar.	.08
118.	Madhu Babu Singh, S/o Garik Singh, Krishnagar.	.37
119.	Mohani Babu Singh, S/o Garik Singh, Krishnagar.	.25
120.	Sudhir Chandra Paul, S/o Girish, Krishnagar.	.17
121.	Dinesh Chandra Paul, S/o Sarada, Krishnagar.	.08
122.	Aruna Chandra Dey, S/o Durjadhan, Krishnagar.	.12
123.	Maur Ulla, S/o Maij, Krishnagar.	.94
124.	Banka Charan Dey, S/o Badun, Krishnagar.	.32
125.	Chanu Mia, S/o Ichaim Ulla, Krishnagar.	3.90
126.	Babu Lal Singh, S/o Dayal, Krishnagar.	1.06
127.	Bhupendra Kumar Paul, S/o Bharat, Krishnagar.	.12
128.	Chayad Ulla, S/o Roab Ulla, Krishnagar.	.46
129.	Basanta Singh, S/o Manu Singh, Krishnagar.	.30
130.	Anu Radha Khatarani, S/o Babu Ram, Krishnagar.	.30
131.	Babu Dhan Singh, S/o Ponglan, Krishnagar.	.16
132.	Jamini Mohan Paul, S/o Haricharan, Krishnagar.	.72
133.	Sashi Mohan Deb, S/o Sarat Chandra, Krishnagar.	.08
134.	Susanta Bala Paul, S/o Pramash Paul, Krishnagar.	.06
135.	Nagendra Sil, S/o Benode, Krishnagar.	.32
136.	Gopendra Kumar Paul, S/o Hara Chandra, Krishnagar.	.24
137.	Harendra Ram Namasudra, S/o Nabin, Krishnagar.	3.39

138.	Sanat Mohan Paul, S/o Sarbananda, Krishnagar.	.75
139.	Prayari Mohan Paul, S/o Aditya, Krishnagar.	.13
140.	Satish Chandra Paul, S/o Khitish Paul,	.16
		133.92

Mouja—Kumarghat.

Sl. No.	Name and address	Area in acres
1.	Shri Upendra Chandra Deb Nath, S/o. Agnata, Kumarghat.	0.82
2.	Shrimati Labanya Bala Das, W/o. Rajani Chandra Das, Kumarghat.	2.09
3.	Shri Anil Chandra Das,	1.00
	S/o. Ambika Das, Kumarghat.	0.64
4.	Shri Radhika Das,	0.80
	S/o. Abhoy Charan Das of Kumarghat.	0.36
5.	Shri Raman Ram Shil, S/o. Sona Ram Shil, Fatikroy.	0.73
6.	Shri Rajendra Kumar Dhar,	0.04
	S/o. Ram Chandra Dhar of Kumarghat.	0.90
		0.42
		0.42
		0.16
7.	Shri Nirode Ranjan Namasudra, S/o. Chandra Ram Namasudra of Kumarghat.	0.63
8.	Shri Suka Ram Namasudra, S/o. Balai Chandra Namasudra, Shri Kshirode Ranjan Namasudra, S/o. Chandra Ram Namasudra of Kumarghat.	0.29
9.	Shri Joy Ram Namasudra, S/o. Ram Deb Namasudra of Kumarghat.	0.78
10.	Shri Uday Ram Patni, S/o. Hriday Ram Patni of Kumarghat.	2.58
11.	Shri Prahlad Chandra Das, S/o. Deb Ram Das of Kumarghat.	0.06
12.	Shri Digendra Lal Roy,	0.46
	S/o. Debendra Mohan Roy of Fatikroy.	0.09
13.	Shri Hiralal Das, S/o. Bharat Lal Das. Smti. Nirmala Sundari Das, W/o Debendra Roy Das, Kumarghat.	0.28
14.	Shri Amiluddin, S/o. Mahiruddin of Kumarghat.	0.71
15.	Shri Gopal Chandra Dutta, Shri Mrinal Kanti Datta, S/o. Girish Bhusan Dutta of Kumarghat.	1.22

16.	Shri Rasik Lal Das, S/o. Rupram Das, Shri Surendra Chandra Das, Dhirendra Chandra Das, S/o. Shymananda Das of Kumarghat.	6.81
17.	Shri Rafatulla,	0.20
	S/o. Ibrahim Ulla, Kumarghat.	0.51
		2.37
18.	Shri Habibur Rahaman, S/o. Abdul Rahaman of Kumarghat.	0.46
19.	Shri Rakhal Chandra Das, S/o. Raghunath Das of Kumarghat.	2.27
20.	Shri Akshoy Kumar Paul,	0.21
	S/o. Shib Charan Paul of Kumarghat.	1.95
		0.45
		0'41
		0'11
21.	Shri Pramananda Das Baishnab, S/o. Hachu Ram Deb of Kumarghat.	0.54
22.	Shri Guru Das Ghosh, S/o. Ramdhan Ghosh of Kumarghat.	1.43
23.	Shri Girila Bhusan Dutta, S/o. Gurudayal Dutta of Pabiachhara.	1.65
24.	Shri Durga Shankar Roy, Shri Dipok Lal Roy, S/o. Debendra Mohan Roy of Fatikroy.	4.31
25.	Shri Najendra Paul, S/o. Murari Paul of Kumarghat.	0.08
26.	Shri Manindra Kumar Das,	0.67
	S/o. Surananda Das of Kumarghat.	0.76
27.	Shri Suresh Chandra Deb,	0.11
	S/o. Sarat Chandra Deb of Kumarghat.	0.07
		0.71
		0.19
		0.42
28.	Shri Gopendra Purakayastha, S/o. Gajendra Kumar Purakayastha of Kumarghat.	0.74
		0.71
		0.41
29.	Shri Basanta Kumar Das,	1.18
	S/o. Padmalochan Deb of Kumarghat.	0.38
30.	Shri Krishna Kumar Goswami, S/o. Guru Dayal Goswami of Kumarghat.	2.05
31.	Shri Rajendra Singh, S/o. Girisona Singh of Kumarghat.	2.23
32.	Shri Kuleswar Singh, S/o. Kolachandra Singh of Kumarghat.	1.29
33.	Shri Dulal Ram Das, S/o. Paresh Chandra Das of Kumarghat.	4.40
34.	Shri Sudhir Sukla Baidya, S/o. Sonamani Sukla Baidya of Kumarghat.	0.25
35.	Shri Kamini Majumder, S/o. Nanda Kumar Majumdar of Kumarghat.	1.00

36.	Shri Ishan Chandra Chanda, S/o. Gour Chandra Chanda of Kumarghat.	0.28
37.	Shri Joy Radha Das, S/o. Joy Deb Das of Kumarghat.	1.73
38.	Shri Jitendra Kumar Das, S/o. Ram Jiban Das of Kumarghat.	1.38
39.	Shri Rakhes Chandra Das, S/o. Ram Gopal Das of Kumarghat.	0.29
		0.07
40.	Shri Thakur Mani Das, S/o. Pandit Ram Das of Kumarghat.	0.03
41.	Shri Suruj Ali, S/o. Ambar Ali of Kumarghat.	2.67
42.	Shrimati Juthika Bala Choudhury, W/o. Mantosh Choudhury of Fatikroy.	2.95
43.	Shri Said Kashem Ali, S/o. Said Ismal Ali of Kumarghat.	4.12
44.	Shri Satyendra Kumar Das, S/o. Ram Gati Das of Kumarghat.	4.00
		1.49
		1.43
45.	Shri Lálika Reang, S/o. Bahadur Reang of Kumarghat.	0.73
46.	Shri Golam Joy Reang, S/o. Bali Joy Reang of Kumarghat.	0.43
		0.10
47.	Shri Suresh Chandra Banik, S/o. Abhoy Charan Banik of Kumarghat.	0.48
		2.02
48.	Shri Madhusudan Banik, S/o. Sarat Chandra Banik of Kumarghat.	3.01
		1.08
		2.26
49.	Shri Putul Chandra Dhar, S/o. Kamini Dhar of Kumarghat.	1.26
50.	Shri Surendra Chandra Deb, S/o. Sarat Chandra Deb of Kumarghat.	0.82
51.	Shri Brajendra Chandra Das, S/o. Ram Jiban Das of Kumarghat.	0.17
52.	Shri Pyari Mohan Das, S/o. Ram Sudar Das of Kumarghat.	1.05
53.	Shri Nirode Chandra Das, S/o. Abhiram Das of Kumarghat.	2.88
54.	Shri Nripendra Chandra Das,	0.31
	S/o. Nirode Chandra Das of Kumarghat.	1.14
		1.72
55.	Shri Paresh Chandra Das, S/o. Pyari Mohan Das, Kumarghat.	2.02
56.	Shri Joy Bahadur Reang, Kumarghat.	0.09
57.	Shri Paresh Lal Das, S/o. Dol Govinda Das, Kumarghat.	0.42

58.	Shri Devendra Mohan Roy, S/o. Bongshibadan Roy, Kumarghat.	4.05
59.	Shri Kshitish Ranjan Paul, S/o. Sisir Paul, Kumarghat.	0.84
60.	Shri Santimoy Bhattacherjee, S/o. Ramani Mohan Bhattacherjee of Kumarghat.	1.59 3.86
61.	Shri Nurjan Bibi, S/o. Miajan Ali of Kumarghat.	0.40
62.	Shri Cheyab Ali, S/o. Amjad Ali of Kumarghat.	4.95
63.	Shri Rejagulla, S/o. Akram Ulla of Kumarghat.	0.26
64.	Shri Abru Mia, S/o. Samru Mia of Kumarghat.	0.34
65.	Shri Apurba Kumar Das Gupta, S/o. Amar Chan Das Gupta of Kumarghat.	0.15
66.	Shri Brajendra Chandra Chanda, S/o. Ram Behari Chandra of Kumarghat.	1.05
67.	Shri Said Ulla, S/o. Jilly Mulla of Kumarghat.	0.23
68.	Shri Najib Ulla, S/o. Ichab Ali of Kumarghat.	0.18
69.	Shri Raman Chandra Das, S/o. Banik Chandra Das of Kumarghat.	0.34
70.	Shri Habib Ulla, S/o. Mohammad Hajir of Kumarghat.	1.58
71.	Shri Mohammad Arsad, S/o. Inuchh Mohammad of Kumarghat.	1.37
72.	Shri Kali Charan Deb Roy, S/o. Durga Charan Deb Ry of Kumarghat.	0.06
73.	Shri Bidya Ram Das, S/o. Laxmi Charan Das of Kumarghat.	4.92
74.	Shri Rasamoy Deb Nath, S/o. Bani Chandra Deb Nath of Kumarghat.	0.66
75.	Shri Hari Charan De, S/o. Krishna Dhan De of Kumarghat.	0.19
76.	Shri Ratish Mohan Das, S/o. Kshetra Mohan Das of Kumarghat.	1.28
77.	Shri Digendra Kumar Das, S/o. Palal Chandra Das of Kumarghat.	0.18
78.	Shri Kshitish Ranjan Paul, S/o. Sisir Ranjan Paul of Kumarghat.	0.86
79.	Shri Pyari Mohan Das, S/o. Naroktaba Das of Kumarghat.	1.39
80.	Shri Annada Charan Chakkraborty, S/o. Pramode Chandra Chakraborty of Kumarghat.	0.29
81.	Shri Nitya Gopal Saha, S/o. Raj Kumar Saha of Kumarghat.	0.33
82.	Shri Ajib Ranjan Choudhury, S/o. Sukhamoy Choudhury of Kumarghat.	0.68
83.	Shri Jatindra Mohan Deb, S/o. Joy Kishore Deb of Kumarghat.	0.65

84.	Shri Sajib Ranjan Choudhury, S/o. Sukhamoy Choudhury of Kumarghat.	0.65
85.	Shri Pandit Chandra Das, S/o. Pandab Chandra Das of Kumarghat.	0.28
86.	Shri Rokanulla, S/o. Achir Mamud of Kumarghat.	1.35
87.	Shri Mahendra Kumar Masya Das. S/o. Tulasi Ram Masya Das of Kumarghat.	1.48
88.	Smti. Promodini Dasi, W/o. Kailash Ram Das of Kumarghat.	0.95
89.	Shri Dayal Ram Paul. S/o. Keshab Ram Paul of Kumarghat.	0.97
90.	Shri Pramod Chandra Das. S/o. Har Mohan Das of Kumarghat.	0.14
91.	Shri Basanta Kumar Assam. S/o. Laxmi Charan Assam of Kumarghat.	3.17
92.	Shri Dayananda Das. S/o. Laxmi Charan Das of Kumarghat.	6.93
93.	Shri Tuka Mia. S/o. Hamid Ali of Kumarghat.	0.62 0.59
94.	Shri Matilal Deb Nath. S/o. Mathura Mohan Deb Nath of Kumarghat.	0.70
95.	Shri Kamini Kumar Das. S/o. Kashi Ram Das of Kumarghat.	2.27
96.	Shri Nirode Ram Namasudra. S/o. Ram Charan Namasudra of Kumarghat.	1.05 0.32
97.	Shri Tapesh Chandra Das. S/o. Har Mohan Das of Kumarghat.	0.68
98.	Shri Dhan Chandra Banik. S/o Jogendra Chandra Banik of Kumarghat.	1.14
99.	Shri Ishan Chandra Das. S/o. Surjya Mani Das of Kumarghat.	0.08
100.	Shri Ramesh Chandra Das. S/o. Kanti Ram Das of Kumarghat.	0.41 0.87
101.	Shri Dulal Namasudra. S/o. Paresh Namasudra of Kumarghat.	1.09
102.	Shri Suruj Ali. S/o. Ashab Ulla of Kumarghat.	0.40
103.	Shri Abani Kanta Deb. S/o. Adhar Deb of Kumarghat.	0.36
104.	Shri Rasik Lal Das. S/o. Rupram Das of Saradabari.	1.89 0.23
105.	Shri Birendra Chandra Das, S/o. Shyamananda Baisnab of Sarada Bari.	0.89 0.10
106.	Shri Surendra Chandra Das, S/o. Shyamananda Baisnab of Sarada Bari	0.96
107.	Shri Rabiulla. S/o. Samulla of Kumarghat.	0.09 0.35 1.36

108.	Shri Arsad Mia, S/o. Inuchha Mia of Kumarghat.	0.90
109.	Shri Sasaulla, S/o. Rasid Mahammad of Kumarghat.	0.21 1.23 0.34
110.	Shri Hosan Ali. S/o. Arjasan Ulla of Kumarghat.	1.31
111.	Shri Paresh Lal Das, S/o. Dol Govinda Das of Kumarghat.	1.31 0.50
112.	Shri Abijan Bibi. W/o. Hacchan Ulla of Kumarghat.	0.42
113.	Shri Ballabh Singh, S/o. Baichu Singh of Kumarghat.	0.16
114.	Shri Jamini Kumar Majumder, S/o. Nad Kumar Majumder of Kumarghat.	0.17
115.	Shri Rajendra Chandra Nath. S/o. Sarat Chandra Nath of Kumarghat.	0.60
116.	Shri Chhoyab Ali, S/o. Amjad Ulla, Kumarghat.	1.48
117.	Shri Indra Kumar Das Bhokmick, S/o. Chandra Nath Das Bhowmick of Kumarghat.	1.85
118.	Smti. Afsona Bibi. W/o. Ichhab Ulla of Kumarghat.	0.30
119.	Shri Nanda Lal Das, S/o. Ganga Charan Das of Kumarghat.	0.20

Statement showing the names and addresses of the unauthorised occupier and the quantity of land under their possession under Kumarghat Tehsil Katchery.

Mouja—Pabiachhera.

Sl. No.	Name and address	Area in acres
1.	Shri Upendra Chandra Das. Shri Mohan Roy Das, S/o. Abhoy Roy Das. Kumarghat.	0·93
2.	Shri Sudhir Chandra Roy, S/o. Abhoy Charan Das, Kumarghat.	0·31
3.	Shri Satish Chandra Deb. S/o. Shri Ram Kumar Deb, Kumarghat.	0·99
4.	Shri Indra Mani Nath, S/o. Prasad Chandra Das. Kumarghat.	1·32
6.	Shri Ratan Mani Nath, S/o. Mahendra Chandra Nath, Kumarghat.	0·30
6.	Shri Narendra Chandra Nath. S/o. Chandra Kumar Debnath. Kumarghat.	0·39
7.	Shri Balaram Nath. S/o. Surananda Nath. Kumarghat.	0·54
8.	Shri Ratan Nath. S/o. Santa Nath. Kumarghat.	0·70

9.	Shri Balaram Nath, S/o. Santa Nath, Kumarghat.	0'29
10.	Shri Balaram Nath, S/o. Surendra Chandra Nath, Kumarghat.	0'67
11.	Shri Narmada Nath, S/o. Mahendra Chandra Nath, Kumarghat.	0'68
12.	Shri Surendra Chandra Nath, S/o. Dhagu Charan Nath, Kumarghat.	0'96
13.	Shri Indra Mani Nath, S/o. Prasad Nath, Kumarghat.	1'11
14.	Shri Bidhubhusan Ghosh, S/o. Purna Chandra Ghosh, Kumarghat.	1'44
15.	Shri Gopal Ram Das, S/o. Golak Ram Das, Kumarghat.	0'51
16.	Shri Paresh Kumar Roy, S/o. Kamini Kumar Roy, Kumarghat.	2'61
17.	Shri Guru Charan Dayal Das, S/o. Raghu Ram Das, Kumarghat.	1'63
18.	Shri Pulin Behari Das, S/o. Shri Dina Nath Das, Kumarghat.	1'33
19.	Shri Jogendra Reang, S/o. Shri Babu Joy Reang, Kumarghat.	0'19
20.	Shri Gurudayal Das, S/o. Shri Raghu Ram Das, Kumarghat.	1'21
21.	Shri Anil Chandra Das, S/o. Abani Kanta Das, Kumarghat.	0'95
22.	Shri Braja Bashi Das, S/o. Mahendra Chandra Das, Kumarghat.	1'33
23.	Shri Harendra Chandra Dutta, S/o. Haralal Dutta, Kumarghat.	1'20
24.	Shri Surendra Mohan Debnath, S/o. Shri Bashi Badan Debnath, Kumarghat.	1'04
25.	Shri Trinathoama Darang, S/o. Shri Tuading Darang, Kumarghat.	2'29
26.	Shri Hanjuama Darang, S/o. Bhormula Darang, Kumarghat.	2'17
27.	Shri Khuma Darang, S/o. Riaya Darang, Kumarghat.	2'73
28.	Shri Nil Kamal Das, S/o. Nabaram Das, Kumarghat.	8'39 8'22
29.	Shri Paresh Chandra Das, S/o. Jogendra Das, Kumarghat.	0'57
30.	Shri Kshitish Chandra Das, S/o. Shri Krishna Chandra Das, Kumarghat.	1'67
31.	Shri Seoteta Chakma, S/o. Shri Kala Chanda Chakma, Kumarghat.	0'84

32.	Shri Subal Sanda on behalf of Shri Babu Bejoy Das, S/o. Krishna Chandra Das, Kumarghat.	1'54
33.	Shri Girindra Chandra Das. S/o. Saday Charan Das, Kumarghat.	1'23
34.	Shri Beyaki Darang. S/o. Tuama Darang. Kumarghat.	0'75
35.	Shri Thamliana Darang. S/o. Renga Darang. Kumarghat.	1'69
36.	Shri Tuadinga Darang, S/o. Peitin Lal Darang. Darchaya.	1'79
37.	Shri Jatindra Chandra Das. S/o. Agnata Ram Das, Kumarghat.	0'39
38.	Shri Kshuma Darang. Kumarghat.	3'52
39.	Shri Lal Khuma Darang. S/o. Renga Darang. Darchaya.	0'74
40.	Shri Dabuama Darang. S/o. Neliana Darang. Darchaya.	1'09
41.	Shri Lal Rema Darang. S/o. Seiliena Darang. Darchaya.	2'56
42.	Shri Dinga Teya Darang. S/o. Singa Poya Darang. Darchaya.	0'91
43.	Shri Sut Darang. S/o. Rayakshina Darang. Darchaya.	0'62
44.	Shri Beyakati Darang. S/o. Neyenthan Kai Darang. Darchaya.	0'50
45.	Shri Dikunga Darang. S/o. Thanga boma Darang. Darchaya.	6'72
46.	Shri Bota Darang. S/o.	0'17
47.	Shri Banga Darang. S/o. Kunga Darang. Darchaya.	2'37
48.	Shri Bankhuama Darang. S/o. Changa Darang. Darchaya.	1'66
49.	Shri Khitish Chandra Das. S/o. Krishna Chandra Das. Darchaya.	0'21
50.	Shri Renga Khuama Darang. S/o. Raisinga Darang. Darchaya.	0'34
51.	Shri Lal Beyanga Darang. S/o. Nienthan Haiya Darang. Darchaya.	2'35
52.	Shri Mohan Lal Dutta, S/o. Shri Mukta Ram Dutta. Darchaya.	0'33
53.	Shri Amar Chandra Paul. S/o. Kula Chandra Paul. Darchaya.	0'49
54.	Shri Gakul Chandra Das. S/o. Dolgobinda Das. Darchaya.	0'32
55.	Akul Darang. S/o. Jatua Darang. Darchaya.	3'11
56.	Shri Lalaha Mala Darang. S/o. Hoaliana Darang, Darchaya.	5'98

57.	Shrimati Renu Bala Nath, S/o. Nirod Behari Nath, Kumarghat.	0'55
58.	Shri Haradhan Nath, S/o. Sadhan Nath, Kumarghat.	0'19
59.	Shri Sudarshan Nath, S/o. Alok Nath, Kumarghat.	0'3
60.	Shri Narendra Nath, S/o. Golak Nath, Kumarghat.	0'52
61.	Shri Kamini Chandra Debnath, S/o. Chandu Chandra Nath, Kumarghat.	0.57
62.	Shri Chittaranjan Paul, S/o. Jiten Paul, Kumarghat.	0'27
63.	Shri Shashi Mohan Nath, S/o. Sarat Chandra Nath, Kumarghat.	0'26
64.	Shri Nityananda Nath, S/o. Kuji Nath, Kumarghat.	0'38
65.	Shri Payari Charan De, S/o. Ratan Ram De, Kumarghat.	0'12
66.	Shri Jagat Chandra Nath, S/o. Dinanath Nath, Kumarghat.	0'32
67.	Shri Nityananda Nath, S/o. Kujinath, Kumarghat.	0'38
68.	Shri Kamini Nath, S/o. Chandu Chandra Nath of Kumarghat.	0'36
69.	Shri Pyari Charan De, S/o. Ratan Ram De of Kumarghat.	0'12
70.	Shri Jagat Chandra Nath, S/o. Dina Mani Nath of Kumarghat.	0'32
71.	Shri Haradhan Nath, S/o. Machilal Nath of Kumarghat.	0'20
72.	Shri Gour Mani Nath, S/o. Baikuntha Nath of Kumarghat.	0'42
73.	Shri Renu Bala Nath, S/o. Bipad Behari Nath of Kumarghat.	0'24
74.	Shri Adhar Deb Nath, S/o. Alok Deb Nath of Kumarghat.	0'13
75.	Shri Tarini Charan Nath, S/o. Indra Mani Nath of Kumarghat.	1'81
76.	Susital Dhar, S/o. Sadya Chandra Dhar of Kumarghat.	0'56
77.	Shri Baithiama Darang, S/o. Baikana Darang of Kumarghat.	0'54
78.	Shri Nurkunga Darang, S/o. Duikshu Madar of Kumarghat.	0'43
79.	Shri Prafulla Kumar Das, S/o. Sampad Ram Das of Kumarghat.	0'81
80.	Shri Sashi Mohan Nath, S/o. Sampad Ram Das of Kumarghat.	1'47

81.	Shri Benode Behari Das, S/o. Sundar Ram Das of Kumarghat.	1'98
82.	Shri Debendra Chandra Nath, S/o. Khusi Nath of Kumarghat.	0'43
83.	Shri Gopesh Chandra Deb Nath, S/o. Khusi Nath of Kumarghat.	0'42
84.	Shri Tirtha Chandra Reang, Gaya Chandra Reang, S/o. Brindaban Reang of Kumarghat.	0'34
85.	Shri Madhu Chandra Reang, S/o. Jaya Chandra Reang of Kumarghat.	0'30
86.	Shri Kapta Chandra Reang S/o. Jay Chandra Reang of Kumarghat.	0'25
87.	Shri Guna Chandra Reang, S/o. Jay Chandra Reang of Kumarghat.	
88.	Shrimati Susama Bala, W/o. Ram Behari Das of Kumarghat.	0'80
89.	Shri Braja Bashi Das, S/o. Mahendra Chandra Das of Kumarghat.	0'30
90.	Shri Surendra Deb Nath, S/o. Bangshi Badan Nath of Kumarghat	0'32
91.	Shri Sachindra Mohan Das, S/o. Sampad Ram Das of Kumarghat.	1'92
92.	Shri Surendra Das, S/o. Aganta Das of Kumarghat.	0'33
93.	Shri Guru Charan Das, S/o. Chandi Charan Das of Kumarghat.	0'37
94.	Shri Gouranga Baisanab, S/o. Satchidananda Braja Bashi of Kumarghat.	1'56
95.	Shri Satyendra Kumar Das, S/o. Alok Chandra Das of Kumarghat.	0'63
96.	Shri Makhan Chandra Das, S/o. Gagan Chandra Das of Kumarghat.	0'79
97.	Shaya Pada Das, S/o. Braja Nath Das of Kumarghat.	0'48
98.	Shri Rajendra Chandra Deb Nath, S/o. Bipin Chandra Deb Nath of Kumarghat.	0'43
99.	Shri Debesh Chandra Deb Nath, S/o. Khusi Nath of Kumarghat.	0'20
100.	Shri Kashi Chandra Reang, S/o. Joy Chandra Reang of Kumarghat.	4'21
101.	Shri Ratan Joy Reang, S/o. Tirtha Chandra Reang of Kumarghat.	1'24
102.	Shri Gaya Chandra Reang, S/o. Brindaban Reang of Kumarghat.	2'26
103.	Shri Kashi Chandra Reang, S/o. Joy Chandra Reang of Kumarghat.	1'46
104.	Shri Sadhu Chandra Reang, S/o. Kapil Reang of Kumarghat.	6'71

105.	Shri Chandrakha Reang, S/o. Ambal Reang of Kumarghat.	1·93
106.	Shri Halpuia Darang, S/o. Raia Darang of Kumarghat.	0·37
107.	Shri Rabia Gagey of Kumarghat.	0·10
108.	Shri Raiya Darang, S/o. Benga Darang of Kumarghat.	0·14
109.	Shri Dhanga Darang, S/o. Lal Duiya Darang of Kumarghat.	0·06
110.	Shri Baituama Darang, S/o. Tuaj Lunga Darang of Kumarghat.	0·34
111.	Shri Dingiana Darang of Kumarghat.	0·30
112.	Shri Murchuniana Darang of Kumarghat	0·33
113.	Shri Sunadinga Darang of Kumarghat.	0·37
114.	Shri Bankhuma Darang, S/o. Lala Guala Darang of Kumarghat.	0·21
115.	Shri Kshama Darang, S/o. Dhuyama Darang of Kumarghat.	0·53
116.	Shri Dingiliana Darang of Kumarghat.	7·18
117.	Shri Indra Mani Nath, S/o. Prasad Nath of Kumarghat.	0·63
118.	Shri Prabin Chandra Das, S/o. Prakash Chandra Das of Kumarghat.	0·11
119.	Shri Nityananda Deb Nath, S/o. Khushi Nath of Kumarghat.	0·21
120.	Shri Barindra Kumar Deb, S/o. Nabin Chandra Deb of Kumarghat	0·81
121.	Shri Narendra Kumar Deb, S/o. Nabin Chandra Deb of Kumarghat.	0·62
122.	Shri Sancha Chakma, S/o. Gunaban Chakma of Kumarghat	0·29
123.	Shri Shuba Chakma, Reang Chakma S/o. Satyabal Chakma of Kumarghat.	0·12
124.	Shri Moujaulla, S/o. Joymatulla of Kumarghat.	0·26
125.	Shri Debendra Kumar Deb, S/o. Nabin Chandra Deb of Kumarghat.	0·53
126.	Shri Sarada Charan Das, S/o. Kishori Mohan Das of Kumarghat.	10.61
127.	Shri Kunga Darlong, S/o. Tibanga Darlong of Kumarghat.	1·77
128.	Shri Kamini Kumar Das, S/o. Gurucharan Das of Kumarghat.	3·48
129.	Shri Mahendra Kumar Das, S/o. Maniram Das of Kumarghat.	0·14
130.	Shri Ramani Mohan Deb, S/o. Barada Charan Deb of Kumarghat.	2·02
131.	Shri Shubhakar Deb, S/o. Ishwar Chandra Deb of Kumarghat.	1·04
132	Shri Tinbuama Darlong, S/o. Toadingya Darlong of Kumarghat.	3·80

133.	Shri Toafruma Darlong, S/o. Tanga Darlong of Kumarghat.	1·39
134.	Shri Benode Behari Das, S/o. Umesh Chandra Das of Kumarghat.	0·69
135.	Shri Debendra Lal Bhowmick. S/o. Santi Lal Bhowmick of Kumarghat.	1·75
136.	Shri Chandra Tha Reang, S/o. Ampila Reang of Kumarghat.	0·60
137.	Shri Sadhu Chandra Reang Choudhury, S/o. Lafila Reang Choudhury of Kumarghat.	2·82
138.	Shri Debendra Kumar Deb. S/o. Mahendra Kumar Deb of Kumarghat.	0·55
139.	Shri Prabin Das, S/o. Prakash Das of Kumarghat.	0·13
140.	Shri Nitai Chandra Sarkar, S/o. Rajani Kumar Sarkar of Kumarghat.	0·95
141.	Shri Bamani Mohan Deb, S/o. Barada Charan Deb of Kumarghat.	1·20
142.	Shri Kala Chanda Chakma. S/o. Mangal Chakma, S/o. Mangal Chakma of Kumarghat.	0·62
143.	Shri Surendra Chakma. S/o. Kanta Mohan Chakma of Kumarghat.	0·14
144.	Shri Bhadai Chakma. S/o. Nabin Chanda Chakma of Kumarghat.	0·16
145.	Shri Tanu Ram Chakma. S/o. Kamal Dhan Chakma of Kumarghat.	0·33
146.	Shri Krishna Chandra Chakma. S/o. Satyaban Chakma of Kumarghat.	0·39
147	Shri Behari Charan Nath. S/o. Uchhai Nath of Kumarghat.	0·16
148.	Shri Narendra Nath. S/o. Mahendra Chandra Nath of Kumarghat.	0·17
149.	Shri Mehabat Ali Bhuiya, S/o. Omar Ali Bar Bhuiya of Kumarghat.	0·47
150.	Shri Habiulla. S/o. Najibulla of Kumarghat.	0·25
151.	Shri Abdul Karim, S/o. Rosan Ali of Kumarghat.	0·22
152.	Shri Aswani Kumar Deb. S/o. Iswar Chandra Deb of Kumarghat.	0·80
153.	Shri Harendra Kumar Dutta. S/o. Haralal Dutta of Kumarghat.	0·80
154.	Shri Sushil Sundari Das. W/o. Jamini Kanta Das of Kumarghat.	2·03
155.	Shri Jatindra Kumar Das. S/o. Jogendra Kumar Das of Kumarghat.	2·74
156.	Shri Gagan Chandra Das. S/o. Haralal Das of Kumarghat.	1·49

157.	Shri Gagan Chanrra Das, S/o. Haralal Das of Kumarghat.	0'14
158.	Shri Prabodh Chandra Bhowmick, S/o. Prakash Chandra Bhowmick of Kumarghat.	0'44
159.	Shri Nityananda Deb Nath, S/o. Sashi Mohan Deb Nath of Kumarghat.	0'09
160.	Shri Abu Das, S/o. Jnaga Das of Kumarghat.	0'88
161.	Shri Anurudha Chakma, S/o. Gunaban Chakma of Kumarghat.	0'58
162.	Shri Satyendra Kumari Shil, S/o. Gopendra Shil of Kumarghat.	0'64
163.	Shri Subodh Shil, S/o. Surendra Shil of Kumarghat.	0'25
164.	Shri Debendra Lal Bhowmick, S/o. Santi Lal Bhowmick of Kumarghat.	0'75
165.	Shri Malati Sharma, S/o. Sashi Bhusan Sharma of Kumarghat.	0'16
166.	Shri Murari Mohan Deb Nath, S/o. Gour Chandra Deb Nath of Kumarghat.	1'03
167.	Shri Gagan Chandra Deb Nath, S/o. Laxmicharan Deb Nath of Kumarghat.	1'44
168.	Shri Jogendra Deb Nath, S/o. Krishna Deb Nath of Kumarghat.	1'48
169.	Shri Ram Chandra Deb Nath, S/o. Chandra Hari Deb Nath of Kumarghat.	1'46
170.	Shri Sachindra Deb Nath, S/o. Sampad Ray Deb Nath of Kumarghat.	1'28
171.	Shri Jogendra Deb Nath, S/o. Krishna Chandra Deb Nath of Kumarghat.	0'84
172.	Shri Jatindra Chandra Deb Nath, S/o. Mathura Mohan Deb Nath of Kumarghat.	1'07
173.	Shri Akshaya Kumar Deb, S/o. Braja Ram Deb of Kumarghat.	0'96
174.	Shri Brindaban Deb, S/o. Kunja Mohan Deb of Kumarghat.	0'84
175.	Shri Sudhanya Kumar Deb, S/o. Iswar Chandra Deb of Kumarghat.	0'42
176.	Shri Krishna Chandra Chakma, S/o. Satyaban Chakma of Kumarghat.	0'38
177.	Sadhu Chandra Reang, S/o. Nakina Reang of Kumarghat.	0'53
178.	Shri Kashi Chandra Reang, S/o. Joy Chandra Reang of Kumarghat.	0'82
179.	Shri Ananda Mohan Chakma, S/o. Mrintunjoy Chakma of Kumarghat.	1'52
180.	Shri Birendra Chakroborty, S/o. Ramani Mohan Chakraborty of Kumarghat.	0'58
181.	Shri Rashamya Das, Kumarghat	1'18
182.	Shri Pyari Charan Pal, S/o. Nabin Chandra Paul of Kumarghat.	0'83

183.	Shri Satish Chandra Deb, S/o. Dasharath Deb of Kumarghat.	0'64
184.	Shri Mahendra Deb Nath, S/o. Jamini Deb Nath of Kumarghat.	0'66

Mouja—Natting Chhara.

Sl. No.	Name and address	Area in acres
1.	Shri Jogendra Chandra Das, S/o. Durga Chandra Das of Kumarghat.	2'39
2.	Shri Harendra Kumar Das, S/o. Hala Dhar Das of Kumarghat.	0'58
3.	Shri Narendra Kumar Das, S/o. Hala Dhar Das, Kumarghat.	0'21
4.	Shri Brajendra Chandra Das, S/o. Hala Dhar Das of Kumarghat.	0'58 0'78
5.	Shri Jogendra Das, S/o. Sona Ram Das of Kumarghat.	0'14
6.	Shri Raj Mohan Das, S/o. Joy Deb Das of Kumarghat.	2'95

Mouja—*Lurbba Kanchan Bari*

Sl. No.	Name and address	Area in acres
1.	Shri Anukul Chandra Lal, S/o. Asha Nath Das of Kumarghat.	6'27
2.	Shri Fanti Chandra Das, S/o. Gopal Chandra Das of Kumarghat.	1'22
3.	Shri Aswini Kumar Das, S/o. Abhoy Charan Das of Kumarghat.	2'86
4.	Gobinda Ranjan Kar, S/o. Ram Gobinda Kar of Kumarghat.	0'21
5.	Shri Raman Chandra De, S/o. Bajid Ram Deb of Kumarghat.	0'44
6.	Shri Pramode Chandra De, S/o. Adhar Chandra De of Kumarghat.	1'15
7.	Shri Durgesh Chandra Das, S/o. Dulal Chandra Das of Kumarghat.	1'05
8.	Shri Chandra Prabha Bhattacharjee, W/o. Satish Chandra Bhattacharjee of Kumarghat.	1'65
9.	Shri Satish Chandra Dutta, S/o. Behari Chandra Dutta of Kumarghat.	1'74
10.	Shri Dijendra Chandra Das, S/o. Dinanath Das of Kumarghat.	0'43
11.	Shri Radha Benode Dutta, S/o. Rajendra Chandra Dutta of Kumarghat.	9'07

12.	Shri Mukta Singh, S/o. Kasu Singh of Kumarghat.	0·28
13.	Shri Rajendra Ram Malakar, S/o. Ram Dhan Malakar of Kumarghat.	4·44 5·25 0·49
14.	Shri Satai Malakar, S/o. Mahendra Malakar of Kumarghat.	0·23
15.	Shri Mahendra Chandra Malakar, S/o. Manindra Chandra Malakar of Kumarghat.	0·13
16.	Shri Tarani Ram Malakar, S/o. Rajani Malakar of Kumarghat.	6·30 0·15
17.	Shri Jamini Ram Malakar, S/o. Kajal Ram Malakar of Kumarghat	1·05 0·89
18.	Shri Mahendra Chandra Malakar, S/o. Ganu Ram Malakar of Kumarghat.	1·48 0·12 0·27
19.	Shri Basu Ram Malakar, S/o. Kadu Ram Malakar of Kumarghat.	0·40 0·11
20.	Shri Talu Ram Malakar, S/o. Behari Ram Malakar of Kumarghat.	0·23 0·16
21.	Shri Mukunda Ram Malakar, S/o. Murari Malakar of Kumarghat.	0·19
22.	Shri Mahabbat Ali, S/o. Omar Ali of Kumarghat.	1·18 0·23 0·45
23.	Shri Narmada Ranjan De, S/o. Baikuntha Behari De of Kumarghat.	0·18
24.	Shri Cherag Ali, S/o. Jamil Mahabbat of Kumarghat.	0·32
25.	Shri Matish Chandra Dutta, S/o. Sharan Dutta of Kumarghat.	0·79
26.	Shri Ananda Ram Malakar, S/o. Alok Ram Malakar of Kumarghat.	4·71 1·61
27.	Shri Doya Ram Reang, S/o. Lun Joy Reang of Kumarghat.	0·28 0·15
28.	Shri Biranjoy Reang, S/o. Bancharam Reang of Kumarghat.	0·25
29.	Shri Narendra Kumar Deb, S/o. Girish Chandra Deb of Kumarghat.	0·60

30.	Satish Chandra Deb.	
	S/o. Taralal Deb of Kumarghat.	1·34
31.	Shri Kshitish Chandra Dutta,	1·79
	S/o. Parbbati Rn. Dutta of Kumarghat.	0·93
32.	Shri Satyendra Nath Chakraborty,	
	S/o. Tarak Nath Chakraborty of Kumarghat.	0·30
33.	Shri Nani Gopal Das,	
	S/o. Ram Behari Das of Kumarghat.	0·75
34.	Shri Golendra Chandra Kar,	0·31
	S/o. Tara Lal Kar of Kumarghat.	0·90
35.	Shri Mahendra Kumar De.	
	S/o. Kunja Mohan De of Kumarghat.	1·55
36.	Shri Sonamia.	
	S/o. Kaji Mia of Kumarghat.	0·37
37.	Shri Surendra Nath,	
	S/o. Hari Nath of Kumarghat.	0·43
38.	Shri Chinta Mani Nath,	
	S/o. Santa Nath of Kumarghat.	0·33
39.	Shri Rajendra Nath.	
	S/o. Sarat Chandra Nath of Kumarghat.	0·52
40.	Shri Tarini Ren Nath.	
	S/o. Indra Mani Nath of Kumarghat.	1·23
41.	Shri Gagan Chandra Nath,	
	S/o. Iswar Chandra Nath of Kumarghat.	0·93
42.	Shri Upendra Kumar De.	
	S/o. Krishna Mohan De of Kumarghat.	0·20
43.	Shri Asat Ulla.	
	S/o. Samader Mamud of Kumarghat.	3·14
44.	Shri Ulendra Kumar De,	
	S/o. Kunja Mohan De of Kumarghat.	0·99
45.	Shri Muhabbat Ali Bar Bhuiya,	
	S/o. Umar Ali of Kumarghat.	0·93
46.	Shri Nikhil Ranjan De,	
	S/o. Mahendra Kumar De of Kumarghat.	0·26
47.	Shri Dayananda Sharma Choudhury,	
	S/o. Bidhyananda Sharma Choudhury of Kumarghat.	0·30
48.	Shri Benode Behari Das,	
	S/o. Brindaban Das. Kumarghat.	0·28
49.	Shri Mukta Singh,	0·83
	S/o. Kasu Singh of Kumarghat.	1·52
50.	Shri Rameswar Bhattacharjee.	
	S/o. Ramani Mohan Bhattacharjee, Kumarghat.	0·78
51.	Shri Golika Ranjan Bhattacherjee,	
	S/o. Tarini Kumar Bhattacherjee of Kumarghat.	1·14
52.	Shri Gosik Ranjan Bhattacherjee.	
	S/o. Tarini Kumar Bhattacherjee of Kumarghat.	0·17
53.	Shri Bashi Ram Malakar,	
	S/o. Labhu Ram Malakar of Kumarghat.	1·31
54.	Shri Nalini Ranjan Goswami.	
	S/o. Tarini Kumar Bhattacherjee of Kumarghat.	0·20

STATEMENT SHOWING THE NAMES AND ADDRESSES OF THE UNAUTHORISED OCCUPIER AND THE QUANTITY OF LAND UNDER THEIR POSSESSION UNDER KUMARGHAT TEHSIL KATCHERY.

Mouja—Sonaimuri

Sl. No.	Name and address	Area in acres
1.	Eli Mulla, S/o. Munshi Abdul Gani Cherag Ula, Rusan Ula, S/o. Munshi Abdul Gani, Kumarghat.	6'23
2.	Dijendra Lal Goswami, S/o. Dayadranath Goswami, Kumarghat.	0'15
3.	Mohim Ch. Paul. S/o. Madan Mohan Paul, Kumarghat.	0'12
4.	Ajmat Ulla, S/o. Chibat Ulla, Kumarghat.	3'63
5.	Banshi Malakar, Brajendra Malakar, S/o. Dayal Malakar, Kumarghat.	1'22
6.	Upendra Debnath, S/o. Narayan Debnath, Kumarghat.	2'02
7.	Labanya Bala Das, W/o. Rajani Kanta Das, Kumarghat.	2 13
8.	Majid Mamud, S/o. Haji Dhan Mamud, Kumarghat.	1'63
9.	Satish Ch. Paul, S/o. Sharat Ch. Paul, Kumarghat.	0'37
10.	Ashwini Kr. Paul. S/o. Channi Ram Paul, Kumarghat.	0'20
11.	Rebati Raman Deb, S/o. Raj Ch. Deb, Gopendra Ch. Deb, S/o. Golak Ch. Deb, Kumarghat.	0'41
12.	Dwipendra Ch. Deb. S/o. Dwarika Nath Deb, Kumarghat.	1'09
13.	Ashwini Kr. Paul, S/o. Purna Ch. Paul, Kumarghat.	2'15
14.	Jamini Malakar. S/o. Prakash Ram, Kumarghat.	1'66
15.	Nimai Ram Malakar, S/o. Dinasta Ram Malakar of Kumarghat.	1'55
16.	Jatindra Malakar, S/o. Badi Ram Malakar, Kumarghat.	0'12
17.	Jamirun Necha, W/o. Kumarghat.	0'54
18.	Sarat Ram Malakar, S/o. SangatRam Malakar, Kumarghat.	0'11
19.	Naresh Ram Malakar, S/o. Nabin Ram Malakar, Kumarghat.	1'76
20.	Pramud Ch. Malakar, S/o. Dara Ram Malakar, Kumarghat.	0'10
21.	Paresh Ch. Malakar, S/o. Dara Ram Malakar, Kumarghat.	0'6

22.	Gupi Kanta Sharma, S/o. Ramlucha Sharma, Kumarghat, Notingchara.	0·63
23.	Nagendra Malakar, S/o. Jamini Malakar, Kumarghat.	0·88
24.	Upendra Ram Malakar, S/o. Chandra Ram Malakar, Kumarghat.	0·59
25.	Upendra Ch. Malakar, S/o. Jhatan Malakar, Kumarghat.	0·45
26.	Phani Bhusan Bhattacherjee, S/o. Brajendra Bhattacherjee, Kumarghat.	0·42
27.	Ganiram Nech, W/o. Kurpan Ulla, Habibur Nech, W/o. Gana Uddin, Kumarghat.	1·29
28.	Rasid Mia, S/o. Ajid Mia, Kumarghat.	2·60
29.	Ebrahim Hussan, S/o. Aman Hussan, Kumarghat	0·49
30.	Chatanya Charan Debnath, Manuranjan Debnath, S/o. Chandra Kanta Debnath, Kumarghat.	5·82
31.	Ramesh Ram Malakar, S/o. Dinai Ram Malakar, Kumarghat.	2·03
32.	Kachir Mamud, S/o. Siraj Mamud, Kumarghat.	1·01
33.	Abdul Chattar, S/o. Shukur Mamud, Kumarghat.	1·01
34.	Suresh Debnath, S/o. Balak Ch. Debnath, Kishore Bala Debnath, W/o. Golak Debnath, Shashi Kanta Debnath, S/o. Tilak Ch. Debnath Sushama Debnath, W/o. Tarani Debnath, Kumarghat.	0·75
35.	Kumud Ch. Paul, S/o. Ogea Nath Paul, Kumarghat.	0·30
36.	Lukesh Ram Malakar, Umesh Ram Malakar, Gonesh Ram Malakar, Rasama Malakar, S/o. Charan Malakar, Kumarghat.	2·56
37.	Parus Ram Malakar, S/o. Chanu Ram Malakar, Kumarghat.	3·34
38.	Mayana Ram Malakar, S/o. Eashin Malakar, Kumarghat.	1·81
39.	Suresh Ram Malakar, S/o. Surjya Ram Malakar, Kumarghat.	0·99
40.	Jogendra Malakar, S/o. Girai Lal, Kumarghat.	0·64
41.	Umesh Ram Malakar, Lukesh Malakar, Gopesh Malakar, Rashama Malakar, S/o. Jhatan Malakar, Kumarghat.	0·65
42.	Shachindra Malakar, S/o. Girai Malakar, Kumarghat.	1·30
43.	Jogendra Ram Malakar, S/o. Narayan Ram Malakar, Kumarghat.	0·81
44.	Brajendra Malakar, S/o. Jibanram Malakar, Kumarghat.	2·10

45.	Abani Ram Malakar, S/o. Ratan Ram Malakar, Kumarghat.	0·53
46.	Ramesh Ram Malakar, Jogesh Malakar, Gopendra Malakar, S/o. Prakash Ram, Kumarghat.	0·30
47.	Gouri Charan Malakar, S/o. Eshan Ch. Malakar, Jataram Malakar, Matiram Malakar, S/o. Gouri Charan, Kumarghat.	0·51
48.	Ranai Malakar, S/o. Ramai Malakar, Kumarghat.	0·49
49.	Shashi Charan Malakar, Balaram Malakar, S/o. Bir Ram Malakar, Kumarghat.	0·80
50.	Nimai Ram Malakar, S/o. Dwiparam Malakar, Kumarghat.	0·23
51.	Kanai Ram Malakar, Nimai Ram Malakar, S/o. Dwipa Ram Malakar, Kumarghat.	0·82
52.	Rajendra Malakar, S/o. Girai Malakar, Kumarghat.	0·08
53.	Akshay Kr. Paul, S/o. Ganga Ram Paul, Kumarghat.	8·36
54.	Tarani Mohan Malakar, S/o. Charan Ram Malakar, Kumarghat.	0·75
55.	Achabar Ali, Achar Ali, Ashab Ali, S/o. Achain Ali, Kumarghat.	0·33
56.	Chabar Ulla, S/o. of Kumarghat.	0·45
57.	Nachir Ulla, S/o. Siraj Mamud, Kumarghat	0·50
58.	Chaitannya Charan Debnath, Manuranjan Debnath, S/o. Chandra Kanta Debnath, Kumarghat.	1·25
59.	Machadar Ali, S/o. Ajia Mamud, Kumarghat.	0·67
60.	Bipin Malakar, S/o. Dhani Ram Malakar, Kumarghat.	0·40
61.	Yari Malakar, S/o. Dhani Ram Malakar, Kumarghat.	0·51
62.	Abinash Bhattacharjee, S/o. Prafulla Kumar Bhattacherjee, Kumarghat.	1·62
63.	Amudini Debi, D/o. Kula Ch. Debnath, Kumarghat.	3·05
64.	Subal Ch. Debnath, S/o. Pukhi Ch. Debnath, Suchitra Debi, W/o. Payan Ch. Debnath, Kumarghat.	0·13
65.	Banshi Malakar, Brajendra Malakar, S/o. Dayal Ram Malakar, Kumarghat.	0·63
66.	Machtar Ali, S/o. Majid Ulla, Kumarghat.	1·85
67.	Girish Kr. Deb, S/o. Girish Ch. Deb, Kumarghat.	2·01
68.	Kurpan Ali, S/o. Pamchi Mamud, Kumarghat.	2·51
69.	Machddar Ali, S/o. Habi Ulla, Kumarghat.	0·83

70.	Sridhar Dam. S/o. Sripati Dam, Kumarghat.	0·75
71.	Smak Mia. S/o. Edan Ali, Kumarghat.	0·32
72.	Sefali Deb, W/o. Dakshina Ranjan Deb, Fatikray.	2·27
73.	Basanti Bala Debray, W/o. Basadeb Ray, Fatikray.	0·68
74.	Gopendra Kr. Deb, S/o. Golak Ch. Deb, Kumarghat.	0·23
75.	Girindra Ch. Debnath, Bihari Ch. Debnath, Kumarghat.	0·89
76.	Kachim Ali, S/o. Nachim Ali, Kumarghat.	1·17
77.	Chabar Ali, S/o. Nachim Mamud, Kumarghat.	1·13
78.	Shamacharan Debnath, S/o. Chandra Kishore Debnath, Kumarghat.	1·27
79.	Achfar Ali, Echab Ali, Ashab Ali, S/o. Ain Ulla, Kumarghat.	0·45
80.	Bihari Debnath, S/o. Brindaban Debnath, Kumarghat.	0·19
81.	Akrur Mani Debnath, S/o. Udairam Debnath, Kumarghat.	2·18
82.	Adyacharan Debnath, S/o. Dinamani Debnath, Kumarghat.	1·12
83.	Achfar Ali, S/o. Ain Ali, Kumarghat.	1·11
84.	Upendra Ch. Debnath, S/o. Kunja Mohan Debnath, Kumarghat.	0·32
85.	Haricharan Debnath, Narendra Ch. Debnath, S/o. Murari Mohan Debnath, Kumarghat.	6·13
86.	Ratish Ch. Paul, Chandra, Paul, Kshitish Ch. Paul, S/o. Rabi Ch. Paul, Kumarghat.	1·56
87.	Eresh Ch. Debnath, S/o. Keshab Ch. Debnath, Kumarghat.	0·55
88.	Ramesh Ch. Paul, S/o. Nabin Ch. Paul, Mahim Ch. Paul, S/o. Madan Ram Paul, Kumarghat.	4·82
89.	Rajendra Ch. Debnath, S/o. Baisan Ch. Debnath, Kumarghat.	4·07
90.	Rakesh Debnath, S/o. Rajendra Debnath, Kumarghat.	2·64
91.	Girish Debnath, S/o. Subal Ch. Debnath, Kumarghat.	0·28
92.	Sarada Charan Debnath, S/o. Kailash Ch. Debnath, Kumarghat.	0·67
93.	Eresh Ch. Debnath, S/o. Keshab Ch. Debnath, Kumarghat.	3·21
94.	Kailash Debnath, S/o. Lakshman Debnath, Kumarghat.	1·12
95.	Mani Debnath, Durga Charan Debnath, Kumarghat.	2·89

96.	Dushya Mani Debnath, S/o. Durga Charan Debnath, Kumarghat.	0·95
97.	Sutradhar, S/o. Brajaram Sutaradhar, Duranta Keshab Shil, S/o. Chandra Kanta Shil, Kumarghat.	1·13
98.	Sablienbul halam, S/o. Charan nia of Kumarghat.	1·30
99.	Daichungir halam, S/o. Rajamkup of Kumarghat.	0·08
100.	Nantunglal halam, S/o. Laljimnir of Kumarghat.	0·73
101.	Lienthedekh halam, S/o. Laljikkhub of Kumarghat.	0·07
102.	Laltunglien halam, S/o. Laljakarir of Kumarghat.	0·17
103.	Naibanbul halam, S/o. Lienlanle of Kumarghat.	0·10
104.	Laltungbul halam, S/o. Rairumnir of Kumarghat.	0·07
105.	Nochang reel halam, S/o.Rairumnir of Kumarghat.	0·08
106.	Banhaklu halam, S/o. Lielienthai of Kumarghat.	0·07
107.	Rapaijack halam, S/o. Lielienthai of Kumarghat	0·11
108.	Banelal hai halam, S/o. Tiluram of Kumarghat.	0·16
109.	Lienthabil halam, S/o. Laljikmul of Kumarghat.	0·16
110.	Laljikmul halam, S/o.Rathchunglu of Kumarghat.	0·14
111.	Lambarjoy halam, S/o. Laljikmui of Kumarghat.	0·18
112.	Banliennir halam, S/o. Laljiklal of Kumarghat.	0·18
		0·88
113.	Jirbamhur halam, S/o. Laljiklal of Kumarghat.	0·19
114.	Saplenlo halam, S/o. Charannir of Kumarghat.	0·32
115.	Rasamoy Sutradhar, S/o. Brajaram of Kumarghat.	0·81
116.	Sailabala Paul, W/o. Mahimchandra of Kumarghat.	0·90
117.	Beharicharan Debnath, S/o. Brindaban of Kumarghat.	0·21
118.	Thakurdhan Das, S/o. Gakulchand, Sukhomay Das, S/o. Iswarchandra of Kumarghat.	2·17
119.	Rasamoy Malakar, S/o. Rashikram of Kumarghat.	1·72

120.	Manoranjan Debnath, S/o. Chandrakanta of Kumarghat.	4'38
121.	Manoranjan Debnath, S/o. Chandrakanta, Chaitanyacharan Debnath, S/o. Chandrakanta, Saradacharan Debnath, S/o. Kailaschandra, Upendra Chandra Debnath, S/o. Kunjamohan, Harendrakumar Debnath, S/o. Muraricharan, Narendracharan Debnath, S/o. Muraricharan, Mataicharan Debnath, S/o. Saratchandra, Upendrachandra Debnath, S/o. Kartickchandra of Kumarghat.	0'57
122.	Narendrachandra Debnath, S/o. Muraricharan of Kumarghat.	0'49
123.	Upendrachandra Debnath, S/o. Kunjamohan of Kumarghat.	2'60
124.	Saikatbibi, W/o. Rahamatulla of Kumarghat.	0'21
125.	Basantibala Debroy, W/o. Sriram of Kumarghat.	1'30
126.	Sushilasundari Deb, W/o. Girishchandra of Kumarghat.	1'89
127.	Supravabala Ghose, W/o. Manmohan, Prabhabati Kar, W/o. Umeshchandra of Kumarghat.	4'22
128.	Matilal Debnath, S/o. Mathuramohan, Adharchandra Sarma, S/o. Kulachandra, Nilmani Sarma, S/o. Gharai of Kumarghat.	0'65
129.	Keshabchandra Debnath, S/o. Kebalchandra of Kumarghat.	1'89
130.	Kanaisekh, S/o. Araptulla of Kumarghat.	1'75
131.	Lilhalam and others, S/o .Tiluram of Kumarghat.	0'33
132.	Joynab Bibi, W/o. Nijabuddin of Kumarghat.	0'13
133.	Tarinicharan Deb, S/o. Kalicharan of Kumarghat.	1 57
134.	Keramatulla, S/o. Yajmamud of Kumarghat.	0'53
135.	Upendraram Malakar, S/o. Chandraram of Kumarghat.	0'19
136.	Sajinabibi, W/o. Mannan Miah, Amirunnesa, W/o. Dilbarkhan of Kumarghat.	1'28
137.	Bansi Malakar, Rajendra Malakar, S/o. Dayal of Kumarghat.	0'60
138.	Sailabala Paul, W/o. Mahimchandra of Kumarghat.	0'08
139.	Pabitraram Malakar, S/o. Paduram, Prabhatram Malakar, S/o. Pralladram of Kumarghat.	1'50
140.	Baradamayee Paul, W/o. Rameshchandra of Kumarghat.	0'13
141.	Jatindraram Malakar, S/o. Badiram of Kumarghat.	1'88
142.	Dhwarika Ram Malakar, S/o. Chandrai Ram Malakar, Kumarghat.	3'19

143.	Dwengra Chakraborty, S/o. Dayal Krishna Chakraborty, Kumarghat.	3·22
144.	Subud Chakrabotry, S/o. Suresh Chakrabotry, Prmudini Chakraborty, S/o. Surendra Chakrabotry, Kumarghat.	8·40
145.	Abdul Chattar, Abdul Mannan, S/o. Sukur Mamud, Kumarghat.	1·60
146.	Erpan Ali, S/o. Achamar Ali, Ahammad Ali, S/o. Ashad Ali, Kumarghat.	0·23
147.	Ramkumar Paul, S/o. Durram Paul, Kumarghat.	0·34
148.	Ramesh Ram Malakar, S/o. Prakash Ram Malakar, Prasanna Malakar, S/o. Pyari Charan Malakar, Kumarghat.	0·36
149.	Lakshi Bala Debi, W/o. Manuranjan Debnath, Sushil Ch. Debnath, S/o. Manuranjan Debnath, Kumarghat.	1·42
150.	Chabar Ulla, S/o. Enalil Mahammud, Kumarghat.	1·34
151.	Bhupendra Ch. Das, S/o. Manindra Ch. Das, S/o. Kula Ch. Das, Kumarghat.	0·51
152.	Abdul Latif, Abdul Bari, S/o. Malkat Ulla, Mastagi Bibi, W/o. Abdul Latif, Kumarghat.	0·12
153.	Narendra Ch. Malakar, Narmada Ch. Malakar, S/o. Parilal Malakar, Kumarghat.	0·63
154.	Jamini Ram Malakar, S/o. Prakash Ram Malakar, Kumarghat.	0·83
155.	Abdul Rahim, S/o. Bahar Ulla, Kumarghat.	0·25
156.	Abinash Ch. Bhattacharjee, S/o. Prasanna Kr. Bhattacharjee, Kumarghat.	0·69
157.	Girindra Ch. Debnath, S/o. Bihari Ch. Debnath, Kumarghat.	0·81
158.	Rajendra Ram Malakar, S/o. Ragiram Malakar, Kumarghat.	0·16
159.	Pramud Ch. Malakar, S/o. Dayaram Malakar, Kumarghat.	1·41
160.	Jhatai Ch. Debnath, S/o. Sarat Ch. Debnath, Kumarghat.	0.84
161.	Upendra Ch. Debnath, Thakur Mani Debnath, S/o. Kartik Ch. Debnath, Kumarghat.	1·46
162.	Hari Charan Debnath, S/o. Murari Ch. Debnath, Kumarghat.	0·60
163.	Harendra Kr. Debnath, S/o. Murari Kr. Debnath, Kumarghat.	0·65
164.	Saradha Ch. Debnath, S/o. Kailash Ch. Debnath, Kumarghat.	0·30
165.	Natinchara Tea Company, Notingchara, Kumarghat.	0·98
166.	Jhunu Mia, S/o. Chalim Mamud, Kumarghat.	0·08
167.	Amirunnecha Bibi, W/o. Chabar Kha, Kumarghat.	0·28
168.	Narendra Malakar, S/o. Jibanram Malakar, Kumarghat.	0·10

UNSTARRED QUESTION NO. 206.

By—Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মফঃস্বল শহরগুলির উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে সেই পরিকল্পনা কি কি এবং উহা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মফঃস্বলের মহকুমা শহরগুলি উন্নয়নের জন্য একটি মাষ্টারপ্ল্যান তৈরীর প্রস্তাব আছে।

২। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 491

By—Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ১৯৭২-৭৩ সালে বিশালগড় ব্লকে কৃষিঋণ, দাদন ও খয়রাতি বাবৎ কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ?

২। নাম-সহ টাকার পরিমাণ (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। টা: ১৩,১২,৭১৫.০০

২। কৃষিঋণ ৮,৯৮,৩০০.০০

দাদন ১,৮২,৭৫০,০০

খয়রাতি ২,৩২,০৬৫,০০

UNSTARRED QUESTION NO. 528.

By—Shri Nripendra Chakrabotry.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ডম্বুর হাইড্রেল প্রোজেক্ট রাইমাশর্মার যাদের জমি একুইজিশান করা হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন গেজেটে প্রকাশিত জমির হিসেবে আপত্তি জানিয়ে এ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্ট ১৯৬০ অনুসারে আবেদন জানিয়েছেন ?

২। এসব আবেদনের মধ্যে কতজনের আবেদন এ পর্যান্ত গৃহীত হয়েছে এবং রেকর্ড সংশোধিত হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা।

উত্তর

১। রাইমাশর্মা এলাকায় ভূমি একুইজিসন নোটিফিকেশন পাবলিকেশনের ১৯৬০ইং সনের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনে রেকর্ড সংশোধনের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কালেক্টর কর্তৃক ১৮টি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

২। এইগুলি তদন্তাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 682.

By—Shri Radha Raman Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর বিধান সভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তারানগর, মোহনপুর চাঁচু, ফটিকছড়া ও কলকলিয়া তহশীলে চলিত আর্থিক সনে কতজন ভূমিহীন কৃষককে কত টাকা করে প্রোপ বাবদ ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। ২০১৭ জন ভূমিহীন কৃষককে জনপ্রতি ৫০.০০ টাকা হারে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

MONDAY, the 25th, March 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P. M. on Monday, the 25th March, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 48 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :— To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.—Starred Question— Shri Pakhi Tripura.

Shri Pakhi Tripura :— Starred Question No. 102

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২, স্যার।

প্রশ্ন

১) প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক ছাত্র ছাত্রীদের জামা-পোষাকের জন্য ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এ মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে, মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

২) ঐ সকল জামা-পোষাক কিভাবে বিলি বণ্টন করা হয়েছে ?

৩) ঐ বিলি বণ্টনের অব্যবস্থা সম্পর্কে কি কোন অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, পাওয়া গেলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?

উত্তর

১) প্রাক-প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের জামা-পোষাকের জন্য ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ কোন টাকা খরচ করা হয় নাই। প্রাথমিক ছাত্রীদের জামা-পোষাকের জন্য ১৯৭২ এবং ১৯৭৩এ যে টাকা খরচ করা হইয়াছে, ইহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। ছাত্রদের কোন পোষাক দেওয়ার বিধি নাই।

	১৯৭২	১৯৭৩		১৯৭২	১৯৭৩
সদর	১৩,২৮৭.০০	৩২,৩০৯.০০	সাব্রুম	—	৩৫২.০০
সোনামুড়া	২,৩৩৪.০০	৫,১০৫.০০	খোয়াই	১,৮৯০.০০	৪,২৯৮.০০
বিলোনীয়া	৬৫৭.০০	৪,১৪০.০০	কমলপুর	১,৬৮০.০০	২,৩১৮.০০
উদয়পুর	১,৯২৩.০০	৪,২৫৬.০০	কৈলাশহর	১,৭২৪.০০	২,৩০৪.০০
অমরপুর	৬২৪.০০	২,৪৮২.০০	ধর্মনগর	১,২১২.০০	৫,১৪৪.০০

২) প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার মাধ্যমে ছাত্রীদের সহি রাখিয়া পোষাক বিলি বন্টন করা হইয়াছে।

৩) হ্যাঁ, বিশালগড় এলাকা হইতে ৬২ জনের নাম স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

ক) জামা-পোষাক বিলম্বে সরবরাহ করা হইয়াছে,

খ) মাপ অনুযায়ী পোষাক সরবরাহ করা হয় নাই,

গ) অতি নিকৃষ্ট মানের কাপড় দ্বারা পোষাক তৈরী করা হয়েছে,

শ্রীপার্থ ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ছাত্রদের পোষাক দেওয়ার কোন বিধি নাই, কিন্তু ছাত্ররা যাতে পোষাক পেতে পারে তার জন্য বিধি তৈরী করার প্রয়োজন মনে করেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—স্যার, এটা সরকারের অর্থ সংস্থানের উপর নির্ভর করে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি বলেছেন প্রাথমিক ছাত্রীদের পোষাক দেওয়ার জন্য সদরে ১৯৭২ সালে মোট ১৩,২৮৭ টাকা এবং ১৯৭৩ সালে মোট ৩২,৩০৯ টাকা খরচ করেছেন। কাজেই ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালে সদরে মোট কত সংখ্যক ছাত্রীকে পোষাক দিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—স্যার, এখন এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নাই। আলাদা প্রশ্ন করলে, আমি তার উত্তর দেব।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি বলেছেন প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষিকার মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে পোষাক বিলি বন্টন করা হয়, এটা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি জানি যে বেশীর ভাগ স্কুলের ছাত্রীরা এই জামা কাপড় পায় না। তাই মন্ত্রী বাহাদুর পোষাক কেনার যে টাকার হিসাব দিয়েছেন, সেটা কি প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষিকা নিজেই কিনে দেন, না তার জন্য একটা কমিটির কিছু করণীয় আছে, বিশেষ করে অনেক স্কুলে যে ম্যানেজিং কমিটি আছে, তার কিছু করণীয় আছে, জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—স্যার, প্রশ্নটা ছিল প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রীদের জামা পোষাক দেওয়া হয় কিনা ? —আমি বলেছি দেওয়া হয়। এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষিকার যে রকম ইণ্ডেন্ট দেন, সেই ভাবেই দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে অভিযোগটা পাওয়া গেছে বলে বললেন, সেটা সম্পর্কে কি করা হয়েছে, আমরা তা জানতে পারি কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—স্যার, অভিযোগগুলি পাওয়ার পর অভিজ্ঞ দর্জি দিয়ে সেগুলির কিছু পরিবর্ত্তন করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জামা-পোষাকগুলি অনেক ক্ষেত্রে খারাপ কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছে এবং মাপ মত করা হয় নি। কাজেই সেগুলির যে পরিবর্ত্তন করা হল, সেটা কি নতুন কাপড় দিয়ে নতুন করে তৈরী করা হয়েছে কিনা, বলতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—স্যার, পুরানো মাপগুলির মধ্যে যে অসঙ্গতি ছিল, অভিজ্ঞ দর্জি দিয়ে সেগুলিকে নতুন করে তৈরী করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখেছেন কি যে এটার মধ্যে কোন করাপ্‌ট প্রেক্‌টিস আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যা করা হয়েছে, সেটা টেণ্ডারের ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি নিজে জানি যে অনেক স্কুলের ছাত্রীরাই তাদের পোষাক পায় নি। কাজেই যে সব স্কুলের ছাত্রীরা তাদের পোষাক পায় নি, তাদের পোষাক দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :— স্যার, প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রীদের এই সব পোষাক দেওয়া হয় এবং সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষিকা যে রকম দাবী পাঠান, আমরা সেই রকমই দিয়ে থাকি।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রীদের পোষাক দেওয়া হয় এবং হেড মাষ্টারের রিকমাণ্ডেশান আছে—এর বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছে। কাজেই সেখানে যে সকল কমিটি আছে সেই স্কুল কমিটির কনসেণ্ট নিয়ে ছাত্রীদের পোষাক দেওয়ার ব্যাপারে রিকমাণ্ডেশান নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে এটা প্রধান শিক্ষিকার উপর ন্যাস্ত থাকে। কারণ কারা কারা পাওয়ার উপযুক্ত, কাদের আর্থিক দুরবস্থা রয়েছে। স্কুলে উপস্থিতির পার্সেন্টও এতে আছে সেগুলি হেড মাষ্টার মশাই জানেন। সুতরাং তার রিকমাণ্ডেশানেই দেওয়া হয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই পোষাক কি সরকারী স্কুলেই পায়, না বে-সরকারী স্কুলেও যারা আছে তারাও পাবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী বেসরকারী স্কুলের প্রশ্ন নয়। যারা পাওয়ার যোগ্য তারাই পাবে।

শ্রীমধুসূদন দাস :—আমার জানা আছে, কোন কোন প্রাইমারী স্কুল আছে যে সব স্কুলে পোষাক দেওয়া হয় না। সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্দ্দিষ্ট কোন স্কুলের নাম করলে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রী মধুসূধন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রামঠাকুর প্রাথমিক বিভাগের কোন ছাত্র ছাত্রী এই ধরণের পোষাক বা টাকা পায় নি, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের জন্য এই পোষাক তারা কেউ বাদ গিয়াছে কিনা সেটি আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি যে ব্লকের মাধ্যমে যারা প্রি-প্রাইমারী, বালোয়ারী পড়ে তাদেরও কিছু কিছু জামা কাপড় দেওয়া হয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্লকের মাধ্যমে কি দেওয়া হয় না হয় সেটি আমার জানা নাই।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিলোনীয়াতে ১৯৭২ সালে ৬০০ টাকা দিয়েছে। কোন কোন প্রাইমারী স্কুলে দিয়েছে সেটি জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ বিয়ণ্ড দি স্কোপ অব দি অরিজিনাল কোয়েশ্চান।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন—বিলোনীয়াতে ৬০০ টাকা করে ১৯৭২ সালে দেওয়া হয়েছে। মোষ্ট অব দি প্রাইমারী স্কুল এই ব্যবস্থা নাই। ছাত্র ছাত্রীদের সরকারী পোষাকের ব্যবস্থা নাই। কাজেই প্রত্যেক প্রাইমারী স্কুলে সারকুলেশান দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট সারকুলার দেওয়া আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :- -ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭?

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের দিল্লী ও কলিকাতা অফিসের জন্য ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এর অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে?

২। ১৯৭১ সালের তুলনায় ইহা কত বেশী?

উত্তর

	১৯৭১	১৯৭৩ (অক্টোবর পর্য্যন্ত)
ত্রিপুরা ভবন, দিল্লী :—	মং ৯৫,৩৫৩·৩০ প:	মং ২,২৭,১৬৬·৭৫ প:
ত্রিপুরা ভবন কলিকাতা এবং গড়িয়াহাট, কলিকাতা অফিস।	—	মং ২৩,১০,৩১১·৬২ প:
অফিসারদের বেতন	মং ১০,৫৯৪·০৫ প:	মং ৬,৪৬৫·০০ প:
কর্মচারীদের বেতন	মং ২৭,৪৩৪·৫৬ প:	মং ২২,০০১·২৪ প:
অন্তবর্তীকালীন ভাতা	মং ৭,২৭৭·৩৭ প:	মং ৭,২২০·৪০ প:
নানাবিধ ভাতা	মং ৪৪.৮৪৬·৫৮ প:	মং ৩৫,১৩০·৫১ প:
অন্যান্য যথা—টেলিফোন, টেলিগ্রাম, এবং অফিস স্টেশনারী ইত্যাদি :—	মং ৭৩,৯৯৯·৪৮ প:	মং ১,০২,০৪৯·৮৫ প:
	মং ১,৬১,১৫২·০০ প;	মং ১,৭২,৮৬৭·০০ প:
		মং ২৪,৮৩,১৭৮·৬২ প:

ক) ১৯৭১ সালের দিল্লীতে কোন অফিস ছিলনা।

খ) কলিকাতা অফিসে ১৯৭২ সালে ১৯৭১ সালের তুলনায় মং ২৭,২৩৯·০০ প: এবং ১৯৭৩ সালে মং ২৩,৪৯,২৬৫·৬২ প: (১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত) খরচ বেশী হইয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি কলিকাতায় যে দুটো অফিস আছে বলছেন, দুটো অফিসের আলাদা আলাদা করে হিসাবটা কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুটো অফিসের একটা অফিস কেবল কেনা হয়েছে এবং তার জন্য যে সাজ সরঞ্জাম তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই গড়িয়াহাটের অফিসটাই রয়েছে। এটা এখন পর্য্যন্ত আরম্ভ হয় নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—দিল্লী অফিসের ফাংশানটা কি মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু দিল্লীতে আমাদের বার বার যাতায়াত করতে হয় এবং দিল্লীতে সব কিছু ব্যাপারে বিশেষ করে আর্থিক ব্যবস্থার জন্য যেতে হয় এবং এখানকার পরিস্থিতির কোন অভাব ঘটলে কিম্বা কোন জিনিষের অভাব ঘটলে সেটার তদারকীর জন্য—পাস্র্য করার জন্য দিল্লীতে একট অফিস দরকার আছে।

শ্রীঅভয় বিশ্বাস :—কলিকাতা, ত্রিপুরা ভবনের জন্য ২৩,১০,৩১১ টাকা খরচ হয়েছে এবং এই অফিসের কর্ম্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাবদ ১,১২,৮৬৭ টাকা খরচ হয়েছে। আর বাকী টাকাটা কি জন্য খরচ হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারি নাই।

মি: **স্পীকার** :—প্রশ্নটা স্পষ্ট করে করুন।

শ্রীঅভয় বিশ্বাস :—এখানে একটা হিসাব দিয়েছেন—কলিকাতা ত্রিপুরায় ভবনের জন্য ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত। তাতে মোট খরচ হয়েছে ২৩,১০,৩১১ টাকা তার মধ্যে বেতন, নানাবিধ ভাতা ইত্যাদির জন্য খরচ হয়েছে ১,১২,৮৬৭ টাকা। এর পরে বাকি টাকাটা কি পার্পাসে খরচ হয়েছে ?

মি: স্পীকার :—কলিকাতা হাউসের ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ২৩ লাখ টাকার যে হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে দেড় লাখ টাকার হিসাব আমরা পাচ্ছি। আর বাকী টাকাটা কি জন্য খরচ হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলকাতা অফিসের কথা যদি বলা হয়ে থাকে তবে একটা বাড়ী করতে যা যা দরকার প্রথম অবস্থায়, নুতনভাবে রিনোভেশান করা, এই সমস্ত জিনিষগুলির জন্য যে খরচটা হয়েছে, এই খরচটা এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বাড়ীর জায়গায় দামটা এই টাকারমধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাড়ী একটা কিনতে গেলে এর মধ্যে অ্যাটর্নীর প্রশ্ন আসে, রেকর্ড করার প্রশ্ন আসে, রেজিষ্ট্রেশনের প্রশ্ন, এই সমস্ত নানাবিধ খরচের জন্য এই খরচটা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে অফিসের জন্য বাড়ী কিনতে গিয়ে খরচ হয়েছে সেটা নয়, অফিসের জন্য দেড় লক্ষ টাকা বাদে আগের অফিসের জন্য যেটা বলেছেন, নূতন অফিসের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কি বাবতে খরচ হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বাড়ী কেনার সঙ্গে সঙ্গে এটা রিনোভেশান করতে হয়, চুনকাম করতে হয়, ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করতে হয়, যে বাড়ী কোয়ার্টার ছিল সেটাকে অফিসে পরিণত করতে হবে এবং সেজন্য খরচ হয়েছে। এটা বসত গৃহ ছিল। সেটাকে অফিসে পরিণত করা হয়েছে। এখন এই সম্পর্কে কি কি বাবতে কত খরচ হয়েছে সেটা জানতে চাইলে পরে দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—বাড়ী কেনার দামের চেয়ে রিনোভেশানের খরচটা বেশী কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যেটা হিসাব চেয়েছেন যে বাড়ী ২১,২৫,০০০ টাকায় কেনা হয়েছে, চলতি নিয়মানুসারে শতকরা ৮ টাকা, বিভাগীয় খরচ ১,৭০,০০০ টাকা, এটর্নী ও ভ্যালুয়ার্স ফিস ৭,৮৩২·৫০ পয়সা, আসবাব পত্র ৩৬২ টাকা, কর্পোরেশন ট্যাক্স ২,৭৯২·৮৪ পয়সা, মেরামত ৪,৩৩৪·২৮ পয়সা। মোট ২৩,১০,৩১১·৬২ পয়সা।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কলকাতায় দুটো অফিস করা হয়েছে, কলকাতা অফিসে কি কাজ এটা বলবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলকাতা অফিস সাধারণত যেসব মালপত্র বিভিন্ন দিক থেকে আসে কিংবা কলকাতা থেকে বুকিং হয় সেই সমস্ত তদারক করার জন্য ওখানে একটা অফিস মেন্টেন করতে হয় এবং তাদের এটাই বিশেষ কাজ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৩,১০,৩১১ টাকার হিসাব দিতে গিয়ে বলেছেন ২১লক্ষ টাকার উপর বাড়ী কেনার জন্য খরচ হয়েছে। এই কেনার অ্যাসেসমেন্টটা কোম্ কোম্পানী করেছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আলোচনা হয়েছে এই হাউসে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে বিডন ষ্ট্রিটে বাড়ী কিনার ব্যাপারে সবচেয়ে নামকরা ফার্মটাকে এনগেজ করা হয়েছিল। তারপর সেখানে গভর্ণমেন্টের মতামত নেওয়া হয়েছিল। তারপর আমাদের এখানকার অফিসার শুধু একজন নয়, ৪।৫ জন অফিসার গিয়ে ভ্যালুয়েশান করেছেন, বাড়ী দেখে এসেছেন, তারপরে বাড়ী কেনা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের গভর্ণমেন্টের পি ডবলিউ ডি, অ্যাসেসমেন্টে সাহায্য করেছেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলতে যা বুঝায় চীফ সেক্রেটারীর কাছে লেখা হয়েছিল এবং চীফ সেক্রেটারীর মারফতেই এটা এসেছে। তিনি কার কাছ থেকে নিয়েছেন না নিয়েছেন সেটা আমরা বলতে পারব না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন কি যে চীফ সেক্রেটারী কোন লিখিত অ্যাসেসমেন্ট আনিয়েছেন কিনা যে এই অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে মূল্য হওয়া উচিত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেট্যরীর মতামত নিয়েছি সেটা আগেই বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার প্রশ্নের জবাব হলনা। চীফ সেক্রেটারী কি লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে এই বাড়ীর দাম ২১ লক্ষ টাকা হওয়া উচিত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই প্রশ্ন এখানে আসে না এই জন্য বলছি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের চীফ সেক্রেটারী যখন এটা বলছেন যে এই দাম অতিরিক্ত নয় তখন এর উপর কি প্রশ্ন থাকতে পারে আমি জানি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চীফ সেক্রেটারীর সেই চিঠি এই হাউসে উপস্থিত করবেন কি যে চীফ সেক্রেটারী বলেছেন এই দাম অতিরিক্ত নহে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই চিঠি সিক্রেট পেপারের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তিনি যদি পার্লামেন্টের নিয়ম দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই সব চিঠি হাউসে উপস্থিত করতে পারা যায়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই চিঠি হাউসে পড়া হয় নাই। কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—যদি টাকা না খেয়ে থাকেন তাহলে ভয়ের কি আছে, এটা গোপন রাখবার কি আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। করাপশানের কেস যদি জানতে হয় তাহলে তার জন্য আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—খরচ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কিনা এটা হাউস জানতে চাইবে না? টাকা মাগনা আসে গভর্নমেন্টের যে আমি যখন খুশী খরচ করতে পারব? যেখানে দেখছি ১ লক্ষ টাকা দেড় লক্ষ টাকা খরচে হয় সেখানে তিনি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন আর আমি জানতে চাইব না যে খরচটা ন্যায্য হয়েছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যা খরচ হয়েছে। সেজন্য বলেছি যদি এখানে অন্য কোন প্রশ্ন কারোর মনের মধ্যে দেখা দেয় তার জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—উই ওয়ান্ট টু বি সেটিসফাইড যে একটা ভাঙ্গা বাড়ী আমরা কিনেছি কি না, প্লীজ লেট দি অনারেবল মিনিষ্টার টু প্লাস দি রিপোর্ট বিফোর দি হাউস।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে ওরা যে রিপোর্ট দিয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের এখানকার অফিসাররা সেইটা দেখে এসেছেন, তারা এসেস করেছেন তারপরে এই বাড়ী কিনা সাব্যস্ত হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এসেস করা হয়েছে বাড়ী, মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন, আমরা তো এইটা স্বীকার করছি কিন্তু এসেসমেন্ট করতে গিয়ে বাড়ীটা কত দিনের পুরাণো এইটা নিশ্চয়ই রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে, সেইটা আমরা জানতে চাই রিপোর্টের মধ্যে রয়েছে এইটা তো উনি আগেই বলেছেন, উত্তরটা আমরা পাই নি, পুরণো উল্লেখ করা হয়েছে সেইটা মাননীয় মন্ত্রী মশায় আমাদেরকে জানাবেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—অনারেব্যল মেম্বার এইটা সেপারেট প্রশ্ন হয়ে এলে ভাল হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এইটা পৃথকভাবে কি করে বলছেন স্যার, উনি যে রিপোর্টের কথা বলেছেন সেই রিপোর্টে কি আছে সেইটা বলতে হবে স্যার।

মিঃ স্পীকার :—এই প্রসংগটা—

Shri Nripendra Chekraborty :—Hon,ble Minister included this in his reply, question. then it is not a separateস্যার, আমি এই সম্পর্কে আপনার কাছে রুলিং চাইছি যে একটা চিঠি উনি রেফার করেছেন এবং সেই চিঠি হাউসের সামনে যদি গোপনীয় হয় তাহলে মাননীয় স্পীকারকে আমি দায়িত্ব দিচ্ছি তিনি পরীক্ষা করে এই হাউসের সামনে বলুন যে চিঠি গোপনীয় এবং এটা দেওয়া যায় না। আর যদি গোপনীয় না হয় তাহলে আমি ডিমাণ্ড করব এই চিঠি এখানে উপস্থিত করতে হবে। স্পীকারের কাছে রুলিং চাই।

মি: স্পীকার :—আমি এই বিষয়টার উপর রুলিং পরে দেব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কলকাতার একটা কোম্পানীকে দিয়ে অ্যাসেস করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে সেই অ্যাসেসমেন্টে বাড়ীটা কত পুরানো বলা হয়েছে এবং কত লণ্ডিভিটি নিশ্চয়ই সেটা অ্যাসেস হয়। সেই বাড়ীটা কত দিনের পুরনো বলে সেই বাড়ীটা উল্লেখ করা হয়েছে?

মিঃস্পীকার :—দিস ইজ টু ওয়াইডার এ কোয়েশ্চান।

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Sir, it will not come under the perview of the—

Shri Mripendra Chakraborty :—Hon'ble Speaker is there. This question included in his answer that is why became very relevent. সাপ্লিমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে দিল্লীতে এর আগে আমাদের, কাজকর্ম চলতো তখন একটা আলাদা অফিসও চলতো, এখন চলে না কেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার জানা নাই আগে কিভাবে চলতো না চলতো, তবে টেরিটরিয়েল কাউন্সিলের আমলে আমরা দেখছি যে তখন ছিল হোম মিনিষ্ট্রির গেষ্ট হাউসে আমাদের থাকতে হতো, সেখানে এ্যারেঞ্জমেন্ট হতো যোগাযোগ করার কিন্তু ষ্ট্যাট-হুড হওয়ার পর থেকে আমাদের সেইসব অ্যারেঞ্জমেন্ট না থাকার দরুন আমাদের বাড়ী নিতে হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, কতজন কর্মচারী দিল্লীর অফিসে এখন বর্ত্তমানে কাজ করেছেন মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেব্যল মেম্বার, এইটার সঙ্গে মেইন প্রশ্নের সংগতি আছে কি ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমরা দেখছি ব্যয় সঙ্কচ হচ্ছে সরকারের নীতি, সেইটা আমাদেরকে দেখান হবে না, পাবলিককে এই হাউসে দেখাতে হবে না ? যেখানে এক পয়সা খরচ হচ্ছো না সেখানে ওরা হাজার হাজার টাকা খরচ করেছেন আর ব্যয় সংকুচ মানুষকে বুঝাচ্ছেন। সাপলিমেণ্টারী স্যার, ওটা আমি আবার বলছি দিল্লীতে এবং কলিকাতাতে আমাদের কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং গাড়ীর সংখ্যা কত এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা সেপারেট কোয়েশ্চন হয়ে এলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, যখন হিসাব দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে কর্ম্মচারীদের বেতন ভাতা, সুতরাং কর্মচারীদের বেতন ভাতা যেখানে বলা হয়েছে—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে এইটা পৃথক ভাবে প্রশ্ন হয়ে এলে উত্তর দেবেন, কর্মচারীর সংখ্যা কত, গাড়ীর সংখ্যা কত, ইত্যাদি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, এই যে বেতন ভাতা দেওয়া হয়েছে কয়জন কর্মচারীকে এবং কোন কোন পদের জন্য বেতন ভাতা দেওয়া হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ অলসো আউটসাইড দি মেইন কোয়েশ্চান।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কলিকাতায় যে বাড়ী কিনা হয়েছে, কার কাছ থেকে কিনা হয়েছে এবং দিল্লীতে যে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে কার কাছ থেকে বাড়া ভাড়া নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নাম যদি জানতে চান আমি পরে বলতে পারবো।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, দিল্লীতে এবং কলিকাতা গিয়ে মন্ত্রীরা এবং কোন কোন অফিসার এবং কে কে এই সমস্ত ত্রিপুরা ভবন বা অন্যান্য ভবনে থাকেন ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, এইটা তো মনে হচ্ছে কারা কারা থাকেন—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চানটা হচ্ছে আমরাও গিয়ে থাকতে পারি কি না ? কোন কোন মন্ত্রী, অফিসাররা, এম, এল, এরা পারমিটেড টু গো অ্যাণ্ড ষ্টে দেয়ার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে মন্ত্রীরা থাকতে পারেন, কর্মচারীরা থাকতে পারেন, এম, এল, এরা থাকতে পারেন আর যদি জায়গা থাকে তাহলে পরে পাবলিক গিয়ে থাকতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইটা কি সত্যি যে চীফ সেক্রেটারী দিল্লীতে এই ত্রিপুরা ভবনে না থেকে অন্য জায়গায় থাকেন এবং সেখানে তার থাকবার জন্য স্পেশিয়াল টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, দিস ইজ নট এ সাপলিমেন্টারী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, কলিকাতা এবং দিল্লীতে যে দুইটা বাড়ী আছে এই দুটো বাড়ীতে কোনটাতে কোনটাতে এবং কবে অফিস ষ্টার্ট করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাক্‌জেক্‌ট তারিখ আমি ঠিক করে বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৯।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ট কোয়েশ্চন নং ১৬৯।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহাবিদ্যালয়ে হোষ্টেল না থাকায় ট্রাইবেল ছাত্ররা লিখা-পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হইতেছে এবং

২) সত্য হইলে হোষ্টেল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার নিবেন কি ?

উত্তর

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ললিত ত্রিপুরা নামে একটা ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলে কোথায় থেকে পড়াশুনা করছে ?

মিঃ স্পীকার :—দিস কেননট বি এ সাপলিমেন্টারী কোয়েশ্চন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—ট্রাইবেল ছেলেরা ভর্ত্তি হতে পারছে না, কারণ তাদের থাকার কোন ব্যবস্থা নাই।

মিঃ স্পীকার :—আপনি অন্য ভাবে প্রশ্ন করতে পারেন, এক জনের নাম করে এইভাবে—

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি ব্যাপারটা, এই কলেজে যে হোষ্টেল আছে তার মধ্যে ২০ জনের থাকার মত অ্যাকমোডেশন আছে। তার মধ্যে ১৮ জন আছে এবং একজন ট্রাইবেল স্টুডেন্ট আছে।

Mr. Speaker :—Shri Jitendralal Das, Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—Question No. 471

Shri S. M. Sen Gupta :—Question No. 471 Sir.

QUESTION

1. Whether any shop was raided by antisocial elements on 14. 12. 73, during Tripura Bandh, at Maharajganj Bazar, Durga Chowmohani Bazar and other places of Agartala Town.

2. If so, steps taken against the raiders.

ANSWER

1 & 2. No information of any raid at Durga Chowmohani Bazar by anti-social elements on 14. 12. 73 was reported.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই ঘটনা সম্পর্কে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পুলিশ তদন্ত করে দেখছেন। যতটুকু রিপোর্ট পাওয়া গেছে, যাদের ঘর ডেমেজ হয়েছে, সেই সম্পর্কে নাম চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন নাম তারা বলেন নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি মহারাজগঞ্জ বাজারে ভেরাইটীজ ষ্টোর, কর্মী ভাণ্ডার, টবাকো কোং, চায়ের দোকান, চাউলের ষ্টক, নিউ সোডা ওয়াটার কোং, শ্রীযোগেশ সাহার দোকান এবং সংগে তার থাকার ঘর, গোপাল রায়ের দোকান, বসাক এণ্ড কোং এবং আরও এই ধরণের মিষ্টির দোকান ইত্যাদি অমর গুপ্তের নেতৃত্বে একদল গুণ্ডা, তারা দোকানদারের অনুপস্থিতিতে তালা ভাঙ্গে, এবং ভেরাইটীজ ষ্টোরের চাবি নিয়ে যায়, দরজা ভাঙ্গে, কর্মী ভান্ডারের দরজা ভাঙ্গে, সেই দরজা আন্ডার লক এন্ড কী ছিল এবং নারায়ণ রায়কে মেরে নর্দ্দমায় ফেলে দেয়, এবং দুর্গাচৌমুহনীর একটি গহনায়—হরিপদ শিল্পালয়, তার উপর আক্রমণ করে সেটা কি তিনি অবগত আছেন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। যতটুকু রিপোর্ট পাওয়া গেছে, পুলিশ ইনকোয়ারী হয়েছে, পুলিশ ইনকোয়ারীতে নাম বলেনি বিধায়, এখনও সেটা তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর নিয়ে দেখবেন কি, যখন যোগেশ সাহার দোকানে মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী উপস্থিত সেখানে দারোগা কেস তদন্ত করেছিলেন তখন সমস্ত নাম, ধাম রেকর্ড হচ্ছিল সেই দারোগার কাছে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে খবর নেবার দরকার আছে বলে মনে করিনা। এজাহার দেওয়া হয়েছে, এবং এজাহার অনুযায়ী তদন্ত হচ্ছে। এখন পর্য্যন্ত যা জানা গেছে, কোন নাম দেওয়া হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, হরিপদ শিল্পালয় যখন আক্রমণ করে তখন তার মালিক চীফ মিনিষ্টারকে ফোন করে খবর দিয়েছেন এবং নাম বলেছেন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সময় ফল্‌স ফোনও আসে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সেইদিন কয়েকটি টি, আর, টি, সি, ট্রাক এই গুন্ডাদের বহন করার জন্য কংগ্রেস ভবনের কাছে রিপোর্ট করেছেন ?

মিঃ স্পীকার :—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া উচিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রেটড করার জন্য টি, আর, টি, সি,র ট্রাক ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে কতকগুলি ট্রাক ব্যবহার করেছেন এবং গুন্ডাদের বহন করার জন্য টি, আর, টি, সি'র ট্রাক দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক অফিসের সামনে অনেক ট্রাক থাকে, তার জন্য বলা যায়না যে গুণ্ডা কেরী করার জন্য ট্রাকগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১৯ স্যার।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। সহরে ও গ্রামে রেশন কার্ডের মাধ্যমে চাউল, আটা, চিনি ইত্যাদির বরাদ্দের কোন তারতম্য আছে কি না ?

২। থাকিলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১ ও ২। রেশন কার্ডের মাধ্যমে শহরে ও গ্রামে চাউল, গম ও আটা বন্টনের পরিমাণের কোন তারতম্য নাই। চিনি বন্টনের ব্যাপারে কিছু তারতম্য আছে। শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজন বিবেচনাক্রমে তাহাদের কিছু বেশী পরিমাণ চিনি দেওয়া হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে চিনির পরিমাণ কত দেওয়া হয় মাথাপিছু ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা প্রাপ্ত চিনির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ঠিক করা হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, অমরপুর যে পরিমাণ রেশন কার্ড আছে, সরকার যে পরিমাণ চিনি দেওয়ার কথা, সেই পরিমাণ চিনি দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে চিনি আমরা যা পাই, সেটা ডিষ্টিবিউটেড হয় বিভিন্ন জায়গায়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে, যে পরিমাণ কার্ড আছে; মাথাপিছু যে পরিমাণ চিনি সপ্তাহে দেওয়ার নিয়ম আছে সরকারের সেই পরিমাণ চিনি অমরপুরে দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পরিমাণ চিনি ত্রিপুরায় আসে, তার উপর ভিত্তি করেই ঠিক করা হয়, মফঃস্বলে বা গ্রামাঞ্চলে কত চিনি দেওয়া হবে না হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোথায় কি পরিমাণ চিনি দেওয়া হবে না হবে সেটার ভিত্তি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সাধারণতঃ মহকুমা হাকিম সেটা ঠিক করে দেন। তার কাছে চিনি যায়, সেই চিনির বরাদ্দ হিসাবে সেটা ঠিক করে দেন তিনি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—স্যার, লোক সংখ্যার তুলনায় যদি অনেক কম চিনি দেওয়া, হয়, তাহলে সেখানকার লোকেরা চিনি পাবে কি করে ? তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কিনা যাতে আরও বেশী পরিমাণ চিনি অমরপুরে দেওয়া যায় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চিনি যত বেশী আছে, তত বেশী চিনি দেওয়া যায় না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে প্রয়োজন বেশী বিবেচনা করে শহরাঞ্চলে একটু বেশী চিনি দেওয়া হয়। এই যে প্রয়োজনটা বেশী, এটা কি ভাবে ঠিক করা হয় বা তার ভিত্তিটা কি, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শহরাঞ্চলে চাহিদাটা নির্ভর কঞ্জিউমার্স' দের উপর এবং সেই কঞ্জিউমার্স'রা যে ধরণের, অর্থাৎ তাদের ষ্টেণ্ডার্ড অব লিভিং যেটা আছে, তার উপর ভিত্তি করেই এই পরিমাণটা ঠিক করা হয়।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সার্বডিভিশনের চিনি বণ্টন সাব ডিভিশনের লোক সংখ্যা অনুপাতে করা হয় কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ চিনি আসে, সেই চিনি বিভিন্ন জায়গাতে ডিষ্টিবিউট করা হয় লোক সংখ্যার অনুপাতে এবং সেই অনুপাতে মহকুমা শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তিনিই সেটা ডিষ্টিবিউট করেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে রেশনের বরাদ্দ নির্দ্ধারিত করার ব্যাপারে যখন বাইরের চাউল শহরে আসা নিষিদ্ধ, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে রেশন বরাদ্দ নির্দ্ধারিত করার ব্যাপারে যখন বাইরের চাউল শহরে আসা নিষিদ্ধ থাকে, তখন শহরে পূর্ণ রেশন চালু করার পূর্ণ রেশন বরাদ্দ করার. ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা শহরে চাউল আসা কখনও বন্ধ হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলতে চান যে বাইরে থেকে আগরতলায় যে কোন লোক চাউল নিয়ে আসতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা সদর এলাকায় যেখান থেকে যত খুসী আনতে পারে, তবে ট্রাকে করে আনার মধ্যে একটা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল এতদিন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এখন সম্পূর্ণরূপে ইন্টার সাব-ডিভিশন কর্ডনিং তুলে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইন্টার সাব-ডিভিশন কর্ডনিং তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট টু ডিষ্ট্রীক্ট কর্ডনটা রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে কর্ডনটা তুলে দেওয়া বা রাখা, এটা কি উদ্দেশ্য নিয়ে বা কিসের ভিত্তিতে নিদ্ধারিত হয়ে থাকে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে একটা মাত্র নীতি ছিল, তা হল যে প্রত্যেকটা সাব-ডিভিশনে যেখানে সারপ্লাস আছে বা কম ঘাটতি আছে, সেটা যাতে ঘাটতি এলাকায় না আসতে পারে, সেজন্য এটাকে সাব-ডিভিশন ওয়াইজ কর্ডনিং করা হয়েছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে উত্তর ত্রিপুরাটা সারপ্লাস এলাকা কিনা যে তাকেও কর্ডনিং করে রাখতে হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এই ফিগারটা নাই। তবে সাধারণভাবে এই বছরের কথা আমি বলতে পারি যে এই পর্যান্ত কোন জায়গাতে কোন অসুবিধা হয় নি, এই কর্ডন থাকার ফলে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, ইট ইজ ক্লিয়ার যে গভর্ণমেন্ট কর্ডনিং দেওয়ার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করছেন না। মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে সারপ্লাস এলাকাটা কর্ডনে রাখা হয় যাতে ডিফিসিট এলাকা না হয়ে যায়। উত্তর ত্রিপুরা তো ডিফিসিট, এটাকে কি ভিত্তিতে কর্ডন করে রাখা হয়েছে? আমি জানি যে ডিফিসিট এলাকাকে কর্ডন করে রাখা হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সমস্ত সাব-ডিভিশনগুলিকে কর্ডন করেছি। কর্ডনিংটা করেছিলাম এই উদ্দেশ্যে যে দূর দূরান্তে যাতে কোন অসুবিধা না হতে পারে বা দাম না বাড়তে পারে। অর্থাৎ আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি যে ধর্মনগর থেকেও চাউল এখানে চলে আসছে, সেজন্য সেখানকার চাউলের দর যাতে বেড়ে না যায়, সেজন্য সাব-ডিভিশন ওয়াইজ কর্ডনিং করা হয়েছিল।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, পশ্চিম ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা যদি কর্ডন হয়ে যায়, তাহলে অটোমেটিক্যালী উত্তর ত্রিপুরা কর্ডন হয়ে যায় না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও কিছু সাবধান হয়েছি এবং সেজন্য আমরা এটাকে সাব-ডিভিশন ওয়াইজ করেছি। আমরা প্রথমে ডিসট্রিক্ট ওয়াইজ করিনি। এখন ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি স্বীকার করেন যে যে সময়তে বাজারে চাউল উঠে এবং দাম যখন কমে যায়, তখনই বেশী প্রয়োজন হয় এই কর্ডনিং দেওয়ার। কারণ তখনকার সময়ে যারা বেশী চাউলের মালিক, তারা তখন ডিফিসিট এলাকাতে সেই চাউল পাঠিয়ে দেয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমাদের গভর্ণমেন্টের যে উদ্দেশ্য ছিল, সেটা হচ্ছে মহাজনেরা যাতে কিনতে না পারে এবং গভর্ণমেন্ট থেকে সেটা কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, সাব-ডিভিশন কর্ডন তুলে দেওয়ার ফলে তিন ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে এক শ্রেণীর মহাজন ধানগুলি জমা করতেছেন, এই রকম কোন খবর আপনার জানা আছে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন কিছু আমার জানা নাই।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সাব-ডিভিশন কর্ডন উঠিয়ে দেওয়ায় এবং ডিষ্ট্রিক্ট রাখায় বর্তমানে চাউলের বাজার দর কমতি অথবা বৃদ্ধির দিকে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন পর্য্যন্ত রেজাল্টটা বুঝা যাচ্ছে না। কারণ ২।১ দিন হল এই কর্ডন তুলে দেওয়া হয়েছে। আর কিছু দিন ষ্টাডি করার পর এই জিনিষটা বুঝা যাবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৫

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৭৫ স্যার,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমানে ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগে স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের নিয়োগ-ক্ষেত্রে ২২৫.০০ বেতন হারের স্থলে ১৭৫,০০ বেতন হার দেওয়া হচ্ছে ?

২) সত্য হইলে, এর কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এটা আসে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—স্নাতকোত্তর শিক্ষক ইদানিংকালে যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের পে-স্কেল কত দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের ট্রেণ্ড এবং আন ট্রেণ্ড বেসিসে বেতনক্রম নির্দ্ধারিত করা হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—সেই ট্রেণ্ড এবং আন-ট্রেণ্ড বেসিসে বেতনক্রম কত, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আন-ট্রেণ্ড যারা তাদের বেতনক্রম হচ্ছে ২২৫ টাকা ফিক্সড আর যারা ট্রেণ্ড তাদের ২২৫-৪৭৫ টাকা বেতনক্রমে নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে শিক্ষা বিভাগ থেকে কিছুদিন আগেও যাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে স্নাতক শিক্ষককে ১২৫ টাকা স্কেলে, আর স্নাতকোত্তর শিক্ষককে ১৭৫ টাকা বেতনক্রমে নিয়োগ করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকমের কোন কিছু হয়েছে বলে আমার জানা নাই। কারণ আমি আগেও বলেছি যে যাদের ট্রেনিং নাই তাদেরকে ২২৫ টাকা ফিক্সড আর যারা ট্রেণ্ড তাদেরকে ২২৫-৪৭৫ টাকা বেতনক্রমে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন এই ধরণের কোন কেস তাঁর জানা নাই। এই কিছুদিন আগেও দেবতোষ দত্ত এম, এ, ইন এড়ুকেশান ফার্ষ্ট ক্লাশ তাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কদমতলা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ১৭৫ টাকা বেসিক পে-তে। এটা কি করে তাকে দেওয়া হল, মাননীয় মন্ত্রী মশাই দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি তার অনার্স থেকে থাকে এবং তারপর তিনি এম, এ, ইন এড়ুকেশন নিয়ে থাকেন তাহলে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে ১৭৫ টাকায় বেতন ফিক্সড হয়েছে সেটি আমি দেখব।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যারা এড়ুকেশান ডিপার্টমেন্টে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট তাদের রিয়েলী পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হিসাবে কাউণ্ট করা হয় কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণত: তাদের করা হয় না। কিন্তু কতগুলি ক্ষেত্রে যাদের পূর্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের এনমেলী দূর করার জন্য করা হয়েছিল।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যারা এম, এ, ইন এডুকেশান তাদেরও ২২৫ টাকা স্কেল কেন দেওয়া হয় নি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি মূল প্রশ্নের জবাবে সাপলিমেণ্টারীতে যে ২২৫ টাকা বেতনক্রম যারা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এণ্ড ট্রেণ্ড তাদের দেওয়া হয়।

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, the question hour is over. Ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

There is one Calling Attention Notice to which the Minister concerned agreed to make statement to-day, the 25th March, 1974.

Now, I would call on the Minister-in-charge of the Home Department on the Calling Attention Notice of Shri Tapas Dey on—

"টি, এ, পি,র কমাণ্ডেন্ট পদে মি: প্রিয়রঞ্জন-এর নিয়োগ এবং সি, আর পি, ও বি, এস, এফ, ও বি, এম, পি,তে পোষ্টিং-এর নিয়ম ও ইম্পোসিশান-এর প্রতিবাদে পুলিশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে"

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার, আমরা এই জায়গা থেকে কোন কথা শুনি না। আমি আগেও অনেকবার বলেছি, কিন্তু আপনি আমাদের জন্য কোন কিছু ব্যবস্থা করছেন না।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছিল এবং আমি আশা করেছিলাম যে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। এক্ষণ বুঝতে পারলাম যে কোন ইমপ্রুভমেণ্ট হয় নি। আমি দেখবার জন্য বলেছিলাম.

শ্রীমধুসূদন দাস:—আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না।

মি: স্পীকার :—আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না ? আপনারা হাউসের কথা ঠিকমত শুনতে পাচ্ছেন না এই বিষয়টি দেখবার জন্য কনসার্নিং ষ্টাফকে বলেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম যে বিষয়টির ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আপনি এখন বলছেন যে কোন ইমপ্রুভমেন্ট হয় নাই। আমি দেখব—আজকেই দেখব।

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার, আপনি কাইগুলি আপনার একজন এসিস্‌ট্যেণ্ট পাঠান আপনার বক্তব্যটুকু শুনাবার জন্য। আপনি কি বলছেন আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না (ইন্টারাপশান—হাস্যধ্বনি)

শ্রীঅনিল সরকার—স্যার, এটা কি যন্ত্রের গোলযোগ না শ্রবণ যন্ত্রের গোলমাল—তাহলে ই, এন, টি,র দরকার (ইন্টারাপশান)।

মি: স্পীকার :—কি বলছেন—ই, এন, টি,—মাননীয় সদস্য একটা প্রশ্ন করেছেন। এটা কি যান্ত্রিক গোলযোগ না মাননীয় সদস্যের শ্রবণ যন্ত্রের গোলযোগ (ইন্টারাপশান—হাস্যধ্বনি)...

Mr. Speaker :—Now, Hon'ble Minister may kindly make his statement.

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—স্যার, যিনি কলিং এটেনশান নোটিশ এনেছিলেন তিনি এ্যাবসেন্ট,

Mr. Speaker :—But Hon'ble Minister agreed to make a statement to-day.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তর পাবলিক ইন্টারেষ্টে আমি দিতে পারব না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, কলিং এটেনশান হাউসে আসার আগে মিনিষ্টার ইন চার্জকে কনসাল্ট করে নেওয়া হয়েছে, সেই সময় তিনি আপত্তি করেন নি কেন ? স্যার, আমি জানতে চাই নোটিশ দেওয়ার পর মিনিষ্টার-ইন-চার্জ-এর কাছে কপি পাঠান হয় এবং তার সংগে কনসাল্ট করা হয়। তখন তিনি আপত্তি না জানিয়ে আজকে কেন হাউসের সামনে আপত্তি জানাচ্ছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলাম যে এর উত্তর পাবলিক ইন্টারেষ্টে দেওয়া সম্ভব নয়।

Mr. Speaker :—Next business of the House is the Motion of Shri Bajuban Riyan that "the Annual Report on the working of the Tripura Public Service Commission for the period from November 1, 1972 to March, 31,1973 as laid on the Table of the House on 12.3.1974 be taken into consideration".

Now, I call on Shri Bajuban Riyan to move his Motion. Any Member may take part in the discussion. Half an hour is allowed for the discussion.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আচ্ছা। মাননীয় স্পীকার স্যার...

মিঃ স্পীকার :—No, no, no, not for you. Half an hour is not for you. সকলের জন্য আধ ঘন্টা সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আপনি ৫।৬ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দি ত্রিপুরার পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর রিপোর্ট দেখেছি। আমরা জানি এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন ত্রিপুরাতে ১৯৬৯ সাল থেকে গঠন করার কথা ছিল। কিন্তু সেটির কাজ সুরু হওয়ার পরেও আমরা দেখছি এর কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারে নাই। আমরা দেখেছি ১ম রিপোর্ট-এ—১৯৭২ সালের পয়লা নভেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্য্যন্ত এই ৫ মাসে এই কমিশন কি কি কাজ করেছে সেটি আমরা দেখেছি। এখানে একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি যে ভারতবর্ষের সংবিধান মতে প্রত্যেকটি ষ্টেটে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছে। এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছে সেই কমিশনের আসল কাজ হচ্ছে নিজের ষ্টেটের এবং সর্বভারতের যারা কর্মচারী তাদের প্রমোশন, এ্যাপয়েনমেন্ট থেকে সুরু করে যাতে সব দিকে স্বার্থ রক্ষা হয় সেটি লক্ষ্য করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সংবিধানের ঢাক ঢোল পিটিয়ে এই সরকার প্রচার করে যাচ্ছেন যে ভারতবর্ষের সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব হচ্ছে আর্থিক, চিন্তায় এবং লেখা পড়ায় দুর্বল। এবং তাদের অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমান ভাবে নিয়ে যেতে হবে। সেজন্য প্রত্যেকটি স্টেটে গভর্ণমেন্টের চেষ্টা থাকা উচিত। আমি আশা করেছিলাম যে ত্রিপুরার উপজাতি বেকার এবং কর্মচারীদের এবং ত্রিপুরার তপশীল জাতি বেকার এবং কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা করা হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই রিপোর্টটার একটা জায়গায় আমি দেখেছি

যে একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং টেনিং ইনভাইট করা হয়েছিল। সেই ইন্টারভিওর মধ্যে ৮৮ জন অ্যাপ্লিকেশান করেছিল। সেই ৮৮ জনের মধ্যে জেনারেল ১৮ সিডিউলড কাষ্ট ১৪ এবং সিডিউলড ট্রাইব ৬। ইন্টারভিও দিয়েছে—জেনারেল ৩৬, সিডিউলড কাষ্ট ৮ এবং সিডিউলড ট্রাইব ৪—মোট ৪৮ জন। কিন্তু সিলেকশানের সময় আমরা দেখেছি জেনারেল থেকে ৪ জন, সিডিউলড কাষ্ট থেকে মাত্র ২ জন এবং সিডিউলড ট্রাইব থেকে এক জনও নেওয়া হয় নি। ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে একটা ডিপ্লোমা কোর্সে—ফরেষ্টের ডিপ্লোমা কোর্স এবং ট্রেনিং হবে দেরাদুনে। আমরা জানি ত্রিপুরায় বন যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে ত্রিপুরার বনের মধ্যে যে সব মানুষ আছে—সিডিউলড কাস্ট, সিডিউলড ট্রাইব তারাই রক্ষা করবে। তাদেরই ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করতে হবে, সেই জায়গাতে একটা উপজাতি ছেলেও চান্স পেল না, এটা খুব দুঃখের কথা। আমরা জানি ভারতবর্ষে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব-এর যে কমিশন সেই কমিশনের রিপোর্ট আমি দেখেছি। ঐ প্রত্যেকটি ষ্টেটের পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাদের দেশের কর্মচারীরা যখন প্রমোশন পাবে সেই সময় তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতিদের জন্য স্পেসাল প্রমোশানের ব্যবস্থা আছে এবং আমরা জানি ১৯৫৭ সনের সিকুল মে'তে এবং ১৯৫৯ সনের ইলিভেন্থ মে'তে মিনিষ্টার অব হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে অর্ডার ইস্যু করা হয়েছিল প্রত্যেকটা ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে যে তাদের ষ্টেটে তপশীল জাতি এবং তাদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে যাতে তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় এবং ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটি যাতে গঠিত হয়। কিন্তু আমরা অতি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরাতে সেই কমিটি হয়নি এবং সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবের ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না। সারা ভারতবর্ষে চাকুরীর ক্ষেত্রে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে আই, এ, এস,, আই, এফ, এস এবং আই, পি, এস, এ যারা যাবেন তাদের ক্যালিবার যাতে ভাল হয় সেই ক্যালিবার প্রমোট করার জন্য তাদের সারা ভারত ভিত্তিতে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয় এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ষ্টেটে, প্রায় ষ্টেটেই আছে এবং সেটা ১৯৫৭ সন থেকে সেই ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছে এবং আজ পর্যান্ত ভারতবর্ষের ১২টা রাজ্যে ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছে অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সেই ট্রেনিং সেন্টার খোলা হচ্ছে না। সেই ট্রেনিং সেন্টার খোলা হলে সারা ভারতবর্ষের সেন্ট্রাল সার্ভিসে আমাদের ত্রিপুরার ছেলেরাও স্থান পেত। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আশা করব এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরবর্তী সময়ে যাতে আমাদের উপজাতি এবং তপশীলিদের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষা হয় সেই দিকে নজর দিবেন এবং আমি আশা করব এই উপায়ে কাজ করার জন্য যে রুলস দরকার সেই রুলস যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়। আমি জানি এখনও রুলস নাকি ফাইন্যাল হয়নি। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ফাষ্ট নভেম্বর সেভেনটি টু টু থার্টিফার্ষ্ট মার্চ সেভেন্টি থ্রি, মাত্র চার মাসের রিপোর্ট এখানে বেরিয়েছে। তার মধ্যে যেটুকু আমরা লক্ষ্য করছি ৩ পৃষ্ঠায় মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং উল্লেখ করেছেন। ১৪ জন সিডিউলড কাষ্ট প্রার্থী দরখাস্ত করেছিল, ৮ জন ইন্টারভিউ হল আর দুইজনকে ট্রেনিং-র

এর জন্য নেওয়া হল, আর উপজাতিদের থেকে কাউকে নেওয়া হয় নি। প্রসঙ্গত তপশীলি জাতি এবং উপজাতি সম্পর্কে কনষ্টিটিউশনের ধারা অনুসারে ১৬ (৪)-এ যে সমস্ত চাকরীর সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলি সম্পর্কে কমেন্ট করতে গিয়ে চাকরীর ক্ষেত্রে তাদের কিভাবে নিয়োগ করা দরকার এবং সেই সম্পর্কে রিপোর্ট অব দি কমিশনার ফর সিডিউল কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউড ট্রাইবস ১৯৭০-৭১এ মন্তব্য করেছেন—Apart from the various suggestions for bringing about a rapid progress in representation for the Scheduled castes and Scheduled tribes in the services suggested in the previous paragraphs particular mention has to be made about the attitude adopted by the competent authority in deciding the fate of Scheduled castes and tribes person if he is an applicant for reserved post or a serving employee aspiring for promotion, it is necessary for the authority who is holding their hands the future of the candidates belonging to the weaker section of the society ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখানে মাত্র চার মাসের রিপোর্ট। কিন্তু এর মধ্যে অতীতের আমাদের যে অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তী সময়ে যে অভিজ্ঞতা সেটা বলে দেবে যে সিডিউলড কাষ্ট অ্যাণ্ড ট্রাইবের যে চাকরী এবং তার নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা টোট্যাল রিফ্লেকশান। যেখানে কমিশনারের রিপোর্টটা বলছে যে সমস্ত টেকনিকেলিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে তাদের যে রিজার্ভেশান আছে তাতে তাদের নিয়োগ কর এবং নিয়োগ করতে গেলে তাদের ভবিষ্যত ঐ অথরিটির কাছে। কাজেই সেই দিক থেকে সমস্ত টেকনিকেলিটি বাদ দিয়ে একটা ডাউন ট্রডেন পিপলের দিকে লক্ষ্য করে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়া উচিত এবং গোটা ভারতবর্ষে ফার্ষ্ট ক্লাশ অফিসারেরজন্য যে সমস্ত পোষ্ট আছে সেগুলিতেও তারা যথাযোগ্যভাবে নিয়োজিত হচ্ছে না এবং ত্রিপুরার চার মাসের মধ্যেই আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। এই রিপোর্ট দেখে আমরা বলতে পারি যে তপশীলি জাতি উপজাতিরা তাদের চাকরীর কোটা এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি। মাত্র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে তারা এক্সেস পেয়েছে। প্রথম শ্রেণী অথবা দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ হয়নি। পাচ এবং ছয় পৃষ্ঠায় এসে অ্যাডভার্স কমেন্ট করেছেন। এখানে রিক্রুটমেন্ট রুলস এবং সার্ভিস রুলস সম্পর্কে বলা হয়েছে। কমিশন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাছে সার্ভিস রুলস চেয়েছিলেন। এর মধ্যে শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাণ্ড সার্ভিসেস, এডুকেশন, ইণ্ডাষ্ট্রি, সেক্রেটারীয়েট অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এই চারটি দপ্তর থেকে তাদের সর্ভিস রুলস এসেছে, আর কারো আসে নি। অথচ এখানে কমেন্ট করছে যে "In Tripura, Civil Service Rules were framed in 1957 and the Junior Civil Service Rules in 1969, But the initial constitution of none of these services has yet been made. তারপরে পুলিশ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

Though the Tripura Police services Rules were framed in 1957 adhoc appointment made to the posts as early as 1968 were continuing till the year after report on the same adhoc basis,"

এর পরেও তাদের রিক্রুটমেণ্ট পলিসি অনুসারে বা সার্ভিস রুলস অনুসারে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট হয়েছে কি না সন্দেহ। হয়নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই কথাটা এই জন্য বলতে চাই যে এডহক বেসিসে অ্যাপয়েন্টমেণ্টের মানেটা কি? মানে হচ্ছে যে সার্ভিস রুলস আছে সেগুলি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা। দ্বিতীয়তঃ যিনি অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছেন তাকে সব সময়ে এমন একটা অবস্থার মধ্যে রেখে দেওয়া যে তার সার্ভিসের কোন গ্যারাণ্টি নাই। এডহক বেসিসে সার্ভিস যে কোন সময়ে চলে যেতে পারে। একটা অস্থিরতার মধ্যে রেখে দেওয়া যার জন্য তার অধিকার সম্পর্কে, তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সে কাজ করতে পারে না। সে কাজ করছে, কিন্তু তার যে সার্ভিসের গ্যারাণ্টি, তার যে বেনিফিট এইগুলি সে পাচ্ছে না। এডহক বেসিসে যারা নিযুক্ত হয় তাদের রিটায়ারমেণ্টের সময়ে তাদের সার্ভিসের যে বেনিফিটগুলি, এইগুলি তারা পায় না এবং বছরের পর বছর এই ভাবে চলছে, তাদের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট, তাদের চাকরী। কারণ শাসক গোষ্ঠী চায় যে যাতে যখন তখন তাদেরকে ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ করে পুলিশ। পুলিশের সার্ভিসের মধ্যে দেখা যায় যে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর যারা আছে তাদের উপর ইনহিউম্যান নানা দিক থেকে টর্চার চলছে। তাদেরকে পলিটিক্যালী, তাদেরকে সোস্যালী টর্চার করছে। সেখানে এডহক বেসিসে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়ে তাদের সেই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না এবং সেটা দেখা যায় যে একজন কনেষ্টবল এড হক বেসিসে অ্যাপয়েন্টমেনট হয়েছে। কিন্তু তাকে হাবিলদারে কাজ করতে হচ্ছে। একজন হাবিলদারের এ, এস, আই, এর কাজ করতে হচ্ছে. একজন এ, এস, আই, তাকে এস, আই, এর কাজ করতে হচ্ছে। কাজটা সে যেখান থেকে করছে তার যে পোষ্ট সেই পোষ্টের বেনিফিট সেটা সে পাচ্ছে না, সেই ভাতা সে পাচ্ছে না। কিন্তু উপরের কাজগুলি তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এখানে দুটো সুযোগ; একটা সুযোগ তার ন্যায্য মজুরী থেকে তাকে আমি বঞ্চিত করলাম এবং আমার টাকাকে আমি সেভ করলাম। এই টাকা আমি অন্য কাজে ব্যবহার করলাম। এই টাকা দিয়ে সেখানে ড্রেনেজ হতে পারে। এই একটা দিক। আর একটা দিক হলো তাকে এমন একটা নোংড়া কাজ পুলিশকে দিয়ে করানো হচ্ছে সেই নোংড়া কাজ করার জন্য তাকে একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে থাকে যে তার চাকুরী আছে কি নাই-এর মধ্যে তাকে এডহক বেসিসে রেখে দেওয়া হচ্ছে। আমি একটা নাম বলতে পারি যে কুমার সিং গোস্বামী তার পোষ্ট হল হাবিলদার। সে কাজ করছে এ, এস, আইর। আরেক জন মনোরঞ্জন সাহা, তার পোষ্ট হলো এ,এস,আই, কাজ করছে এস, আইর এবং রিটায়ারমেণ্ট পর্য্যন্ত চলে যাবে অথচ তার সার্ভিসের সেই বেনিফিট সেই পাচ্ছে না। এই অবস্থায় তার মধ্যে হতাশা আসবে। কারণ তারা চাইছে এই যে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের যেটা ছোট জেনারেশন সেইটাকে ডেমোরেলাইজ করে দেওয়া যায় কি না। কারণ ওদের শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যতরকম ডেমোরেলাইজ পদ্ধতি আছে তার যে সামনের ফ্রন্টের যে রেজিমেণ্ট যারা পুলিশ আমি তাদেরকে যদি ডেমোরেলাইজ করে রাখা যায় মারধের,ঘোষ ইত্যাদির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়,এই জন্য তাদেরকে যথার্থ সার্ভিসের যে কাজ করছে সেখানে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না দেওয়ার জন্যই বর্তমানে এডহক বেসিস সার্ভিস রোলস হলো। প্রতি বছর রোল হতে পারে। প্রতিবছর কয়টা বাকী রইল, কাকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া যায় কিন্তু যেহেতু শাসক গোষ্ঠি আমলা থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত

নিজেদের লোকদেরকে এই জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। কিংগস্ রেজিমেন্টকে কতদিন যদি গোস্বামী পাওয়ামী করে খাটিয়ে দেওয়া যায়, কাজেই একটা পর্য্যায়ে গিয়ে তাদেরকে সার্ভিসের সিকিউরিটি দিতে হবে, অন এডহক বেসিসে রাজার বাহিনীকে বেসরকারী বাহিনীকে যদি সেখানে আনতে হয় এবং এডহক বেসিসে যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ডে যারা থাকেন তারা মন্ত্রীদের কথায় তারা উঠানামা বসা ইত্যাদি করে এবং ত্রিপুরার সেই পুলিশ সার্ভিস রোলস অনুসারে যেটা হয়েছে সেই অনুসারে কার্য্যকরী না করে এডহক বেসিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে থাকে, আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার হাজার হাজার যুবক বেকার হচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে কত বাড়ছে বছরে, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যে বেকার যে সমস্ত পদ খালি আছে তার একটা হিসাব আমি এখানে দিতে চাই এস, আইর জন্য ৭টা, এ, এস, আইর, পদের জন্য ১৫০টি, হাবিলদার ৬০টি, এবং নায়েক ৫০টি কনষ্টেবাল ১২৫০টি। যদি সার্ভিস রোলস অ্যাপয়েন্টমেন্ট রোলস এইগুলি যথাযথ মেইনটেইন করা হতো তাহলে আজকে এই অবস্থা থাকতো না। কিন্তু যেহেতু মন্ত্রীদের বাড়ীর লোক- মন্ত্রীদের পারার লোক, মন্ত্রীদের নির্ব্বাচনী এলাকার লোক তাদের তলপী বাহক এবং তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে অর্থাৎ ন্যায়নীতি বর্জন করে এমন একটা পলিসি করে যাতে আমরা আমাদের লোককে দিতে পারি, এতএব এখানে এডহক চাই এবং এইটা সেই মন্ত্রীদের বাহক তাদের জন্য এই এডহক রেখে দেওয়া হয়েছে। এই আমার বক্তব্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনটা এইটা হচ্ছে সংবিধানের একটা শিশু বলা যায় যেটা যত মন্ত্রী, অফিসার কর্ম্মচারী আছেন তারা একান্ত-ভাবে শাসক গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল, তার কিছু অধিকার যেটা সংবিধানে দেওয়া হয়েছে সেইটা যাতে রক্ষিত হতে পারে সেইটাকে দেখবার জন্য হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। তার রিক্রুট-মেন্ট থেকে সুরু করে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে সুরু করে রিক্রুটমেন্টের তার সার্ভিস কণ্ডিশন উপরে শেষ পর্যন্ত যদি তার কোন শাস্তি হয় তাহলে শাস্তি কিভাবে দিতে হবে এই সমস্ত কিছুই এই কমিশনের দেখতে হবে এবং আমরা যদি ধরে নিই যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে নীতি নিয়ম আছে সেইগুলি আমরা প্রয়োগ করবো তাহলে আমরা দেখতে পাই যে যদি একটা টেম্পোরারী অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি হয় তাহলে সেইটা প্রমটলি কমিশনকে জানাতে হবে। পরিষ্কার বলা হয়েছে যদি কোন টেম্পোরারী অ্যাপয়েন্টমেন্ট এইটা যদি হয় তাহলে এইটাকে তখন টেম্পোরারী বলা হবে, না ইরেগোলারিটি বলা হবে, একটা আইন বিরুদ্ধ কাজ সেইটাকে রেগু-লারাইজ করার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে যেতে হবে। এবং যদি কোন অ্যাপ-য়েন্টমেন্ট এক বছরের বেশী পিরিয়ডের জন্য করে তাহলে তারা পরে সেই অ্যাপয়েন্টের জন্য কমিশনের কাছে যেতে হবে। এইটা বলা হতে পারে যে ইমারজেন্সী, আমরা যখন বাংলাদেশের শরণার্থীর সময়েতে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। সেই সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া এক কথা, কারণ জব ইট-সেলফ ইজ টেম্পোরারী। কিন্তু কোন একটা পার্মানেন্ট জবে যদি, ধরুন অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জীনিয়ার আমি নিয়েছি একটা পার্মানেন্ট জবে সেখানে তাকে এক বছরের বেশী যদি টেমপোরারী রাখি-দ্যাট মাষ্ট বি রিপোর্টেড এবং আমার কমিশন তার সংগে কনসালট করতে

হবে। দ্বিতীয়তঃ মেথড রিক্রুইটমেন্ট যেখানে আমাদের রিক্রুইটমেণ্ট রেগুলারাইজ নেই, রুলস নেই সেখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ছাড়া রিক্রুটমেণ্ট হতে পারে না, মেথড অব রিক্রুট মেণ্ট তারা ঠিক করবে। আজকে আমি এখানে দেখছি এই রিপোর্টে যে অনেক ডিপার্টমেন্টেরই রিক্রুটমেণ্ট রুলস নেই, আমি জানি না, আমি জানতে চাই এই সরকারের কাছ থেকে, মন্ত্রীমশায় এখানে আছেন যে সেইসব ডিপার্টমেণ্টে আফটার দি পাবলিক সার্ভিস কমিশন হেজ কাম টু বি— প্রত্যেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে সেখানে যাওয়া হয় কি না? সেই মেথড অব রিক্রুটমেন্ট কমিশনের সংগে আলোচনা করে ঠিক করা হয় কি না? তারপরে অ্যাবজামশনের ব্যাপারে, অ্যাবজামশন অনলি ইন কেজেস হোয়ার রিক্রুটমেণ্ট রুলস হেভ বিন ফ্রেমড ইন কনসালটেশন উইদ দি কমিশন। হ্যাঁ, অ্যাবজামপশনের নিশ্চয়ই ব্যবস্থা আছে বা হয়তো আমরা রুলস অব আব জাম্পশান ফ্রেম করবো। কিন্তু অ্যাবজাম্পশন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শুধু দেওয়া যায় যেখানে রিক্রুটমেনট রুলস ফ্রেম হয়েছে। এখানে দেখছি অনেক জায়গাতে রিক্রুটমেনট রোলস ফ্রেম হয়নি। সেখানে রিক্রুটমেন্ট রুলস ফ্রেমড্‌ হয় নি। কাজেই সেইগুলিকে অ্যাবজাম্পশন বলে ধরে নেওয়াটা ঠিক হবে না। তারপর ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশন যখন নেওয়া হয় সেই সম্পর্কে প্রসিডিউর ঠিক করতে হবে ইন কনসালটেশন উইদ দি কমিশন। আমি জানতে চাই যে এখানে এই কমিশনের জন্মলাভ করার পর থেকে যে সমস্ত ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশন নেওয়া হয়, যে সমস্ত প্রসিডিউর হয়েছে সেখানে ইন কনসালটেশন উইদ দি কমিশন হচ্ছে কি না? তারপরে মান্থলি রিটার্ণ অব অল অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু বি সাবমিটেড টু দি কমিশন। স্যার, এটাও আছে যে যে সমস্ত এ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে, সেই এ্যাপয়েন্টমেন্টের মান্থলী রিটার্ণ কমিশনের কাছে দিতে হবে। আমি জানতে চাইব গভর্ণমেন্ট মান্থলী রিটার্ণ কমিশনের কাছে দেয় কিনা—এণ্ড এড-হক এ্যাপয়েন্টমেন্ট স্যাড বি রিপোর্টেড টু দি কমিশন এ্যাজ সুন এ্যাজ দে আর মেড। এড হক এপয়েন্টমেন্ট হওয়ার সংগে সংগে কমিশনকে রিপোর্ট করতে হবে এবং আমি আগেও বলেছি যে ইনএভিটএ্যাবল কেসে এড-হক এপয়েন্টমেন্ট হবে। এড হক এ্যাপয়েন্টমেন্ট ইজ নট এ জেনারেল কেস। এখানে যেটা হয়ে আসছে, আমি এমন কেসও জানি ১০ বছর ধরে এড হক চলছে ইফ নট মোর। আমার মনে হয় ইট মে বি মোর, আমি নাম বলতে চাচ্ছি না, কিন্তু ১০ বছর যাবত এড হক, প্রত্যেক বছর তার এ্যাপয়েন্টমেন্ট আসে। অথচ সে পার্মানেন্ট ক্যাচার অব জব করছে। ইনএভিট্যাবল কেস ছাড়া এড হক এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা নিষিদ্ধ এবং সে এড হক এ্যাপয়েন্টমেন্ট চলে যায় এ্যাজ সুন এ্যাজ এ পোস্ট ইজ স্যাংশাণ্ড, যে মুহূর্তে পোস্ট স্যাংশান হল, সংগে সংগে রুলস অব রিক্রুটমেন্ট স্যাড বি ফ্রেমড ইন কনসালটেশান উইদ দি কমিশন, সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের সংগে আলোচনা করে রুলস তৈরী করতে হবে। আমি দেখছি আমাদের পোস্ট ক্রায়েট হয়েছে, কিন্তু রুলস তৈরা হচ্ছে না বলে অনেক পোষ্ট ভেকেন্ট থাকছে, যে কথা মাননীয় সদস্য শ্রী সরকার বলেছেন। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও পোস্ট স্যাংশান হয়েছে কিন্তু সেই সব পোস্টে না নেওয়ার ফলে বেকার ছেলেদের বিভিন্ন জায়গাতে টেম্পোরারী করে রেখে, তাদের ভাগ্যকে বরাবরের জন্য সীল অফ করে রাখলাম, নষ্ট করে রাখলাম। ইফ রুলস ক্যান নট বি ফ্রেমড, পোস্ট টু বি ফিল্ড আপ ইন ডাইরেক্ট কনসালটেশান অব দি কমিশন। যেমন যদি দেখা যায় এ্যাগ্রিকালচারে রুলস ফ্রেম

করা যায়নি, এখানে তাহলে ঐ ডিপার্টমেন্ট বা মন্ত্রীদের সেখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করার ক্ষমতা নেই, কমিশনকে বলতে হবে তুমি এই পোস্টে ডাইরেক্ট এ্যাপয়েন্টমেন্ট দাও, আমি রুলস ফ্রেম করতে পারিনি। আমি জানতে চাইব এই জিনিষটা করা হয়েছে কি না, না মন্ত্রীরা বা ডিপার্টমেন্ট, বা বিভিন্ন কমিটি, সিলেকশান কমিটি ইত্যাদি যে করা হয়েছে, তারা ইচ্ছামত এইসব এ্যাপয়েন্টমেন্ট করছেন? স্যার, প্রশ্নটা এই যে যদি একথা বলা হয়, আমরা এইগুলি করতে পারিনি, আমাদের ক্ষমতার অভাব, আমাদের সময়ের অভাব, ঠিক তা নয়। আমি বলব উইলফুলী, ইচ্ছা করে সেইগুলি করা হয় নি। তার দুইটি কারণ। একটি কারণ হচ্ছে নিজের পেটুয়া লোকদের নিতে হবে। রুলস করলে, গেজেট নোটিফিকেশান করলে এবং যদি ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ফ্রম দি কমিশন হয়, সেই কমিশন যদিও হাতের লোক বা পাড়ার লোক হতে পারে, কিন্তু তারও একটুখানি আইন কানুন মানতে হবে। কাজেই স্যার, যদি তাই হয়, তাহলে হয়তো সেখানেও অসুবিধা আছে, সেখানে একেবারে যা খুশী তাকে দিয়ে করান যায় না। সম্পূর্ণভাবে আমি নিজে করব, এড-হক এ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে তারই জন্যে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে অফিসারদের এইরকম ভাবে রাখব যে যদি তোমরা আমাদের নোংরা কাজগুলি না কর, দুর্নীতি না কর, আমাদের দলীয় স্বার্থে যদি ব্যবহৃত না হও, তাহলে তোমাদের চাকুরী খেয়ে নেব। তাদের ২৪ ঘন্টা আতংকে থাকতে হয়। সুখময় বাবু বা কালা বাবুর কথা মত না যদি চলি তাহলে আমার চাকুরী যাবে। শুধু সুখময় বাবু নয়, একটা ননসেন্স তার বাড়ীর সামনে রাত দিন লাইন ধরে অফিসারদের গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর লোক কাজেই তাকে অফিসারদের সেলাম দিতে হবে। আমি এখনও দেখেছি বড় বড় অফিসার সেলাম দিচ্ছে, কারণ তিনি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর খাতিরের লোক। পাবলিক সার্ভিস রুলস হলে এই জিনিষ করা যায় না। কাজেই আফসারদের এইরকম ভাবে রেখে দাও যাতে করে ২৪ ঘন্টা তাঁরা আতংকে থাকেন, এই বুঝি আমার চাকুরী গেল, কারণ আমিতো এড হক। ঐ যেমন এখানে কংগ্রেস এড-হক তেমনি তাঁদের অফিসারদেরও এড হক করে রেখেছেন। আজকে কংগ্রেসই বলুন, সরকারই বলুন, আর অফিসারই বলুন, আজকে এখানে এড-হক রাজত্ব চলছে এবং এই এড-হকের রাজত্ব বেশী দিন চলে না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে তাঁরা মন্তব্য করেছেন আমি আশা করব, এই মন্তব্য আমাদের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে যে রিপোর্টটি এসেছে, সেটা আলোচনার জন্য এখানে উপাস্থিত হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে মাননীয় কমিশন যে কাজের ধারা দিয়েছে, এবং তাঁরা যে প্রতিটি জিনিষের উপর দৃষ্টি দিচ্ছেন, উপযুক্ত ভাবে, সেটাই তারা এখানে তুলে ধরেছেন। সেইদিক দিয়ে কমিশন তার দায়িত্ব পালন করেছেন, সেইজন্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্রতিটি জিনিষের উপর তাঁদের সজাগ দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা কাজগুলি করছেন, কোথায় কোথায় সার্ভিস রুলস হয় নি, কোথায় কোথায় রিক্রুটমেন্ট রুলস হয়েছে এবং কাদের কাছ থেকে সেগুলি পেয়েছেন এবং কাদের কাছ থেকে পান নি, তার উল্লেখ এখানে করে দিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে এইগুলি আরও সুন্দরতর হয়। কাজেই এই যে পাবলিক সার্ভিস

কমিশন গঠিত হয়েছে ষ্টেটহুড হওয়ার পর, তার একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। যদিও ক্ষুদ্র, তাহলেও সজাগ দৃষ্টি দিয়ে কমিশন দেখবেন যে চাকুরী ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেখানে সিড্যুল কাষ্ট, সিড্যুল ট্রাইবস রয়েছে, চাকুরী ক্ষেত্রে তাদের যে ন্যায্য অধিকার, সর্বনিম্ন কোয়ালিফিকেশান থাকলে তাদের যেন সেই সমস্ত পোষ্টে নেওয়া হয়, তাহলে তারাও সন্তুষ্ট হবে এবং আইন' এর বিধানগুলিও রক্ষিত হবে। এই বলে আমার, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কমিশন যে এই ক্ষুদ্র রিপোর্টের মধ্যে চিত্রটা তুলে ধরেছেন, তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আই উড কল অন অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এ্যানাউয়েল রিপোর্ট অন দি ওয়ার্কিং অব ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর একটা মোশান রেখেছেন এবং তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে দেরাদুন'এ ডিপ্লোমা কোর্সে ট্রেনিং'এর জন্য কয়েকজন ছেলে নেওয়া হয়েছে, লোক নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সিড্যুল কাষ্ট, নেওয়া হয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশানে আছে যে সিড্যুল কাষ্ট এণ্ড সিড্যুল ট্রাইবসদের জন্য স্পেশাল ফেসিলিটি দেওয়া আছে। তাদের সার্ভিসের বেলায় একটা কোটা রিজার্ভ করা থাকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কনষ্টিটিউশানে আছে এবং সেই কনষ্টিটিউশান অনুযায়ী আমরা ত্রিপুরা ষ্টেটেও সেইভাবে গাইড হয়ে থাকি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল এই যে দেরাদুন ট্রেনিং কলেজে এ্যাডমিশান হবে তার একটা রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান থাকবে, ফিজিক্যাল ফিটনেস থাকবে। কারণ প্রত্যেক স্কুল কলেজে নিজস্ব একটা রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান থাকে, তার ফিজিক্যাল ফিটনেস থাকে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে ফিজিক্যাল ফিটনেসের প্রশ্ন আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে চারজন ছেলে সিড্যুল কাষ্টের ছিল, কিন্তু তাদের রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান যদি না থাকে, তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস যদি না থাকে আমরা তাদের সিলেক্ট করে পাঠালেও, তাকে নেওয়া হবে না। কিন্তু কমিশনের তরফ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু যদি তাদের রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান না থাকে, তাহলে তাদের সিলেক্ট করলেও সেই কলেজ তাদের নেবেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। কারণ তাদের ইন্টারভিউ নেবার আগে তাদের রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান আছে কি না, তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস আছে কি না সেটা বুঝা যাবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত কারণে অনেক সময়ে রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান না থাকার দরুণ আমরা সেইসব কোটা পূরণ করতে পারিনি। এটাও কনষ্টিটিউশানে আছে সিড্যুল কাষ্ট এণ্ড সিড্যুল ট্রাইবসদের মধ্যে যদি রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন না পাওয়া যায়, তাহলে জেনারেল ক্লাশ থেকে পূরণ করা চলে। কিন্তু আমাদের অনেক পোষ্ট ভেকেন্ট আছে, রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন না থাকাতে, পরবর্তী সময়ে সেই সমস্ত ছেলেরা যাতে যোগদান করতে পারে, তার চেষ্টা করা যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে তারা বলেছেন ডি, পি, সি, সম্পর্কে। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে প্রমোশানের জন্য ডি, পি, সি, আছে, তারা ইণ্ডিপেণ্ডেন্টলী ওয়ার্ক করে

যাচ্ছেন এবং সিনিয়রিটি এণ্ড মেরিট দেখে তাদের প্রমোশান দেওয়া হয়ে থাকে। যদি তাদের মধ্যে মেরিট এবং সিনিয়রিটি থাকে, নিশ্চয়ই ট্রাইবেলই হোক, সিডুল্ড কাষ্টই হোক, সে পাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন যে রিক্রুটমেন্ট রুলস্ নাই, আমি এই সম্পর্কে বলতে পারি যে many recruitment rules were finalised in consultation with Union Public Service Commission before the Tripura Public Service Commisson came into existence after the Statehood. In pursuance of the advice given by the Tripura Publie Service Commission, all the heads of departments have already been requested to finalise recruitment rules to the posts under them. By this time the following service rules have been finalised in consultation with the Commission :—

1. Tripura Civil Service (Amendment) Rules, 1973.
2. Tripura Jr. Civil Service (Amendment) Rules, 1973 and
3. The Tripura Govt. Stenographers Rules, 1973.

The following service rules have also been finalised in consultation with the Commission. So, Mr. Speaker, Sir, it is not correct that the initial constitution of Tripura Civil Service Rules was not framed though rule was made in 1967. The initial constitution of the Tripura Civil Service Rules was framed in 1968 and the initial constitution of the Tripura Jr. Civil Service Rules have also been completed in consulation with the Tripura Public Serviee Commission in 1973. সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে বলছেন সমস্ত ডিপার্টমেন্টের রিক্রুটমেন্ট রুলস অথবা সার্ভিস রুলস হয় নাই, এই কথা আদৌ ঠিক নয়। তবে এই যে রিপোর্টটা, এটা হচ্ছে মাত্র ৪ মাসের জন্য। তারপরে পুলিস সম্পর্কে তারা যেটা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে পুলিশকে রি-অর্গানিজেশান করবার জন্য আমরা পুলিশ এ্যাডভাইসরী বোর্ড গঠন করেছি এবং একটা সময় সাপেক্ষে তাদের রিক্রুটমেন্ট রুলসও হয়ে যাবে। সাধারণতঃ ইমার্জেন্সী কেসে বা ইমিডিয়েট কাজ চালাবার জন্য এ্যাডহক এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যায় এবং প্রত্যেক সার্ভিসের বেলায় সেই এ্যাডভাইসরী বোর্ডের সংগে আলোচনা করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে।

Mr. Dy. Speaker :—Discussion is over. I received the following amendments from the following members : (1) Shri Samar Choudhury, (2) Shri T. M Dasgupta and (3) Shri M. R. Nath, Law Minister. Before starting the discussion, I would request the Hon'ble members to move their amendments one after another.

Shri Samar Choudhury :—Sir, I beg to move that in clause 35(1)(b) after "previous permission of the" delete rest of the sentence and add the followiag "a Committee elected in the manner prescribed".

Shri Manoranjan Nath ;—Sir, I beg to move that in clause 35 at the end of section 187(1)(b) after the words 'in writing' the words 'in the manner prescribed' be added.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর সাপোর্টে আমি আমার বক্তব্য রাখব আমি যখন রিপ্লাই দেব তখন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমার একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট ছিল। তবে মাননীয় ল মিনিষ্টার যেটা মুভ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এ্যামেণ্ডমেন্টটা মুভ করার আর কোন প্রয়োজন নাই। তবে যখন আলোচনা হবে, তখন আমি আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করব।

Mr. Dy. Speaker :—Now, I would request Hon'ble Member Shri Amarendra Sarma to start his discussion.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বিলটা এসেছে, ট্রাইবেল রিজার্ভ তুলে দেওয়া সম্পর্কে, আমি গত দিনও উল্লেখ করেছিলাম। স্যার, এই বিলটা আনার আগে এমনভাবে একটা অর্ডিনান্স করে ট্রাইবেল রিজার্ভ তুলে দেওয়া হল যে ত্রিপুরার দুর্বল অংশের মানুষগুলির প্রতি একটুও তাকানো হল না। ওদের স্বার্থ রক্ষা করার কোন কথাই বিবেচনা করা হল না। স্যার, এটা একটা আশ্চার্য্যের কথা যে দুবল অংশের মানুষকে রক্ষা করবার জন্য, তাদের জন্য একটা রিজার্ভ এরিয়া বা একটা কম্পাক্ট এরিয়া থাকার প্রয়োজন ছিল যে এরিয়াতে এই দুবল অংশের মানুষগুলি বিভিন্ন ভাবে তাদের নিজে-দের ডেভেলপমেন্ট করে নিতে পারে, সেই জিনিষটা এই বিলের মধ্যে থাকার প্রয়োজন ছিল। বরং আমি বলতে পারি যে নূতন আকারে তাদের জন্য সেই রিজার্ভ থাকার প্রয়োজন ছিল, তা না করে যে রিজার্ভ ছিল, সেটাও সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল। স্যার, পশু পাখীর জন্য তো একটা রিজার্ভ করা হয়, বন্য জন্তুর জন্য তো একটা সংরক্ষিত বন করা হয়—যেমন নেশান্যাল পার্ক করা হয় এবং সেখানে পশু পাখী বা জন্তু ইত্যাদিকে পোষা হয়। এটা কোন একটা সখের ব্যাপার নয়? এবং সেই রিজার্ভে যদি কোন পশুকে হত্যা করা হয়, তাহলে জরিমানা দিতে হয়, একটা অজগর মারলেও আমাদের দেশে জরিমানা দিতে হয়। এমন অবস্থা যেখানে, সেখানে দুবল অংশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য কোন অঞ্চলকে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে না, এবং এই মানুষগুলি সম্পর্কে সরকার থেকে কি ভাবা হচ্ছে আমি জানিনা। তারা এমন একটা ফাঁদ তৈরী করেছেন, এটা বিল নয় তো স্যার, এটা একটা উপজাতি হত্যার কল মাত্র। ইন্দুর মারার কল যখন মানুষ পাতে ঠিক তেমনি এই উপজাতিকে হত্যা করবার জন্য, তাদের সম্পূর্ণ স্বার্থকে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য এই বিলটাকে এইভাবে এখানে আনা হয়েছে। স্যার, এই বিলের মধ্যে ভূমিহীনদের জন্য কোন সুযোগ রাখা হয় নি। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখছি যে ভূমিহীনদের হাতে ভূমি যাবে, সেই সুযোগটা পর্যন্ত এই বিলের অধিকাংশ ধারাতে রাখা হয় নি। আমি উল্লেখ করেছিলাম যে এই বিলের মধ্যে যে ধারাগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে তার অধিকাংশই রি-অ্যাক্শনারী ডাইরেক্শান। অবশ্য যারা এই বিলটা রচনা করেছেন, ওদের কাছ থেকে, এর বেশী কোন কিছুই আশা করা যায় না। আমরা ১৫এ দেখছি যে আদার ডিজার্ভিং পার্সোন্স—যদি কেউ ল্যাণ্ড সারেণ্ডার করে, সারেণ্ডার্ড ল্যাণ্ড ইন দি প্রেসক্রাইভ্ড মেনার টু এ্যানি আদার ডিজার্ভিং পার্সোন্স-তার কাছে দেওয়ার কথা আছে। এ্যানি আদার ডিজার্ভিং পার্সোন্স ল্যাণ্ডলেস্ এগ্রিকাল্চারিষ্ট হবে এমন কোন কথা নাই। বিশেষ করে যেটা থাকার

প্রয়োজন ছিল যে ভূমিহীন যারা, তাদের স্বার্থ যদি রাখতে হয়, তাহলে সেটা থাকার প্রয়োজন ছিল। এটা এই বিলের কোথাও রাখা হয় নি। আমরা স্যার, আরও দেখছি যে বিলের মধ্যে এমন কতকগুলি বিধি রচনা করা হয়েছে, যেগুলি মানুষের স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারছে না। স্যার, আমি যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি, সেই এ্যামেণ্ডমেণ্টের মাধ্যমে আমি কম্পেনসেসান এ্যাণ্ড এ্যাকুজেম্পশানের ব্যাপারটা উল্লেখ করতে চেয়েছি। কম্পেনসেসানের ব্যাপারে বিলে যে টেবিলটা আছে, ক্লজ ২৮এ সেখানে যে টেবিল আছে :—

TABLE

Amount of land revenue	Amount of compensation.
For land revenue upto 125 rupees	100 times the land revenue.
For the next 125 rupees or part of the land revenue.	90 times the land revenue.
For the next 250 rupees or part of the land revenue.	85 times the land revenue.
For the next 500 rupees or part of the land revenue.	60 times the land revenue.
For the next 2,500 rupees or part of the land revenue.	50 times the land revenue.
For the balance.	30 times the land revenue.

যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে জায়গা বেশী যাদের—সিলিং লিমিটের অতিরিক্ত জায়গার মালিক যারা, যাদের জায়গা নেওয়া হচ্ছে, তাদের কম্পেনসেশান বেশী দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ যাদের হাতে জমি বেশী তারা কম্পেনসেশান পাচ্ছে। এবং যাদের জমি কম অর্থাৎ সিলিং লিমিটের অতিরিক্ত জমি যাদের কম তারা কম্পেনসেশান কম পাচ্ছে। এধরনের অবস্থা দেখছি। বড় লোকের হাতে এত টাকা তুলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমি মনে করি না। আমি এই জন্য এনেছি যে for persons having excess land about 4 hectares তাদের কোন কম্পেনসেশান দেওয়া হবে না। For persons having excess land between 2 hectares and 4 hectares—30 times of the land revenue. For persons having excess land below 2 hectares market value of the land. অন্ততঃ নীচের অংশের যে মানুষগুলি তারা কিছু কম্পেনসেশান বাবদ পয়সা পাবে। স্যার, আমি একটা হিসাব দেখাতে চাইছি। এখানে যে টেবিল দেখান হয়েছে বিলে—সেই হিসাব অনুযায়ী যদি কারও ৮০ কাণি জমি থাকে তাহলে কম্পেনসেশান তাকে দিতে হবে। ল্যাণ্ড রেভিনিউ ১২৫ টাকার মধ্যে হানড্রেড টাইমস অব দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং এর পরবর্তী ১২৫×৯০ সব মিলিয়ে ২২,৯৫০ টাকার মত দাঁড়াবে। জমি যাদের বাড়বে কম্পেনসেশানের পরিমাণ আরও অনেকগুণ

বাড়বে। সুতরাং আমি যে জিনিষটা উল্লেখ করতে চাই—বেশী জমি যাদের আছে—১৬ হেক্টারের উপর—তাদের দেওয়া হবে না। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কিভাবে দেওয়া হবে সেই জিনিষটাই এখানে উল্লেখ করছি। সেই সঙ্গে আমি আর একটা জিনিষ তুলছি—যেখানে সিডিউল্ড ট্রাইব, সিডিউল্ড কাষ্ট, ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্ট এদের—এই এক্সেস ল্যাণ্ড আনা হল বিভিন্ন সূত্র থেকে সেটি যখন এলট করা হবে তখন এটা তাদের ফ্রি অব চার্জ এলট করতে হবে। কম্পেনসেশান দেবে গভর্ণমেন্ট কিন্তু তাদের কাছ থেকে পয়সা দেওয়া যাবে না যাদের কাছে এলট করা হচ্ছে। স্যার, একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি যে ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব, সিডিউল্ড কাষ্ট এরা সমাজের দুর্বলতম অংশ। সুতরাং তাদের রক্ষার জন্য যে পদ্ধতি নেওয়া প্রয়োজন সেটা অনেকাংশেই এই বিলে নেওয়া হয়নি বা এই বিলে তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি। এই জন্যই এই এমেণ্ডমেন্টের প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে এক্জাম্পশানের ব্যাপারে আমি দেখেছি যে মাত্র মূল আইনে আছে যে তার তিন ধারাকে ওমিট করা হয়েছে 'বি', 'সি' এবং 'ডি'। 'এ'কে ওমিট করা হয়নি এবং 'ই'কেও ওমিট করা হয় নাই। আমি বলছি কোন ধরনের এক্জাম্পশান থাকা প্রয়োজন পড়ে না। 'এ'তে আছে যে "any land which is being used for growing tea, coffee, rubber including land used or required for use for the purpose ancillary to or for the extension of cultivation of tea, coffee or rubber to be determined as a prescribed manner". Sir, একটা জিনিষ 'টি ইণ্ডাস্ট্রী' করব, 'রাবার ইণ্ডাষ্ট্রি' করব সেক্ষেত্রে এক্জাম্পশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যদি সঠিক ভাবে আমরা জিনিসটাকে বিচার করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এই এক্জাম্পশান দেওয়ার এমন কোন প্রয়োজন পড়ে না। কারণ রাবার প্ল্যানটেশান করবে ব্যক্তিগত মালিকানায়, ১০ একর পর্য্যন্ত করতে পারছে। সরকারও করতে পারছে। বেশী যদি হয় ব্যক্তিগত মালিকানায় দেওয়া কি প্রয়োজন? সেখানে সরকার ইণ্ডাষ্ট্রি করতে পারে। গভর্ণমেন্ট টি ইণ্ডাস্ট্রী, কফি ইণ্ডাস্ট্রী করতে পারে। সেগুলি গভর্ণমেন্ট ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখার ফলে কি হয়েছে? টি ইণ্ডাষ্ট্রীর অবস্থা আমরা দেখেছি। বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় এক্জাম্পশান দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সেজন্য আমার এমেণ্ডমেন্ট হচ্ছে সমস্ত এক্জাম্পশান রহিত করা হউক। এর কোন প্রয়োজন নাই। স্যার, আমি এই জিনিষটা লক্ষ্য করেছি যখন মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী একটা এমেণ্ডমেন্ট এনে উল্লেখ করেছেন যে ক্রেস সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট (ইন্টারাপশান)

শ্রীমধুসূদন দাস :— আপনি নিজের কথা বলুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— বলটা যে মুহূর্তে এনফোর্সড হচ্ছে a fresh survey and settlement of land shall take place under provision of the principal act. Sir, আমরা জানি গত যে ল্যাণ্ড সার্ভে এবং সেটেলমেন্ট হয়েছিল সেই ল্যাণ্ড সেটেলমেন্টের সময় প্রচুর ত্রুটি থেকে গেছে। নানা ধরণের ত্রুটী দেখেছি। একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। একজনের জায়গা আর একজনের নামে রেকর্ড হয়েছে। এ ছাড়াও আমরা দেখেছি জরিপ শেষ ঘোষণা করার সময় অনেক গ্রামে রেকর্ড পর্য্যন্ত হয়নি চূড়ান্তভাবে। তখনও এটেসটেশান

চলছিল, শেষ হয়নি। বিভিন্ন গ্রামে এই ধরণের অবস্থাও আমরা দেখেছি। কিন্তু সেজন্য কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে? তাছাড়া বহু জায়গায় নামজারী, ভূমি বন্দোবস্ত, ল্যাণ্ড সিলিংয়ের কৃষকদের বায়তি স্বত্ব প্রদান, ক্ষতিপূরণ, রেকর্ড সংযুক্তিকরণ ইত্যাদি সব রকমের কাজ বাকী রয়েছে। সুতরাং নূতন করে জরিপ এটা আসার সংগে সংগে প্রয়োজন আছে। যদি এটা না করা যায় তাহলে যাদের ল্যাণ্ড সেটেলমেন্টে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটী আছে সেইসব মানুষের ত্রুটীগুলি দূর করার আর কোন পথ নাই এমন অবস্থা আমরা দেখছি। আমরা দেখছি ত্রিপুরার মানুষের উপর একটা বোঝা তারা যেন তৈরী করে রেখেছেন। যার ফলে এই বিল যেটা আনা হয়েছে এই বিলে এমন অনেক ধারা আনা হয়েছে যেগুলি ত্রিপুরার মানুষের সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করার, যারা জুমিয়া, বিশেষ করে যারা ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্ট, যারা উপজাতি তাদের কথা একেবারেই চিন্তা করা হয়নি। (ইন্টারাপশান) চা বাগানের কথা জানি। তাছাড়া অন্যান্য যে জিনিষগুলি আছে স্যার, কোন কোন মহকুমায় তালুকের সীমানার মধ্যে অবস্থিত জোত বৃদ্ধি, জমির জন্য বন্দোবস্ত বাবদ দেয় যে নজর সেই সময় সেটেলমেনট থেকে আদায় করা হয়নি। সেটেলমেন্টের কত ধরনের ত্রুটী ছিল সেই ত্রুটির জন্য বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি খাস জমি থেকে উচ্ছেদ পর্যান্ত করা হয়েছে ভূমিহীন যারা তাদের। এমন অবস্থা হয়েছে এবং এই অবস্থা এখনও চলছে। এখনও আমরা দেখেছি মাঝে মাঝে খাস জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কোথায় মানুষকে সেটেল্ড করা হবে সেখানে সেটেল্ড করার চিন্তা পর্যান্ত করা হয়নি। এই বিল আনা হয়েছে ত্রিপুরার মানুষের বিশেষ করে যারা ভূমিহীন, যাদের পুনর্বাসন দেওয়ায় কথা বার বার তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—বলা হয়েছিল সবাইকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি এবং এরা পূরণ করতে পারবেন না, পূরণ করার মত কোন অবস্থা তাদের নেই। স্যার, আজকে বলা যায় যে উরা কি করে সরকারে আছেন সেটাইতো আমি বুঝতে পারছি না। ওদের উচিত পদত্যাগ করা। কারণ রাজ্য সভার ইলেকশানই সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। সুতরাং তারা ত্রিপুরার মানুষের কোন ধরণের শুভ কাজে এক পাও বাড়াতে পারেন নি। এই ল্যাণ্ড রেভিনিও বিল যা এনেছেন এই বিলটা একটা দলিল হয়ে থাকুক। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned till 3 P.M. to-day.

(After recess)

মিঃ স্পীকার :—বিরোধী দলের মাননীয় নেতা, আপনাদের লিষ্ট এখনও পাইনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি একাই এখন।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই রিকোয়েষ্ট ইউ টু ষ্টার্ট ডিসকাশন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি তো কপিংটা পাইনি।

মিঃ স্পীকার :—সেটা আমি পরে দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে দুইটা সংশোধনী প্রস্তাব এই বিলের উপর রেখেছি তার দ্বিতীয় প্রস্তাবটির উপর প্রথম আমি আমার বক্তব্য রাখব। সেটা হচ্ছে যে আমি আমার দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছি যে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডার যেটা তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই বিলে, সেটা তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা বিধান রাখা হোক যাতে ত্রিপুরার কন্টিগুয়াস ট্রাইবেল ডোমিনেটেড এরিয়া অর্থাৎ সংলগন্

ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকাকে নূতন করে একটা ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তাতে সকল অংশের ট্রাইবলকে সেখানে স্থান দেওয়া হয় এরকম একটা ব্যবস্থা সংযোজনের কথা আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবে রেখেছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডারের দিকে যাচ্ছি না। আমি গত ২৬ বছরে এই টাইবেল রিজার্ভ অর্ডার সম্পর্কে কংগ্রেসের শাসকগোষ্ঠি কি মনোভাব গ্রহণ করেছেন সেটা প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে আমাদের ত্রিপুরা পূর্ব্ব-পাকিস্তান দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার ফলে আমরা সরকারীভাবে চাই কি না চাই, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আমাদের এখানে এসেছেন এবং বাধ্য হয়ে বিভিন্ন সময়ে তারা আমাদের এখানে থাকতে আরম্ভ করলেন। কখনও কখনও ক্যাম্পে, কখনও বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে তারা থাকে। ঠিক সেই সময়ে এখানকার আদিবাসী টাইবেল যারা তাদের সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা উচিত ছিল। কারণ তারা অনগ্রসর সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। সেই দিক থেকে তাদের, সংবিধান প্রণেতারা যে আবকার সংবিধানে দিয়েছেন সেটাকে প্রয়োগ করার উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে আগেকার যারা চীফ কমিশনার ছিলেন তারা আইন করে কতগুলি টাইবেল রিজার্ভ তুলে দিলেন, ডি-রিজার্ভ করলেন কতগুলি এলাকাকে এবং সেখানেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না। যেখানে টাইবেল অধ্যুষিত এলাকা ছিল মহারাজার আমলে, সেখানে চীফ কমিশনারের আমলে মোটামুটি একটা ধারণা ছিল যে উপজাতির এলাকায় আমরা রিফিউজীদের নিয়ে যাব না। সেটাকেও ভেঙে দেওয়া হল। প্রথমেই আমরা দেখি স্বস্তি একটা টাইবেল কম্প্যাকট এরিয়া সেখানে রিয়াং এবং চাকমাদের জন্মস্থান বলা চলে, সেখানে ১০,০০০ দ্রোণ জমি কোন সীমনা নেই এবং সেখানে হাতী দিয়ে ভেঙে দেওয়া হল। একটা কমপ্যাক্ট এলাকাকে ভেঙে দেওয়া হল এবং তার জন্য যতরকমের নির্যাতন দরকার সেটা করে সেখান থেকে চাকমা এবং রিয়াংদের উচ্ছেদ করা হল। আজকে কাঞ্চনপুর থেকে ৭ মাইল পর্য্যন্ত যদি দেখি সমগ্র এলকাতে কোন উপজাতি দেখি না, সমগ্র এলাকাকে একটা কলমের খোঁচায় টাইবেলদের বঞ্চিত করে সেই এলাকা দিয়ে দেওয়া হল। তারপর আসুন ছৈলেংটায়। আর একটা কম্প্যাক্ট এলাকা। সেখানে চাকমা, নোয়াতিয়া এবং অন্যান্য কৃষকেরা ছিল। আজকে যদি আমি দেখি তাহলে দেখছি ময়নারমা, পুমাছড়া ইত্যাদি বিরাট একটা কম্প্যাকট এলাকা ভেঙে দেওয়া হল। আসুন মোহরছড়ায় তেলিয়ামুড়া এলাকাতে। সেই কম্প্যাকট এলাকা ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। অ্যানাদার কমপেক্ট এরিয়া সেই কমপেক্ট এরিয়াকে চুরমার করে দেওয়া হলো, ভেংগে দেওয়া হলো। আজকে তেলিয়ামুড়ায় সেই ট্রাইবেলদেরকে খোঁজে পাওয়া যাবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, জম্পুই জলা আনদার কমপেক্ট এরিয়া, সেখানে একটা কলোনী করা হলো, সেখানে জমাতিয়া রয়েছে বিভিন্ন ট্রাইবস আছে বিভিন্ন এলাকায়। সেই ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াকে ভেংগে দেওয়া হলো। তারপর সেই বাইমাশর্মাতে, সেখানে গণ্ডাছড়া, সেখানের যারা ট্রাইবেল জুমিয়া ছিল তাদের সমস্ত জমি আজ নন-টাইবেলদের হাতে চলে গেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে ২৫/২৬ বছর, আমার অধিকাংশ সময় এই টাইবেলদের

মধ্যে কাটিয়েছি। আত্মগোপন করে হোক আর যেভাবেই হোক। কোন এলাকায় একটা বাজারের মধ্যে ট্রাইবেলদেরকে আমি বললাম তোমার এলাকায় আমি আর থাকতে পারবো না। "তারা বললো" আমরা আপনার নিরপত্তার ব্যবস্থা করবে। ৪/৫টি দোকান মাত্র সেখানে ছিল। আর আজকে সেখানে সেই ট্রাইবেলদের দোকানও নাই, ট্রাইবেলও নাই। সমগ্র খোয়াইর কথা যদি বলি সেই চাম্পাহাওরের বাজারের দিকে যদি তাকাই আজকে দেখা যাবে সমগ্র এলাকা আজকে নন-ট্রাইবেলদের হাতে চলে গেছে। তখন সেখানে ৩/৪টা দোকান ছিল। আর আজকে সেখানে ১০/১৫টা দোকান হয়েছে, সমস্ত বাজারটা মহাজনদের হাতে চলে গেছে। সমস্ত জমি চলে গেল মহাজনদের হাতে সেই নন ট্রাইবেলদের হাতে, সেই কমপেক্ট এরিয়াকে চুরমার করে ভেংগে দিয়েছে। তারপর মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমি, অমরপুরের মধ্যে, অম্পির মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তাদের সমস্ত প্রোপারটি চলে গেল নন-ট্রাইবেলদের হাতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা আপত্তি করেছে, যারা প্রতিবাদ করেছে, ১৯৫৩—৫৪ কে একটা কাল যুগ বলতে হবে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে। গ্রামে গ্রামে মিলিটারী ক্যাম্প বসানো হলো। ক্যাম্প করে মহাজনদেরকে সাহায্য করা হলো ঐ ট্রাইবেলদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য। আমার মনে আছে তখন জমাতিয়াদের জমি ৬ দ্রোণ ৮ দ্রোণ জলের দরে জমিদারদের কাছে বিক্রী করে দিল। সেই জমাতিয়াদের বাড়ীতে বাড়ীতে ক্যাম্প করে পুলিশ দিয়ে আগুন দিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হলো। সে এক রক্তাক্ত ইতিহাস। এলাকায় এলাকায় ট্রাইবেল-দের রক্ত ছড়িয়ে আছে এবং যদি প্রশ্ন হতো যে বাঙ্গালী মহাজনদের সাথে লড়াই করছে সেই ট্রাইবেল, তাহলে সেই লড়াই সহজ হতো। কিন্তু তা নয়, বাঙ্গালী মহাজনরাও ছিল ট্রাইবেলদের পক্ষে, লড়াইতো এই ছিল না, লড়াই তো বাঙ্গালী মহাজনদের সঙ্গে নয়, লড়াই ছিল সরকারের সঙ্গে সেই সরকার হচ্ছে মহাজনদের সরকার, সেই সরকার হচ্ছে জোতদারদের সরকার, যারা নাকি ঠকিয়ে তাদের জমি নিয়েছে। ঐ লক্ষ্মী নারায়ণপুরে যদি দেখি-সেটেলমেন্ট বললো আমরাতো পরচা লিখে দিলাম, ডি, এম, থেকে বললো এই পরচা কিছু না, নূতন করে পরচা আনতে হবে। পরচা দেওয়া হলো যে সমস্ত ট্রাইবেলদের জমি মহাজনদের হাতে ট্রেন্সফার হয়ে গেছে, যারা জোর করে তাদের জমি দখল করেছে, ঐ সেটেলমেন্টের ডি, সি, নাথকে দিয়ে সেখানে সমস্ত পুরানো পরচা নষ্ট করে নূতন পরচা দেওয়া হলো, জালিয়াতি করা হলো ট্রাইবেলদেরকে ঠকাবার জন্য। এসেম্বলিতে কমিটি রায় দিল, যখন এই এসেম্বলির কমিটির রায় কার্য্যকরী হতে যাবে তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত এসেম্বলির কমিটির রায়কে বাতিল করে দিয়ে বললেন, না আমার আইন মানতে হবে। আমি এস, ডি, ও-র সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বললেন আমি কি করবো, ওখানকার ডি, এম, সাহেব বললেন কি করা যায়, মন্ত্রীরা চান না যে ট্রাইবেলদেরকে জমি দেওয়া হোক। কাজেই এই পলিসিটা সুখময় বাবুর পলিসি। কাজেই বাঙ্গালীমহাজনকে গালাগালি করে কি হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, ওখানে বলা হয়েছে এই বিলের মধ্যে এবং উপজাতাদের মধ্যে যে সরকারী প্রচার দপ্তর থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ১৮৭ ধারাকে স্ট্রেঙ্গদেন করা হয়েছে। ১৮৭ ধারাটা কি? ১৮৭ ধারায় বলা হয়েছে যে ডি, এমের পারমিশন না নিয়ে জমি বিক্রী করা

যাবে না। ট্রাইবেলদের জমি নন-ট্রাইবেলদের হাতে যাহতে পারবে না। এখানে ডি, এমের পারমিশন নিতে হবে আমি জিজ্ঞাসা করি টাকা দিয়ে যদি জমি কিনি, আচ্ছা আইনের মধ্যে এমন কোন ধারা আছে যে আমার শাস্তি হবে, এমন ধারা আছে আমি যদি জমি কিনি একজন ট্রাইবেলের জমি, গভর্ণমেন্ট কগনাইজ করবে যে এইটা অপরাধ। এইটা ১৬০ এর যে ধারা ছিল তাতে কোন অপরাধ যোগ্য বা সরকার গ্রাহ্য করবে এই রকম অপরাধ ছিল না, ফলে কি হল? আমি ট্রাইবেলের জমি কিনছি। সেতো দুস্থ, জমি বিক্রী করে দিয়ে অন্যত্র জুম করবে। যে কোন জায়গাতে তারা ট্রাইবেলের নামে রেজিস্ট্রি করে নিল, কোন জায়গায় হয়তো রেজিষ্টি ডীড হল। অসংখ্য জমি। ১/২টা নয়, এক হাজার দুই হাজার নয়, এলাকা কি এলাকা। এবং যারা কিনছেন, তারা বাঙালী, তারা বড়লোক নয়। মহাজন কিনছে আবার যাদের দুই তিন কাণি জমি আছে, তারাও কিনছেন। তারাতো মহাজন নয়, শোষক নয়। তারাতো বাঁচার জন্য কিনছে। সস্তা দামে পেয়েছে, তারা কিনছে। তারাতো মহাজন নয়, লাঠি মেরে তারা ট্রাইবেলের জমি নেয়নি। সরকার পারমিট দিয়েছেন। এর জন্য যদি কেউ দায়ী থাকেন, তাহলে গভর্ণমেন্ট দায়ী। কারণ এটার জন্য সরকার পারমিট দিয়েছেন। এটা যাতে না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সেফ-গার্ড কোথায়? এ্যাডভাইসরী কমিটি করা হয়েছে, ডি, এম,কে এ্যাডভাইস করবে। ত্রিপুরার এ্যাডভাইসরী কমিটিতে এখানকার যিনি ট্রাইবেল এম. পি, তাঁকে নেওয়া হয়নি। বিকস হি ডাস নট রিপ্রেজেন্ট দি ট্রাইবেলস। এখানে আমাদের যাঁরা এম, এল, এ আছেন, তাঁদের থেকে একজনকে হয়তো এবার নিয়েছেন আমি জানি না। ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটিতে নন-ট্রাইবেল নেওয়া হয়, কিন্তু ট্রাইবেল নেওয়া হয় না এণ্ড দিস ইজ দি সেফ গার্ড। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি করা হয়েছে এবং তিনি এ্যাডভাইস করবেন। রাজবাড়ীর জমি বিক্রী হয়েছে, আমি জিজ্ঞাসা করি ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটির রায় নেওয়া হয়েছে কি? রাজাতো ট্রাইবেল। নন-ট্রাইবেল'এর কাছে জমি বিক্রী করা হয়েছে। বহুলোক ব্যক্তিগতভাবে কিনেছেন এবং শুধু তাই নয়, ১৮৭ ধারায় বর্তমানে যে সমস্ত নূতন প্রভিশান করা হয়েছে, সেখানেও ডি, এম, পারমিশান দেবেন, এবং সেখানে নূতন যোজনা করা হয়েছে যে কিভাবে সেই ডি, এম, পারমিশান দেবেন। ইন প্রেসক্রাইবড মেনার। আগে ছিল ইন রাইটিং দেবেন, এখন হয়েছে ইন প্রেসক্রাইবড মেনারে দেবেন। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের যে ডাইরেকটিভ সেটাও এখানে নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের ডাইরেকটিভ হচ্ছে যে ভূমি আইন কার্যকরী করার ব্যাপারে পপুলার কমিটির কো-অপারেশান যাতে নেওয়া হয়, সেই পপুলার কমিটির প্রভিশান রাখা দরকার। এমন কি সেইটুকু পর্যন্ত নেই। ডি, এম, সেই পপুলার কমিটি, সেই নির্বাচিত কমিটি তার পরামর্শক্রমে পারমিশান সেইটুকু পর্যন্ত নেই। স্যার, এই যে ট্রাইবেলেদের যে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে জুমিয়া ভূমিহীনদের, সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। কলোনাইজ করা হচ্ছে এবং সেই কলোনিগুলি খালি হয়ে যাচ্ছে। একটা এলাকা থেকে আমি ধরতে পারি আরেকটা এলাকা পর্যন্ত, ত্রিপুরার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ধরতে পারি। আসুন তুইসামা কলোনীতে, এখানে তুইসামা এলাকার মাননীয় সদস্য আছেন, ক্ষমতা থাকে প্রতিবাদ করুন। তাদের অধিকাংশ জমি

চলে গেছে মাহাজনদের হাতে। সেখানে কি ১৮৭ ধারা নেই? গভর্ণমেন্টের জমি—এ্যালটী জমি, ১০ বছরের মধ্যে সেই জমি বেচা বিক্রী করা যায় না, গভর্ণমেন্ট জানেন না, ১০ বছরের মধ্যে নন-ট্রান্সফারাবল, সেটা গভর্ণমেন্ট জানেন না? আমি ট্রাইবেল সুপারভাইসারকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন, "হ্যাঁ আমাকে গভর্ণমেন্ট বলেছেন তুমি রিপোর্ট দেবে কোন কোন জায়গায় ট্রাইবেলের হাতছাড়া হয়ে গেছে, কে কিনেছে।" বি, ডি, ও কে বললাম তিনি বললেন যে এতে আমার কোন হাত নেই। আমার কাজ হচ্ছে পানীয়জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা, ঋণ দেওয়া ইত্যাদি। সেই জমি পাহাড়ির হাতে থাকবে, না বাঙালীর হাতে থাকবে সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। দারোগাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন যে ল' এণ্ড অর্ডার'এর যদি প্রশ্ন হয় তাহলে আমি দেখতে পারি। যতক্ষণ না মারামারি হচ্ছে, ততক্ষণ আমার দেখার বিষয় নয়। কিন্তু ট্রাইবেলরাতো মারামারি করতে জানে না। তারা দুর্বল, তারা মার খেতে জানে কিন্তু মারামারি করতে জানে না। তাই তুইসামা কলোনীর ৪০ শতাংশ জমি তাদের হাতে নেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ জুমিয়া কলোনী লেখা আছে, সেই আদর্শ জুমিয়া কলোনীর টিনের ঘর, পাকা প্লিন্থ। আজকে সেখানে গেলে কি দেখবেন? দেখবেন সেখানে সম্ভবতঃ রেশমের চাষ করা হচ্ছে—সোরকাল চাষ হচ্ছে, স্যার, সেখানে। সেখানে একটা বাড়ী নাই যাদের জন্য নাকি জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আমি গ্রামের মধ্যে কৃষি মজুর হিসাবে দেখি, তারা বলেন কমরেড, কলোনী তো কবে ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু সেই ১০ কানি টীলার যে খাজনা, সেই খাজনার নোটিশ আমার পিছনে পিছনে আসছে, জমি তো আমার হাতে নাই। কিন্তু জমি তো আমাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, সরকার খাজনা তো পেতেন দুই টাকা করে এবং সেই খাজনা বকেয়া হয়েছে ১০ বছর, কি দেখছি সে জুমিয়া কলোনীর, সেই খাজনার নোটিশ এখনও ঐ জুমিয়ার পিছনে পিছনে ঘুরছে। জমি নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আসুন ক্ষেত্রীচড়াতে, চামনু ক্ষেত্রীচড়ায় একই চেহারা, বিরাট এলাকা ছামনু মহাজনদের হাতে সমস্ত জমি। কলোনিকে কলোনি লুফে নেওয়া হয়েছে। এমন কি যে কলোনী নূতন করে আদর্শ কলোনী করা হচ্ছে, গুরুপদ কলোনী, সেখানে গিয়ে দেখুন না, কতটুকু জমি তাদের হাতে আছে আর কত লোক সেই গুরুপদ কলোনি থেকে চলে গিয়েছে। এভাবে আমরা দেখছি, জমি ট্রাইবেলদের হাতে দিলেও, সেই জমি চলে যাচ্ছে। কেন যায়? আমি আগেই বলেছি যে লাঠি দিয়ে, সেই জমি নিচ্ছে না, জমি খাওয়ার জিনিষ নয়। জমি চাষ করতে টাকা লাগে। যার টাকা আছে, তার হাতে জমি চলে যাবে। এটা অমোঘ নিয়ম। কোন আইন নেই, যদি ধনতন্ত্র থাকে টাকা যার হাতে আছে, জমি তার হাতে যাবেই। জল যেমন যায়, যদি স্রোত থাকে বাঁধ ভেঙ্গে যায়, বাঁধের উপর দিয়েও যায়, তেমনি ট্রাইবেল-দের জমি ঐ ১৮৭ ধারার বাঁধ দিয়ে। আমি ট্রাইবেলদের হাতে রেখে দেব, যে সমস্তই মুর্খ এই চিন্তা করছেন, তাদের জায়গা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে হবে। কোন দেশেই এটা হয় না, স্যার। আমি চাষ করতে পারি না, ৫০০ টাকা দিয়েছ, ১০ কাণি টীলা জমি দিয়েছ, চাষ করতে আমি রাখব, কেন? ৫০ টাকা করে সেই টীলা মহাজনের হাতে দিয়ে জুমিয়া আবার এই জুমিয়া হয়ে গিয়েছে এবং সেজন্য আজকে জুমিয়ার সংখ্যা কমে না, বাড়ে। গত ২৫ বছরে ২ হাজার

জুমিয়ার পুনর্বাসন হয়েছে, ২ হাজার ভূমিহীনের পুনর্বাসন হয়েছে, কিন্তু জুমিয়ার সংখ্যা বাড়ছে, ২/৫ হাজার করে বাড়ছে। এইতো সেদিন একটা কমিটিতে আমাদের কনজার্ভেটার অব ফরেষ্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জুমিয়ার সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তিনি অত্যন্ত সততার সংগে বলছেন যে স্যার, সংখ্যা আরও বাড়ছে। ওরা খবর রাখেন, মাননীয় মন্ত্রীরা খবর না রাখতে পারেন যে ট্রাইবেলদের অবস্থা কি হচ্ছে? আগে যত জুমিয়া ছিল, ১০/২০ বছর আগে তার চেয়ে বেশী জুমিয়া হয়েছে, এই কংগ্রেস রাজত্বে বেশী ভূমিহীন হয়েছে, এই কংগ্রেসের রাজত্বে এবং তাদেরকে এই ১৮৭ দিয়ে রক্ষা করার এই প্রচেষ্টা কোন দিনই স্বার্থক হতে পারে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ট্রাইবেল যারা নাকি উচ্ছেদ হচ্ছে, জমির থেকে তারা কোথায় যাচ্ছে? আমার কাছে চিঠি আছে, তাতে বলা হচ্ছে যে তারা কাছার, লালগনাই, বাল্গনাই, মনারি, কোয়ার, কালাগাঙ, কালামাগুয়া, বলিয়া, রাঙপুর, ভিলাইভিসা এই সমস্ত জায়গাতে এবং মিকির হিলে যাচ্ছে। এখানকার চাকমারা, এখানকার রিয়াং এরা তারা সমস্ত আমাদের এই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমি জানি, কাঞ্চনপুরের সদস্য কেন আমার উপর চটছেন, কারন যারা চলে গিয়েছেন, তাদের জমি তো তিনি সস্তায় কিনতে পারছেন, তিনি খুশী হবেন না? গরীব ট্রাইবেলরা আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে, আর কংগ্রেসের ট্রাইবেল এম, এল, এরা সেই জমি সস্তায় কিনতে পারবেন, খুশী হবেন না? খুশী হওয়ার তো যথেষ্ট কারণ আছে। ওদের রাজত্ব তাদেরকে সাহায্য করছে জমি বাড়াবার জন্য। কাজেই আমরা রাজ্যের লোক যারা কাছারে গিয়েছে, সেখানে তারা চিঠি লিখেছে যে হাতীতে তাদের ঘর ভেঙ্গে দিচ্ছে, আগুনে ঘর পুড়ে দিচ্ছে, আমাদেরকে জানান, আমরা কোথায় যাব? তারা ঐখানেও টিকতে পারছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যদি এই চিঠি দেখতে চান, তাহলে আমি আপনাকে সেটা দেখাতে পারি। চোখের জল রাখা যায় না, এই হচ্ছে আজকে আমাদের রাজ্যের আদিবাসীদের অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, জিরানিয়ার আদিবাসীদের আমি দেখি সেই ধুমাছড়াতে, বিশ্রামগঞ্জের আদিবাসীদের দেখি সেই যতনবাড়ী থেকে আরম্ভ করে জলাইয়া পর্যান্ত যে এলাকা, তার মধ্যে গভীর জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। এখন জিরানিয়াতে জমির দাম হচ্ছে কানি প্রতি ১০ হাজার টাকা। একজন ট্রাইবেল যার এক কানি ভাল জমি আছে, সে মনে করে আমি যদি এক কানি বিক্রি করে ১০ কানি জঙ্গল রাখতে পারি তাহলে এখান থেকে চলে যেতে পারি, তাছাড়া আমি সেখানে খাস জমি চাষ করতে পারি। এভাবে তারা কনসেন্ট্রেটেড হচ্ছে এবং ক্রমশ: ভাল জমি বাঙ্গালীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে ঐ সব গভীর জঙ্গলের মধ্যে. যাকে তারা বলে কালাপানিয়া টিলা, সেই কালা টিলাতে, তারা মনে করছেন, জুম করা খুব সহজ, সম্ভবত: সহজ বলে উপজাতিরা জুম করে, আমি বলি তারা মূর্খ। এত সহজ নয় জুম করা। ঐ লংথরাইর মধ্যে সেখানে জীবন কি? সেখানে একটা দোকান খুঁজে পেতে হলে ২০ মাইল যেতে হবে, যেখানে একটা পোষ্ট অফিস নাই, যেখানে একটা স্কুল নাই, যেখানে একটা ডাক্তারখানা নাই, মানুষের জীবনের কোন রকম সুযোগ সুবিধা যেখানে নাই, সেখানে সেই টিলার উপর ফসল ফলানো যে ফসল সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে প্রাকৃতিক অবস্থার

উপর, সেখানে হাতি এবং বাঘের সংগে লড়াই করে ফসল ফলাচ্ছে, তারা অত্যন্ত কঠিন জীবন সেখানে যাপন করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা তাদেরকে সেখানে ঠেলে দিচ্ছি। আমি যখন বলছি যে ট্রাইবেল রিজার্ভ গঠন কর, তখন আমি বলছি না যে জিরানীয়াতেই ট্রাইবেল রিজার্ভ কর। আমি বলছি না যে যে সমস্ত এলাকা তারা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে, সেই এলাকা তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমি শুধু এই কথা বলতে চাইছি যে যেখানে তারা আজকে একত্রিত হয়েছে শুধু বাঁচবার তাগিদে, সেই এলাকাটুকু ছেড়ে দাও, যেটা জংগল, যেটা সবচেয়ে খারাপ জায়গা সেটুকু ছেড়ে দাও তাদের জন্য। তাদেরকে শ্বাস ফেলবার জায়গা দাও। ঐ মানুষগুলিকে দম বন্ধ করে মেরো না। স্যার, আমি যখন মরনারমা যাই ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল এলাকা, ট্রাইবেলরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আর তো আমরা থাকতে পারব না। রোজ আমার জমি নিয়ে, তারা শক্তিশালী, আমরা দুর্বল আমরা বিক্রি করে দেই। কত বছর ৫০/১০০ বছর হয়েছে, কিন্তু বিক্রি করে কোথায় যাব, ছামনু যাব, আর দূরে যাব। আমি ছেড়ে দিচ্ছি ঢেউর মতন, সেই ঢেউ লাগতে লাগতে মানুষ একটা চড়ায় এসে ঠেকবে, সেখানে ব্যাক টু দি ওয়াল। পিছনে দেওয়াল, আর পিছুতে পারছি না। ঐ মানুষগুলি রুখে দাঁড়াবে না? ঐ মানুষ রুখে দাঁড়াবে না যখন আমি দেখি যে আমার পিছনে আর যাবার জায়গা নাই। তাকে বলতে হবে যে সামনে মৃত্যু, পিছনে ফিরবার আর জায়গা নাই। আমরা তাদেরকে কোথায় দিচ্ছি, আমরা দিচ্ছি, সেই জায়গাতে তাকে দাঁড় করিয়ে যেখানে তাকে মৃত্যুপণ লড়াই করতে হবে। এটা কি অবশ্যম্ভাবী ছিল? হ্যাঁ, ধনতন্ত্রের মধ্যে, শোষকদের মধ্যে এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল, এটা কি আমরা না করতে পারতাম? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে প্রস্তাব রেখেছি, আমরা বলেছি যে মহারাজার রিজার্ভকে রিকনষ্টিটিউট কর, অনেক এলাকা আছে, যেগুলি যেমন খোয়াই এর দ্বারিকাপুর ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা কিন্তু নন-ট্রাইবেলে ভর্তি। কন্টিগিউয়াস ট্রাইবেল বেল্ট, অন্ততঃ ফিফ্‌টি পার্সেন্ট ট্রাইবেল আছে, মৌজা-ওয়াইজ সার্ভে কর, তোমার তো সেন্সাস রিপোর্ট আছে, তা দেখ, সেটা দেখলে আমি দেখতে পাব এই ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস বেল্ট হবে। দশদা ট্রাইবেল ব্লক অথবা প্রপোজড ট্রাইবেল ব্লক যে ১০টা ট্রাইবেল ব্লক একটা কন্টিনিউয়াস ট্রাইবেল বেল্ট হতে পারে। এটা শুধু আমরা বলছি না, ডেবর কমিশন যখন এখানে এসেছিলেন, তারও আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থজী তিনি প্রথমে এই কথা বলেছিলেন যে সেচুরেশান পয়েন্ট হ্যাজ বীন রিচ্‌ড। আমার মনে আছে আমরা গিয়ছিলাম তার সংগে দেখা করতে—আর বাংগালী ত্রিপুরাতে নেওয়া যায় না। ডেবর কমিশন কি বললেন—যে জমি তাড়াতাড়ি ট্রাইবেলদের হাত থেকে বাংগালীদের হাতে চলে যাচ্ছে—কিছু করতে হবে। কি করতে হবে? তখনকার চীফ কমিশনার তিনি একটা ছক কেটে দিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ স্যার, এই রকম একটা আছে, ট্রাইবেল বেল্ট। ডেবর কমিশন বললেন যে ব্লকগুলি একটু পরীক্ষা করে দেখ। যদি ট্রাইবেল ব্লকে ওদের সেফ গার্ড হয় তাহলে উটাতে যাবে, না নতুবা ট্রাইবেল রিজার্ভ অথবা ফিফ্‌থ সিডিউল্ড অন্তত তাদের জন্য করতে হবে। আমাদের সংবিধানে ফিফ্‌থ সিডিউলের যে বিধান আছে সেই ৫ম তপশীলের বিধান প্রয়োগ করতে হবে—ডেবর কমিশন রিপোর্ট করেছেন। স্যার, ৫ম তপশীল এমন কিছু একটা বিরাট সেফ-গার্ড নয়। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের ৮টি রাজ্যে

৫ম তপশীল চালু আছে। যে সমস্ত জায়গায় ট্রাইবেল আছে সেখানে ৫ম তপশীল চালু আছে। আমাদের এখানকার ট্রাইবেলরা দাবি করল যে ৫ম তপশীল চালু করা হউক। তারপর আসল এডমিনিস্ট্রেটীভ রিফর্মস কমিশন—নিজলিংগাপ্পা কমিটি। তারা এসে কি বললেন? তারা বললেন ত্রিপুরায় ট্রাইবেল বেল্ট আছে এই ট্রাইবেল বেল্টটাকে নিয়ে একটা কাউন্সিল করে কিছু ক্ষমতা তাদের দাও। কতগুলি জিনিষ তার হাতে নয়—যেমন ল এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন যেখানে জড়িত। কিন্তু ডেভেলাপমেন্ট—উন্নয়নমূলক কাজের যে সমস্ত দায়িত্ব, তার ভাষার উন্নতির দায়িত্ব, তার সংস্কৃতির উন্নতির যে দায়িত্ব সেগুলি সেই কাউন্সিলের হাতে ছেড়ে দাও। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পূর্ব্বাঞ্চলে আরও ট্রাইবেল এলাকা আছে। আসামে রয়েছে—এবং আসামের অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত এলাকা ছিল সেগুলিতে রয়েছে। মণিপুরের অর্দ্ধেকের বেশী এলাকা ট্রাইবেল এলাকার দিক থেকে দেখতে গেলে, সেই মণিপুরকে তার রাজ্যের মধ্যে সেখানে তাদের কাউন্সিল গঠন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এলাকা নির্দ্ধারিত আছে ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা। মণিপুরে যদি ট্রাইবেল রিজার্ভ নির্দ্ধারিত থাকতে পারে যদি তার কাউন্সিল গঠন করার সুবিধা থাকে এবং ডেভেলাপমেন্ট বাজেট থাকে তাহলে ত্রিপুরার জন্য কেন থাকবে না। আমরা এই কথা বলিনি ঐ রাইমাশর্মাতে যে সমস্ত বাংগালী ইতিমধ্যে বসেছে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে তাতো কেউ বলেনি। মাইনরিটি থাকবে কিন্তু জমি তাদের কাছে বিক্রী করা যাবে না। তারা ব্যবসা করতে পারবে কিন্তু ট্রাইবেলদের জমি তারা কিনতে পারবে না। সেই রেষ্ট্রীকশান থাকার কথা বলছি। কাজেই আমাদের যে রিজার্ভ সেই রিজার্ভ —কোন গরীব বাংগালী এই রিজার্ভের বিরুদ্ধে যাবে না। কারণ তার স্বার্থে আঘাত করে না। শোষক যারা, যারা ট্রাইবেলদের জমি দখল করতে চায় টাকা দিয়ে এবং সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে ট্রাইবেলদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায় তারা মাত্র আমাদের প্রস্তাবের বিরোধীতা করবে। কোন বাংগালী যার সামান্যতম গণতান্ত্রিক চেতনা আছে সে আমাদের প্রস্তাবের বিরোধীতা করবে না গণতান্ত্রিক মানুষ, অল্প জমির মালিক, যারা মনে করে ট্রাইবেলদের এখানে অধিকার আছে বাঁচার, নিজের ছেলে মেয়েকে নিজের ভাষায় শিক্ষিত করার, নিজের ভবিষ্যতে গড়ে তোলার। আমাদের ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ এবং সেই হিসাবে সমস্ত জাতি অগ্রসর হওয়ার জন্য সমান সুযোগ যাতে তারা পায় সেই জিনিষ—স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনিতো ৪৫ মিনিট বলেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি আমার মূল বক্তব্যে আসি নাই। আমাকে আরও ৪৫ মিনিট সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আধ ঘন্টার মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আই উইল ট্রাই। মাননীয় স্পীকার, আই উইল হারি আপ—স্যার, আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে আমরা কেন বলছি যে ট্রাইবেলদের সুযোগ দেওয়া দরকার আছে। অনেক সময় অনেক গরীব বাংগালী এসে বলে যে ট্রাইবেলের ছেলেরা সাহায্য পায়—

আপনারা আমাদের কথা বলেন না কেন ? ট্রাইবেলরা পুনর্বাসন পায় আমাদের জন্য নাই কেন? ঠিকই তো ? আমি তখন বলি যে দেখো—তারা ট্রাইবেল—অর্থাৎ উপজাতি। তার অর্থ সে জাতি হয়নি। তোমরা তো জাতি. তুমিতো জাতি—তুমিতো বাংগালী—তাকে জাতির পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। জাতির পর্যায়ে অর্থ কি? জাতির পর্যায়ে অর্থ—অর্থ নৈতিক দিক থেকে অগ্রসর করা, সাংস্কৃতিক দিক থেকে অগ্রসর করা। আমার এখানে আমি যদি দেখি ত্রিপুরাতে আমাদের ট্রাইবেল থেকে কোন ব্যবসা জানে না কোন ট্রেড তারা জানে না। সমগ্র আগরতলা সহরে কেউ বলতে পারেন যে ক'জন ট্রাইবেলের ব্যবসা আছে ? ঐ বড় বড় যেসব বাজার আছে সাবডিভিশন্যাল সহরে এমন কি ট্রাইবেল এলাকার যে সমস্ত বাজার আছে কোন ট্রাইবেল দোকানদার পাবেন না। ট্রাইবেল লেখা পড়া জানে না অফিসে আদালতে তার স্থান নগণ্য। সমস্ত ট্রাইবেলরা ফলে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। কাজেই ট্রাইবেলকে এই দৃষ্টি নিয়ে যদি না দেখা হয়—যারা জনসাধারণের এমন একটা অংশ, যারা কোন ব্যবসাতে নেই. যারা অফিস আদালতে নেই, যারা কোন ভাল জমিতে নেই তাদের সংরক্ষণের প্রশ্ন, এই দৃষ্টি ভংগী যদি আমাদের না থাকে তাহলে ট্রাইবেলদের কোয়েশ্চান আমি বুঝতে পারছি না এবং ট্রাইবেলদের দাবি আমি স্বীকার করে নিতে পারব না। আমি দেখছি যে এই অবস্থার জন্যও ট্রাইবেল এলাকার দুর্ভিক্ষ—কোন খরার জন্য অপেক্ষা করে না। ছামনুতে আজকে চা'লের কে. জি. আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা। কাল যারা এসেছে তারাও বলেছে যে এই সপ্তাহ থেকে রেশন দেওয়া হচ্ছে এবং খোলা বাজারে চালের কে, জি, আড়াই টাকা তিন টাকা—আগরতলা সহরেও তিন টাকা চা'লের কে, জি,। কারণ সেখানে সবাই ক্রেতা-বিক্রেতা কম, সবাই কেনে। সবাই ভূমিহীন জুমিয়া এবং তাদের সেই জুম হয়নি, কার্পাস তুলা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই আজকে সেখানে খরার বছরের আগের বছরেই দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে দুর্ভিক্ষ অর্থ কি? দুর্ভিক্ষ অর্থ হচ্ছে মহাজনদের বিরাট সুযোগ। ঐ কাঞ্চনপুর ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় মহাজনদের পরম সুযোগের সময়। কারণ তারা ৫ টাকা ধানের দাদন দেবে, ১০ টাকা পাটের দাদন দেবে। কার্পাসের দাদন এবং সেই দাদনের টাকা যদি না দিতে পারে তাহলে পরে বাজারের মধ্যে তিন দিন পর্যন্ত তাকে আটকে রেখে দেবে। স্যার, বেসরকারী জেলখানা আছে মহাজনদের। দশদা বাজারে যদি কোন ট্রাইবেল ঠিক সময় মত তার ফসল না দিতে পারে তাহলে তিন দিন তাকে আটকিয়ে রাখার রেকর্ড আছে। আজকেও আমবাসাতে যান। দেখবেন রেশনে চাল ট্রাইবেল এলাকাতে যায় না। রেশন ডিলার আমবাসাতেই সমস্ত রেশন-এর চাল বিক্রি করে দিয়ে যায়। কতবার ফুড সেক্রেটারীর কাছে বলেছি। তিনি বলেছেন আমি দেখব। কনক্রিট অভিযোগ আমি দিয়েছি এর আগে যে ফুড সেক্রেটারী ছিলেন তাঁর কাছে। খবর নিন, তারা আমবাসায় চাল বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছে। এক ছিটা চাল ট্রাইবেলরা পাচ্ছে না। তিনি তদন্ত করেছেন কিনা জানি না। কিন্তু কোন শাস্তি তাকে দেওয়া হয়নি। কারণ সেই ডিলার হচ্ছে কংগ্রেসের পিলার এবং কত ট্রাইবেলের জমি তার হাতে বেনামীতে চলে গেছে আজকে এই সমস্ত ট্রাইবেল এলাকাতে। আমি রাইমায় গিয়েছি। দেখলাম ৪৪ কে, জি, তে মন

মহাজনদের ওজন ৪৪ কে, জি, তে। গভর্ণমেন্ট আছে, অফিসার আছে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, বি, ডি, ও আছে। কিন্তু এটা দেখবার জন্য লোক নাই যে ১ মন পাট বা চাল ৪৪ কে, জি, ওজনে কি করে হয়। আর এরা হচ্ছে মহাজনদের রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বলছি না। বহু অফিসার, কর্মচারীর ট্রাইবেলের দরদ আমি দেখেছি। কিন্তু সমগ্র সরকারী নীতির কথা যদি দেখি তাহলে সমগ্র ত্রিপুরাতে আমি দেখিনা একটা মোকদ্দমা হয়েছে একজন মহাজনের বিরুদ্ধে যে কি করে ৪৪ কে, জি, ওজনে জিনিষ নেয়। এক মন পাট, এক মন কার্পাস বা এক মন তিল নিয়ে গেলে তারা যে ৪৪ কে, জি দিয়ে বিক্রি করতে হয় তার কি ব্যবস্থা এই সরকার করেছে আমি দেখি না। আমার নজরে অন্ততঃ পড়ে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি যে ট্রাইবেল রিজার্ভ, এটা শেষ রক্ষা কবচ নয়। শেষ রক্ষা কবচ হচ্ছে ধনতন্ত্রের অবসান। এছাড়া ট্রাইবেল রক্ষা করার কোন উপায় নাই যদি দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক দেশে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাই ? ট্রাইবেল সেখানে কি নেই, ট্রাইবেল আছে। সোভিয়েটদেশকে বলা হত জারের আমলে যে জাতিগুলির জেলখানা, জাতি উপজাতির জেলখানা করে রেখে দিয়েছিল। একটা একটা করে জাতি ওয়াইপড্ আউট হয়ে যাচ্ছিল। যেমন আমাদের ট্রাইবেলরা বলছে তারা থাকবে না। আমি তাদের বলছি যে ইতিহাসে তা কখনও হয়নি। আমি দার্জিলিং-এ দেখেছি লেপচাদের। তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি বলেছি তোমরা শেষ হবে না। ৪০,০০০ ছোট একটা জাতি ওসেস। এরা তো এখানে ৫ লক্ষ। সেই ৪০,০০০ লোকের একটা ভাষা আছে, লিখিত ভাষা। তার ওখানে শিল্প হয়েছে, কৃষির উন্নতি হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য মশারী লাগে না। কারণ মশা নেই। রিজার্ভ মানে কি ? রিজার্ভ মানে হচ্ছে শোষকদের হাত থেকে মশারী দিলে রক্ষা পাওয়া যায় কিনা তার একটা উপায়। মশারী তো বিছানার সৌন্দর্যের জন্য নয়। কিন্তু লাগাতে হয়। কিছু প্রটেকশান দিতে হয় সেই প্রটেকশন হচ্ছে ট্রাইবেল রিজার্ভ রাখা। যতদিন পর্যন্ত ধনতন্ত্রের অবসান না হয় ততদিন পর্যান্ত রাখতে পারি কিনা। জোড়াতালি দিয়ে হলেও রাখতে পারি কিনা। শাসক গাষ্ঠী কি জানেন না যে টাইবেল রিজার্ভ তুলে দিলে তাদের পার্টির মেমবারই অসন্তোষ্ট হবেন ? তাদেরও তো টাইবেল মেমবার আছে। ওদের টাইবেল মেমবারও বলবেন যে এটা কি করছেন, এটা ভাল হয় নি। কিন্তু ওরা এটা করেছেন বাঙালীদের মধ্যে জাতি অহংকার সৃষ্টি করার জন্য। উগ্র জাতীয়তাবাদ যাকে বলে। যা আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষে সংখ্যাগুরু সেটা করছে। ২৬ বছরে এমন কি শচীনবাবু যা করতে পারেন নি সেটাই আমি করলাম। দেখ আমি সুখময়বাবু এক কলমের খোঁচায় সমস্ত টাইবেল রিজার্ভ তুলে দিয়েছি। এরপরেও কি বাঙালীরা আশীর্বাদ করবে না ? স্যার, শচীনবাবু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানে ছিলেন। তিনি করতে পারেন নি। তিনি অল্প একটু করেছিলেন। তিনি শুধু তার সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ লোধকে বলেছিলেন যে ট্রাইবেল রিজার্ভ জমি টমি থাকবে না। যার দখলে থাকবে সেই দখল করে নেবে। সেই সার্কুলারগুলি আমার কাছে আছে। যার দখলে যেটা থাকবে সেটাই তুমি রেকর্ড করে যাবে। এ জিনিষটা লোধ সাহেবকে দিয়ে শচীনবাবু করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বেশী পারেন নি। কিন্তু

কিছু করেছেন। যে সমস্ত জমি ট্রাইবেলদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল সেটা তিনি নিয়ে গিয়েছেন। এরপর দিল্লীতে যে দরবার হয়েছে তার ফলে ট্রাইবেল রিজার্ভকে স্বীকার করতে হয়েছে। যার ফলে সুখময়বাবু আর্ডিন্যান্স করে সেটা করেছেন। আজকে উপজাতিদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। আমার আর একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট আমি দেখিয়েছি যে এই বিলে বাঙালীদের সর্বনাশ করা হয়েছে কম নয়। বাঙালী গরীব অংশের যে কৃষক, যাদের জমি দখল করে রাখা হয়েছে কিন্তু রেকর্ড করা হয় নি তাদের কথা হাজার হাজার বলা হয়েছে এই হাউসে। এই ভূমি আইন পাশ যদি হয় তাহলে তারা সেই জমির সেটেলমেন্ট পাবে, সেই আশা নাই। ১৫ নম্বর ধারায় সেটা রাখা যেত। কিন্তু রাখা হয় নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পশ্চিম বাংলায় দেখুন, অন্যান্য রাজ্যে দেখুন। সাড়ে সাত কানি কেন আরও বেশী যেখানে বলা হয় কৃষকেরা ভায়াবল নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। আমার এই বিলের মধ্যে দেখাতে পারতাম যে নীচের স্তরের যে কৃষক তাদের খাজনা থাকবে না যেটা বিধান সভায় প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। এই বিলের মধ্যে আমি দেখছি না যে এইটা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে মাননীয় স্পীকার স্যার, কেরালার অন্যান্য আইনের দিকে আমি যাচ্ছি না কিন্তু একটা আইন সেখানে হয়েছে যে বাস্তু ভিটা যদি আমার দখলে থাকে যদি আন-অথরাইজ, আমি যদি ট্রেসপাসার হই তাহলে পরেও আইন করে দেওয়া হয়েছে যে সেই ট্রেসপাসারের তার রাইট হবে সেই জমির মধ্যে যদি তারা খুব গরীব কৃষক না হয়। আমার এখানে সেই ব্যবস্থা তারা রেখেছেন? পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদারদের আইন ভূমি আইনের মধ্যে বর্গাদারদের আইন সংশোধিত হয়েছে। তার মধ্যে বলা হয়েছে যে বর্গাদারদের ফসলের ভাগ কত হবে, বর্গাদারদের সংগে যদি ঝগড়া হয়, যারা নাকি জোতদার তাদের সেই ফসলের ভাগ বিচার করে ফসল কোথায় উঠবে সবই বিস্তৃতভাবে আছে এই আইনের মধ্যে, এখানেও এই আইনের মধ্যে রাখা যেত। যদি ইচ্ছা থাকতো বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করতে হবে বাধ্যতামূলক সেই ব্যবস্থা রাখা যেত, যদি ইচ্ছা থাকতো যে বর্গাদারদের ফসলের ন্যায্য পাওনা নিয়ে যদি কোন বিরোধ লাগে সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমি একটা ব্যবস্থা আইনের মধ্যে রাখবো যেমন পশ্চিমবংগে আছে, রাখা যেতো, কিছু নেই। গরীব অংশের বাঙ্গালী কৃষক তাদের জন্য কিছু নেই এবং সেই জন্য আমরা বলছি যে কংগ্রেসের এই যে প্রচেষ্টা এই যে বাংগালী কৃষককে. এই পাহাড়ী কৃষকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং স্বাভাবিক ভাবে পাহাড়ী কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করবে, আত্মরক্ষার জন্য তারা তখন বলবে এবং যারা বিভ্রান্ত করে শ্লোগান দেয় তারা আসবে, আপনি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবেলরা সরল মানুষ তাদেরকে উত্তেজিত করা খুব কঠিন হয় না যদি তার মধ্যে বিক্ষোভ থাকে, যদি সেই ট্রাইবেলের বুকের ভিতর আগুন জ্বলে। ভারতবর্ষে সেই ইতিহাস আছে যে ট্রাইবেলরা রক্ত দিতে জানে সেই ট্রাইবেল রক্ত দিয়েছে, চিকাকোলামে বিভ্রান্ত হয়ে যাদেরকে আপনারা নকশাল বলেন তাদের নেতৃত্বে কম রক্ত দিয়েছে? কেন তারা পারে? কেন রক্ত দিয়েছে? গোপীবল্লভপুরে আজকে ট্রাইবেল রক্ত দিচ্ছে, সেই মিজোতে, নাগাল্যাণ্ডে, কেন দিচ্ছে? সমগ্র ট্রাইবেল সমগ্র জাতিটা ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তাল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা আটকে দিচ্ছে. অন্ধ হয়ে

যাকে পাচ্ছে তাকে মারছে। এবং আমরা দেখছি কংগ্রেসের এইযে বিল এই বিলে আজকে যেখানে মুখে তারা বলছেন আমরা ইন্টিগ্রেশন চাই তখন ডিসইনটিগ্রেশনের দিকে ছেড়ে দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এইটাও দেখছি যে ট্রাইবেলদের যারা আমার পূর্ব্বাঞ্চলের দিকে যদি তাকাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। আজকে এমন কি নাগাল্যাণ্ডে, মিজোরাম, মণিপুর, দার্জিলিং, ছোট নাগপুর, সমস্ত জায়গায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, সেইটা ভোটের বাক্সেও প্রতিফলিত। এই ছোটনাগপুর থেকে পার্লিয়ামেন্টের মেম্বার কংগ্রেস হতে পারে, সেখানকার ট্রাইবেলদের সংগঠন থেকে সেখানে গেছে। এই মণিপুরের মধ্যে কংগ্রেস হতে পারে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠন খারাপ হোক ভাল হোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা সেখানে নির্বাচিত হয়েছেন। আজকে সমগ্র এলাকার মধ্যে আমরা দেখতে পাই কোথাও সশস্ত্র সংগ্রাম, কোথাও ভোটের বাক্সে এই বিক্ষোভ তারা চালাচ্ছে এবং এই বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে ইন্টিগ্রেশনের পক্ষে আমরা বলছি সেই ইন্টিগ্রেশনের চেহারা কি? ধনতন্ত্রের আর এক নাম হচ্ছে আন ইউজুয়েল ডেভেলাপমেন্ট। একটা দেশে যদি ধনতন্ত্র থাকে তাহলে সেখানে ধন সমানভাবে বিকাশ হয়। বৃটিশ যখন আমাদের এখানে এসেছিল সে একটা শিল্প এলাকা গঠন করে এগ্রিকালচারেল হিণ্টার ল্যাণ্ড একটা রেখে দিয়েছিল। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম থেকে সস্তা মজুর আনবে। সেই মজুর দিয়ে সে কলিকাতার কলকারখানাগুলিকে চালাবে, এই হচ্ছে ধনতন্ত্র তার সস্তা মজুরের জন্য জায়গা দরকার। সেই সস্তা মজুরের জন্য একটা জায়গাকে এগ্রিকালচারেল হিণ্টার ল্যাণ্ড করে রেখে দিয়ে সেখান থেকে সে রিক্রুইট করে এবং রিক্রুইট করে সে তাকে শোষণ করে তার কলকারখানায়, সেখানে তাকে স্লেব লেবার করে দেয় এবং বৃটিশের হাত থেকে যখন কংগ্রেস রাজত্ব নিয়েছেন এই নীতি থেকে সে এক চুলও তার পরিবর্ত্তন করে নি, এক চুলও সেখান থেকে যায় নি। যার জন্য নাকি অন্ধ্রতে বিক্ষোভ ফেটে পরে। কেন একই জাতী একটা অনগ্রসর আর একটা অগ্রসর একটা, এলাকা যেখানে পিছনে পরে আছে আর একটা এলাকা সেখানে অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিম বংগের দার্জিলিং এ। কেন তারা আজকে বলছে যে আমাদেরকে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে? দুইদিন পরে হয়তো তারা বলবে যে তোমরা আমাদের উন্নতি না করতে পারলে আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা আমাদের আলাদা রাজ্য গঠন করবো যেমন আসামে করেছে। কেন করলো? কেন আসাম থেকে আলাদা রাজ্য হয়ে যায়? কেন আসাম একটা রাজ্য থাকতে পারে না? যদি তারা বুঝতো যে আসামের মধ্যে থেকে তাদের অগ্রগতির কোন সুযোগ আছে, আমার ভাষা ও সংস্কৃতি, আমার অর্থনীতি, আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যত আছে, যদি তারা মনে করতো আজকে তো আসাম থেকে মেঘালয় যাওয়ার কথা নয়, আসাম থেকে নাগাল্যাণ্ড যাওয়ার কথা নয়, আসাম থেকে মিজোরাম যাওয়ার কথা নয়। বরং আসামে আমরাও যেতে পারতাম। বরং আমরা সবাই মিলে আসামে থাকছি--ডিসইনটিগ্রেশন কেন? আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে সমগ্র ভারতবর্ষে—সবাই বলছে যে আমরা শোষিত হচ্ছি। কাজেই ধনতন্ত্রের অমোঘ নিয়ম এই ট্রাইবেল এলাকাকে আজকে ধ্বংস করছে। ট্রাইবেল আজকে মাটি কাটা সস্তায় মজুরে

পরিণত হয়েছে। তারা আজকে মাটি কাটে আঠারো মুড়াতে। কোন দিন যে মেয়েরা ঘর থেকে বের হতো না আজকে তারা ছেলে-মেয়ে নিয়ে এই আঠারো মুড়াতে পাথর ভাংগার মধ্যে সস্তায় মজুরে তাদেরকে পরিণতঃ করেছে। কন্ট্রাক্টারকে জিজ্ঞাসা করলে বলে ওরা ভাল কাজ করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে এবং কাজ করার পর কম মজুরি নিয়ে যায়। কন্ট্রাক্টারের পক্ষে ভাল মজুর, কারণ তারা স্লেভ লেবার। তাদের যে স্বাতন্ত্র, সেই জুমের মধ্যে, ঘরের মধ্যে তাদের সেই স্বাতন্ত্রকে চুরমার করে দিয়ে, তাদের সংস্কারকে চুরমার করে দিয়ে, তাদের মেয়েদের করা হয়েছে ব্যবসায়ের জিনিষ এবং তাদের করা হয়েছে ক্রীতদাস, এইতো হচ্ছে কংগ্রেস রাজত্ব। একটা পাহাড়ী এলাকায় গেলে আমি এই অবস্থা দেখতে পাই। তাদের স্বাতন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে এবং চুরমার করে দিয়ে কংগ্রেসের রাজত্বকে সমস্ত জায়গায় ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি এই রাজত্ব, যেমন অন্যান্য রাজত্বগুলিতে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে, আজকে ত্রিপুরার সকল অংশে উপজাতি বিক্ষোভ। শুধু আমরা নই, কংগ্রেসের যারা প্রভাবিত ট্রাইবেল, উপজাতি যুব সমিতি বলে যারা পরিচিত, সি, পি, আই, প্রভাবিত যারা, আমাদের প্রভাবিত যারা, সমস্ত অংশের ট্রাইবেল আজকে ঐক্যবদ্ধ যে এই বিল তাদের আক্রমণের জন্য, মহাজনদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, শোষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, পাহাড়িদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ত্রিপুরাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য এই বিলটি সৃষ্টি করা হয়েছে। সেইজন্য আজকে সমগ্র উপজাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিলের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সেই সংগে যারা বাঙালী তারাও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৪শে ডিসেম্বর যে বন্ধ হয়, সেই বন্ধের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এই দাবীকে যে ট্রাইবেলদের জন্য রিজার্ভ এলাকা চাই, এবং সেটা পুনর্গঠন করা হোক। শুধু পাঁচটি ট্রাইবেলদের জন্য নয়, সমস্ত ট্রাইবেলদের জন্য সেই রিজার্ভ করা হোক, সেই পুনর্গঠনের দাবী রাখা হয়েছিল। অনেক লোক বলেছেন যে এই দাবীটা না রাখলে ভাল হত আমাদের। আমি বলেছি এটা গণতন্ত্রের একটা পরীক্ষা যে দুর্বল অংশের জন্য তুমি আছ কিনা, তার ন্যায়সঙ্গত দাবীর পেছনে তুমি আছ কিনা, এবং তুমি গরীবদের পেছনে আছ কিনা। ত্রিপুরার মানুষ—সে বাঙালীই হোক, ট্রাইবেলই হোক, ঐক্যবদ্ধভাবে বন্ধ পালনের এই দাবীকে প্রচণ্ডভাবে এই দাবীকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই হাউসের কর্তৃপক্ষ এটাকে লক্ষ্য করে এবং যাতে গণতন্ত্র রক্ষা পায় ত্রিপুরার মধ্যে এবং সেই কারণেই এই বিলটাকে প্রত্যাহার করা তাঁদের উচিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের সংখ্যালঘু উপজাতিদের কথা আমি বলছি, তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের অর্থনীতি, জীবনধারণের প্রণালী এটা স্বতন্ত্র। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, তিনি কোন মার্কসবাদী ছিলেন না, কিন্তু তিনি এটা স্বীকার করেছিলেন। এলুইন বেরিয়ার, যিনি গুন মেয়ে বিয়ে করেছিলেন, এবং ট্রাইবেলদের সম্পর্কে যাকে অথরিটি বলা যায়, তিনি জহরলালের উপদেষ্টা ছিলেন এবং এই রাজ্যকে যখন নাকি আলাদা করা হয়, কি যুক্তিতে আলাদা করা হয়েছিল? বাঙালী এলাকা বলে? বাঙালী এলাকা বলে নয়। তাহলে কাছাড়তো বাঙালী এলাকা, কাছাড়ও আলাদা হত। কাছাড়কেতো আলাদা করা হয়নি। ত্রিপুরাকে কেন করা হয়েছে? বাঙালী বলে ত্রিপুরাকে

আলাদা রাজ্য করা হয়নি। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর রি-অর্গেনাইজেশান অব ষ্টেট সম্পর্কে বক্তব্যই ছিল যে জাতি ভিত্তিক, ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন কর। ভাষাভিত্তিক রাজ্য হলেতো বাঙালীরা আলাদা হওয়ার কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার কথা। আমি জানতে চাই কংগ্রেসের শাসকগোষ্ঠি যারা আজকে রিজার্ভ তুলে দিচ্ছেন, যে কি করে আপনারা এই উপজাতিদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করছেন, যে স্বাতন্ত্র রক্ষা করার জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা হয়েছে? যেটুকু ছিল, সেটুকুও তুলে দেওয়া হচ্ছে। ইন্টিগ্রেশান মানে এ্যাসিমিলেশান নয়। যদি কেউ মনে করে থাকেন আমরা বাঙালী, আমাদের ভাষাটা একটু শক্তিশালী, ওদের এখনও ক্রিপ্ত হয় নি, কাজেই আমরা ওদের গ্রাস করে ফেলব, ওদের ভাষার একটা ভাষা, কি যে ভাষা লিখতে পারে না, আমরা এমন করে ফেলব যে ওদের ভাষাই থাকবেনা সেটা ককবরক ভাষাই হোক, চাকমা ভাষাই হোক আর মগ ভাষাই হোক, আমি বাঙলা ভাষা দিয়ে গ্রাস করে ফেলব, সেটা হয় না। বিলেতে যে বাঙালীর জন্ম, সেও বাঙলা ভাষায় কথা বলে। মায়ের দুধের সংগে যে ভাষা শিখে, সেই ভাষার মৃত্যু হয় না। সেই ভাষাকে গলা টিপে মারা যায় না, সেইজন্যই এ্যাসিমিলেশান অব ট্রাইবস হতে পারেনা। যে কোন জাতি, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, রুশ জাতি কম শক্তিশালী ছিল না, বৃটিশ জাতি কম শক্তিশালী ছিলনা.....

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আপনি আর কত মিনিট নেবেন?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমি স্যার আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব।

বৃটিশের ধারণা ছিল ইংরেজী ভাষা দিয়ে অন্যান্য ভাষাগুলিকে স্তব্ধ করে দেব। পেরেছেন কোথাও? কোন জাতি তার অর্থনীতি দিয়ে, তার ভাষা দিয়ে, তার জীবনধারণের পদ্ধতি অপর একটা জাতিকে—দুর্বল উপজাতিকে গ্রাস করতে পারে বলে ইতিহাসে তার নজীর নেই। কাজেই শাসক গোষ্ঠিকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি যে আপনারা যা করতে যাচ্ছেন, আপনারা সমগ্র ত্রিপুরাকে একটা বারুদের স্তুপের উপর দাঁড় করিয়ে আপনারা ছেলেখেলা করছেন। আপনারা জানেন না আপনাদের জন্য ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে। আপনারা জানেন না, আপনাদের মত লোককে ইতিহাস অনেক জায়গায় ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছে। যারা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না, যারা মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে, নিজের দলীয় স্বার্থের জন্য, যারা জোতদার, মজুতদারদের এবং মুনাফাখোরদের হয়ে দালালী করার জন্য মন্ত্রীত্ব করতে এসেছেন, ইতিহাস আপনাদের মত লোককে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছে এবং আগামীদিনে আপনাদের স্থানও হবে আস্তাকুঁড়ে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি যে একটা মাস ডিপুটেশান সমস্ত ত্রিপুরার গ্রাম থেকে এখানে বিধানসভার সামনে অপেক্ষা করছে, তারা চায় যে আপনাদের এখান থেকে মন্ত্রীরা যান এবং তাদের সংগে দেখা করেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনুরোধ করব এখানে আমাদের এখানে মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে যাঁরা আছেন, তাঁরা সেই ডেপুটেশানের সামনে উপস্থিত হন এবং উপস্থিত হয়ে যেন তাঁরা এই বিলটি এখানে এনেছেন, তার ব্যাখ্যা করেন, এই দাবী আমি করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনার আলোচনা কি শেষ হয়েছে?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে আমি শুনতে চাই উনারা যাবেন কি না ? কোন ভয় নাই।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন মিটিং চলছে, এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ওদের যেতে হবে। বিল পরে হবে। অনেক দিন আছে। আজ না হয়, কালকে হবে

(গণ্ডগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে আমাদের কিছু জানান হয়নি যে আজকে ডেপুটেশান আসবে কি আসবে না। কাজেই আজকে তাঁদের কথামত আমাদের যেতে হবে তাতে আমরা বাধ্য নই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ওদের যেতে হবে স্যার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যাওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। কারণ এই রকম কোন বিধি নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না, যেতে হবে আপনাকে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ এই রকম কোন বিধান নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— বিধান আবার কি ? মানুষ মারার বিধান আছে ? এই যে বিধানের কথা বলছেন, কোনখানে আছে মানুষ মারার বিধান ? মানুষ খুন করতে লজ্জা করে না ? স্যার, আপনি এটা বন্ধ করে দিন, ওদেরকে যেতেই হবে, আমি বলছি কাজ পরে হবে...

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, তাহলে এই বিলের কি হবে ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হ্যাঁ, এই বিল পরে হবে, কালকে হবে, আজকে হবে না। এখন যেতে হবে।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :-- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের কাজ কি চলবে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— হ্যাঁ, চলবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— চলবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উনাদের বলার সময়ে আপনারা ডিষ্টার্ব করবেন না। আপনার বক্তব্য আপনি বলুন।

(At this stage Opposition Block raised slogans—কালাকানুন চলবে না—and staged walk-out for the rest of the day.

শ্রীমধুসূদন দাস :—এই বিলকে বিপ্লবাত্মক বিল না বলে অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু বিরোধী পক্ষের চরিত্র এইরূপ যে সাধারণ মানুষ যখন অভাব অনটনে থাকে, সেই অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এটা হল তাদের চরিত্রগত, মজ্জাগত দোষ। আজকে যে বিল এসেছে, সেই বিলের ধারা উপ-ধারার মধ্যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনে তারা যেসব মোশান মুভ করেছে, সেগুলিকে যদি আমরা ভালভাবে পর্য্যালোচনা করে দেখি, তাহলে দেখব যে নৃপেন বাবুর সাথে বাজুবন বাবুরকোন মিল নাই। নৃপেন বাবু বলেছেন যে সব জমিদার, জোতদার অথবা জমির মালিক হতে জমি নেওয়া হবে, সেই জমির বাবতে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবে না। আর বাজুবন বাবু বলেছেন যে সব জমির মালিকের অতিরিক্ত জমি আছে, সেই জমি সরকার নিয়ে আসবে এবং সেই জমির জন্য সরকারকে টাকা দিতে হবে। কাজেই যে দলের নিজেদের মধ্যে কোন সংহতি বা ঐক্য নাই, সেই দলের নেতা যেটা বলবেন, তার দলের সাধারণ সদস্যরা তা বলেন না। তারা সাধারণ মানুষের উন্নয়ন কল্পে অথবা দরিদ্র কৃষি মজুরদের সম্পর্কে কিরূপ মন্তব্য রাখতে পারেন, সেটা আমাদের সবারই জানা আছে। তাদের কাজ হচ্ছে, যারা নাকি খেতে পায় না, যারা নাকি কিছুই করতে পারে না, তাদেরকে রাস্তায় টেনে এনে নাচাচ্ছে, তারা বাজীকর, যারা পেট ভরে খেতে পারে না, গরীব মজুর কৃষক, তাদেরকে রাস্তায় টেনে এনে ঘুরাতে চাইছেন। এই যে এখানে যে লোকগুলি এসেছে, তারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাকে লরীতে করে ১১টার সময় এসে চিলড্রেন পার্কে একত্রিত হয়েছে। আজকে যখন নাকি ল্যাণ্ড রিভিনিউ বিল সম্পর্কে তাদের আলোচনা করেছেন, আর আমরা যখন নাকি আলোচনা শেষ করতে যাব, তখন তারা তাতে বাধা দিচ্ছে, ওয়াক-আউট করছে। এটা হচ্ছে তাদের চরিত্রের একটা বৈচিত্র, তারা সব সময়ে এটার বিরোধীতা করবেন। কিন্তু তাদের এই বিরোধীতা যদি জনস্বার্থের পরিপন্থি হয়, তাহলে জনতা তাদেরকে খেদিয়ে দিবেন। কাজেই এখানে এই যে বিলটা এসেছে, এটা বিপ্লবাত্মক, এতে কোন সন্দেহ নাই, সেজন্য আমি এই বিলটিকে আমার সমর্থন জানিয়ে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড রিফর্মস বিল যেটা এই হাউসের সামনে এসেছে, তার বিপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু বলেছেন কাঞ্চনপুরের স্বস্তি সমিতির কথা। কিন্তু উনি জানেন না যে কাঞ্চনপুরের স্বস্তি সমিতিকে এই কংগ্রেস সরকারের আমলে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি। এটা বোধ হয় উনি জানেন না যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের ত্রিপুরা যখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেয় নাই, সেই সময়ে মাতা মহারাণী রিজেন্ট থাকা অবস্থায় এই কাঞ্চনপুর স্বস্তি সমিতিকে ১০০০ দ্রোণ জমি বন্দোবস্ত দিয়াছিল। এটা কিন্তু এই সরকার দেন নাই। এবং যেখানে যে ট্রাইবেলরা ছিল, আমার মনে হয়, আমি গত বাজেট অধিবেশনের সময়েও বলেছিলাম যে কাঞ্চনপুরের স্বস্তি সমিতির সংগে ট্রাইবেলদের যে বিরোধ সেটা কে সৃষ্টি করেছিল। আজকে আমি সেই কথাটাই বলছি যে ১৯৫২ সালে ত্রিপুরাতে যখন ন্যাকি ফার্ষ্ট ইলেকশান হয় তখন তাদের কেণ্ডিডেট ছিল মংগল সিং ত্রিপুরা, আর আমাদের পক্ষে ছিল মাধব মাষ্টার (চাকমা)

তাদের কেণ্ডিডেট যখন নাকি হেরে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার ট্রাইবেল ও ননট্রাইবেলদের মধ্যে একটা বিরোধ লাগানোর জন্য শেষ পর্য্যন্ত স্বস্তি সমিতির চেয়ারম্যানকে তাদের লোক ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এটা নিয়ে ত্রিপুরাতে একটা বিরাট মামলা হয়েছিল। এই মামলার দরুন স্বস্তি সমিতি ও ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা বিরোধ-এর সৃষ্টি হয়। তাই ট্রাইবেলরা ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এই বিরোধটা কেন সৃষ্টি করা হয়, আমার প্রশ্ন হল সেখানে। আজকে ট্রাইবেল রিজার্ভের কথা বলতে গিয়ে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কথা বলে তারা ট্রাই-বেলদের জন্য খুব দরদী সেজেছেন। বহু দুর দুরান্ত থেকে ট্রাইবেলদের গাড়ী দিয়ে এনে এই আগরতলা শহরের মধ্যে তারা প্রসেসান করছেন। কিন্তু তারা কোন ট্রাইবেল রিজার্ভের কথা বলতে চাইছেন, ট্রাইবেল রিজার্ভ বলতে তো মহারাজার আমলে যে পঞ্চ ত্রিপুরা রিজার্ভ ছিল কতগুলি নির্দ্দিষ্ট জায়গার মধ্যে, সেগুলিতে মাত্র ৫টি জাতি ছাড়া অন্য কেউ বন্দোবস্ত পেতেন না আজকে ট্রাইবেলদের বৃহৎ স্বার্থের জন্য সেই পঞ্চ ত্রিপুরা রিজার্ভ ভাঙ্গা হয়েছে, এটা সত্য কথা এবং এটা ভাঙ্গার ফলে ট্রাইবেলদের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি না, বরং ত্রিপুরার সমস্ত ট্রাইবেলরাই এর ফলে উপকৃত হয়েছেন বলে আমি মনে করি।

কারণ আগে উনি ট্রাইবেল রিজার্ভের কথা বলতে গিয়ে রাইমাশর্ম্মার কথা অবতারনা করেছেন। কারণ আমি জানি অমরপুর সাবডিভিশনের রাইমাশর্ম্মা এলাকায় যে ত্রিপুরা রিজার্ভ থাকার দরুন সেখানে মগ, চাকমা, গাড়ো অন্যান্য সকল ট্রাইবেল যারা—৫ দফা বাদে তারা ট্রাইবেল জমি বন্দোবস্ত পায় নাই। আজকে ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্টের যে সমস্ত ট্রাইবেল উচ্ছেদ হতে চলেছে তাদের আইনের আওতায় জমি বন্দোবস্ত না থাকার দরুন তারা ক্ষতিপূরন পাচ্ছে না। আজকে ঐ নোয়াতির কথা বলছেন, আমরা জানি কল্যানপুর এলাকাতে গাড়ো আছে তারা সেই সুযোগ পায় না যেহেতু তারা যে ত্রিপুরা রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত নন সেজন্য গাড়োরা পুনর্ব্বাসনের সুযোগ পায় না। তেলিয়ামুড়াতে মগ আছে তারা কেউই সেই সুযোগ পায় না। একমাত্র যে রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত—ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং এবং হালাম এই পাঁচ দফা ছাড়া অন্যান্য ট্রাইবেল যারা ত্রিপুরা যে রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত নয় তারা সুযোগ পায় না। তাই আজকে এই প্রশ্ন এসেছে এই যে ত্রিপুরা রিজার্ভ ভাংগার প্রশ্ন এসেছে। আজকে তাই আমাদের সরকার যে ত্রিপুরা রিজার্ভ ভেংগে সমস্ত ট্রাইবেলদের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। সেজন্যই এই বিল এসেছে। এই বিল আসার দরুন সমস্ত ট্রাইবেল—১৯টী ট্রাইবেল সম্প্রদায়, তাই ১৯টী ট্রাইবেল সম্প্রদায় এই সুযোগ পাবে। আর তারা সরল আদিবাসীদের ভুল পথে চালু করে আজকে তাদের নিয়ে প্রসেসান করছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু সন্দেহ করছেন যে টাকা থাকলেই সমস্ত জমি একজনের হাতে চলে যেতে পারে। এটা সত্যি কথা এবং তাকে বাধা দেওয়ার জন্যই এই ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট। জমির উচ্চ সীমা নির্ধারন করে নীচে ২৫ একর এবং উর্দ্ধে ৫০ একর ছিল তার থেকে কমিয়ে সেই সমস্ত ভুমিহীনদের—ত্রিপুরার মানুষকে দেওয়ার জন্যই আজকে ৫০ একর থেকে কমিয়ে আজকে ১৮ একর করা হয়েছে। আর নীচে ১০ একর পর্য্যন্ত করা হয়েছে। আর এই আইনটা যাতে না হতে পারে সেজন্য তারা বিরোধীতা করছে।

আর এক দিকে বলছে যে কংগ্রেস সরকার জমিদার জোতদারকে উচ্ছেদ করে না। আজকে এই কংগ্রেস সরকার জোতদারদের ভাংগবার জন্য এই আইন করছে কিন্তু সেটিকে উনারা বিরোধীতা করছে। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে উনারা ঠিক ভাবে জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করেন না। জনসাধারণকে ভাওতা দেওয়ার জন্যই কাজ করছেন। সেটাই বুঝতে হবে। তারা আজকে তৈছামা কলোনীর কথা বলছেন কিন্তু উনি জানেন না উথানকার এম, এল, এ, উনি আপত্তি করেছেন। ট্রাইবেল জমি নন-ট্রাইবেলের হাতে চলে যাচ্ছে সেই অবস্থার কথা ঐ এলাকার মাননীয় সদস্য তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, তার কোন উত্তর উনি দিতে পারেন নি। আমরা জানি আমাদের সরকার জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিতে চায় তারা তাতে আপত্তি দেয়-- বলে কংগ্রেসের খাস জমিতে তোমরা যেও না। আমরা জানি এই বিধান সভা হওয়ার পরে প্রথম যখন বিধান সভা বসেছিল তখন আমি বলেছিলাম আমার নবীনছড়া কলোনীতে আমরা যখন জুমিয়া পুনর্বাসন দিতে চেষ্টা করেছিলাম তখন উনারা বলেছিলেন যে তোমরা সরকারের খাস জমিতে যাবে না। জুমি এলট হওয়ার পর টাকা সেংশান হওয়ার পর তারা নেয় নি। এখনও আমি সেই সব লোকের নাম বলতে পারি। আর আজকে তারা ট্রাইবেল দরদী সাজছেন। তারা জানে যে ঐ লোকগুলি যদি বিপদে পরে তাহলেই তারা আন্দোলন করার সুযোগ পাবে। সেজন্যই তারা সরল ট্রাইবেলদের ভাওতা দিয়ে সব সময় তারা আন্দোলনের পথ করে নিতে চায়। আজকে মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কারা যাচ্ছে আমরা জানি, আমাদের সরল আদিবাসী তাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে কেবল আন্দোলন করছেন নিজের কাজ কর্ম করতে পারেননি। ফলে তারা আজকে জমি হারা হয়েছে। তারা আজকে বুঝতে পারছে—শুধু খাওয়ার জন্য নয় তারা জানে এখানে থাকলে ঐ সি, পি, এম'র হাত থেকে রেহাই পাবে না, প্রতি মাসে মাসে চাঁদা দেওয়া, দিনের পর দিন কেবল আন্দোলন আন্দোলন আন্দোলন. তারা নিজের কাজ করতে পারে না। তাই তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তারা চলে যাচ্ছে। আমার কনষ্টিটিউয়েন্সিতে যিনি আমার সংগে নির্বাচনে বিরোধীতা করছিলেন সি, পি, এম'র সেই ইন্দু মাধব চাকমা সেও চলে যাচ্ছে। তারা সি, পি, এম'র কথায় মুগ্ধ হয়ে দিনের পর দিন কেবল আন্দোলন করেছিলেন। এখন তারা বুঝতে পেরেছেন যে এই আন্দোলনে কিছু হবে না রে বাবা, এখন আমাদের পেটের ভাত যোগাড় করতে হবে। এখানে থাকলে আমাদের কিছু হবে না। এখানে তাদের সংগে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে কাজেই এই রাজ্য থেকে আমাদের চলে যাওয়াই ভাল। সেজন্যই তারা চলে যাচ্ছে। আর তারা চীৎকার করছেন যে ট্রাইবেলরা চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেন চলে যাচ্ছে সেই কথা উনারা বলেন না। তারপর আমি আর একটি কথা বলতে চাই। ক্ষতিপূরণ--রাইমা-শর্মার ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল যেসমস্ত মগ, চাকমা—সেই রিজার্ভ ঘোষণার পূর্বে যারা জমি বন্দোবস্ত পেয়েছিল। সরকার ক্ষতিপূরণ দিল সেই টাকা পেয়ে তারা কিছু জমি কিনতে চেয়েছিল কিন্তু তারা জমি কিনতে পারে নাই। সাব্রুমে জমি কিনতে চেয়েছিল। এস, ডি, ও, আপত্তি দিলেন যেহেতু মহারাজার আমলের যে ত্রিপুরা রিজার্ভ আইন বলবত আছে, কাজেই জমি বিক্রী করলে যে ত্রিপুরা রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত

টাইবেলদের কাছেই বিক্রী করতে হবে। যেহেতু তারা যে ত্রিপুরা রিজার্ভের বাইরে—আজকে এই আইন থাকার দরুন মহারাজার আমলের যে ট্রাইবেল বাদে যে টাইবেল আছে তারা কোন ফেসিলিটি পায় না। সেজন্যই আজকে এই ল্যাণ্ড রেভিনিও এ্যাক্ট। এই ভূমি সংস্কার অ্যাক্ট, ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্ট। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সব কথাই উল্লেখ করেছি। উনি কিন্তু আসলে ট্রাইবেলদের যে বিরাট স্বার্থ হয় সেই কথাটা ভুলেও উচ্চারণ করেন নাই এবং তার দলের সদস্যরাও উচ্চারণ করেন নাই। আমি সেদিনও বলেছি যে ত্রিপুরার জুমিয়াদের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ জুমিয়ার পুনর্বাসন হয়েছে। কিন্তু বিগত সার্ভে সেটেলমেন্ট এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের গাফিলতিতে এখনও ১৭ | ১৮ হাজার জুমিয়া পরিবারের জমি রেকর্ড হয় নাই। সেটা আমি জানি। কিন্তু তারা সেই কথাটি বলে নাই। ১৯৬৯ ইং ১লা জানুয়ারী থেকে যে ট্রাইবেল-এর জমি অবৈধভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলি ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন এসেছে। অর্ডিন্যান্সে আছে। কিন্তু কার জমি ফেরত দেবে। ট্রাইবেলের জমি রেকর্ডই হল না। কার জমি ফেরত দেবে? কাজেই আমি দাবী রাখব অনতি বিলম্বে ১৯৬৯ সনের যে আইন সেই আইনটা বলবত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যাদের জমি রেকর্ড হয় নাই সেই জমি যেন রেকর্ড করা হয়। সেটা আমি হাউসের মধ্যে দাবী রাখলাম।

কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বাজুবান রিয়াং বলেছেন, টিলা জমি ১৮ একরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন এত জমি কেন দরকার হয়? কিন্তু উনি জানেন না যে ত্রিপুরাতে নূতন জমি বা সমতল ভূমি এখন নাই। কাজেই যারা জুমিয়া বা ভূমিহীন, তাদের জমি দিতে গেলে টিলা ভূমিই দিতে হবে। টেনে তো আর জমি বাড়ানো যাবেনা। কাজেই বাগান ইত্যাদি করার জন্য টিলা একটু বেশী দরকার হবে। কাজেই সরকার সেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে ১৮ একর রেখেছেন। কাজেই আমি বিরোধী দলের সমালোচনার বিরোধীতা করে ল্যানড রিফর্ম যে বিল এনেছেন সেই বিলের সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা ল্যানড রিফর্ম অ্যানড ল্যানড রেভিনিউ সেকেনড অ্যামেনডমেন্ট যেটা বিলকপে এসেছে সেটা আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী দলের নেতারা যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তার বিরোধীতা করি। তারা অবশ্য বলেছেন যে অল্প সময়ে তারা অ্যামেনডমেন্ট এনেছেন। আরও বেশী সময় পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই অল্প সময়েই তারা অনেকগুলি অ্যামেনডমেন্ট এনেছেন। তারা এতগুলি অ্যামেনডমেন্ট আনতে পারেন কিনা সেটা জানি না। কিন্তু কতগুলি অ্যামেণ্ডমেন্ট সম্পূর্ণ অর্থহীন। যদিও বিরোধী দলের নেতা অনেকক্ষণ বক্তৃতা করে গেছেন কিন্তু তাঁর বক্তব্য থেকে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মহারাজার আমলে যে পাচটী উপজাতির জন্য রিজার্ভ করা হয়েছিল সেটা ভেঙে দেওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে চীফ কমিশনারের আমলেই সেই রিজার্ভ ভঙ্গ করা হয়েছে এবং এই রিজার্ভের মধ্যে বহু জায়গায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হয়েছে। তারও পূর্বে স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের আমলেই

সেইসব রিজার্ভ এলাকায় এই পাঁচটী উপজাতি ছাড়া আরও উপজাতি বাস করত এবং বাঙালী মুসলমান কমলপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, ধর্মনগর ইত্যাদি অঞ্চলে আমরা বাস করতে দেখেছি। আমরা দেখেছি যে সেই রিজার্ভ মহারাজার আমলেই ছিল না। সেটা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে নাই তাহলে তার বিরোধিতা করার কারণ নাই। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে রুলিং পার্টির লোকেরা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আছেন। তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। তিনি মিজোদের উদাহরণ দিয়েছেন। মিজোরা তো সেন্ট পারসেন্ট মিজোরামের অধিবাসী। ৫০ কোটি লোকের স্বাধীনতার মূল্যের বিনিময়ে যারা তাদের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এখানে এসেছেন তাদের পুনর্বাসনের বিরোধীতা করার কি কারণ থাকতে পারে? আপত্তির কারণ আছে যে বিরোধী দলের নেতা যদি একটা এলাকা সংরক্ষিত করে রাখতে পারেন যেমন পশু পাখীর জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে, মানুষের জন্য থাকতে পারে না কেন? থাকলে তাদের সুবিধা হয়। মাসিক চাঁদা, অমুক চাঁদা ইত্যাদি আদায় করতে সুবিধা হয়। ঢেবর কমিশন যেমন পঞ্চম তপশীলের কথা বলেছেন তেমনি যাতে টি, ডি, ব্লক করে সেটা করা হয়েছে যাতে তাঁদের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। পার্টিকুলার একটা স্টেট করে দর্শনীয় বস্তু করে রাখা উচিত নয়। তাদেরও বাঙালী বিহারী মাদ্রাজীদের মত যাতে উন্নতি লাভ হতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। মাননীয় বাজুবান রিয়াং যে অ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছেন সেটা অর্থহীন। কারণ ত্রিপুরাতে এমন কোন লুঙ্গা জমি নাই যেখানে ১২ মাস জল থাকে, বিশেষত পৌষ, মাঘ, ফালগুন, চৈত্র মাসে। আবার বলেছেন প্লান ল্যাণ্ড। প্লান বলতে আমরা বুঝি সমতল মাটি। সুতরাং এই যে অ্যামেণ্ড-মেণ্ট, এইগুলি সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখাই সঙ্গত বলে মনে করি না। আর কয়টা আছে, যে জমি সরকার নিয়ে নেবেন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে, অমরেন্দ্র শর্মা এনেছেন, কিন্তু ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কারও জমি নেওয়া যায় না, দিস ইজ অ্যাগেনেষ্ট নেচারেল জাষ্টিস। নেচারেল জাষ্টিস বলতে একটা কথা আছে, কারও জমি যদি এমনিতে জোর করে নিয়ে যায় সরকার গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ক্ষতিপূরণ না দিয়ে যদি নেন তাহলে জমির মালিকের যে স্বত্ত্ব ছিল সেই সর্ত্ত সরকারের উপর বর্তাবে না এবং সেই সর্ত্ত কখনও কাকেও দেওয়া যাবে না।

কাজেই অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা দরকার তাই তারা অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন। বাজুবন রিয়াং-এর আর একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে যা ট্রেন্সফার সম্পর্কে ট্রেনসফার আইনে কতকগুলি ব্যাখ্যা আছে, সেই ব্যাখ্যা চলবে আগেনের ট্রেন্সফার সম্পর্কে। আইনে যে বিধান আছে সেই বিধান আমাদেরকে মানতে হবে। কাজেই এই যে অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এইগুলি অর্থহীন। আর একটা হচ্ছে বিক্ষোভ সদস্যদের যে ট্রাইবেলদের স্বার্থ দেখছেন, বা যেসব বক্তব্য তারা রাখছেন যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বিশ্রামগঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন এবং আরও অন্যান্য জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশ্রামগঞ্জে যেমন আছে আবার এমন কলোনী আছে যেখানে আদিবাসী কৃষক তারা যে জমি করে সেই জমিতে শত শত মন আলু, ধান ইত্যাদি উৎপাদন করে এইটা গৌরবের সাথে আমাদের জানা আছে। বাবু আমার জমিতে এইবার সাতশো মন আলু হয়েছে। সমস্ত খবর মাননীয় সদস্যরা রাখেন কিনা জানি না।

আদিবাসীদের দুঃখ কষ্টের কথা বলেছেন। দুঃখ কষ্ট আদিবাসীদের মধ্যে যেমন আছে উদ্বাস্তু হিসাবে যারা এসেছেন তাদের মধ্যেও দুঃখ কষ্ট আছে। শত শত, হাজার হাজার উদ্বাস্তু বাঙ্গালী এই ত্রিপুরার বনে জঙ্গলে তারা প্রাণ দিয়েছেন, ত্রিপুরার বন জঙ্গল আবাদ করতে গিয়ে তারা প্রাণ দিয়েছেন। আদিবাসীদের মধ্যেও এমন আছেন আজ যখন দেখি আদিবাসী তার বাড়ীতে দালান তুলেন এবং যখন আমাদেরকে বলেন, বাবু আমি একটা দালান দিয়েছি সত্যিই খুশী হই। যখন একজন আদিবাসী একটা মটর গাড়ী কিনেন এবং বলেন আমার মটরের পারমিট, এই সাহায্য আমাকে করে দিন, আমরা অত্যন্ত খুশী হই। যে আদিবাসী আজকে এই সরকারের শস্য ভাণ্ডারে গোয়া দুইশো মন ধান স্বেচ্ছায় জমা দিয়ে বলেন যে মূল্য আমি নেবোনা বাবু, আমি চাই এস. ডি, ও, সাহেবকে বলুন আমাকে কিছু টিনের ব্যবস্থা করে দিতে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। এক দিকের চিত্র মাননীয় সদস্যরা দিয়েছেন কিন্তু আরেকটা দিকের চিত্র এখানে আমাদের জানা দরকার। আদিবাসীদের কল্যাণ এই সরকার করছেন এবং আদিবাসীরা বর্তমানে জমির মূল্য বুঝেন, জমি রাখতে চান এবং জমি চাষ করতে চান এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের সংগে মিলিত ভাবে ত্রিপুরার মঙ্গল কামনা করেন। আদিবাসীদের যে সোল এজেন্সি আছে সি, পি, এম, যদি মনে করেন যে তারা দিয়েছেন তাহলে অত্যন্ত ভুল হবে। আদিবাসীদের এই উন্নতি তাদের নয় যে কংগ্রেস কর্মীরা ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছেন এবং আদিবাসী-দের যাতে কল্যাণ হয় সরকারী চেষ্টার সংগে তার লিপ্ত হয়ে সেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে আদিবাসীদের সর্বাংগীন উন্নতি হয় এবং আদিবাসীরা আমাদের যে উন্নয়নশীল অন্যান্য শ্রেণী আছে সেইসব শ্রেণীর সংগে মিশে যেতে পারেন সেইজন্য তাদের ঐকান্তিক কামনা আছে। কাজেই যে সব অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে আমি তার বিরোধিতা করি এবং যে বিলটা হাউসের সামনে আছে তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে হাউসের সামনে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ এবং ত্রিপুরা ল্যাণ্ডরিফর্মস্ সেকেন্ড অ্যামেনডমেন্ট বিল ১৯৭৪ ইং হাউসের সামনে এসেছে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কতকগুলি অ্যামেনডমেন্ট সংশোধনী প্রস্তাব হাউসে উত্থাপন করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিরোধী পক্ষের যে সমস্ত অ্যামেনডমেন্ট সেই সমস্ত অ্যামেনডমেন্টের বিরোধিতা করি এবং মূল বিলের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি প্রথমে এই কথা বলতে চাই এই যে আমাদের ত্রিপুরার ল্যানড রিফর্মস অ্যাকট যা হাউসে প্রডিউস করা হয়েছে আমি অন্যান্য ষ্টেটের ল্যানড রিফর্মস অ্যাকট দেখেছি। অন্যান্য ষ্টেটের যে ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাকটের যে বিধান আছে তার চেয়ে আমি বলবো ত্রিপুরার যে ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাকট তা অত্যন্ত প্রোগ্রেসিভ। আমরা চাচ্ছি যে এই ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাকট যা অবিলম্বে, অ্যামেণ্ডমেন্ট আকারে এসেছে, চাচ্ছি আমরা যাতে গরীব জনসাধারণ, ভূমিহীন কৃষক, জুমিয়া, পাহাড়িয়া উপজাতী তাহাদিগকে সুযোগ সুবিধা যাতে দেওয়া যায়। পক্ষান্তরে আমরা দেখছি বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তা চাচ্ছেন না যে এই ল্যাণ্ডরিফর্মস অ্যাকট অবিলম্বে চালু হোক। তারা বলছেন আর এক বৎসর পরে চালু হোক। সুতরাং তারা গরীব

জনসাধারণের ঐ ট্রাইবেলদের জন্য যে চোখে জল আসে তাদের তারা ট্রাইবেলকে, গরীব জনসাধারণকে সাহায্য করা তাদের প্রবৃত্তি না। এইটা এখানে বক্তৃতা দিতে হবে, গরম বক্তৃতা দিতে হবে এই হলো তাদের উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে আমি বলতে গিয়ে বলবো যে আমরা চাচ্ছি যে বড় বড় জোতদার যে সিলিং লিমিট আগে ছিল ২৫ থেকে ৫০ একর সেই জায়গায় আমরা ১০ থেকে ১৮ একর করেছি যাতে বড় বড় জোতদারদের জমি আমরা কমিয়ে দিতে পারি যাতে করে জনসাধারণের কাছে বিলি বন্টন করা যায়। সেই সুযোগসুবিধার জন্য আমরা এই ল্যাণ্ডরিফর্মস অ্যাকট এই হাউসের সামনে এনেছি। আর তারা বলছেন যে এইটা প্রোগ্রেসিভ না, গরীব জনসাধারণ তার দ্বারা উপকৃত হবে না সেই কথা আমরা স্বীকার করবো না। তারা আজকে বলছেন যে ট্রাইবেলদের জন্য গরীব উপজাতিদের জন্য তাদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে আমরা দেখছি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি যে অ্যামেনডমেন্ট এনেছেন আইনত: সেই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত নয় এবং তার মুখ দেখানোর জন্য সেইটা এই হাউসের সামনে এনেছেন আমি সেই কথা এই হাউসের সামনে রাখছি। যে অ্যামেনডমেন্ট এনেছেন, তিনি ট্রাইবেলদের উপকার চান না, তিনি যে দেড় ঘন্টা সময় বলেছেন যে আমরা ট্রাইবেল রিজার্ভ চাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিও ট্রাইবেল রিজার্ভ চান না। তিনি যে অ্যামেনডমেন্ট রেখেছেন সেই অ্যামেনডমেন্টে তিনি বলেছেন কি? তিনি বলেছেন—In clause 37, after dated the 7th Ashin 1353 T. E. add the following:

Provided that a new Tribal Reserve Area shall be constituted within the State of Tripura for the settlement of schedule Tribes in the contiguous Tribal Belt of Tripura in the manner prescribed. তিনি বলেছেন এইখানে ৩৭-এ আমার যে ক্লজ অ্যাড কর। সেই ক্লজ যদি অ্যাড করা হয় তাহলে অবস্থাটা কি হয় এবং যে সিডিউল আছে সেই সিডিউল অ্যাড করার জন্য তিনি বলেছেন। কিন্তু মহারাজার আমলে যে সিড্যুল, এ্যাক্ট ছিল, সেগুলি রিপীল করা হয়েছে, তিনি সেই রিপীলড এ্যাক্টের সংগে সেটা এ্যাড করতে বলেছেন, অর্থাৎ যে সিড্যুল কার্যকরী এখন নয়, সেই লিষ্টের মধ্যে রাখার কথা বলেছেন। সুতরাং তিনি যে এতক্ষন কেঁদেছেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি চান না যে ট্রাইবেল রিজার্ভ করা হোক। যদি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ প্রিন্সিপাল এ্যাক্টের সেকশান ১৯৯—সেখানে আছে—

199(1) : On and from the date on which any of the provisions of this Act are brought into force in any area in the Union Territory of Tripura, the enactments specified in the Schedule or so much thereof as relate to the matters covered by the provisions so brought into force shall stand repealed in such area.

সুতরাং এর সংগে যদি ১৯৯ এর লিষ্টের সংগে যদি সাব-সেকশান (১) সংশোধন করে দেয়, তাহলে কোন কার্যকরী হয় না যেহেতু সেই সিড্যুল রিপীল হয়ে গেছে। সুতরাং প্রকৃত অবস্থায় উনারা ট্রাইবেল রিজার্ভ চাননা, তাঁদের সেই মনের কথা অলক্ষ্যে বের হয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে কেবল ল' পয়েন্ট সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। তিনি প্রথমে বলে-

ছেন টি, এল, আর এ্যাকটে জমিদারের ডেফিনিশান নেই। আমি সেই জায়গায় বলব যে মাননীয় সদস্য টি, এল, আর এ্যাক্ট পড়েননি কাজেই সেই প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট সম্পর্কে উনার ধারণা নেই। কেন বলছি? আমাদের টি, এল, আর এ্যাক্ট আমাদের ১৯৬০-তে যেটা হয়েছে, সেটা ১৯৬১'র এপ্রিল মাস থেকে এফেক্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে ত্রিপুরার জমিদার এবং তালুকদারদের তাদের পাওয়ার ভেষ্ট হয়ে গেছে সরকারের কাছে। সুতরাং জমিদার, তালুকদার ত্রিপুরারাজ্যে কেহ নাই। সুতরাং এই যে সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এসেছে, তার মধ্যে নূতন করে জমিদারের ডেফিনেশান দেওয়ার কারণ আমি দেখি না। তথাপি যদি কেহ বলেন, জমিদার বলে কেউ না থাকলেও, ইন্টারমিডিয়ারীজ-এর ডেফিনেশান সেকশান ১৩৩ অব দি প্রিন্সিপাল এ্যাক্টে আছে। সুতরাং তিনি, একটা বলতে হবে, খুঁত ধরতে হবে, তাই তিনি বললেন যে এখানে জমিদারের ডেফিনেশান নাই? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি হ্যাকৃটার বলাতে একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। বিরক্ত হওয়ার কি কারণ আছে আমি জানি না, সমগ্র ভারতবর্ষে এটা প্রযোজ্য হচ্ছে। কোন রাজ্য বলে কানি, কোন রাজ্য বলে কেয়ার, কোন রাজ্য বলে কেদার, কিন্তু জিনিষ মূলত: একই। কিছু দিন আগেও আমি বলেছি একর, সেই জায়গায় আমরা হ্যাক্টার বলেছি, তাতে কি আসে যায়। সুতরাং তিনি বাজে কথা এই হাউসের সামনে রাখবেন। তিনি এ্যালটমেন্ট রুলসসম্পর্কে বলেছেন। সেকশান ১৪ অব দি প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট সেখানে এ্যালটমেন্ট-এর বিধান সেই রুলসে আছে। যদি এ্যাগ্রিকালচারেল পারপাসে হয়, বা ডুয়েলিং হাউসের জন্য হয়, সেই এ্যাক্ট অনুসারে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এই যে রুলস আছে, তিনি বলেছেন যে এই রুলসের বলে সিডুল কাস্ট, সিডুল ট্রাইব এবং জুমিয়ারা ফেসিলিটি পাবে না। কিন্তু সেই প্রিন্সিপাল এ্যাক্টে আছে যে সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবস, ল্যাণ্ডলেস যারা আছে তাদের জমি দেওয়া হবে। সুতরাং তারা পাবে না, একথা তিনি কোথায় পেলেন? তিনি বলেছেন মার্জিন্যাল ফার্মারসদের স্পেশাল ফেসিলিটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মার্জিন্যাল ফার্মার'এর ডেফিনেশান নাই। মার্জিন্যাল ফার্মার হল যাদের এক ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর—এর নীচে জমি আছে, তাদের মার্জিন্যাল ফার্মার বলা হয়। তারা যদি কো-অপারেটিভ করে, তাদের ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স দেওয়া হবে বলা হয়েছে, কিন্তু সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইব জায়গা বন্দোবস্ত পাবে না সেটা ঠিক নয়। তিনি বলেছেন রেকর্ডস অব রাইটস সম্পর্কে। আমাদের প্রিন্সিপাল এ্যাক্টে ছিল যে একটা গ্রামের সমগ্র এরীয়াটা সেটেলম্যাণ্ট অপারেশান হতে হবে, খতিয়ান হতে হবে, তারপর ডিক্লেরেশান দেওয়া হবে। এটা এ্যামেণ্ডমেন্ট করা হয়েছে যে কয়েকটি পাড়ার, কয়েকটি গ্রামের একটা পোরশানে যদি ডিসপিউট থাকে, তা কারেকশান করা যাবে। সমগ্র গ্রামটা সার্ভে বা রিসার্ভে করার দরকার নাই। যে জায়গায় ডিসপিউট থাকবে, সেখানে সার্ভে করলেই চলবে, সহজে সমস্যার সমাধান করার জন্যই এটা করা হয়েছে, সুতরাং এই জায়গায় বিরোধিতা করার কোন কারণ নাই। তিনি খসরার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ১৫ দিনের নোটিশ, শর্ট টার্ম, নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তিনি যদি দেখতেন, এ্যাকটটা রীতিমত পড়তেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে সেখানে আছে 'নট লেস দ্যান ১৫ ডেজ' সেই জায়গাতে তিন মাসের নোটিশ দিতে আপত্তি কোথায়? কাজেই

তাঁদের অপব্যাখ্যা করা অভ্যাস, তাই তারা এখানে করছেন। 'নট লেজ দ্যান ১৫ ডেজ' বললে কি বুঝা যায় যে তার বেশী দিন দেওয়া যাবে না। তারপর তিনি বলেছেন ডিস্যাবিলিটি। তিনি পারসনস আণ্ডার ডিস্যাবিলিটি মানতে চান না। আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রাম দেশে, প্রত্যিটি গ্রামে উইডো আছে, মাইনর আছে, ফিজিক্যাল ডিস্যাবিলিটি আছে, কোন লোকের টি, বি, হল, যে কোন কারণে কোন লোক ইনভেলিড হয়ে গেল, সেই সমস্ত লোকেদের জমি লীজ দেওয়ার প্রভিশান এখানে রাখা হয়েছে। কোন লোক হয়ত আমর্ড ফোর্সে আছে, আমার দেশের জন্য প্রাণ দিতে তারা প্রস্তুত, তার জমি রক্ষা করার জন্য সে তার জমি লীজ দিতে পারবে, তার বিধানও রাখা হয়েছে। একজন উইডো আছে, তার হয়তো মাইনর ছেলে মেয়ে আছে তার জমি সে বর্গা দিতে পারবে এবং সে যখন এডাল্ট হবে, তখন যাতে জমি ফিরে পেতে পারে, তার প্রভিশানও রাখা হয়েছে। তার পর মেন্টাল ডিস্যাবিলিটি আছে, তাদের কথা চিন্তা করে, তার জমি লীজ দেওয়ার প্রভিশান রাখা হয়েছে, এবং পরে যাতে সেই সমস্ত জমি ফেরত পেতে পারে, তিন মাসের নোটিশ দিয়ে, আইনে সেই জমি রিলীজ করার বিধান আছে। জনসাধারণের এবং দেশের উপকারার্থে এই আইন করা হয়েছে। তিনি আবার বলেছেন দুইটী সেপারেট সিলিং করার জন্য। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য মূল এ্যাকটের ভিতর যাননি, মূল এ্যাক্ট পড়েন নি। তিনি বলেছেন জমিতে যারা কাজ করে, মেজর ওয়ার্ক কালটিভেশান করে তাদের জন্য একটা সিলিং লিমিট চাচ্ছেন —আর যারা জমিতে কাজ করান তাদের জন্য একটা সিলিং লিমিট চাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য আমার মনে হয়, প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট দেখেন নি। সেখানে কালটিভেটারের ডেফিনিশান আছে-সেকশান ২ (বি) অব দি প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট। মাননীয় সদস্য একবার বলছেন যে যাদের পার্সোনাল কালটিভেশান নাই, তাদের জমি বর্গা দিতে পারবেন না। যদি বর্গা দেয়, তাহলে সেই জমি হারাবে। কিন্তু আবার তিনি বলছেন তাদের জমি রাখতে হবে। সুতরাং একদিকে বলবেন যে আমরা সমাজবাদ চাই, একদিকে বলবেন লাঙল যার জমি তার, আবার এখানে তিনি উল্টো বক্তব্য রাখছেন। তিনি কন্ট্রা-ডিক্টারী বক্তব্য রাখছেন। তিনি আরেকটা বলেছেন, যে ক্লজ ১৯ (সি) তে যে আছে, সেটা ডিলীট করে দেওয়ার জন্য। যদি ডিলীট করা হয়, তাহলে নন-এ্যাগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড এই সিলিং লিমিটের মধ্যে এসে পড়ে। সুতরাং এটা করা যায় না। আমরা ১৮ একর যে মেকসি-মাম লিমিট করেছি, তিনি তার জায়গায় টাউন ল্যাণ্ড বা বি, টি, ল্যাণ্ড প্লাস নন-এ্যাগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড একত্র করতে চাইছেন, সুতরাং সেটা হতে পারে না। সমস্ত আয়রান প্রপারটি, যে সমস্ত বি, টি, ল্যাণ্ড আছে, সেইগুলি ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টের মধ্যে উঠাতে চাইছেন, সুতরাং তার কোন যুক্তি নাই। মাননীয় সদস্য তিনি, ফেমিলির যে ডেফিনেশান দিয়েছি আমরা, সেই ডেফিনেশান 'এর বিরোধীতা করার কারণ কি আমি বুঝি না। ইনডাইরেক্টলি তিনি সেটা সাপোর্ট করে গেছেন। আমরা যেখানে বলেছি যে কোন পরিবারে একজন এডাল্ট আনমেরিড যদি থাকে, তাহলে দুই হেক্টর জমি পাবে। তিনি বলেছেন সেই জায়গায় ৪ হেক্টর জমি পাবে তিনি গরীবের জন্য দরদী সেজেছেন, অথচ যে সমস্ত বিগ ফেমেলি আছে, ট্রাইবেলদের মধ্যে সাধারণতঃ বিগ ফেমিলী থাকে, সে দিক দিয়ে বড় ফেমেলীর জন্য তাঁর কোন উদারতা নাই—

তিনি সেই জায়গাতে বলেছেন যে ১ হেক্টর করে দেওয়া হবে। ৫ জনের অতিরিক্ত যে পরিবার আছে, সেখানে আমরা বলেছি যে প্রতি জনের জন্য দেড় কানি করে দেওয়া হবে, সেজন্য মিনিমাম আমরা যে হিসাব করেছি সেটা হচ্ছে ৫ জনের পরিবারের জন্য ১০ একর আর এর অতিরিক্ত হলে ১৮ একর পর্যান্ত হতে পারে। ১০ জনের ফেমেলী হলে, আইনের মধ্যে বিধান আছে যে তারা ১৮ একর পর্যান্ত হতে পারে। ১০ জনের ফেমেলী হলে, আইনের মধ্যে বিধান আছে যে তারা ১৮ একর করে জমি পাবে। কিন্তু তিনি বড় যে ফেমিলী, যেখানে ১০ বা ১২ জনের ফেমেলী হবে তাদের জন্য কোন চিন্তাই করেন নাই। আমরা বলেছি ৫ জনের অতিরিক্ত হলে পার হেড ৬০ একর আর তিনি বলেছেন ৪০ একর, কিন্তু এই ৪০ একর জমিতে একজন লোকের পরিবার পরিচালনা করা সম্ভব হবে কিনা, সেটা তিনি চিন্তা করেন নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি ট্রাইবেল রিজার্ভ সম্পর্কে বলেছেন—১৮৭ ধারার কথা। আমি বলতে চাই, এই যে ট্রাইবেল রিজার্ভ যেটার জন্য মহারাজা রিজার্ভ অর্ডার ইস্যু করেছিলেন ১৯৪১ ত্রিপুরাতে দ্যাট ইজ ১৯৭১ ইং তে এর পরে আর একটা অর্ডার ইস্যু হয় ১৯৪০ ইং তে মাত্র ৫টি ট্রাইবেল জাতির জন্য। সেগুলি হল—পুরানো ত্রিপুরা- নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং এবং হালাম এই ৫টা জাতির জন্য। যে জায়গাতে আমাদের ত্রিপুরাতে মোট ১৯টা ট্রাইবস আছে, সেই জায়গাতে যদি ৫টি মাত্র জাতির জন্য এই সুবিধা থাকে, তাহলে বাকী যে আরও ১৪টা ট্রাইবস কমিউনিটী আছে, তারা ডিপ্রাইভ হচ্ছে। আমাদের এই কলসে আছে সমগ্র ত্রিপুরাতে যে সমস্ত ট্রাইবেলস আছে, তাদের কথা চিন্তা করে আমরা এই এ্যামেণ্ডমেণ্টটা এনেছি। তিনি বলেছেন আমরা যদি আরও চিন্তা করি যে বর্তমানে যে ট্রাইবেল রিজার্ভ আছে, তাতে প্রায় ১ লক্ষ ৫৫ হাজার পপুলেশান আছে, অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মোট ৪ লক্ষের মত ট্রাইবেল পপুলেশান আছে এবং দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই আউট-সাইড রিজার্ভ বসবাস করছে। সুতরাং তাদের কথা আজকে আমাদের চিন্তা করে দেখার দরকার আছে আর তাদের কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমরা আগের ট্রাইবেল রিজার্ভ যেটা ছিল, সেটা উঠিয়ে দিতে চাইছি। এছাড়া আমি আরও বলব ট্রাইবেল এরিয়ার কথা কেন, নন-ট্রাইবেল এরিয়াতে যে সমস্ত ট্রাইবেল আছে, তাদের প্রত্যেককেও সেফ-গার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাদের জন্য যে সেফ-গার্ড ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়াতে ছিল, সেই সেফ-গার্ড নন-ট্রাইবেল এরিয়াতেও আছে। যেমন তাদের জমি বিক্রী করতে হলে কালেক্টারের পার্মিশান লাগবে এবং শুধু কালেক্টারও পার্মিশান দিতে পারেন না, তার জন্য একটা এ্যাডভাইসরী বোর্ডও আছে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে এ্যাডভাইসরী বোর্ডে কোন ট্রাইবেল মেম্বার নাই এবং সেটাতে নন-ট্রাইবেলরা ডমিনেট করছেন। মাননীয় সদস্য জানেন না যে আমাদের ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী বোর্ডে ট্রাইবেল এম, এল, এরা অনেকেই আছেন। তিনি হয়তো এ হাউসকে মিস লীড করার জন্য এখানে এই কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ট্রাইবেলদের জমি বিক্রী করতে হলে বা হস্তান্তর করতে হলে রেজিষ্ট্রি করতে হবে। আমি বলব আমাদের এখানে ইণ্ডিয়ান রেজিষ্ট্রেশান এ্যাক্ট চালু আছে। তাতে অবশ্য একটা জিনিষ আছে, সেটা হচ্ছে বিলো ১০০ টাকার প্রপার্টি বিক্রী করতে হলে হয়তো রেজিষ্ট্রেশান করতে হয় না। কিন্তু ট্রাইবেলদের প্রপার্টি

হলে এবং সেটা যদি বিক্রী বা হস্তান্তর করতে হয়, তাহলে সেই জায়গাতে রেজিষ্ট্রি করতে হবে। এর কারণ হচ্ছে ট্রাইবেলদের জমি যাতে ১০০ টাকার নীচে মূল্য দেখিয়ে ফাঁকি দিতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থাটা আছে। কাজেই ট্রাইবেলদের যে কোন জমি যে কোন দামে বিক্রী বা হস্তান্তর করা হোক না কেন, তার জন্য রেজিষ্ট্রী করতে হবে এবং আমাদের যে সমস্ত ট্রাইবেলের জায়গা ১৯৬৯ ইং ১লা জানুয়ারীর মধ্যে হস্তান্তরিত হয়েছে বা ইল্লীগেল ট্রেন্সফার হয়েছে, সেই সব ট্রাইবেলের জমি যাতে রেষ্টোরেশান হয়, তার জন্য একজন রেভিনিয়্যু অফিসার নিযুক্ত হবেন এবং তার সেই জায়গা সো-মটো এমন কি পিটিশান পাওয়া মাত্র একশন নেওয়া হবে। আবার যদি পিটিশান নাও পাওয়া যায় বা ট্রাইবেলের পক্ষ থেকে কোন কমপ্লেইন না করা হয়, তাহলেও সো-মটো তিনি নিজের ইচ্ছামত রেষ্টোরেশানের সুবিধা করতে পারবেন। তার জন্য যদি মামলা মকদ্দমা হয়, সেজন্য তাদের কোন খরচ লাগবে না। তারপর আরও দেখা যাচ্ছে আগে গভর্ণমেণ্ট থেকে যদি কোন লোন নিতে হয়, তাহলে তাদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হত। কিন্তু এখন তারা তাদের ল্যাণ্ড মটগেজ দিয়ে বা সরকার থেকে অথবা ব্যাংক থেকে লোন নিতে তাদের আর কোন অসুবিধাই হবে না। তারপরে আরও দেখা যাচ্ছে যে তাদের ল্যাণ্ড যদি কোন নন-ট্রাইবেলের কাছে বিক্রী হয়ে যায় তাহলে কার জন্য ক্রোক হতে পারে বা এটাচ্‌ড হতে পারে। কিন্তু ট্রাইবেলদের কোন ল্যাণ্ড এটাচ্‌ড বা ক্রোক হতে পারবে না। এমন কি যদি কোন ল্যাণ্ড ডিক্রি মূলে এটাচ্‌ড হয়, তাহলে নন-ট্রাইবেল-এর কাছে বিক্রী করতে পারবে না, অথচ ট্রাইবেলদের কাছেই বিক্রী করতে পারবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন ট্রাইবেলদের দরদী সেজে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রচারের জন্যই করেছেন, সেগুলির মধ্যে আসলে কোন সারবত্তা নাই। আমি বলতে পারি তিনি এই যে তর্জন গর্জন করেছেন, সেগুলি অসার মাত্র। সুতরাং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত এ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে, সেগুলিকে আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। কারণ মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং এখানে একটা প্রস্তাব রেখেছেন, সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কম্পেনসেশান দেওয়া হবে কেন? কিন্তু আমাদের সংবিধানে আছে যে সরকার যদি কারো ল্যাণ্ড একুইজিশান করে, তাহলে তার জন্য কম্পেনসেশান দিতে হবে। কাজেই আমরা সব সময়ে সংবিধান মেনে চলি এবং সেই সংবিধান মত আমাদের কাজ করতে হবে। কিন্তু তারা তাদের সুবিধা মত সেই সংবিধানকে কোন সময়ে মানবেন, আর অসুবিধা হলে সেটা মানবেন না, বিরোধীতা করবেন, এটা আমরা কোন মতেই করতে পারি না। সুতরাং সংবিধানে মধ্যে যেটা লিখিত দেওয়া আছে, সেই মত আমাদের কাজকর্ম করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট এই হাউসের সামনে আছে, সেটা হচ্ছে— that in Clause 35 at the end of Section 187(1)(b) after the words "in writting" the words "in the manner prescribed" be added. তার কারণ হল আমাদের আগের এ্যাক্টে ছিল কালেক্টার পার্মিশান দিতে পারে। কিন্তু প্রেসক্রাইবড মেনার এই কথা যদি থাকে তাহলে তারজন্য পরে একটা রুলস করতে হবে। আমাদের বর্ত্তমান রুলসে আছে এ্যাডভাইসরী কমিটির কথা এবং সেখানে স্পেসিফিকেলী বলা হয়েছে যে এ্যাডভাইসরী কমিটি সমস্ত কিছু দেখে

শুনে যদি ট্রেন্সফারেব্যাল ল্যাণ্ড হয় এবং সেটা ট্রেন্সফার হলে যদি ট্রাইবেলের সুবিধা হয়, এই সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে ঐ এ্যাডভাইসরী কমিটি সেই ল্যাণ্ড ট্রেন্সফারের আদেশ দিবেন এবং কালেক্টার সেটার জন্য ফাইন্যাল অর্ডার দিবেন। কাজেই এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যে এ্যামেণ্ডমেন্টটা এনেছি, তার পক্ষে বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

শ্রীমংচাবহ্ই মগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসে যে ভূমি রাজস্ব বিল এনেছেন সেটিকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করার পিছনে আমরা যারা মগ সম্প্রদায় আছি আমরা অনেকদিন থেকে ভুক্তভোগী, আমরা এসেছিলাম সাবরুম থেকে—প্রথমে এসেছিলাম অমরপুরে, সেখানে স্থান পাওয়া গেল না। ট্রাইবেল রিজার্ভ ছিল, তারপর সেখান থেকে আসলাম কমলপুরে এবং সেখানেও জমি বন্দোবস্ত পাওয়া গেল না। সেখান থেকে লালু কর্তার আমলে কমলপুরের কুলাই হাওরের নবীনছড়াতে মগ সম্প্রদায়ের ট্রাইবেল রিজার্ভ নাই বলে সেখানে বন্দোবস্ত পাওয়া গেল। আমি জানি সেখানে আমার অনেক আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের জমি নিজের ছেলেকে দানপত্র করতে গেলেও ডিষ্ট্রিক মেজিষ্ট্রেটের পার্মিশান লাগে। আমি গত বছর রাইমাতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন মগ রাইমা থেকে উচ্ছেদ হয়ে সাবরুমে জায়গা খরিদ করতে গিয়েছিল কিন্তু পার্মিশানের প্রশ্নে সেখানে জমি খরিদ করতে পারেনি। এই ধরনের যারা ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের যে সুযোগ সুবিধা আছে সেটি থেকে বঞ্চিত ছিল। সেটি আজকে মুক্ত হল। বিশেষ করে এই আইনকে আমি সমর্থন করছি—বিভিন্ন মহকুমার জমিদাররা এখনও ৫০ দ্রোণ, ৬০ দ্রোণ করে জমি আছে। আমাদের কংগ্রেস পরিচালিত সরকার ১৯৬০ সালে ভূমি সংস্কার আইন করে জমির যে উচ্চ সীমা রাখা হয়েছিল এখন সেটিকে আরও কমিয়ে আনা হয়েছে। কাজেই আমাদের কংগ্রেস সরকার জমিদারকে ভয় করে না। সাধারণ মেহনতী কৃষক, গরীব কৃষককে জমি দেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছে সেজন্য আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ১৯৬০ সনে এই আইনটাকে প্রথমে কমলপুর মহকুমার এস, পি, মুখার্জি ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইনটাকে চালু করেন। এর পিছনে আমরাও তখন যুক্ত ছিলাম। তখন এই আইনটাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। এই আইনটায় উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা আছে, জমিদারদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে, কাজেই সেটিকে আমরা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করি। তবে ঐখানে উপজাতিদের রক্ষা কবচ যেমন উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে না। এই রকম ছিল না। এবং উপজাতিদের জমি বে-আইনী হস্তান্তর করতে পারবে না এই সমস্ত রক্ষা কবচ ছিল। কিন্তু তখনকার অবস্থা আর ১৯৭৩-৭৪ এর ভিতর যা দেখা যায় অথবা যা অনুভব করা যায় এই সমস্ত আইনে থাকলেও কাগজে পত্রে থাকলেও কার্যকরী হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে। যেহেতু গণ্ডাছড়া ট্রাইবেল কলোনী সেখানে কলই, মরসুম, মগ এদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কুলাই বাজারের কিছু ব্যবসায়ী সেই কলোনীর মরসুম, কলই এদের জুমিয়া পুনর্বাসন প্রাপ্ত জমি খরিদ করে, অবশ্য তারা উপজাতিদের নামেই খরিদ করে তারা দখল করে আছে। গত বছর আমাদের লেবার মিনিষ্টার এবং আমি কমলপুর মহকুমার শাসক। সহ গণ্ডাছড়ায় গিয়েছিলাম। সেখানকার ট্রাইবেল সুপারভাইজার এস,-ডি, ও'র সামনে অভিযোগ করেছিল যে মরসুই মগ বাবার নাম মহাইছি মগ

সে তার পুনর্বাসন প্রাপ্ত জমি সরকার থেকে টাকা পাওয়ার পর ঐ জমি সে অন্যায় ভাবে অন্যের কাছে বিক্রী করে দেয়। মাননীয় মন্ত্রী এস, ডি, ও'কে তদন্ত করার জন্য বলেন, এস, ডি, ও, তদন্ত করলেন কিন্তু প্রমাণ হল না যে ঐ জমি উপজাতির হাত থেকে অ-উপজাতির কাছে বিক্রী করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে মরসুই মগ থাকে কি না তার ঘর আছে কি না, এবং কে দখল করছে এই রকম নাগিছড়াতে—পশ্চিম নাগিছড়া কলোনীতে স্বংছু মগ উপেন্দ্র মগ আরও যারা আছে তারা এই পুনর্বাসন প্রাপ্ত জমি বিক্রী করে কাঠালীছড়ার মাথায় লালছড়ীতে। ব্যাপারটা হচ্ছে সরকার রূপসাইতে পুনর্বাসন কলোনী করে সেখানে পুকুরও কেটে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একজন উপজাতিও সেখানে নাই। আইনে আছে, কাগজ পত্রে আছে যে উপজাতিদের রক্ষা করতে হবে কিন্তু এর পিছনে যারা কাজ পরিচালনা করেন—আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের একজন ডাইরেক্টার আছে, ইন্সপেক্টার আছে, অফিসার আছে তারা যদি ঠিক ঠিক ভাবে নজর না দেয় তাহলে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা পাবে। মাননীয় সদস্য হংসধ্বজ বাবু বলেছিলেন যে ৩০ হাজার জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে আরও ১১ হাজার যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল তাদের নামে কোন রেকর্ড করা হয় নাই। সেটেলমেন্ট যখন হয়েছিল তখন কি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ঘুমিয়ে ছিল—ট্রাইবেলদের রক্ষার জন্য যা করা উচিত ছিল সেটি তাদের করা উচিত ছিল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে রাইমাশর্মায়, সেখানে সেটেলমেন্ট কি হয়েছে? তাদের নামে কি রেকর্ড হয়েছে এবং সেখানে উপজাতিদের রেকর্ড করা হয় নাই। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, অফিসার আছে, রেকর্ড আছে ঐ রেকর্ড সংশোধন করা হয় নাই কেন? আর একদিকে ফরেষ্ট উপজাতিদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় সেখানে রিজার্ভ ফরেষ্ট করে আবার তাদের উচ্ছেদ করা হবে। এতে তাদের অসহনীয় অবস্থা। ব্যাপার হচ্ছে ঐ দিকে চিন্তা করুন। সরকার উপজাতিদের সুন্দর জীবন এবং তাদের উন্নতি কায়েম করা দরকার, শুধু কাগজে পত্রে আইন করলেই হবে না, তাকে কার্য্যকরী করার জন্য মন্ত্রী সভাকে একটু মনযোগ দিয়ে এটাকে কার্যকরী করুন। তাতে উপজাতিদের দীর্ঘদিনের কষ্টের লাঘব হবে। আর একটা কথা, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যদি থাকতেন তাহলে খুব ভাল ছিল। এই উপজাতিদের জমি হাতছাড়া হওয়ার কারণ এক মাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি, কিন্তু উনারা কেউ নাই—কমলপুরে একটা অঞ্চল আছে যেখানে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এই রকম—আমরা তিন নম্বর অঞ্চলের। সেই তিন নম্বরের ১০নং কমিটির—প্রাথমিক কমিটি, গণমুক্তি পরিষদ—তার সেক্রেটারী মনীন্দ্র দেববর্মা। সেখানে ১০০ পরিবারের মত বাউরিয়া ছিল। আজকে ঐ কমরেড মনীন্দ্র দেববর্মা নিজের জমি বিক্রী করে এবং গ্রামের সকলের জমি হাত ছাড়া করে কেউ গিয়েছে বাংগাছড়া, কেউ গিয়েছে লংকাছড়া, কেউ ফরেষ্টের কাজ করছে। পশ্চিম নাগিছড়া ৫নং কলোনীর সেক্রেটারী কমরেড পদ্মানীয়া দেববর্মা উনার ৭ কানি পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত জমি, ঐ সমস্ত জমি বিক্রী করে আবার নূতন করে পুনর্ব্বাসন নেওয়ার চেষ্টা করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে পিকুরাই দেববর্মা তার ছেলে রূপচন্দ্র দেববর্মা, ৬নং কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ঐ জমিগুলি অ-উপজাতির কাছে বিক্রী করে রেজিষ্ট্রি করে। আর এক দিকে তারা বলেছেন

যে উপজাতির জমি অ-উপজাতির কাছে বিক্রী করতে পারবে না। ঐ এলাকার আমার সম্বন্ধী কনরেড মোহান উনি কুলাই চায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সামনে একটি কলোণী বানিয়েছে। পাঁচ, সাত, দশ পরিবারকে টাকা নিয়ে বিক্রী করা হয়। এই যে অবস্থা তারা করবে। আজকে বলবে কংগ্রেস কি করেছে? এই সমস্ত কথা যে নৃপেন্দ্র বাবু বলেছিলেন, সমরবাবু বলেছিলেন বড় বড় ভূস্বামী আছে, বড় বড় ভূস্বামী কোথায় আছে আমি জানি না। বোধ হয় সাক্রমে দুই একজন ভূস্বামী আছে। আমাদের এলাকায় ২।৩ দ্রোণের উপরে জমি আছে বোধ হয় একশ' লোকের চেয়ে বেশী হবে না। আর একটা কথা তিনি বলেছেন যে ১৯৭২ সালে ৩০০০ দ্রোণের উপর জমি বিক্রি হয়েছে বে-আইনী ভাবে, আমি জানি না হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে আনন্দের কথা। ১৯৬৯ ইং থেকে যেগুলি হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলি তো উপজাতির কাছে ফিরে আসার কথা। তাতে তাদের আনন্দ হওয়া উচিত ছিল। আজকে এটা বড় দুঃখের কথা যে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে কংগ্রেসের এম, এল, এ রা সস্তায় জমি রেখেছেন। এই কথাটা বলা উনার পক্ষে কতটুকু সাজে আমি জানি না। বলেছেন আগরতলার কংগ্রেসী ডিলার, যারা রেশন শপের ডিলার তাদের হাতে উপজাতির জমি চলে গেছে। এই কথাটা তাঁর মুখে সুন্দর লাগে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে জমি বেচা বিক্রি হচ্ছে, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা যদি একটু সতর্ক হতেন, এই পাহাড়ীরা যদি না বেচতেন, যেমন অকিরাই দেববর্ম্মা, সুখী দেববর্মা. এরা সব কমু্নিস্ট পার্টির লোক, গণমুক্তি পরিষদের সেক্রেটারী, প্রাক্তন কম্যাণ্ডার। উনারা প্রথম জমি বেচা বিক্রি করছেন। যেমন উলাইয়া দেববর্মা, উনি মারা গেছেন অবশ্য, উনি কম্যুনিস্ট পার্টির লোক ছিলেন। উনার মরদেহ কম্যুনিস্ট অফিসে নিয়ে আসা হয়েছিল গত বৎসর। কারণ উনার যথেষ্ট অবদান আছে। আজকে তারা বাঙালীর কাছে বিনা রেজিষ্ট্রিতে বিক্রি করেছে। এই ধরণের উনারা গ্রামে করবেন একটা কাজ, আর এখানে বলবে আর একটা কথা। কথার সংগে কাজের কোন মিল নাই। কাজেই এই যে বিলটা এনেছেন গভর্ণমেন্ট সেটা আমি সমর্থন করি। তারা যতটুকু অন্যায় অসত্য কথা বলুক না কেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের পক্ষে, উপজাতির পক্ষে মঙ্গল হবে না। যাই হোক এই বিলটাকে সমর্থন করে এবং উনাদের অ্যামেণ্ডমেন্টের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Discussion on amendments to the bill is over. Now I shall put the amendments to vote one by one clause-wise and then I shall put the clause to vote.

Mr. Speaker :— Now, I am putting the amendment of Sri Bajuban Riyan to vote. The question before the House is that in Clause 2(iv) (v) "delete rest of the sentence from 'Three......" and add the following :—

"Two hectares of tilla land or three hectares of high tilla land.

Explanation :— Lunga or nal land means wet land which grows at least one crop and tilla land means dry plain land."

(The amendment motion was put and lost by voice vote.)

The question that Clause 2 do stand part of the bill was then put and carri .

Mr. Speaker :--Now, I am putting the amendments of Sri Pakhi Tripura to vote. The question before the House is that in Cl. 3 'after preferance' delete rest of the sentence and add the following :

"to the members of the Sch. Tribe, Sch. Caste, Landless agricultural labourers and to marginal Farmers,"

Provided that Cl. 15 of T. L. R. & L. R. Act, 1960 (principal Act) shall not apply on these categories of Agriculturists if they occupy land belonging to Government for three consequtive years or more before the day on which this amended act comes into force :

Provided further that in alloting land, Co-operation of a Committee, elected in the manner prescribed, shall be obtained,

Explanation :— A marginal Farmer means a farmer having '50 or less heaters of land.'

(The amendment was put and lost by voice vote.)

The question that Clause 3 do stand part of the Bill was then put and carried.

Mr. Speaker :— Next, I am putting the amendment of Sri Samar Choudhury to vote. The question before the House is that delete Clause 6 of the T.L.R. & L.R. (2nd Amendment) Bill, 1974.

(The amendment motion was put and lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Next, I am putting the amendment of Sri Samar Choudhury to vote. The question before the House is that in Cl. 7 after 'namely' add the following :

'as soon as may be after the enforcement of the T.L.R. & L.R. (2nd Amendment) Ordinance, 1947 a fresh Survey & Settlement of Land Revenue shall take place under provisions of the pridcipal Act.

Provided that a person holding one hectare or less of land shall be exempted from payment of any land revenue."

(The amendment was put and lost by voice vote)

The question that Clause 7 do stand part of the bill was then put and carried by voice vote.

The question that Clause 8 do stand part of the bill was put and carried by voice vote.

Mr. Speaker :— I am putting the amendment of Sri Niranjan Deb to vote. The question before the House is that in Cl. 9(3) at the end add the following :

Provided that if the tenant is a landless agriculturist the tenancy shall not be terminated without leaving at least 50% of the land with the landless agriculturist tenants.

(The amendment was put and lost by voice vote)

The question that Clause 9 do stand part of the bill was then put and carried by voice vote.

(The question that Clauses 10, 11, 12, 13 & 14 do stand part of the bill were then put and carried by voice vote.)

Mr. Speaker :—Next, I am putting the amendment of Shri Radharaman Deb Nath to vote. The question before the House is that in Cluase 15 replace 'any other deserving' by 'to a landless agricnlturist'.

(The amendment metion was put and lost by voice vote.)

The question that Clause 15 do stand part of the bill was then put and carried by voice vote.

The question that Clause 16 do stand part of the Bill was than put and carried by voice vote.

Mr. Speaker :--Next, I am putting the amendment on Clause 17 to vote. The question before the House is the amendment moved by Sri Bajuban Riyan—'That in cl. 17 delete Sections 127 to 130 of the Principal Act.'

(The amendment was then put to voice vote and lost.)

The question is that cl. 17 do stand part of the bill was then put to and carried by voice vote.

There is no amendment on cl. 18, I am putting the cl. to vote.

The question is that cl. 18 do stand part of the bill was then put to and carried by voice vote.

Now, I am putting the amendments to vote on cl. 19 one by one. The question before the house is the amendment moved by Sri Nripendra Chakraborty that 'In cl. 19 delete sub-section (c)'.

(The amendment was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : —Next, the question before the House is the amendment moved by Sri Anil Sarker that 'in cl. 19 (b) after "as the case may be" delete rest of the sentence and add the following

"and her or his adult or minor children and other dependents"

(Then the amendment was put to voice vote and lost)

Now. cl. 19 do stand part of the bill was then put to and carried by voice vote.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that amendment moved by Sri Anil Sarker on Cl. 20 that in cl 20 replace '1971' by 1969 --

(The amendment was then put to voice vote and lost.)

The question is that cl. 20 do stand part of the bill was put to and carried by voice vote.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the amendment moved by Sri Nripendra Chakraborty on cl. 21 –that in after "the ceiling limit shall be" delete rest of the cl. and add the following

b) In the case of a person having upto five members in the family if he participates in all majar operations of agriculture, the ceiling limit in his case shall be four standard hectares of land.

b) For each additional members in his family he shall get another 1/10 of the ceiling, but in no case the total land holding shall exceed one and a half of the ceiling limit.

c) Where there is a joint family each woring male adult and his family shall be considered a separate family and given a separate land holding as per ceiling limit.

d) In the case of person who does not participate in all major operations agriculture. the ceiling limit shall be upto 2 hectares provided he does not resume land of his tenants for self-cultivation except in the prescribed manner. Explanation : Participation of all major operations of Agriculture means physical participation by the person, by his familly members as well as by his wage labours ploughing, sowing, weeding and threashing etc.

(The amendment was then put to voice vote and lost.)

Now cl. 21 'do stand part of the bill was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the amendment moved by Sri Anil Sarkar on cl. 22 & 25—that in cl. 22 & 25 replace '1971' by "1969."

(The amendment was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Clauses 23, 24, 26, 27 do stand part of the Bill.

The Clauses were put to voice vote and affirmed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the amendment moved by Shri Amarendra Sarma on Cl. 28 that in Cl. 28 replace the 'table' by the following :—

a) For persons having excess land above 4 hectaers, on compensation.

b) For persons having excess land between 2 hectaers and 4 hectaers, 30 times land revenue.

c) For persons having excess land below 2 hectaers market value of the land.

Provided that while alloting excess land to Sch. Tribes, Sch. Castes and landless agriculturists the compensation for the excess land shall be paid by the Government and the land shall be allotted to them free of charges.

(The amendment was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now Cl. on 28 do stand part of the Bill.

(The Cl. 28 was put to voice vote and affirmed.)

Mr. Speaker :— Cl. 29 do stand part of the Bill.

The Clause was put to voice vote and affirmed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the amendment moved by Shri Amarendra Sarma on Cl. 30—That in clause 30 after "The principal Act" delete rest of the amendments (a) (b) (c) and add "All exemptions referred to in the Principal Act shall be excluded."

(The amendment was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now Cl. 30 do stand part of the Bill.

(The clause was affirmed by voice vote.)

Mr. Speaker :— Cl. 31, 32, 33, & 34 do stand part of the Bill.

(Clauses were affirmed by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the amendments on Cl. 35 to vote one by one.

The question before the House is the amendment moved by Sri Bajuban Riyan—that in Cl. 35 after "in writing" add the following—

"Provided further that where such a transfer under (b) and (c) takes place, a member of the Sch. Tribe may claim restoration of the land in the manner prescribed,

Provided further that no such transfer under sub-clause (6) shall be permited by the Collector if the person had in possession more than 2 hectaers of land &

In explanation after section 109 add the following sentence—

"In this sub-clause the expression 'Transfer' shall include transfer by lease, by borga or Korfa."

(The amendment was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the amendment moved by Shri Bajuban Riyan that—In clause 35 in sub-section 3(a) at the 3rd line omit the following—

'First January' and replace by the following :—

'Date on which the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 had came into force.'

(The amendment was negatived by voice vote.)

Mr. Speaker :— The question before the House is the amendment moved by Shri Anil Sarker that—In clause 35, sub-clause 3(a) replace "1969" by "1962".

(The amendment was lost by voice vote)

Mr. Speaker :— Next, the question before the House is the amendment moved by Shri Samar Choudhury—that in clause 35 (1) (b) after "previous permission of the" delete rest of the sentence and add the following—

"A Committee elected in the manner prescribed."

(The amendment was put to voice vote and negatived.)

Mr. Speaker :— Now I am puttinng the amendment moved by Shri Monoranjan Nath—that in Clause 35 at the end of section 187 (1) (b) after the words "in writing "the words" in the manner prescribed" be added.

The amendment was put to voice vote and affirmed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cl. 35 as amended do stand part of the Bill.

(The Cl. 35 was affirmed by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now Clause 36 do stand part of the Bill.

"The clause 36 was affirmed by voice vote "

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the amendment moved by Shri Nripendra Chakraborty that in clause 37 after 'dated the 7th Aswin, 1353 T. E.' add the following—

'Provided that a new Tribal Reserve Area shall be constituted within the State of Tripura for the Settlement of all Sch. Tribes in the contiguous Tribal belt of Tripura, in the manner prescribed."

(The amendment was lost by voice vote.)

Mr Speaker :—Now Cl. 37 do stand part of the Bill.

The Cl. 37 was affirmed by voice vote.

Mr. Speaker :—Cl. 38 do stand part of the Bill.

The Cl. 38 was affirmed by voice vote.

Mr. Speaker :—Cl. 1 do stand part of the Bill.

The clause of affirmed by voice vote.

Mr. Speaker :—Title do stand part of the Bill.

The title was approved by the voice vote.

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge to move his next motion for passing of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974).

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move 'that the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is—

"That the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974) as settled in the Assembly be passed."

(The Bill was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 p. m. on Tuesday the 26th March, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

STARRED QUESTION NO. 84

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা জয়নগর বটতলী বাজারের নিকট যে স্কুল আছে তার ৬ গণ্ডা জমি কেহ কি বে-আইনীভাবে দখল করেছেন এই মর্মে কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি ;

২) পেয়ে থাকলে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO 302

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মোট হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে কতটি স্কুলে খেলার মাঠ, খেলার জিনিষপত্র ও ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টরের ব্যবস্থা আছে ;

২) যে সকল স্কুলে তা নেই, সেখানে তার ব্যবস্থা কবে করা হবে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫ ও ১০। তন্মধ্যে হাই স্কুলগুলির ১১টিতে খেলার মাঠ এবং ৯টাতে ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টর আছে এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির মধ্যে ৫২টিতে খেলার মাঠ এবং ৬২টিতে ইনষ্ট্রাক্টর আছেন। খেলাধূলার সামগ্রীর ব্যবস্থা সমস্ত হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলেই রহিয়াছে।

২) যে সমস্ত সরকারী স্কুলে Physical Instructor নাই সেখানে যথা সময়ে Physical Instructor নিয়োগ করা হইবে। খেলার মাঠ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সময় বলা সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO 588

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তৈদুবাজারে সিনিয়র বেসিক স্কুল হাই স্কুলে উন্নীত করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

২) থাকিলে কখন করা হবে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO: 65

By Shri Radharaman Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কোন্ কোন্ মহকুমার Gazetteer প্রকাশিত হয়েছে ?

২) যদি সকল মহকুমার Gazetteer প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তার কারণ।

৩) কত সালে এই Gazetteer প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ পর্যন্ত ইহা প্রকাশের জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১) কোন মহকুমার Gazetteer প্রকাশিত হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ১৯৫১ সালে ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮-১-৭৪ পর্যন্ত ইহা প্রকাশের জন্য ৯,১৮০,৪৭ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 275
By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যার অত্যাধিক বৃদ্ধির বিবেচনায় বিলোনীয়ায় আর একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলার কোন পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে সরকারের আছে কি না।

২) যদি থাকে তবে তার কাজ কবে পর্যান্ত আরম্ভ হবে?

৩) না থাকলে কারণ কি?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বর্তমান আর্থিক বৎসরে হাই স্কুল স্থাপনের যোজনা সংস্থান অত্যাল্প। তবে ভবিষ্যতে যথাসময়ে প্রস্তাবটি অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 544
By Shrimati Lakshmi Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজনগর, রাংগামুড়া ও নীহার নগর এলাকায় হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) যদি না থাকে তবে ইহার কারণ।

উত্তর

১) না।

২) এলাকাগুলি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দ্দিষ্ট সর্তগুলি বর্তমানে পূরণ করে না। উপরন্তু বর্তমান আর্থিক বৎসরে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের যোজনা সংস্থান অত্যাল্প।

STARRED QUESTION NO.572
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Departmentbe pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ একদল লুসাই কাঞ্চনপুর থানার আনন্দ বাজারে হানা দিয়া জনতার উপর মারপিট করেছে এ খবর সরকার অবগত আছেন কি ;

২) যদি অবগত থাকেন কি কারণে তারা হানা দেয় ; এবং

৩) এই ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১) এই রকম হামলা ও স্থানীয় লোককে প্রহারের কোন সংবাদ সরকার পান নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 604
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার কি গাঁও সভাগুলির উপর ধান ও চাউল সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়াছেন ;

২) যদি দিয়া থাকেন তবে জিরানীয়া ব্লকের কোন গাঁওসভাকে কি পরিমাণ ধান ও চাউল সংগ্রহের কোটা দেওয়া হইয়াছে এবং (৩) গাঁওসভাগুলির ধান ও চাউল সংগ্রহের কোটা কিসের ভিত্তিতে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) গাঁও সভাগুলির সাহায্য ও সহযোগীতায় ত্রিপুরা সরকার আমন ফসল সংগ্রহ করিয়াছেন।

২) জিরানীয়া ব্লকের বিভিন্ন গাঁওসভাগুলিতে আমন ফসল সংগ্রহার্থে মহকুমা শাসক নিম্নে বর্ণিত একটি আনুমানিক পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন :—

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	ধানের পরিমাপে মেট্রিক টনে নির্দ্ধারিত সংগ্রহের পরিমাণ
১।	মজলিসপুর	২০০
২।	মান্দাই	
৩।	আশীঘর	১০০
৪।	ফাটিয়াম বাড়ী	

১	২	৩
৫।	চম্পক নগর	২৫
৬।	পূর্ব্ব দেবেন্দ্র নগর	২৫
৭।	জয়নগর	১০
৮।	বেলবাড়ী	২৫
৯।	জন্মেজয় নগর }	৫০
১০।	রাধাপুর }	
১১।	ভগুদাস বাড়ী	২৫
১২।	লক্ষীপুর	৫০
১৩।	পূর্ব্ব নোয়াগাঁও	১০০
১৪।	বুদ্ধ নগর	৫০
১৫।	রাধাকিশোর নগর	৫
১৬।	উত্তর চাম্পামুড়া	২৫
১৭।	খয়েরপুর	১৫
১৮।	তুলাকোণা }	১০
১৯।	মেখলী পাড়া }	
২০।	রামচন্দ্র নগর	২০
২১।	পূর্ব্ব বড়জলা	৫০
২২।	বঙ্কিমনগর	৫০
২৩।	জিরানীয়া খোলা	১০
২৪।	দীনবন্ধু নগর	৫০
২৫।	পাটনী	—
২৬।	রাধা মোহনপুর	৫০
২৭।	পশ্চিম বড়জলা	১০
২৮।	শিবনগর }	২৫
২৯।	ওয়াখি নগর }	
		১৮০

৩) গাঁও সভাগুলির সহিত আলোচনার মাধ্যমে মহকুমা শাসক সমষ্টি উন্নয়ন কার্য্যকারক ও অন্যান্য স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ ধান সংগ্রহের সম্ভাবনার যে মোটামুটি হিসাব করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে গাঁওসভাগুলিতে ধান সংগ্রহের কোটা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 577

By Shri Amarendra Sharma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Departmen be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১ (এক) বছরের মধ্যে কমলপুরের কালাছড়ি জে. বি, স্কুলের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্যালয় পরিদর্শক, কমলপুরের নিকট কোন অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কি ?

২। করে থাকলে এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য এবং এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 584

By Amarendra Sharma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১৯৭৪ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে কত আউস ও আমন মরশুমে কি পরিমাণ খাদ্য (ধান ইত্যাদি) ত্রিপুরার বাইরে কোন্ কোন্ রাজ্যে পাঠান হইয়াছে (রাজ্য ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১০০ মেট্রিক টন আউস চাউল মেঘালয়ে প্রেরিত হইয়াছে এবং ১২০ মেট্রিক টন আউস ধান পশ্চিমবঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। কোন রাজ্যে আমন চাউল বা ধান প্রেরিত হয় নাই

STARRED QUESTION No. 607

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে "গাবর্দ্দি" উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টীকে হাই স্কুলে উন্নীত করিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। না।

STARRED QUESTION No. 608

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে "Single Teacher" বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

(বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা)

উত্তর

১। ৬০১

সদর	—	১০৪	সোনামুড়া	—	২৬
ধর্মনগর	—	৬৪	উদয়পুর	—	১৫
কৈলাশহর	—	৮১	অমরপুর		৬৯
কমলপুর	—	৪৮	বিলোনীয়া	—	৫৯
খোয়াই	—	৯২	সাবরুম	—	৪৫

STARRED QUESTION NO. 615

By Shri J. K. Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান শিক্ষা বৎসরে ত্রিপুরায় কত J. B. স্কুলকে S. B.তে উন্নীত করা হইয়াছে ? (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় তিনটি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সাতটি ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় চারটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 713

By Shri Purnamohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহরে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য ত্রিপুরা সরকার কি রেশন বরাদ্দ করেন ?

২) যদি করে থাকেন গত নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারীতে মোট কত গম ও চাউল বাগান মালিকদের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছে ?

৩) ইহা কি সত্য যে বাগান মালিকদের F. C. I. থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে ?

৪) যদি সত্য হয় তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) সরবরাহের মাসের নাম — কে, জি, হিসাবে সরবরাহের পরিমাণ

সরবরাহের মাসের নাম	চাউল	গম
নভেম্বর, ১৯৭৩ ইং	—	১১.৫২৩
ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ইং	—	১১.৬৬৭
জানুয়ারী, ১৯৭৪ ইং	—	৯.১৫৮
ফেবরুয়ারী, ১৯৭৪ ইং	—	১২.৩৩৪
	—	৪৪,৫৯২

৩) হাঁ, তাহাদের প্রয়োজনের একাংশের জন্য।

৪) চা বাগান মালিকদের প্রয়োজনের একাংশ তুলনামূলকভাবে সস্তাদরে সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

STARRED QUESTION NO. 735
By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, শিক্ষা বিভাগের সিলেবাস অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য যে সকল বই সিলেক্ট করা হইয়াছে (বিশেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত) সেই সকল বই শিক্ষা বিভাগ সাপ্লাই দিতে পারিতেছেন না এবং বাজারে পাওয়া যায়না;

২। যদি সত্য হয়, ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগ ৬ষ্ট শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীর সিলেবাস নির্দ্ধারণ করেন নাই এবং ঐ শ্রেণী সমূহের পাঠ্যপুস্তক ও সরবরাহ করেন নাই। এই শ্রেণী সমূহের জন্য নির্ব্বাচিত কোনও পাঠ্য বই বাজারে পাওয়া যাইতেছে না এই মর্মে কোন অভিযোগ এখনও শিক্ষা দপ্তরে পাওয়া যায় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 736
By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার হাই স্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি ইন্‌সপেকশন হয় কি না; এবং

২। ঐ কাজের জন্য কতজন ইন্‌সপেকটিং অফিসার নিযুক্ত আছেন ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ৩ জন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ৪ জন উপশিক্ষা অধিকর্তার পদ আছে। তন্মধ্যে ১ জন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ৪ জন উপ-শিক্ষা অধিকর্তার পদ খালি রহিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 764

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. The date of appointment of Dr. Hira Lal Chatterjee in M.B.B. College and Women's College, Agartala.

2. Whether Dr. Chatterjce has faced Union Public Service Commission or State Public Service Commission, if so, on which date.

3. What are the grounds for maintaining a man cadre in the post of Principal, Women's College.

ANSWERS

1. Date of appointment in M.B.B. College, Agartala. (i) from 9.12.47 as Professor (ii) from 1.4.50 as Senior Lecturer.
Date of appointment in Women's Gollege, Agartala. (i) from 2.8.65 as Principal.

2, No.

3, The Education Service in Tripura has not been bifurcated into men's and Women's branches, and as such, there is no hurdle for men candidates to get the posts of principals and Lecturers in a Women's Collage and vice versa.

STARRED QUESTION NO. 778

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরী ভাষায় (ককবরক) পাটিগণিত রচনার জন্য কাহারও উপর দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে কি না?

উত্তর

১। না।

STARRED QUESTION NO. 779

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য ককবরক এডভাইসরী বোর্ড গঠন করা হইয়াছে;

২। যদি করা হইয়া থাকে তবে কতজন এবং কাহাদের নিয়া?

উত্তর

১। ত্রিপুরী ভাষার উন্নয়নকল্পে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

২। নিম্নোক্ত ৭ জন ব্যক্তিকে নিয়া এই কমিটি গঠন করা হইয়াছে :—

১) শ্রীজীতেন্দ্র মোহন দেববর্ম্মা—সভাপতি।

২) ,, এম. সি. ভট্টাচার্য্য, উপ—আহ্বায়ক।
উপশিক্ষা অধিকর্ত্তা, ত্রিপুরা।

৩) শ্রীহরিশঙ্কর দেববর্ম্মা— সদস্য

৪) ,, বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ,,

৫) ,, মোহন চৌধুরী ,,

৬) ,, মহেন্দ্র দেববর্ম্মা ,,

৭) ,, মনমোহন দেববর্ম্মা ,,

STARRED QUESTION NO. 871.

By Shri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমায় কাকড়াবনে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে, তবে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 222

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উপযুক্ত গৃহের অভাবে বাইখোরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা রীতিম ক্লাশ করিতে পারিতেছে না ;

২। সত্য হইলে ঐ বিদ্যালয়ের প্রকল্প অনুযায়ী গৃহ নির্ম্মাণের কাজ এই আর্থিক বছরে শুরু হবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 225
By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭৩ইং জানুয়ারী মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিলোনীয়া মহকুমায় কত পরিমাণ (ব্যাগ) সিমেন্ট জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য এলটমেন্ট দেওয়া হইয়াছে ?

২। ঐ এলটমেন্টের সিমেন্ট বিলোনীয়ায় পৌঁছিয়াছে কিনা সরকার অবগত আছেন কি ?

উত্তর

১। সিমেনট সরবরাহের ব্যাপারে মহকুমা ভিত্তিক কোন এলটমেন্ট ব্যবস্থা নাই।

২। প্রযোজ্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 472
By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Houre Department be pleased to state—

QUESTION

1. Whether the housees of Prof. Subodh Chakraborty, Prof Ranen Deb and Prof. A. Chattarjee of M. B B. College. Agartala were raided by anti- Social elements on 5. 12, 73.
2, If so, whether any of the culprits got arrested
3. Whether the house of Prof. R. S. Khan was attacked on 31. 12. 73 at midnight ;
4. If so, whether any culprit was arrested ?

ANSWER

1. In the first information report received at 0145 hrs on the 6th December, 1973 from Sri Subodh Chakrabort , Vice Principal, M. B. B. College. it was alleged that on the 5th December, 1973 at about 2400 hrs. about a dozen people armed with deadly weapons attacked his house, threw brickbats on his dwelling hause etc,
2. No Sir.
3. Yes, Sir, As per F. I. R. received from Prof. Ramendra Sundar Khan at 11. 55 hrs on 1st January, 1974.
4. No Sir.

STARRED QUESTION NO. 481
By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উদয়পুর কিল্লা বাজারে কোন্ কোন্ এজেন্টের মাধ্যমে ধান ও চাউল সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের নাম এবং প্রত্যেকের সংগৃহীত ধান চাউলের পরিমাণ—এবং

২) ইহা কি সত্য, এই এজেন্টেরা এলাকায় মহাজনী করেন এবং সরকার নির্দ্ধারিত দরের অনেক কম দরে ঐ ধান ও চাউল সংগ্রহ করেছেন ?

উত্তর

১) উদয়পুর কিল্লা বাজারের এজেন্টদের নাম — সংগ্রহের পরিমাণ (কেজির হিসাবে)

	উদয়পুর কিল্লা বাজারের এজেন্টদের নাম	চাউল	ধান
১)	উদয়পুর প্রাইমারী মারকেটিং কোঅপরেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	কিছু নয়	৯'৪৫০
২)	শ্রীমনোরঞ্জন সাহা উদয়পুর	কিছু নয়	১১,৭৬০
৩)	শ্রীউমেশ চন্দ্র সাহা উদয়পুর	কিছু নয়	৬,০২০
		কিছু নয়	২৭,২৩৩

৪) না।

Annexure "B"

UNSTARRED QUESTION NO. 30
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সেপ্টেম্বর পর্যান্ত সালে মোট কত পরিমাণ সিমেন্ট ত্রিপুরায় আমদানী করা হইয়াছে।

২। ইহা কি সরকারের যে পরিমাণ চাহিয়াছিলেন তাহা হইতে কম :

৩। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী সিমেন্ট আমদানী করিবার অধিকারী কিনা ?

৪। যদি হয়, তবে ব্যক্তি বা কোম্পানীর নাম।

উত্তর

১) ক) খোলা বাজারে বিক্রয় যোগ্য খাতে টিকিটগণ কর্তৃক আনিত—৭,১৯৭·৫টন।

খ) পূর্ত্ত বিভাগ কর্তৃক দর চুক্তি খাতে আনিত—২০,৭৯১০ টন।

২। হ্যাঁ

৩। সিমেন্টের ব্যবসা করিতে কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। ফ্যাক্টরী কর্তৃক নিযুক্ত ডিলারগণ খোলা বাজারে বিক্রয় যোগ্য খাতে সিমেন্ট বিক্রয়ের জন্য আমদানী করিতে পারেন। খোলা বাজারে বিক্রয় যোগ্য খাতে কোন ব্যক্তি বা কোমপানী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাজ্যে সিমেন্ট আমদানী করিতে পারে। পূর্ত্ত বিভাগ দর চুক্তি খাতে সরকারী কাজের জন্য সরাসরি সিমেন্ট আমদানী করিয়া থাকে।

৪ ব্যক্তিগত ডিলার। কোম্পানী যাহারা সিমেন্ট আমদানী করিয়া থাকে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল —

১। মেসার্স অমর চক্রবর্তী আগরতলা

২। ,, পূর্বাঞ্চল পেপার ট্রেডিং করপোরেশন, আগরতলা।

৩। ,, এইচ, সি রায় এণ্ড কোং, আগরতলা

৪। ,, রাধা মাধব জুট এজেন্সিস, আগরতলা।

৫। ,, রাজ মোহন সাহা এণ্ড ব্রাদার্স, আগরতলা।

৬। ,, পি, এণ্ড দে ইমারত ভাণ্ডার, আগরতলা।

৭। ,, অটল বিহারী সাহা এণ্ড সন্স, ,,

৮। ,, ইষ্টার্ণ হার্ডওয়ার, আগরতলা।

৯। ,, পলাশ চন্দ্র পাল এণ্ড ব্রাদার্স, আগরতলা।

১০। ,, ধীরেন্দ্র চন্দ্র পাল, আগরতলা।

১১। ,, কে কে সাহা, আগরতলা।

১২। ,, কল্পনা বিশ্বাস, উদয়পুর।

১৩। ,, ফণিভূষণ সাহা, উদয়পুর।

১৪। ,, নারায়ণ দত্ত এণ্ড সন্স, ধর্ম্মনগর।

১৫। ,, ইউনাইটেড ট্রেডার্স, ধর্মনগর।

১৬। ,, হরচন্দ্র রায় এণ্ড কোঃ ধর্ম্মনগর।

১৭। ,, বিশ্বাস ব্রাদার্স, ধর্মনগর।

১৮। ,, এ, সি, ঘোষ, কৈলাসহর।

১৯। ,, কামিনী মোহন পাল এণ্ড সন্স, খোয়াই।

২০। ,, ত্রিপুরা স্মল পাইপ কোঃ, আগরতলা।

২১। ,, ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন, আগরতলা।

২২। ,, আগরতলা মিউনিসিপালিটি, আগরতলা।

UNSTARRED QUESTION NO. 190
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ১৯৬৯-৭৩ সময়ে কতজন ছাত্র হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় এবং স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ? (বৎসর ভিত্তিক নিয়মিত ছাত্রদের হিসাব)

২) ত্রিপুরায় কতজন ছাত্র হাইয়ার সেকেণ্ডারী নবম শ্রেণীতে এবং হাই স্কুল নবম শ্রেণীতে এ সময়ে ভর্তি হইয়াছে এবং কতজন ছাত্র হাইয়ার সেকেণ্ডারী ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা সমূহে অংশগ্রহণ করিয়াছে ? (বৎসর ভিত্তিক নিয়মিত ছাত্রদের হিসাব)

উত্তর

১) এই সঙ্গে প্রদত্ত নং সারনীতে পরিসংখ্যানগুলি দেওয়া হইল।

২) এই সঙ্গে প্রদত্ত ২ ক) নং এবং ২ খ) নং সারনীগুলিতে প্রশ্নোক্ত পরিসংখ্যানগুলি দেওয়া হইল।

১ নং সারণী

১৯৬৯—৭৩ ইং সনগুলিতে ত্রিপুরায় হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত পড়ুয়াদের বৎসর ভিত্তিক হিসাব :—

	বৎসর				
পরীক্ষার নাম	১৯৬৯	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩
১	২	৩	৪	৫	৬
হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা	১৬১২	১৭৯২	১৭৭১	১৪৬৮	১২০৪
স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা	৬৩	১১	৩৬	৭২	৭৪

২ (ক) নং সারণী

১৯৬৯-৭৩ ইং সনগুলিতে ত্রিপুরায় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও হাই স্কুল সমূহের নবম শ্রেণীতে যতজন পড়ুয়া ভর্তি হইয়াছে তাহাদের বৎসর ভিত্তিক হিসাব :—

	বৎসর				
বিদ্যালয়ের প্রকার	১৯৬৯	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩
১	২	৩	৪	৫	৬
হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	* ৩২৫৯ (৭০৭৬)	* ৩৭২০ (৭৫২০)	* ৩৮৮৮ (৭৬৮৫)	* ৪১০৯ (৮৬০০)	* ৪৩০৯ (৮৩২১)
হাই স্কুল	* ১১৬ (৩৪৭)	* ১৭৬ (৪১২)	* ২০৮ (৫৪৭)	* ৬১৬ (৯০৭)	* ৭৮১ (১৪৯৫)

* তারকা চিহ্নিত অঙ্কগুলি নূতন ভর্ত্তি হওয়া পড়ুয়াদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করে।

বিঃ দ্রঃ—বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত অঙ্কগুলি নবম শ্রেণীর মোট পড়ুয়া সংখ্যা নির্দ্দেশ করে।

২৭ নং সারণী

১৯৬৯-৭৩ ইং সনগুলিতে ত্রিপুরার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও হাই স্কুল সমূহের যতজন নিয়মিত পড়ুয়া হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব :—

	বৎসর				
পরীক্ষার নাম	১৯৬৯	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩
১	২	৩	৪	৫	৬
হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা	৩৯৩৫	৩৫৩৫	৪১৭১	৪৭৯৪	৫৬৯২
স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষা	৭৬	১৩০	১৯৬	২৮৯	৩৪৮

UNSTARRED QUESTION No. 331

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Appointment and Services Deptt. be pleased to state :—

QUESTION

1. Whether any Fact Finding Committee was formed and is in existence to look into the grievances of the employees of the Government.

2. If so, when it was formed and what functions the Committee did so far.

ANSWER

1. No Committee styled as "Fact Finding Committee" was formed or is in existence for looking after the grievances of the employees under this Government.

However, there are instructions from the Govt. to all Secretaries/Heads of Deptts. to look after the genuine grievances of the employees.

2. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION No. 407

By Shri Samar Choudhury

Will the Ho'ble Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরায় কোন কোন এসেনশিয়াল কমোডিটি কত পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাইরে থেকে আমদানী হয়েছে (সরকারী ও বে-সরকারী উভয় ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে)

২। কোন মহকুমায় মোট কত পরিমাণ কোন কোন এসেনশিয়াল কমোডিটি সরকারের হাতে এবং বে-সরকারী ব্যক্তিদের হাতে গত ১৯৭৩ ডিসেম্বর-এ ছিল (বিক্রীত ও মজুতের পরিমাণ সহ)।

ANSWER

১। (ক) ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে বেসরকারী ক্ষেত্রে আমদানীকৃত এসেনশিয়াল কমোডিটি।

দ্রব্যের নাম	১৯৭২—৭৩ সন	১৯৭৩—৭৪ সন (ফেব্রুয়ারী ৭৪ পর্য্যন্ত)
ডাইল—	২৯,৪৪৯ কুইন্টাল	১০,৪৩৮ কুইন্টাল
চিনি—	৬৩,৪২৩ ,,	৫১,৮৪৫ ,,
লবন—	১,১৪,৩২৮২ ,,	১,৪৫,৬৮৫ ,,
সরিষার তৈল	২১,১৬৭, ,,	১৪,৪২৩ ,,
বনষ্পতি—	২,১২৩ ,,	৮০৭ ,,
কেরোসিন তৈল	১৫,২২৬ কিলো লিঃ	১২,৬৮৮ কিলো লিঃ

(খ) ১৯৭২—৭৩ এবং ১৯৭৩—৭৪ সনে সরকারী ক্ষেত্রে আমদানীকৃত এসেনশিয়াল কমোডিটি।

দ্রব্যের নাম	১৯৭২—৭৩ সন	১৯৭৩—৭৪ সন (ফেব্রুয়ারী ৭৪ পর্য্যন্ত)
রেপসিড	নাই	৫,৫০০ কুইন্টাল

২। (ক) মহকুমা ভিত্তিক বেসরকারী ক্ষেত্রে ৩১-১২-৭৩ তারিখে মজুত এসেনশিয়াল কমোডিটি (কুইন্টাল হিসাবে)

মহকুমার নাম	ডাইল	চিনি	লবণ	সঃ তৈল	বনষ্পতি
ধর্মনগর	৮৪৭	১৩৩	৬৯১	১৫	১৯
কৈলাশহর	১৩২	২৩৯	৭৬	২৫	—
কমলপুর	৩০	—	২৮৮	১	—
খোয়াই	১১২	৮৫	৪০৮	৮	—
আগরতলা (সদর)	২,৪৮০	২০০	২,২০০	৩৭০	—
সোনামুড়া	১৫	৫	৩০	৫	—
উদয়পুর	৫০	৫	৭৫	১০	—
অমরপুর	২৯	১২১	১৯৯	৮	—
বিলোনীয়া	৫	২	৮	৫	—
সাব্রুম	৬০	৮	২৭	৪	—

(খ) সরকারী ক্ষেত্রে ৩১-১২-৭৩ তারিখে মজুত এসেনশিয়াল কমোডিটি (কুইন্টাল হিসাবে)

মহকুমার নাম	ডাইল	চিনি	লবণ	সঃ তৈল	বনষ্পতি
ধর্মনগর	১,৭৫৯	৫৩৩	৯	—	—
খোয়াই	৫	—	—	—	—
আগরতলা	১১,৪৪০	১,৪২০	৮,১৯০	১৮	—
অমরপুর	১২	—	—	—	—
বিলোনীয়া	২	—	—	—	—
কমলপুর	১৬	—	—	—	—

UNSTARRED QUESTION NO. 409
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কোন্ মহকুমায় কত সংখ্যক সিমেন্টের পারমিটের জন্য দরখাস্ত সরকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, গত দুই বছরে ?

২) কত সংখ্যক দরখাস্ত না মঞ্জুর করা হইয়াছে।

উত্তর

১)

১)	সদর	—	৫,৩৮০	টি
২)	খোয়াই	—	১৬৩	,,
৩)	সোনামুড়া	—	২৬	,,
৪)	ধর্মনগর	—	৬০১	,,
৫)	কৈলাসহর	—	৩০৫	,,
৬)	কমলপুর	—	৫৯	,,
৭)	উদয়পুর	—	১,৬২৮	,,
৮)	বিলোনীয়া	—	৫৩৫	,,
৯)	সাবরুম	—	৮	,,
১০)	অমরপুর	—	২৫	,,
			৮,৭৩০	,,

২) ১০৪৩টা।

UNSTARRED QUESTION NO. 410
By Shri Samar Choudhruy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জি, সি, আই, সিট গত পাচ বছরে রাজ্যে কত পরিমাণ আনা হয়েছে (বছর ভিত্তিক)

২) বর্তমান বৎসরে কত পরিমাণ আনা হয়েছে এবং কোন্ মহকুমায় কত পরিমাণ বণ্টন করা হয়েছে ?

উত্তর

১) সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট ডিলারদের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরিমাণ জি, সি, আই সিট রাজ্যে আনা হইয়াছে :—

১৯৬৯—	১৫১·৮০	টন।
১৯৭০—	৪০৯·৩৭	,,
১৯৭১—	২১৪·৯১	,,
১৯৭২—	২৯৭·৮৪	,,
১৯৭৩—	৩৪৫·৮৭	,,

জি. সি, আই সিটের বন্টন ব্যবস্থার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। উপরিউক্ত পরিমাণ ছাড়াও কোন ব্যক্তি কারখানা বা খোলা বাজার হইতে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী জি, সি, আই, সিট বিক্রয়ের জন্য আনয়ন করিতে পারে।

২) ক) ১৯৭৪ সালে আমদানী পরিমাণ ২৯·৬০ টন।

খ) মহকুমা ভিত্তিক বন্টনের পরিমাণ :—

ধর্মনগর — ৩৭৫ বাণ্ডেল।
কৈলাসহর — ২০০ ,,
কমলপুর — ২০০ ,,
খোয়াই — ৪২৫ ,,
সদর — ৭৩৪ ,,
সোনামুড়া — ৩৬১ ,,
উদয়পুর — ৩৪৯ ,,
বিলোনীয়া — ৪২৫ ,,
সাবরুম — ২২৫ ,,
অমরপুর — ২৫১ ,,

৩,৫৪৪ বা ৩৫৪·৪ টন।

উপরিউক্ত পরিমাণ জি, সি, আই, সিট ১৯৭৩ ইং এবং ১৯৭৪ ইং সনের আমদানীকৃত।

UNSTARRED QUESTION NO. 446

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state--

প্রশ্ন

১) মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কতজন অফিসার কনষ্টেবল,, হোমগার্ড কিংবা অন্য কোন ধরণের পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৬৪-৭৪ সনের বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই পাহাড়ায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের বৎসর ভিত্তিক হিসাব?

উত্তর

১) ১৯৬৭ সনের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব পর্যান্ত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য অফিসার, কনষ্টেবল, হোমগার্ডের বিশেষ কোন নির্দ্ধারিত এবং মঞ্জুরীকৃত সংখ্যা ছিল না।

তবে প্রয়োজন অনুসারে ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনী হইতে প্রয়োজন সংখ্যক লোক সময় সময় অস্থায়ী ভাবে নিয়োজিত করা হইত। এই নিয়োজনের জন্য আলাদা কোন হিসাব রাখা হইত না। গত ২৬/১২/৬৭ইং তারিখে মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য নিম্নলিখিত পদগুলি মঞ্জুর হয়।

সশস্ত্র

হেড কনষ্টেবল	—	৫ জন
নায়েক	—	২ ,,
কনষ্টেবল	—	৩৩ ,,

অস্ত্র বিহীন

এস, আই	—	২ জন
ড্রাইভার কনষ্টেবল	—	২ ,,
ওয়াচার	—	২ ,,
কনষ্টেবল	—	১৭ ,,

এই সংখ্যা হইতে অত:পর মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ১৯৭২ সনের অক্টোবর মাসে ডি. আই, পি, এবং মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য নিম্নলিখিত সাদা পোষাকধারী পদগুলি মঞ্জুর হয়।

ইন্সপেক্টর	—	১ জন
এস, আই	—	১০ ,,
এ, এস. আই	—	১১ ,,
ওয়াচার কনষ্টেবল	—	৩০ ,,

আবশ্যকবোধে নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন পদের পুলিশ কর্মচারী ও হোমগার্ড নিয়োজিত করা হয়। তবে কোন পৃথক হিসাব রক্ষা হয় না।

UNSTARRED QUESTION NO. 459
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Suppiies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সরকারী খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে প্রত্যেক গাঁওসভা প্রধানকে গাঁওসভা ভিত্তিক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্য-মাত্রা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

২) যদি তাই হয় তবে কি ভিত্তিক সংগ্রহের লক্ষ্য-মাত্রা স্থির করা হইয়াছে এবং কি পদ্ধতিতে সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ?

৩) গ্রামের গরীব কৃষকদের খোরাকির ধান বাধ্যতামূলক চাপ সৃষ্টি করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে, এবং উদ্বৃত্ত ধানের মালিকদের রেহাই দেওয়া হইয়াছে—এই বিষয় সরকার অবগত কিনা, এবং অবহিত হইলে উদ্বৃত্ত ধান সংগ্রহের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) ইহা সত্য নহে।

UNSTARRED QUESTION NO. 466
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১০-১-৭৪ ইং সোনামুড়া শহরে কিছু সংখ্যক যুবক ও অন্যান্য জনসাধারণ উপমন্ত্রী শ্রীমনসুর আলী সাহেবের নিকট সোনামুড়া শহরে একটী Fire Brigade Station-এর জন্য দাবী জানাইয়াছিলেন : এবং

২) যদি তাহা সত্য হয়, তবে ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বৎসরে তথায় Fire Brigade Station করা হবে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়।

২) ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে বাজেটে আবশ্যকীয় প্রস্তাব রাখা হইয়াছে। অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনে অনেক উপাদানের বিশেষতঃ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ইত্যাদির উপর নির্ভর করিতে হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 461
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনবাড়ী হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ১৯৬৯-৭০ ইং সনের হিসাব-পত্র অডিটে লস্ অব প্রোপার্টি মোট ১৪,৭৪৫৲ টাকা এবং এক্সপেণ্ডিচার মেড্ আনডিউ সেক্সন্ মোট ৪২২০ টাকা রিপোর্ট হইয়াছে ?

২) যদি সত্য হয় তবে অডিট রিপোর্টের অভিযোগ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ১৯৬৭ ইং সনের ২৩শে ডিসেম্বরের অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতিজনিত মং ১৪,৭৪৫৲ টাকা উক্ত অডিট রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জিনিষপত্র ক্রয় বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের কেবল মাত্র ৫০০৲ (পাঁচশত) টাকা এবং ৪২২০৲ (চার হাজার দুইশত কুড়ি) টাকা নহে, উক্ত অডিট রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

২) বিভাগীয় তদন্তে উপরোল্লিখিত অগ্নিকাণ্ড শত্রুতামূলক সন্দেহ করা হইলেও ইহা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও কর্মচারীর গাফিলতিতে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয় নাই। পুলিশে যথারীতি রিপোর্ট করা হইয়াছিল, কিন্তু পুলিশ এই সম্পর্কে কাহাকেও দায়ী করিয়া কোন রিপোর্ট দেয় নাই। সুতরাং এই ব্যাপারে অডিট রিপোর্ট ভিত্তিক কাহারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন উঠে নাই।

অডিট রিপোর্টে প্রকৃত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যয়ের ৫০০৲ টাকা সম্পর্কে অডিট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উক্ত বিষয়ে খরচান্ত মঞ্জুরী নিয়া ব্যাপারটি আইনসিদ্ধ করিয়া লইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ সম্পর্কে অডিট কোন ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করেন নাই। সুতরাং অডিট রিপোর্ট ভিত্তিক উক্ত ভুলের জন্য কাহারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রশ্ন উঠে নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 462
By Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় কয়টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ভাবে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সনের বর্তমান সময় পর্যন্ত কেন্দ্র পরিচালনা ও অন্যান্য যাবতীয় খরচের মোট হিসাব?

উত্তর

১। সোনামুড়া মহকুমায় ১৯৭২-৭৩ সনে ২৬টি এবং ১৯৭৩-৭৪ সনের ফেবরুয়ারী পর্যন্ত ২২টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে। পৃথক পৃথক ভাবে ঐ কেন্দ্রগুলির পরিচালনা ও যাবতীয় খরচের মোট হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নম্বর	সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের নাম	১৯৭২-৭৩ সনের মোট খরচ	১৯৭৩-৭৪ সনের ফেবরুয়ারী পর্যন্ত মোট খরচ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	রাধামুড়া	৬৩২৮ টাকা	৭৬৬৭ টাকা	
২।	পাল পাড়া	১২৮৬৭ ,,	৭৭০৭ ,,	
৩।	নলছড়	১২১৮৯ ,,	১১১৬২ ,,	
৪।	অম্বিকা শিশুবিহার	১৪২৪৫ ,,	১২৩৪৯ ,,	

১	২	৩	৪	৫
৫।	জয়চন্দ্র বালমন্দির	৬২৯৮ ,,	৪৭৪৭ ,,	
৬।	মায়ারাণী	৮৫৬০ ,,	৪৬৩২ ,,	
৭।	মোহনভোগ	২১৭৮ ,,	৩৩২২ ,,	
৮।	দ: কামরাংগাতলা	৩৯৭৪ ,,	৩৪৬৫ ,,	
৯।	জুমের ডেপা	৮৩২৫ ,,	৭৭০৭ ,,	
১০।	কিরণময়ী শিশু বিহার	৮৭০১ ,,	৪৭৪৫ ,,	
১১।	সোরামণি শিশু শিক্ষা মন্দির	১৪১৪৯ ,,	৫৬৯১ ,,	
১২।	মতিনগর	৩৮৫৬ ,,	৩৪৬৫ ,,	
১৩।	বামনীমুড়া	৩৭৯২ ,,	৪৭৫৫ ,,	
১৪।	তকছাপাড়া	৩৭৯২ ,,	৩৮৫৫ ,,	
১৫	তৈভিলিং	৭৪৬৯ ,,	৬৭৬৭ ,,	
১৬।	জগৎ চন্দ্র শিশু উদ্যান	১৩৫৮৬ ,,	১২০৯৪ ,,	
১৭।	চন্দনমুড়া	৮০৫৪ ,,	১৭৪৩৪ ,,	
১৮।	সোনামুড়া শিশু নিকেতন	৫২৫১ ,,	১১৭০০ ,,	
১৯।	বড়োডোলা	৩৭৯২ ,,	৩৪৬৫ ,,	
২০।	মহেশপুর	৩৭৯২ ,,	৩৪৬৫ ,,	
২১।	বক্সনগর	৩৭৯২ ,,	৩৭৫৫ ,,	
২২।	সোনামুড়া ভিলেজ		৬৪০০ ,,	
	মোট খরচ	১,৫৭,৬৫০ টাকা	১,৪৮,৬৪৯ টাকা	

UNSTARRED QUESTION NO. 463

By Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be plesed to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সোনামুড়া মহকুমার ভবানীপুর গ্রামে একটি বালোয়ারী স্কুলঘর তৈরী এবং তৎসংলগ্ন একটি পুকুর খননের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল ?

২। যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সমস্ত কাজ অদ্যাবধি সাসপেণ্ডেড করে রাখার কারন কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 525
By Sri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩-৭৪ ইং সনের ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে বাস, জীপ, টেক্সী ইত্যাদি কতটা যানবাহন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ?

২। উক্ত সনে এই যানবাহন দুর্ঘটনায় কতজন লোক মারা গিয়াছে ?

৩। মহকুমা ভিত্তিক যানবাহন দুর্ঘটনার হিসাব ও মৃত ব্যক্তির হিসাব কি ?

উত্তর

১) দুর্ঘটনার দফাওয়ারী সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বাস	জীপ	টেক্সী	ট্রাক	মোট
২৪	৪৭	২৯	৩৮	১৩৮

২) উল্লিখিত সময়ে এই যানবাহন দুর্ঘটনায় সর্বমোট ৩৩ জন লোক মারা গিয়াছে।

৩) দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং মৃত ব্যক্তির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল (মহকুমা ভিত্তিক)

মহকুমার নাম	যানবাহন দুর্ঘটনার সংখ্যা	মৃত ব্যক্তির সংখ্যা
১) সদর	৭১	১৫
২) খোয়াই	৬	২
৩) সোনামুড়া	৭	—
৪) উদয়পুর	২২	৬
৫) অমরপুর	৬	২
৬) বিলোনীয়া	১১	৫
৭) সাবরুম	২	—
৮) কৈলাসহর	৪	—
৯) কমলপুর	৪	১
১০) ধর্মনগর	৫	২

UNSTARRED QUESTION NO. 581
By Sri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে (১৯৭৪) ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীতে যে নূতন পাঠ্যসূচী চালু করা হয়েছে তাতে ত্রিপুরার বিদ্যালয় সমূহে সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্যে ওয়ার্ক এডুকেশান, ফিসিক্যাল এডুকেশান-এর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী কি কি কার্য্যকর পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

২) এ ব্যাপারে ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগ থেকে ১৯৭৩ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে কোন নির্দেশ বা সাজেশান বিদ্যালয় সমূহে পাঠানো হয়েছে কি ?

৩) না পাঠানো হলে, এইসব প্রোগ্রাম রূপায়নের জন্য ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগ এ পর্য্যন্ত কি কি ষ্টেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। এই রাজ্যের উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহ এখনও পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীন, কাজেই পর্ষদের নির্দ্দেশানুসারেই নতুন প্রবর্ত্তিত পাঠ্যক্রম এই রাজ্যের স্কুল সমূহে অনুসরণ করা হইতেছে। ত্রিপুরায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠিত হইলে এই বিষয়ে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

২। পশ্চিম বঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নূতন সিলেবাস যাহাতে এই রাজ্যের উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় সেইজন্য শিক্ষা বিভাগ হইতে বিগত ২১।১২।৭৩ তারিখে স্কুল সমূহে নির্দ্দেশ পাঠানো হইয়াছে।

৩। ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 593
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ বিভাগে কয়টি হাইস্কুল ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে ; এবং

২। ঐ সমস্ত স্কুলগুলির সংলগ্ন কয়টি তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস আছে ?

উত্তর

১। এই সঙ্গে প্রদত্ত ১নং সারণীতে প্রশ্নোক্ত পরিসংখ্যানগুলি দেওয়া হল।

২। ত্রিপুরায় কেবলমাত্র তপশীলভূক্ত জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের নিমিত্ত কোন পৃথক ছাত্রাবাস নাই।

১নং সারণী

ত্রিপুরায় বিভাগভিত্তিক উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

বিদ্যালয়ের প্রকার	মহকুমার নাম										
	সদর	সোনামুড়া	খোয়াই	ধর্মনগর	কৈলাসহর	কমলপুর	বিলোনীয়া	উদয়পুর	অমরপুর	সাবরুম	মোট
(০)	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৩	৩	২	৩	১	২	৪	৩	২	২	৩৫
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৯	২	৭	৬	৭	৪	৭	৫	১	২	৭০

বিঃ দ্রঃ— ১৯৭৩ইং শিক্ষা বৎসর হইতে সাবরুমের ব্রজেন্দ্রনগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এবং ১৯৭৪ইং শিক্ষা বৎসরে এ পর্যন্ত অমরপুর উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী খোলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এগুলি উপরে প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 705.
By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪ইং জানুয়ারীতে সদর উত্তর মোহনপুর ব্লকে কতখানি চাউল এবং ধান সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে

উত্তর

১। ১,৭২০ কেজি চাউল এবং ১,৪৩,৯৮৩ কেজি ধান।

UNSTARRED QUESTION NO. 710
By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সদর উত্তর কলাগাছিয়া সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে তাহা কবে পর্যন্ত করা হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—27-1-75—170